হোমিওপ্যাথিক ভৈষজ্য-বিজ্ঞান।

পঞ্চম খণ্ড।

(পরিশিষ্ট)

শ্রীজগচ্চন্দ্র রায়, এল্, এম্, এস্,
প্রফেসার অফ মেটিরিয়া মেডিকা, হানিমান মেডিকেল
কলেজ ও কলিকাতা হোমিওপ্যাথিক কলেজ।

তৃতীয় সংস্করণ।

প্রকাশক—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায়, এম. এ.

পাবনা।

১৩৩৭

All rights reserved

Price Rs 4/-

banglabooks.in

কলিকাতা

১০৮নং নারিকেলডাঙ্গা মেন রোড স্বর্ণপ্রেসে

শ্রীশিবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য কর্তৃক মুদ্রিত।

banglabooks.in

নিবেদন

হোমিওপ্যাথিক ভৈষজ্য-বিজ্ঞানের পঞ্চম বা পরিশিষ্ট খণ্ড প্রকাশিত হইল, পুস্তকও সমাপ্ত হইল। কল্পনায় পঞ্চম খণ্ডের কলেবরের যে সীমা নির্দ্দেশ করিয়াছিলাম কার্য্যতঃ গ্রন্থ-কলেবর তাহার দ্বিগুণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ব্যয় ও স্থানসংক্ষেপের অনুরোধে গ্রন্থের কার্য্যকারিতার হানী করা সঙ্গত বোধ না হওয়ায় এইরূপ ঘটিয়াছে। অন্যান্য খণ্ডের তুলনায় পঞ্চম খণ্ডের আকার প্রায় দ্বিগুণ হইয়াছে। পুস্তক সমাপ্ত করিতে বিলম্ব হওয়ার ইহা অন্যতম কারণ। পুস্তকের শেষে যে ঔষধের ও চিকিৎসার নির্ঘণ্ট (Index) সংযোজিত হইয়াছে তাহার সঙ্কলন যে কিরূপ শ্রমসাধ্য ও সময়সাপেক্ষ তাহা উক্ত নির্ঘণ্টগুলি একবার নিবিষ্ট চিত্তে আলোচনা করিলেই হৃদয়ঙ্গম হইবে। বিলম্বের জন্য মুদ্রাকরও বিশেষরূপে দায়ী। যে কারণেই হউক যখন বিলম্ব হইয়াছে তখন গ্রাহকগণের নিকট তজ্জন্য ক্ষমাপ্রার্থী।

পঞ্চম খণ্ডের মূল্য সম্বন্ধেও কিছু বলা আবশ্যক। সঙ্কল্প ছিল, পূর্ব্ব চারিখণ্ডের ন্যায় এ খণ্ডেরও মূল্য ২।০ স্থির করিব; এ খণ্ডের কলেবর যেরূপ বাড়িয়া গিয়াছে তাহাতে মুদ্রাঙ্কনব্যয় ব্যয় প্রায় দ্বিগুণ লাগিয়াছে। এরূপ হওয়ায় পূর্ব্ব সংকল্পের কিছু ব্যতিক্রম করিতে বাধ্য হইয়াছি। তিনটি বিস্তৃত নির্ঘণ্টের (Index) সংযোজনাই তার কারণ। সংক্ষেপে একটি নির্ঘণ্ট দিলে মূল্য না বাড়াইলেও চলিত। কিন্তু তাহাতে গ্রন্থপাঠে বিশেষ অসুবিধা হইবে জানিয়া এইরূপ বিস্তৃত নির্ঘণ্ট সংযোজিত হইল। ইহা বহু ব্যয় ও শ্রম সাপেক্ষ হইলেও প্রথম ও দ্বিতীয় এবং তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড একত্রে বাঁধাই এবং পঞ্চম খণ্ডের সহিত নির্ঘণ্ট সংযোজনা করায় কিঞ্চিৎ ব্যয়সংক্ষেপ

banglabooks.in

হইয়াছে এবং তজ্জন্যই নির্ঘণ্ট সহ পঞ্চম খণ্ডের মূল্য মাত্র ৸০ আনা বাড়াইয়া ৩৲ টাকা ধার্য্য করা সম্ভব হইয়াছে। ভরসা করি ইহাতে গ্রাহকগণের অভিযোগের সঙ্গত কারণ থাকিবে না।

গ্রন্থসঙ্কলনের পদ্ধতি সম্বন্ধেও দুই চারি কথা বলা প্রয়োজন বোধ করি। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় যে ভেষজগুলি বহুল প্রযুক্ত তৎসম্বন্ধে জ্ঞাতব্য কোন কথাই পরিত্যক্ত হয় নাই; বরং পরস্পর তুলনাসৌকর্য্যার্থে একই বিষয় কোন কোন স্থলে পুনরুক্ত হইয়াছে। তাহাও উদ্দেশ্যমূলক। কারণ কোন ঔষধের বিষয় লিখিতে যদি স্থানান্তরে তাহার আংশিক বর্ণনায় নির্দ্দেশ মাত্র করিয়া ক্ষান্ত থাকা যায় তাহা হইলে পাঠকের অবকাশের অভাব বা প্রবৃত্তির শৈথিল্য বশতঃ তাহা হয়ত অপঠিত থাকিয়া যাইতে পারে। তজ্জন্য ঔষধটির সম্যক পরিচয়ের বিঘ্ন হওয়ার সম্ভব; ঔষধবর্ণনারও পূর্ণাঙ্গত্বের হানী হয়। পাঠকালে স্থানান্তরে দ্রষ্টব্য বিষয় খুঁজিয়া লইতে জ্ঞানের ধারাবাহিকতার যে বিচ্ছেদ ঘটে তাহা বিষয়ের সম্যক উপলব্ধির হানিকর। এই বিবেচনায় গ্রন্থবাহুল্যের প্রতি উপেক্ষা করিয়া কোন কোন স্থলে বিষয়বিশেষের পুনর্ভাষণও স্বীকার করিয়াছি। বহুল প্রযুক্ত ঔষধগুলি যে ভাবে আলোচিত হইয়াছে তাহা ইংরাজিতে একটি মাত্র ঔষধ অবলম্বন করিয়া যে সকল পুস্তিকা (Monograph) আছে তদ্রূপ সবিস্তার। বস্তুতঃ তত্তৎ ঔষধ সম্বন্ধে ভিষকপ্রবরগণ যাহা যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহা সমস্তই যথাসম্ভব সংগৃহীত ও সন্নিবেশিত হইয়াছে। নিজের অভিজ্ঞতার ফলও যথাস্থানে সংযোজিত হইয়াছে। হোমিওপ্যাথি[illegible] চিকিৎসায় সাফল্যের নিদান স্বরূপ ভেষজসমূহের সাদৃশ্য ও প্র[illegible] বিচার অতি বিস্তৃত ও বিশদভাবে বিবৃত হইয়াছে। বঙ্গভা[illegible] লিখিত হোমিওপ্যাথিক ভেষজ্যবিষয়ক পুস্তকগুলির মধ্যে ইহাই গ্রন্থের একটি প্রধান বিশেষত্ব।

banglabooks.in

বহুল প্রযুক্ত ঔষধ ব্যতীত অন্য যে সকল ঔষধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয় তাহার অধিকাংশই ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। সেগুলিও প্রয়োজনানুরূপ বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে।

গ্রন্থখানি আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত এরূপভাবে লিখিত যে কোন একটি ভেষজবিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ করিলে উক্ত ঔষধের একটি সুস্পষ্ট প্রতিকৃতি মানস-চক্ষুর সম্মুখে উপস্থিত হইবে ; অন্য ঔষধের প্রতিকৃতির সহিত তুলনায় ভ্রম হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না। ইংরাজিতে যাহাকে ইণ্ডিভিডুয়েলিজেশন (Individualisation) বলে। ইহার উদ্দেশ্য এই যে, কোন রোগ চিকিৎসার্থ উপস্থিত হইলে তাহার সম্পূর্ণ অনুরূপ ঔষধটি চিনিয়া লইতে ভ্রম না হয়। তবে যদি ভ্রম হয় তাহা প্রায়শঃ রোগীর বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিতে আমাদিগের ত্রুটি বশতঃ।

অবশ্য স্বীকার করি যে ভৈষজ্যবিজ্ঞান আয়ত্ত করা অতীব শ্রমসাধ্য ; কিন্তু বিনা আয়াসে কোন বিষয়েই নৈপুণ্য লাভ সম্ভব নহে। হোমিও-প্যাথির ত কথাই নাই ; ইহা দুস্তর সাগরবিশেষ। হোমিওপ্যাথিকে সুখগ্রাহ্য শাস্ত্র বলিয়া প্রকাশ করা নিজের অজ্ঞতারই পরিচয়। বিলাতের ডাক্তার বর্ণেট্ (Barnett) বলিয়াছেন ইহা "disgustingly difficult"। তথাপি এই হোমিওপ্যাথিগহনে প্রবেশের নির্দ্দিষ্ট, ভ্রান্তিহীন, ও বিজ্ঞানসম্মত পথ আছে। ইহাতে নৈপুণ্যলাভ করিতে হইলে ধৈর্য্য, ঐকান্তিকতা, শ্রমশীলতা, সত্যানুসন্ধিৎসা ও অকপট শ্রদ্ধাদি গুণ থাকা আবশ্যক। বিশেষতঃ যিনি ভৈষজ্যবিজ্ঞান (Materia Medica) নিরন্তর আলোচনায় কাতর তাঁহার পক্ষে হোমিওপ্যাথির প্রকৃত জ্ঞানলাভ অসম্ভব। হোমিওপ্যাথিক ভৈষজ্যজ্ঞান যাহাতে যথাসম্ভব সুলভ হয় তাহাই এই গ্রন্থপ্রণয়নের উদ্দেশ্য।

এক্ষণে গ্রন্থসন্নিবেশিত সুবিস্তৃত নির্ঘণ্টটির (Index) বিষয়ে দুই এক কথা বলা প্রয়োজন। এই নির্ঘণ্ট তিন ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে।

banglabooks.in

১ম ঔষধের সংজ্ঞানুসারে, ২য় রোগের নামানুযায়ী, ৩য় রোগের নির্ঘণ্টের পরিচায়করূপে। এই নির্ঘণ্টত্রয় এরূপ বিস্তৃত ও বিশদভাবে সঙ্কলিত হইয়াছে যে ইহাদ্বারা চিকিৎসাবিজ্ঞানের (Therapeutics) কার্য্যও বহুল পরিমাণে সাধিত হইবে।

১ম ভাগ। কোন একটি ঔষধ কোন্ কোন্ রোগে প্রযুক্ত হয় ও তাহার গুণ এবং ক্রিয়াদি পুস্তকের কোন্ স্থলে বিবৃত আছে তাহা এই ভাগে প্রদর্শিত হইয়াছে।

২য় ভাগ। কোন একটী রোগ চিকিৎসা করিতে হইলে তাহার প্রয়োজনীয় ঔষধ কোন্ কোন্ পৃষ্ঠায় পাওয়া যাইবে তাহা এই দ্বিতীয় ভাগে দেখান হইয়াছে।

৩য় ভাগ। রোগের নাম দ্বিতীয় ভাগে স্বজাতীয়তা অনুসারে পুঞ্জক্রমে উল্লিখিত থাকায় স্থলবিশেষে কোন্ কোন্ জাতীয়ের অন্তর্গত তদ্বিষয়ে সন্দেহ হইতে পারে, তজ্জন্য রোগনিচয় তৃতীয় ভাগে বর্ণানুক্রমে বিন্যস্ত করিয়া তাহা দ্বিতীয় ভাগের কোন্ জাতীয়বর্গের অন্তর্গত তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে।

এস্থলে ইহাও বলা আবশ্যক যে নির্ঘণ্টমধ্যে স্বল্পপ্রয়োজনীয়, বোধে কোন কোন রোগের নাম বিশেষভাবে উল্লিখিত না হইলেও ঐ রোগগুলি যে সকল যন্ত্র আক্রমণ করিয়া থাকে তাহাদিগের রোগের সাধারণ নির্ঘণ্ট মধ্যে ঐ রোগের ঔষধগুলিও বিবৃত হইয়াছে। সুতরাং ঐ সকল ঔষধের বিষয় পাঠ করিলেই ঐ বিষয়ের জ্ঞাতব্য কথাগুলি জানা যাইবে।

এই গ্রন্থের পূর্ব্ব পূর্ব্ব খণ্ডসকল মুদ্রণকালে সুহৃদ্‌প্রবর পরম শ্রদ্ধাভাজন ৺অঘোরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় নানা বিষয়ে আমার প্রধান সহায় থাকিয়া আমাকে অপরিশোধ্য ঋণজালে আবদ্ধ করিয়াছেন; কিন্তু বর্ত্তমান খণ্ড প্রণয়নের প্রারম্ভে তিনি অকস্মাৎ আমাদিগের

banglabooks.in

মায়ামমতা ত্যাগ করিয়া স্বর্গারোহণ করায় তাঁহার দুর্লভ সাহায্যে বঞ্চিত হই। ইহাও বর্ত্তমান খণ্ড প্রকাশের বিলম্বের অন্যতম কারণ। আমার পরম হিতৈষী বন্ধুপ্রবর শ্রীযুক্ত আনন্দগোপাল গুঁই ও শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ মৈত্র মহাশয়দ্বয়ও আমাকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহাদিগের নিকট সে জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। বলা বাহুল্য, পূর্ব্বপ্রকাশিত খণ্ডগুলির ন্যায় এই খণ্ড প্রণয়নেও বহু লব্ধপ্রতিষ্ঠ গ্রন্থকারের গ্রন্থ হইতে প্রভূত সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি; তজ্জন্য তাঁহাদিগের নিকট চিরকৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ রহিলাম।

গ্রন্থখানি সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন ও কার্য্যোপযোগী করিবার নিমিত্ত যত্ন-চেষ্টার ত্রুটি করি নাই। এক্ষণে, যাঁহাদিগের জন্য ইহা লিখিত হইল তাঁহারা এতদ্দ্বারা কিঞ্চিন্মাত্র উপকার লাভ করিলেও শ্রম সফল জ্ঞান করিব। পরিশেষে বক্তব্য এই যে গ্রন্থে বহু ভ্রমপ্রমাদ থাকারই সম্ভব। অতএব সুধীজন-সমীপে সানুনয় প্রার্থনা যে ভ্রমাদি দৃষ্ট হইলে তাঁহারা যেন কৃপা করিয়া তাহা দেখাইয়া দেন। তাহাতে তাঁহাদিগের নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিব ও ভবিষ্যৎ সংস্করণে তৎসংশোধনে যথাসম্ভব চেষ্টা করিব। অলমতি বিস্তরেণ। ইতি

৪ নং বিডন রো, কলিকাতা
১৯শে জুলাই ১৯১৫ সাল।

নিবেদক
শ্রীজগচ্চন্দ্র রায়।

banglabooks.in

দ্বিতীয় বারের নিবেদন।

হোমিওপ্যাথিক ভৈষজ্য বিজ্ঞানের পঞ্চম বা পরিশিষ্ট খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। দ্বিতীয় সংস্করণ হইলেও অন্যান্য খণ্ডের ন্যায় ইহাও প্রথম সংস্করণের পুনর্মুদ্রন মাত্র, তবে প্রয়োজনানুসারে প্রথম সংস্করণের বর্ণনাদির ভাষা সংশোধিত করিয়া বিষয়াদি সুখবোধ্য করিবার যথা সাধ্য চেষ্টা করিয়াছি। অপিচ প্রথম সংস্করণের মুদ্রাকর প্রমাদ এবং অন্যান্য দোষও সংশোধনের বিষয়ীভূত হইয়াছে।

পুস্তকের মূল্য বৃদ্ধি সম্বন্ধে অধিক কিছু বলিবার নাই, কারণ পাঠক মহোদয়গণ অবশ্যই জ্ঞাত আছেন অধুনা পুস্তক মুদ্রনের ব্যয় চতুর্গুণাপেক্ষাও বৰ্দ্ধিত হইয়াছে। এরূপ স্থলে সম্পূর্ণ গ্রন্থের মূল্যের চারি টাকা মাত্র বৃদ্ধি বোধ হয় অসঙ্গত হয় নাই। এজন্য আশা করা যায় সহৃদয় পাঠক মহোদয়-গণ পূর্ব্ববৎ কৃপা বিতরণে বিমুখ হইবেন না।

৪ নং বিডন রো, কলিকাতা
১২ই বৈশাখ, ১৩২৯ সাল।

নিবেদক,
শ্রীজগচ্চন্দ্র রায়।

banglabooks.in

লেক্‌চার ৫১ (LECTURE LI).

১। এক্‌টিয়া রেসিমোসা।	২। এক্‌টিয়া স্পাইকেটা।
৩। ক্লিমেটিস্‌ ইরেক্টা।	৪। এডনিস্‌ ভার্ণেলিস্‌।
৫। রেণাঙ্কুলাস্‌ বাল্বোসাস্‌।	৬। ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া।
৭। রেণাঙ্কুলাস্‌ স্কিলেরেটাস্‌।	৮। হাইড্র্যাষ্টিস্‌।
৯। হেলিবোরাস্‌।	

একনাইট্‌ ও পাল্‌সেটিলা প্রভৃতি **রেণাঙ্কুলেসি** জাতিভুক্ত প্রধান প্রধান ঔষধের বিষয় স্থানান্তরে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। উপরি উক্ত জাতীয় অন্য কতিপয় ঔষধের বিবরণ আমরা বর্ত্তমান লেক্‌চারে সংক্ষেপে বর্ণনা করিব। মনুষ্য শরীরে ইহাদিগের ক্রিয়াগত বিশেষত্ব অপেক্ষা চিকিৎসা সম্বন্ধীয় কার্য্যক্ষেত্রের সংকীর্ণতাই ইহাদিগকে এক লেক্‌চারে সন্নিবেশিত করিবার বিশেষ কারণ। তথাপি ঔষধ পরস্পরামধ্যে ক্রিয়াগত বিশেষ কোন সম্বন্ধ থাকিলেও এরূপ বর্ণনায় তাহা পরিস্ফুট হইবে বলিয়া আশা করা যায়। আমরা অন্যান্য ঔষধ সম্বন্ধেও এই প্রথা অবলম্বন করিব।

১। এক্টিয়া রেসিমোসা (Actæa Racemosa)।

সাধারণ নাম।—সিমিসিফিউগা, ব্ল্যাক কোহশ।

প্রয়োগরূপ।—টাট্‌কা মূলের টিংচার বা অরিষ্ট।

তুলনীয় ঔষধ।—পাল্‌স্‌, সিপিয়া, নেট্‌ মিউ, লিলি টাই, ইগ্নে।

banglabooks.in

সাধারণ ক্রিয়া।—সিমিসিফিউগা মেরুদণ্ডের, বিশেষতঃ তাহার উৰ্দ্ধাংশের স্নায়ুতে কার্য্য প্রকাশ করায় মেরুমজ্জাবেষ্ট ও স্নায়ুবেষ্টের উত্তেজনা ও প্রদাহ, স্নায়ুশূল এবং পেশীর আক্ষেপ ও কম্প প্রভৃতি লক্ষণ উৎপন্ন হয়। কার্য্যক্ষেত্রে জরায়ু ও অণ্ডাধারের নানাবিধ রোগ, স্নায়ুশূল এবং প্রদাহ নিবারণ দ্বারা ইহার কার্য্যের কথঞ্চিৎ ব্যাপকতা প্রকটিত হয়।

লক্ষণ।

মন। প্রলাপ, পঠিত বিষয় রোগীর পুনঃপুনঃ পাঠ করিবার প্রবৃত্তি। মদাত্যয়বৎ প্রলাপ। রোগী বিলাপ করে, কষ্ট প্রকাশ করে এবং দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে। পর দিবস আনন্দে শরীর শিহরিয়া উঠে, ক্রীড়াশীলতা জন্মে এবং মানসিক অবস্থা পরিষ্কার হইয়া যায়। অপরাহ্নে দুঃখিত, অবসাদিত এবং উৎকণ্ঠাযুক্ত হয়।

মস্তক।—মূৰ্দ্ধাদেশে অবিশ্রান্ত অবসাদভাব। মস্তক গুরু ও বৃহত্তর বোধ; নত হইলে এবং প্রাতঃকালে উত্থান করিলে শিরোঘূর্ণন; উপাধান হইতে মস্তকোত্তোলনে বিবমিষা; মস্তকে ঢেউ খেলার ভাব। চাপে ললাটের মৃদুবেদনার উপশম। মস্তক এবং চক্ষু-গোলকে অত্যন্ত বেদনা, সামান্য চালনায় তাহার বৃদ্ধি। মস্তকের দক্ষিণ পার্শ্বে ও চক্ষুগোলকের পশ্চাতে তীক্ষ্ণ বেদনা। মূৰ্দ্ধা, অক্ষিপাট, ললাটের দক্ষিণ পার্শ্বে, চক্ষু এবং কর্ণে কনকনানি ও তীরবেধবৎ বেদনার শয়নে বৃদ্ধি ও গুল্মবায়ুগ্রস্ত রোগীর ন্যায় ক্রন্দন। মূৰ্দ্ধা ফাটিয়া যাওয়ার অনুভূতি।

নিদ্রা।—অচৈতন্যের ভাব। মস্তিষ্কের উত্তেজনা বশতঃ নিদ্রা-হীনতা। নিদ্রাবস্থায় চমকিয়া উঠা, অস্থিরতা। সর্ব্বশরীরের অসাড়তা বোধ জন্য নিদ্রা হয় না। নিদ্রায় শ্রান্তি দূর হয় না।

banglabooks.in

স্নায়ু।—জঙ্ঘার কম্প, আকুঞ্চক পেশীর আবর্ত্তন। অঙ্গের অনিয়মিত গতি,—বামদিকে অধিক ; জঙ্ঘার অস্থৈর্য্য। পর্য্যায়ক্রমিক প্রবল ও ক্ষণিক আক্ষেপ। সম্পূর্ণ শরীরে বেঁধা বোধ। স্থানে স্থানে বৈদ্যুতিক আঘাতবৎ অনুভূতি। নানাস্থানে তীক্ষ্ণ কর্ত্তনবৎ বেদনা। সর্ব্বশরীরে ক্ষত হওয়ার ন্যায় ঘৃষ্টবোধ। সম্পূর্ণ শরীরের, বিশেষতঃ হস্তের অসাড়তা।

চক্ষু।—চক্ষুগোলকে তীব্র বেদনা, মস্তক কিম্বা চক্ষু নাড়িলে ও সন্ধ্যাকালে তাহার বৃদ্ধি। চক্ষুগোলকের কেন্দ্রস্থানে ভয়ানক বেদনা, প্রাতঃকালে আরম্ভ হইয়া সকল দিন থাকে এবং উপর তলায় উঠিতে তাহার বৃদ্ধি হয়।

শ্বাসযন্ত্র।—বামবক্ষের পঞ্চম অথবা ষষ্ঠ পঞ্জরাস্থির নিম্নে ভয়ানক বেদনা। বক্ষের দক্ষিন পার্শ্বে বেদনা হওয়ায় রোগী চিতভাবে শুইতে ও বক্ষ চাপিতে বাধ্য হয়, শ্বাসপ্রশ্বাসের খর্ব্বতা ও অল্প কাসি জন্মে।

আমাশয়।—তৃষ্ণাহীনতা, অল্প ক্ষুধা। মধ্যাহ্ন ভোজনের স্পৃহা থাকে না। আমাশয়ে প্রবল বেদনা, বিবমিষা ও বমন। শিরঃশূল হইলে উদ্‌গার উঠে। সবুজ বস্তুর বমন, রোগী গোঁ গোঁ করে, উন্মত্তের ন্যায় চীৎকার করে এবং উপশমের জন্য দুই হস্তদ্বারা মস্তক চাপিয়া ধরে। আমাশয় স্থান দমিয়া যাওয়ার ন্যায় অথবা তথায় "কিছুই নাই নাই ভাবের" অনুভূতি।

উদর।—সাময়িক উদরশূল, সম্মুখে বক্র হইলে, শরীর দ্বিভাঁজ করিলে ও মলত্যাগান্তে উপশম। উদরের স্ফীতি নিবন্ধন পূর্ণতাবোধ। অন্ত্রে, কটিতে এবং নিম্নাঙ্গ বাহিয়া প্রবল বেদনা। অন্ত্রে ভয়ানক যন্ত্রণাকর বেদনা ; ডাক ; বায়ু জন্মে। নিম্নোদরে পাশাপাশিভাবে তীক্ষ্ণ বেদনা। উদরপেশীর টাটানি।

জননেন্দ্রিয়।—অণ্ডকোষ বেদনাযুক্ত ও স্পর্শাসহিষ্ণু। দক্ষিণ

banglabooks.in

অণ্ডকোষরজ্জুতে বেদনা এবং সঙ্কোচন। দক্ষিণ অণ্ডকোষরজ্জু বাহিয়া আকৃষ্টবৎ বেদনা।

যোনিপথে ঘৃষ্টবৎ বেদনা। ঋতুকালে স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ে নিম্নাভিমুখে ঠেলমারা বেদনা। রজোবাহুল্য; রজোরোধ।

হৃৎপিণ্ড।—হৃৎপিণ্ডপ্রদেশ হইতে সমস্ত বক্ষোপরি বিস্তৃত বেদনা, বাম বাহু বাহিয়া ধাবিত, হৃৎকম্প, অচৈতন্য, মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য, শ্বাসকৃচ্ছ্র; কাল্‌চে মুখ, হস্তোপরি শীতল ঘর্ম্ম ও শরীরের অসাড়তা; বামবাহু অসাড় এবং তাহা শরীর পার্শ্বে আবদ্ধ থাকার অনুভূতি। হৃৎপিণ্ডক্রিয়ার হঠাৎ রোধ, শ্বাসরোধের উপক্রম।

গ্রীবা ও পৃষ্ঠ।—মস্তকচালনায় গ্রীবা পেশীতে খল্লী। মেরুমজ্জাবেষ্টের পশ্চাদংশের ঘনত্ব জন্মিলে বিদ্যুতাঘাতবৎ প্রচণ্ড বেদনা। শীতল বায়ুসংস্পর্শ বশতঃ গ্রীবার কাঠিন্যে হস্তচালনায় বেদনা। মেরুদণ্ডের, বিশেষতঃ গ্রীবা ও পৃষ্ঠ দেশের স্পর্শাসহিষ্ণুতা; তাহাতে চাপ দিলে বমনবেগ ও বিবমিষা, সমুদয় পেশীর ক্ষতভাব। আক্ষেপকালে মস্তকপশ্চাতের তাপ পৃষ্ঠের নিম্নপর্য্যন্ত যায়, পরে গ্রীবা ও পৃষ্ঠের পেশীতে ক্ষতবৎ বেদনা হয়। অংশফলকাস্থির অভ্যন্তর প্রদেশে বেদনা। মস্তক ও গ্রীবার সঙ্কোচন। পৃষ্ঠে, উরু বাহিয়া নিম্নে এবং হিপসন্ধিভেদ করিয়া গুরুচাপসহ কঠিন বেদনা; কটিদেশে প্রচণ্ড কনকনানি।

ঊর্দ্ধাঙ্গ।—পেশীবেদনা, চালনায় বৃদ্ধি। বোধ যেন বাম বাহু শরীরের কাণ্ডভাগে সংবদ্ধ আছে। বাম বাহুর অবিশ্রান্ত অনিয়মিত চালনা; হস্ত অব্যবহার্য্য। হস্তোপরি শীতল ঘর্ম্ম। লিখিবার সময় অঙ্গুল্যাদির কম্প।

নিম্নাঙ্গ।—সন্ধিনিচয় স্ফীত ও তাপযুক্ত। নিম্নাঙ্গ ভেদ করিয়া ভয়াবহ বেদনা, যেন ক্রমবর্দ্ধিষ্ণু।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গ।—অঙ্গনিচয়ের কনকনানি, পেশীর অত্যধিক

banglabooks.in

টাটানি। পেশীর স্থূল অংশে রসবাতবৎ খল্লী ও সূচিবেধবৎ বেদনা। অঙ্গনিচয়ে অস্বস্তি নিবন্ধন অস্থিরতা।

সর্ব্বগাত্রে চুলকনা, তাপ এবং কাঁটাবেধার ন্যায় বোধ।

প্রদর্শক লক্ষণ।—সিমিসিফিউগার অনেক রোগ, বিশেষতঃ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়রোগসহ পেশীআনর্ত্তন, আক্ষেপ, সর্ব্বাঙ্গীন আক্ষেপ প্রভৃতি এবং বহুভাষিতা ও দুঃখপ্রভৃতি **গুল্মবায়ু সদৃশ স্নায়বিক ও মানসিক লক্ষণের** বর্ত্তমানতা প্রকৃষ্ট প্রদর্শক বলিয়া গণ্য। ইহার রোগাদি অধিকাংশস্থলে **জরায়ু-রোগের সহানুভূতি** প্রযুক্ত জন্মে বলিয়া তাহাও প্রদর্শক বলিয়া বিবেচনা করা যায়।

চিকিৎসা।

শিরঃশূল বা হেডেক।—গুল্মবায়ু প্রকৃতির স্নায়বিক শিরঃশূলের পক্ষে **একটিয়া রেসি** অন্যতম প্রধান ঔষধ। ইহার অনেক বেদনা মস্তক পশ্চাতে উৎপন্ন হইয়া তীরবেগে মেরুদণ্ডের নিম্নাভিমুখে প্রবাহিত হয় এবং কোন কোন বেদনা জরায়ুরোগসহ সম্বন্ধযুক্ত থাকে। পূর্ব্বকথিত বেদনায় মস্তক সম্মুখদিকে নত হইবার উপক্রম হয় এবং তাহাতে রোগী বেদনার উপশম পায়। অধিকাংশ সময়ে পরিশ্রমক্লান্ত ব্যক্তি ও ছাত্রদিগের মধ্যে ইহার শিরঃশূল দেখিতে পাওয়া যায়। রোগী প্রথমে বোধ করে যেন তাহার মাথার চাঁদী উড়িয়া যাইবে। চক্ষুর ঊর্দ্ধে তীক্ষ্ণ কর্ত্তনবৎ বেদনা হইলে তীরবেগে তাহা মস্তকের শীর্ষদেশে যায়। বোধ হয় যেন মস্তিষ্ক ঢেউর ন্যায় চালিত হইতেছে। মস্তক পশ্চাৎ হইতে তীক্ষ্ণ বেদনা উঠিয়া ললাটদেশেও যাইতে পারে, তাহাতে বোধ হয় যেন মস্তক মধ্যে পেরেক ঠুকিয়া বসান হইতেছে। **শিরঃশূলে রোগীর বাতুল হইবে বলিয়া আশঙ্কা** জন্মে, ইহা একটী প্রধানতম প্রদর্শক।

banglabooks.in

সিপিয়া—যে সকল স্ত্রীলোকের প্রচুর শ্বেতপ্রদর থাকে তাহাদিগের বহু দিনের পুরাতন **আধ্বকপালি মাথাব্যথা** বাম চক্ষু ও বাম ললাটপার্শ্বে আরম্ভ হইয়া পশ্চাৎ দিকে বিস্তার করিলে ইহা দ্বারা আরোগ্য হয়।

মানসিক বিকার—বিষাদোন্মত্ততা; সূতিকোন্মাদ; মদাত্যয়।—মানসিক অবসাদগ্রস্ত রোগিদিগের রোগে **সিমিসিফিউগা** বিশেষ উপযোগী ঔষধ। রোগী দুর্ব্বল এবং বিষণ্ণচিত্ত; তাহার মানসক্ষেত্র অতীব অন্ধকারাচ্ছন্ন ও দুঃখভারাক্রান্ত, রোগী বড়ই সন্দেহযুক্ত; রোগী যাহা দেখে, অপরিচিত ও অস্বাভাবিক বলিয়া প্রতীয়মান হয়, বোধ করে যেন মস্তিষ্ক বৃহত্তর হইয়াছে। অহরহঃ উপরি উক্ত রূপ গভীর বিষাদগ্রস্ত ও ভয়াবহ দুঃখভারাক্রান্ত থাকার অনুভূতি ঘটে। অনেক সময় রোগী মনে করে কোন দুর্ঘটনা ঘটিবে, সে ক্ষিপ্ত হইবে বা মরিবে। ফলতঃ ক্রমে ক্রমে মানসিক অশান্তির অসহনীয় আতিশয্য বোধ করায় তাহার আত্মহত্যার প্রবৃত্তি জন্মে। ন্যূনাধিক উপরি উক্ত লক্ষণযুক্ত **আত্মহত্যার প্রবৃত্তিবিশিষ্ট বিষাদোন্মত্ততা ও সূতিকোন্মাদ এবং ইন্দুরাদির ভ্রমদৃষ্টিবিশিষ্ট মদাত্যয়-রোগের** ইহাদ্বারা উপশম হয়। **মদ্যপান** অথবা **জরায়ু-রোগ নিবন্ধন প্রলাপ** ইহা উপশম করিয়া থাকে।

কাম্ফে কা—চক্ষু মুদ্রিত করিলেই রোগী নানাবিধ দৃশ্য দেখে এবং চক্ষু উন্মুক্ত করিলেই তাহা অন্তর্দ্ধান করে; **সিমিসিফ্র** ন্যায় ইহাতেও মন আশঙ্কান্বিত থাকায় রোগী মনে করে সে উন্মাদ হইবে ও লোকে তাহার মানসিক অবস্থা বুঝিতে পারিবে।

এলুমিনা—অবসাদগ্রস্ত এবং আশঙ্কান্বিত রোগী বাতুল হইবে বলিয়া ভীত।

banglabooks.in

আম্বড়িন্—উন্মাদ হইবে বলিয়া ভীতি, রোগী চিকিৎসকের নিকটে যায় না, মনুষ্য দেখিলে ভীত হয়, প্রত্যেক ঘটনাতেই বিপদাশঙ্কা করে।

ক্যাল্কে ফস্—অল্পবয়স্কদিগের হস্তমৈথুন নিবন্ধন এবং বৃদ্ধদিগের **একবিষয়াত্মক উন্মাদরোগারোগ্যে** ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ।

স্পাইন্যাল ইরিটেষণ বা মেরুমজ্জার উত্তেজনা।—জরায়ু রোগের প্রক্ষিপ্ত ক্রিয়া বশতঃ মেরুমজ্জার উত্তেজনা বা স্পাইন্যাল ইরিটেষণে **এক্টিয়া রেসি** কার্য্যকারী ঔষধ। ইহাতে কটিদেশের মেরুদণ্ডাংশ আক্রান্ত হওয়ায় নিম্নাঙ্গের দুর্ব্বলতা ও কটিদেশে বেদনা জন্মে। গ্রীবামেরুদণ্ডাংশের বিশেষ আক্রমণে গ্রীবাস্থ ঊর্দ্ধ ও অধঃ কশেরুকাদি স্পর্শাসহিষ্ণু থাকে এবং রোগী চেয়ারে ঠেস দিয়া বসিতে পারে না; বেদনা স্থান-পরিবর্ত্তনশীল। রুগ্ন মেরুদণ্ডে চাপ দিলে অনেক সময় বমনোদ্রেক হয়। উপরি উক্ত রোগসহ আর্ত্তবাভাব বর্ত্তমান থাকিতে পারে।

সাল্ফার—ঋতুরোধ নিবন্ধন স্পাইন্যাল ইরিটেষণরোগ জন্মে, ঝাঁকি লাগিলে মেরুদণ্ড বেদনা করে। মেরুদণ্ডে ঘর্ম্মহীন তাপ।

বেলাডনা—মেরুদণ্ডে জ্বালাযুক্ত তাপ। অণ্ডাধারের সূচিবেধবৎ বেদনা ও নিম্নাভিমুখে ঠেলমারা, এবং অবিশ্রান্ত পৃষ্ঠবেদনা।

জেল্স—গ্রীবা এবং গ্রীবাপশ্চাতে সূচিবেধবৎ বেদনা, ক্লান্তির ভাব, এবং মানসিক অবসাদ। গভীর দেশের পেশীশূল এবং অসাড়তা জন্মে, বোধ হয় যেন পায়ে ঝিন্‌ঝিনি লাগিবে।

তাণ্ডব বা নৃত্যরোগ (Chorea)।—তাণ্ডবরোগে শরীরের বাম পার্শ্বে চালনা থাকিলে এবং পেশীবাত অথবা রসবাত সংস্রবে রোগ জন্মিলে, কিম্বা জরায়ু বিকারের প্রক্ষিপ্ত ক্রিয়াবশতঃ রোগ হইলে

banglabooks.in

সিমিসিফিউগা উপকারী। যুবতী স্ত্রীলোকদিগের ঋতুবিকার ঘটিত রোগে ইহা বিশিষ্ট ফলপ্রদ। **মানসিক অবসাদের বর্ত্তমানতাও** ইহার প্রদর্শক। মেরুদণ্ড স্পর্শাসহিষ্ণু এবং সম্পূর্ণ পেশীমণ্ডলী বেদনাযুক্ত। ভীতি বশতঃ রোগে এবং যে রোগে গলাধঃকরণ ক্রিয়ার অভাব ঘটে তাহাতেও ইহা উপকারী।

স্নায়ুশূল বা নিউরেল্‌জিয়া।—জরায়ু এবং অণ্ডাধার-রোগের প্রক্ষিপ্ত ক্রিয়া বশতঃ যে কোন শরীরাংশের স্নায়ুশূলরোগে **এক্টিয়া** উপকারী। **মূর্দ্ধার কথঞ্চিত পশ্চাতে তাপানুভূতি** ইহার প্রধান সহকারী লক্ষণরূপে গণ্য। জরায়ু ও অণ্ডাধারের রোগ বশতঃ বাম চক্ষুর অধঃদেশের স্নায়ুশূল অধিকাংশ সময়ে ইহাদ্বারা আরোগ্য হইয়া থাকে।

বক্ষরোগ—কাসি, যক্ষ্মাকাসি বা থাইসিস্‌।—**একটিয়া** বংশানুক্রমিক যক্ষ্মাকাশের ঔষধ নহে। শৈত্যসংস্রব প্রভৃতি আগন্তুক কারণ ঘটিত রোগের প্রথমাবস্থার শুষ্ক ও বিরক্তিকর এবং রজনীতে বৃদ্ধিপাওয়ার প্রকৃতিযুক্ত কাসিতে ইহা প্রযোজ্য। ইহার সহিত সাধারণতঃ বক্ষশূল বর্ত্তমান থাকে।

বক্ষশূল, পার্শ্ববেদনা বা প্লুরোডাইনিয়া।—গুল্মবায়ু অথবা জরায়ুরোগগ্রস্ত রোগিণীর বক্ষের দক্ষিণ পার্শ্ব অধিকতর আক্রান্ত হইলে **এক্টিয়া** ফলপ্রদ। রোগিণী প্রায়শঃ আমাশয়-স্থলে মূর্চ্ছার ভাব বোধ করে।

গুয়েইয়াকাম্‌—টুবার্কুলার থাইসিস্‌ রোগের (গুটিকা-জনিত যক্ষ্মা) পার্শ্ববেদনায় ইহা অব্যর্থ মহৌষধ।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়রোগ—**কষ্টরজঃ,** বাধকবেদনা বা ডিস্‌মেনরিয়া; জরায়ুর স্থানচ্যুতি বা ডিস্‌প্লেসমেণ্ট অব ইউটারাস্‌; শ্বেতপ্রদর বা লিউকিরিয়া; অণ্ডাধার-প্রদাহ

banglabooks.in

ও অণ্ডাধারের স্নায়ুশূল।—**একটিয়া রেসিমোসা** মূলতঃ রসবাতিক ধাতুগ্রস্ত রোগিদিগের পক্ষে উপযোগী। ইহার প্রায় **অধিকাংশ রোগের মূলেই রসবাতসংস্রব বর্ত্তমান** থাকে এবং ইহার সর্ব্বপ্রকার রোগেই প্রগাঢ় মানসিক বিষণ্ণতা ও নৈরাশ্য অতি পরিস্ফুট লক্ষণরূপে প্রকাশিত হয়। অতএব ইহার রোগচিকিৎসায় এই সকল বিষয় স্মরণ রাখা অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া জানিতে হইবে। ফলতঃ ইহার স্ত্রীজননেন্দ্রিয় রোগে মানসিক লক্ষণনিচয় অসাধারণরূপে পরিস্ফুট হয়। দুর্ব্বলতাসহ রোগী অসহিষ্ণুভাবাপন্ন থাকে এবং মনে করে সে পাগল হইবে। শিরঃশূল জন্মে। **সিমিসিফ্** ঋতুস্রাব শীঘ্রাগত ও স্থানপরিবর্ত্তনশীল পৃষ্ঠবেদনাযুক্ত। ফলতঃ উপরি উক্ত লক্ষণবিশিষ্ট **রজঃকৃচ্ছ্র**, বিশেষতঃ **রসবাতিকরজঃ-কৃচ্ছ্ররোগে** উত্তেজনাপ্রবণ ও স্পর্শাসহিষ্ণু জরায়ুতে ঘৃষ্টবৎ বেদনা থাকিলে এবং তাহা দ্রুতবেগে নিম্নোদরের পার্শ্ব হইতে পার্শ্বান্তরে ধাবিত হইলে ইহা উপকার করিয়া থাকে। বস্তিদেশের এক পার্শ্ব হইতে অন্য পার্শ্ব পর্য্যন্ত কর্ত্তনবৎ বেদনা থাকিলে ইহা **জরায়ুর স্থানচ্যুতি** দোষ সংশোধন করিতে সক্ষম। উপরি উক্ত মানসিক লক্ষণ এবং স্নায়ুশূল, উত্তেজনাপ্রবণতা ও স্পর্শাসহিষ্ণুতা প্রভৃতি স্নায়বিক লক্ষণ এবং **সিমিসিফ** ধাতুগত বিশিষ্টতা বর্ত্তমান থাকিলে ইহা **শ্বেতপ্রদর** রোগও আরোগ্য করিতে পারে। জরায়ুতে শোণিতা-ধিক্য জন্মে এবং তাহা ও অন্যান্য বস্তিযন্ত্র অত্যন্ত স্পর্শাসহিষ্ণু বেদনাযুক্ত ও গুরুভারাক্রান্ত বোধ হয়।

স্থানান্তরিত রসবাত নিবন্ধন **অণ্ডাধারপ্রদাহ** এবং **অণ্ডাধারস্নায়ুশূল** রোগে তীক্ষ্ণ বেদনা তীরবেগে বস্তিপার্শ্ব ভেদ করিয়া ঊর্দ্ধে উঠিলে এবং তাহাতে ঠেলমারা ভাব থাকিলে **সিমি-সিফিউগা** উপযোগী।

banglabooks.in

কলফাইলাম—অনেকাংশেই ইহা **সিমিসিফিউগার** তুল্য, কিন্তু ইহাতে **সিমিসিফুর** শিরঃশূলের অভাব ও রসবাতের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সন্ধিতে সীমাবদ্ধ থাকা, ইহার প্রভেদক। **সিমিসিফুর** রসবাত, পেশীর স্থূলাংশ আক্রমণ করে। **আভ্যন্তরীণ কম্পভাবের বর্ত্তমানতা কলফার** একটি বিশেষ লক্ষণ।

গর্ভপাত বা এবর্ষণ।—রসবাতরোগগ্রস্ত স্ত্রীলোকদিগের অভ্যাসগত গর্ব্ভপাত নিবারণে **সিমিসিফিউগা** অতি ক্ষমতাশালী ঔষধ। তীরবেগে বেদনা উদরের এক পার্শ্ব হইতে পার্শ্বান্তরে যায় এবং রোগী দ্বিভাঁজ হইতে থাকে।

একনাইট ও ক্যামমিলা—ক্রোধ বশতঃ আশঙ্কিত গর্ব্ভপাত নিবারণে সমর্থ। ইহারা পরস্পরের মানসিক লক্ষণ দ্বারা প্রভেদিত। বেদনাকালে অত্যন্ত মানসিক উত্তেজনা জন্মে।

কলফাইলাম—প্রসব বেদনার ভ্রান্তি উৎপাদক জরায়ু বেদনা এবং আশঙ্কিত গর্ব্ভপাত নিবারণে ইহা উপকারী। পৃষ্ঠ এবং উদরের উভয় পার্শ্বে কঠিন বেদনা, জরায়ুর মৃদু সঙ্কোচন ও অত্যল্প স্রাব। এরূপ স্থলে ডাং ম্যাডেন ইহাকে ফলপ্রদ ঔষধ বলেন।

প্রসববেদনা বা লেবর; প্রসবান্তিক বেদনা বা আফ্‌টার পেন্‌স্।—আশঙ্কিত গর্ব্ভপাত অথবা প্রসবসংস্রবীয় বেদনা যখন তীরবেগে উদরের এক পার্শ্ব হইতে আড়াআড়ি ভাবে অন্য পার্শ্বে যায়, রোগী যাহাতে দ্বিভাঁজ হইতে থাকে এবং বেদনা এতাদৃশ প্রবল হয় যে রোগী তাহাতে মূর্চ্ছা যায়, তদবস্থায় অপর কোন ঔষধে ফল না হইলে **সিমিসি** দ্বারা উপকার পাওয়া যায়। জরায়ুমুখ সম্যক বিস্তৃত হয় না। গর্ব্ভের প্রাথমিক অবস্থায় উদরপ্রাচীরে বেদনা হইলে ইহা তাহা নিবারণ করে। জরায়ুর রসবাতিক ও অলীক প্রসব বেদনায় ইহা উপকারী। ইহা এবং **কলফা** পূর্ব্ব হইতে সেবন

banglabooks.in

করাইলে প্রসবের সাহায্য হয়। **প্রসবান্তিক** বেদনা ইহাদ্বারা উপশম হইয়া থাকে।

লাইকো এবং ইপিকা—প্রথমের বেদনা দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে বাম এবং দ্বিতীয়ের বেদনা বাম হইতে দক্ষিণে যায় ও তাহাতে বিবমিষা থাকে।

হেমামেলিস্—উপরি উক্ত অবস্থায় ইহার স্থানিক প্রয়োগ উপকারী। উদর পেশীতে টাটানি থাকে।

একনাইট—বেদনা অতি প্রবল, শীঘ্র শীঘ্র ও অসহনীয় এবং তাহার সহিত অস্থিরতা, উৎকণ্ঠা ও মৃত্যুভীতি বর্ত্তমান থাকে। প্রসব-পথ শুষ্ক, স্পর্শাসহিষ্ণু এবং প্রসারিত হওয়ার অনুপযুক্ত।

রসবাত বা রিউম্যাটিজম; পেশীবাত বা মায়াল্‌জিয়া।—এক্টিয়া রেসিমোসা রেণাঙ্কুলাস শ্রেণির ঔষধ নিচয়ের জাতিগত ধর্ম্মানুসারে রসবাত রোগের অন্যতম প্রধান ঔষধ মধ্যে গণ্য। ইহাতে আক্রান্ত পেশীর মাংসল বা স্থূল অংশে কন্‌কনানি বেদনা হয়, ইহা পেশীর সীমাংশ আক্রমণ করে না। **নাক্স ভমিকার** ন্যায় ইহা অঙ্গনিচয়ের ক্ষুদ্র পেশী অপেক্ষা শরীরের কাণ্ডভাগের বৃহৎ পেশীই অধিকতর আক্রমণ করিয়া থাকে। **রাসের** ন্যায় ইহা তান্তব উপাদান আক্রমণ না করায় তাহা হইতে প্রভেদিত হয়; ইহা পেশীবাতের বিশেষ ঔষধ বলিয়া পরিগণিত। যে পেশী-বাত হঠাৎ হয় ও অতি প্রবল বেদনাযুক্ত থাকে **সিমিসি** তাহার ঔষধ। ইহাতে অত্যন্ত অস্থিরতা জন্মিলেও অঙ্গচালনায় বেদনার বৃদ্ধি হয়।

একনাইট, পালসেটিলা, রেণাঙ্কুলাস বাল্বো-সাস্ এবং এক্টিয়া স্পাইকেটা—রসাবাত রোগে ইহারাও **সিমিসি**সহ তুলনীয়,—**একন্** তরুণ রসবাতজ প্রাথমিক জরের ঔষধ। রসবাত রোগে **পালসের** উপকারিতার

banglabooks.in

বিষয় ইতিপূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। **রেণাঙ্কু বাল্বো** বিশেষরূপে শরীরের কাণ্ডভাগ ও বক্ষের পেশীর রসবাত রোগে উপকারী, ইহার রোগ স্থানপরিবর্ত্তনশীল। আক্রান্ত পেশীতে অত্যন্ত টাটানি ও ঘৃষ্টবৎ বেদনার সেঁতা বায়ুতে বৃদ্ধি। **এক্টিয়া স্পাই** হস্ত এবং পদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সন্ধি আক্রমণ করে ; সন্ধিনিচয় কন্ কন্ করে ও ভ্রমণ-কালে স্ফীত হয়।

কলফাইলাম—অনেক বিষয়ে **সিমিসিফ** তুল্য। প্রভেদ এই যে ইহা করের এবং হস্তাঙ্গুলির সন্ধি আক্রমণ করে।

২। একটিয়া স্পাইকেটা (Actœa Spicata)।

তুলনীয় ঔষধ।—একন, কলফা, সিমিসি, লিডাম্।

সাধারণ ক্রিয়া।—ইহার ক্রিয়ার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সন্ধির রসবাতবৎ রোগোৎপন্ন হওয়ায় ইহা তাহার চিকিৎসায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আহার করিলে, মুক্তবায়ুতে ভ্রমণ করিলে অথবা অধিক কথা বলিলে রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল ও অলস হইয়া পড়ে। ইহাতে আকৃষ্টতাসহ ছিন্নবৎ বেদনা হয়।

লক্ষণ।—রোগী ভয়াবহ প্রলাপ লক্ষণ প্রকাশ করিতে থাকে। মুখমণ্ডলে রসবাতবৎ বেদনা। অম্ল বমন। সামান্য ক্লান্তিতেই সন্ধির স্ফীতি। হস্তে পক্ষাঘাতিক দুর্ব্বলতাবৎ বেদনা। ক্ষুদ্র সন্ধির রসবাত। মণিবন্ধ বা অঙ্গুলিসন্ধিতে ভয়ানক যন্ত্রণাপ্রদ ও স্পর্শাসহিষ্ণু বেদনা রজনীতে বৃদ্ধি পায়। নিম্নাঙ্গে স্ফীতি, বেদনা ও দুর্ব্বলতা। উরু উত্তোলন করিলে তাহার কম্প। জানুসন্ধিতে অত্যন্ত দুর্ব্বলতা বোধ।

চিকিৎসা।

একটিয়া স্পাইকেটায় হস্ত-পদ প্রভৃতির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সন্ধির **রসবাত** অথবা **গাউট বা ক্ষুদ্র বাতরোগ**

banglabooks.in

জন্মিতে দেখা যায়। আমাশয়ে অম্ল জন্মে। রোগী প্রায় সুস্থাবস্থাতেই ভ্রমণ করিতে যায়, কিন্তু ভ্রমণ-আরম্ভেই সন্ধি-বেদনা হয়।

৩। ক্লিমেটিস ইরেক্টা (Clematis Erecta)।

সম্বন্ধ।—ইহা **ব্রায়নিয়ার** দন্তশূলের ও **ক্যাম্ফরের** কার্য্যের প্রতিষেধক।

তুলনীয় ঔষধ।—আর্স, একন, বার্ব্বেরিস, ব্রায়, ক্যাল্কে কা, সিমিসি, কনায়াম, গ্র্যাফা, মার্ক, পেট্রল, পালস্, রেণাঙ্কু, রড, রাস, সিলিক ও সাল্ফ্।

সাধারণ ক্রিয়া।—ইহার সমজাতীয় অন্যান্য ঔষধের ন্যায় ইহাও নানাপ্রকার বেদনা উপস্থিত করে। ক্লিমেটিস্ লসিকা বা লিম্ফ্যাটিক গ্রন্থি মণ্ডলীতে ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া তাহাদিগের প্রদাহ, ও স্ফীতি প্রভৃতি উৎপন্ন করে। জননেন্দ্রিয় ও মূত্রযন্ত্রের ক্রিয়াই ইহার বিশেষ পরিচয়ের বিষয়, তাহাতে ইহা অতি যন্ত্রণাপ্রদ লক্ষণ উৎপন্ন করে। ত্বকেও ইহার রোগজনক ক্ষমতা আছে।

লক্ষণ।

মন।—একা থাকিতে ভীতি, কিন্তু ভাল লোকের সহবাসও ভাল-বাসে না। মানসিক অবসাদ, অমঙ্গল নিকটস্থ বলিয়া ভীতি। উত্তেজনা-প্রবণ, মৌন, গৃহের বাহিরে যাইতে অনিচ্ছা।

চক্ষু।—চক্ষুর প্রদাহ, চনচনিযুক্ত জ্বালা এবং অবদারণভাব। চক্ষু লোহিত, চাকচিক্যযুক্ত, তপ্ত এবং শুষ্ক। চক্ষুর শুভ্রাংশের প্রদাহ ও অশ্রুস্রাব। চক্ষু হইতে অগ্নিস্রোত নির্গত হওয়ার ন্যায় কামড় ও জ্বালা-যুক্ত বেদনা। চক্ষুর তাপ ও শুষ্কতা নিবন্ধন রোগী চক্ষুপত্র মুদ্রিত করিতে বাধ্য। কনীনিকা সঙ্কুচিত। চক্ষুর সম্মুখে ঝিল্লি থাকার অনু-

banglabooks.in

ভূতি। বাম চক্ষুগোলকের মধ্যভাগে বেদনা। চক্ষুচালনায় চক্ষুকোটরে চাপ।

মূত্রযন্ত্র।—মূত্রত্যাগে বাধা ও জ্বালা এবং তাহার আরম্ভে অথবা স্রোতের বাধা জন্মিলেই বিশেষ জ্বালা হয়। মূত্রনালীতে অধিককাল স্থায়ী সঙ্কোচন ও সঙ্কুচিত অবস্থা। এক উদ্যমে সম্পূর্ণ মূত্রত্যাগ হয় না।

পুংজননেন্দ্রিয়। অণ্ডকোষবেষ্টের দক্ষিণার্দ্ধের স্ফীতি। অণ্ডকোষ শিথিলবন্ধন হয় ও ঝুলিয়া পড়ে। অণ্ডকোষ বেদনাযুক্ত, প্রদাহিত এবং স্ফীত। অণ্ডকোষের বেদনায় অণ্ডকোষরজ্জুর আকৃষ্টতা। দক্ষিণ অণ্ডকোষরজ্জু স্পর্শাসহিষ্ণু এবং অণ্ডকোষ উর্দ্ধদিকে আকৃষ্ট।

ত্বক।—গ্রন্থিনিচয়ের বেদনাযুক্ত স্ফীতি ও দড়কচড়াভাব। শীতল জলে ধৌত করিলে, শয্যার তাপে এবং আর্দ্র পোল্‌টিস প্রয়োগে আর্দ্র ও চুলকনাযুক্ত কাউর বা একৃজিমার বৃদ্ধি।

চিকিৎসা।

গৃহবিরহাতুরতা বা হোম সিক্‌নেস্।—গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন জন্য রোগীর বাতুলের ন্যায় অস্বাভাবিক ব্যস্ততা জন্মিলে অস্থিরতা, স্বপ্নপূর্ণ নিদ্রা এবং শরীরাভ্যন্তরে কম্পভাব প্রভৃতি যে সকল অসুস্থতা উপস্থিত হয় তন্নিবারণে **ক্লিমেটিস্** প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

আইরাইটিস্ বা উপতারাপ্রদাহ। এই রোগে **মার্ককরের** পর **ক্লিমেটিস্** উপকারী। উপদংশজ রোগে ডাঃ হিউজ ইহার বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন। শৈত্যসংস্পর্শ জনিত উপতারাপ্রদাহে চক্ষুতে চাপ লাগার ন্যায় বেদনা, অত্যন্ত আলোকাতঙ্ক, চক্ষুর তাপ এবং জলস্রাব ও শৈত্য সংস্পর্শে অসহিষ্ণুতা প্রভৃতি থাকিলে ইহা প্রযুক্ত হয়। ফলতঃ **শৈত্যসংস্পর্শের অসহিষ্ণু-**

banglabooks.in

তাই ইহার অন্যতম প্রধান প্রদর্শক। উত্তেজনা-হীন, জড়ভাবাপন্ন চক্ষুপ্রদাহ আলোকাতঙ্কহীন থাকিলে এবং প্রদাহিত স্থানের লোহিত বর্ণাদি অতি অকিঞ্চিৎকর হইলে ইহা ফলপ্রদ। ইহাতে প্রতিশ্যায়িক এবং গণ্ডনালীয় চক্ষু-প্রদাহ, অবস্থা বিশেষে, আরোগ্য হইয়া থাকে। দানার বা গ্র্যানুলের উৎপত্তিপ্রবণতাবিশিষ্ট চক্ষুপত্রপ্রদাহে স্ফীত চক্ষুপত্র প্রাতঃকালে জুড়িয়া থাকে।

অর্কাইটিস্ বা একশিরা।—পূয়ধাতুর স্রাবরোধ অথবা শৈত্য সংস্পর্শ জনিত একশিরা রোগে অণ্ডকোষ প্রস্তরবৎ কঠিন ও স্ফীত এবং অত্যন্ত বেদনাযুক্ত হইলে **ক্লিমেটিস্** উপকার করে। ইহা বিশেষরূপে দক্ষিণ পার্শ্বের রোগেই অধিকতর ফলপ্রদ। অণ্ডকোষের ঊর্দ্ধে আকৃষ্টতা এবং অণ্ডকোষরজ্জুতে স্পর্শাসহিষ্ণুতা ও চাপবৎ বেদনা। মূত্রনালীর অত্যন্ত উত্তেজনা হয় এবং বেদনা রজনীতে শয্যাতাপে বৃদ্ধি পায়। অণ্ডকোষের স্পর্শাসহিষ্ণুতা ও স্ফীতি হ্রাস করিতে ইহার বিশেষ কার্য্যকারিতা দৃষ্ট হইয়া থাকে। একশিরার উপসর্গ স্বরূপে অথবা তাহা বসিয়া যাইয়া কর্ণমূল গ্রন্থি প্রদাহ বা "মাম্পস্" জন্মিলে **ক্লিমেটিস**ও **অরাম** উপকারী।

কাউর, পামা বা একজিমা।—রসবাত প্রভৃতি ও সোরাদোষযুক্ত রোগীর মস্তক পশ্চাতে রসবিম্বিকা জন্মিলে, চুলকায় এবং তাহাতে হুলবেধবৎ বেদনা ও কীটবিচরণবৎ অনুভূতি থাকে। শরীরের অন্যান্য স্থানের রোগও ঐরূপ প্রকৃতিবিশিষ্ট। উদ্ভেদ, বিশেষতঃ অক্ষিপাট প্রদেশের উদ্ভেদ কখন কখন পূয়গুটিকায় পরিণত হয়। জলধৌত করিলে রোগের বৃদ্ধি হওয়ায় কথঞ্চিত প্রদাহ লক্ষণ প্রকাশ পায়।

৪। এডনিস ভার্ণেলিস্ (Adonis Vernalis)।

তুলনীয় ঔষধ।—ডিজিট; ক্র্যাটিগাস, কনভ্যালে।

banglabooks.in

লক্ষণ।—হৃৎপিণ্ডের দ্বি-পত্র কপাট (Mitral Valve) ও হৃদ্ধমনীর কপাটের অসম্পূর্ণতা বশতঃ শোণিতের পশ্চাৎগতি। হৃদগ্র প্রদেশে বেদনা, হৃৎকম্প এবং শ্বাসকৃচ্ছ্র। স্পষ্টতর শিরাশোণিতাধিক্য। হৃৎরোগজ শ্বাসকৃচ্ছ্র। অনিয়মিত ও ক্ষণলোপবিশিষ্ট নাড়ীস্পন্দন।

চিকিৎসা।—অতীব ক্ষীণ হৃৎপিণ্ড এবং ধীর ও দুর্ব্বল নাড়ী বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের জীবনীশক্তির অতি নিস্তেজাবস্থায়, বিশেষতঃ তাহাদিগের বৃক্ককের বিকার বশতঃ অত্যল্প মূত্রত্যাগ হইলে **হৃৎকপাট রোগে** ও হৃৎরোগ জনিত **জলশোথে এডনিস** বিশেষ উপকারী ঔষধ। হৃৎপিণ্ডের দুর্ব্বলতা বশতঃ তাহা শোণিত গতির বাধা অতিক্রম করিয়া শোণিত সঞ্চালনের সম্পূর্ণতা রক্ষা করিতে অক্ষম হইলে যদি **ডিজিট্যালিসে** ক্রিয়া না হয়, কিম্বা তাহা প্রয়োগের বাধা থাকে, তাহাতে আমরা ইহাদ্বারা ফলাশা করিতে পারি। ডাং ব্ল্যাকউড ইহার প্রয়োগে হৃদ্ধমনীর সঙ্কোচন ও দ্বি-পত্র হৃৎকপাটের দোষে শোণিতের পশ্চাৎ গমন জন্য শোণিত সঞ্চালনের অসম্পূর্ণতা শোধনের সাহায্য করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। ইহাতে নিম্নাঙ্গে জলশোথ, অত্যন্ত শ্বাসকৃচ্ছ্র, অত্যল্প মূত্রস্রাব এবং অনিয়মিত নাড়ীস্পন্দন প্রভৃতি লক্ষণ উপস্থিত হইয়াছিল। আভ্যন্তরীণ হৃৎবেষ্টপ্রদাহ বা এণ্ডোকার্ডাইটিস্‌রোগে হৃৎপিণ্ডের প্রসার বা ডাইলেটেষণ আরম্ভ হওয়ার লক্ষণস্বরূপ হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়াদৌর্ব্বল্য বশতঃ কিড্‌নিতে রক্তাধিক্য, মূত্রাল্পতা ও জলশোথ উৎপন্ন হইলেও তিনি ইহার প্রয়োগের ব্যবস্থা করিয়াছেন। উপাদানগতরোগহীন হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়াবৈকারিক দুর্ব্বলতা, অনিয়মিত গতি এবং শ্বাসকৃচ্ছ্র উপশমিত করিয়া হৃৎপিণ্ডের শক্তি পুনঃস্থাপন দ্বারা তাহার সঙ্কোচনের ও নাড়ীস্পন্দনের সুবিধান করিতে **এডনিস্‌** অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। **কিড্‌নির ক্রিয়াবিকার জনিত মূত্রাল্পতা** ইহার প্রদর্শক।

banglabooks.in

৫। রেণাঙ্কুলাস্ বাল্বোসাস্ (Ranunculus Balbosus)।

উপচয়।—বায়ুর তাপপরিবর্ত্তনে; প্রাতঃকালে; সন্ধ্যাকালে; স্পর্শে; শরীরচালনায়; অবস্থানের পরিবর্ত্তনে; উগ্র সুরাপানে।

সম্বন্ধ।—ইহার কার্য্যপ্রতিষেধক—ব্রায়, ক্যাম্ফর, পাল্স ও রাসটক্স্।

প্রতিযোগী ঔষধ—এল্কহল, ষ্ট্যাফি, সাল্ফ, ভিনিগার, ওয়াইন মদ্য।

সাধারণ ক্রিয়া।—অনুভূতিদ স্নায়ু, পেশীউপাদান এবং ত্বকে রেণাঙ্কুলাস্ বাল্বোসাসের ক্রিয়ার ফলে বক্ষপ্রাচীরেই বিশেষ লক্ষণ দৃষ্টিগোচর হয়। বক্ষে ইহা যে বেদনা উৎপন্ন করে তাহাই ইহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লক্ষণ মধ্যে গণ্য এবং তাহার প্রকৃতি বক্ষশূল বা প্লুরোডাইনিয়া-রোগের প্রায় তুল্য।

লক্ষণ।

মন।—চিন্তা করিতে চিন্তার বিষয় ভুলিয়া যায়। বুদ্ধিশক্তির জড়ভাব। রোগী উত্তেজনাপ্রবণ এবং কলহপ্রিয়।

মস্তক।—মস্তকের রক্তাধিক্য। মস্তকে এবং চক্ষুতে বেদনা। সন্ধ্যাকালে দক্ষিণ চক্ষুর ঊর্দ্ধের শিরঃশূলের, শয়নে বৃদ্ধি এবং দণ্ডায়মানে বা ভ্রমণে হ্রাস। ললাট ও মূর্দ্ধাদেশের স্নায়বিক শিরঃশূলে বোধ যেন তাহা বেগে ছিন্ন ভিন্ন হইতেছে। সন্ধ্যাকালে অথবা উষ্ণ গৃহ প্রবেশে তাহার বৃদ্ধি। ললাটের অভ্যন্তর হইতে বহিরাভিমুখে চাপবৎ বেদনা। উষ্ণস্থান হইতে শীতল স্থানে যাইলে অথবা তাহার বিপরীত ব্যবহারে শিরঃশূল জন্মে অথবা বর্দ্ধিত হয়।

স্নায়ু।—পেশীর আনর্ত্তন। মৃগীবৎ আক্ষেপ। হঠাৎ দুর্ব্বলতা নিবন্ধন মূর্চ্ছার ভাব। হঠাৎ ভীতি অথবা ক্রোধ জন্মিলে অঙ্গনিচয়ের কম্প

banglabooks.in

ও শ্বাসপ্রশ্বাসের কষ্ট, সন্ধ্যাকালে, বায়ুর পরিবর্ত্তনে এবং বিশেষতঃ উষ্ণবায়ু শীতল হইলে বৰ্দ্ধিত হয়।

শ্বাসযন্ত্র ও বক্ষ।—বক্ষে জ্বালা ও সূক্ষ্ম সূচিবেধবৎ বেদনা বশতঃ শ্বাস প্রশ্বাস খর্ব্বতর ও কষ্টজনক। রোগী অনেক ক্রন্দন করে ও দীর্ঘ শ্বাস গ্রহণ করিতে চাহে। নিম্ন বক্ষের পাশাপাশি ভাবে চাপ ও কসাভাব হইলে বক্ষের সূচিবেধবৎ বেদনার চালনায়, নত হইলে, শ্বাসগ্রহণে এবং স্পর্শে বৃদ্ধি। বক্ষে রস্‌বাতবৎ বেদনা হওয়ায় বোধ যেন ত্বগধঃদেশে ক্ষত হইয়াছে। জ্বালাযুক্ত বেদনা। বক্ষের টাটানি ও ঘৃষ্টবৎবেদনা, স্পর্শে ও চালনায় বৃদ্ধি।

ত্বক্।—ত্বক্ দগ্ধ হওয়ার ন্যায় বোধ, তাহাতে রসবিম্বিকাবৎ উদ্‌ভেদ জন্মে। দলে দলে কৃষ্ণ-নীল, স্বচ্ছ এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফোস্কা জ্বালা করে ও চুলকায় এবং শৃঙ্গবৎ কঠিন মামড়িতে পরিণত হয়। সম্পূর্ণ শরীরে দদ্রুবৎ উদ্ভেদ।

চিকিৎসা।

মদাত্যয় বা ডিলিরিয়াম্ ট্রিমেন্স।—অবস্থানুসারে **রেণাঙ্কুলাস** প্রায় সর্ব্বপ্রকার মাদক দ্রব্যেরই কুফল দূর করণে সক্ষম।

শিরঃশূল।—মূর্দ্ধাদেশে **রেণাঙ্কুলাস্**-চিকিৎসিতব্য স্নায়বিক শিরঃশূলে বোধ হয় যেন চাঁদি ফেটে বিদীর্ণ হইতেছে। সন্ধ্যাকালে ও উষ্ণ বায়ুর মধ্য হইতে শীতল বায়ুতে যাইলে অথবা তাহার বিপরীত ব্যবহার করিলেও তাহা বৃদ্ধি পায়। বায়ুর তাপ পরিবর্ত্তন নিবন্ধন শিরঃশূলেও ইহা উপকারী। ললাটদেশের বিসর্পিকায় চক্ষুর ঊর্দ্ধে প্রচণ্ড বেদনা।

স্নায়ুশূল বা নিউরেল্‌জিয়া।—**রেণাঙ্কুলাস**

banglabooks.in

পশু কাব্দয়মধ্য স্নায়ুশূলের উৎকৃষ্ট ঔষধ মধ্যে গণ্য। এই স্নায়ুশূলের বেদনা কথিত স্নায়ুর পথ বাহিয়া যায় এবং বায়ুর পরিবর্ত্তন হইলেই বক্ষে সূচিবেধবৎ বেদনা জন্মে; বক্ষের স্থানে স্থানে ক্ষতবৎ বেদনা থাকে।

গল্‌থেরিয়ার বেদনা বক্ষগহ্বরের সম্মুখে ও মধ্যস্থলে থাকে; **আর্ণিকাতে** বক্ষে ক্ষত ও ঘৃষ্টবৎ বেদনা হয়; **রাস্ রেডিক্যান্সের** বেদনা তীরবেগে অংশফলকাস্থিতে যায়; **সেনেগায়** বক্ষে বেদনা ও টাটানি হয়।

হে ফিবার বা ওষধিগন্ধজ জ্বর।—এরোগে **রেণাঙ্কুলাসের** বহুল প্রয়োগ না থাকিলেও স্থলবিশেষে ইহা দ্বারা ফল পাওয়া যায়। চক্ষুতে চনচনিযুক্ত জ্বালা, চক্ষুপত্রের জ্বালা ও টাটানি, সন্ধ্যাকালে নাসিকার রোধ এবং তাহার মূলে চাপ ও গহ্বরে চনচনি এবং কীট বিচরণবৎ অনুভূতি থাকিলে ইহা ফলদ। পেশীর ঘৃষ্টবৎবেদনা ও স্বরভঙ্গ ইহার অন্যান্য লক্ষণ।

সিলিসিয়া।—নাসারন্ধ্রে এবং পশ্চাৎ নাসাপথের সন্নিহিত ইউষ্টেকিয়াননালীমুখে চুলকনা ও চনচনিতে ভয়ানক হাঁচি এবং বিদাহী জল স্রাব।

এরাম ট্রাই—জ্বর ও নাসামূলে ভয়াবহ বেদনা এবং নাসা ও গলমধ্যে কাঁচা ভাব ও হাঁচি।

মার্ক-প্রাটো-আই—হে-ফিবারের পূর্ব্বগামী লক্ষণ প্রশমনে।

সোরিণাম—ডাং ক্লার্কের মতে শৈত্যে অত্যন্ত অসহিষ্ণুতা থাকায় ইহার ৩০ ক্রম বহুতর রোগ আরোগ্য করিয়াছে।

বক্ষশূল, পার্শ্ববেদনা বা প্লুরোডাইনিয়া।—বক্ষে **রেণাঙ্কুলাসের** বিশেষ ক্রিয়া থাকায় ইহা বক্ষশূল, বা

banglabooks.in

প্লুরোডাইনিয়ারোগের শ্রেষ্ঠ ঔষধ বলিয়া গণ্য। আবহাওয়ার পরিবর্ত্তনে ইহার রোগ বৃদ্ধি পায়। ডাং হিউজের মতে বেদনার অত্যধিক তীব্রতা বশতঃ রোগী শরীর চালনায় সাহসী না হইলে ইহা আশ্চর্য্য ফল প্রদান করে; অনেকানেক চিকিৎসক ইহার সত্যতা বিষয়ে প্রমাণ পাইয়াছেন। বাম অংশফলকাস্থির সম্পূর্ণ অভ্যন্তর পার্শ্বে বিস্তৃত বেদনা, যাহা কখন কখন তাহার নিম্ন কোণ আক্রমণ করিয়া বাম বক্ষ মধ্যে যায় তাহা, এবং বামবক্ষের স্তননিম্নপ্রদেশের বেদনা ইহা আরোগ্য করিয়া থাকে। *শুষ্ক শীতল বায়ুসংস্পর্শ নিবন্ধন বেদনা* **একনাইটের** *ক্রিয়াস্থল।*

নিউমনিয়া।—রোগ আরোগ্যান্তে বক্ষের নানাস্থানে টাটানি ও ত্বগধদেশে ক্ষতবৎ বেদনা থাকিলে **রেণাঙ্কু-বাল্বো** দ্বারা উপকার হয়। **পাল্‌সেটিলা** ও ইহার ঔষধ।

প্লুরিসি বা বক্ষের অন্তর্বেষ্টঝিল্লিপ্রদাহ।—রসঝিল্লীতে **রেণাঙ্কুলাসের** ক্রিয়া থাকায় প্লুরিসি ও **পেরিট-নাইটিস্‌** রোগে, বিশেষতঃ প্লুরিসিরোগে আক্রান্ত বক্ষের অন্তর্ব্বেষ্ট-ঝিল্লি গহ্বরে বা প্লুরেল ক্যাভিটিতে রসসঞ্চয় হইলে ইহা তাহা শোষণের সাহায্য করিয়া থাকে। ইহা অধিকতররূপে বক্ষের দক্ষিণ পার্শ্ব আক্রমণ করে এবং আক্রান্ত পার্শ্বে তীক্ষ্ণ ছুরিকাঘাতবৎ ও তীব্র সূচিবেধবৎ বেদনা হয়। বক্ষে সঞ্চিত রসের চাপ এবং বেদনার তীব্রতা নিবন্ধন রোগীর উৎকণ্ঠা, শ্বাসকৃচ্ছ্র এবং যন্ত্রণা উপস্থিত হয়। এস্থলে ইহা **এপিস্‌, ব্রায়** এবং **সাল্‌ফার** সহ তুলনীয়। বেদনায় পূর্ব্ব কথিত বিশেষতা বর্ত্তমান থাকিলে ইহা সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর ফল প্রদান করে। প্লুরিসিরোগান্তে **রসঝিল্লি ফুস্‌ফুস্‌সহ সংলগ্না-বস্থায় থাকিলে** যে বেদনা থাকিয়া যায় তাহাতেও **রেণাঙ্কু** উপকারী।

banglabooks.in

ডায়াফ্র্যামাইটিস্ (বক্ষোদর ব্যবধায়ক পেশীর প্রদাহ)।—তীক্ষ্ণ, তীরবেধবৎ বেদনা উভয় কুক্ষি এবং আমাশয়োর্দ্ধ প্রদেশ হইতে ছুটিয়া পৃষ্ঠাভিমুখে ধাবিত হইলে **রেণাঙ্কুলাস** তাহা আরোগ্য করে। ডায়াফ্র্যামে তীব্র বেদনা এবং কটি বেড়িয়া ফিতা বাঁধা থাকার অনুভূতি বর্ত্তমান থাকিলে **ক্যাক্টাস গ্র্যাণ্ডি** উপকারী।

ত্বক্‌রোগ—হার্পিস জষ্টার বা বর্ত্তুলাকার বিসর্পিকা এবং পেম্ফিগাস্ বা পোড়া নারাঙ্গা প্রভৃতি।—**রেণাঙ্কুলাস** হার্পিস জষ্টার বা জোনার পক্ষে বিশেষ উপকারী ঔষধ। রসবিম্বিকানিচয় জ্বালা করে, এবং কখন কখন বর্ণ নীল-কৃষ্ণ হইয়া যায়। চক্ষুর উর্দ্ধের ও পর্শুকামধ্য স্নায়ুপথবাহী তীব্র সূচিবেধবৎ বেদনায় ইহা বিশেষ ফল প্রদান করে। ইহা **রাস**, **আর্সেনিক** ও **মেজিরিয়াম্** সহ তুলনীয়।

রেণাঙ্কুলাস বাল্বোসাস্ পেম্ফিগাস্ বা পোড়া নারাঙ্গা, বিশেষতঃ শিশুদিগের পোড়ানারাঙ্গা আরোগ্য করিয়া থাকে। বড় বড় ফোস্কা বিদীর্ণ হইলে ছাল উঠিয়া যাওয়ায় কাঁচা ত্বক্‌স্থান অবশিষ্ট থাকে। ইঁহার **কাউর** বা **একজিমা** রোগে আক্রান্ত ত্বক্‌স্থান ঘনীভূত ও স্থূল হয় এবং তাহাতে কঠিন, শৃঙ্গবৎ মামড়ি জন্মে। **এণ্টিম্ ক্রুড** পদতলে কঠিন, শৃঙ্গবৎ ত্বক্‌প্রবর্দ্ধন উৎপন্ন করে। ইহার ক্ষত সমতল এবং তাহাতে হুলবেধবৎ বেদনা ও কল্‌তানির ন্যায় নিঃসরণ থাকে।

৬। ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া (Staphisagria)।

উপচয়।—রজনীতে এবং প্রাতঃকালে ; রসাপচয়ে ; কামবিষয়ক অমিতাচারে ; হস্তমৈথুনে ; স্পর্শে ও শরীর চালনায়।

banglabooks.in

সম্বন্ধে।—ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া যাহার কার্য্যপ্রতিষেধক—মার্ক ও থুজা। ইহার কার্য্যপ্রতিষেধক—ক্যাম্ফর।

তুলনীয় ঔষধ।—একন, এম্ব্রা, ক্যাল্কে কা, কষ্টি, সিমিসি, সিঙ্ক, ক্লিমে, ককু, কফিয়া, কলসি, ক্রিয়াজোট, লাইক, মার্ক, ফস এসি, থুজা, সাল্ফ। কলোসির পূর্ব্বে বা পরে ষ্ট্যাফি সুফলপ্রদ।

সাধারণ ক্রিয়া।—জননেন্দ্রিয় ও মূত্রযন্ত্রে, বিশেষতঃ তাহাদিগের প্রষ্টেটিক অংশের শ্লৈষ্মিকঝিল্লিতে ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়ার কার্য্য। ইহা উপরি উক্ত যন্ত্রাংশে উত্তেজনা ও পুরাতন প্রদাহিক লক্ষণ উৎপন্ন করিলে কখন কখন তাহা রেতঃপ্রণালী বা সেমিন্যাল ডাক্ট এবং মূত্রপথ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। ইহাতে যে লক্ষণ উপস্থিত হয় তাহা শুক্রমেহ রোগের প্রতিকৃতি স্বরূপ এবং কার্য্যক্ষেত্রেও ইহা এই রোগের পক্ষে বিশেষ উপকারী ঔষধ। ইহার ঔষধ গুণপরীক্ষায় মস্তিষ্কে বা সেরিব্রামে, পরিপাক-যন্ত্রপথে এবং ত্বকে যে লক্ষণাদি উপস্থিত হয় তাহা উপদংশ, গণ্ডমালা ও পূযমেহ বা সাইকোসিস্ বিষবাষ্পোৎপন্ন লক্ষণের সহিত কথঞ্চিৎ তুলনীয় বলিয়া অনুমান করা যায়। ইহাতে অস্থির, বিশেষতঃ হস্তাঙ্গুলির অস্থির পুষ্টির ব্যাঘাত জন্মে ; অস্থি এবং অস্থিবেষ্ট-ঝিল্লি স্ফীত হয়ও থাকে।

লক্ষণ।

মন।—প্রাতঃকালে রোগী বড় খিটখিট করে, জিনিস পত্র ছুড়িয়া অথবা পা দিয়া ঠেলিয়া ফেলে। মানসিক পরিশ্রমে প্রবৃত্তিহীন, ঔদাস্য ও বিষণ্ণতা। সামান্য উত্তেজনাতেই অসহিষ্ণু; সামান্য কথা অযৌক্তিক বোধ হইলেই রোগী কষ্ট বোধ করে। স্মরণ-শক্তির দুর্ব্বলতা জন্মে, বিশেষতঃ অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়সেবা অথবা হস্তমৈথুন জন্য ঐরূপ হইয়া থাকে।

নিদ্রা।—রোগী সকল দিনই নিদ্রালু থাকে এবং পুনঃ পুনঃ

banglabooks.in

হাই তোলে; রজনীতে নিদ্রা হয় না, সম্পূর্ণ শরীর কনকন করে।

স্নায়ু।—স্নায়বিক দুর্ব্বলতা। ক্রোধ বশতঃ অন্যতর শরীরপার্শ্বের পক্ষাঘাত। রজনীতে পেশী আনর্ত্তন। সর্ব্বাঙ্গীন আক্ষেপকালে বাহ্যজ্ঞান শূন্য থাকে, বৃদ্ধাঙ্গুলি আকৃষ্ট হয় এবং মুখে ফেন উঠে।

মুখমণ্ডল।—মুখাকৃতি বসা, নাসিকা সূক্ষ্মাগ্র এবং চক্ষু কোটরপ্রবিষ্ট ও নীলবর্ণপার্শ্বযুক্ত। মুখের অস্থি নিচয়ে প্রদাহ ও গর্ত্ত করার ন্যায় বেদনা। ক্রোধ জন্মিলে মুখের বর্ণ কটা ও নীলাভ। মুখের শুষ্ক উদ্‌ভেদ চুলকায় এবং বেদনা করে, ত্বক্ কর্কশ।

চক্ষু।—চক্ষু বসিয়া যায় এবং তাহার চতুর্দ্দিকে নীলবর্ণ ও উন্নত রেখা থাকে। চক্ষুগোলক এবং চক্ষুপত্র শুষ্ক ও চাপানুভূতিযুক্ত। ঊর্দ্ধ চক্ষুপুটে বেদনা, চক্ষু মুদ্রিত করিলে তাহার বৃদ্ধি। বেদনায় বোধ যেন বাম চক্ষুর ঊর্দ্ধপুটের অভ্যন্তরে কোন কঠিন বস্তু আছে। চক্ষুর অভ্যন্তর কোণে (Inner canthus) কামড়ানি ও জ্বালাযুক্ত চনচনি। চক্ষুপত্র-কিনারার চুলকানি। চক্ষুপত্রপার্শ্বের প্রদাহজন্য রজনীতে চক্ষু জুড়িয়া থাকে; চক্ষুপুটের প্রদাহ। কনীণিকার বিস্তৃতি।

হৃৎপিণ্ড।—সামান্য শরীরচালনায়, মানসিক শ্রমে এবং গীতবাদ্যে ও আহারান্তে নিদ্রা যাইলে হৃৎকম্প। হৃৎপিণ্ডের কম্পযুক্ত স্পন্দন।

নাড়ীস্পন্দন দ্রুত ও ক্ষুদ্র; অনেক সময়ে তাহা কম্পান্বিত।

মুখগহ্বর।—হনুঅধঃগ্রন্থিতে বেদনা; স্ফীতি থাকে না। দন্ত কাল হইয়া যায়, ধ্বংস হয় ও গুঁড়া হইতে থাকে। তাহাতে পাশাপাশি ভাবে কাল রেখা পড়ে। কোন শীতল বস্তু পান করিলে, মুক্ত বায়ু মধ্যে, আহারান্তে এবং চর্ব্বণে ধ্বংস প্রাপ্ত দন্তের ছিন্নবৎ

banglabooks.in

বেদনার বৃদ্ধি; দন্তের স্পর্শাসহিষ্ণুতা, বিশেষতঃ রজনীতে ও প্রাতঃকালে উপস্থিত হয়। কঠিন চাপ দিলে অধিকাংশ সময়ে দন্তশূলের উপশম। মুখে অবিশ্রান্ত ভাবে শ্লেষ্মার সঞ্চয়। দন্তমাড়ি স্ফীত, ক্ষতযুক্ত ও স্পঞ্জের ন্যায়, এবং স্পর্শ মাত্রই রক্তস্রাবযুক্ত। নিম্নের ছেদনদন্তের মাড়িতে ছিন্নবৎ বেদনা থাকে এবং আহার কালে তাহার মূলও ঐরূপ বেদনা করে। দন্তমাড়ির মাংস বৃদ্ধি হয় ও তাহাতে গুটিকা জন্মে।

উদর।—উদরে দুর্ব্বলতা বোধ হওয়ায় তাহা স্খলিত হইবে বলিয়া অনুভূতি। তপ্ত বাতকর্ম্ম। কুচকির গ্রন্থিতে বেদনাযুক্ত স্ফীতি। উদরের স্থানে স্থানে বায়ু আটকাইয়া থাকায় তাহার সর্ব্বত্রই কামড়ানি ও মোচড়ানি বেদনা। নাভির নিম্নে ও দক্ষিণ পার্শ্বে কঠিন চাপ বোধ। বাম উদরযন্ত্রে চিমটি কাটার ন্যায় ও সূচিবেধবৎ বেদনা। শিশুদিগের স্ফীত উদরে বেদনা।

মল ও মলদ্বার।—মলত্যাগান্তে সরলান্ত্রে জ্বালাযুক্ত চনচনি ও টাটানি। উপবেশনাবস্থায় মলদ্বার চুলকায়। অত্যল্প ও কঠিন বিষ্ঠায় কোষ্ঠবদ্ধ। তরল মল হইলে প্রভূত বায়ুর নিঃসরণ।

মূত্রযন্ত্র।—পুনঃ পুনঃ মূত্রবেগে সরু ধারে অত্যল্প মূত্রস্রাব অথবা ফোঁটায় ফোঁটায় কৃষ্ণবর্ণ মূত্রত্যাগ। মূত্রত্যাগকালে মূত্রনালীতে জ্বালা, মূত্রত্যাগান্তে যেন মূত্রস্থালী শূন্য না হওয়ায় মূত্রবেগ আসে ও বিন্দু বিন্দু মূত্র ক্ষরণ হয়। প্রচুর জলবৎ ফেকাসে মূত্রত্যাগ।

পুং-জননেন্দ্রিয়।—কামেচ্ছার বৃদ্ধি। হস্তমৈথুনের ফলস্বরূপ মুখমণ্ডলের বসাপদার্থের অভাব ও লজ্জাব্যঞ্জকদৃশ্য, বিষণ্ণতা, রজনীতে রেতঃক্ষরণ, পৃষ্ঠের কনকনানি, পদের দুর্ব্বলতা এবং জননেন্দ্রিয়ের শিথিলতা। অস্বাভাবিক বীর্য্যস্খলনে অত্যন্ত দুর্ব্বলতা। ভ্রমণকালে ও ঘর্ষণে বাম অণ্ডকোষে চাপবৎ বেদনার স্পর্শে বৃদ্ধি। কসিয়া

banglabooks.in

রাখার ন্যায় দক্ষিণ অণ্ডকোষে আকৃষ্ট ও ছিন্নবৎ বেদনা। দক্ষিণ কুচকির গোল ছিদ্র (Inguinal ring) হইতে আকৃষ্টবৎ ও জ্বালাযুক্ত বেদনা দক্ষিণ অণ্ডকোষে বিস্তৃত হয়, কিন্তু বোধ হয় যেন তাহা অণ্ডরজ্জুতে হইয়াছে। লিঙ্গমুণ্ডের উপরে ও অধঃদেশে কোমল ও আর্দ্র মাংসবিবৃদ্ধি জন্মে। স্ত্রীসঙ্গমের শেষভাগে শ্বাসকৃচ্ছ্র।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—অত্যন্ত স্পর্শাসহিষ্ণু অণ্ডাধারে তীব্র তীর-বেধবৎ বেদনা। অনিয়মিত, বিলম্বাগত ও প্রচুর ঋতুস্রাব, কখন বা আর্ত্তবাভাব, ঋতুশোণিত প্রথমে ফেকাসে, পরে কখন বা কৃষ্ণবর্ণ ও চাপ চাপ; কখন বা জরায়ুর আক্ষেপিক সঙ্কোচন। যোনির দানাময় মাংসবৃদ্ধি। জননেন্দ্রিয়ের বেদনাযুক্তস্পর্শাসহিষ্ণুতা উপবেশনাবস্থাতেই অধিকতর। যোনিকপাট এবং যোনিতে আক্ষেপিক বেদনা। যোনিকপাটে হুলবেধভাবযুক্ত চুলকনা।

গ্রীবা ও পৃষ্ঠ।—গলমধ্যের, গ্রীবাবহির্দ্দেশের এবং বগোলের গ্রন্থির বেদনাযুক্ত স্ফীতি। নিম্নপৃষ্ঠে ভগ্ন হওয়ার ন্যায় বা মোচড় লাগার ন্যায় বেদনা, বিশেষতঃ রজনীতে এবং প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিতে ও শরীর ফিরাইতে বৃদ্ধি। বৃক্কদেশে চুলকনাযুক্ত সূচিবেধবৎ বেদনা।

ঊর্দ্ধাঙ্গ।—স্কন্ধসন্ধিতে সূচিবেধবৎ বেদনার স্পর্শে ও চালনায় বৃদ্ধি। বাহুর পক্ষাঘাতিক বেদনার চালনায় ও স্পর্শে বৃদ্ধি; হস্তাঙ্গুলির ও বৃদ্ধাঙ্গুলির পেশীতে ঝাঁকি এবং ছিন্নবৎ বেদনা, অঙ্গুলির অগ্রভাগে অধিকতর। বামবৃদ্ধাঙ্গুলিতে জ্বালাযুক্ত চুলকানি। করভাস্থিসন্ধিতে (Metacarpal joints) পক্ষাঘাতিক আকৃষ্টতার চালনায় বৃদ্ধি। হস্তাঙ্গুলির অগ্রভাগে অসাড়তা। অঙ্গুলির উপবিভাগে রসবাতজ গুটিকা। অঙ্গুলির পংক্তি-অস্থির প্রদাহ।

নিম্নাঙ্গ।—উরুর অভ্যন্তর পার্শ্বোপরি চুলকনা, ভ্রমণ করিতে

banglabooks.in

উরু বেদনা করে। জানুসন্ধিতে সূচিবেধবৎ বেদনার চালনায় বৃদ্ধি। বিশ্রামকালে দক্ষিণ টিবিয়াস্থিতে গর্ত্ত করা ও সূচিবেধের ন্যায় বেদনা। উপবেশন ও দণ্ডায়মানাবস্থায় জঙ্ঘা-পেশীতে ছিন্নবৎ বেদনা। দক্ষিণ পায়ের ডিমে সূচিবেধবৎ অনুভূতি। উপবেশনাবস্থায় নিতম্ব কনকন করে।

অঙ্গ প্রত্যঙ্গ।—অঙ্গনিচয়ে আকৃষ্টবৎ এবং ছিন্ন করার ন্যায় ও সূচিবেধের ন্যায় বেদনা। অধিক ভ্রমণ করিলে স্কন্ধের ও হিপসন্ধির অধঃভাগে যেরূপ বেদনা হয় অঙ্গনিচয় সেইরূপ আঘাতপ্রাপ্ত ও বেদনা-যুক্ত বোধ।

ত্বক্।—দদ্রু। সন্ধ্যাকালে ত্বক্ চুলকায় ও চুলকাইলে জ্বালা করে। দানাবৎ পুরাতন ত্বগুদ্ভেদ। গ্রন্থির বেদনাযুক্ত স্ফীতি।

প্রদর্শক লক্ষণ।

ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়ারোগীর মানসিক লক্ষণের, বিশেষতঃ ইহার শিশুরোগীর মানসিক লক্ষণের বিশেষত্ব দেখা যায়; কিন্তু ক্যামমিলা ও নাক্স ভ সহ ইহার তুলনা দ্বারা পরিস্ফুরণ ব্যতীত তাহার কোন সাহায্য পাইবার সম্ভাবনা নাই। ক্রোধোৎপন্ন রোগে ইহা ক্যাম ও কলসি সহ তুলনীয়। ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়ারোগী বড়ই খিটখিটে ও উত্তেজনা প্রবণ, যেন "কিম্ভূত-কিমাকার" স্বভাবের। এই লক্ষণ বিষয়ে ইহাকে ক্যাম, কলসি, সিনা ও নাক্স সহ তুলনা না করিলে ইহার প্রয়োগস্থল নির্ব্বাচন করা সুকঠিন। ইহার অন্যান্য বিশিষ্টতা রোগবর্ণনাকালে উল্লিখিত হইবে।

চিকিৎসা।

চিত্তোন্মত্ততা বা হাইপকণ্ড্রিয়্যাসিস্।—হস্ত-মৈথুন, অপরিমিত ইন্দ্রিয়সেবা এবং সর্ব্বদা ইন্দ্রিয়পরিতুষ্টিবিষয়কচিন্তা এই রোগের সাধারণ কারণ বলিয়া বিবেচিত। অতিরিক্ত হস্তমৈথুনে

banglabooks.in

বালক উদাসীন ও বিষণ্ণচিত্ত হয়, তাহার মুখ ও চক্ষু বসিয়া যায়, নাসিকা সূক্ষ্মাগ্র হয় এবং চক্ষুর চতুর্দ্দিকে কালিমা পড়ে। শিশুর মানসিক অবস্থা **ক্যামন্‌** স্থায় ক্রোধপ্রবণতা ও অসহিষ্ণুতাদি দ্বারা প্রকটিত। শিশু শুষ্ক ও শীর্ণ হইয়া যায় এবং তাহার শরীরের পাণ্ডুরতা ও মস্তিষ্ক এবং মেরুমজ্জার দুর্ব্বলতা জন্মে।

চক্ষুরোগ।—বাতজ চক্ষুপ্রদাহ বা আর্থ্রাইটিক অফ্‌থ্যাল্মিয়া; অঞ্জনিকা বা ষ্টাই।—সন্ধিবাতজ ধাতুর ব্যক্তিদিগের বাতজ চক্ষুপ্রদাহে **ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া** উপকারী ঔষধ। চক্ষু জ্বালা করে এবং শুষ্ক বোধ হইলেও অত্যন্ত জলস্রাব হয় ও জ্বালাসহ চন চন করে। বেদনা চক্ষু হইতে দন্তে যায়। এস্থলে ইহা **কলেসি** সহ তুলনীয়। শিশুদিগের চক্ষুর, বিশেষতঃ চক্ষুপত্রের প্রদাহে কঠিন অঞ্জনিকা ও গুটিকা জন্মিলেও ইহা দ্বারা ফল হয়। তাহা পাকে না, কঠিন হইয়া যায় ও চক্ষুপুটপার্শ্ব চুলকায়।

দন্তরোগ।—**ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়াতে** উপদংশ ও সাইকসিস্ ধাতুর শিশুদিগের দুগ্ধদন্ত অকালে ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ায় তাহাতে কাল কাল দাগ জন্মে ও আক্রান্ত দন্তাংশ গুঁড়া হইয়া স্খলিত হয়। বৃদ্ধদিগের ধ্বংসপ্রাপ্ত দন্তপংক্তির মূলে চর্ব্বণবৎ বেদনা জন্মে।

ক্রিয়াজোট।—ইহাও অকালে ধ্বংসপ্রাপ্ত দুগ্ধদন্তের কনকনানি নিবারণে সক্ষম। দন্ত প্রথমে হরিদ্রাভ এবং পরে কৃষ্ণবর্ণ হয় এবং পরিশেষে ধ্বংস হইয়া যায়। এস্থলে **ষ্ট্যাফি** সহ **এণ্টিক্রু,** বিশেষতঃ **ক্যাম** ও **কফিয়া** তুলনীয়।

উদরশূল।—ক্রোধজনিত অথবা উদরের অস্ত্র চিকিৎসার পর উদরশূল জন্মিলে **ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া** উপকারী।

উদরাময়।—অবস্থাবিশেষে শিশুর উদরাময়রোগে **ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া** ফলদ। এই উদরাময় সহ বিশেষ প্রকারের মুখক্ষত

banglabooks.in

বর্ত্তমান থাকে এবং শিশুর জিহ্বা ও দন্তমাড়ি শুভ্র এবং স্পঞ্জের ন্যায় হয়। মলত্যাগের আগে ও পরে উদরে কর্ত্তনবৎ বেদনা জন্মে। মলত্যাগকালে সরলান্ত্রে কুন্থন হইলে বিষ্ঠাসহ যে বায়ু নির্গত হয় তাহা সাধারণতঃ **ক্যামমিলার** ন্যায় গরম ও পচা ডিম্বের গন্ধযুক্ত থাকে। কিছু আহারের বা পানের চেষ্টা করিলেই মলত্যাগ হয়।

শুক্রমেহ।—হস্তমৈথুন নিবন্ধন রোগে **ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া** উপকারী। ইহার শীর্ণ চক্ষুর অধঃদেশে কালিমা পড়ে, মুখমণ্ডল মলিন হয় এবং রোগী খিটখিটে ও অত্যন্ত লজ্জাশীল থাকে। স্ত্রী, পুরুষ কেহই কাহারও সঙ্গ ইচ্ছা করে না। বিষণ্ণ রোগী অধিকাংশ সময় কাম বিষয়ক চিন্তারত থাকে। বালক রোগী উদাস ও বিষণ্ণ ভাব ধারণ করে, তাহার মুখ বসিয়া যায় এবং সে সর্ব্বদা তাহার স্বাস্থ্যের দুরবস্থা সম্বন্ধীয় চিন্তাগ্রস্ত থাকে। কখন কখন মূত্রনালীর প্রথমাংশ উত্তেজনা প্রবণ হয়। স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ের অতি পুরাতন ও বর্দ্ধিত উত্তেজনা জন্য যে ভয়ানক অশান্তি জন্মে তাহা দূর করিতে **ষ্ট্যাফি** সক্ষম। উৎকণ্ঠাযুক্ত এবং ভাবপ্রবণতাবিশিষ্ট ব্যক্তি স্বাস্থ্যের দুরবস্থা নিবন্ধন শান্তিহীন থাকিলে ইহা উপকারী।

প্ল্যাটিনা—ডাং গ্রভলের মতে যৌবনারম্ভের পূর্ব্বকালীন জননেন্দ্রিয়ের অযথা ব্যবহারপ্রযুক্ত আক্ষেপ, সর্ব্বাঙ্গীন আক্ষেপ, শীর্ণতা এবং মানসিক দৌর্ব্বল্য প্রভৃতি নিবারণে ইহা উপকারী।

ক্যালাডিয়াম—হস্তমৈথুনের কুফল স্বরূপ লিঙ্গমুণ্ড নেকড়ার ন্যায় শিথিল; এবং লিঙ্গমুণ্ড বেষ্টত্বক্ লিঙ্গমুণ্ড অনাবৃত করিয়া তাহার গ্রীবায় আনিলে, স্থিতিস্থাপকতাবিহীন ত্বক্ শিথিলভাবে নিশ্চেষ্ট থাকে। স্বপ্ন না হইয়া অথবা কামবিষয়ক স্বপ্ন ব্যতীত অন্যপ্রকার স্বপ্ন হইয়া রজনীতে রেতঃপাত।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়রোগ—জরায়ুভ্রংশ, শ্বেত-

banglabooks.in

প্রদর।—**প্রেমনৈরাশ্য পীড়িত** ও অধিকাংশ সময় কামবিষয়ক চিন্তারত দুর্ব্বল স্ত্রীলোকদিগের শিথিল আমাশয়, উদর ও বস্তিযন্ত্রনিচয়ের শিথিলতর অবস্থা উৎপন্ন হইলে জরায়ুভ্রংশ ঘটে। ইহার সহিত যে শ্বেতপ্রদর উপস্থিত হয় তাহার স্রাব হরিদ্রাবর্ণ ও বিদাহী। **ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া** উপরিলিখিত উদর ও অন্ত্রাদির বলাধান সাধন করিয়া রোগারোগ্যে সক্ষম।

গাউট বা ক্ষুদ্রবাত।—**ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া** তরুণ অপেক্ষা পুরাতন ধাতুগত গাউটের পক্ষে বিশেষ উপকারী। রোগের উক্ত অবস্থায় ইউরেট অব্ সোডা (লবণ) মূলযন্ত্র দ্বারা নিঃসারিত না হওয়ায় তাহা শরীর মধ্যে থাকিয়া যায় এবং শরীরের ভিন্ন ভিন্ন সন্ধি ও যন্ত্রে নোড্ বা বর্ত্তুলাকারে সঞ্চিত হয়। **এমন ফসের**ও পুরাতন গাউট্‌রোগে সন্ধিতে ইউরেট অব্ সোডা বর্ত্তুলাকারে সঞ্চিত হয় এবং হস্ত বাঁকা চুরা হইয়া কদাকার ধারণ করে। এরোগে মূত্রের দুর্গন্ধ এবং তাহার লোহিতবর্ণ বালুকাবৎ তলানি যথাক্রমে **বেন্‌জোইক এসিড ও লাইক** নির্ব্বাচিত করে।

অস্থিরোগ, অস্থিবেষ্টপ্রদাহ বা পেরি-অষ্টাই-টিস্ প্রভৃতি।—উপদংশ রোগে পারদের অপব্যবহারঘটিত অস্থি-রোগে **ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া** কার্য্যকারী। রুগ্ন অস্থির উপরিভাগের ত্বকে যে ক্ষত জন্মে তাহার স্রাব পাতলা ও তীব্র।

ষ্টিলিঞ্জিয়া—ইহা ফিমার, টিবিয়া ও হিউমারাস্ প্রভৃতি দীর্ঘাস্থির এবং অস্থিবেষ্টের উপদংশজ প্রদাহে ব্যবহৃত হয়। ইহার বেদনা রজনীতে ও **সেঁতা** বাতাসে বৃদ্ধি পায়। রোগ সহ উপদংশজ পিনসের ক্ষতকর স্রাব থাকে।

মার্কুরিয়াস—ইহাও অস্থিরোগের অন্যতম ঔষধ। উপদংশ বিষ ও পারদ মিশ্রণে যে রোগোৎপন্ন হয় তাহাতে **ক্যালি হাই**

banglabooks.in

উপকারী। গণ্ডমালা জনিত অস্থিরোগে **ষ্ট্রন্সিয়ানা কার্ব্ব** ফলপ্রদ। অস্থিরোগে, বিশেষতঃ ফিমার অস্থিরোগে ন্যূনাধিক বিগলিত অস্থিক্ষত হইতে স্রাব নির্গত হইলে ইহা প্রযোজ্য। **ক্লোরাইড্ অব্ গোল্ড** এবং **প্ল্যাটিনাম্** মৃত অস্থি রোগে বা অস্থিতে ক্ষত হইলে উপযোগী।

ত্বক্‌রোগ—উৎকুণ বা পেডিকুলাস; দুগ্ধ-পীড়কা বা ক্রাষ্টা ল্যাক্টিয়া; কাউর বা একজিমা।—মস্তকের কিম্বা শরীরের কোন স্থানের উৎকুণ **ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়ার** ধাবন ব্যবহারে দূরীকৃত হয়। ইহার আভ্যন্তরীণ ব্যবহারে শরীরের, বিশেষতঃ মস্তক-পশ্চাতের ও মুখের কাউর বা একজিমা আরোগ্য হইয়া থাকে। ইহার উদ্ভেদ শুষ্ক থাকে এবং স্থূল মামড়ি উৎপন্ন করে। এই সকল উদ্ভেদ চুলকায় কিন্তু তাহার বিশেষত্ব এই যে **চুলকাইলে তৎস্থানের চুলকানি নিবৃত্তি পায় কিন্তু অন্য স্থান চুলকাইয়া উঠে।** মামড়ি হরিদ্রাবর্ণ। শিশুদিগের দুগ্ধ পীড়কার ইহা ঔষধ। ইহা বৃন্তযুক্ত চর্ম্মকীল ও শ্লেষ্মা গুটিকা আরোগ্য করায় ইহার সাইকোটিক সম্বন্ধ প্রকাশিত হয়; ফলতঃ পারদের অপব্যবহারদুষ্ট শিশুদিগের ত্বকরোগের পক্ষে ইহা বিশিষ্ট উপকারী।

৭। রেণাঙ্কুলাস্ স্কিলিরেটাস্।

(Rananculas Sceleratus)

সাধারণ ক্রিয়া।—স্নায়ুমণ্ডল এবং শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিতেই ইহার বিশিষ্ট ক্রিয়া লক্ষিত হইয়া থাকে। ইহা মুখমণ্ডলপেশীর আনর্ত্তন উৎপন্ন করে এবং উপরিউক্ত পেশীসংকোচনে মুখের অলীক হাস্যভাব (Risus sardonicus) প্রকাশিত হয়। ইহাতে মুখপেশীর, উদরের পার্শ্বের

banglabooks.in

এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গের প্রবল আক্ষেপ উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। নাসিকা ও অন্ননালীর উত্তেজনা নিবন্ধন রোগীর শ্লেষ্মা ও জলবৎ স্রাবের বৃদ্ধি হয়। ঘর্ম্ম হইলে অত্যন্ত দুর্ব্বলতা জন্মে এবং রোগী মূর্চ্ছার ভাব বোধ করে। ইহা ত্বকে ক্ষুদ্র, বৃহৎ ফোস্কা উৎপন্ন করিলে তাহা হইতে পাতলা হরিদ্রাভ ও তীব্র ক্ষতকর স্রাব হয়।

চিকিৎসা।

রেণাঙ্কুলাস স্কিলিরেটাসের সচরাচর ব্যবহারস্থল অতি সঙ্কীর্ণ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তথাপি কোন কোন স্থলে **রেণাঙ্কুলাস স্কিলিরেটাসের** ক্রিয়া তাহার নিকটতম সম্বন্ধযুক্ত ও সমজাতীয় **রেণাঙ্কুলাস বাল্বো** হইতে প্রবলতা-বিশিষ্ট হওয়ায় যে যে স্থলে ইহার প্রয়োগ হইয়া থাকে তাহাই বর্ণিত হই-তেছে। মুখগহ্বরে **রেণাঙ্কুলাস্ স্কিলিরেটাস্** উগ্রতর ক্রিয়া প্রকাশ করে বলিয়া জিহ্বার সাধারণ ক্ষতে এবং **ডিফ্‌থিরিয়া ও টাইফয়েড** প্রভৃতি রোগের লেপযুক্ত জিহ্বার স্থানে স্থানে ভুষিত ক্ষত (diphtheria) থাকিলে ইহা প্রযুক্ত হয়। অনেক রোগে ইহার **মানচিত্রবৎ কলঙ্কযুক্ত জিহ্বা প্রদর্শক স্থানীয়। নেট মিউ, আর্স, রাস্ ও ট্যারাক্সে-কামেও** উপরি উক্ত জিহ্বা-লক্ষণ আছে, কিন্তু কোন ঔষধেই **রেণাঙ্কু স্কিলির** ন্যায় ক্ষতের তীব্র জ্বালা ও আবদারণ ভাব দেখা যায় না। ইহার **তীব্রতা ও ক্ষতকারিতা** ইহাকে অন্যান্য ঔষধ হইতে প্রভেদিত করে।

স্রাবযুক্ত সাধারণ **সর্দ্দিরোগে** হাঁচি, সন্ধিবেদনা এবং জ্বালাযুক্ত **মূত্রস্রাব** থাকিলে **রেণাঙ্কু স্কিলি রেণাঙ্কু বাল্বোর** ন্যায় কার্য্য করে।

banglabooks.in

ইহা ত্বকে একৈকভাবে **রসবিশিষ্টকোদ্‌ভেদ** উৎপন্ন করিলে তাহা হইতে প্রায় **রেণাঙ্কু বাস্তোর** ন্যায়ই পাতলা, হরিদ্রাবর্ণ এবং ক্ষতকর স্রাব নির্গত হয়। ত্বকের **বৃহদাস্তন ফোস্কা** বা **পেম্ফিগাস** রোগে ইহা প্রায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঔষধ। উদ্‌ভেদ বিদীর্ণ হওয়ায় তীব্র স্রাব নিঃসৃত হইলে ক্ষতপার্শ্বস্থ স্থানে ক্ষত ও টাটানি জন্মে।

যকৃৎরোগে বেদনা ও ক্ষত হওয়ার ন্যায় অনুভূতি জন্মিলে যদি রোগীর উদরাময় হইবে বলিয়া বোধ হয় তাহাতে **রেণা স্কিলি** উপকারী।

বক্ষে ঘৃষ্টবৎ বেদনা ও দুর্ব্বলতা—প্রত্যেক দিন সন্ধ্যা কালে বৃদ্ধি হইলে যদি বক্ষের বহিঃপ্রদেশে স্পর্শাসহিষ্ণুতাযুক্ত বেদনা হয় তাহাতে ইহা উপকার করে।

পদাঙ্গুলির কড়া রোগ—জ্বালা ও টাটানি থাকিলে, বিশেষতঃ পদ ঝুলাইয়া রাখিলে যদি তাহার বৃদ্ধি হয়, তাহাতে ইহা ফলপ্রদ ঔষধ।

৮। হাইড্রাষ্টিস্ (Hydrastis canadensis)

সম্বন্ধ।—সাল্‌ফার ইহার কার্য্যপ্রতিষেধক। ইহা মার্ক এবং কেলি ক্লরিকামের কার্য্যপ্রতিষেধক।

তুলনীয় ঔষধ।—আর্স, এমন মিউ, এণ্টি ক্রু, বোরাক্‌স, চেলি, কোনাই, কেলি বাই, মার্ক কর, ফাইটল, পাল্‌স্, সিপি, ষ্ট্র্যাম, সাল্‌ফ।

সাধারণ ক্রিয়া।—ইহা শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি, বিশেষতঃ চক্ষু, নাসিকা, মুখগহ্বর, গলাভ্যন্তর, সরলান্ত্র, যোনি, জরায়ুগ্রীবা এবং মূত্রযন্ত্র প্রভৃতি স্রাবনির্গমন পথের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিতে বিশেষ কার্য্য প্রকাশ করে।

banglabooks.in

প্রথমেই শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির উত্তেজনা উৎপন্ন করিয়া তাহার স্বাভাবিক স্রাবের বৃদ্ধি করিলে ইহা **পাল্‌স্** সহ তুলনীয় হইতে পারে। ফলতঃ ইহার ক্রিয়া পাল্‌স্ অপেক্ষা গভীরতর; ইহার স্রাব শীঘ্রই বিকৃতি-প্রাপ্ত হয় ও পরিমাণে বাড়িয়া যায়। প্রথমাবস্থায় স্রাব পরিষ্কার, শুভ্র-স্বচ্ছ এবং আটাল থাকে, কিন্তু ক্রমে তাহা পীতবর্ণ, ঘন, সবুজ এবং শোণিত-মিশ্রিতও হইতে পারে এবং টানিলে সুদীর্ঘ সূত্রাকার ধারণ করায় **কেলি বাই** সহ তুলনীয় হয়। ইহার প্রাথমিক স্রাব ক্রমে পরিবর্ত্তিত হইয়া পূয়মিশ্রিত হইলে ঝিল্লির উপত্বক্ উঠিয়া যায় অথবা তাহাতে ক্ষত জন্মিতেও পারে। ইহার প্রাথমিক ক্রিয়ায় শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির রক্তাধিক্য ও উত্তেজনা প্রকাশিত করিলেও অবশেষে তাহার দুর্ব্বলতা বশতঃ জড়তা উপস্থিত হওয়ায় স্রাবের অভাব ঘটে ও ঝিল্লি শুষ্ক, চকচকে, ক্ষতযুক্ত এবং ক্রিয়াহীন হইয়া যায়। গ্রন্থিমণ্ডল ও ত্বকেও ইহা প্রায় উপরি উক্ত রূপ ক্রিয়া প্রকাশ করে। প্রথমে তাহাদিগের রক্তাধিক্য এবং ক্রিয়োত্তেজনা ঘটিলে পরে তাহাদিগের জড়ত্ব ও অবসাদ উপস্থিত হয়। উল্লিখিত অবস্থায় পুনরুৎপাদিকাশক্তি বিকৃতিপ্রাপ্ত হওয়ায় দূষিত পদার্থের সৃষ্টি হইতে থাকে। **হাইড্রাষ্টিসের** ক্রিয়ার তাদৃশ ব্যাপকতা না থাকিলেও কর্কট বা ক্যান্সারাদি রোগে ইহার ক্রিয়া দেখিলে ইহা যে একটি গভীর ক্রিয়াশীল এণ্টিসোরিক ঔষধ তাহা সহজেই অনুমিত হয়। বৃদ্ধদিগের পক্ষে এবং বহিঃপ্রয়োগে ইহা অধিকতর ফলপ্রদ।

লক্ষণ।

কর্ণ।—কর্ণের প্রতিশ্যায়; ঘন শ্লেষ্মাস্রাব; মধ্যকর্ণের প্রাতিশ্যায়িক প্রদাহ এবং আরক্ত জ্বরান্তে বধিরতা।

নাসিকা।—ললাট দেশে শিরঃশূল এবং নাসিকা হইতে অবিশ্রান্ত ঘন ও হরিদ্রাবর্ণ শ্লেষ্মার স্রাব। পশ্চাৎনাসাপথ হইতে ঘন এবং

banglabooks.in

আটা স্রাবের স্রোত বহে। নাসিকার শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির বিবৃদ্ধি (Hypertrophy) বশতঃ সর্দ্দিতে পীত বা সবুজ বর্ণ এবং দুর্গন্ধ স্রাব। নাসিকা সর্দ্দির স্রাব জলবৎ ও হাজাকর ; নাসিকায় জ্বালা, চনচনি এবং অবদারণ ; স্রাব গৃহমধ্যে স্বল্পতর, বহির্দ্দেশে প্রচুর ; কণ্ঠা এবং বক্ষে অবদারণ ভাব জন্মে। চক্ষুর উর্দ্ধে পূর্ণতা নিবন্ধন ললাটদেশে মৃদু শিরঃশূল। পিনসরোগে নাসিকায় ক্ষত জন্মে এবং রক্তযুক্ত পূয়াকার স্রাব নির্গত। নাসিকারন্ধ্রে বাতাস শীতল বোধ হয়।

হৃৎপিণ্ড।—প্রাতঃকালে হৃৎকম্প।

মুখগহ্বর।—প্রসূতি ও দুর্ব্বল শিশুদিগের, বিশেষতঃ পারদ অথবা ক্লরেট অব পটাস সেবনান্তর মুখের ক্ষত। অত্যধিক পরিমাণ, ঘন ও আটাল শ্লেষ্মা স্রাব।

গলাভ্যন্তর।—গলা খাঁকর দিলে নাসিকাপশ্চাৎ ও গলগহ্বর হইতে পীতবর্ণ শ্লেষ্মা উঠে ও গলগহ্বরে অবদারণ ভাব থাকে ; পারদসেবনান্তর প্রায়শঃ গলায় ক্ষত জন্মে। প্রাতঃকালে জাগ্রত হইলে গলায় কর্কশভাব, গলাধঃকরণক্রিয়ায় তাহার বৃদ্ধি হওয়ায় টাটানি।

আমাশয়।—মৃদু কনকনানি বেদনা হওয়ার পর আমাশয় প্রদেশে দমিয়া যাওয়ার অনুভূতি, মূর্চ্ছার ভাব, এবং কিছু নাই নাই বোধ ও হৃৎকম্প। আমাশয়ের দৌর্ব্বল্যঘটিত অম্লাজীর্ণে।

উদর।—মলত্যাগের পর নিম্নোদরে কঠিন কর্ত্তনবৎ বেদনা হইলে তাহা অণ্ডকোষে যাওয়ায় মূর্চ্ছার ভাব জন্মে। যকৃৎপ্রদেশের সবিরাম ও তীব্র বেদনা অংশফলকাস্থি পর্য্যন্ত বিস্তৃত। নিম্নোদরের দক্ষিণ পার্শ্বে তীব্র বেদনা এবং জ্বালা। মলত্যাগে কামড়ানি বেদনা থাকে। আমাশয় ও ডুয়োডিনামের সর্দ্দি। বাতজ উদরশূলে মূর্চ্ছার ভাব জন্মে।

মল।—প্রচুর, সাদাটে ও উগ্র মলত্যাগ। অন্ত্রের প্রতিশ্যায়িক ক্ষত এবং প্রচুর শ্লেষ্মাযুক্ত মলত্যাগ। কোষ্ঠবদ্ধে অর্শ।

banglabooks.in

মূত্রযন্ত্র।—মূত্রে পচা গন্ধ। মূত্রস্থালীর প্রতিশ্যায় রোগে মূত্রনিম্নে ঘন ও দড়ি দড়ি শ্লেষ্মার তলানি পড়ে।

পুংজননেন্দ্রিয়।—পূয-মেহরোগের দ্বিতীয়াবস্থার ন্যায় ঘন ও হরিদ্রাবর্ণ স্রাব। পুরাতন পূয়মেহবৎ স্রাব। শুক্রমেহের পর দৌর্ব্বল্য।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—আটা, দড়ি দড়ি, ঘন এবং পীতবর্ণ শ্বেত-প্রদরের ন্যায় স্রাব। যোনি, জরায়ুমুখ ও তাহার গ্রীবায় ক্ষত। যোনি-কপাটের চুলকনা হইলে প্রচুর শ্বেতপ্রদর জন্মে; কামবিষয়ক উত্তেজনা।

ত্বক্।—মুখ, গ্রীবা, করতল, হস্তাঙ্গুলি এবং মণিবন্ধে বিসর্পবৎ পীড়কা জন্মিলে উন্মাদকর চুলকনা ও জ্বালাযুক্ত তাপ এবং পরে ত্বকের ছাল উঠিয়া যায়—রজনীতে রোগের বৃদ্ধি।

চিকিৎসা।

অজীর্ণ রোগ বা ডিস্পেপ্সিয়া।—প্রতিশ্যায়-বশতঃ **হাইড্রাষ্টিসের** অজীর্ণ রোগে আমাশয়ে প্রভূত শ্লেষ্মা জন্মে, গলাবাহিয়া অম্ল জল উঠে এবং ক্ষুধার অভাব হয়। "জিহ্বার অগ্রভাগ ও পার্শ্ব পরিষ্কার এবং মধ্য ভাগ পীতবর্ণ লেপযুক্ত থাকা" ডাং ডাইস্ ব্রাউনের মতে, এই রোগে, **হাইড্রাষ্টিসের** নিশ্চয়াত্মক প্রদর্শক। আমাশয় প্রদেশে দমিয়া যাওয়া ও শূন্য বোধের সহিত মূর্চ্ছার অনুভূতিও থাকিতে পারে। জরায়ু রোগে **সিপিয়াতে** এবং গুল্ম বায়ু রোগে **ইগ্নেসিয়াতে** আমাশয় স্থানে উপরি উক্তরূপ অনুভূতি জন্মে।

আলস্য, অস্বস্তি ও মানসিক অবসাদ; বিশেষ প্রকার জিহ্বা লক্ষণ; আমাশয় প্রদেশে দমিয়া যাওয়ার ভাব প্রভৃতি ক্লেশ; ক্ষুধা-হীনতা; এ রোগে যকৃৎ **বিকার** সংশ্রব এবং **কোষ্ঠবদ্ধ হাইড্রাষ্টিসের** উচ্চতম প্রদর্শক। এই সকল লক্ষণ উপস্থিত থাকিলে

banglabooks.in

ইহা দ্বারা আশ্চর্য্য ফললাভ হয়। ইহার **যকৃৎবিকারের** পরিচায়ক লক্ষণস্বরূপ তিক্তস্বাদ এবং পুরাতন কোষ্ঠবৎ বর্ত্তমান থাকে। **পিত্তশিলার** ইহা অন্যতম ঔষধ। ইহার **কোষ্ঠবদ্ধে আমাশয়স্থানে দমিয়া যাওয়ার ভাব ও শূন্যবোধ** প্রদর্শক রূপে বর্ত্তমান থাকে।

গ্লিট বা পুরাতন পূয়মেহ।—কোন যন্ত্রণা না থাকিয়াও মূত্রনালীর জড়তা ও দুর্ব্বলতা নিবন্ধন ঘন এবং আটা স্রাব থাকিয়া যাইলে **হাইড্রাষ্টিস** দ্বারা উপকার হয়।

শ্বেতপ্রদর বা লিউকরিয়া।—**হাইড্রাষ্টিসের** রোগে জরায়ু গ্রীবার উপত্বক্ উঠিয়া যায় এবং তাহা হইতে আটা, ঘন ও দড়ি দড়ি স্রাব হয়; প্রচুর শ্লেষ্মাযুক্ত ও দুর্ব্বলকর শ্বেতপ্রদরেও ইহা উপকারী।

ক্যান্সার বা কর্কট রোগ।—**এপিথিলিওমা** এবং **জরায়ুর** কর্কট রোগারোগ্যে **হাইড্রাষ্টিস্** বিশেষ ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছে। ইংলণ্ডের হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকবৃন্দ, স্তন-গ্রন্থির অর্ব্বুদ আরোগ্যে ইহার প্রশংসা করিয়াছেন; ইহা বেদনা উপশম করিয়া ও রোগের বৃদ্ধির বাধা জন্মাইয়া রোগীর সাধারণ স্বাস্থ্যের উন্নতিসাধন করে। **বিশেষ প্রকারের অজীর্ণ** লক্ষণ ইহার প্রদর্শক। ক্যান্-সারের চিকিৎসার পক্ষে **হাইড্রাষ্টিস্** অন্যতম উৎকৃষ্ট ঔষধ। রোগী শীর্ণকায়, ভগ্নাবশেষ ও পিঙ্গলবর্ণ হইয়া যায়, এবং ত্বকের আতত ভাব জন্মে। ক্যান্সারে ক্ষত জন্মিলেও ইহা দ্বারা উপকার হইয়া থাকে। আমাশয় ও পাইলোরাসের অর্ব্বুদও ইহার ব্যবহারে অন্তর্দ্ধান করিয়াছে।

৯। হেলিবোরাস (Helleborus Niger)।

সম্বন্ধ।—হেলিবোরাসের কার্য্যপ্রতিষেধক—ক্যাম্ফর, সিঙ্ক।

banglabooks.in

তুলনীয় ঔষধ।—এপিস্, এপসাই, আর্স, বেল, ব্রাইও, ক্যাম্ফা, কল্‌চি, কুপ্রাম, ডিজি, হায়সা, মার্ক, লাইক, নাক্স্ ভ, ওপি, ফস্, পাল্‌স, রাস, ষ্ট্র্যামো, সাল্ফ।

সাধারণক্রিয়া।—হেলিবোরাসের প্রধান কার্য্য বৃক্ককে হও-য়ায় মূত্রের স্বল্পতা জন্মে, এবং রসঝিল্লি বা সিরাস্‌মেম্ব্রেণের আক্রমণের ফলস্বরূপ মস্তিষ্কে, বক্ষগহ্বরে, অন্ত্রবেষ্টঝিল্লিতে ও কৌষিকবিধান বা সেলুলার টিস্থতে জলশোথ বা ড্রপ্সি উৎপন্ন হয়। ইহা পরিপাকযন্ত্রপথের প্রভূত উত্তেজনা উপস্থিত করিলে তাহা প্রদাহে পরিণত হয় এবং অধিকাংশ সময়ে আমাশয় ও অন্ত্রে ক্ষত উৎপন্ন করে। ইহা নিউমোগাষ্ট্রিক স্নায়ু আক্রমণ করায় শ্বাসপ্রশ্বাস বাধা প্রাপ্ত হয় এবং হৃৎপিণ্ডের পক্ষাঘাত জন্মে; মস্তিষ্ক-মেরুমজ্জার স্নায়ুমণ্ডল আক্রমণ দ্বারা ইহা মস্তিষ্কীয় ও সর্ব্বাঙ্গীন পক্ষাঘাত উৎপন্ন করিয়া থাকে। ইহার ক্রিয়ায় গভীর রক্তহীনতা এবং পেশীর শীর্ণতা জন্মে। গণ্ডমালাগ্রস্ত দুর্ব্বল শিশুর রোগে ইহা বিশেষ উপযোগী ঔষধ।

লক্ষণ।

মন।—চৈতন্যাভাব, রোগী ধীরে ধীরে প্রশ্নের উত্তর দেয়, স্পর্শজ্ঞান-রহিত হয়। অত্যন্ত উৎকণ্ঠা ও যন্ত্রণাবোধ। অপ্রকাশিত বিষণ্ণতা। গৃহবিরহাতুরতা। অতিশয় মনঃসংযোগের সহিত কার্য্য না করিলে পেশীর সম্যক কার্য্য হয় না।

মস্তক।—মস্তকের গুরুত্ব ও জড়তা। বিশৃঙ্খলভাব। মস্তকের গভীরদেশে তাপ। মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য। মস্তকে, বিশেষতঃ তাহার পশ্চাৎ পার্শ্বে, ঘৃষ্ট হওয়ার ন্যায় টাটানিতে অচৈতন্যের ভাব জন্মে ও মস্তক নত করিলে তাহার বৃদ্ধি হয়। মস্তকপশ্চাতে বেদনা।

banglabooks.in

অচৈতন্যাবস্থা; মস্তক তপ্ত ও গুরু; উপাধানোপরি **মস্তক আবর্ত্তন** বা শিরোলুণ্ঠন; দিবা রজনী কেঁকানি এবং শিরোলুণ্ঠন।

স্নায়ু।—পেশীর আক্ষেপিক আনর্ত্তন। শয্যার পদপার্শ্বে নামিয়া পড়ে। সর্ব্বাঙ্গীন আক্ষেপকালে শরীরের অতিশয় শীতলতা। অত্যন্ত দৌর্ব্বল্য। অঙ্গাদির ঊর্দ্ধাকৃষ্টাবস্থায় চিতভাবে অবস্থান।

মুখমণ্ডল।—পাণ্ডুর, শোথযুক্ত, কদাকার, বসা এবং লোহিতবর্ণ।

চক্ষু।—প্রদাহ ব্যতীতই আলোকাতঙ্ক। কনীনিকার বিস্তৃতি এবং আলোকানুভূতিহীনতা। চক্ষুগোলক ঊর্দ্ধে ঘূর্ণিত; বক্রদৃষ্টি।

নাসিকা।—নাসিকারন্ধ্র দেখিতে ধূম্রবর্ণ, ঝুলযুক্তবৎ, শুষ্ক ও সমল। রোগী বারম্বার নাসিকা ঘর্ষণ করে।

হৃৎকম্প ও নাড়ীস্পন্দন।—অনেক সময় নাড়ীস্পন্দন হৃৎ-স্পন্দনাপেক্ষা ধীরতর। নাড়ী দ্রুত, ক্ষুদ্র ও কম্পান্বিত এবং ক্ষণ-লোপযুক্ত।

মল।—কেবল পরিষ্কার, আটা, বর্ণহীন শ্লেষ্মার বিষ্ঠা। শুভ্র জিউলির আটা বা জিলাটিনবৎ বিষ্ঠা দেখিতে ভেকডিম্বের ন্যায়; ত্যাগে কুন্থন। কোষ্ঠবদ্ধ।

মূত্রযন্ত্র।—পুনঃ পুনঃ বেগ, কিন্তু অত্যল্প মূত্রত্যাগ। মূত্র অত্যল্প ও কৃষ্ণবর্ণ; কাফির গুঁড়ার ন্যায়; প্রচুর। পেশীর দুর্ব্বলতা বশতঃ মূত্রের রোধ ঘটিলে মূত্রস্থালীর অত্যন্ত বিস্তৃতি জন্মে।

চিকিৎসা।

সন্ন্যাসরোগ বা এপপ্লেক্সি।—সন্ন্যাসরোগান্তে বুদ্ধির জড়তা জন্মিলে **হেলিবোরাস** উপযোগী।

banglabooks.in

মিনিঞ্জাইটিস্ বা মস্তিষ্কবেষ্টপ্রদাহ—সাধারণ ও টুবাকুলার বা গুটিকা-সংসৃষ্ট।—হেলিবোরাস্ রোগ মানসিক জড়তাদ্বারা খ্যাতি লাভ করে; চৈতন্যের অবসাদ ও প্রতিক্রিয়া শক্তির অভাব। ফলতঃ রোগের শেষাবস্থায় মস্তিষ্কে রসসঞ্চয়বশতঃ ললাটের কুঞ্চিতভাব, কণীনিকা-বিস্তৃতি এবং অন্যতর হস্ত ও পদের **স্বতঃই** চালনা প্রভৃতি লক্ষণ উপস্থিত হইলে **হেলিবোরাস** প্রদর্শিত হয়। ইহার অন্যান্য লক্ষণ মধ্যে মস্তকে তীরবেধবৎ বেদনা, হঠাৎ চীৎকার স্বরে ক্রন্দন ও শিরোলুণ্ঠন প্রভৃতি প্রধান। রোগী অতি বিলাপের স্বরে ক্রন্দন করে।

ডাঃ ও'কনর এ রোগে **আয়ডফরম** ৬× ব্যবহারে ফল পাইয়াছেন। মস্তকত্বকে ইহার মলমের মালিস ব্যবহার দ্বারা কতিপয় রোগীর আরোগ্যের বিষয় নর্থ আমেরিকান জর্ণাল অব্ হোমিওপ্যাথিতে উল্লিখিত আছে।

ওপিয়াম—উচ্চ স্বরে শ্বাসপ্রশ্বাস, শ্বাসপ্রশ্বাসে নাসিকা ধ্বনি এবং মুখের রক্তাভা অথবা কটাবর্ণ ইহাকে **হেলিবো** হইতে প্রভেদিত করে। শেষোক্ত ঔষধে উপরি উক্তরূপ শ্বাসপ্রশ্বাস থাকে না এবং মুখ পাণ্ডুর ও শীতল হয়। প্রথমের নাড়ী পূর্ণ ও ধীরগতি, দ্বিতীয়ের তাহা ক্ষুদ্র, দুর্ব্বল এবং প্রায় দুর্ব্বোধ্য।

হাইড্রকেফেলাস্ বা মস্তিষ্কোদক।—বাহ্যজ্ঞানশূন্য ও জড় ভাবাপন্ন রোগী মধ্যে মধ্যে অচৈতন্যাবস্থায় চীৎকার করিয়া উঠিলে **হেলিবোরাস** উপযোগী; মূত্র রোধ এবং চক্ষু আলোকে প্রতিক্রিয়াহীন। স্বতঃই শরীরের অন্যতর পার্শ্ব চালিত হয়, ললাট, পেশী কুঞ্চিত থাকে, মুখের অবিশ্রান্ত চর্ব্বণবৎ চালনা হয় এবং জল পান করিতে দিলে অতি আগ্রহের সহিত পান করে। ফলতঃ মস্তিষ্কে জলসঞ্চয়ের অবস্থায় ইহার কার্য্য দৃষ্ট হইয়া থাকে; রোগী

banglabooks.in

অজ্ঞানবৎ গভীর নিদ্রাগ্রস্ত থাকে ও মধ্যে মধ্যে চীৎকার করিয়া উঠে। ইন্দ্রিয়জ্ঞান অবসাদিত থাকিলে অথবা পক্ষাঘাত আরম্ভ হইলে ইহার প্রয়োগকাল উপস্থিত হয়।

ডিজিট্যালিস্—অত্যল্প ও শ্বেতলালাযুক্ত মূত্র, নাড়ীর ধীরগতি এবং শীতল ঘর্ম্ম ইহা প্রয়োগের উপযুক্ত লক্ষণ।

শক্ বা হঠাৎ স্নায়বিক অবসাদ।—মস্তকে আঘাত লাগিলে পূর্ব্বে **আর্ণিকার** প্রয়োগ সত্ত্বেও স্নায়বিক অভিভূতি বশতঃ গভীর নিদ্রা, একতর কণীনিকার বিস্তৃতি, বোধশক্তির অসম্পূর্ণতা নিবন্ধন ধীরে প্রশ্নের উত্তর, একপদ টানিয়া চলা এবং নাড়ীর অতি ধীর গতি প্রভৃতি লক্ষণ উপস্থিত হইলে ডাং ফ্যারিংটন **হেলিবোরাস** দ্বারা তাহা আরোগ্য করিয়াছেন। রোগলক্ষণের উপচয় অপরাহ্ন ৪টা হইতে রাত্রি ৮টার মধ্যে হইয়াছিল।

জলশোথ বা ড্রপসি।—নানাপ্রকার ড্রপসিরোগে **হেলিবোরাসের** প্রভূত ক্ষমতা দেখা যায়। ত্বকের জলশোথ, উদরী, আরক্ত জ্বরান্তিক শোথ এবং আচম্বিত ও তরুণ শোথের আক্রমণ প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার জলশোথরোগেই অবস্থানুসারে ইহা দ্বারা ফলাশা করা যায়। ইহার লক্ষণ মধ্যে **জিউলির আটা বা জেলির ন্যায় আমযুক্ত উদরাময়** এবং **কৃষ্ণবর্ণ অত্যল্প মূত্রের বর্ত্তমানতা** প্রধান। বলা বাহুল্য ঔষধ নির্ব্বাচনে তাহার সাধারণ লক্ষণের প্রতি দৃষ্টি রাখা সাফল্যের মূল। ইহার মস্তিষ্কশোথের বিষয় ইতি পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে।

ল্যাকেসিস্—কৃষ্ণবর্ণ ও শ্বেত-লালাযুক্ত মূত্র, কৃষ্ণবর্ণ অথবা নীলাভত্বক্, সাধারণ জলশোথ, এবং মধ্যে মধ্যে শ্বাসরোধের আক্রমণ প্রভৃতি, আরক্ত জ্বরান্তিক শোথে ও বক্ষঃশোথে ইহার প্রদর্শক।

টেরিবিস্থ—কিডনির রক্তাধিক্য বশতঃ কিডনিদেশে মৃদু

banglabooks.in

কনকনানি এবং কৃষ্ণাভ ও ধূম্রের বর্ণ মূত্র প্রভৃতি লক্ষণ থাকিলে ইহা প্রয়োজ্য।

কল্‌চিকাম—রসবাতরোগের উপসর্গ স্বরূপ শোথরোগে কৃষ্ণবর্ণ মূত্র থাকিলে।

লাইক—যকৃৎরোগোৎপন্ন শোথ শরীরের নিম্নার্দ্ধ আক্রমণ করে, উদর বিস্তৃত হয় এবং নিম্নাঙ্গে ক্ষত জন্মে।

সবিরামজ্বর বা ইণ্টারমিটেণ্ট ফিবার।—পেশীনগুলের শিথিলতা এবং শারীরিক শীতলতা, ললাটে শীতল ঘর্ম্ম ও ধীর গতি নাড়ী প্রভৃতি লক্ষণযুক্ত রোগী হঠাৎ ভূপতিত হইলে **হেলিবো** প্রযোজ্য। শরীরের চরম শীলতা সহ ভয়াবহ আক্ষেপ এবং জানুসন্ধিতে রসবাতিক বেদনা।

banglabooks.in

লেক্‌চার ৫২ (LECTURE LII).

হেলজেনস্ (Halogens)।

১। ব্রমিণ্ (Bromine)। ২। ক্লরিণ্ (Chlorine)।
৩। ফ্লুওরিকাম্ এসিডাম্ (Fluoricum Acidum)।
৪। আয়ডিন্ (Iodine)।

সাধারণ ক্রিয়া।—হেলজেন শ্রেণীর ঔষধমাত্রেরই শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি, বিশেষতঃ স্বরযন্ত্র ও বায়ুনালী বা ব্রঙ্কিয়াল টিউবের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিতে বিশেষ ক্রিয়া দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিতে উত্তেজনা ও প্রবল প্রদাহ উপস্থিত করায় তাহার কাঁচা ও হাজাভাব জন্মে। সকল ঔষধেই শ্বাসনলীদ্বারের বা গ্লটিসের আক্ষেপ উৎপন্ন হইলেও ক্লরিণেই তাহা বিশিষ্টতা প্রাপ্ত। শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির উপরিভাগে আগন্তুক ঝিল্লি সংস্থাপিত করাও ইহাদিগের সাধারণ ক্রিয়া মধ্যে গণ্য। ক্লরিণ ব্যতীত অন্য সকলেই ক্রুপ বা পুংরিকাসির আগন্তুক ঝিল্লি নির্ম্মাণ করে। ডিফ্‌থিরিয়াবৎ ঝিল্লি নির্ম্মাণপ্রবণতা ক্লরিণেই অধিকতর। গ্রন্থিনিচয়ে ইহারা স্ফীতি, দড়কচড়াভাব, কাঠিন্য এবং পূয়শোথ পর্য্যন্তও উৎপন্ন করিতে পারে। এজন্য ইহারা সকলেই সোরিক ধাতুবিশিষ্ট রোগীর গণ্ডমালার ঔষধ শ্রেণীভুক্ত।

১। ব্রমিয়াম (Bromium)

উপচয়। সন্ধ্যাকাল হইতে মধ্য রজনী পর্য্যন্ত; বাম পার্শ্ব অধিকতর আক্রান্ত হয়।

উপশম।—শরীর চালনায়; ভ্রমণে; অশ্বারোহণে; আহারান্তে ও এমনিয়ার বাষ্পে।

সম্বন্ধ।—ব্রমিণের কার্য্যপ্রতিষেধক—বমন ও পরে শ্বেতসার,

banglabooks.in

গোধূমচূর্ণ, আরারুট প্রভৃতি স্নিগ্ধকর দ্রব্যের সেবন। এমনিয়ার বাষ্পাঘ্রাণ ব্রমিণবাষ্পাঘ্রাণের কুফলের প্রতিষেধক।

শ্বাসযন্ত্ররোগে ব্রমিণের পরে আয়ডিন অথবা স্পঞ্জিয়ার প্রয়োগ সুফলপ্রদ।

তুলনীয় ঔষধ।—আয়ডি, স্পঞ্জি, কেলি বাই।

লক্ষণ।

মন।—রোগী মনে করে গৃহতল হইতে কোন দ্রব্য বা জন্তু লম্ফ প্রদান করিয়া উত্থান করিবে। গলাভাঙ্গা স্বরে ক্রন্দন ও বিলাপ। অত্যন্ত মানসিক অবসাদ। মেজাজ ভাল থাকে না—বিমর্ষ।

মস্তক।—বামপার্শ্বে সাময়িক শিরঃশূল, মস্তক নত করিলে বৃদ্ধি এবং অনেক সময় দুগ্ধপানে শিরঃশূল।

স্নায়ু।—অত্যন্ত দুর্ব্বলতা ও অবসাদ। শীতকম্প, জৃম্ভণ ও গাত্রপ্রসারণ; পদ শীতল হইলে প্রতিদিন জ্বরের শীতের ন্যায় শীত প্রত্যাবর্ত্তন করে। হস্ত শীতল ও আর্দ্র।

মুখ।—ধূসর ও মৃৎবর্ণ মুখ বৃদ্ধের ন্যায় দেখায়! বোধ হয় যেন মুখমণ্ডলের উপরি ভাগে মাকড়সার জাল। শরীরে, বিশেষতঃ কণ্ঠা ও নিম্ন চুয়ালের উপর ঘন কঠিন ও স্ফীত গ্রন্থি।

চক্ষু।—দক্ষিণ চক্ষুর ল্যাক্রিম্যাল বা অশ্রুস্রাবী গ্রন্থির স্ফীতি এবং জলস্রাব। বাম চক্ষু ভেদ করিয়া সূচিবেধবৎ বেদনা।

কর্ণ।—বাম পেরটিড গ্রন্থির দৃঢ় স্ফীতি, স্পর্শে উষ্ণ বোধ। বাম পেরটিড গ্রন্থি পাকিয়া যায়, পূযনির্গমছিদ্রের চতুঃপার্শ্ব মসৃণ থাকে; স্রাব জলবৎ ও হাজাকর; স্ফীতি কঠিন ও অনমনীয় থাকিয়া যায়।

নাসিকা।—ভয়ানক সর্দ্দির আক্রমণে দক্ষিণ নাসারন্ধ্র রুদ্ধ ও

banglabooks.in

মূল হইতে অগ্র পর্য্যন্ত ক্ষতযুক্ত, পরে বাম নাসারন্ধ্রেও ঐরূপ। হাঁচি ও স্রাবযুক্ত সর্দ্দি, অনেক দিন অদম্য থাকে; নাসাপার্শ্ব ও নাসিকাধঃ-প্রদেশ হাজিয়া যায়। নাসিকা ক্ষতযুক্ত ও স্ফীত, তাহাতে মামড়ি জন্মে, বেদনা হয় ও তাহা পুছিলে রক্ত পড়ে।

শ্বাসযন্ত্র।—স্বরযন্ত্রে শৈত্যের অনুভূতি; শ্বাসগ্রহণে শীতল বোধ। স্বরযন্ত্রের সঙ্কোচন, তাহাতে শুড়্‌শুড়ি বশতঃ কাসি। গিলিতে স্বরযন্ত্রের পশ্চাদ্দেশে সূচিবেধবৎ বেদনা নিবন্ধন সঙ্কোচনের অনুভূতি। স্বরযন্ত্রে চাঁছা ও অবদারণভাব, কাসি হইলে বোধ যেন কণ্ঠার কোটরবৎ স্থান চাপিয়া ট্রেকিয়া বা শ্বাসনালী সহ সংযুক্ত করা হইয়াছে। স্বরভঙ্গ পরিষ্কার কথা বলা যায় না; স্বরলোপ। গলাধঃকরণক্রিয়ায় হঠাৎ কাসির আক্রমণ বশতঃ শ্বাসরোধ; শ্বাসপ্রশ্বাসের খর্ব্বতা; শ্বাসপ্রশ্বাসের চেষ্টা করিতে হয়। নিঃশ্বাস টানিলে শ্বাসনলীতে শুড়্‌শুড়ি হওয়ায় কাসির উদ্রেক। স্বরযন্ত্রদ্বারের আক্ষেপিক রোধ। বক্ষের দক্ষিণ পার্শ্বে সূচি-বেধবৎ বেদনা। মধ্যে মধ্যে বলপ্রয়োগে গভীর শ্বাস টানিতে হয়। শ্বাসকৃচ্ছ্র; উপযুক্ত পরিমাণ শ্বাস টানিতে অক্ষম, তাহাতে উৎকণ্ঠা। বোধ হয় যেন শ্বাসযন্ত্রপথ ধূমপূর্ণ। দক্ষিণ ফুসফুস অধিকতর আক্রান্ত।

গলাভ্যন্তর।—গলাভ্যন্তরে চাঁছা বোধ। গলাভ্যন্তরে ও তন্নিম্নের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির স্ফীতি।

উদর।—উদরাধ্মান এবং প্রচুর বায়ু নিঃসরণ।

মল ও মলদ্বার।—অস্রাবী এবং তীক্ষ্ণ বেদনাযুক্ত অর্শ ও কাল বর্ণের মলত্যাগ।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয় —যোনি হইতে সশব্দে বায়ুনিঃসরণ। ঋতু অতি শীঘ্রাগত ও অতি প্রচুর, উজ্জ্বল লোহিত শোণিতের মৃদু স্রাব নিবন্ধন অত্যন্ত বলক্ষয় ঘটে অথবা ঝিল্লির ছিবড়া বা মেম্ব্রেনাস্ শ্রেড্‌স্ নির্গত হয়। ঋতুস্রাবের সময়ে কিম্বা তাহার পূর্ব্বে প্রচণ্ড সঙ্কোচনবৎ আক্ষেপ

banglabooks.in

হইলে তাহা বহুকাল স্থায়ী হয় এবং পরে উদরের টাটানি থাকিয়া যায়। রজঃকৃচ্ছ্র বা বাধকবেদনায় ঝিল্লি নির্গত হয়।

ত্বক্।—গ্রন্থির, বিশেষতঃ থাইরয়েড, অণ্ডকোষ, হনুনিম্ন এবং পেরটিড গ্রন্থির স্ফীতি দড়িকচড়াভাব। বাহু এবং মুখে স্ফোটক।

প্রদর্শক লক্ষণ।—ব্রমিণ গণ্ডমালা রোগ প্রশমনকারী অন্যতম ঔষধ। ইহা এবং এই পর্য্যায়ের অনেক ঔষধ বর্ণাদিও শরীরাকৃতি দ্বারা পরিচিত। শরীরাকার দ্বারা ইহা হেলজেন শ্রেণীভুক্ত আয়ডিন হইতে বিশেষরূপে প্রভেদিত। ব্রমিণ—**ভাসা নীলচক্ষু, শণসূত্রবৎ কেশ, পাতলা ভ্রু, সুন্দর গাত্রবর্ণ, কোমল ত্বক্ এবং লোহিতাভ গণ্ড**। আইওডিন—**কাল কেশ ও কাল চক্ষু এবং কুৎসিৎ ঈষৎ পীতাভ গাত্র**। "মুখমণ্ডলে মাকড়সার জালের অনুভূতি" ও কখন কখন ইহার প্রদর্শক হইতে পারে, কিন্তু সাধারণ লক্ষণ দ্বারা এস্থলে ইহাকে **ব্যারাইটা, গ্রাফা এবং বোরাক্স্** হইতে প্রভেদিত করিতে হয়।

চিকিৎসা।

নাসিকা সর্দ্দি।—কখন কখন **ব্রমিণ** দ্বারা গণ্ডমালীয় শিশুদিগের সর্দ্দিরোগের উপকার হইয়া থাকে। নাসিকা হইতে প্রচুর জলবৎ ও বিদাহী স্রাব। নাসিকারন্ধ্র পর্য্যায়ক্রমে মুক্ত ও রুদ্ধ বোধ; বিশেষ প্রকারের **শিরঃশূলে ললাটপ্রদেশে গুরু চাপ** বশতঃ বোধ হয় যেন মস্তিষ্ক নাসামূল ভেদ করিয়া ঠেলিয়া বাহির হইতেছে। নাসিকাভ্যন্তর ও নাসাপুটের চতুর্দ্দিকে অবদারণ ভাব জন্মিয়া **ব্রমিণ** বাষ্প সংস্পর্শবৎ চনচন করে। পরে নাসারন্ধ্রে ক্ষত ও মামড়ি জন্মে এবং নাক ঝাড়িলেই রক্ত ও মামড়ি নির্গত হয়।

banglabooks.in

ল্যারিঞ্জিস্‌মাস্‌ ষ্ট্রাইডুলাস্‌ বা স্বরযন্ত্রদ্বারের আক্ষেপ।—রোগ বড়ই কৃচ্ছ্রসাধ্য। অনেক সময় ইহা স্নায়ুকেন্দ্রের উত্তেজনা বশতঃ জন্মে। দন্তোদ্গম, অজীর্ণ ও থাইমাস্‌ গ্রন্থির বৃদ্ধি প্রভৃতি কারণোৎপন্ন উত্তেজনার প্রক্ষিপ্ত ক্রিয়াও ইহার কারণ হইতে পারে। প্রথমে আক্ষেপ বশতঃ হঠাৎ স্বরযন্ত্রদ্বারের রোধ ঘটে, শিশুর মুখ নীল হইয়া যায় ও শারীরিক আক্ষেপ হয়। এইরূপে ফিটের পর ফিট্‌ হইতে থাকে। রোগের দ্বিতীয়াবস্থায় আক্ষেপ সর্ব্বাঙ্গে ব্যাপ্ত হইতে থাকে এবং শিশু শীর্ণ হইয়া যায়। থাইমাস্‌গ্রন্থির বিবৃদ্ধি, রোগের কারণ হইলে **আইওডিন**, এবং দন্তোদ্গমের বাধা জন্য রোগ জন্মিলে **ক্যাল্‌কে ফস্‌** প্রদর্শিত। এ রোগে **ব্রমিণের** কোন বিশেষ প্রদর্শক লক্ষণ না থাকিলেও ইহা স্বরযন্ত্রদ্বারের ভয়াবহ আক্ষেপ উৎপন্ন করে বলিয়া কোন ঔষধে ফললাভ না হইলে অনেক স্থলে ইহা দ্বারা ফললাভ করা যায়। কিন্তু **ক্লরিণই** এ রোগে হেলজেন শ্রেণীর ঔষধমধ্যে শ্রেষ্ঠতম ঔষধ বলিয়া বিবেচিত হয়।

ল্যাকেসিস্‌—নিদ্রাবস্থায় রোগ হওয়ায় শিশু জাগ্রত হইলে।

ইগ্নেসিয়া—শিশুকে তিরস্কার বা শাসন করিলেই যদি রোগের আক্রমণ হয়।

কুপ্রাম—রোগে সর্ব্বাঙ্গীণ আক্ষেপ কালে বৃদ্ধাঙ্গুলি আকুঞ্চিত হইলে।

কেহ কেহ **ইপিকা** ও **স্যাম্বুকাস্‌** প্রয়োগের উপদেশ দিয়া থাকেন। **বেলাডনা** শোণিতপ্রধান রোগীর ঔষধ।

ঘুংরি কাসি বা ক্রুপ্‌।—**ব্রমিণ** ইহার শ্রেষ্ঠ ঔষধমধ্যে গণ্য। ইহাতে শিশুর স্বর গভীর ও গলাভাঙ্গা থাকে এবং শ্বাস টানিবার চেষ্টা করিলেই কাসি হয়; শ্বাসপ্রশ্বাস কর্কশ এবং করাতের শব্দের ও বাঁশীর স্বরের ন্যায় থাকে এবং গলার মধ্যে ঘড়ঘড় করে; শিশু

banglabooks.in

কাসিলে স্বরযন্ত্র শ্লেষ্মাপূর্ণ বলিয়া বোধ হয়। **ব্রমিণ** রোগে বোধ হয় যেন শ্বাসরোধবশতঃ শিশু হঠাৎ জাগরিত হইয়া উঠে। **এক ঢোক জল পান করিলে আক্ষেপের নিবৃত্তি হয়। স্বরযন্ত্রমধ্যে ঝিল্লি অংশ বিশেষ আলগা থাকায় ঘড়ঘড়ি হওয়ার অনুভূতি ব্রমিণের** প্রদর্শক। রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। **এণ্টিম্ টার্টের** ঘড়ঘড়ি ইহার নিম্নতর স্থানে হয়।

হিপার সংস্থাপিত ঝিল্লি দূরীকরণে অসমর্থ হইলে **ব্রমিণ** প্রযোজ্য। **অত্যন্ত শ্বাসরোধের ভাব হওয়ায় শিশুকে কোলে করিয়া গৃহ হইতে গৃহান্তরে যাতায়াত করার আবশ্যকতা** এস্থলে ইহার প্রদর্শক। **আয়ডিনের** পর **ব্রমিণ** উৎকৃষ্ট ফলপ্রদ। ছয় আউন্স জলে এক ফোঁটা বিশুদ্ধ **ব্রমিণের** টাট্‌কা দ্রব প্রস্তুত করিয়া প্রয়োগ করিতে হয়, কেননা ইহার প্রয়োগরূপ কিয়ৎকাল থাকিলে নষ্ট হইয়া যায়।

নিউমনিয়া।—দক্ষিণ ফুস্ফুসের নিম্ন উপখণ্ড আক্রান্ত হইলে যদি **নাসিকা হইতে রক্তস্রাব** হয় তাহাতে **ব্রমিণ** উপযোগী ঔষধ। "রোগী বোধ করে যেন সে ফুস্ফুসে যথেষ্ট পরিমাণ বায়ু লইতে পারিতেছে না" এ লক্ষণও ইহার প্রদর্শক।

ডিফ্‌থিরিয়া বা সঝিল্লিক দুষিত গলক্ষত।—ইহার রোগ প্রধানতঃ স্বরযন্ত্র আক্রমণ করে এবং তথা হইতে উর্দ্ধগামীও হইতে পারে। ইহাকে "ক্রুপয়েড্ ফরম্" বা ঘুংরিংকাশি জাতীয় ডিফ্‌থিরিয়া বলা যায়। পচন বা গ্যাংগ্রিণ আরম্ভ হইলে **ব্রমিণ** দ্বারা ফল পাওয়া যায় না। স্বরযন্ত্রে অত্যন্ত শ্লেষ্মার ঘড়ঘড়ি হয় এবং গলাভাঙ্গাস্বরে হুস্‌হুস্ করিয়া ও ক্রুপের ন্যায় কাসি হইতে থাকে; তাহাতে শ্বাসরোধ ঘটে।

banglabooks.in

গণ্ডমালারোগ বা স্ক্রফুলোসিস্—গ্রন্থিরোগ; ক্যান্সার বা কর্কট রোগ প্রভৃতি।—হেলজেন শ্রেণী-ভুক্ত ঔষধ মাত্রই **লসীকাগ্রন্থিমণ্ডল** আক্রমণ করায় তাহা-দিগের স্ফীতি ও দড়কচড়া ভাব জন্মে ও অবস্থানুসারে তাহাতে পূয়ও জন্মিতে পারে। এজন্য ইহারা গণ্ডমালারোগঘ্ন ঔষধ বলিয়া খ্যাত। নীলচক্ষু, শণের ন্যায় কেশ, মসৃণ ও কোমলগাত্র এবং গৌরবর্ণের গণ্ডমালা ধাতুর ব্যক্তির, বিশেষতঃ শিশুদিগের গ্রন্থিরোগে **ব্রমিণ** উপযোগী। ইহাদিগের **পেরটিড বা কর্ণমূল গ্রন্থি** আক্রান্ত হইলে তাহাতে দড়িকচড়াভাব ও পূয়জনন প্রবণতা জন্মে। গ্রন্থিতে অত্যন্ত তাপ থাকে ও তাহা হইতে উগ্র ও হাজাকর পূয়স্রাব হয়, এবং ছিদ্রমুখের চতুঃপার্শ্বীয় স্থানে অদম্য কাঠিন্য দৃষ্ট হয়। **ব্রমিণের** গ্রন্থিরোগ মাত্রেই উপরিউক্তরূপ অবস্থা ঘটে। **স্তনের কর্কটরোগে** ইহাদ্বারা উপকার হইয়াছে। **কার্ব্ব এনিমালিস** সহ ইহার সাদৃশ্য আছে। উভয় ঔষধেই **কক্ষতলের গ্রন্থির** কাঠিন্য, দড়িকচড়াভাব ও জ্বালাযুক্ত বেদনা হয়। প্রভেদ এই যে **ব্রমিণে** কর্ত্তন বা আকৃষ্টবৎ বেদনা থাকে ও তাহার বৃদ্ধি হইলে বোধ হয় যেন সূত্রদ্বারা গ্রন্থি কক্ষমধ্যে আকৃষ্ট হইতেছে। **অণ্ডকোষ-রোগেও** অবস্থাবিশেষে **ব্রমিণ** উপকারী। গ্রন্থি স্ফীত, কঠিন ও সম্পূর্ণ মসৃণ থাকে। ঝাঁকি লাগিলে বেদনার বৃদ্ধি। গ্রন্থি অত্যন্ত গরম। ফলতঃ রোগীর গৌরবর্ণ, কোমল ত্বক্ এবং ফেকাসে নীলচক্ষু ইহাকে অন্যান্য হেলজেন পর্য্যায়ের ঔষধ হইতে প্রভেদিত করে। **গলগণ্ড বা গয়টার** রোগ এতদ্দ্বারা আরোগ্য হইয়াছে।

ক্ষত বা আল্সার।—ব্রমিণক্ষতের চতুঃপার্শ্ব সবুজাভ পীতবর্ণ। ইহার পচনোন্মুখ ক্ষতে গলিত মাংসের গন্ধ থাকে।

banglabooks.in

আয়ডিনের গণ্ডমালীয় ক্ষতের কিনারা স্পঞ্জবৎ এবং স্রাব রক্তসংযুক্ত, ক্ষতকর, এমন কি পূয়ের ন্যায়ও হইতে পারে।

২। ক্লরিণ (CHLORINE)।

ইহা প্রচলিত ঔষধমধ্যে গণ্য নহে। তথাপি কখন কখন রোগ-চিকিৎসায় **ক্লরিণের বাষ্প** বরফের ন্যায় শীতল জলে শোষিত করাইয়া তাহার আঘ্রাণ ও পান দ্বারা কেহ কেহ কোন কোন স্থলে ফল পাইয়াছেন। তাহাই এস্থলে বর্ণিত হইতেছে।

শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিতে ইহার বিশেষ ক্রিয়ার বিষয় চিকিৎসক মণ্ডলীতে বিদিত। এজন্য ইহা নিম্নলিখিত রোগে সুফলপ্রদ বলিয়া খ্যাত।

ল্যারিঞ্জিস্মাস ষ্ট্রাইডুলাস্।—পূর্ব্ব লিখিতরূপে প্রস্তুত জলের সেবন ও আঘ্রাণ স্থলবিশেষে কার্য্য করিয়াছে।

নাসিকা সর্দ্দি।—সর্দ্দিতে নাসিকা হইতে জলবৎ পাতলা ও হাজাকর স্রাব নির্গত হইয়া নাসিকারন্ধ্র, নাসাপুট ও তন্নিকটস্থ স্থানের অবদারণ জন্মাইলে ইহা উপকারী।

মুখক্ষত।—মুখগহ্বরে মৃদু প্রকৃতির প্রদাহ উপস্থিত হওয়ায় পুতিগন্ধযুক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র "জাড়ি ঘায়ের" ন্যায় ক্ষত জন্মিলে ইহা দ্বারা উপকার সাধিত হয়।

সন্নিপাত বা টাইফয়েড জ্বর।—টাইফয়েড জ্বরে রোগীর ভয়াবহ দুর্ব্বলতা সহ সাব্‌সান্টাস্ টেণ্ডিনাম বা পেশীকম্প এবং জিহ্বার অত্যধিক শুষ্কতা থাকিলে **ক্লরিণের** দ্রব প্রয়োগে উপকার হয়।

ক্লরিণ সাল্‌ফুরেটেড্ হাইড্রজেনের বিষাক্ততার উৎকৃষ্ট প্রতিষেধক।

banglabooks.in

৩। আয়ডিন (IODINE)।

উপচয়।—তাপে ; মস্তক আবৃত করিলে।

সম্বন্ধ।—আইওডিনের কার্য্যপ্রতিষেধক—এন্টি টার্ট, আর্স, বেল, ক্যাম্ফর, সিঙ্কনা, সিঙ্ক সাল্‌ফ, কফিয়া, হিপার সাল্‌ফ, ওপি, ফস্, স্পঞ্জ, সাল্‌ফ। বিষমাত্রায় শ্বেতসার বা ময়দার দ্রব।

আয়ডিন যাহার কার্য্যপ্রতিষেধক—আর্সের কুফলের ; এবং আর্জ্জে নাই, ক্যাল্কে কার্ব্ব এবং মার্কারির।

আয়ডিন যাহার পরে প্রযোজ্য—হিপার, মার্ক।

আয়ডিনের পরে প্রযোজ্য—ক্রুপরোগে কেলি বাই।

তুলনীয় ঔষধ।—একন, আর্স, ব্রমিণ, কষ্টি, কনায়াম, ডিজি, হিপার সাল্‌ফ, কেলি বাই, মার্ক, নাই এসি, ফস্, স্পঞ্জ, সাল্‌ফ।

সাধারণ ক্রিয়া।—হেলজেনশ্রেণির ঔষধ মধ্যে ক্রিয়ার ব্যাপকতায় আয়ডিন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে। ইহা প্রায় সম্পূর্ণ দেহোপাদান, বিশেবতঃ লসাকাগ্রন্থি এবং শ্লৈষ্মিকঝিল্লি অতি প্রগাঢ়রূপে আক্রমণ করিয়া থাকে। ইহা তাহাদিগের অবসাদ ও সজীবতার হানি উৎপন্ন করায় তাহারা পুনরুৎপাদিকাশক্তিহীন হইয়া যায় এবং তাহাদিগের বাধাপ্রাপ্ত ক্রিয়ার ফলে আক্রান্ত শরীরাংশের ক্ষয়, এমন কি, ধ্বংস ও সর্ব্বাঙ্গীন শীর্ণতা উৎপন্ন হয়। আয়ডিন গ্রন্থির পুনরুৎপাদিকা ক্রিয়ার হ্রাস করার ফল স্বরূপ স্বাভাবিক উপাদানের বিনিময়ে সৌত্রিকোপাদানের অতি বৃদ্ধি বশতঃ গ্রন্থিবিবৃদ্ধি জন্মে, এবং থাইরয়েড্ গ্রন্থির এরূপ বর্দ্ধন গলগণ্ড রোগোৎপন্ন করে। এবম্বিধ কারণেই অবস্থানুসারে গ্রন্থির ক্ষয় জন্মিলে তাহা শুষ্ক ও প্রায় অদৃশ্য হইতে পারে। গ্রন্থিগুলের মধ্যে ইহা থাইরয়েড্ গ্রন্থি, অন্ত্রবেষ্টঝিল্লিগ্রন্থি বা মেসেন্টারিক গ্লাণ্ড, স্তন, অণ্ডাধার এবং অণ্ডকোষ বিশেষ ও প্রধানরূপে আক্রমণ করে। শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির মধ্যে চক্ষু, নাসিকা এবং সম্পূর্ণ শ্বাসযন্ত্রের

banglabooks.in

শ্লৈষ্মিকঝিল্লি ইহা বিশেষরূপে আক্রমণ করায় তাহার প্রদাহ উপস্থিত হয়। ইহা ফুস্‌ফুস এবং অন্যান্য যন্ত্রের মূল উপাদানেরও প্রদাহ জন্মাইতে পারে। আয়ডিনক্রিয়ার বিশেষতা এই যে, ইহার প্রায় সর্ব্ববিধ রোগজ অবস্থাতেই আক্রান্ত শরীরাংশের ও সর্ব্বাঙ্গের শীর্ণতা, প্রধান লক্ষণরূপে বর্ত্তমান থাকে।

লক্ষণ।

মন।—দুঃখিত ভাব; বিষণ্ণতাগ্রস্ত মানসিক বৃত্তি। অত্যধিক স্নায়বিক উত্তেজনাপ্রবণতা।

মস্তক।—শিরোঘূর্ণন; মস্তকে এবং সম্পূর্ণ শরীরে স্পন্দন; হৃৎপিণ্ডস্থানে কম্প ও মূর্চ্ছার ভাব; এই সকল লক্ষণ উপবিষ্ট বা শায়িতাবস্থা হইতে উত্থানের পরেই, অথবা সামান্য পরিশ্রমের পর উপবেশন বা শয়ন মাত্রই বৃদ্ধি পায়। মস্তকের বিশৃঙ্খলভাব বশতঃ কার্য্যে মনঃসংযোগ করায় অনিচ্ছা জন্মে। মস্তক বেড়িয়া ফিতা বাঁধা থাকার ন্যায় শিরঃশূল। নাসিকামূলের উর্দ্ধে অল্প স্থান ব্যাপিয়া বেদনা। সন্ধ্যাকালে চক্ষুর উর্দ্ধে বেদনা, গোলমালে অথবা গন্ধে বৃদ্ধি পায়। ললাটের বাম পার্শ্বের উর্দ্ধে তীব্র বেদনা। পূর্ব্বাহ্ন ১১ টার পূর্ব্বের মস্তকপশ্চাতের বেদনার বিশ্রামে হ্রাস ও শরীরচালনায় বৃদ্ধি এবং অপরাহ্ন ৪ টার সময় পরিবর্ত্তিত হইয়া মস্তকের বিশৃঙ্খল ভাবে পরিণত।

ইন্দ্রিয়জ্ঞান। শ্রবণশক্তির হ্রাস।

স্নায়ু।—অত্যন্ত দুর্ব্বলতা। পেশী-আনর্ত্তন। প্রচুর নৈশঘর্ম্ম। দ্রুত শরীরক্ষয়। সম্পূর্ণ শরীরে কম্প।

মুখমণ্ডল।—মুখ পাণ্ডুর, ঈষৎ পীতাভ অথবা ঈষৎ সবুজ, সমল পীতবর্ণ ও ক্লেশব্যঞ্জক। ওষ্ঠ নীলাভ ও তদুপরি শিরানিচয়ের স্পষ্টতা। হনুনিম্নগ্রন্থি স্ফীত।

banglabooks.in

চক্ষু।—সমল পীতবর্ণ শুভ্রাংশ। বহির্নিষ্ক্রান্ত চক্ষুগোলকে শৈত্যসংস্পর্শ ঘটিত প্রদাহ। চক্ষুতে অবদারণবৎ বেদনা। শোথ জন্য চক্ষুপুটের স্ফীতি।

শ্বাসযন্ত্র—নাসিকা।—শুষ্ক সর্দ্দি সন্ধ্যাকালে বর্দ্ধিত ও মুক্ত বায়ুতে স্রাবযুক্ত। সরল সর্দ্দিতে অনেক হাঁচি এবং হঠাৎ প্রচণ্ড সর্দ্দি হইলে চক্ষুতে বেদনা ও অশ্রুস্রাব; পরে প্রচণ্ড কাসি, বিবমিষা এবং কষ্টকর, প্রায় সাঁই সাঁই শব্দের শ্বাস প্রশ্বাসে বোধ যেন স্বরযন্ত্রের বহির্দ্দেশ সঙ্কুচিত। নাক ঝাড়িলে প্রচুর হল্‌দে শ্লেষ্মা পড়ে।

অন্যান্য শ্বাসযন্ত্র।—স্বরভঙ্গ। স্বরযন্ত্র বেদনায় কাসির প্রবৃত্তি; স্বরযন্ত্রে ও জিহ্বানিম্নগ্রন্থিতে বারম্বার বেদনা ও সূচিবেধ বোধ। শ্বাসনলী প্রদেশে চনচনি ও পুনঃ পুনঃ ছুরিকাঘাতবৎ বেদনা। ঘুংরি-কাসিবৎ কাসি। শ্বাসপ্রশ্বাস, বিশেষতঃ, শ্বাস কসা ভাবের ও কষ্টকর। কাসির সহিত শোঁ শোঁ শব্দের ও করাৎ চালনাবৎ শ্বাস প্রশ্বাস। বক্ষে সূচিবেধবৎ বেদনা এবং সঝিল্লিক ঘুংরি কাসি। কাসিলে প্রচুর পরিমাণ শ্লেষ্মা উঠে ও তাহা অনেক সময় শোণিতরেখাযুক্ত থাকে। বক্ষের দুর্ব্বলতা বোধ। বক্ষের সঙ্কুচিত ভাব। বিদ্ধ করার ন্যায় তীক্ষ্ণ বেদনা। বায়ুনলী ও ফুস্‌ফুস্ রক্তাধিক্যপ্রবণ ও শোণিতস্রাবযুক্ত। নিরেটাবস্থা দক্ষিণ ফুস্‌ফুসের ঊর্দ্ধাংশে অধিকতর; কখন কখন অতি শীঘ্র এরূপ ঘটে; বক্ষের আড়া আড়ি ভাবে কসাভাব।

হৃৎপিণ্ড—প্রচণ্ড হৃৎকম্প; সামান্য পরিশ্রমে বর্দ্ধিত। হৃৎপিণ্ডপ্রদেশে অবিশ্রান্ত গুরু কষ্টপ্রদ বেদনাসহ তীক্ষ্ণ, দ্রুত, বিদ্ধ করার ন্যায়, চলনশীল বেদনা। হৃৎপ্রদেশে উৎকণ্ঠা বশতঃ রোগী অবিরত অবস্থান পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য। দ্রুত, ক্ষুদ্র ও দুর্ব্বল নাড়ীসহ শৃঙ্খলাশূন্য ও অনিয়মিত এবং সময়ে সময়ে ক্ষণলোপবিশিষ্ট হৃৎপিণ্ডক্রিয়া।

banglabooks.in

মুখ-মণ্ডল। **মুখপাণ্ডুর,** ঈষৎ পীত, অথবা ঈষৎ হরিৎ। মুখমণ্ডল দৃশ্য মলিন ও কষ্টব্যঞ্জক। ঈষৎ নীল ওষ্ঠসহ উপরি দেশের শিরাস্ফীতি। চুয়াল নিম্নগ্রন্থির স্ফীতি।

মুখগহ্বর।—দন্তমাড়ি হইতে রক্তস্রাব। দন্তমাড়ির কোমলতা। প্রাতঃকালে দন্ত অনেক শ্লেষ্মাবৃত থাকে; পীতাভ দন্ত উদ্ভিজ্জাম্ল সংশ্রবে সহজেই অসাড় হইয়া যায়। মুখে জাড়ি ঘা। মুখের দুর্গন্ধ। লালাস্রাব। পারদ সেবনান্তর লালাস্রাব। জিহ্বায় পুরু লেপ।

গলাভ্যন্তর।—কণ্ঠায় সঙ্কোচন বশতঃ গেলার ব্যাঘাত। গল-ক্ষতের সহিত গ্রীবাগ্রন্থির স্ফীতি। অন্ননলীর প্রদাহ ও ক্ষত।

আমাশয়।—কাকের ক্ষুধার ন্যায় ক্ষুধার নিবৃত্তি হয় না। ক্ষুধার হ্রাস এবং অভাব; বিবমিষা; আহারান্তে বমনের পুনরাবর্ত্তন। তৃষ্ণা। অপরিপাচ্য বস্তু আহারে বুকজ্বালা।

উদর।—আমাশয়োপরিস্থ কোটরবৎ প্রদেশ ও নাভির মধ্যবর্ত্তী স্থানে বেদনা। যকৃতের প্রদাহ নিবন্ধন বেদনা, স্ফীতি ও কাঠিন্য। দক্ষিণ কুক্ষিদেশে চাপ ও স্পর্শে বেদনা। বাম কুক্ষি কঠিন ও স্পর্শে বেদনাযুক্ত। উদরের স্ফীতি ও বিস্তৃতি। অন্ত্রে বায়ুর অবরোধ। কুচকির গ্রন্থি স্ফীত।

মল ও মলদ্বার।—সন্ধ্যাকালে মলদ্বারে জ্বালা। পর্য্যায়-ক্রমিক উদরাময় ও কোষ্ঠবদ্ধ। বিষ্ঠা জলবৎ; সাদাটে আমের বিষ্ঠায় ফেন উঠে; পুনঃপুনঃ কোমল মলত্যাগ।

মূত্র।—পুনঃ পুনঃ প্রচুর মূত্রত্যাগ। অনৈচ্ছিক মূত্রস্রাব।

পুংজননেন্দ্রিয়।—অণ্ডকোষের স্ফীতি ও দড়কচড়া ভাব।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—জরায়ু এবং অণ্ডাধারের স্ফীতি ও দড়-কচড়া ভাব। দক্ষিণ অণ্ডাধার হইতে জরায়ু পর্য্যন্ত একখণ্ড কাষ্ঠ আবদ্ধ থাকার ন্যায় বেদনা। স্তন ক্রমশঃ ক্ষয় শুষ্ক হইয়া যায় ও শিথিল হইয়া পড়ে;

banglabooks.in

ক্ষয়রোগ। প্রত্যেক বার মলত্যাগের পর জরায়ুর রক্তস্রাবের পুনরাবর্ত্তন। শ্বেতপ্রদর তীব্র এবং অঙ্গাদির ক্ষতকর এবং ঋতুকালে বর্দ্ধিত।

গ্রীবা।—স্পষ্টতঃ কঠিন গলগণ্ড। গ্রীবাগ্রন্থির স্ফীতি ও দড়কচড়া ভাব।

অঙ্গ প্রত্যঙ্গ।—হস্ত, পদ উভয়েরই পেশীকম্প বা সাব্‌সাল্টাস্ টেণ্ডিনাম। অঙ্গ নিচয়ের কম্প। বাম-কনুই-সন্ধিতে ছিন্নবৎ বেদনা। জলসঞ্চয় বশতঃ পদের স্ফীতি। তীব্র, ক্ষয়কারী পদঘর্ম্ম।

ত্বক্।—ত্বক্ সমল পীতবর্ণ চট্‌চটে ও আর্দ্র, কখন কর্কশ ও শুষ্ক।

প্রদর্শক লক্ষণ।—প্রায় প্রত্যেক রোগেই **আইওডিন** তাহার কোন না কোন বিশেষ লক্ষণ দ্বারা প্রদর্শিত হয়। ইহার রোগবর্ণনা কালে যথাস্থানে আমরা তাহার উল্লেখ করিব। **তীব্র অস্বাভাবিক ক্ষুধায় অত্যধিক আহার, আহারকালে এবং পরে কিছুকালের জন্য তৃপ্তিবোধ; শরীরায়তন তুলনায় অধিকতর ভক্ষণ এবং ক্রমশঃ শরীর শীর্ণতা ইহার প্রায় সাধারণ রোগেরই প্রথমস্থানীয়** প্রদর্শক লক্ষণ বলিয়া পরিগণিত।

গণ্ডমালীয় রোগীর **গ্রন্থি, বিশেষতঃ অন্ত্রবেষ্ট-ঝিল্লির গ্রন্থি বা মেসেণ্টারিক গ্রন্থি এবং থাইরয়েড গ্রন্থির স্ফীতি ও দড়কচড়া ভাব** এবং তাহার সহিত **স্ত্রীরোগীদিগের স্তনের ক্ষয়** প্রভৃতি লক্ষণও **আয়ডিনের** প্রদর্শক।

গণ্ডমালাধাতুগ্রস্ত রোগীদিগের শরীরাকারের বিভিন্নতা ও বিশেষতানুসারে বিশেষ বিশেষ ঔষধের নির্ব্বাচন হইয়া থাকে। **আয়ডিন-রোগীর কৃষ্ণবর্ণ অথবা কাল কেশ এবং চক্ষু এবং তাহার বিশেষ প্রকারের রোগ জীর্ণ,**

banglabooks.in

অত্যধিক ক্ষয়প্রাপ্ত এবং **শীর্ণদেহ** প্রভৃতি আয়ডিনকে **অন্যান্য** গণ্ডমালীয় ঔষধ হইতে, বিশেষতঃ হেলজেন শ্রেণীভুক্ত ঔষধ হইতে প্রভেদ করিয়া থাকে।

চিকিৎসা।

ঘুংরিকাসি বা ক্রুপ।—আয়ডিনের ঔষধগুণ পরীক্ষায় স্বরভঙ্গ, শুষ্ক, কর্কশ ও গভীর কাসি, স্বরযন্ত্রের বেদনা, সাঁই সাঁই শব্দের শ্বাসপ্রশ্বাস, স্বরযন্ত্রে বাধ বাধ বোধ প্রভৃতি লক্ষণ; অপিচ ইহার বিষাক্ত রোগীর স্বরযন্ত্রদ্বারে (স্বতন্ত্রী, vocal cords) এবং তদবস্থ স্বরযন্ত্রাংশে আগন্তুক ঝিল্লির সংস্থিতি প্রভৃতি অতি স্পষ্টতর ঘুংরিকাসিবৎ লক্ষণ দৃষ্ট হওয়ায় ইহা ঘুংরিকাসির অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া বিবেচিত। কার্য্যক্ষেত্রেও কঠিনতর সঝিল্লিক রোগে ইহার উপকারিতা ভূয়ঃ প্রমাণিত হইয়াছে। প্রাতিশ্যায়িক রোগাপেক্ষা ঝিল্লিজনক রোগেই ইহা অধিকতর উপকারী। রোগের প্রারম্ভে প্রযুক্ত হইলে ইহা তাহার গতি রোধ করিতে সমর্থ। ঝিল্লি সংস্থিতির পরে প্রয়োগ করিলে ইহা ঝিল্লির শোষণ বা দ্রবীকরণ দ্বারা রোগারোগ্য করে। ফলতঃ ইহা রোগের সর্ব্বাবস্থাতেই সুফলপ্রদ। রোগী শক্তিহীনতা বশতঃ শীঘ্র আরোগ্য চিহ্ন প্রকাশ না করিলে নিরাময়িক শক্তি উত্তেজিত করিয়া ইহা রোগারোগ্যের সাহায্য করিয়া থাকে।

শুষ্ক, ক্ষুদ্র, থ্যাক্ থ্যাক্ কাসি, শোঁ শোঁ ও খর খর শব্দের শ্বাসপ্রশ্বাস, শ্বাসকৃচ্ছ্র এবং শ্বাসরোধের উপক্রম ইহার বিশেষ লক্ষণ বলিয়া গণ্য। কাসির ধাতুপাত্রবৎ থ্যান্‌থেনে স্বরের পরিবর্ত্তে আচ্ছাদিত ধাতুপাত্র হইতে যেরূপ অস্পষ্ট শব্দ বাহির হয়, তদ্রূপ শব্দ হইলেও ইহার কার্য্যকারিতার অভাব হয় না। রোগী ক্রমাগত স্থান পরিবর্ত্তন করিতে চাহে; এবং ইহা কৃষ্ণবর্ণ ব্যক্তিদিগের রোগে বিশেষ উপযোগী।

banglabooks.in

ডাং ডিউই শতকরা এক অংশ ঔষধ দ্রবের ৩ ফোটা করিয়া প্রতি ১৫ মিনিট অন্তর প্রয়োগ করিতে বলেন। অধিককাল ব্যাপিয়া সেঁতা আবহাওয়ার মধ্যে থাকায় রোগ জন্মিলে যদি **ব্রমিণ** জ্বরাপেক্ষা জ্বর অধিকতর থাকে, তাহাতে ইহার ব্যবহার সুফলপ্রদ। **হিপার** প্রয়োগান্তেও যদি রোগনিঃসারণ ঝিল্লির আকার ধারণ করে, তাহাতেও **আয়ডিন** সুফল দেয়। রোগ কঠিন হইলে কোন কোন চিকিৎসক ১× ক্রমের ঔষধের উপর নির্ভর করিয়া থাকেন।

নিউমনিয়া।—রোগের প্রথম ও দ্বিতীয়, উভয় অবস্থাতেই **আয়ডিন** প্রযুক্ত হইতে পারে; ক্রুপাস্ বা ঘুংরিকাসিবৎ ঝিল্লি-উৎপাদক রোগেই ইহা অধিকতর উপযোগী। ইহাতে **একনের** ন্যায় প্রবল জ্বর ও অস্থিরতা থাকে এবং রোগ সঞ্চারিত হইয়া দ্রুত ফুস্ফুসের নিরেটাবস্থা (হিপ্যাটিজেযণ) উৎপাদন করিতে আরম্ভ করে। নিউমনিয়ার পরিচায়ক সুস্পষ্ট কাসি এবং শ্বাসকৃচ্ছ্র থাকায় বোধ হয় যেন বক্ষ প্রসারিত হইবে না; শোণিতরেখাযুক্ত গয়ার যদি রোগের শেষাবস্থায় সহজে আরোগ্য (Resolution) না হয় এবং ফুস্ফুসের ধ্বংস, প্রলেপক বা হেক্টিক জ্বর এবং পূয়সঞ্চারের লক্ষণ উৎপন্ন হয় তাহাতেও **আয়ডিন** উপকার করিতে পারে।

সুপ্রসিদ্ধ ডাং কাফকা নিউমোনিয়ার বহির্লক্ষণ উপস্থিত হইলেই প্রতি ঘণ্টায় ১×, ২× অথবা ৩× ক্রমের **আয়ডিন** এক ফোটা মাত্রায় প্রয়োগের ব্যবস্থা করিতেন এবং তিনি বলিতেন "২৪ ঘণ্টার মধ্যে ফুস্ফুসের নিরেটাবস্থা সংশোধনে ইহা ফলপ্রদ হইয়া থাকে।" তিনি **একনাইট্** ব্যবহার করা নিষ্প্রয়োজন বলিয়া মনে করিতেন। ডাং টি, এফ, এলেন্ও ইহার অনুমোদন করিয়াছেন।

হৃদ্রোগ বা হার্ট ডিজিজ—হৃদ্বিবৃদ্ধি বা হাইপারট্রফি অব্ দি হার্ট্।—হৃৎপিণ্ডকপাটরোগ বা

banglabooks.in

ভাল্‌ভুলার ডিজিজ্‌ থাকুক বা না থাকুক, হৃৎপিণ্ড বিবৃদ্ধির অবস্থানুসারে **আয়ডিন** ফলপ্রদ। হস্তের পরিশ্রমসাধ্য কার্য্যে হৃৎকম্প জন্মে। **কৃষ্ণবর্ণ** ব্যক্তিদিগের রোগে ইহা উপযোগী। বোধ হয় যেন হৃৎপিণ্ড হস্তদ্বারা সবলে চাপিত হইতেছে। কখন বা বক্ষের দুর্ব্বলতা বশতঃ তথায় "কিছু নাই নাই" (Goneness) ভাব উপস্থিত হয়, এবং দুর্ব্বলতা নিবন্ধন রোগী কষ্টে কথা কহিতে বা শ্বাস প্রশ্বাস টানিতে পারে। হৃৎকপাটের যান্ত্রিক রোগে বক্ষোপরি কর স্থাপন করিলে রণৎকার বা পারিং (Purring tremor) অনুভূত হয়। **স্পাইজিলিয়াতেও** বক্ষের হৃৎপ্রদেশে কর স্থাপনে রণৎকার বা মৃদুকম্পভাব অনুভব করা যায়।

উদরাময় বা ডায়ারিয়া।—আয়ডিনের উদরাময়ে বিষ্ঠা সাদাটে এবং কখন কখন খইলের ন্যায়। সাদাটে বিষ্ঠা থাকিলে কোন প্রকার যকৃৎরোগ এবং তাহা খইলবৎ হইলে কোন অপ্রকাশিত প্যান্‌ক্রিয়াগ্রন্থির রোগ সূচিত হয়। ইহাতে প্লীহা বিলক্ষণ কঠিন ও স্পর্শে বেদনাযুক্ত হয় এবং **অতিক্ষুধা** প্রভৃতি **আয়ডিনের** প্রদর্শক লক্ষণ উপস্থিত থাকে।

গণ্ডমালারোগ বা স্ক্রফুলা—গ্রন্থিরোগ।—আয়ডিনের গণ্ডমালাঘটিত গ্রন্থিরোগে গ্রন্থি বিবৃদ্ধ, কঠিন, জড়ভাবাপন্ন এবং বেদনাহীন থাকে। ফলতঃ তাহাতে কোন প্রকার ক্রিয়োত্তেজনার চিহ্ন মাত্রও দৃষ্ট হয় না। গ্রন্থিরোগের উপরি উক্ত প্রকৃতি, যে কোন গ্রন্থির রোগে সম্ভব্য হইলেও গ্রীবাগ্রন্থিতেই বিশেষ পরিস্ফুট।

গলগণ্ডরোগে শ্বাস প্রশ্বাসের বাধা জন্মিলে অনেক সময়ে ইহার দ্বারা উপকার হইয়া থাকে; কিন্তু ডাং বেজ বলেন "অন্য ঔষধের সাহায্য ব্যতীত ইহা ক্বচিৎ ফলপ্রদ।" বায়ুনলীগ্রন্থি ও অন্ত্রবেষ্টঝিল্লি-গ্রন্থি বা মেসেণ্টারিক গ্রন্থি প্রভৃতির বিবৃদ্ধি-রোগে অনেক সময়ে ইহা দ্বারা উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়। **আয়ডিনের** অন্যান্য যৌগিক

banglabooks.in

ঔষধ স্থলবিশেষে বিশেষ ফল প্রদান করে। টন্‌সিলগ্রন্থির বিবৃদ্ধিতে **ব্যারা আয়** এবং রক্তশূন্য রোগীর গ্রন্থিবিবৃদ্ধিতে **আর্স আয়** ও **ফেরাম আয়** মহদুপকার করিয়াছে। গ্রন্থির **বিবৃদ্ধি বা হাইপারট্রফি** এবং **রক্তাধিক্য** জন্মিলে অনেক সময়ে **ক্যাল্কে আয়** অমোঘ ঔষধ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। **কৃষ্ণবর্ণ শরীর ও চক্ষু বিশিষ্ট শীর্ণকায় এবং অতিক্ষুধাপীড়িত** রোগীদিগের পক্ষে ইহা উপযোগী। **রুগ্ন গ্রন্থির জড়ভাব** ইহার বিশেষ প্রদর্শক।

শিশুক্ষয়রোগ বা মারেস্‌মাস্‌।—এ রোগের চিকিৎসায় **আয়ডিন** অতি প্রধান স্থান অধিকার করে। শিশুর অস্বাভাবিক ক্ষুধা থাকে এবং তদনুরূপই আহার করে, তথাপি শীর্ণ হইয়া যায়। ন্যূনাধিক জ্বরযুক্ত তরুণ রোগের পক্ষে ইহা বিশেষ উপকারী ঔষধ। গ্রন্থিমণ্ডলী জড় প্রকৃতি ধারণ করে ও ক্রিয়াহীন হয়, এবং মুখমণ্ডল পাণ্ডুর ও সঙ্কুচিত থাকে। ইহা **নেট মিউ** সহ তুলনীয় হইলেও তাহার **গ্রীবা দেশের অধিকতর শীর্ণতা** অতি সুস্পষ্ট প্রভেদক বলিয়া বিদিত।

ক্যান্‌সার বা কর্কটরোগ।—**আয়ডিন** ধাতুর স্ত্রীরোগীর অতিক্ষুধা ও শীর্ণতা প্রভৃতি প্রদর্শক লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিলে ঈষৎ পীতবর্ণ, উগ্র ও ক্ষয়কর শ্বেতপ্রদর এবং অত্যন্ত শোণিতস্রাবযুক্ত জরায়ুর কর্কটরোগে **আয়ডিন** দ্বারা উপকার প্রত্যাশা করা যায়।

এডিসন্‌স্‌ ডিজিজ।—ইহা এক প্রকার অনির্ণীত ও কৃচ্ছ্রসাধ্য বা অসাধ্য রোগ। এডিসন্ ইহার সহিত অনির্ণীত লক্ষণবিশিষ্ট সুপ্রারিন্যাল্ ক্যাপ্‌সুলের বা গ্রন্থির ক্ষয় লক্ষণ আবিষ্কার করিয়াছিলেন। সুস্পষ্ট রক্তহীনতা, ক্রমবর্দ্ধিষ্ণু পেশীদুর্ব্বলতা এবং ত্বকের ঈষৎ কালিমা বা পীতবর্ণ ইহার প্রধান লক্ষণ। এই মূল রোগ সহ উপসর্গ

banglabooks.in

রূপে যে সকল লক্ষণ উপস্থিত থাকে তদ্দ্বারা ঔষধের নির্ব্বাচন করিলে মূল রোগ আরোগ্য না হইলেও তাহার উপসর্গের কথঞ্চিৎ প্রশমন দ্বারা রোগযন্ত্রণার শান্তি বিধান করা যায়।

অবসন্নভাব, পেশীদুর্ব্বলতা, অজীর্ণ এবং বিষণ্ণতা প্রভৃতি লক্ষণ অনেক সময়ে **আয়ডিন্** রোগের প্রথমাবস্থায় দৃষ্ট হইয়া থাকে। কৃষ্ণবর্ণ ব্যক্তিদিগের রোগে উপরিউক্ত প্রাথমিক লক্ষণ সহ অতিক্ষুধা এবং যথেষ্ট আহার সত্ত্বেও শীর্ণতা উপস্থিত হইলে ইহার ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। স্ব স্ব প্রদর্শক লক্ষণানুসারে এরূপ স্থলে ব্যবহারোপযুক্ত অন্যান্য ঔষধ মধ্যে **থুজা, নেট্, মিউ, বেল, ক্যাল্কে কার্ব্ব** এবং **ফস্** প্রধান। স্নায়বিক অবসাদ, আমাশয়িক উত্তেজনা, সাধারণ দৌর্ব্বল্য, হৃৎপিণ্ডক্রিয়ার ক্ষীণতা এবং বমন-প্রবণতাদি লক্ষণযুক্ত রোগে **আর্সেনিক** সহ ইহার বিশেষ সাদৃশ্য দৃষ্টিগোচর হয়। ত্বকের জ্বালা ও বিবর্ণ বিষয়ে উভয়ের মধ্যে আশ্চর্য্য সৌসাদৃশ্য লক্ষিত হইয়া থাকে। এজন্য **আর্সেনিক** এ রোগের অতি প্রধান ঔষধ বলিয়া বিবেচিত। কিন্তু **আর্স** অপেক্ষা **আর্স আয়-ডাইড্**কে এস্থলে উৎকৃষ্টতর বলা যাইতে পারে। ডাং বনিংহসেন **এণ্টি ক্রু, নাই এসি, সিকেলি** এবং **স্পাইজিলিয়ার** বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। **আর্জে নাই** ও বিশেষ উপযোগী ঔষধ হওয়াই সম্ভব। তদ্দ্বারা একটী রোগীর আরোগ্য হওয়ার বিষয়েরও উল্লেখ আছে।

৪। স্পঞ্জিয়া (Spongia)।

প্রতিনাম।—স্পঞ্জিয়া অফিসিন্যালিস্। স্পঞ্জিয়া টষ্টা।

সাধারণ নাম।—স্পঞ্জ্।

banglabooks.in

উপচয়।—রজনীতে; উপাধান নিম্নে মস্তক রাখিয়া শয়নে; গৃহমধ্যে; উর্দ্ধে উত্থিত হইবার সময়ে।

উপশম।—অবতরণকালে; আহার ও পানান্তে, বিশেষতঃ কাসির সময় সটানভাবে শয়ন করিলে।

সম্বন্ধ।—স্পঞ্জিয়ার কার্য্যপ্রতিষেধক—ক্যাম্ফর।

স্পঞ্জিয়া যাহার পরে প্রযোজ্য—কাসি এবং ক্রুপ রোগে শ্লেষ্মার শুষ্কতা লক্ষণের প্রাধান্য থাকিলে **একন ও হিপারের।**

স্পঞ্জিয়ার পরে প্রযোজ্য ঔষধ—শ্লেষ্মার ঘড়ঘড়ির আরম্ভ হইলে হিপার।

তুলনীয় ঔষধ।—একন্, বেল্, ব্রম্, ব্রায়, ক্যাল্কে কা, কার্ব্ব ভে, কনায়, ড্রসে, হিপার, ইগ্নে, আয়ডি, কেলি বাই, লাইক, মার্ক, নাক্স্ ভ, ফস্, পাল্স্, রাস্, সিপি, স্পাইজি, ষ্টেনাম্, সাল্ফ।

সাধারণ ক্রিয়া।—প্রধানতঃ স্বরযন্ত্র, শ্বাসনলী, থাইরয়েড-গ্রন্থি, হৃৎপিণ্ড এবং অণ্ডকোষে স্পাঞ্জিয়ার ক্রিয়া হইয়া থাকে। ইহা তাহা-দিগের উত্তেজনা ও প্রদাহ উৎপন্ন করিলে কখন কখন তদুপরি তন্তুজান পদার্থ ক্ষরিত হয়। গ্রন্থি উপাদানে ইহার ক্রিয়ার ফল স্বরূপ তাহাদিগের স্ফীতি ও দড়কচড়া ভাব প্রভৃতি, এবং স্বরযন্ত্র ও শ্বাসনলীতে ইহার ক্রিয়া প্রদাহিক পরিবর্ত্তন আয়ডিনের ক্রিয়ার সহিত অতি নিকট সাদৃশ্য প্রকাশিত করে। ফলতঃ আয়ডিনই ইহার প্রধান নির্ম্মাণোপাদান বলিয়া বিবেচিত।

লক্ষণ।

মন।—অতিশয় আনন্দ হওয়ায় গান করিবার অদম্য ইচ্ছা, পরে অন্যমনস্কতা এবং কার্য্যে প্রবৃত্তিহীনতা।

মস্তক।—মুক্ত বায়ু হইতে উষ্ণগৃহে আসিলে মস্তিষ্কের দক্ষিণ-

banglabooks.in

পার্শ্বে মৃদু শিরঃশূল। ললাটের বামপার্শ্বে তীক্ষ্ণ সূচিকাবেধবৎ বেদনা ললাট পর্য্যন্ত বিস্তৃত। মস্তকের রক্তাধিক্য।

স্নায়ু।—শরীরনিম্নার্দ্ধে অসাড়তার অনুভূতি। অত্যন্ত দুর্ব্বলতা। সম্পূর্ণ শরীরের গুরুত্ববোধ।

মুখমণ্ডল।—মুখ স্ফীত, লোহিত, অথবা ঈষৎ নীল এবং তাহাতে উৎকণ্ঠাভাব। মুখের তাপ। নিম্নচুয়ালের বামপার্শ্বের নিম্নের স্ফীত গ্রন্থি চাপিলে বেদনা। পাশাপাশিভাবে বাম ঊর্দ্ধ চুয়ালে সূচি-বেধবৎ ভেদকারী বেদনা। সন্ধ্যাকালে আহার করিতে খল্লীবৎ বেদনা বাম চুয়ালের সন্ধি হইতে গণ্ডদেশ পর্য্যন্ত যায়।

চক্ষু।—বাম ভ্রূদেশের পীতবর্ণ, মামড়িযুক্ত উদ্ভেদ স্পর্শে বেদনা-যুক্ত।

নাসিকা।—স্রাবযুক্ত-সর্দ্দি হইলে অনেক হাঁচি হয়। শুষ্ক সর্দ্দি হওয়ায় নাসিকার রোধ।

শ্বাসযন্ত্র।—স্বর রুক্ষ ও ভঙ্গ। স্বরযন্ত্রের অত্যধিক শুষ্কতা, গলা খাঁকর দিলে বর্দ্ধিত। স্পর্শ করিলে, মস্তক ফিরাইলে এবং গান করিলে স্বরযন্ত্রে বেদনা। স্বরযন্ত্রে চাঁছাভাব হইলে তাহার জ্বালা ও সঙ্কুচিত ভাব। শ্বাসপ্রশ্বাসকালে অনুভূতি জন্মে যেন থাই-রয়েড্‌গ্রন্থি এবং গ্রীবাগ্রন্থি বেগের সহিত একবার বাহিরে ও একবার ভিতরে যাইতেছে। অনুভূতি জন্মে যেন ছিপি দ্বারা স্বরযন্ত্রের রোধ ঘটাইয়া শ্বাসপ্রশ্বাসের বাধা হইতেছে। বক্ষাভ্যন্তরের নিম্নতম ও টাটানিবেদনা-যুক্ত প্রদেশ হইতে অবিশ্রান্ত কাসির উৎপত্তি। শুষ্ক, খক্‌খকে ও ফাঁপা শব্দের বা ঘুংরি কাসির শব্দের ন্যায় কাসি, অথবা হুস্‌হুস্‌ ও খর্‌খর্‌ শব্দযুক্ত এবং হাঁপের ন্যায় টানবিশিষ্ট কাসি। দিবা, রজনী শুষ্ক কাসি ও বক্ষের জ্বালা। ঠাণ্ডা বাতাস বহিলে যে শুষ্ক কাসি হয় তাহা আহার বা পানে উপশম পায়। শোঁ শোঁ খর্‌ খর্‌ ও কুঁ কুঁ শব্দের উৎকণ্ঠাব্যঞ্জক

banglabooks.in

উপস্থিত হইলে ইহা উপযোগী হয়। কাসিতে যেন বক্ষ বিদীর্ণ হইয়া যায় এবং রজনীতে তাহার বৃদ্ধি হওয়ায় রোগীর নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটে। গভীর শ্বাসগ্রহণ ও মানসিক উত্তেজনাতেও কাসির বৃদ্ধি হইয়া থাকে। কাসিলে কিছু উঠে না।

স্যাম্বুকাস—শিশুদিগের শ্বাসরোধকর হুস্‌হুস্‌ শব্দের কর্কশ কাসি ও শ্বাসকৃচ্ছ্রে ইহা উপকারী। শিশু মুখব্যাদান করিয়া শ্বাস প্রশ্বাস টানিতে থাকে।

ঘুংরিকাসি বা ক্রুপ্‌।—একনাইটের পর স্পঞ্জিয়াই ক্রুপরোগের সর্ব্বপ্রধান ঔষধ। ইহাতে **শ্বাস প্রশ্বাস কর্কশ এবং খর্‌ খর্‌ শব্দের** ও অতি কঠিন হওয়ায় বোধ হয় যেন রোগী **স্পঞ্জের মধ্য দিয়া শ্বাস প্রশ্বাস টানিতেছে।** রোগী থ্যাক্‌ থ্যাক্‌ ও থ্যান্‌ থ্যান্‌ করিয়া কাসিতে থাকে কিন্তু তাহাতে যৎসামান্য কিছু গয়ার উঠে। ফলতঃ মিনিটে মিনিটে শ্বাসরন্ধ্র সঙ্কুচিত হওয়ায় শ্বাস রোধের উপক্রম হয়। মধ্য রজনীর পূর্ব্বে রোগের বৃদ্ধি। **পায়ের পাতলা রং ও নীলবর্ণ চক্ষু-বিশিষ্ট** শিশুদিগের পক্ষে ইহা বিশেষ উপযোগী ঔষধ। ইহা সঝিল্লিক রোগাপেক্ষা আক্ষেপিক রোগের পক্ষেই অধিকতর উপকারী।

স্বরযন্ত্রপ্রদাহ বা ল্যারিঞ্জাইটিস্‌—স্বরযন্ত্রের যক্ষ্মা রোগ বা ল্যারিঞ্জিয়েল থাইসিস্‌। তরুণ স্বরযন্ত্রপ্রদাহে **স্পঞ্জিয়া একনাইটের** পরে প্রযোজ্য। কর্কশ, থ্যাক্‌ থ্যাকে কাসিতে শ্বাসরোধের উপক্রম হওয়ায় শিশুর নিদ্রাভঙ্গ হয়। স্বরযন্ত্র অত্যন্ত স্পর্শাসহিষ্ণু থাকে। মস্তক ফিরাইতে মস্তক চালনা হওয়ায় কাসির উদ্রেক হয়। ইহার তরুণ রোগ অচিরাৎ পুরাতনে বা **ল্যারিঞ্জিয়েল থাইসিসে** পরিণত হইলে উপরি উক্ত **শুষ্ক কর্কশ কাসির সহিত**

banglabooks.in

স্বরযন্ত্রের **জ্বালা ও হুলবেঁধার ন্যায় বেদনা** উৎপন্ন হয় এবং তাহাতে রোগী বোধ করে যেন স্বরযন্ত্রমধ্যে **একটা ছিপি আঁটা রহিয়াছে;** স্বরযন্ত্র চাপে বেদনাযুক্ত। স্বরযন্ত্রপ্রদাহে স্বরযন্ত্রের আক্ষেপ হইলে **স্যাম্বুকাস্,** এবং তাহাতে শোথের বর্ত্তমানতায় শ্বাস প্রশ্বাসের কষ্ট, এমন কি তাহা অচল হইয়া পড়িলে **এপিস্** মহৌষধ বলিয়া বিবেচিত। কিন্তু স্বরযন্ত্র কপাটের শোথে মৃত্যু নিকট বলিয়া অনুমিত হইলে **ক্লরিণ** তাহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও অমোঘ ঔষধ বলিয়া গণ্য।

টুবার্কুলোসিস্ বা গুটিকোৎপত্তি রোগ—থাইসিস্ বা যক্ষ্মাকাশ।—রোগের প্রথমাবস্থায় ফুস্‌ফুসে গুটিকোৎপত্তি হওয়ায় তাহার নিরেটাবস্থার (Solidification) আরম্ভে **স্পঞ্জিয়া** উপকারী ঔষধ বলিয়া গণ্য। এক বা উভয় ফুস্‌ফুস্ চূড়াতে (Apices) বিঘাতনে (Percussion) নিরেট শব্দ উত্থিত হইতে পারে। গভীর শ্বাসপ্রশ্বাসে, কথা কহনে এবং শুষ্ক শীতলবায়ু সংস্পর্শে **কর্কশ, ঘণ্টাধ্বনিবৎ ও খ্যান্ খ্যান্** শব্দবিশিষ্ট কাসি উদ্রিক্ত হয়; সামান্য উত্তেজনায় বা সেঁতা বায়ুতেও কখন কখন ইহার কাসি হইয়া থাকে। আহার ও পানে ইহার কাসি কিয়ৎকাল উপশমিত থাকে। **এনাকার্ডিয়ামের** কাসিও আহারে উপশম পায়। কিন্তু ফুসফুসে রক্তাধিক্য, বিশেষতঃ ভ্রমণাদি শরীরচালনায় অধিকতর রক্তাধিক্য নিবন্ধন দুর্ব্বলতা জন্মিলে রোগী পতনোন্মুখ হয়। রোগের অতি প্রথমাবস্থায় এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হইলে **স্পঞ্জিয়া** দ্বারা তাহা আরোগ্য হইতে পারে।

উপরিউক্ত কাসিতে ক্রমে শ্লেষ্মার ঘড়ঘড়ি উপস্থিত হওয়ায় রক্তরেখাযুক্ত বা রক্তহীন গয়ারের পরিমাণ বৃদ্ধি হইলে **স্পঞ্জিয়ার**

banglabooks.in

স্থলে হিপার সালফ প্রদর্শিত হয়। **হিপাররোগ** শেষ রজনীতে ও **স্পঞ্জিয়ার** রোগ মধ্য রজনীর পূর্ব্বে বৃদ্ধি পায়। মধ্যে মধ্যে, বিশেষতঃ রোগী যখন রোগ বিষয়ক চিন্তা করে, তখন **স্পঞ্জিয়ারোগীর** তাপোচ্ছাস ঘটে। পৃষ্ঠ হইতে শীত উত্থিত হইলে অগ্নির তাপেও কম্পের নিবারণ হয় না। সম্পূর্ণ শরীর তপ্ত হয় কিন্তু উরুতে শীত ও আড়তা থাকে।

যান্ত্রিক হৃদ্‌রোগ বা অর্গানিক হার্ট ডিজিজ্‌।—স্পঞ্জিয়ার যন্ত্রগত হৃৎপিণ্ড রোগে **মস্তক উপাধাননিম্নে রাখিয়া** রোগী **সটান চিত হইয়া শয়ন করিলে শ্বাসরোধ ঘটে। শ্বাস-রোধের উপক্রম হওয়ায় রোগীর পুনঃ পুনঃ নিদ্রাভঙ্গ হয়।** রোগীর মুখ উৎকণ্ঠাযুক্ত এবং রক্তিমাভাবিশিষ্ট এবং সে উপবেশন করিয়া কষ্টের সহিত ঘন ঘন হাঁপাইতে থাকে।

হৃৎবেষ্টপ্রদাহের প্রথমে বা রক্তাধিক্যের অবস্থায়, বক্ষে রক্তসঞ্চয় হইলে **একনাইট্‌** প্রযুক্ত হয়। তাহার তরুণাবস্থায় যে কোন হৃৎকপাটের যান্ত্রিক পরিবর্ত্তন আরম্ভ হউক না কেন, ফুৎকারবৎ শব্দ (Blowing Sound) শ্রুত হইলেই **স্পঞ্জিয়া** প্রয়োগ করা উচিত। কেননা ইহা প্রদাহিক রস দূরীকরণে অসমর্থ হইলেও রোগের গতি রোধ করিয়া উপকার করিয়া থাকে। শিক্ষার্থীদিগের বিদিত থাকা আবশ্যক যে হৃদ্‌রোগের প্রথমাবস্থায় কোন নিশ্চিত লক্ষণের অভাবে অতি শীঘ্র **একন, স্পঞ্জি, স্পাইজি, ব্রায়** অথবা **ফস্‌** প্রভৃতি ঔষধকে উপেক্ষা করিয়া **ল্যাকেসিস্‌, হাইড্রাসা এসি** অথবা **আর্স** প্রভৃতি রোগের শেষাবস্থার ঔষধ প্রয়োগ অবিধেয়, কেননা, শেষোক্ত ঔষধাদি রোগীর দুর্ব্বলতা দ্রুত আনয়ন করিয়া অপেক্ষাকৃত দূরবর্ত্তী মৃত্যুকে নিকটতর করিতে পারে।

banglabooks.in

গ্রন্থিরোগ—গলগণ্ড বা গয়েটার; অণ্ড-কোষ বা মূত্রপ্রদাহ, একশিরা বা আর্কাইটিস্ ;—গ্রন্থিমণ্ডলের বিবৃদ্ধি, দড়কচড়া অবস্থা এবং কাঠিন্য জন্মিলে **হেলজেন** পর্য্যায়ের ঔষধের ন্যায় **স্পঞ্জিয়া**ও ফলপ্রদ। ইহার **গলগণ্ড রোগে** উভয় বা একতর পার্শ্বের গ্রন্থির স্ফীতি, কাঠিন্য ও অত্যন্ত বৃহদায়তন হয়। স্ফীতি অত্যন্ত বৃহদাকার হইয়া চিবুকের সমসূত্রে আসিলে কখন কখন **রজনীতে বারম্বার শ্বাস-প্রশ্বাসের বাধা উপস্থিত** করে। শ্বাসপ্রশ্বাসের বাধা কেবল ইহার বৃহৎ আয়তনের উপরেই নির্ভর করে না। কেননা কখন কখন অতি ক্ষুদ্র স্ফীতিও শ্বাসপ্রশ্বাসের ব্যাঘাত জন্মাইয়া থাকে। গলগণ্ডের স্ফীতি সর্ব্বদা সমান থাকে না। সময়ে সময়ে তাহার হ্রাস বৃদ্ধি হয়। কথিত আছে, অমাবস্যার পর চন্দ্রকলার বৃদ্ধির সহিত গল-গণ্ডের স্ফীতির বৃদ্ধি ও পূর্ণিমার পর হ্রাস হইতে থাকে। এ বিষয়ে আমা-দিগের বহুদর্শিতা আছে। পূর্ণিমার পর রোগের ক্রমশঃ হ্রাস প্রাপ্তি কালে **স্পঞ্জিয়া** অথবা যে কোন নির্ব্বাচিত ঔষধ প্রয়োগ করা বিধেয় বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি।

হেলজেন পর্য্যায়ের ঔষধের ন্যায় ইহাও অণ্ডকোষে ক্রিয়া প্রকাশ করে। অণ্ডকোষের সহজ স্ফীতি ও কাঠিন্য অপেক্ষা অপ-চিকিৎসিত গণরিয়া অথবা প্রদাহ অন্তর্দ্ধাবিত হইলে যে রোগ জন্মে **স্পঞ্জিয়া** তাহার বিশেষ ঔষধ। অণ্ডকোষ ও অণ্ডকোষরজ্জুতে **চাপিত করার ন্যায় বিশেষ প্রকারের বেদনা,** যাহা শরীরচালনা ও বস্ত্রসংস্পর্শে বর্দ্ধিত হয়, **স্পঞ্জিয়ার পরে তাহাতে পাল্‌স্ ও হেমামেলিস্** প্রযোজ্য।

৫। **ফ্লুয়রিকাম্ এসিডাম** (Fluoricum Acidum)।

সাধারণ নাম ;—হাইড্রফ্লুয়রিক এসিড।

banglabooks.in

উপচয় ;—প্রাতঃকালে ; বিশ্রামাবস্থায় ; উত্থান করিতে ; দণ্ডায়মানাবস্থায়। উপবেশনাবস্থা অপেক্ষা দণ্ডায়মানাবস্থায় ভাল থাকে।

উপশম ;—শরীরচালনায় ; ভ্রমণাবস্থায়।

সম্বন্ধ ;—কার্য্যপূরক—কোকা, সিলিক।

যাহার পরে প্রযোজ্য—মদ্যপায়ীদিগের উদরি রোগে আর্সের, হিপ-সন্ধিরোগে কেলি কার, স্পর্শাসহিষ্ণু দন্তরোগের চিকিৎসায় কফিয়া ও ষ্ট্যাফির ; অস্থিরোগে সিলিক ও সিম্ফাইটামের ; গলগণ্ডরোগে স্পঞ্জিয়ার।

তুলনীয় ঔষধ ;—এন্টি ক্রু, আর্স, বোরাক্স্, বরিক এসি, ক্যাল্কে কা, কাল্কে ফস্, কেলি ফস্, মার্ক, সিলিক ও সাল্ফার।

সাধারণ ক্রিয়া ;—প্রধানতঃ পরিপোষণ যন্ত্রমণ্ডলই ফ্লুয়রিন্ দ্বারা আক্রান্ত হইয়া থাকে। গ্রন্থি ও অস্থি উপাদানে ইহা যে ক্রিয়া প্রকাশ করে তাহা পুষ্টিহানি জন্য রোগসহ তুলনীয়।

লক্ষণ।

মন ;—অসাধারণ মানসিক উৎফুল্লতা ; কিছুতেই ভীত হয় না এবং আপনাতে আপনি আনন্দিত থাকে। মানসিক উৎকণ্ঠা প্রবণতা ; আশঙ্কান্বিত।

মস্তক ;—ললাটপার্শ্বে, অভ্যন্তর হইতে বহির্মুখীন প্রবল চাপবৎ বেদনা। মস্তকপশ্চাতে জড়ভাব এবং চাপ। কেশের স্খলন। মস্তকাস্থির, বিশেষতঃ ললাটপার্শ্বস্থ ক্ষত। মস্তকাস্থিনিচয়ের সংযোগ-রেখা বাহিয়া বেদনা।

স্নায়ু ;—কি গ্রীষ্ম কালের অত্যধিক তাপ, কি শীত ঋতুর অতিশয় শীত কিছুতেই রোগী পেশীশ্রমে ক্লান্ত হয় না। বলক্ষয়। রোগী যে পার্শ্ব চাপিয়া শয়ন করে না তাহাতে ঝিন্‌ঝিনি ধরার অনুভূতি।

banglabooks.in

মুখমণ্ডল;—শুষ্ক, শল্কাবৃত এবং অত্যন্ত চুলকণাযুক্ত দুগ্ধপীড়কা। ললাট ও মুখের ত্বকে পূযসঞ্চারশীল গুটিকা; শৈশবোপদংশ।

চক্ষু;—অনুভূতি যেন সবলে চক্ষুপুট উন্মুক্ত রহিয়াছে এবং তদুপরি পরিষ্কার বায়ু বহিতেছে। চক্ষুতে বালুকা থাকার অনুভূতি।

কর্ণ;—উভয় কর্ণাভ্যন্তরে অসহনীয় চুলকণা।

নাসিকা।—স্রাবযুক্ত সর্দ্দি। নাসিকা লোহিতবর্ণ, স্ফীত এবং প্রদাহযুক্ত।

মুখগহ্বর;—দন্তে তাপের অনুভূতি। মুখলালার বৃদ্ধি। প্রাতঃকালে মুখ এবং দন্ত শ্লেষ্মাজড়িত থাকে। দন্তে দ্রুত ক্ষত জন্মে। জিহ্বায় গভীর, প্রশস্ত ও তাহার চতুর্দ্দিকে ব্যাপকতাবিশিষ্ট বিদারণ, মধ্যস্থলে গভীর এবং পচাটে দুগ্ধের ক্ষত।

গলাভ্যন্তর;—শৈত্যে গলদেশ বিশেষরূপ অসহিষ্ণু সামান্য শৈত্যসংস্পর্শেই তাহার প্রদাহ এবং বেদনার বৃদ্ধি, তজ্জন্য গেলার বাধা জন্মে। গলদেশে সঙ্কোচন হওয়ায় গিলিতে কষ্ট; প্রাতঃকালে গলা খাঁকর দিলে রক্তমিশ্রিত শ্লেষ্মা উঠে।

আমাশয়;—ক্ষুধার আতিশয্য থাকে কিন্তু অল্পাহারেই তৃপ্তি জন্মে। পিপাসায় স্নিগ্ধকর পানীয়ে লালসা। বারম্বার উদ্গার—শারীরিক তাপ ও বিবমিষা এবং আহারের সামান্য দোষেই পিত্তবমন এবং পেট কামড়াইয়া উদরাময়। আমাশয় দেশে পূর্ণতা ও চাপ। নিয়মিত আহারের ব্যবধান কালমধ্যে আমাশয়ে গুরুত্ব বোধ।

উদর;—পুনঃপুনঃ বাতকর্ম্ম ও উদ্গারে শান্তিবোধ। উদরের অত্যন্ত আততাবস্থা ও জলশোথ জন্য স্ফীতি।

মল;—কোষ্ঠবদ্ধ থাকায় পুনঃপুনঃ কঠিন মলত্যাগ।

banglabooks.in

মূত্রযন্ত্র ;—পাতলা রঙ্গের মূত্রের নির্ব্বাধ ত্যাগে শান্তিবোধ ; মূত্রত্যাগ কালে ও তাহার পরে মূত্রস্থলীতে অসহ্য জ্বালা।

পুং জননেন্দ্রিয় ;—রজনীতে কামেচ্ছার বৃদ্ধি হওয়ায় প্রচণ্ড লিঙ্গোত্থান ঘটে। রমণকালে অত্যধিক উপভোগানন্দ ও সুখানুভূতি। বিলম্বে, কিন্তু অবাধ রেতঃক্ষরণের পরে কোন প্রকার অস্বস্তি বোধ হয় না।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয় ;—ঋতু অতি শীঘ্রাগত ; অতি প্রচুর ; স্রাব ঘন এবং জমাট বাঁধা। শ্বেতপ্রদর তীব্র ও কণ্ডূয়নকর। স্তনাগ্র চুলকায়, টাটায় ও ফাটিয়া যায়।

উদ্ধাঙ্গ ;—দক্ষিণ স্কন্ধসন্ধিতে বেদনা হইলে অঙ্গুলি পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় এবং বোধ হয় যেন তথা হইতে নিম্নাভিমুখে বায়ু বহিয়া যাইতেছে। বাম তর্জ্জনীতে বেদনা ; সমুদয় অঙ্গুলিরই অভ্যন্তর পার্শ্ব বেদনাযুক্ত থাকে। হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের নখের অধস্থ প্রদাহযুক্ত প্রদেশের কোষময় উপাদানে গোঁজ ফুটিয়া থাকার অনুভূতি, স্পর্শ করিলে হস্তে দপ্‌দপানি বেদনা, এই বেদনা বৃদ্ধাঙ্গুলির অগ্রভাগে অধিকতর থাকে ; সম্পূর্ণ হস্ত ফুলিয়া যায়, তপ্ত হয় ও পাকে ; **আঙ্গুলহাড়া রোগ** ; নখাদি ভঙ্গপ্রবণ।

নিম্নাঙ্গ ;—উদর পর্য্যন্ত শোথবৎ স্ফীতি। পদতলে জ্বালাযুক্ত চুলকনা ; পদ উষ্ণ থাকে ও জ্বালা করে। পদাঙ্গুলি মধ্য স্থানে ক্ষতভাব। পায়ের কড়া টাটায়। শিরা প্রসারিত।

জ্বর ;—সমস্ত গাত্রে তাপ এবং বিবমিষা। অপরাহ্ণে প্রচুর অম্ল ও দুর্গন্ধ ঘর্ম্ম।

প্রদর্শক লক্ষণ ;—ইহার বিশেষ প্রদর্শক বলিয়া ধর্ত্তব্য কোন লক্ষণ দৃষ্ট হয় না। তবে বৃদ্ধ এবং অকালবৃদ্ধদিগের রোগে এবং অস্থি-রোগের মধ্যে দীর্ঘাস্থির ক্ষত এবং ধ্বংস বা নিক্রোসিস্ রোগে অন্যান্য

banglabooks.in

ঔষধের মধ্যে ফ্লুয়রিক এসিডের প্রতি আমাদিগের মনোযোগ বিশেষ-রূপে আকৃষ্ট হয়।

চিকিৎসা।

দন্তের নালী ক্ষত বা ডেণ্টাল ফ্রিশ্চুলা।—ফ্লুয়রিক এসিডে দন্তের নালীক্ষত হইতে রক্তসংযুক্ত ও লবণাক্ত পচাটে স্বাদের পূয়-স্রাবে মুখের অতি বিস্বাদ জন্মে এবং ক্রমে ক্রমে শরীর জীর্ণ হইতে থাকে। এ রোগে ক্যাল্কেরিয়া ফ্লুয়রিকা ইহা অপেক্ষা অধিকতর উপকারী বলিয়া বিবেচিত।

অস্থিক্ষত বা কেরিজ্ অব্ বোনস্।—অস্থি, বিশেষতঃ দীর্ঘাস্থি হইতে তীব্র, ক্ষতকর, স্রাব হইলে ফ্লুয়রিক এসিড প্রযোজ্য। ইহা ললাটপার্শ্বস্থ শঙ্খাস্থি বা টেম্পরেল বোন এবং শঙ্খাস্থির চুচুক প্রবর্দ্ধন বা ম্যাষ্টইড প্রসেসের ক্ষত রোগেও উপকার করিয়া থাকে। ইহাতে পর্য্যায়ক্রমিক ভাবে জ্বালাযুক্ত বেদনা এবং পাতলা ক্ষতকর তীব্র স্রাব হয়। উপদংশ অথবা পারদের অপব্যবহার-ঘটিত অস্থিক্ষত রোগের পক্ষেও ইহা অন্যতম ফলপ্রদ ঔষধ। সিলিসিয়ার পরে ইহা বিশেষ ফলদায়ক এবং শৈত্য প্রয়োগে ইহার রোগের হ্রাস ও সিলিকের রোগের বৃদ্ধি উভয়ের প্রভেদ প্রতিপন্ন করে। স্থল বিশেষে, বিশেষতঃ অস্থির অর্ব্বুদ সহ ক্ষত থাকিলে ক্যালকেরিয়া ফ্লুয়রিকাই শ্রেষ্ঠ ঔষধ। ফলতঃ ক্ষত থাকুক বা না থাকুক ক্যাল্কে ফ্লু, অস্থিঅর্ব্বুদের বিশেষ ঔষধ বলিয়া পরিগণিত। ফ্লুয়রিক এসিড সাইলিসিয়ার অপব্যবহারের কুফল নষ্ট করে।

শিরাপ্রসারণ বা ভেরিকোজ ভেইন্স্; জটিল বা নিভাস।—ফ্লুয়রিক এসিডের পরী-

banglabooks.in

ক্ষায় শিরা-প্রসারণ জন্মিয়াছিল। অতএব ইহা ঐ রোগ আরোগ্য করিতে পারে বলিয়া আশা করা যায়। জটুল প্রকৃত পক্ষে কোন রোগশ্রেণীভুক্ত হওয়া উচিত নহে, কারণ ইহা আজন্মসম্ভূত, স্বাভাবিক ও স্থলবিশেষে দৃশ্যতঃ শারীরিক চিহ্নমাত্র। শ্রুত হওয়া যায়, ইহাও **ফ্লুয়রিক এসিড** প্রয়োগে আরোগ্য করা যায়।

ত্বক্‌রোগ—কণ্ডু, ক্ষতাঙ্ক বা সিকেট্রিক্স্ প্রভৃতি।—ফ্লুয়রিক এসিড ত্বকে বিশেষ ক্রিয়া প্রকাশ করে। এজন্য নানাপ্রকার ত্বক্‌রোগে ইহার প্রয়োগ করা যাইতে পারে। ইহা দ্বারা ত্বকের কর্কশতা দূর হয়। সকল গাত্রে অবিশ্রান্ত ও অদম্য চুলকনির পক্ষে ইহা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। তাপে বৃদ্ধি ও শৈত্যে উপশম ইহার রোগের বিশিষ্টতা। ইহা দ্বারা ক্ষতের কলঙ্ক দূর হইতে পারে। উপদংশ রোগঘটিত **টাকরোগ** বা **এলপেসিয়া** ইহা দ্বারা আরোগ্য হয়। নখরোগেও ইহার ব্যবহার হইতে পারে। কেননা ইহার ক্রিয়ার কর্কশতা, ভঙ্গপ্রবণতা, বিবর্ণ প্রভৃতি নানাপ্রকার নখ-বিকার উৎপন্ন হইয়া থাকে।

banglabooks.in

লেক্‌চার ৫৩ (LECTURE LIII).

এলুমিনা (Alumina)।

প্রতিনাম ;—এলুমিনিয়াম্ ট্রাই-হাইড্রেট। আর্জিলা পিয়ুরা। পিয়োর ক্লে।

প্রয়োগরূপ ;—ট্রিচুরেষণ।

উপচয় ;—শীতল বায়ুতে ; শীত ঋতুতে ; উপবেশনাবস্থায়; (Potato) আলু ভক্ষণে ; ক্কাথ ভক্ষণে ; পর্য্যায়ক্রমিক দিবসে ; অমাবস্যা ও পূর্ণিমাতিথিতে।

উপশম ;—অল্প গ্রীষ্মে ; উষ্ণ বস্তু পানে ; আহারকালে (সোরি) ; আর্দ্র দিবসে (কষ্টি)।

সম্বন্ধ ;—এলুমিনার কার্য্যপ্রতিষেধক—ব্রায়, ক্যাম্ফর, ক্যাম, ইপিকা।

এলুমিনা যাহার কার্য্যপ্রতিষেধক—লেড ক্রিয়াঘটিত (সীসকবিষ ঘটিত) রোগের।

কার্য্যপূরক—ব্রায়র।

যাহার পরে প্রযোজ্য—ব্রায়, ল্যাকেসি এবং সল্‌ফারের।

যে রোগের তরুণাবস্থায় ব্রায়, অবস্থা বিশেষে তাহার পুরাতন অবস্থায় এলুমিনা প্রযোজ্য।

তুলনীয় ঔষধ ;—অরাম্, ব্যারা কা, কষ্টি, ফেরাম, গ্র্যাফা, কেলি কা, ম্যাগ্নে কা, মার্ক, নেট মি, নাক্স ভ, ফস্, প্লাম্বাম্, রাস্, সিলিক, সাল্‌ফ, জিঙ্ক।

সাধারণ ক্রিয়া ;—এলুমিনা সাক্ষাৎভাবে গতিপ্রদ স্নায়ুমণ্ডল আক্রমণ করায় অঙ্গবিশেষের পক্ষাঘাতিক অবস্থা উৎপন্ন হয়। ফলতঃ

banglabooks.in

শ্লৈষ্মিকঝিল্লিতে ইহার নির্ব্বাচিত ক্রিয়াসম্বন্ধ অধিকতর (specific action) থাকায় ইহা শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিতে, বিশেষতঃ তাহার আন্ত্রিক অংশে এবং যোনিপ্রদেশে গভীরতর ক্রিয়া প্রকাশ করে। শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিতে উপরি উক্ত ক্রিয়ার ফলে তাহার কথঞ্চিৎ উত্তেজনা, স্রাবাভাব এবং অত্যন্ত শুষ্কতা উপস্থিত হয়।

লক্ষণ।

মন ;—মনোমধ্যে উৎকণ্ঠার ভাব ; মানসিক অশান্তি জন্মিলে রোগী বোধ করে যেন কোন দুষ্কার্য্য করিয়াছে। পরিবর্ত্তনশীল মনোভাব, কখন সাহসিকতা কখন ভীরুতা। রোগী খিট খিট করে এবং নাকিস্বরে ক্রন্দন করে ; একগুঁয়ে ও বিষণ্ণ-চিত্ত ; আশু অমঙ্গল বিষয়ক ভীতি।

স্নায়ু ;—অত্যধিক মূর্চ্ছার ভাব এবং ক্লান্তি, রোগী শয়ন করিতে বাধ্য। সহজেই সর্দ্দি লাগে। কঠিন রোগের ভোগান্তে যেরূপ হয়, রোগী তদ্রূপ ধীরে ধীরে ও কাঁপিতে কাঁপিতে চলে। শরীরের ঈষৎ কম্পান্বিত অলসভাব ও দুর্ব্বলতা। মেরুমজ্জারোগে পক্ষাঘাত ; রোগী চক্ষু মুদ্রিত করিয়া চলিতে পারে না।

চক্ষু ;—বক্রদৃষ্টি। চক্ষু হইতে জলস্রাব। চক্ষুতে চাপ ও জ্বালা। দৃষ্টিমালিন্য ; চক্ষুপুটদ্বয়ের কোন অংশ পরস্পর জুড়িয়া যাইবে বলিয়া রোগী বারম্বার চক্ষু মুছিতে বাধ্য। চক্ষু-কোণ বা ক্যান্থাই ও চক্ষুপুটে চুলকনা। প্রাতঃকালে আলোকাতঙ্ক। জাগরিত হইলে চক্ষু জুড়িয়া থাকে ; উন্মীলিত করিলে আলোকাতঙ্ক জন্মে ও চক্ষু জ্বালা করে। চক্ষুপত্র স্থূলতা প্রাপ্ত ; তাহা শুষ্ক থাকে এবং জ্বালা করে।

নাসিকা ;—নাসারন্ধ্রের বিভাজক উপাস্থির স্ফীতি, রক্তিমা এবং স্পর্শে বেদনা। বাম নাসাপুটের স্ফীতি এবং কাঠিন্য ; নাসাগ্র বিদীর্ণ ও

banglabooks.in

নাসারন্ধ্র ক্ষতযুক্ত এবং রুদ্ধ। পুরাতন সর্দ্দি থাকায় নাসারন্ধ্র খুস্কিযুক্ত ও তাহাতে ক্ষতভাব। ঘন ও হরিদ্রাভ শ্লেষ্মার স্রাব।

শ্বাসযন্ত্র ;—অবিশ্রান্ত খ্যাক্ খ্যাক্ শব্দের শুষ্ক কাসি হওয়ায় বমন ও শ্বাসরোধ। স্বরযন্ত্রের উত্তেজনা বশতঃ কাসি। বোধ যেন স্বরযন্ত্রে অাঁটা ভাবে শ্লেষ্মা লাগিয়া আছে, গলা খাঁকর দিলেও স্খলিত হয় না। শাঁই শাঁই শব্দে শ্বাসপ্রশ্বাস বহে। জাগরিত হইলে স্বরযন্ত্রে কাঁচাভাব : হঠাৎ সম্পূর্ণ স্বরলোপ। সন্ধ্যাকালে এবং রজনীতে, বিশেষতঃ প্রাতঃকালে স্বরভঙ্গ। নাকি স্বর। স্বর কর্কশ এবং স্থূল। গলার শুষ্কতা বশতঃ রজনীতে শুষ্ক কাসি। কাসিলে অনেক শ্লেষ্মা উঠে রজনীতে বক্ষে ভয়ানক যন্ত্রণাদায়ক বেদনার বৃদ্ধি।

মুখগহ্বর ;—দন্ত শিথিল ও প্রলম্বিত বোধ। মুখে ক্ষত থাকে। দন্তমাড়ির স্ফীতি ও রক্তস্রাব। মুখলালার বৃদ্ধি হইলেও মুখ শুষ্ক বোধ।

গলাভ্যন্তর ;—গলদেশ লোহিতাভ। গলাভ্যন্তরে অত্যন্ত শুষ্কতা, সন্ধ্যাকালে বারম্বার গলা পরিষ্কার করিবার প্রবৃত্তি। গলাভ্যন্তরে সূক্ষ্মাগ্র কাষ্ঠখণ্ড প্রকার অনুভূতি এবং খাদ্য দ্রব্য গলাধঃকরণ সময়ে গলনিম্নস্থ অন্ননালী হইতে আমাশয় পর্য্যন্ত সঙ্কুচিত বোধ। গলাভ্যন্তরে কোন বস্তুখণ্ডের চাপের অনুভূতির সহিত ক্ষতভাব, কর্কশতা, শুষ্কতা এবং অবদারণ ও চাঁছাভাব জন্মে।

আমাশয় ;—সম্পূর্ণ ক্ষুধাহানি ; স্বাদহীনতা ; মাংসে ঘৃণা ; শ্বেতসারময় বস্তু, চা খড়ি, অঙ্গার এবং অন্যান্য অপরিপাচ্য বস্তু আহার করিবার ইচ্ছা। বিবমিষায় মুর্চ্ছার ভাব এবং প্রাতঃকালে বিবমিষা হইলে শিরোঘূর্ণন। আমাশয় জ্বালা করে। অম্লোদ্গার উঠে ও বুক জ্বালা করে। আমাশয়ে সঙ্কোচন এবং মোচড়ানি হইলে তাহা অন্ননালী দ্বারা গলদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়।

banglabooks.in

উদর ;—উদরাধ্মান। উদরের গোল ছিদ্র প্রদেশে (Region of Abdominal ring) খোঁচাযুক্ত চাপ হওয়ায় অন্ত্রবৃদ্ধি রোগের (Hernia) উপলব্ধি জন্মে।

মল এবং মলদ্বার ;—বোধ যেন সরলান্ত্রে পক্ষাঘাত হইয়াছে। অত্যল্প, কঠিন মলত্যাগের পর সরলান্ত্রে চাপ ও অবদারণ ভাবের অনুভূতি। তরল মলত্যাগকালে সরলান্ত্রের কুন্থন। সরলান্ত্রের ক্রিয়াবসাদ ঘটায় কোমল মলত্যাগেও অত্যন্ত বেগের আবশ্যকতা জন্মে। অধিক বিষ্ঠার সঞ্চয় না হইলে মলত্যাগের ইচ্ছা হয় না এবং তাহার ক্ষমতাও থাকে না। মলত্যাগান্তে মলদ্বারে হাজাভাব জন্মে, সরলান্ত্র আকুঞ্চিত এবং মলদ্বার সঙ্কুচিত। ছাগলের নাদির ন্যায় কঠিন ও গিট গিট মলত্যাগ কালে সরলান্ত্রে কর্ত্তনবৎ বেদনা এবং মলত্যাগান্তে মলদ্বার হইতে রক্ত স্রাব। অত্যল্প কঠিন মল কষ্টে নির্গত হয়। স্তন্যপায়ী শিশুর কোষ্ঠবদ্ধ।

মূত্রযন্ত্র ;—মলত্যাগের বেগ দেওয়া কালে প্রস্রাব হয়, অথবা অত্যন্ত বেগ না দিলে প্রস্রাব হয় না। মূত্রস্থালীতে এবং জননেন্দ্রিয়ে দুর্ব্বলতার অনুভূতি।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয় ;—প্রচুর, স্বচ্ছ এবং তীব্র শ্বেতপ্রদর দিবসে স্রোত বহিয়া পদ পর্য্যন্ত যায়। তীব্র ও হাজাকর শ্বেতপ্রদরে জননেন্দ্রিয় জ্বালা করে ; জননেন্দ্রিয়দেশে প্রদাহ ও ক্ষত জন্মিলে চলিতে কষ্ট এবং শীতল জলে ধৌত করিলে উপশম বোধ। ঋতুস্রাবের পর শারীরিক ও মানসিক দুর্ব্বলতা।

গ্রীবা ও পৃষ্ঠ ;—গ্রীবার বাম পার্শ্বের গ্রন্থি স্ফীত। পৃষ্ঠ এবং কটিতে স্থচবৎ বেদনা। **পৃষ্ঠে বেদনা হইলে বোধ হয় যেন নিম্ন কশেরুকানিচয় ভেদ করিয়া তপ্ত লৌহ খণ্ড প্রাবিত হইতেছে ;**

banglabooks.in

অঙ্গপ্রত্যঙ্গ;—সন্ধিতে বেদনা হইলে বোধ হয় যেন তাহা চাপিয়া তাহার পরিসর স্বল্পতর করা হইতেছে।

ঊর্দ্ধাঙ্গ;—স্কন্ধদেশে, বিশেষতঃ হস্ত উত্তোলন করিলে, বেদনা হওয়ায় বোধ হয় যেন তাহাতে মোচড় লাগিয়াছে। হস্তাঙ্গুলি ও নখের নিম্নে চর্ব্বণবৎ বেদনার অনুভূতি।

নিম্নাঙ্গ;—সন্ধ্যাকালে **নিম্নাঙ্গে অত্যন্ত গুরুত্ব জন্মিলে রোগী কষ্টে তাহা চালনা করিতে পারে, চলিবার সময় টলে ও বসিয়া পড়িতে বাধ্য হয়; না দেখিয়া এবং দিবসে ভিন্ন, চলিতে পারে না**; কশেরুকা মজ্জার ক্ষয়। উপবেশনাবস্থায় নিতম্বের ঝিন্‌ঝিনি এবং জঙ্ঘার অত্যধিক ক্লান্তি। উরু এবং জঙ্ঘায় অধিককালস্থায়ী থল্লীর ন্যায় আততভাব নিম্নাভিমুখে বিসৃত। জানুসন্ধিতে কম্প, জঙ্ঘার পশ্চাতে পুনঃ পুনঃ থল্লী অর্থাৎ খালধরা। **পদ-নিক্ষেপ করিলে পদতলে বেদনায় বোধ হয় যেন তাহা অতীব কোমল ও স্ফীত হইয়াছে**;

ত্বক্;—শয্যার তাপে বিশেষতঃ শরীর গরম হইলে, সম্পূর্ণ শরীরে অসহনীয় চুলকনা, চুলকাইয়া রোগী রক্ত বাহির করে, পরে চুলকান স্থানে বেদনা। এরূপাবস্থায় কোষ্ঠবদ্ধ বিশেষ রূপে বর্ত্তমান থাকে।

প্রদর্শক লক্ষণ।

পাতলা একহারা, শীর্ণ ও শুষ্ককায় ব্যক্তির অথবা বৃদ্ধ বয়সের রোগ;—এলুমিনার রোগের সাধারণ প্রদর্শক লক্ষণ অতীব বিরল। তথাপি উপরি উক্ত শরীরাকারবিশিষ্ট এবং বৃদ্ধ ব্যক্তিদিগের রোগ হইলে ইহার প্রতি আমাদিগের দৃষ্টি

banglabooks.in

আকর্ষিত হয়। শরীরাকার বিষয়ে ইহাকে নাক্স্ ভ প্রভৃতি এবং বয়স বিষয়ে ইহাকে এম্ব্রা গ্রিসিয়া হইতে যত্নপূর্ব্বক প্রভেদ করা আবশ্যক।

শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির শুষ্কতা ও ন্যূনাধিক উত্তেজনার ভাব।—ইহা এলুমিনা রোগের সাধারণ প্রদর্শক মধ্যে গণ্য। শুষ্ক কাসি, কোষ্ঠবদ্ধ ও অজীর্ণ প্রভৃতি এলুমিনাচিকিৎস্য যে কোন রোগে উপস্থিত থাকিয়া এলুমিনা প্রদর্শন করে। এস্থলে অনেকাংশে ইহা ব্রায়নিয়া সহ তুলনীয়।

মলত্যাগের বেগ দেওয়া ভিন্ন প্রস্রাব ত্যাগ করার ক্ষমতাহীনতা ;—ইহাও এলুমিনা রোগের প্রদর্শক বলিয়া গণ্য করা যায় ; কেননা ইহার অধিকাংশ রোগে এ লক্ষণ উপস্থিত থাকে। অন্য কোন ঔষধে এরূপ লক্ষণ বিরল।

চিকিৎসা।

মানসিক বিকার—বিষাদোম্মত্ততা ; শুষ্মেবায়ু রোগ ;—**এলুমিনা রোগী** মাত্রই কথঞ্চিৎ বিষণ্ণচিত্ত। উপরি উক্ত বিষণ্ণতার লক্ষণনিচয় অতি বর্দ্ধিত হওয়ায় রোগী বাতুল প্রায় হইয়া উঠিলে রোগীকে বিষণ্ণবায়ুগ্রস্ত বা বিষাদোন্মত্ত বলা যায়। **এলুমিনা রোগীর** ক্রোধন ও খিটখিটে স্বভাবে ইহা **নাক্স্ ভ** সহ, মানসিক অবসাদ ও ক্রন্দনপ্রবণতা থাকায় ইহা **সালফ** সহ, এবং নিদ্রাভঙ্গে উপরি উক্ত মানসিক অবসাদের বৃদ্ধি হওয়ায় ইহা **ল্যাকেসিস্, পালস্,** এবং **সিপিয়া** প্রভৃতি সহ তুলনীয়। কখন কখন **ক্যাল্কে কা** ও **আয়ডিন** প্রভৃতি ঔষধের ন্যায় রোগী বাতুল হইবে বলিয়া ভীত হওয়ায় মানসিক অশান্তি ভোগ করিতে থাকে। রক্ত অথবা ছুরিকা কিম্বা সেইরূপ

banglabooks.in

কোন বস্তু দেখিলে ইহার **গুল্মবায়ু** রোগগ্রস্ত রোগীর আত্মহত্যা করার প্রবৃত্তি জন্মে।

লোকোমটর এটাক্সি বা কশেরুকা মজ্জার ক্ষয়।—লোকোমটর এটাক্সিরোগ চিকিৎসার প্রধানতম ঔষধ **আর্জেণ্টাম নাই।** **সিকেলি** হইতে **এলুমিনা** প্রায় কোন অংশেই ন্যূন নহে। বিদ্যুচ্চমকবৎ বেদনা তীরবেগে পৃষ্ঠ ও উদর ভেদ করিয়া ইতস্ততঃ যাওয়া, জঙ্ঘায় কীটবিচরণবৎ অনুভূতি, অঙ্গের ঝিন্ ঝিনি, মুখ যেন মাকড়সার জালে আবৃত থাকার অনুভূতি অথবা তাহার উপরে ডিম্বের শুভ্রাংশের প্রলেপ শুষ্ক হইয়া লাগিয়া থাকা বোধ এবং পৃষ্ঠ ও নিম্নাঙ্গ লক্ষণ বর্ণনে বর্ণিত অন্যান্য লক্ষণ দ্বারা ইহাকে অন্যান্য ঔষধ হইতে প্রভেদ করা যায়। এ রোগে ডাঃ বনিং হসেন প্রথমে ইহাই প্রয়োগ করিবার উপদেশ প্রদান করেন এবং তদবধি ইহা ইহার সুনাম রক্ষা করিয়া আসিতেছে।

নাসিকার বা নেজাল সর্দ্দি বা ক্যাটার।—শিশুদিগের নাসিকার সর্দ্দিরোগে **এলুমিনা** উপকারী। নাসিকা শুষ্ক থাকে এবং তাহার-শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির উপরে মামড়ি জন্মে। কখন বা নাসিকামধ্যে ঘন, আটাল ও পীতবর্ণ শ্লেষ্মা সঞ্চিত হওয়ায় কষ্টে তাহা বিদূরিত করা যায়।

কাসি বা কাফ।—শুষ্ক ও আক্ষেপযুক্ত কাসিতে **এলুমিনা** উপকারী। প্রাতঃকালে কাসি উপস্থিত হয়। রোগী কাসিয়া কাসিয়া যে পর্য্যন্ত শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি সহ কঠিন ভাবে সংলগ্ন, অল্প পরিমাণ গয়ার স্থলিত করিয়া নিষ্ঠ্যূত করিতে না পারে, সে পর্য্যন্ত কাসির নিবৃত্তি হয় না। **কাসি** উঠিলে কিয়ৎকালের জন্য উপশম থাকে।

গলক্ষত বা সোর থ্রোট।—**এলুমিনার** গলক্ষত রোগে গলাভ্যন্তরের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি শিথিলতা প্রাপ্ত হয়। গলদেশ ঘোর

banglabooks.in

লোহিত থাকে এবং উপজিহ্বা বা আলাজিব ঝুলিয়া পড়ে। প্রাতঃকালে স্বরভঙ্গ উপস্থিত হয় এবং গলাধঃকরণ চেষ্টায় বোধ হয় যে গলদেশে কাষ্ঠখণ্ড রহিয়াছে। **হিপার, আর্জেণ্টাম নাই** এবং **নাই এসিডেও** গলায় কাঁটা বেঁধার অনুভূতি থাকে। **গলদেশের শুষ্কতা** ইহার একটি পরিস্ফুট লক্ষণ; গলদেশ চক চক করে; **ক্লার্জিম্যান্স্ সোর থ্রোট** বা পাদড়িদিগের গলক্ষত রোগে এইরূপ লক্ষণ দৃষ্ট হইয়া থাকে।

নাক্স্ ভ—বক্তা এবং ধূম্র ও মদ্যপায়ীদিগের পুরাতন গলক্ষত রোগে ইহা উপকারী। গলদেশের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির কোষগ্রন্থি নিচয়ের (mucous follicles) কাঁচা বা অবদারণভাব ও গলার চাঁছাবৎ অনুভূতি জন্মে। কোষগ্রন্থির ক্ষয় বশতঃ গলার স্থানে স্থানে শুভ্র কলঙ্ক। ষ্টার্ণাম বুকাস্থির ঊর্দ্ধস্থ কোটরস্থানে স্পর্শাসহিষ্ণুবেদনা থাকে ও শুষ্ক কাসি হয়।

ফেরাম্ ফস্—গলমধ্য শুষ্ক, লোহিত ও প্রদাহযুক্ত থাকে এবং বেদনা করে। ইহা গায়ক ও বক্তাদিগের রোগে উপকারী।

জেলসিমিয়াম্—গলগহ্বর (Fauces) শুষ্ক, উত্তেজিত এবং জ্বালাযুক্ত থাকে; টন্সিলগ্রন্থির প্রদাহ।

অজীর্ণরোগ বা ডিস্পেপ্সিয়া;—আমাশয় হইতে পরিপাক রসাদির স্রাব না হইলে আমাশয়ের শুষ্কতা হওয়ায় **এলুমিনার** অজীর্ণ রোগ জন্মে। এস্থলে ইহা **ব্রায়নিয়ার** তুল্য। প্রভেদ এই যে **এলুমিনায়** আহার কালে অন্ননালী বাহিয়া সঙ্কোচনের অনুভূতি, আলু (Potatoes) **আহারে রোগের বৃদ্ধি,** মাংসাহারে ঘৃণা এবং চা খড়ি প্রভৃতি অপরিপাচ্য বস্তুতে প্রবল লিপ্সার **ব্রায়নিয়াতে** অভাব থাকে। যকৃৎ স্পর্শাসহিষ্ণু এবং **ব্রায়নির** ন্যায় তাহাতে সূচীবেধবৎ বেদনা। কোষ্ঠবদ্ধ এবং অর্শ।

banglabooks.in

উদররোগ—লেড কলিক বা সীসকশূল ; কোষ্ঠবদ্ধ ; অর্শ।—অন্ত্রপথের শুষ্কতানিবন্ধন কোষ্ঠবদ্ধের ঔষধ-মধ্যে **এলুমিনা** সর্ব্বপ্রধান স্থান অধিকার করে। সরলান্ত্রের শক্তি-হীনতা বশতঃ তাহার অনুলোম (Peristaltic) ক্রিয়া দুর্ব্বল থাকায় **এলুমিনা** রোগী কোমল বিষ্ঠাও কষ্টে ত্যাগ করে। মলত্যাগের বেগ-মাত্রও হয় না। বিষ্ঠা কখন শক্ত, ছাগলের নাদির ন্যায়, কখন কোমল থাকে। শিশুদিগের কোষ্ঠবদ্ধে সারলান্ত্র শুষ্ক ও প্রদাহযুক্ত থাকিলে এবং মলদ্বারসন্নিহিত স্থান হইতে রক্ত পড়িলে ইহা আমাদিগের প্রধান সম্বল। **ব্রায়া** এবং **এলুমিনা** উভয়েই সরলান্ত্র শুষ্ক ও ক্রিয়াহীন থাকিলেও শেষোক্তের নিষ্ক্রিয়তার এতই আধিক্য যে কোমল বিষ্ঠাও কষ্টে ত্যাগ হয়, মুখের শুষ্কতা ও জিহ্বার উত্তেজিত ভাব থাকে, এবং অনেক কোথানিতে খণ্ডাকারে মলত্যাগ হইয়া ইহাকে **ব্রায়া** এবং অন্যান্য তুল্য ঔষধ হইতে প্রভেদিত করে।

উপরিউক্তরূপ কোষ্ঠবদ্ধের রোগীর অর্শ জ্বালা করিলে ও সিক্ত থাকিলে **এলুমিনা** দ্বারা উপকার হয়।

লেডকলিক অর্থাৎ সীসক দ্বারা বিষাক্ত হওয়ায় উদরশূল জন্মিলে **এলুমিনা** তাহার অন্যতম ঔষধ।

গ্রন্থিরোগ—বাঘী বা বিয়ুবো।—গ্রন্থিরোগমধ্যে বাঘীর চিকিৎসায় কখন কখন **এলুমিনা** প্রযুক্ত হইয়া থাকে। পীতবর্ণ পূয়স্রাব এবং মূত্রনালী বহিয়া, বিশেষতঃ মূত্রদ্বার পশ্চাতের বিস্তৃত নালী স্থানে (Meatus urinarius), জ্বালা ও চুলকনা থাকিলে যদি পূয়মেহ-জনিত বাঘী হয়, তাহাতে **এলুমিনা** উপকারী।

রক্তহীনতা ; ক্লরসিস্ বা মৃৎপাণ্ডুরোগ ; শ্বেত প্রদর।—**এলুমিনা** শোণিতের বিশেষ প্রকারের অপকর্ষ সাধন করিলে যুবতী স্ত্রীলোকদিগের রক্তহীনতা ও মৃতপাণ্ডুরোগ

banglabooks.in

জন্মে। তাহাদিগের ঋতুস্রাব পরিমাণে অত্যল্প ও ফেকাসে থাকে এবং শ্লেট্ পেন্সিল, চা খড়ি ও গৃহের দেয়ালের আস্তর প্রভৃতি অপাচ্য বস্তুতে অত্যন্ত লালসা জন্মে। মৃৎপাণ্ডুরোগগ্রস্ত যুবতীগণ শ্বেতপ্রদর-রোগপ্রবণ হয়। ইহার স্রাব স্বচ্ছ অথবা পীত বর্ণ ও দড়ি দড়ি থাকে। প্রভূত পরিমাণ এল্বুমেন্ বা শ্বেতলালাপূর্ণ স্রাব, এতই প্রচুর যে রোগী দণ্ডায়মান থাকিলে কখন কখন তাহা উরু প্রভৃতি অঙ্গ বাহিয়া পদ পর্য্যন্ত যায়। রোগ দিবসে বৃদ্ধি পায়; এবং তাহার **স্রাবের অত্যন্ত প্রাচুর্য্য এলুমিনার** প্রদর্শক।

ত্বক্‌রোগ।—**এলুমিনার** ক্রিয়ায় শ্লৈষ্মিকঝিল্লির ন্যায় ত্বক্‌ও শুষ্কতা ও কর্কশতা প্রাপ্ত হয়। এই ক্রিয়ার ফলে ত্বকে শুষ্ক ও কর্কশ উদ্‌ভেদ জন্মিলে তাহা ফাটে এবং তাহা হইতে কখন কখন রক্তস্রাবও হইতে পারে। শয্যায় দেহ গরম হইলে এই সকল উদ্‌ভেদের অসহনীয় চুলকনা ও জ্বালা বৃদ্ধি পায়।

লেক্‌চার ৫৪ (LECTURE LIV.)

১। এমনিয়াম্ কার্ব্বনিকাম্। ২। এমনিয়াম্ কষ্টিকাম্।

৩। এমনিয়াম্ মিউরিয়েটিকাম্।

৪। এমনিয়াম্ ফস্‌ফরিকাম্। ৫। এমনিয়াম্ ব্রমেটাম্।

মনুষ্যশরীরে এমনিয়াম্ সল্টগুলির মূলক্রিয়াবিষয়ে বিলক্ষণ একতা আছে। এমনিয়া-ধাতুবিশিষ্ট ব্যক্তিগণের শরীরাকারাদিও প্রায় সমপ্রকার। ইহারা স্থূলকায়, শিথিলশরীর, আলস্যপরতন্ত্র এবং পরিশ্রমকাতর। পরিশ্রমহীনতা নাক্স্ ভ ও সাল্‌ফারেও দৃষ্ট হইয়া থাকে, কিন্তু শরীরের আকার ও গঠনে ইহারা সম্পূর্ণ পৃথক। স্থূলকায় ও আলস্য পরতন্ত্র **এমন্ কার্ব্বরোগীর** শরীরের কাণ্ডভাগ অতিরিক্ত বসাপূর্ণ ও স্থূল, পদ সামঞ্জস্যহীন বা শীর্ণ এবং জড়বৎ; **এমন্ মিউরোগী** শরীরাকারে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবাপন্ন।

ইহারা সকলেই শোণিতের বিশ্লেষণাদি প্রভূত পরিবর্ত্তন সাধিত করে এবং শরীরে শীতাদ বা স্কার্ভির ন্যায় লক্ষণ দেখা দেয়, তাহাতে মুখ, নাসিকা এবং অন্ত্র হইতে শোণিতস্রাব ঘটে। পেশীমণ্ডলী কোমল ও থস্‌থসে এবং শরীর জীর্ণ শীর্ণ হইয়া যায়।

এমন সল্টাদি শ্লৈষ্মিকঝিল্লিতে অতি প্রবল প্রদাহ উপস্থিত করে। প্রথমে অতি মৃদুভাবে তাহার সূত্রপাত হইলে ক্রমে শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির উপত্বকের স্খলন ও তাহাতে জ্বালা আরম্ভ হয়। প্রদাহ অত্যধিক তীক্ষ্ণতাপ্রাপ্ত হইলে প্রভূত উপত্বক্ স্খলিত হওয়ায় শ্লৈষ্মিকঝিল্লিতে জ্বালাযুক্ত কাঁচাভাবের ক্ষত থাকিয়া যায়। শ্লৈষ্মিকঝিল্লিতে এমনসল্টের এবম্বিধ কার্য্য থাকায় ইহারা নাসিকা, গলমধ্য, স্বরযন্ত্র

banglabooks.in

এবং কথঞ্চিৎরূপে ফুসফুস্ প্রভৃতি শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিদ্বারা আবৃত শরীরস্থানের রোগ চিকিৎসায় বিলক্ষণ প্রশংসা লাভ করিয়াছে।

এমনিয়াম্-সল্টমাত্রই ত্বকে মৃদু প্রদাহ, লোহিত বর্ণ ও কথঞ্চিৎ স্ফীতি উৎপন্ন করে। কিন্তু শীঘ্রই তাহাতে উদ্‌ভেদ দেখা দেয়; এই বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন সল্টের মধ্যে কথঞ্চিৎ প্রভেদ দৃষ্ট হইলেও প্রথমে পূয়হীন ফুস্‌কুড়ি জন্মিলে ক্রমে তাহা রসবিম্বিকায় ও অবশেষে ক্ষতে পরিণত হওয়া সকলেরই সাধারণ লক্ষণ বলিয়া জানিতে হইবে।

এমনিয়াম্ কার্ব্ব গ্রন্থিল স্নায়ুমণ্ডলে ক্রিয়া উৎপন্ন করিয়া হৃৎপিণ্ড ও ধমনীমণ্ডলের ক্ষণিক উত্তেজনা এবং প্রায় সম্পূর্ণ শরীরযন্ত্রেরই কথঞ্চিৎ ক্রিয়োত্তেজনা বৃদ্ধি করে। ইহা মস্তিষ্ক আক্রমণ করে না।

১। এমনিয়াম কার্ব্বনিকাম্।

প্রতিনাম—সেস্কুই কার্ব্বনেট্ অব্ এমনিয়া।

সাধারণ নাম ;—স্মেলিং সল্ট। স্যাল ভলাটাইল।

উপচয় ;—আর্দ্র-শীতল বাতাসে; সিক্ত পোল্টিসে; শরীর ধৌত করিতে; ঋতুস্রাবকালে।

উপশম ;—উদর চাপিয়া শয়নে (এসেটিক এসি); বেদনাযুক্ত পার্শ্ব চাপিয়া শয়নে (পাল্‌স্); শুষ্ক দিবসে।

সম্বন্ধ ;—এমন কার্ব্বের কার্য্য প্রতিষেধক—আর্ণিকা, ক্যাম্ফর, হিপার, উদ্‌ভিজ্জাম্ল, সাধারণ তৈল, (যেমন তিলের, বাদামের, জলপাই-য়ের তৈল) এবং ক্যাষ্টর অইল। ইহা যাহার কার্য্য প্রতিষেধক—রাস বিষের এবং কীটদংশনের। ইহা ল্যাকেসিসের প্রতিযোগী ঔষধ। ইহা প্রধানতঃ শরীরের দক্ষিণ পার্শ্ব আক্রমণ করে।

তুলনীয় ঔষধ ;—এপিস, এমন মিউ, বেল. ক্যাম্ফর, কেলি কার্ব্ব, ল্যাকেসিস, হিপার সালফ, ফস্।

banglabooks.in

লক্ষণ।

মন ;—ঔদাস্য এবং জড়ভাব; সম্পূর্ণ নৈরাশ্য; বিস্মৃতিশীল। লিখিতে এবং কথা বলিতে ভুল হয়।

নাসিকা।—প্রাতঃকালে মুখ প্রক্ষালন করিতে নাসিকা হইতে রক্তস্রাব। নাসিকা হইতে স্রোত বহিয়া তীব্র স্রাব নির্গত হয়। নাসিকা হইতে জ্বালাযুক্ত স্রাব স্রোত বহিয়া পড়ে। নাসিকার সর্দ্দি; ঋতুস্রাবকালীন নাসিকা সর্দ্দি কখন শুষ্ক থাকিয়া নাসিকা রুদ্ধ করে ও রজনীতে বর্দ্ধিত হয়, কখন বা তাহা তরল থাকে এবং ঝরে। সর্দ্দি ব্যতীতই অধিকাংশ সময়ে রজনীতে নাসিকার রোধ ঘটে এবং রোগী মুখ দ্বারা শ্বাসপ্রশ্বাস টানিতে বাধ্য হয়। মস্তক নত করিলে নাসাগ্রে রক্ত ধাবিত হয়।

শ্বাসযন্ত্র ;—স্বরযন্ত্রমধ্যে শ্লেষ্মার সঞ্চয় এবং কর্কশ স্বর। স্বরভঙ্গ। সামান্য কতিপয় সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া উঠিতেও অত্যন্ত শ্বাসকৃচ্ছ্র। রোগের ভোগকালমধ্যে শ্বাসরোধের আশঙ্কা। ধূলার কণিকা গলদেশে থাকার ন্যায় শুষ্ক কাসি, বিশেষতঃ রজনীতে। প্রত্যহ রজনী ৩টা অথবা ৪টার সময় প্রচণ্ড কাসি। বক্ষের আক্ষেপিক সঙ্কোচন বশতঃ বেদনার অনুভূতি জন্মিলে স্বরযন্ত্রের উত্তেজনায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাসি। নত হইলে দক্ষিণ বক্ষে সূচিবেধবৎ বেদনা।

হৃৎপিণ্ড ও নাড়ীস্পন্দন ;—অতিশয় উৎকণ্ঠার আবেশ এবং শ্রবণযোগ্য হৃৎকম্প হওয়ায় বোধ যেন রোগীর মৃত্যু-কাল উপস্থিত; শীতল ঘর্ম্ম, উচ্চ শব্দযুক্ত ও কষ্টকর শ্বাসপ্রশ্বাস; হস্তের কম্প; রোগী কথা কহিতে পারে না। নাড়ীস্পন্দন দ্রুত আঘাতিক।

মূত্রযন্ত্র ;—মূত্রস্থালীর ভয়ানক বেগ। নিদ্রাকালে অনৈচ্ছিক মূত্রনিঃসরণ।

banglabooks.in

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—বহিস্থ স্ত্রী অঙ্গের স্ফীতি, চুলকনা এবং জ্বালা। ঋতুস্রাব অতি শীঘ্রাগত এবং অতি প্রচুর। উপবেশন এবং গাড়ীতে চলার অবস্থায়, বিশেষতঃ রজনীতে, অতি প্রচুর ঋতুস্রাব। ঋতুস্রাবের আরম্ভে কলেরার ন্যায় লক্ষণ উপস্থিত হয়। ঋতুশোণিত কাল্‌চে ও চাপ চাপ। কখন বা তীব্র থাকায় উরুদেশ হাজিয়া যায়। ঋতুস্রাবকালে সমস্ত শরীরের, বিশেষতঃ উরুর ক্লান্তি জন্মে ও হাই উঠে; দন্তশূল, কটিতে বেদনা ও শীতভাব। বিদাহী ও ক্ষতকর শ্বেতপ্রদর।

ত্বক্‌।—ভয়ানক চুলকনা, চুলকাইলে জ্বালাযুক্ত ফোস্কা উৎপন্ন হয়। শরীরের উর্দ্ধাংশ লাল থাকে। উপত্বক্‌ স্খলিত হয়।

প্রদর্শক লক্ষণ।

মাংসল এবং বলিষ্ঠা স্ত্রীলোকদিগের পরিশ্রমহীনতা বশতঃ নানাবিধ রোগ; এবং কোমলাঙ্গী ও কোমল হৃদয়ের স্ত্রীলোকদিগের রোগ। ঘ্রাণ লইবার জন্য স্মেলিং সল্টের (কার্ব্বনেট অব এমনিয়া) বোতল, অথবা ক্যাম্ফর ও মাস্ক প্রভৃতি উত্তেজক ঔষধ যাহাদিগের সর্ব্বক্ষণ নিকটে রাখিবার প্রয়োজন।—এমন কার্ব্বের সাধারণ রোগের কোন নির্দ্দিষ্ট প্রদর্শক লক্ষণ দৃষ্টিগোচর হয় না। তবে উপরে যাহা লিখিত হইল স্ত্রীলোকদিগের সাধারণ রোগে তাহা এমন কার্ব্বের প্রদর্শক বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। কিন্তু রোগবিশেষে ইহার লক্ষণ বিশেষ স্পষ্টতাপ্রাপ্ত হইলে প্রদর্শক বলিয়া গ্রহণ করা যায়, যেমন **মুখপ্রক্ষালন করণকালে নাসিকা হইতে শোণিতস্রাব;** নাসিকাসর্দ্দি, "স্নাফলস্‌" বা শিশুদিগের নাসিকারোধকর সর্দ্দি এবং ডিফ্‌থিরিয়া রোগে

banglabooks.in

বিশেষতঃ রজনীতে, নাসিকার রোধবশতঃ মুখ দ্বারা শ্বাসপ্রশ্বাস করিবার আবশ্যকতা, ঋতুস্রাবের আরম্ভে কলেরার ন্যায় লক্ষণের উপস্থিতি ইত্যাদি।

চিকিৎসা।

সেরিব্রো-স্পাইনেল মিনিঞ্জাইটিস্ বা মস্তিস্ক-মেরুমজ্জাবেষ্ট প্রদাহ।—এই রোগের প্রথমাবস্থায়, রোগবিষের প্রবল আক্রমণে কখন কখন রোগী জড়বৎ অভিভূত ও প্রতিক্রিয়াহীন হইয়া পড়ে। তাহার শরীর শীতল ও নীল হইয়া যায়। নাড়ী অত্যন্ত ক্ষীণ ও দুর্ব্বল হয়। **এমনিয়াম্ কার্ব্ব** প্রয়োগে এই সকল রোগীর প্রতিক্রিয়াশক্তি পুনরাগত হওয়ায় অন্য উপযোগী ব্যবস্থা দ্বারা তাহার আরোগ্য সাধন করা যায়।

নাসিকা সর্দ্দি ও কাস বা কাফ্; ক্রণিক ব্রঙ্কাইটিস্ বা পুরাতন নলৌষ ও এম্ফিসিমা বা ফুস্‌ফুসের কোষময় ঝিল্লির বায়ুস্ফীতি।—**এমনিয়াম্** কার্ব্বের নাসিকাসর্দ্দিরোগে রজনীতে নাসিকা রুদ্ধ হইয়া যায় এবং রজনী ৩টা অথবা ৪টার সময় রোগের বৃদ্ধি হয়। নাসিকারন্ধ্রে ক্ষত ও অবদারণভাব জন্মে এবং কখন কখন শিশুদিগের নাসিকা হইতে **কেলি বাই ও এস্কুলাপ্রিসিয়ার** ন্যায় নীলাভ শ্লেষ্মা নির্গত হয়। সময়ে সময়ে স্রাব বিদাহী প্রকৃতির হওয়ায় উর্দ্ধোষ্ঠ হাজিয়া যায় এবং কণ্ঠনলী ও বায়ুনলী বহিয়া জ্বালা করে। অনুভূতি জন্মে যেন গলমধ্যে কোন বস্তু আছে। সুড়সুড়িযুক্ত শুষ্ক কাসি, স্বরভঙ্গ এবং বক্ষে শ্লেষ্মাসঞ্চয় হওয়ায় রোগীর অত্যন্ত কষ্ট থাকে। অবশেষে রজনীতে শ্বাসরোধকর শুষ্ক কাসি এবং মুখ হইতে প্রচুর লালার নিঃসরণ হইতে থাকে। বক্ষে নাড়ীস্পন্দনের

banglabooks.in

আঘাত হয়। ইহা শীতকালের কাসির পক্ষে বিশেষ উপযোগী। ক্লেদবৎ গয়ারে শোণিত অঙ্ক থাকে। ৩টা রজনীতে রোগের বৃদ্ধিতে ইহা **কেলি সল্ট** নিচয় সহ তুলনীয়।

নাসিকা সর্দ্দিতে নাসারন্ধ্রের রোধ, বিদারীস্রাব ও ষ্টার্ণাম বা বুকাস্থি বাহিয়া অবদারণ বা কাঁচাভাব থাকিলে **এমন কার্ব্ব** সহ তুলনীয় ঔষধ, যথা—

(১) **এমন কষ্টি**—গলমধ্যে জালাযুক্ত কাঁচাভাবের অনুভূতি সহ স্বরবদ্ধ থাকিলে ইহা অন্যতম উৎকৃষ্ট ঔষধ।

(২) **কার্ব্বো ভেজ**—ষ্টার্ণামের উর্দ্ধ হইতে নিম্নগামী কাঁচাভাবের অনুভূতি ও জালায় ইহা উপরিউক্ত দুই ঔষধের তুল্য।

(৩) **লরসিরেসাস্**—ইহার গয়ারেও রক্তের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কলঙ্ক থাকে।

পুরাতন ব্রঙ্কাইটিস্ রোগে বায়ুনলী বা ব্রঙ্কিয়াল টিউবের শক্তিহীনতা নিবন্ধন ফুস্‌ফুস্‌-কোষনিচয়ের **বায়ুস্ফীতি** বা **এম্ফিসিমা** রোগ জন্মে। ফুস্‌ফুসে প্রভূত শ্লেষ্মাসঞ্চয় হয় এবং **বায়ুনলীর বিস্তৃতি ও ইডিমা পাল্মোনাম** বা **ফুস্‌ফুসের শোথ জন্মে।** এই সকল রোগে রোগী অত্যন্ত দৌর্ব্বল্য ও জড়তা প্রাপ্ত হয়, অবিরত কাসিতে থাকে, কিন্তু তাহাতে কিছুমাত্র গয়ার উঠে না অথবা কষ্টে সামান্য কিছু উঠে। নিদ্রালুতা, বিড়বিড় করিয়া অল্প প্রলাপও থাকিতে পারে। ইহাতে **এমন কার্ব্ব** প্রয়োজ্য।

নিউমনিয়া বা ফুসফুসপ্রদাহ।—নিউমনিয়া- রোগে রোগীর অত্যধিক দুর্ব্বলতা বশতঃ হৃৎপিণ্ডগহ্বরে রক্তচাপ জন্মিলে **এমন কার্ব্ব** উপকারী।

য়ুরিমিয়া বা মূত্রক্ষয়বিকার।—মূত্রস্রাবের রোধ

banglabooks.in

হইলে তাহার বিষাক্ত বস্তু শোণিত দূষিত করায় মস্তিষ্কীয় বিকারাদি নিম্নলিখিত নানাবিধ লক্ষণে **এমনিয়াম্ কার্ব্ব** উপযোগী ঔষধ বলিয়া বিবেচিত। ফলতঃ **স্কার্লেটিনা বা আরক্তজ্বর, হৃদ্রোগ, নিউমনিয়া, ব্রঙ্কাইটিস, এম্ফিসিমা ও ফুসফুসের পক্ষাঘাত** প্রভৃতি যে কোন রোগের চরমাবস্থায় শ্বাসকৃচ্ছ্র বশতঃ অক্সিজেন বা অম্লজানাভাব হওয়ায় কার্ব্বনিক এসিড প্রভৃতি কর্ত্তৃক বিষাক্ত শোণিতের পচনাবস্থা ঘটিলে যে সকল বৈকারিক লক্ষণ উৎপন্ন হইয়া থাকে তৎপ্রতিকারের পক্ষে **এমন কার্ব্ব** অন্যতম প্রধান ঔষধ বলিয়া গণ্য। লক্ষণ—রোগীর নিদ্রালু অবস্থায় বক্ষে সঞ্চিত শ্লেষ্মায় বৃহৎ বৃহৎ বুদ্ বুদ্ জন্মিলে শ্বাসপ্রশ্বাসে ঘড় ঘড় শব্দ হইতে থাকে, প্রলাপে রোগী পতঙ্গ ধরার (Grasping at flocks) চেষ্টায় ন্যায় শূন্যে হস্তপ্রসারণ করে ও তাহার ওষ্ঠ নীল অথবা নীললোহিত এবং জিহ্বা কটাসে বর্ণ হয়। এস্থলে **এণ্টিম টার্ট** ইহার অতি নিকটসম্বন্ধযুক্ত ঔষধ। অবস্থাবিশেষে **আর্স** এবং **কার্ব্ব ভেজ** ও তুলনীয়।

আর্ণিকা—টাইফয়েড্ অবস্থাপিত **আর্ণিকা** রোগীতে ন্যূনাধিক উপরিউক্ত প্রকৃতির লক্ষণ দৃষ্টিগোচর হয়। রোগী নিদ্রালু ও জড়বৎ অবস্থায় থাকে এবং প্রশ্নের উত্তর করিতে করিতে নিদ্রাগ্রস্ত হয়।

এমনিয়াম কার্ব্বের ধূম অঙ্গারবাষ্পের বিষক্রিয়ার কুফল নষ্ট করিতে সক্ষম। **আর্ণিকা** এবং **বভিষ্টা**ও কথন কথন ইহাতে সুফল প্রদান করিয়াছে।

স্প্রেণ বা মচকান।—আঘাতপ্রাপ্ত সন্ধি তপ্ত ও বেদনাযুক্ত হইলে **এমন কার্ব্ব** ব্যবহার করা যায়। এরোগে ইহা **আর্ণিকা, সাল্‌ফুরিক এসিড** এবং **এমন মিউ** সহ তুলনীয়।

banglabooks.in

আরক্তজ্বর বা স্কার্লেট ফিবার। এমনিয়াম্ কার্ব্বনিকাম্ এরোগের অন্যতম উপকারী ঔষধ বলিয়া গণ্য হইয়াছে। গলদেশের বহিরাভ্যন্তর স্ফীত, তাহার গ্রন্থিনিচয় বিবৃদ্ধ এবং উভয় টন্‌সিল গ্রন্থি স্ফীত ও ঈষৎ নীলাভ হয় এবং শিশু নিদ্রালু থাকে। এই নিদ্রালুতা, তৃণবীজবৎ উদ্‌ভেদ, এবং কৃষ্ণবর্ণ গলমধ্য ইহাকে বেলেন হইতে প্রভেদ করে।

২। এমনিয়াম্ মিউরিয়েটিকাম্।

প্রতিনাম।—এমনিয়াম্ ক্লোরাইড্।

সম্বন্ধ।—উষ্ণ জলে স্নান এমন মিউ সেবনের কুফল নষ্ট করে। এমন মিউরের কার্য্যপ্রতিষেধক—ক্যাম্ফর, কফিয়া, হিপার সাল্‌ফ, নাক্‌স্ ভ এবং বিটার এমণ্ডস্। বিষমাত্রার পক্ষে ভিনিগার অথবা উদ্ভিজ্জাম্ল। এমন মিউরের পরে প্রযোজ্য ঔষধ—এন্টি ক্রু, ফস্, পাল্‌স্ স্যানিক।

তুলনীয় ঔষধ।—এলুমি, এমন কার্ব্ব, এমন কষ্টি, আর্স, আর্জে নাই, কষ্টি, কেলি কার্ব্ব, মিউ এসি, নেট্ মিউ, ফস্, সিলিক্, সাল্‌ফ।

সাধারণ ক্রিয়া।—এমনিয়াম্ মিউরিয়েটিকাম্ শোণিতের সংযামকশক্তির হ্রাস ও গ্রন্থিস্রাবের এবং সূত্রজান পদার্থ বা ফাইব্রিণ নিঃসরণের বৃদ্ধি করিয়া থাকে। ইহা মুরিয়া পরিত্যাগেরও সাহায্য করে। শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিতে, বিশেষতঃ শ্বাসযন্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিতে, ইহার বিশিষ্ট ক্রিয়া বশতঃ তাহার স্রাব বৃদ্ধি পায়। শোণিত সহ মিশ্রিত হইলে ইহা হৃৎপিণ্ডের উত্তেজক রূপে কার্য্য করে।

লক্ষণ।

স্নায়ু।—বোধ যেন তাপে শোণিত অবিশ্রান্ত ভাবে স্ফীত হইতেছে। প্রাতঃকালে গাত্রোত্থানের পরে সম্পূর্ণ শরীরে ঘৃষ্টবৎ

banglabooks.in

বেদনা। শরীরাভ্যন্তরে তাপে বুদ্‌বুদ্ উঠার ন্যায় বোধ হওয়ায় দুর্ব্বলতা বশতঃ পক্ষাঘাতবৎ অনুভূতি জন্মে। মধ্যাহ্নভোজনের পর মুক্তবায়ুমধ্যে ভ্রমণকালে হঠাৎ অতিশয় দুর্ব্বলতা ঘটে। প্রাতঃকালে অত্যধিক দুর্ব্বলতা।

নাসিকা ;—সর্দ্দি হইলে নাসিকার রোধ ঘটে ও ঘ্রাণশক্তির অভাব হয় এবং তাহাতে অত্যন্ত টাটানি ও স্পর্শাসহিষ্ণু বেদনা থাকে। জলবৎ, তীব্র সর্দ্দিস্রাবে উর্দ্ধোষ্ঠে ক্ষত জন্মে। গলমধ্যে বিড় বিড় করায় হাঁচি হইতে থাকে।

শ্বাসযন্ত্র ;—স্বরযন্ত্রে জ্বালা ও স্বরভঙ্গ। কণ্ঠাতে শুড় শুড় করিলে শুষ্ক কাসি। রজনীতে চীৎভাবে শয়ন করিলে কাসি হওয়ায় নিদ্রার ব্যাঘাত। বক্ষে ঘড় ঘড়ি। বক্ষে চাপ এবং সূচিবেধবৎ বেদনা হওয়ায় বোধ যেন তাহাতে এক গ্রাস খাদ্য আটকাইয়া রহিয়াছে। প্রাতঃকালে বক্ষে কষ্টবোধ।

মুখগহ্বর ;—জিহ্বাগ্রে জ্বালাযুক্ত রসগ্রন্থিকা।

গলমধ্য ;—গলক্ষত হইলে গলমধ্যের আঠাবৎ শ্লেষ্মা এত কঠিন হয় যে তাহা গলা খাঁকার দিয়া উঠান যায় না। টন্‌সিল্‌গ্রন্থিতে দপদপানি। শৈত্যাসংস্পর্শ জন্য টন্‌সিল গ্রন্থি স্ফীত হওয়ায় গিলিতে কষ্ট।

আমাশয় ;—আমাশয়ে চর্ব্বণবৎ বেদনা; হিক্কা; উদ্গার; বিবমিষা; মুখ হইতে জল উঠা।

কুক্ষিপ্রদেশ ;—উভয় কুক্ষিদেশেই সবিরাম বেদনা। অপরাহ্নে ও ভ্রমণকালে দক্ষিণ কুক্ষিতে সূচিবেধবৎ বেদনা এবং জ্বালা। উপবেশনাবস্থায় প্লীহায় সূচিবেধবোধ।

উদর ;—নাভির চতুর্দ্দিকে কামড়ানি বেদনা।

মল এবং মলদ্বার ;—মলত্যাগকালে এবং তাহার পরেও

banglabooks.in

কতিপয় ঘণ্টা পর্য্যন্ত সরলান্ত্রে ও মলদ্বারে অত্যন্ত জ্বালা। সরলান্ত্রের চুলকনাযুক্ত টাটানি; ইহার পার্শ্বে অনেকগুলি পূয়গুটিকা জন্মে। সন্ধ্যাকালে অথবা ভ্রমণের সময় মলদ্বার হইতে শিশ্নমূল পর্য্যন্ত প্রদেশে ছিন্নবৎ বেদনা। কোষ্ঠবদ্ধে বিষ্ঠা কঠিন ও ঝুরঝুরে থাকে এবং তাহা অনেক চেষ্টা দ্বারা নিঃসারিত করিতে হয়। উদরাময়ের বিষ্ঠা সবুজ ক্লেদযুক্ত, এবং আম চকচকে ও চিমসে থাকে। কঠিন বিষ্ঠা আমজড়িত।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয় ;—অতি শীঘ্রাগত ঋতুস্রাবকালে উদরে ও মাজায় বেদনা হয় এবং রজনীতে স্রাব অধিকতর হইলেও বেদনা থাকে। ঋতুস্রাবকালে অন্ত্র হইতে রক্তযুক্ত স্রাব। নাভির চতুর্দ্দিকে চিমটি কাটার ন্যায় বোধ হইলে অণ্ডলালার ন্যায় এবং মূত্রত্যাগান্তে কটা ক্লেদময় ও বেদনাযুক্ত শ্বেতপ্রদর।

ঊর্দ্ধাঙ্গ ;—দক্ষিণপ্রকোষ্ঠ অবশ হওয়ার ন্যায় ভারি বোধ।

নিম্নাঙ্গ ;—বাম বঙ্ক্ষণ বা হিপসন্ধিতে বেদনা হওয়ায় বোধ যেন কণ্ডরানিচয় অতীব খর্ব্ব হইয়াছে, রোগী চলিতে ও লম্ফ দিতে বাধ্য এবং উপবিষ্টাবস্থায় অস্থিতে চর্ব্বণবৎ বেদনা। উপবেশনাবস্থায় ঊরুর সম্মুখাংশে ছিন্নবৎ বেদনা। উপবেশন বা শয়নাবস্থায় জঙ্ঘাদেশে আকৃষ্টতা সহ আততভাব। ভ্রমণকালে জঙ্ঘাপেশীর (Hamstring) বেদনা হওয়ায় বোধ যেন তাহা অতীব খর্ব্ব। পেশীর খর্ব্বতা হওয়ার ন্যায় সন্ধির আততভাব বশতঃ রোগী বক্র হইয়া ভ্রমণ করিতে বাধ্য। কুঁচকিতে মোচড় লাগার ন্যায় বেদনা হওয়ায় রোগী ঋজু হইয়া ভ্রমণ করিতে পারে না। দক্ষিণ গুল্‌ফে ক্ষতবৎ বেদনা।

জ্বর ;—সন্ধ্যাকালে শয়ন করিলে শীতভাব এবং যত বার জাগরিত হয় ততবারই শীতের অনুভূতি।

banglabooks.in

ত্বক্ ;—সম্পূর্ণ শরীরে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম উদ্‌ভেদ। হাম ও বসন্তের ন্যায় উদ্ভেদ।

প্রদর্শক লক্ষণ।

পৃষ্ঠে উভয় স্কন্ধের মধ্যবর্ত্তী স্থানে শৈত্যানুভূতি ;—ইহা সাধারণতঃ কাসি অথবা কাসিহীন বেদনাদিতে ও বক্ষরোগে উপস্থিত হয় এবং ঐ সকল রোগ অথবা বক্ষরোগ উপসর্গরূপে বর্ত্তমান থাকিলে অন্যান্য রোগেও **এমন মিউ** প্রদর্শন করে। **লাইক** অথবা **ফসের** উভয় স্কন্ধের মধ্যবর্ত্তী স্থানের জ্বালার ন্যায় ইহাও অতি নির্ভরযোগ্য প্রদর্শক লক্ষণমধ্যে গণ্য।

চিকিৎসা।

স্নায়ুশূল বা নিউরেল্‌জিয়া ;—মস্তক, ললাট এবং মুখমণ্ডলের স্নায়ুশূল অথবা "ক্লেভাস মাইগ্রেণ" এবং প্রসপ্যাল্‌জিয়া প্রভৃতি স্নায়ুশূল **এমনিয়াম মিউরিয়েটিকাম** আরোগ্য করিয়াছে বলিয়া ইহার বিলক্ষণ প্রসিদ্ধি আছে।

ইহার হিপ্ বা বঙ্ক্ষণ সন্ধির বেদনায় রোগী বোধ করে যেন তৎসংসৃষ্ট কণ্ডরানিচয় সঙ্কুচিত হইয়াছে, রোগী খোঁড়াইয়া চলে ও উপবেশনাবস্থায় অস্থিতে চর্ব্বণবৎ বেদনা অনুভব করে।

সাইয়াটিকা বা গৃধ্রসী ;—এ রোগের বেদনার উপবেশনাবস্থায় বৃদ্ধি, ভ্রমণকালে কখন কখন উপশম এবং শয়ন করিলে সম্পূর্ণ উপশম হইলে **এমন মিউ**দ্বারা উপকার পাওয়া যায়। জঙ্ঘা সঙ্কুচিত বোধ। পদের ঝাঁকি হওয়ায় রোগী বেদনা পায় এবং পদে ঝিন্‌ঝিনি ধরে।

শস্ত্রছিন্ন অঙ্গের অবশিষ্টাংশের স্নায়ুশূলেও **এমন মিউ** দ্বারা উপকার পাওয়া যায়।

banglabooks.in

নাসিকাসর্দ্দি ; গলক্ষত বা সোর থ্রোট এবং টন্‌সিলাইটিস বা টন্‌সিলগ্রন্থিপ্রদাহ ;—নাসিকা-সর্দ্দিতে দিবস অপেক্ষা রজনীতে অধিকতর নাসিকারোধ ঘটে। এক এক সময়ে অন্যতর নাসিকা রুদ্ধ হইয়া থাকে এবং নাসিকা হইতে হাজা-কর জলবৎ স্রাব হওয়ায় নাসারন্ধ্র ও উদ্ধোষ্ঠের ক্ষতভাব জন্মে। **গলমধ্য** স্ফীত হওয়ায় রোগী মুখ খুলিতে পারে না। মুখ এবং গলমধ্য আটা শ্লেষ্মাপূর্ণ হইলে তাহা অতি কষ্টে নিষ্ঠূত হয়। **টন্‌সিল গ্রন্থি দপ দপ করে ;** ইহাই **এমন মিউরের** বিশেষ লক্ষণ। এই লক্ষণ **টনসিলগ্রন্থিপ্রদাহে এবং আরক্ত জ্বরের** অতীব কঠিন গলগহ্বররোগনিবন্ধন ন্যূনাধিক শ্বাসরোধে **এমন মিউরকে** আমাদিগের স্মরণপথে আনয়ন করে।

কাসি ; ব্রঙ্কাইটিস বা নলৌষ এবং যক্ষ্মাকাস বা থাইসিস্ ;—উপরিউক্ত সর্দ্দিতে বা স্বতন্ত্রভাবে **এমন মিউরের** কাসি উপস্থিত হইতে পারে। প্রচণ্ড কাসিতে বোধ যেন স্বরযন্ত্রের লালাগ্রন্থি উত্তেজিত হওয়ায় **মুখ লালাপূর্ণ** হইয়া উঠে। স্বরভঙ্গ হয় এবং অতি তীব্র স্রাব হওয়ায় স্বরযন্ত্রে অবদারণ জন্মে ও তাহা জ্বালা করে। থাইসিস্, ব্রঙ্কাইটিস্ প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার বক্ষরোগেই **অংশফলকাস্থিদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তীস্থানে শৈত্যানুভূতি** জন্মে। বক্ষের গুরুত্বানুভূতি জন্য রোগী কষ্টবোধ করে। **এমন কার্ব্বের** এই গুরুত্ব সহ জ্বালা থাকে। কখন কখন রোগী বক্ষের কষ্টানুভূতির সময়ে তাহাতে একখণ্ড আগন্তুক বস্তু থাকা অনুভব করে। অনেক সময় রোগী বলে বক্ষের কোন ক্ষুদ্র স্থানবিশেষ নাড়ী স্পন্দনের সমসাময়িকরূপে জ্বালা, দপ দপ ও বেদনা করে।

যকৃৎরোগ—পুরাতন শোণিতাধিক্য ;—অতি-মিক্ত মদ্যপান, কুইনাইন্ সেবন প্রভৃতি বশতঃ যকৃতের পুরাতন শোণিতা-

banglabooks.in

ধিক্য এবং বিবৃদ্ধি জন্মিলে **এমন মিউ** অন্যতম উপকারী ঔষধ। রোগী বিষণ্ণ হয় এবং তাহার বিষ্ঠা আমজড়িত থাকে।

কোষ্ঠবদ্ধ।—এমন মিউয়ের কোষ্ঠবদ্ধে বিষ্ঠা **কঠিন শুষ্ক ও ঝুর ঝুরে** থাকে এবং তাহা **অতি কষ্টের সহিত ত্যাগ করিতে হয়।** কখন কখন বিষ্ঠা শ্লেষ্মাবৃত থাকে; **কষ্টিকামের** বিষ্ঠাও আমমাখা থাকে এবং চর্ব্বি মাথার ন্যায় চক চক করে।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়রোগ—জরায়ুর স্থানচ্যুতি; অণ্ডাধাররোগ; শ্বেতপ্রদর বা লিউকরিয়া।— স্ত্রীজননেন্দ্রিয় রোগে **এমন কার্ব্ব** অপেক্ষা **এমন মিউ** লক্ষণ অধিকতর পরিস্ফুট হওয়ায় ইহা অধিকতর কার্য্যকারী। **কুচকি-দেশে প্রবল আকৃষ্ট ভাবের অনুভূতিতে রোগীর সম্মুখে বক্র হইয়া চলিতে বাধ্য হওয়াই** ইহার অতি প্রকৃষ্ট প্রদর্শক লক্ষণ। রোগী অনবরত কুচকিতে আকৃষ্টবৎ বেদনা বোধ করে। কখন কখন রোগী বোধ করে যেন তাহার কুচকিতে প্রবল টান লাগিতেছে। কুচকিদেশে সূচিবেধ ও কর্ত্তনবৎ এবং টাটানি বেদনা হয়। এই সকল লক্ষণ জরায়ুর স্থানভ্রষ্টতা ও অণ্ডাধারের রোগপ্রকাশক এবং **এমন মিউয়ের** নির্দ্দেশক। **এমন মিউসদৃশ কোষ্ঠবদ্ধ** ইহার সহানুবর্ত্তী লক্ষণ। **কটা, চাপ চাপ** অথবা **পরিষ্কার** ও **অণ্ডলালা** বা **এল্বু-মেনবৎ শ্বেতপ্রদর** উপরিউক্ত রোগের অন্যতম লক্ষণরূপে বর্ত্তমান থাকে।

আর্ণিকা—ইহারও স্ত্রীরোগে কুচকিতে টান লাগার ন্যায় আকৃষ্টবৎ বেদনা থাকে।

এপিস্—ইহাতে তলপেটের এক পার্শ্ব হইতে পার্শ্বান্তর পর্য্যন্ত আকৃষ্টতা এবং ত্বকের টান টান বা আততভাব থাকে।

banglabooks.in

রজোবাহুল্য বা মেনরেজিয়া।—এমন মিউ-য়ের রজোবাহুল্য রোগে **রজনীতে** ঋতু অথবা রক্তস্রাব হয়। **বভিষ্টার** ঋতুস্রাবাধিক্যেও **রজনীতে বা রজনীতে শয়নাবস্থায়** রক্ত স্রাব হয়।

ক্রিয়াজোট—শয়নাবস্থায় ঋতুস্রাব হয়, উঠিয়া বসিলে অথবা ভ্রমণকালে তাহা বন্ধ থাকে।

লিলিয়াম টাই—চলাফেরা করিলে ঋতুস্রাব হয়, স্থির হইলে বন্ধ থাকে।

ম্যাগ্নে কার্ব্ব—কেবল রজনী অথবা শয়নাবস্থায় রজঃস্রাব হয়, ভ্রমণ কালে বন্ধ থাকে।

পুরাতন রসবাত বা রিউম্যাটিজম্‌ঃ অঙ্গাদি মচকান বা স্প্রেণের পুরাতন ফল।—এমন মিউয়ের ক্রিয়ার সন্ধিদেশ সঙ্কুচিত বোধ হয়। ইহা তান্তব উপাদান আক্রমণ করিলে উরুপশ্চাতের পেশীকণ্ডরার সঙ্কোচন উৎপন্ন হওয়ায় ভ্রমণকালে রোগী তাহা কঠিনরূপে আকৃষ্ট বোধ করে। কালব্যাপী অঙ্গচালনায় এই লক্ষণের উপশম। অঙ্গাদিতে মোচড় লাগার পুরাতন কুফলসংশোধনের ইহা অন্যতম ঔষধ।

গুল্‌ফ বা পাদমূলের ক্ষত।—পাদমূলে ক্ষত হওয়ায় তাহাই ছিন্ন ও সূচিবেধবৎ বেদনা রজনীতে বৃদ্ধি ও ঘর্ষণে উপশম হইলে **এমন মিউ** উপকারী।

ম্যাঙ্গ্যানাম্‌—রসবাতিকধাতুর রোগীদিগের গুলফ রসবাতাক্রান্ত হইলে ইহা উপকারী। রোগী পায়ে ভর দিয়া চলিতে পারে না। ইহার বাতজ লক্ষণ গুল্‌ফের কৃষ্ণ বর্ণ প্রায় নীলাভ স্থান প্রকাশ পায়।

স্যাবাইনা—শোণিত সম্পন্না স্ত্রীলোকদিগের গুল্‌ফের যে রোগকে বাতজ প্রদাহ বলা যায় ইহা তৎপক্ষে উপযোগী।

banglabooks.in

এণ্টিমক্রু—গুল্‌ফদেশের টাটানি বেদনায় উপকারী।

লিডাম পা, গ্র্যাফা এবং নেট কার্ব্ব—পাদমূলের ফোস্কা আরোগ্য করে।

এলিয়াম সিপা—পাদুকা অথবা ষ্টকিনের ঘর্ষণে পাদমূলে ক্ষত জন্মিলে ইহা দ্বারা উপকার হয়।

পাল্‌স এবং কষ্টিকাম্ গুল্‌ফ রোগের অন্যতম ঔষধ।

৩। এমনিয়াম কষ্টিকাম।

তুলনীয় ঔষধ ;—এমনিয়া-সল্টনিচয়, এরাম ট্রি, কেলি কষ্টিকাম্।

সাধারণ ক্রিয়া ;—এমনিয়াম্ কষ্টিকামের অধিকাংশ লক্ষণই ইহার বিষক্রিয়া হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। বাষ্পাকারে ইহার শ্বাস গ্রহণেই হউক আর সেবন করাতেই হউক ইহা হৃৎপিণ্ডের প্রবল উত্তেজক-রূপে কার্য্য করিয়া থাকে। ইহা শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির প্রগাঢ় উদ্দীপনা উপস্থিত করায় নাসিকা হইতে বিদাহী, জ্বালাযুক্ত ও ক্ষতকর স্রাব হয় এবং ষ্টার্ণাম্ বা বুকাস্থির পশ্চাদ্দেশ ব্যাপিয়া জ্বালাযুক্ত অবদারণ ভাব জন্মে। শ্লৈষ্মিক-ঝিল্লিতে ইহা শোথ ও ক্ষত উৎপন্ন করে। ইহার ক্রিয়ায় রোগী অতীব দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। ইহা বায়ুনালী আক্রমণ করায় তাহার প্রদাহ বা ব্রঙ্কাইটিস্ জন্মিলে প্রচুর গয়ার নিঃসৃত হয় এবং শ্বাসকষ্ট উপস্থিত হওয়ায় প্রায় শ্বাস রোধের উপক্রম দেখা যায়।

চিকিৎসা।

ডিফথিরিয়া বা মারাত্মক গলক্ষত ;—নাসিকা-গহ্বরের ডিফথিরিয়া রোগে নাসিকা হইতে জ্বালাযুক্ত ও হাজাকর স্রাব জন্মিলে এবং রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে এমনিয়াম কষ্টিকাম উপকারী।

banglabooks.in

এফনিয়া বা স্বরলোপ ;—**স্বরযন্ত্র ও ষ্টার্ণামের পশ্চাদ্দেশ বাহিয়া জ্বালা ও অবদারণভাব থাকিলে** এফনিয়ারোগে **এমন কষ্টি** উপকারী। স্বরলোপের চিকিৎসায় ডাঃ ফ্যারিংটন ইহাকে প্রথম স্থানীয় ঔষধ বলিয়া বিশ্বাস করেন।

মেম্ব্রেনাস্ ক্রুপ বা সঝিল্লিক ঘুংরিকাসি ;—কোন কোন কৃতবিদ্য চিকিৎসক এ রোগে **এমন কষ্টিকে** অমোঘ ফলদায়ক ঔষধ বলিয়া বিবেচনা করেন।

ব্রংকাইটিস প্রভৃতি রোগ ;—**এণ্টিম টার্টের** ন্যায় বক্ষে প্রচুর শ্লেষ্মার সঞ্চয় হইলে, এবং **স্কার্লেটিনারোগে** পূর্ব্বকথিতরূপ নাসিকাস্রাব থাকিলে, এবং অবস্থাবিশেষে **স্বরযন্ত্র-দ্বারের আক্ষেপে** ও স্কন্ধ-পেশীর **রসবাতরোগে এমন কষ্টি** দ্বারা উপকার হইয়াছে।

৪। এমনিয়াম্ ফস্‌ফরিকাম্।

চিকিৎসা।

রসবাত রোগে হস্তাঙ্গুলির সন্ধিস্থানে ও হস্তপৃষ্ঠে **গুটিকা** জন্মিলে স্থলবিশেষে **এমন ফস্** দ্বারা উপকার পাওয়া যায়। পুরাতন **রস-বাতিক বা রিউম্যাটিক গাউটরোগগ্রস্ত** রোগীদিগের **পুরাতন ব্রঙ্কাইটিস্** রোগে ইহা কখন কখন কার্য্যকারী। ইহা **মুখমণ্ডলের পক্ষাঘাত** আরোগ্য করিয়াছে।

৫। এমনিয়াম্ ব্রমেটাম্।

সাধারণ ক্রিয়া।—অধিক মাত্রায় ব্রমাইড্ অব এমনিয়াম্ সেবন করিলে মানসিক জড়তা এবং শারীরিক অবসাদ জন্মে। ইহার বহিঃ প্রয়োগে শরীরস্থানের অসাড়তা উৎপন্ন হয়। ফলতঃ ব্রমাইড

banglabooks.in

সন্ট মাত্রেরই প্রায় এইরূপ ক্রিয়া হইয়া থাকে। গলমধ্য-রোগেও ইহার কাসির লক্ষণ অতীব আবশ্যকীয় বলিয়া জানিতে হইবে।

চিকিৎসা।

স্বরযন্ত্ররোগ—প্রতিশ্যায় ;—বক্তাদিগের স্বরযন্ত্রের সর্দ্দি রোগের পক্ষে **এমনিয়াম ব্রমেটাম্** অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহার আনুষঙ্গিকরূপে আক্ষেপিক কাস থাকিতে পারে; স্বরযন্ত্র মধ্যে শুড় শুড়ি, তাপ এবং জ্বালা থাকায় কাসি দিবারজনী, বিশেষতঃ রজনীতে, অবিশ্রান্ত ভাব ধারণ করে।

banglabooks.in

লেক্‌চার ৫৫ (LECTURE. LV.)

কম্পজিটি জাতিভুক্ত ঔষধনিচয়।

১। আর্‌টিমিসিয়া ভাল্‌গারিস্‌। ২। এব্রটেনাম্‌। ৩। এব্‌সিস্থিয়াম্‌। ৪। কার্‌ডুয়াস মেরিয়নাস্‌। ৫। ন্যাফালিয়াম্‌। ৬। ল্যাক্‌টুকা ভিরসা। ৭। মিলিফলিয়াম্‌। ৮। সিনিসিয় অরাস। ৯। ইরিজিরণ। ১০। য়ুপেটরিয়াম্‌ পার্‌ফলিয়েটাম্‌। ১১। য়ুপেটরিয়াম্‌ পার্‌পূরিয়াম্‌। ১২। ট্যারাক্‌সেকাম।

১। আর্‌টিমিসিয়া ভাল্‌গারিস্‌।—(Artemesia vulgaris)।

সাধারণ ক্রিয়া—স্নায়ুমণ্ডলেই ইহার প্রাথমিক ও প্রায় একমাত্র ক্রিয়া প্রকাশিত হয়, অথবা স্নায়বিক ক্রিয়া জন্যই ইহা রোগচিকিৎসায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। গতিদ স্নায়ুর উত্তেজনারূপ ক্রিয়ার ফলে মৃগীবৎ আক্ষেপ এবং চক্ষুর ইন্টার্ণাল রেক্টাস্‌ ও সিলিয়ারিপেশীর স্নায়বিক উত্তেজনার প্রতিক্রিয়াঘটিত দুর্ব্বলতায় ইহা বিশেষ প্রকারের ক্রিয়াগত দৃষ্টিবিভ্রাট উৎপন্ন করে। কম্পজিটি জাতিভুক্ত প্রায় সকল ঔষধই, বিশেষতঃ সিনা, চক্ষুতে ন্যূনাধিক ক্রিয়া প্রকাশিত করিয়া থাকে।

চিকিৎসা।

মৃগী বা এপিলেপ্‌সি।—কোন প্রকার মানসিক ভাববিপর্য্যয়, বিশেষতঃ ভীতিপ্রযুক্ত মৃগীর আক্রমণ নিবারণে **আর্‌টিমিসিয়া** উপকারী। ইহার রোগাক্রমণের কতিপয় আবেশ অতি শীঘ্র শীঘ্র হইলে, পরে অনেক সময় পর্য্যন্ত বিশ্রাম থাকে এবং

banglabooks.in

সাধরণতঃ রোগী নিদ্রাভিভূত হয়। ইহাকে “বৃহৎ মৃগী” বা “গ্র্যাণ্ড মল” (ফ্রেঞ্চ) বলে। ইহাতে অন্য যে এক প্রকার মৃগীর আক্রমণ হয় তাহাকে “ক্ষুদ্র মৃগী” বা “পেটিট্ মল্” (ফ্রেঞ্চ) বলিয়া থাকে। শেষোক্ত প্রকারের আক্রমণে “অরা”দি কোন সতর্ককারী পূর্ব্বলক্ষণ উপস্থিত হয় না ; সম্ভবতঃ রোগী পথ চলিতে চলিতে হঠাৎ স্থিরভাবে দণ্ডায়মান হয়, লক্ষহীনভাবে তাকায়, দুইচারিটী অস্পষ্ট কথা বলিতেও পারে, পরেই তাহার স্বাভাবিক অবস্থা পুনরাবৃত্ত হওয়ায় পূর্ব্ববৎ পথ চলিতে আরম্ভ করে। পূর্ব্বঘটনা স্মরণ থাকে না।

চক্ষুরোগ—দৃষ্টিদৌর্ব্বল্য বা এস্থেনপাইয়া ;— **আর্টিমিসিয়া**-চক্ষুরোগের একটি বিশেষ লক্ষণ এই যে “রঙ্গিণ আলোকের দিকে তাকাইলে রোগীর মাথা ঘুরিয়া উঠে”। রোগী যদি কোন রঙ্গিণ কাচযুক্ত বাতায়ানের নিকটে উপবেশন করিয়া থাকে তাহাতে তাহার শিরোঘূর্ণন হয়। **চক্ষুদৌর্ব্বল্য বা এস্থেনপাইয়া** রোগেও ইহা উপকারী। চক্ষু কার্য্যলিপ্ত করিতে চেষ্টা করিলে চক্ষুতে বেদনা হয় এবং দৃষ্টিমালিন্য ঘটে। চক্ষু রগড়াইলে এই দৃষ্টিমালিন্য ক্ষণকালের জন্য উপশম পায়। চক্ষুপেশীর দুর্ব্বলতা নিবন্ধন চক্ষুদ্বয়ের পরস্পরের সামঞ্জস্যীভূত ক্রিয়া না হওয়ায় (Defective accommodation) এইরূপ দৃষ্টিদোষ ঘটে।

২। এব্রটেনাম্ (Abrotanum.)।

তুলনীয় ঔষধ ;—এগারি, ব্যারাইটা, ব্রায়, কনা, সিমিসি, জেল্স্, ফস্, রাস্, জিঙ্ক।

সাধারণ ক্রিয়া ;—মূলতঃ ইহা স্নায়ুকেন্দ্র আক্রমণ করিয়া তাহাতে অনতিপ্রবল শোণিতাধিক্য উৎপন্ন করে এবং ফলস্বরূপ শরীরাংশে স্নায়ুশূলযুক্ত অসাড়তা এবং পক্ষাঘাত উপস্থিত হয়।

banglabooks.in

স্নায়ুশূল বশতঃ রোগী অত্যন্ত অস্থির থাকে এবং শরীরচালনায় তাহার উপশম হয়। ইহার গৌণ ক্রিয়াফলে পুনরুৎপাদিকাশক্তি প্রভৃতরূপে বিধ্বস্ত হওয়ায় পুষ্টিক্রিয়ার প্রগাঢ় অবসাদ বশতঃ পরিপাকবিকার জন্মিলে অত্যাধিক শারীরিক শীর্ণতা এবং শিশুক্ষয়রোগ উৎপন্ন হয়। শিশুদিগের ক্ষয়রোগেই ইহার বিশেষ উপকারিতা দৃষ্ট হইয়া থাকে। তান্তবোপাদান ও রসঝিল্লিতেও ইহা ক্রিয়া প্রকাশ করে।

চিকিৎসা ;—হঠাৎ উদরাময়ের রোধ বশতঃ যদি প্রবল **জ্বর** ও **রসবাতরোগে** হৃৎপিণ্ডের উত্তেজনা প্রযুক্ত বক্ষের আড়াআড়ি ভাবে হৃৎপিণ্ডপ্রদেশে তীক্ষ্ণ ও কঠিন বেদনা হয় তাহাতে **এব্রটেনাম্** উপকারী। এরূপ **উদরাময়ে** শিশুদিগের **নাসিকা হইতে রক্তস্রাব হয় (এপিষ্ট্যাক্সিস),** মূত্রে শোণিত মিশ্রিত থাকে এবং রোগী উৎকণ্ঠাযুক্ত ও কম্পভাববিশিষ্ট হয়। সন্ধির **রসবাতরোগ** হঠাৎ বসিয়া যাওয়ায় ভয়াবহ হৃৎলক্ষণ উপস্থিত হইলে ইহা **লিডাম, অরাম,** এবং **ক্যাল্মিয়া** সহ তুলনীয়। ফলতঃ **রোগ স্থানান্তরিত হওয়া** অথবা একস্থান হইতে অন্তর্হিত হইয়া স্থানান্তর বা যন্ত্রান্তর আক্রমণ করা **এব্রটেনামের** একটি বিশেষ প্রকৃতি বলিয়া জানিতে হইবে। হঠাৎ কর্ণমূলগ্রন্থির প্রদাহ স্থানচ্যুত হইয়া অণ্ডকোষ বা সন্ধিতে যাইলে **কার্ব্ব ভেজ** কিম্বা **পাল্সে** তাহা আরোগ্য না হইলে **এব্রটে** আরোগ্য হইয়াছে। উদরাময়ের হঠাৎ অন্তর্দ্ধান বশতঃ রসবাত ও রক্তস্রাব উৎপন্ন হওয়ার বিষয় ইতিপূর্ব্বে কথিত হইয়াছে; ইহা কখন কখন **অর্শরোগের** কারণ হইয়া থাকে।

প্লুরিসি বা ফুস্ফুসবেষ্টঝিল্লিপ্রদাহ ;—**ব্রাঙ্কিয়ার** প্রকৃত প্রদর্শক লক্ষণ উপস্থিত থাকিলেও যদি তাহা দ্বারা রোগ সম্পূর্ণ আরোগ্য না হয় এবং বক্ষপার্শ্বে চাপবৎ অনুভূতি

banglabooks.in

বর্ত্তমান থাকে ও শ্বাসপ্রশ্বাসের বাধা জন্মে, তদবস্থায় **এব্রটে** ফলপ্রদ। ডাঃ কেণ্ট কোন মুমূর্ষু রোগীকে ইহা দ্বারা আরোগ্য করিয়াছেন। শ্বাসকৃচ্ছ্র, উৎকণ্ঠা, শীতল ঘর্ম্ম এবং হৃৎশূল প্রভৃতি ভয়াবহ লক্ষণযুক্ত শয্যাগত রোগিণীর আত্মীয়স্বজনগণ মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। রোগিণীর রসবাত রোগ কোন উগ্র প্রলেপ দ্বারা হঠাৎ আরোগ্য হওয়ার পর ব্যাধির আক্রমণ হয়, ডাঃ কেণ্ট ইহা শ্রবণ করিয়া **এব্রটে** প্রয়োগ করায় রোগিণী ত্বরিত প্রকৃতিস্থ হয়েন।

এব্রটেনাম রোগী শৈত্য এবং আর্দ্রশীতল বায়ু সহ্য করিতে পারে না। তাহাতে **পৃষ্ঠবেদনা** জন্মে এবং লক্ষণাদির রজনীতে বৃদ্ধি হয়।

আমাশয় শূল বা গ্যাষ্ট্র্যালজিয়া।—রোগের অবস্থা-বিশেষে **এব্রটেনাম** দ্বারা সাহায্য পাওয়া যায়। আমাশয়ে জ্বালাযুক্ত ও টাটানি বেদনা হয়, এবং আমাশয় যেন জলমধ্যে ঝুলিয়া কিম্বা জলোপরি ভাসমান থাকার ন্যায় শীতল বোধ হয়। বমনের প্রকৃতিতে ক্যান্সারাদি কঠিন রোগের সন্দেহ জন্মে। ইহার উদরলক্ষণস্বরূপ কখন উদরাময় ও কখন কোষ্ঠবদ্ধ উৎপন্ন হয়, অথবা **পর্য্যায়ক্রমিক উদরাময় ও কোষ্ঠবদ্ধ** থাকে। **নেট্রাম সাল্ফ** ও **জিঙ্কাম্** রোগীর ন্যায় ইহার রোগীও উদরাময়ের উপস্থিতিতে অপেক্ষাকৃত সুস্থ থাকে এবং কোষ্ঠবদ্ধ হইলে **রসবাত, রক্তস্রাব ও অর্শ** প্রভৃতি নানাবিধ রোগ জন্মে।

শিশুদিগের **নাভি হইতে রক্তস্রাব** এবং বালকদিগের **হাইড্রসিল বা জলদোষরোগ এব্রট** আরোগ্য করিয়াছে।

শিশুক্ষয় বা ম্যারেস্মাসরোগের এব্রটেনাম অন্যতম প্রধান ঔষধমধ্যে গণ্য। ইহাতে শরীরের ক্ষয় বা শীর্ণতা অধঃ অঙ্গে

banglabooks.in

আরম্ভ হইয়া শরীরোর্দ্ধে বিস্তৃত হয়, অথবা শরীরোর্দ্ধাংশ সর্ব্বশেষে শুষ্কতা পায়; **লাইক, নেট মি** এবং **সোরিণ** শীর্ণতা শরীরোর্দ্ধে আরম্ভ হইয়া ক্রমে অধঃ অঙ্গে যায় এবং অনেক সময়ে উদরাময়ের হঠাৎ রোধ ঘটিয়া পীড়া জন্মে এবং রোগীর পর্য্যায়ক্রমিক কোষ্ঠবদ্ধ ও উদরাময় থাকে, এবং অতি ক্ষুধায় উদরের কামড়ানি হয়, রোগী যাহা পায় হাম হাম করিয়া খায় এবং অজীর্ণ ভুক্তবস্তু মলসহ নির্গত হওয়ায় শীর্ণ হইয়া যায়। শিশু বড় অবসাদগ্রস্ত। অস্বাভাবিক ক্ষুধা থাকে এবং খায় কিন্তু শীর্ণ হইয়া যায়—**এসেটিক এসি, এব্রটে, আয়ডিন, স্যানিক্** এবং **টুবার্ক্**; **এব্রটে, এমন মি** এবং **আর্জ্জে নাইতে** জঙ্ঘার অধিকতর এবং **নেট মি** ও **সারজ্জাপ্যারিলায়** গ্রীবার অধিকতর শীর্ণতা জন্মে।

৩। এব্সিন্থিয়াম্ (Absinthium)।

তুলনীয় ঔষধ ;—আর্টি মল্গভা, এব্রটে, এল্কহল, বেল, ক্যাম, হায়সা, ষ্ট্র্যাম।

সাধারণ ক্রিয়া ;—ইহার মাদক ও সাধারণ স্নায়বিক এবং যান্ত্রিক ক্রিয়োত্তেজক গুণের বশবর্ত্তী হইয়া য়ুরপখণ্ডের অনেকে ইহা নিয়মিতরূপে ব্যবহার করিয়া থাকেন। ইহা সেবনের প্রাথমিক ফল স্বরূপ মানসিক স্ফূর্ত্তি উপস্থিত হয়। কিন্তু উপযুক্ত মাত্রা অতিক্রম করিলে শীঘ্রই অতি ভয়াবহ প্রলাপলক্ষণ দেখা দেয়। প্রলাপকালে অনবরতঃ ভ্রমণ করা এই পর্য্যায়ভুক্ত সকল ঔষধেই দেখিতে পাওয়া যায়। **এব্সিন্থিয়াম্** রোগী নানাপ্রকার ভ্রান্তিপূর্ণ দৃশ্য দর্শন করে, এবং যন্ত্রণা বশতঃ ভ্রমণ করিতে বাধ্য হয়। **ক্যামমিলা** ও **সিনা** যন্ত্রণার উপশম হয় বলিয়া শরীর চালনা করে; **আরটিমিশিয়া**

banglabooks.in

ইচ্ছা করিয়া চলিয়া বেড়ায়। ফলতঃ ইহা মূলতঃ মস্তিষ্ক এবং মেরুমজ্জা, বিশেষতঃ মেডুলা অবলঙ্গেটাপ্রদেশে বিশেষ ক্রিয়া প্রকাশ করে। ইহার শেষোক্ত ক্রিয়াফলে পেশীকম্প, প্রবল ও ক্ষণিক (Tonic and Clonic) আক্ষেপ, মুখে ফেণোচ্ছলন, অনৈচ্ছিক মলত্যাগ ও রেতঃস্খলন এবং সঙ্গে সঙ্গে ভ্রম ও প্রলাপকথন প্রভৃতি মৃগীবৎ লক্ষণ উপস্থিত হয়। গৌণভাবে ইহা পুনরুৎপাদিকা শক্তির বৃদ্ধি করায় প্রথমে ক্ষুধার বৃদ্ধি, পরিপাক শক্তির উন্নতি, শোণিতগতির বৃদ্ধি এবং স্রাবাদির কিঞ্চিৎ আধিক্য উপস্থিত করে। কিন্তু ন্যূনাধিক কাল পরেই ইহার অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়াবশতঃ পরিপাকবিকার এবং তদানুষঙ্গিক লক্ষণপরম্পরা উৎপন্ন হয়। ইহার ক্রিয়ার মদ্যের ক্রিয়াসহ সৌসাদৃশ্য থাকিলেও তদপেক্ষা ইহা গুরুতর ফল উৎপাদন করে। যুবা ব্যক্তিদিগের রোগে ইহার অধিকতর ব্যবহার দৃষ্ট হয়।

চিকিৎসা।—**টাইফয়েড্ জ্বর** প্রভৃতিতে মস্তিষ্কের শোণিতাধিক্য বশতঃ ভয়াবহ প্রলাপ ও অস্থিরতা সহ ইতস্ততঃ ভ্রমণ, এবং মস্তিষ্কের অধদেশে রক্তাধিক্য হওয়ায় অনিদ্রা লক্ষণে **এবসিন্থ** ফলপ্রদ হইয়াছে। ইহা মেরুমজ্জার শোণিতাধিক্য ও উত্তেজনা উৎপন্ন করিলে মৃগীবৎ সর্ব্বাঙ্গীন আক্ষেপ হওয়ায় বৃদ্ধদিগের **মৃগীরোগাবেশের** অন্তে বুদ্ধির জড়তা ঘটিলে এবং শিশুদিগের **সর্ব্বাঙ্গীণ আক্ষেপ বা কন্‌ভালসন** অধিককাল স্থায়ী হইলে প্রযুক্ত হইয়া উপকার করিয়াছে।

৪। কার্‌ডুয়াস মেরিয়নাস্ (Carduus Marianus)।

তুলনীয় ঔষধ।—চেলি, সিঙ্ক, আয়ডি, মার্ক, পড।

সাধারণ ক্রিয়া।—কার্‌ডুয়াস মেরিয়নাস যকৃৎ এবং পোর্ট্যাল বা যকৃদ্দ্বার শিরা আক্রমণ করায় ন্যাবা বা জণ্ডিস্ এবং অন্যান্য পিত্ত-

banglabooks.in

বিকার উৎপন্ন হয়। এবং এই সকল লক্ষণ দূরীকরণ জন্য প্রযুক্ত হইলে ইহা অতি স্পষ্ট সুফল প্রদান করে।

লক্ষণ।

মন ;—মস্তকের অবসাদভাব। মানসিক বিশৃঙ্খলভাবযুক্ত শিরো-ঘূর্ণন।

আমাশয়াদি ;—তিক্তাস্বাদ এবং ক্ষুধাহীনতা। বিবমিষা; উদ্গার ; লালাস্রাবের বৃদ্ধি এবং আমাশয়ের স্ফীতি।

উদর ;—যকৃতের স্ফীতি ও বেদনা ; যকৃদ্দেশে পূর্ণতার অনুভূতি এবং ন্যাবা। দক্ষিণপার্শ্ব চাপিয়া শয়নে যকৃতের আততভাব এবং চাপ।

মল ;—পর্য্যায়ক্রমিক কোষ্ঠবদ্ধ ও উদরাময়। বিষ্ঠায় পিত্তের স্বল্পতা।

মূত্র ;—মূত্রে পিত্তের রঞ্জকপদার্থের বর্ত্তমানতা। মূত্র অত্যল্প, ঈষৎ কটা এবং ঘোলাটে।

চিকিৎসা।

যকৃৎ রোগ—যকৃতের প্রবল রক্তাধিক্য বা হাইপারিমিয়া ; ন্যাবা বা জণ্ডিস্ ;—ন্যাবালক্ষণযুক্ত যকৃৎ-রোগে মৃদু শিরঃশূল, তিক্তাস্বাদ, লোহিত পার্শ্ব ও অগ্রযুক্ত শুভ্র জিহ্বা এবং ঈষৎ সবুজ ও তরল পদার্থের বমন থাকিলে **কার্ডুয়াস্** প্রযোজ্য। যকৃদ্দেশ অস্বস্তিকর পূর্ণতা বিশিষ্ট, বিষ্ঠা পিত্তসংযুক্ত এবং মূত্র স্বর্ণাভ ; দক্ষিণ কুক্ষি ও আমাশয়োর্দ্ধপ্রদেশ স্পর্শে বেদনা। ডাঃ বার্ণেটের মতে "ষ্টার্ণাম বা সম্মুখ ও মধ্য বক্ষের নিম্নাংশের উপরিভাগে ঘোর কটাসে ত্বকস্থানের বর্ত্তমানতা" **কার্ডুয়াস মেরিয়্যানাসের** উৎকৃষ্ট নির্দ্দেশক বলিয়া গণ্য ; তিনি বলেন "ইহা যকৃৎ এবং হৃৎপিণ্ড

banglabooks.in

উভয়ের বিকার প্রদর্শন করে।” **শরীরোপরে পিত্তকলঙ্ক** ইহার একটি প্রধান প্রদর্শক বলিয়া অনুমিত। **ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা** রোগান্তিক পিত্তবিকার ইহা দ্বারা আরোগ্য হইয়াছে। **হাইড্র্যাষ্টিসে** তিক্তাস্বাদ, অন্ত্রের পুরাতন জড়ত্ব নিবন্ধন কোষ্ঠবদ্ধ, লেপযুক্ত জিহ্বা এবং হরিদ্রাবর্ণ মূত্র দৃষ্ট হয়। **কার্ডুয়াস, এলো** সহ তুলনীয়। ডাঃ হেল বলেন “শিরাবিকারে ইহা **এলো** ও **হেমামে**র মধ্যস্থান অধিকার করে। **পিত্তশীলা রোগেও** ইহা উপকারী।

সবিরাম জ্বর।—উপরি উক্ত ন্যাবালক্ষণাদি বর্ত্তমান থাকিলে শীতকম্পাদির অবস্থাযুক্ত সবিরাম জ্বর ইহা যে আরোগ্য করিতে পারে তাহারও নিদর্শন পাওয়া যায়।

৫। ন্যাফ্যালিয়াম্ (Gnaphalium)।

তুলনীয় ঔষধ।—ক্যাম, কলসি, জ্যাণ্থক্‌স্।

সাধারণ ক্রিয়া।—ইহার আদি ক্রিয়া মস্তিষ্ক-মেরুমজ্জের স্নায়ুমণ্ডলে হওয়ায় মুখ এবং অধঃঅঙ্গে ইহা স্নায়ুশূল উৎপন্ন করে। গৌণভাবে ইহার ক্রিয়ায় ঋতুবিকার উপস্থিত হয়। পুনরুৎপাদিকাশক্তির বিকার লক্ষণস্বরূপ ইহাতে ত্বগধঃ গুটিকা এবং মুখে বিশেষ প্রকারের বয়োব্রণ ও চিত্রবিচিত্র কলঙ্ক দৃষ্ট হয়।

চিকিৎসা।—অবস্থাবিশেষে **সায়াটিকা** বা অধঃঅঙ্গের স্নায়ুশূলরোগে **ন্যাফ্যালিয়াম্** দ্বারা ফল পাওয়া যায়। তীক্ষ্ণ স্নায়ুশূল সায়াটিক স্নায়ুর শাখাপ্রশাখায় বিস্তৃত হয়। বেদনায় আক্রান্ত শরীরাংশের অসাড়তা জন্মে অথবা অসাড়তা ও বেদনা পর্য্যায়ক্রমে উপস্থিত হয়। ইহা **কলসিন্থ্** সহ তুলনীয়। বেদনা পদাঙ্গুলি পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। ইহা **পদাঙ্গুলির রসবাতবৎ বেদনা** আরোগ্য করিয়াছে। উপরিউক্ত সায়াটিকা বর্ত্তমান থাকিলে ইহা স্বল্প

banglabooks.in

ও লালচে কটাবর্ণের স্রাবযুক্ত **রজোকৃচ্ছ্রোগ** আরোগ্য করিতে সক্ষম। বস্তিকোটরে অত্যন্ত কষ্ট থাকে। রজোকৃচ্ছ্র রোগে সছিদ্র বয়োব্রণ, ত্বগধঃ গুটিকা এবং মুখে চিত্রবিচিত্র কলঙ্ক থাকিলে ইহা দ্বারা উপকার হয়।

৬। ল্যাক্টুকা ভিরসা (Lactuca Virosa)।

তুলনীয় ঔষধ ;—কফিয়া, ড্রসিরা, ওপিয়াম্।

সাধারণ ক্রিয়া ;—ইহা প্রধানতঃ মস্তিষ্ক ও স্নায়ুমণ্ডলে ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া নাড়ীস্পন্দনের শক্তি ও সংখ্যার হ্রাস করে এবং রোগীর নিদ্রায় প্রবৃত্তি জন্মে। ক্রিয়ার কোন অবস্থাতেই ইহা অহিফেনের ন্যায় মস্তিষ্ক ও শোণিতসঞ্চলনের উত্তেজনা আনয়ন করে না। ইহার পরোক্ষ ক্রিয়ায় পুনরুৎপাদিকাশক্তি ও শ্বাসযন্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি আক্রান্ত হয়। শরীরের অত্যন্ত ক্লান্তি ও দুর্ব্বলতা জন্মে; শরীরে অনভ্যস্ত আততভাব উৎপন্ন হয়।

চিকিৎসা ;—"স্বরযন্ত্রের উত্তেজনাবশতঃ শ্বাসরোধের অনুভূতি ও গলাধঃ গহ্বরে শুড়শুড়ি হইলে যে প্রচণ্ড **আক্ষেপিক কাসিতে বক্ষ** বিদীর্ণ হওয়ার ন্যায় আশঙ্কা জন্মে" তাহাতে **ল্যাক্টুকা** উপকারী। প্রচুর শ্লেষ্মা নিষ্ঠ্যূত হইলে কাসির নিবৃত্তি হয়। এস্থলে ইহা **ড্রসিরা** সহ তুলনীয়।

মস্তিষ্কলক্ষণস্বরূপ "বিরক্তি ও খিটখিটে ভাব এবং চিন্তাশক্তির বিশৃঙ্খলা ও দৌর্ব্বল্য; মস্তকে মৃদু বেদনা এবং দক্ষিণ কুক্ষির পূর্ণতা" প্রভৃতি ঔষধ-পরীক্ষোৎপন্ন লক্ষণপরম্পরামধ্যে নিকট সম্বন্ধের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই বোধ হয় ডাঃ হিউজ অনুমান করেন যে, ইহা দ্বারা গুল্মবায়ুঘটিত **শিরঃশূল**, মস্তিষ্কায় দৌর্ব্বল্যঘটিত **নিদ্রালুতা** এবং কোন বিশেষ প্রকারের **শোণিতসম্বন্ধীয় যকৃতরোগ** আরোগ্য হইতে পারে।

banglabooks.in

৭। মিলিফলিয়াম্ (Millefolium)।

উপচয় ;—অস্থি এবং সন্ধিসন্নিহিত প্রদেশে ধীরগতির সূচি-বেধবৎ অথবা দপদপানি বেদনা, শরীরের বামপার্শ্বে এবং হস্ত ও পদে অধিকতর থাকে। সন্ধ্যাকালে ও রজনীতে।

উপশম ;—ওয়াইন মদ্য পানে। দিবসে।

সম্বন্ধ ;—মিলিফলিয়াম্ যাহার কার্য্যপ্রতিষেধক—ম্রাম মিউ। মিলিফলিয়াম মস্তকে রক্তাধিক্য জন্মাইলে কাফিপানে তাহার উপশম।

ইহা যাহার পরে প্রযোজ্য—রক্তস্রাবে একন ও আর্ণিকার।

তুলনীয় ;—আর্ণিকা, কার্ব্ব ভেজ, ইরিজি, হেমা, ইপিকা, সিনিসি অরি, ট্রিলি।

সাধারণ ক্রিয়া ;—মেরুমজ্জেয় স্নায়ুর প্রাথমিক আক্রমণদ্বারা ইহা কৈশিক শিরামণ্ডলী, বিশেষতঃ বস্তিকোটরস্থ কৈশিক শিরামণ্ডলী বিকারগ্রস্ত করিলে বস্তিকোটরযন্ত্র, নাসিকা ও ফুস্‌ফুস্ হইতে শোণিতস্রাব হয়। ইহার শোণিতস্রাব হেমামেলিসের স্রাব হইতে প্রবলতর।

লক্ষণ।

নাসিকা।—নাসিকা হইতে শোণিতস্রাব; মস্তক এবং বক্ষে রক্তাধিক্য হইলেও ঐরূপ।

শ্বাসযন্ত্র।—অর্শের শোণিতের ও ঋতুস্রাবের রোধ নিবন্ধন কাসি হইলে পুনঃ পুনঃ উজ্জ্বল শোণিত নিষ্ঠ্যূত হয়, বক্ষে কষ্ট জন্মে এবং যক্ষ্মাকাশের রোগীর হৃৎকম্প হয়। বায়ুনলীতে অত্যধিক শ্লেষ্মার সঞ্চয়। ফুস্‌ফুসে্ বিদ্ধ করার ন্যায় বেদনা এবং হূল্‌বেধ ও ঘৃষ্টবৎ অনুভূতি।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—ঋতুর রোধ অথবা অতি প্রচুরতা। অত্যধিক পরিশ্রম প্রযুক্ত জরায়ু হইতে রক্তস্রাব ও মস্তকে রক্তাধিক্য। শ্বেতপ্রদর।

banglabooks.in

সাধারণ লক্ষণ।—অঙ্গাদিতে বিদ্ধ, আকৃষ্ট ও ছিন্নবৎ বেদনা ও রক্তাধিক্য। **রক্তস্রাব**; শ্লৈষ্মিকঝিল্লির নির্জীবতাবশতঃ শ্লেষ্মাস্রাব। ক্ষত হইতে, বিশেষতঃ রোগী পতিত হইলে প্রচুর রক্তস্রাব। অঙ্গাদির অত্যুচ্চে উত্তোলনের অথবা অতি পরিশ্রমের কুফল।

চিকিৎসা।—অধিকাংশ সময়ে যান্ত্রিক নির্জ্জীবতা অথবা অত্যধিক শ্রম নিবন্ধন নাসিকা, ফুস্ফুস্, অন্ত্র এবং স্ত্রীজননেন্দ্রিয় হইতে **উজ্জ্বল শোণিতস্রাবে মিলিফলিয়াম** দ্বারা উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়। শোণিতস্রাবে ইহা **একনাইট** সহ তুলনীয় হইলেও তাহার ন্যায় ইহাতে রোগী উৎকণ্ঠাযুক্ত হয় না। অন্যান্য রোগমধ্যে **রক্তস্রাব, অর্শ, যক্ষ্মাকাশ,** শ্লৈষ্মিকঝিল্লির নির্জ্জীবতা বশতঃ **প্রতিশ্যায়** এবং গর্ব্ভাবস্থার **ভেরিকজ ভেইনস্ বা শিরাবিস্তৃতির** চিকিৎসায় ইহা ফলপ্রদ।

৮। সিনিসিয় অরিয়াস্ (Senecio Aureus)।

উপচয়।—সাধারণতঃ অপরাহ্নে।

তুলনীয় ঔষধ।—ক্যাক্কে কা, হেলনি, ফস্, পাল্‌স্, স্যাঙ্গুই, সিপি।

সাধারণ ক্রিয়া।—ইহা দ্বারা শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি অতি প্রবলরূপে আক্রান্ত হওয়ায় তাহার উত্তেজনা জন্মে এবং তাহা হইতে অধিকতর শ্লেষ্মাস্রাব হয়। জননেন্দ্রিয় ও মূত্রযন্ত্র সহ ইহার বিশেষ এবং বায়ুনালী ও অন্ত্রপথ সহ স্বল্পতর ক্রিয়াসম্বন্ধ দৃষ্টিগোচর হয়। গুল্মবায়ু এবং স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ের অন্যান্য রোগের প্রক্ষিপ্তক্রিয়া নিবন্ধন স্নায়বয়িক উত্তেজনাপ্রবণতার ন্যায় স্নায়বিক উত্তেজনাপ্রবণতাও ইহা উৎপন্ন করিয়া থাকে।

banglabooks.in

লক্ষণ ;—হাঁচি এবং নাসিকার পূর্ণতা ও জ্বালা। সর্দ্দিরোগ। সরল প্রতিশ্যায়িক কাসি, বিশেষতঃ আনুষঙ্গিকরূপে যদি ঋতুস্রাবের অনিয়ম বা রোধ ঘটে। বায়ুনলীর শ্লেষ্মাস্রাবের বৃদ্ধি হইলে বায়ুনলী এবং ফুস্‌ফুস্ শ্লেষ্মাপূর্ণ বোধ হয়, কিন্তু কিছু উঠে না।

মূত্রযন্ত্র বিকারবশতঃ মূত্রস্থালার তাপ ও বেগ হওয়ায় কুন্থন হইতে থাকে; কিড্‌নিপ্রদেশে বেদনা এবং পুনঃ পুনঃ মূত্রত্যাগ। শীতভাবের পর মূত্রবেগ এবং শোণিতরঞ্জিত মূত্র ত্যাগ। মূত্র অত্যল্প ও অতিশয় রঞ্জিত থাকে। বারম্বার প্রচুর মূত্রের স্রোত বহিয়া নির্গমণ। কিড্‌নিপ্রদেশে অল্প বেদনা।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়রোগে শৈত্যসংস্পর্শ নিবন্ধন ঋতুরোধ। বাধক বেদনায় মূত্রসম্বন্ধীয় কষ্ট। পৃষ্ঠের বেদনা হইলে অতি শীঘ্র প্রচুর ঋতুস্রাব। বাধাপ্রাপ্ত অত্যল্প ঋতুস্রাব। অনিয়মিত ঋতুস্রাব; সময়ে অতি শীঘ্র, সময়ে বিলম্বাগত। ঋতুস্রাবের পরিবর্ত্তে শ্বেতপ্রদর অথবা শ্বেতপ্রদরকালে মূত্রসম্বন্ধীয় কষ্ট।

সাধারণতঃ রোগী বাতপ্রকৃতি ও অসহিষ্ণু। নিদ্রাহীনতা ও গুল্মবায়ুবৎ মানসিক ভাব। গভীর অনিদ্রায় জাজ্জল্যমান ও অসন্তুষ্টিকর স্বপ্নদর্শন।

প্রদর্শক লক্ষণ ;—অধিকাংশ রোগসহ **স্ত্রীজননেন্দ্রিয়বিকারের বর্ত্তমানতা** ইহার প্রদর্শক।

চিকিৎসা ;—জরায়ুর উত্তেজনাবশতঃ **অনিদ্রা** ঘটিলে **সিমিসি** জরায়ুর শান্তি বিধান করিয়া নিদ্রানয়ন করে।

যুবতী স্ত্রীলোকদিগের **নাসিকাসর্দ্দিতে** অবস্থা বিশেষে ইহা-দ্বারা কার্য্য হয়।

যুবতী স্ত্রীলোকদিগের অনেকদিন পর্য্যন্ত ঋতু বন্ধ থাকিলে ক্রমশঃ তাহাদিগের স্বাস্থ্যভঙ্গ ও রক্তহীনতা জন্মে। তাহারা থ্যাক্ থ্যাক্ করিয়া

banglabooks.in

কাসে এবং অনুকল্প রজঃস্রাব স্বরূপ রক্ত নিষ্ঠ্যূত হয়। তাহারা প্রথমে প্রতিশ্যায়িক যক্ষ্মাকাশ বা ক্যাটারেল থাইসিস্ রোগগ্রস্ত হইলে অবশেষে ফুস্ফুসে গুটিকোৎপত্তি (Tubercle in lungs) হয়। রোগী সামান্য শৈত্যসংস্পর্শ সহ্য করিতে পারে না, তাহাতে কাসির বৃদ্ধি হয় ও ক্রমেই অধিক পরিমাণে গয়ার উঠিতে থাকে। রোগের প্রথমাবস্থায় সিনিসিয়ু প্রযুক্ত হইলে ঋতুস্রাব পুনরানয়ন করিয়া ইহা রোগারোগ্য করিতে পারে।

মূত্রযন্ত্ররোগে, বিশেষতঃ স্ত্রীলোকদিগের জরায়ু বিকার সংস্রবীয় মূত্রযন্ত্ররোগে সিনিসিয়ু দ্বারা সাহায্য পাওয়া যায়। মূত্রত্যাগে অত্যন্ত যন্ত্রণা হয়। মূত্রস্থালীগ্রীবায় অশান্তিকর তাপানুভূতি জন্মে। কিড্নি, বিশেষতঃ দক্ষিণ কিডনিপ্রদেশে অত্যন্ত বেদনা হওয়ায় বিবমিষার উদ্রেক হয়। এই সকল লক্ষণ থাকায় সিনিসিয়ু কিড্নির পাথরি, মূত্রশিলা বা অশ্মরি রোগের উদরশূল উপশম করিয়াছে। সম্পূর্ণ মূত্রপথ হইতে রক্তস্রাব, বিশেষতঃ তাহা ঋতুরোধবশতঃ হইলে এবং অবস্থাবিশেষে বৃক্করোগ নিবন্ধন উদরী প্রভৃতি জলশোথের পক্ষে ইহা উপকারী।

রজোকৃচ্ছ্র বা ডিস্মেনরিয়া রোগে মূত্রবিকার এবং কটি ও আমাশয়প্রদেশে কর্ত্তনবৎ বেদনা থাকিলে রোগী রজনীতে যদি হক্ হক্ করিয়া কাসিতে থাকে সিনিসিয়ু তাহার ঔষধ। সিক্ততা বা পদ সিক্ত করা প্রভৃতি শৈত্যসংস্পর্শ প্রযুক্ত আর্ত্তবাভাব বা এমেনরিয়ারোগে স্নায়ুর উত্তেজনা প্রবণতা, আলস্য এবং জলশোথ জন্মিলে সিনিসিয়ু প্রযুক্ত হয়। রক্তহীন বা মৃৎপাণ্ডুরোগগ্রস্ত (Chlorotic) বালিকাদিগের শ্বেতপ্রদররোগের ইহা বিশেষ ফলপ্রদ ঔষধ। ইহাদিগের গাত্রবর্ণ সবুজাভ হওয়ায় ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে এই রোগে গ্রিণসিকনেস বলে।

banglabooks.in

৯। ইরিজিরন—(Erigeron)

তুলনীয় ঔষধ।—একন, সিনামম্, ইপিকা, স্যাবাই, সিকেলি, টেরিবি, ট্রিলিয়াম্।

সাধারণ ক্রিয়া।—ধমনীমণ্ডলের পেশীর (unstripped muscular fibre) আক্রমণ দ্বারা ইহা শিথিলতা উৎপন্ন করায় নাসিকা, অন্ত্র ও অন্যান্য যন্ত্র এবং বিশেষরূপে জরায়ু হইতে রক্তস্রাব হয়। শোণিতের উজ্জ্বল লোহিত বর্ণ এবং সামান্য গাত্রচালনায় রক্তস্রাবের বৃদ্ধি ইহার বিশেষতা। মূত্রযন্ত্রের ক্রিয়ায় ইহা মূত্রকৃচ্ছ্র উৎপন্ন করে।

চিকিৎসা।

পুরাতন গণরিয়া বা **পূয়ধাতুরোগে** দুর্গন্ধ ও জ্বালা-যুক্ত মূত্র ফোঁটা ফোঁটা করিয়া নির্গমনকালে মূত্রপথ জ্বালা ও চন্ চন্ করিলে **ইরিজিরন্** দ্বারা উপকার হয়। **শোণিত স্রাব**—কোন কোন চিকিৎসক প্রায় সর্ব্বপ্রকার রক্তস্রাবের পক্ষেই **ইরি-জিরন্‌কে** অমোঘ ঔষধ বলিয়া বিবেচনা করেন। জরায়ুর রক্তস্রাবকালে সরলান্ত্র ও মূত্রস্থালীর উত্তেজনা এবং মূত্রকৃচ্ছ্র থাকিলে ইহা উপকারী। ইহার শোণিতস্রোত থাকিয়া থাকিয়া বহে ; প্রবল স্রোত বহিতে বহিতে হঠাৎ রোধ ঘটে, পুনঃ বহিতে থাকে ; শোণিত সহ কৃষ্ণবর্ণ শোণিতচাপ মিশ্রিত থাকে। **প্রসবান্তিক রক্তস্রাব** এবং মূত্রস্থালীতে মূত্রশিলার বর্ত্তমানতা নিবন্ধন **মূত্রস্থালী হইতে অদম্য শোণিত স্রাব** নিবারণেও ইহা সক্ষম।

১০। য়ুপেটোরিয়াম পার্ফলিয়েটাম্।

(Eupatorium perfoliatum)

সম্বন্ধ।—য়ুপে পার্ফর পরে প্রযোজ্য—নেট মিউ, সিপিয়া।

banglabooks.in

তুলনীয় ঔষধ ;—চেলিড, পড, লাইক (ন্যাবারোগে)। ব্রায়নিয়া ইহার অতি নিকট সম্বন্ধযুক্ত সমক্রিয় ঔষধ। ব্রায় রোগীর প্রচুর ঘর্ম্ম হয় ও সে বেদনার বৃদ্ধি জন্য স্থিরাবস্থায় থাকে ; যুপের ঘর্ম্ম হয়, কিন্তু বেদনা জন্য সে অস্থির থাকে।

সাধারণ ক্রিয়া ;—আমাশয়, যকৃৎ, তান্তবোপাদান এবং বায়ুনলীর শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিতে ইহার বিশেষ ক্রিয়া দর্শিয়া থাকে। আমাশয়-যকৃৎমণ্ডলের রোগলক্ষণে ইহা পিত্তবমনাদি, তান্তবোপাদান আক্রমণ-লক্ষণস্বরূপ অঙ্গাদির বহুতর স্থানে বেদনা ও টাটানি এবং বায়ুনলীতে ক্রিয়া ফলে কাসি ও স্বরভঙ্গ উৎপন্ন করে। ফলতঃ, শরীরে ইহা যে অবস্থা উৎপন্ন করে ম্যালেরিয়ারোগলক্ষণ সহ তাহার বিশেষ সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। বৃদ্ধ এবং মদ্যপায়ীদিগের পক্ষে ইহা বিশেষ উপযোগী।

লক্ষণ ;—শ্বাসযন্ত্র বিকারবশতঃ নাসিকাসর্দ্দিতে হাঁচি হয় ও প্রত্যেক অস্থি কন্ কন্ করে। স্বরযন্ত্রে সর্দ্দি ও স্বরভঙ্গ। সন্ধ্যাকালে খ্যাক খ্যাক করিয়া কাসি। বায়ুনলীর টাটানি ও তাপ। কাসি হইলে চক্ষু জলপূর্ণ হয় এবং মুখের রক্তিমা জন্মে। সবিরাম জ্বরের রোধ প্রযুক্ত প্রলাপকজ্বরসংযুক্ত কাসি। বক্ষে টাটানি থাকিলে শ্বাস টানিতে বর্দ্ধিত হয় এবং দাঁড়াইতে, বসিতে বা শুইতে রোগী শরীর বাঁকাইতে পারে না।

রসবাতরোগ প্রবণতা বিশিষ্ট রোগীর বেদনা, অধঃ হইতে উর্দ্ধে যায় এবং রোগ সহ পিত্তমিশ্রিত উদরাময় জন্মে। রসবাত এবং পিত্তজ্বরে রোগী অস্থিরতা সহ পার্শ্বপরিবর্ত্তন করে, কেঁকায় এবং ক্লান্তি ও মূর্চ্ছার ন্যায় বোধ করে।

প্রদর্শক লক্ষণ ;—**সম্পূর্ণ শরীরে দষ্টবৎ বেদনায় অস্থি ভঙ্গের অনুভূতি**—শরীরের টাটানি ও কনকনানি **আর্ণিকাতেও** দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু তীক্ষ্ণতায় তাহা

banglabooks.in

য়ুপেটোরিয়ামের কনকনানি বেদনা সহ তুলনীয় নহে। ইহার ঘৃষ্টানুভূতি এতাদৃশ প্রবল যে, রোগী বোধ করে যেন তাহার সম্পূর্ণ শরীরের অস্থি ভগ্ন হইয়াছে অথবা সন্ধিনিচয় হইতে অস্থির স্থানচ্যুতি ঘটিয়াছে।

চিকিৎসা।

সর্দ্দিরোগ—নাসিকাসর্দ্দি; ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা বা দেশ ব্যাপক প্রতিশ্যায়; ল্যারিঞ্জিয়াল ক্যাটার বা স্বরযন্ত্র সর্দ্দি; এফনিয়া বা স্বরলোপ; কাসি।—য়ুপেটোরিয়াম্ পার্ফলিয়েটামের উপরিউক্ত সাধারণ সর্দ্দি ও ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা প্রভৃতি সর্দ্দিরোগ মাত্রেই সম্পূর্ণ শরীরের ঘৃষ্টবৎ কনকনানি বেদনায় রোগী বোধ করে যেন তাহার অস্থিনিচয় ভগ্ন হইয়াছে। স্বরযন্ত্র প্রভৃতি ঊর্দ্ধ শ্বাসযন্ত্রপথের অত্যন্ত টাটানি, স্বরবদ্ধ এবং কাসি হয়। সাধারণ নাসিকা সর্দ্দিতে অত্যন্ত তৃষ্ণা থাকে, কিন্তু রোগী জলপান করিলে বমন হইয়া যায়। কঠিন কাসিতে বোধ হয় যেন শরীর ভগ্ন হইয়া যায়, মস্তক এবং বক্ষে আঘাত লাগায় রোগী ড্রসিরার ন্যায় মস্তক ও বক্ষ হস্ত দ্বারা ধারণ করে। সাধারণ সর্দ্দি রোগে ইহা অনেক বিষয়ে ব্রায়োনিয়া সহ তুলনীয়। "হাড় ভাঙ্গা বেদনার" বর্ত্তমানতাই ইহার বিশেষতা। এই সকল রোগলক্ষণ সহ তরুণ পিত্তবিকারের উপস্থিতি ইহার অধিকতর নিশ্চয়াত্মক প্রদর্শকরূপে পরিগণিত হইয়া থাকে। অনেক চিকিৎসক ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জারোগের প্রথমাবস্থার চিকিৎসায় কেবল য়ুপেটোরিয়াম পার্ফলিয়েটামের উপরেই নির্ভর করিয়া থাকেন।

সবিরাম জ্বর এবং প্রাতিশ্যায়িক জ্বর বা ক্যাটারেল ফিবার।—"অস্থিবেদনা এবং শীতকম্পের অন্তর্দ্ধানের

সঙ্গে সঙ্গে বমনের বিরতি" **ষুপে পার্ফর** সবিরাম জ্বরের প্রদর্শক। এই জ্বরে **ইপিকা** জ্বরের ন্যায় আমাশয়লক্ষণ উপস্থিত হয়, সম্পূর্ণ শরীরে **আর্ণিকার** ন্যায় পেশীর বেদনা থাকে এবং শীতকম্প পর্য্যায়-ক্রমে এক দিবস সকালে ও পর দিবস সন্ধ্যাকালে আক্রমণ করে এবং শীতের পূর্ব্বে তৃষ্ণা হওয়ায় জল পান করিলে তাহা ও তিক্ত পিত্ত বমন হইয়া যায়। ফলতঃ তৃষ্ণা, জলপান এবং তিক্ত বমনের উপস্থিতি প্রযুক্ত রোগী বুঝিতে পারে শীতকম্প আসিতেছে, কেননা সে "যথেষ্ট জল পান করিতে পারে না।" কটিতে শীত আরম্ভ হয় ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে মস্তকে চাপানুভূতি জন্মে। ডাং বেজ "মস্তকে চাপ এবং ললাটে গুরুত্বানুভূতিকে" এ জ্বরে **ষুপে পার্ফর** নিশ্চয়াত্মক প্রদর্শক বলিয়া বিবেচনা করেন। তাপের সঙ্গে সঙ্গে শরীরের বেদনার বৃদ্ধি হয়। ঘর্ম্ম অত্যল্প, অথবা হয় না। কিন্তু অন্যান্য লক্ষণ সুস্পষ্ট থাকিলে প্রচুর ঘর্ম্মেও ইহার ক্রিয়ার বাধা জন্মে না। **ষুপেটোরিয়াম-**জ্বরের আক্রমণের অনিয়মিত পরিস্ফুরণ হয়। যকৃতের বিকার থাকে এবং গাত্রে পীতাভা জন্মে।

পিত্তশ্লেষ্মা জ্বরে পিত্তের বমন, বক্ষ, পেশী ও অস্থির বেদনা, নাসিকা হইতে সর্দ্দিস্রাব, চক্ষু হইতে জল স্রাব এবং চক্ষুগোলকে টাটানি এবং মস্তকে কনকনানি থাকিলে, ইহা অব্যর্থ ঔষধ মধ্যে পরিগণিত।

এপিস্—ডাং উল্ফ্ ইহাকে সবিরাম জ্বরের অন্যতম উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। ঘর্ম্মে তৃষ্ণা থাকে না। অপরাহ্ণ ৩ বা ৪ টার সময় শীত হয় ও তাহাতে তৃষ্ণা থাকে। রোগ অধিককাল স্থায়ী হইলে আম বাতের উদ্ভেদ দেখা দেয়।

রাস্টক্স্—উরুদেশে শীতের আরম্ভ হয় ও সাধারণতঃ জ্বরের সহিত শুষ্ক কাসি থাকে।

banglabooks.in

১১। য়ুপেটোরিয়াম পার্‌পূরিয়াম্‌।

(Eupatorium purpurium.)

তুলনীয় ঔষধ ;—এপিস্‌, এপসাই, ক্যানা স্যাট, য়ুপে পার্ফ সিনিসিয়।

সাধারণ ক্রিয়া ;—মূত্রযন্ত্র এবং পেশীমণ্ডলই ইহার ক্রিয়ার প্রধান লক্ষ্য। মূত্রযন্ত্রে ক্রিয়া দ্বারা ইহা মূত্রস্রাবের বৃদ্ধি এবং মূত্রস্থালীর অত্যধিক উত্তেজনা উৎপন্ন করে। পেশীমণ্ডলে ক্রিয়া বশতঃ ইহা রসবাত সদৃশ রোগ উৎপন্ন করে। স্নায়ুমণ্ডলে গৌণ ক্রিয়ার ফল স্বরূপ ইহা স্থল-বিশেষে অধঃ হইতে ঊর্দ্ধগামী স্নায়ুশূল, শ্রবণ ও দৃষ্টিভ্রম এবং চিন্তাবিভ্রাট উপস্থিত করে।

লক্ষণ ;—পৃষ্ঠে প্রচণ্ড কর্ত্তনবৎ বেদনা। বৃক্ককের গভীরদেশে মৃদু এবং কর্ত্তনবৎ বেদনা। মূত্রত্যাগে মূত্রস্থালীতে এবং মূত্রপথে তীব্র চনচনি ও জ্বালা। মূত্রের পরিমাণের অত্যন্ত বৃদ্ধি। নির্ব্বাধ মূত্রক্ষরণ, বিশেষতঃ শিশুদিগের। অবিশ্রান্ত মূত্রত্যাগেচ্ছা; বারম্বার মূত্রত্যাগের পরেও মূত্রস্থালী পূর্ণ বোধ। মূত্রস্থালীতে টাটানি, বেদনা, গভীর কনকনানি অস্বস্তি এবং সর্দ্দি।

রোগী রসবাতরোগপ্রবণ; বেদনা শরীরাধঃ হইতে ঊর্দ্ধগামী হয় ও পিত্ত সংযুক্ত উদরাময় জন্মে। রসবাত রোগে ও পৈত্তিক জ্বরে রোগী অস্থির থাকে, এপাশ ওপাশ করে, কোঁকায় এবং ক্লান্ত ও মূর্চ্ছার ন্যায় বোধ করে।

চিকিৎসা।

বৃক্কক বা কিড্‌নি এবং মূত্রস্থালীর প্রদাহ বা সিষ্টাইটিস্‌ ;—পুরাতন অথবা নাতিপ্রবল মূত্রস্থালীপ্রদাহরোগে য়ুপে পার্‌পূ প্রযুক্ত হইয়াছে। মূত্রকৃচ্ছ্রই তাহার প্রধান লক্ষণ

banglabooks.in

রূপে বর্ত্তমান থাকে। বৃক্ক ও মূত্রস্থালী কনকন করে এবং অবিশ্রান্ত মূত্রবেগ হইতে থাকে। উপরি উক্ত প্রকার লক্ষণের বর্ত্তমানতায় ইহা **মূত্র শিলা ও সবিরাম জ্বররোগেও** প্রযোজ্য।

শৈত্যসংস্পর্শ নিবন্ধন **পুরাতন অথবা নাতিপ্রবল কিড্‌নি-প্রদাহেও য়ুপে পারূপূ** প্রয়োগোপযুক্ত ঔষধ। এস্থলে **কঠিন পৃষ্ঠবেদনা** ইহার প্রদর্শক। মূত্রত্যাগে ন্যূনাধিক কষ্ট হয় অথবা মূত্রের সম্পূর্ণ রোধ ঘটে। **এলবুমিনুরিয়া বা লালামেহ রোগে জলশোথ** জন্মিলে ইহা তাহার নিবারক। রোগী অত্যল্প পরিমাণ মূত্রত্যাগ করে, বহিস্থশোথ বা ইডিমা জন্মে এবং হস্ত পদ শীতল থাকে।

সায়াটিকা বা গৃধ্রসী এবং রসবাত বা রুম্যাটিজম্।—অতি কঠিন বেদনাযুক্ত দক্ষিণ পার্শ্বের সায়াটিকা রোগের **য়ুপে পারূপূ** দ্বারা উপকার হইয়াছে। বৃদ্ধদিগের রসবাতরোগে অস্থির টাটানি এবং গুল্‌ফ বা পাদমূলসন্ধির স্ফীতি প্রভৃতি লক্ষণ থাকিলে ইহা তাহার ঔষধ।

সবিরাম জ্বর বা ইণ্টারমিটেণ্ট ফিবার।—শীতকম্প পৃষ্ঠ হইতে আরম্ভ হইয়া বিস্তৃত হইলে **য়ুপে পারূপূ** সবিরাম জ্বর আরোগ্য করিতে পারে। ইহা এবং **য়ুপে পারফ** উভয়েই অস্থিবেদনা নিবারণে সক্ষম। অনেক লক্ষণেই উভয় ঔষধ তুল্য। ইহাদিগের প্রভেদ স্থিরীকৃত হয় নাই।

১২। ট্যারাকসেকাম্ (Taraxacum)।

উপচয়।—ইহার প্রায় সমুদয় লক্ষণই উপবেশন এবং শয়নাবস্থায় ও বিশ্রামে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় (কাউপারথোয়েট—নানাপ্রকারে শরীর চালনায়)।

তুলনীয় ঔষধ।—ব্রায়, ক্যাপ্‌সি, চেলি, হাইড্রাস্, নাক্‌স্ ভ, পাল্‌স্, স্পিজি।

banglabooks.in

সাধারণ ক্রিয়া।—ইহা প্রধানতঃ পরিপাকযন্ত্রপথ এবং যকৃতে ক্রিয়াপ্রকাশ করে।

লক্ষণ।—শুভ্রলেপাবৃত জিহ্বার লেপ ছালের ন্যায় উঠিতে থাকে এবং জিহ্বোপরে লোহিতবর্ণ, বেদনাযুক্ত ও স্পর্শাসহিষ্ণু এবং কলঙ্কযুক্ত স্থান থাকিয়া যায়—জিহ্বা দেখিতে চিত্রবিচিত্র মানচিত্রবৎ আকৃতিপ্রাপ্ত হয়। আহারান্তে মুখের তিক্তস্বাদ।

তিক্ত উদ্গার; হিক্কা। বিবমিষা নিবন্ধন শিরঃশূল ও উৎকণ্ঠা; বসাপদার্থ আহার করার ন্যায় বমন। উদরের উভয় পার্শ্বে ও আমাশয়াধঃ উদরপ্রদেশে সূচিবেধবৎ বেদনা। যকৃতের বিবৃদ্ধি ও দড়কচড়া ভাব। প্লীহাস্থানে বেদনা। উদরের চালনায় তদভ্যন্তরে জলবিম্ব গঠিত ও ভগ্ন হওয়ার অনুভূতি জন্মে ও চাপের সহিত নিষ্ফল মলবেগ হইলে অত্যল্প কঠিন মলত্যাগ হয়। বিষ্ঠা কঠিন না থাকিলেও তাহা ত্যাগে কষ্ট।

চিকিৎসা।

উদরাময়।—পিত্তযুক্ত বিষ্ঠার উদরাময় এবং যকৃদ্দেশে টাটানি বেদনা হইলে, তিক্ত আস্বাদ ও **মানচিত্রবৎ কলঙ্কযুক্ত জিহ্বা** এবং আহার বা পানান্তে শীতের অনুভূতি প্রভৃতি লক্ষণ উপস্থিত হইলে **ট্যারাক্সেকাম্** উপকারী।

জ্বর।—**ট্যারাক্সেকামের টাইফয়েড্ প্রভৃতি জ্বরে** রোগী স্থিরভাবে থাকিলে জঙ্ঘার বেদনা অসহনীয় বৃদ্ধি পায়, এজন্য অস্থিরতাসহ ছটফট করিতে থাকে, অবিশ্রান্তভাবে বিড় বিড় করিয়া প্রলাপ কহে, তাহার মস্তকপশ্চাতে প্রচণ্ড, ছিন্নবৎ বেদনা হয়, এবং আহার বা পানান্তে শীত বোধ করে ও **জিহ্বা মানচিত্রবৎ** কলঙ্কযুক্ত থাকে।

banglabooks.in

লেক্‌চার ৫৬ (LECTURE LVI).

কেলি-সল্ট্‌স্‌।

১। কেলি আয়ডেটাম্‌। ২। কেলি কার্ব্বনিকাম্‌। ৩। কেলি ক্লরিকাম্‌। ৪। কেলি নাইট্রিকাম্‌। ৫। কেলি পার্ম্যাঙ্গানেটাম্‌। ৬। কেলি ফস্‌ফরিকাম্‌। ৭। কেলি ফেরসাইয়ানিকান্‌। ৮। কেলি ব্রমেটাম্‌। ৯। কেলি মিউরিয়েটিকাম্‌। ১০। কেলি সাল্‌ফুরিকাম্‌।

সাধারণ ক্রিয়া ;—পটাস্‌ সল্ট বা লবন মাত্রেরই, জলসহ অতি প্রগাঢ় আকর্ষণের সম্বন্ধ থাকায় ইহারা, বিশেষতঃ ইহাদিগের মধ্যে কেলি বাইক্রমিকামাদি কোন কোন সল্ট জৈব পদার্থ সংস্পর্শে আসিলে অতি গভীর দেশ পর্য্যন্ত প্রবেশ লাভ করিয়া তাহার ধ্বংস সাধন করে। এই জন্য এলিওপ্যাথিক চিকিৎসকগণ ভূতপূর্ব্বে কষ্টিক পটাসের বহিঃপ্রয়োগদ্বারা কার্ব্বাংকল ইত্যাদি রোগের মৃত মাংসাদি দূর করিতে ইহার বহুল ব্যবহার করিতেন। ইহারা উদরস্থ হইলেও অতি সাংঘাতিক ধ্বংসকর বিষক্রিয়া প্রকাশ করে। বহুযন্ত্রণাকর বিদাহী ধ্বংসক্রিয়া হইতে রোগীর জীবন রক্ষা হইলেও উপরিউক্ত বিষক্রিয়ার পরিণাম স্বরূপ দগ্ধ গলদেশ ও অন্ননালী প্রভৃতি পরিপাক যন্ত্রপথের প্রভূত সঙ্কোচন ঘটায় রোগীর ভবিষ্যৎ জীবিতকাল ভয়াবহ কষ্টসাধ্য এবং রোগজীর্ণ হইয়া থাকে।

উগ্র পটাস্‌ সল্টের তরুণ ও প্রবল বিষক্রিয়ার উপশমনার্থ ভিনিগার, লেবুর রস ও অধিক পরিমাণে স্নিগ্ধ বা স্নেহ পদার্থের পান ব্যবহৃত হয়।

banglabooks.in

১। কেলি আয়ডেটাম্ (Kali Iadatum)

প্রতিনাম ; কেলি হাইড্রিয়ডিকাম্। সাধারণ নাম—আয়-ডাইড্ অব পটাস্।

উপচয় ;—রজনীতে ; শীতল বায়ুতে ; বিশ্রামে।

উপশম ;—গাত্র চালনায়।

সম্বন্ধ। কেলি আয় যাহার কার্য্যপ্রতিষেধক—মার্ক। যাহা ইহার কার্য্য প্রতিষেধক—হিপার সা।

তুলনীয় ঔষধ ;—অরাম, য়ুফ্রে, কেলি বাই, হিপার সালফ, আয়ডি, মার্ক, মিজিরি।

সাধারণ ক্রিয়া ;—কেলি আয়ডেটাম্ শ্লৈষ্মিক উপাদানে ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া থাকে। এই ক্রিয়া মার্কারির ক্রিয়ার প্রায় তুল্য। ইহা তাহারই ন্যায় শারীরিক রস রক্তাদি তরল পদার্থের বিশ্লেষণ এবং অন্যান্য কঠিনতর দেহোপাদানের ধ্বংসোৎপন্ন করে। লসীকাগ্রন্থি ও সাধারণ গ্রন্থিমণ্ডলে ইহার ক্রিয়া অনেকাংশে আয়ডিনের সমান। তাহারই ন্যায় ইহা উপরিউক্ত গ্রন্থিমণ্ডলীর বিবৃদ্ধি ঘটায় এবং ক্রিয়ানাশ করে। ইহার প্রাতিশ্যায়িক প্রদাহে অজস্র স্রাব হয়, কিন্তু তাহাতে জ্বরের বিশেষ প্রাধান্য থাকে না। আয়ডিনের ন্যায়ই ইহা মুখলালা ও মূত্রস্রাবের বৃদ্ধি এবং কিড্‌নির প্রদাহ উৎপন্ন করে। ইহার ক্রিয়ার অস্থিবেষ্টঝিল্লির ঘনত্ব জন্মে বলিয়া উপদংশজ গুটি বা নোড রোগে ইহা প্রয়োগে উপকার দর্শে।

লক্ষণ।

মন ;—দুঃখ এবং ব্যাকুলতা।

মস্তক ;—মূর্দ্ধাদেশোপরে তাপ নিবন্ধন মস্তকের উপরে বেদনা হইলে বোধ হয় যেন মস্তক সবেগে খণ্ড খণ্ড হইয়া যাইবে।

banglabooks.in

মস্তক নত করিলে ললাটে সূচিবেধবৎ বেদনা। সন্ধ্যাকালে ললাটের বামপার্শ্বের বেদনার চাপে উপশম। মস্তকের শৈরিকসীতা বা সাইনাসে এবং ইথ্‌ময়েড্‌-অস্থিকোষে কনকনানি বেদনা। মস্তকপার্শ্বে স্ক্রু বসানের ন্যায় বেদনা। বাম চক্ষুর ঊর্দ্ধাংশে ছিন্নবৎ অথবা ঝাঁকির সহিত সূচিবেধবৎ বেদনা। মস্তকত্বক চুলকাইলে ক্ষত থাকার ন্যায় অনুভূতি।

স্নায়ু।—পেশীকম্পন বা সাবসাল্টাস টেণ্ডিনাম। অস্থিরতাসহ শরীরচালনা। পক্ষাঘাত।

মুখ।—মুখ পাণ্ডুর ও বর্ণহীন। মুখের এবং জিহ্বার স্ফীতি (বিশেষতঃ পারদের অপব্যবহারে)।

চক্ষু।—কোটরপ্রবিষ্ট চক্ষুর চতুর্দ্দিকে নীলবর্ণ বৃত্ত। যোজক-ঝিল্লির শোণিতপূর্ণতা ও স্ফীতি। রক্তপূর্ণ স্ফীতঝিল্লি বা কিমোসিস্‌। চক্ষুর জ্বালা এবং পূয়বৎ শ্লেষ্মার স্রাব। ঘোরদৃষ্টি। চক্ষুপুটের শোথ। চক্ষুর কালক্ষেত্র বা কর্ণিয়ার উপরে পূয়গুটিকা; আলোকাতঙ্ক এবং বেদনা রক্তিমা থাকে না।

নাসিকা।—তরুণ সর্দ্দিতে ঘ্রাণশক্তির অভাব। চক্ষু, নাসিকা গলাভ্যন্তর এবং তালুর শৈষ্মিক ঝিল্লি অত্যন্ত লোহিতবর্ণ হইলে চক্ষু হইতে প্রচুর জল স্রাব পুনঃ পুনঃ কাসির উদ্রেক এবং ঊর্দ্ধ চক্ষু পুটের স্ফীতি হয়। প্রচণ্ড হাঁচি এবং নাসিকা হইতে তীব্র ও কখন কখন পরিষ্কার জলস্রাব। নাসিকারন্ধ্রে অত্যন্ত আটাল শ্লেষ্মার সঞ্চয়। নাসিকা হইতে ঈষৎ সবুজাভ, কাল অথবা পীতবর্ণ এবং পচাটে ও ক্ষতকারজনক বস্তু কিম্বা পচা, ঈষৎ সবুজাভলোহিত রক্তস্রাব। নাসিকা-মূলে পূর্ণতা ও কশাভাবের অনুভূতি। নাসিকা এবং ললাটাস্থিতে দিপদিপানি ও জ্বালাকর বেদনা এবং স্ফীতি। নাসিকাস্থিতে চর্ব্বণবৎ বেদনার সঙ্গে ছুরিকাঘাত ও গর্ত্ত করার ন্যায় বেদনা ললাট পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

banglabooks.in

শ্বাসযন্ত্র।—স্বরযন্ত্রে মাংসাঙ্কুরের (Granulation) বেদনার ন্যায় অবদারণবৎ বেদনা ; প্রাতে এবং সন্ধ্যায় স্বরযন্ত্রের টাটানি এবং শুষ্ক কাসি। স্বরযন্ত্রে অবদারণভাব হওয়ায় হক্ হক্ করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাসি। রজনীতে নিদ্রাভঙ্গে স্বরভঙ্গ ও শ্বাসকৃচ্ছ্র। সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া উঠিতে হৃৎপিণ্ডপ্রদেশের বেদনায় শ্বাসকৃচ্ছ্র। শ্বাসপ্রশ্বাসের খর্ব্বতা। কষ্টবোধ। অস্বস্তি। সন্ধ্যাকালে শ্বাসযন্ত্রের বেদনায় বোধ যেন তাহা খণ্ডে খণ্ডে কর্ত্তিত হইতেছে। বামবক্ষের বেদনায় বোধ যেন তাহার বহির্দ্দেশে ক্ষত আছে ; স্পর্শে বেদনার বৃদ্ধি। গভীর, ফাঁপা শব্দের কাসি হইলে ঈষৎ সবুজ গয়ার উঠে এবং বুকের কড়া হইতে ছিন্নবৎ বেদনা বিস্তৃত হয়। ভ্রমণ করিতে ষ্টার্ণাম অস্থি ভেদ করিয়া পৃষ্ঠ অথবা বক্ষের গভীরদেশ পর্য্যন্ত ছিন্নবৎ বেদনা। প্রতিশ্যায়িক যক্ষ্মাকাসিতে পূয়াকার গয়ার উঠে এবং রজনীঘর্ম্ম ও উদরাময় বশতঃ দুর্ব্বলতা জন্মে। নিউমনিয়া অথবা লালামেহরোগের শেষফল স্বরূপ ফুসফুসের শোথ জন্মিলে সবুজবর্ণ ও সাবানের ফেণার ন্যায় গয়ার উঠে।

হৃৎপিণ্ড।—হৃৎকম্পের ভ্রমণে বৃদ্ধি ; গ্রীবাগ্রন্থির স্ফীতি।

মুখগহ্বর।—জিহ্বাগ্রের জ্বালা ও তদুপরি রসবিম্বিকা। মুখের শুষ্কতা। দন্তমাড়ির, বিশেষতঃ ক্ষয়িত দন্তের চতুপার্শ্বের দন্তমাড়ির স্ফীতি। মুখ হইতে অতিশয় দুর্গন্ধ নির্গত হয়। প্রচুর লালাস্রাব। হনুঅধঃগ্রন্থির স্ফীতি ও পূযসঞ্চার।

গলাভ্যন্তর।—সর্দ্দিলক্ষণে গলার শুষ্কতা এবং চুলকানি। থাইরইড গ্রন্থির স্পর্শাসহিষ্ণু স্ফীতি। উপজিহ্বা এবং টন্‌সিল গ্রন্থির লোহিতবর্ণ এবং স্ফীতি জন্মিলে গিলিতে বেদনা ও কষ্ট হয়। উপজিহ্বা স্ফীত ও প্রলম্বিত ; শৈষ্মিকঝিল্লি শোথযুক্ত।

banglabooks.in

আমাশয় ;—অত্যন্ত তৃষ্ণা। বিবমিষা ও বমন। অত্যধিক মুখলালার সঞ্চয় ও ভয়ঙ্কর বমন।

উদর ;—হঠাৎ উদরের বেদনাযুক্ত স্ফীতি নিবন্ধন উদর যেন ফাটিয়া যাওয়ার ন্যায় বোধ, বায়ুনিঃসরণে নিবৃত্তি।

মল ;—অত্যল্প, কঠিন মলের কষ্টে ত্যাগ। পাতলা সবুজ এবং হরিদ্রাবর্ণ জলবৎ উদরাময়।

পুংজননেন্দ্রিয় ;—লিঙ্গের বিস্তৃত স্ফীতি ও প্রদাহ।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয় ;—ঋতুস্রাবকালে পুনঃ পুনঃ মূত্রবেগ। পাতলা, জলবৎ ও তীব্র শ্বেতপ্রদর। স্তনের ক্ষয়।

গ্রীবা ও পৃষ্ঠ ;—চালনা করিলে কটিদেশের বেদনায় বোধ যেন তাহা সাঁড়াসি দ্বারা চাপিত হইতেছে।

অঙ্গাদি চয় ;—পারদের অপব্যবহারে এবং উপদংশ, রসবাত অথবা ক্ষুদ্রবাত বা গাউট রোগ অস্থিবেষ্ট পর্য্যন্ত আক্রমণ করিলে অঙ্গপ্রত্যঙ্গে ছিন্নবৎ, তীর বেঁধার ন্যায় অথবা চর্ব্বণবৎ বেদনা হয়।

ত্বক ;—মুখে চুলকনাযুক্ত দদ্রুবৎ উদ্ভেদ। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্ফোটক অথবা পূয়গুটিকা মুখ, স্কন্ধ, পৃষ্ঠ ও বক্ষোপরে অধিকতর।

প্রদর্শক লক্ষণ ;—কেলি আয়ডেটামরোগের সংখ্যা অধিক নহে এবং ইহার সাধারণ প্রদর্শক লক্ষণও বিরল। উপদংশ ও পারদের অপব্যবহারের জন্য শরীরোপাদানাভ্যন্তরে রসসঞ্চয় এবং অস্থির অর্ব্বুদ ও স্ফীতি প্রভৃতি রোগে ইহার বিষয় আমাদিগের বিশেষরূপে স্মরণ হয়।

চিকিৎসা।

শিরঃশূল ;—ললাট হইতে মস্তকপশ্চাৎ পর্য্যন্ত বিস্তৃত পেশীর সৌত্রিক ঝিল্লিতে গুটিকাবৎ পদার্থ জন্মিলে মস্তকবহিস্থ উপরিউক্ত

banglabooks.in

গুটিকাতে এই বেদনা হয়। সম্ভবতঃ উপদংশ রোগে অবৈধ পারদসেবন অথবা রসবাত নিবন্ধন ধাতুদোষ এই রোগ উৎপত্তির কারণ এবং তজ্জন্যই কেলি আয় ইহার একটি প্রধান ঔষধ বলিয়া গণ্য।

মস্তিষ্কোদক বা হাইড্রকেফেলাস্।—ডাং কাফকা কেলি আয়কে এ রোগের অমোঘ ঔষধ বলিয়া বিবেচনা করিতেন। মস্তকে তীরবেঁধার ন্যায় বেদনা, মুখের রক্তিমা, শুষ্ক হক্ হক্ শব্দের কাসির রজনীতে বৃদ্ধি এবং রোগীর গণ্ডমালাধাতু ইহার প্রধান প্রদর্শক বলিয়া জানিতে হইবে। গুটিকারোগগ্রস্ত (Tubarcular) গ্রন্থিযুক্ত ব্যক্তিদিগের রোগে আয়ডিন প্রযুক্ত হয়।

সায়াটিকা বা গৃধ্রসী।—কেলি আয় রোগে বেদনার রজনীতে এবং আক্রান্ত পার্শ্ব চাপিয়া শয়নে বৃদ্ধি ও শরীর-চালনায় হ্রাস। উপদংশ অথবা পারদের অপব্যবহার প্রযুক্ত রোগেই ইহার বিশেষ উপকারিতা দৃষ্ট হইয়া থাকে।

কেলি বাই—বাম উরুতে তীর বেঁধার ন্যায় বেদনা হইলে।

ফাইটোল্যাক্কা—তীরবেধ ও ছিন্নবৎ বেদনার চালনায় বৃদ্ধি।

কল্‌চিকাম—দক্ষিণ পার্শ্বের তীক্ষ্ণ বিদ্ধবৎ বেদনা জানু পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। চালনায় বেদনার বৃদ্ধি নিবন্ধন রোগী স্থির থাকিতে বাধ্য হয়। অসহনীয় বেদনা হঠাৎ আক্রমণ করিয়া লগ্ন থাকে।

চক্ষুরোগ।—আইরাইটিস বা উপতারাপ্রদাহ করইডাইটিস্ বা কৃষ্ণঝিল্লিপ্রদাহ; কিরাইটিস্ বা স্বচ্ছত্বকপ্রদাহ।—উপদংশরোগ নিবন্ধন আইরাইটিস্ অথবা আইরিস এবং করইড ঝিল্লির যুগপৎ উপদংশ ঘটিত প্রদাহে যদি পারদের অবৈধ ব্যবহার হইয়া থাকে, কেলি আয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঔষধ বলিয়া বিবেচিত; অন্যথায় মার্ক্ক কর ইহার অমোঘ ঔষধ। লক্ষণনিচয়ের

banglabooks.in

প্রচণ্ডতা, বিশেষতঃ উপদংশজ রোগে পারদের অপব্যবহার ইহার প্রদর্শক বলিয়া জানিতে হইবে। স্বচ্ছাবরকের উপদংশ ঘটিত প্রদাহরোগও পারদের ব্যবহারদূষিত হইলে উপকার করে।

নাসিকাসর্দ্দি ও পূতিনস্যরোগ বা অজিনা।—পারদ-জীর্ণ শরীর ও গণ্ডমালাধাতুর ব্যক্তিদিগের পৌনঃপুনিক সর্দ্দি রোগে লোহিতবর্ণ ও স্ফীত নাসিকা হইতে অতি প্রচুর, পাতলা, তীব্র ও হাজাকর শ্লেষ্মা স্রাব হইলে **কেলি আয়োডেটাম** প্রযোজ্য। ইহাতে চক্ষু লাল, স্ফীত ও জলস্রাবযুক্ত থাকে, চন্ চন্ করিয়া জ্বালা করে, এবং গলাভ্যন্তরে অবদারণ ভাব জন্মে। রোগী ক্ষণে শীত ক্ষণে গ্রীষ্ম অনুভব করে, তাহার মূত্র অত্যল্প ও অত্যন্ত রঞ্জিত। সামান্য শৈত্যসংস্পর্শ ও সেঁতা বাতাস রোগের পুনরাক্রমণের কারণ। উপদংশ, পারদের অপব্যবহার ও গণ্ডমালারোগে, অথবা তিনের সংযোগোৎপন্নরোগে কিম্বা উপরিউক্ত কারণে জীর্ণশরীর ব্যক্তিদিগের সন্তানে, রোগ পুরাতনে বা পূতিনস্য রোগে পরিণত হয় এবং পাতলা ও তীব্র অথবা ঘন, সবুজ ও দুর্গন্ধ স্রাব দেখা দেয়, ও নাসিকায় জ্বালা ও নাসিকাস্থিতে ছিদ্রও হইতে পারে। ইহাতেও **কেলি আয়ো** উপকারী।

কেলি বাই—স্রুত শ্লেষ্মা চিমসা ও সূত্রবৎ, এবং সর্দ্দি কখন কখন গলাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া শ্বাস উপস্থিত করে। সর্দ্দি সম্পূর্ণ শ্বাসযন্ত্রে বিস্তৃত হইলে অনেক সময় ইহা **একনের** পরে প্রযোজ্য।

ফুস্‌ফুস্‌রোগ—নিউমোনিয়া; জলশোথ বা ইডিমা-পাল্মনাম্; থাইসিস্ বা যক্ষ্মাকাশ।—নিউমোনিয়া রোগে ফুস্‌ফুসের ঘনীভূত অবস্থার আরম্ভে বিঘাতনে যদি স্পষ্ট নিরেট শব্দ প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহা হইলে **ব্রায়ো ফস** অথবা **সাল্‌ফারের** সুস্পষ্ট লক্ষণের অভাবে ডাং ফ্যারিংটন **আয়োডিন** অথবা

banglabooks.in

কেলি আয় প্রয়োগ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। ফুস্‌ফুসের অতি বিস্তৃত অংশের ঘনীভূততা অথবা হিপ্যাটিজেষণ বশতঃ তাহাতে শোণিত-গতির বাধা জন্মিলে মস্তিষ্কাদি যন্ত্রে রক্তাধিক্য ঘটে এবং অবশেষে মস্তিষ্কে জলসঞ্চয় নিবন্ধন রোগী মুমূর্ষুপ্রায় হইয়া উঠে। মুখের রক্তিমা, চক্ষুতারকার ন্যূনাধিক বিস্তৃতি এবং নিদ্রালুতা প্রভৃতি ইহার প্রাথমিক লক্ষণে বেলাডনাই আমাদিগের স্মরণপথে আইসে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহার রোগজনন লক্ষণে ফুস্‌ফুসের ঘনীভূততার অভাব থাকায় তৎপরিবর্ত্তে এস্থলে কেলি আয়ই প্রযুজ্য হইয়া থাকে। ইহা রোগের বৃদ্ধির বাধা জন্মাইয়া আরোগ্য করিতে সক্ষম।

ফুস্‌ফুসের জলশোথরোগেও ইহা উপকারী ঔষধ। ঈষৎ পীত ও সাবানের ফেনার ন্যায় গয়ার ইহার প্রদর্শক লক্ষণ।

উপরিউক্তরূপ গয়ারনিষ্ঠীবন, রজনীঘর্ম্ম এবং প্রাতঃকালীন উদরাময় থাকিলে গুটিকোৎপত্তি নিবন্ধন যক্ষ্মারোগেও ইহা উপকারী। শেষ রজনীতে যেন বক্ষভগ্নকর কাসি উপস্থিত হয়। ফলতঃ পটাস সল্ট বা লবণ মাত্রই রজনী শেষে ২টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত, কাসির বৃদ্ধি করে। অনেক সময়ে এল্‌বুমিনুরিয়ারোগান্তে ফুস্‌ফুসের এইরূপ অবস্থা দৃষ্ট হইয়া থাকে।

বৃক্ক বা কিড্‌নির ক্ষয়রোগ।—ইহা যদি পারদের অপ-ব্যবহার ঘটিত হয় তাহা হইলে কেলি আয় উপকার করিবে।

পুরাতন লালামেহ বা গ্লিট।—ডাং ফ্রাংক্লিন এ রোগে কেলি আয়কে প্রশংসা করিয়াছেন। নেট্‌ মিউ, থুজা, নাই এসি ও নাক্স ভ সহ এস্থলে ইহা অতুলনীয়।

উপদংশ বা সিফিলিস্—অস্থিরোগ—গামেটা প্রভৃতি।—তরুণ বা প্রাথমিক উপদংশরোগে কেলি আয়স্ব

banglabooks.in

কোন কার্য্য হয় না। ইহা পুতরান উপদংশ রোগজীর্ণ শরীরের বা উপদংশ রোগের তৃতীয়াবস্থার অস্থির ধ্বংসমূলক প্রাথমিক লক্ষণজ্ঞাপক ললাট-গহ্বরাস্থি এবং নাসিকাস্থির জ্বালাকর চর্ব্বণবৎ বেদনায় ও উপদংশজ ক্ষতপ্রবণ ঘনবটিকাদির (Papule) পক্ষে উপকারী ঔষধ। যে ঘনবটিকা ক্ষত হইলে তাহার অধস্থ উপাদানের ক্ষয় হইয়া যায় অথবা ধ্বংস প্রাপ্ত হয় তাহার বাধা জন্মাইয়া ইহা রোগীকে সুস্থ করিতে পারে। ত্বকের উপরিভাগের ক্ষতাঙ্ক এবং চক্রাকার রূপিয়া (Rupia) নামক উদ্ভেদও ইহা আরোগ্য করিতে সক্ষম। জ্ঞাত থাকা উচিত উপদংশরোগজীর্ণ শরীরের উপরিউক্ত রোগ প্রভৃতির পক্ষেই ইহা প্রধান ঔষধ ; অন্যথা এতদ্দ্বারা উপকার প্রত্যাশা করা বৃথা। ইহা পারদের অপব্যবহার ঘটিত কুফল নষ্ট করিতে সর্ব্বপ্রধান ঔষধ বলিলেও অত্যুক্তি দোষ ঘটে না।

কেলি বাই—ইহার মুখের এবং গলাভ্যন্তরের উপদংশ-জাত ক্ষত তদধস্থ উপাদান ধ্বংস করিয়া ক্রমশঃ গভীর হইয়া যায়।

ত্বকরোগ—পূয়গুটিকা ; ক্ষত।—**কেলি আয়ডির** পূয়গুটিকা বা পাষ্টুল অধিকাংশ সময়ে মস্তকত্বক হইতে পৃষ্ঠের অধঃ পর্য্যন্ত স্থানে জন্মে এবং আরোগ্য হইলে. ক্ষতাঙ্ক থাকিয়া যায়। গণ্ডমালীয় অথবা উপদংশজ ক্ষতরোগে ইহা উপকারী।

২। কেলি কার্ব্বনিকাম্ (Kali Carbonicum)

সম্বন্ধ।—কেলি কার্ব্বনিকামের কার্য্য প্রতিষেধক—ক্যাম্ফর, কফিয়া, স্পি. নাই, ডাল। **কেলি কার্ব্বের কার্য্যপূরক**—কার্ব্ব ভেজ।

কেলি কার্ব্ব যাহার পরে সুখফলপ্রদ—কেলি সাল্ফ, ফস্, ষ্টেনাম্ (সরল ঘড় ঘড় শব্দযুক্ত কাসিতে)।

আর্ত্তবাভাব রোগে নেট্র মিউ প্রদর্শিত হইলেও তাহাতে যদি ফল না হয় **কেলি কার্ব্ব** ঋতুস্রাব আনয়ন করিবে।

banglabooks.in

তুলনীয় ঔষধ।—আর্স, একন, বেল্, ব্রায়, কার্ব্ব ভেজ্, ক্যাম, সিঙ্ক, কনায়, জেল্স্, কেলি বাই, ল্যাকেসি, লাইক, মার্ক, নেট্ মিউ, নাই.এসি, নাক্স্ ভ, ওপি, ফস, পাল্স, রাস, সিপি, ষ্ট্র্যাম, সাল্ফ।

ক্রিয়া।—কেলি কার্ব্বনিকামের প্রধান ক্রিয়ার স্থান শ্বাস-যন্ত্রশ্লৈষ্মিক ঝিল্লি, পরিপাকযন্ত্রপথ এবং অণ্ডাধার-জরায়ুযন্ত্রমণ্ডল। ইহা উপরি উক্ত শরীরস্থানে যে উদ্দীপনা উপস্থিত করে, তাহা প্রকৃত প্রদাহে পরিণত না হইলেও যে তাহার অতি নিকটবর্ত্তী অবস্থায় উপনীত হয় তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। ইহার ক্রিয়াফলে তদ্দেশের ঝিল্লি অতীব শুষ্কাবস্থা প্রাপ্ত হইলে তাহাতে যে তীব্র, সূচিবেধবৎ বেদনা জন্মে তাহা কেলি কার্ব্বনিকামের বিশেষ লক্ষণ।

লক্ষণ।

মন।—রোগী সহজেই ভীতিচকিত, খিট্ খিটে, কোপনস্বভাব। রোগবিষয়ক ভীতি প্রযুক্ত উৎকণ্ঠা। খিট্ খিটে ও উত্তেজনাপ্রবণ।

স্নায়ু।—পেশী আনর্ত্তন। শরীরাবস্থাপনে চাপিত শরীরাংশে ঘৃষ্টবৎ বেদনা এবং ঝিন্‌ঝিনি বোধ; ঘর্ম্ম এবং মূর্চ্ছার ভাব। বোধ যেন বারম্বার উদ্গার উঠায় আক্ষেপ অন্তর্দ্ধান করে। আক্ষেপাবস্থায় সম্পূর্ণ জ্ঞান থাকে। আংশিক পক্ষাঘাত; কম্প। সম্পূর্ণ শরীরে শূন্যবোধ যেন শরীর শূন্যগর্ভ হইয়াছে।

মুখমণ্ডল।—মুখ পাণ্ডুর ও মলিন এবং স্ফীত। মুখের আকৃতি বসা; কদাকার। মৃতবৎ আকৃতি। গণ্ডে ছিন্নবৎ কিম্বা সূচিবেধের ন্যায় বেদনা। ঊর্দ্ধ ওষ্ঠোপরি শুষ্ক ছাল ওঠা।

চক্ষু।—ভ্রূ এবং চক্ষুপত্রমধ্যবর্ত্তী স্থানে থলির ন্যায় স্ফীতি। চক্ষুপত্র স্ফীত এবং প্রদাহযুক্ত; প্রায়শঃ প্রাতঃকালে জুড়িয়া

banglabooks.in

থাকে। পাঠকালে চক্ষু-বেদনা। আলোকাতঙ্ক ও জলস্রাব; দৃষ্টির দুর্ব্বলতা; চক্ষুসম্মুখে কোয়াসার ভাব। চক্ষুসম্মুখে উজ্জ্বল দাগ ও অগ্নিস্ফুলিঙ্গবৎ দৃশ্য।

নাসিকা।—নাসিকা স্ফীত ও লোহিতবর্ণ; নাসারন্ধ্র ক্ষত ও মামড়িযুক্ত। শুষ্ক সর্দ্দিতে নাসিকার রোধ। প্রাতঃকালে নাসিকা হইতে পুনঃ পুনঃ রক্তস্রাব। স্রাবযুক্ত সর্দ্দি। নাসিকার জ্বালা। দক্ষিণ নাসারন্ধ্রে ক্ষত হওয়ার ন্যায় বেদনা।

শ্বাসযন্ত্র।—আহারকালে সহজেই শ্বাসরোধ ঘটে। প্রাতঃকালে শ্বাসপ্রশ্বাসের খর্ব্বতা জন্মে। শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ হওয়ায় রজনীতে নিদ্রাভঙ্গ। সম্পূর্ণ স্বরভঙ্গ ও বাকরোধ। কাসিলে স্বরযন্ত্রে কাঁচা ক্ষতের ন্যায় বেদনা। শেষ রজনী ৩টা হইতে ৪টার মধ্যে কাসির বৃদ্ধি। সন্ধ্যাকালে শয়ন করিলে কাসির আক্রমণ; কণ্ঠায় সুড়সুড়ি হওয়ায় আবেশে আবেশে কাসি; আক্ষেপিক কাসিতে গলরোধ ও বমন এবং স্বরযন্ত্রে শ্বাস রোধকর শুষ্কতার উপস্থিতি। কণ্ঠায় সুড়সুড়ি জন্য শুষ্ক কাসি। রজনীতে শুষ্ক কাসি হওয়ায় নিদ্রাভঙ্গ এবং কাসিলে বক্ষে তীক্ষ্ণ বেদনা, দিবসে ক্কচিৎ কাসি থাকে। কাসিলে পূয়বৎ গয়ার নিষ্ঠ্যূত। গলমধ্য হইতে ক্ষুদ্র ও গোল গোল বস্তুখণ্ড নিষ্ঠ্যূত। দ্রুত ভ্রমণে বক্ষের দুর্ব্বলতা এবং কশাভাব ও কষ্টও হইয়া থাকে। ভ্রমণকালে প্রশ্বাস ত্যাগ করিলে বক্ষের আড়া আড়িভাবে টান টান বোধ। সন্ধ্যাকালে শয়ন করিলে বক্ষের কর্ত্তনবৎ বেদনা বামকুক্ষি পর্য্যন্ত যায়। শ্বাস টানিলে বক্ষে সূচিবেধবৎ বেদনা। কথা কহিলে, শ্বাসপ্রশ্বাসে, ও কোন বস্তু উত্তোলন করিলে বক্ষে টাটানি বেদনা। বক্ষে চাপ বোধ।

হৃৎপিণ্ড ও নাড়ী।—সামান্য শ্রমেই দ্রুত ও প্রচণ্ড হৃৎকম্প। মধ্যে মধ্যে হৃৎস্পন্দনের লোপ।

banglabooks.in

নাড়ীস্পন্দন প্রাতঃকালে অধিকতর দ্রুত, সন্ধ্যাকালে তদপেক্ষা স্বল্পতর। নাড়ীস্পন্দন অসম, অনিয়মিত; ক্ষণলোপবিশিষ্ট; ধীর এবং দুর্ব্বল।

গলাভ্যন্তর ;—প্রাতঃকালে গলার পশ্চাৎ অংশে অনেক আঠা শ্লেষ্মার সঞ্চয়। গলা খাঁকর দিলেও সম্পূর্ণ উঠে না, অপিচ সম্পূর্ণ গলাধঃকরণ করিতেও পারা যায় না। শরীর শীতল হইলে গলাগ্রভাগে বেঁধার ন্যায় বেদনায় বোধ যেন তাহাতে মাছের কাঁটা বিঁধিয়া রহিয়াছে। গলমধ্যে চাঁছাভাব, শুষ্কতা এবং কর্কশভাবণ গলমধ্যে বিড় বিড় করায় গলাখাঁকর দিতে ও কাসিতে হয়। গলাধঃকরণের কষ্ট হওয়ায় অন্ননালী পথে খাদ্য অতি ধীরে নামিতে থাকে এবং তাহাতে শ্বাসরোধ ও বমন হয়। গ্রীবাগ্রন্থির স্ফীতি।

আমাশয় ;—আহারের পূর্ব্বে ক্ষুধা জন্য আমাশয়ের শূন্যভাবাপেক্ষা অস্বাভাবিক শূন্যগর্ভভাবের অনুভূতিই অধিকতর থাকে; আহারান্তে, বিশেষতঃ কিঞ্চিৎ পরিমাণ সূপ পান করিলেও অত্যন্ত উদরস্ফীতি জন্মে। আহারান্তে মানসিক ভাবান্তর উপস্থিত হইলেই বিবমিষা হয়। সর্ব্বদাই বোধ যেন আমাশয় জলপূর্ণ। আমাশয়োর্দ্ধ কোটরস্থান আতত ও স্পর্শাসহিষ্ণু হয় এবং তাহাতে প্রচণ্ড দপ্‌দপানি ও কর্ত্তনবৎ বেদনা থাকে। অম্লোদ্গার এবং ভুক্তবস্তু ও জলের উদ্গীরণ।

উদর ;—যকৃৎ স্থানে তাপ এবং জ্বালা অথবা শূচিবেধবৎ বেদনা; তাহা স্পর্শ করিলে ক্ষতবৎ বেদনা। ভ্রমণকালে যকৃতে বেদনা হইলে তাহা গুরুত্বে পরিণত হয়; যকৃতে আকৃষ্টতা সহ ক্ষতবৎ বেদনা থাকে। সামান্য কিছু আহার করিলেই উদরে পূর্ণতা, তাপ এবং অতিশয় স্ফীতি জন্মে।

banglabooks.in

অঙ্গাদি।—সন্ধ্যাকালে শয্যায় অঙ্গাদির অস্বস্তি বোধ। অঙ্গে গুরুত্ব জন্মিলে রোগী কষ্টে পদ উত্তোলন করিতে পারে। সন্ধি এবং কণ্ডরাতে সূচিবেধবৎ বেদনা। অঙ্গে আকৃষ্টবৎ ও ছিন্ন করার ন্যায় বেদনা।

প্রদর্শক লক্ষণ।

সূচিবেধবৎ বেদনা।—সূচি বেঁধার ন্যায় বেদনালক্ষণে ইহা এই লক্ষণযুক্ত অন্যান্য ঔষধের অগ্রগামী। **ব্রায়োনিয়াতেও** ঐ লক্ষণের প্রাধান্য আছে। কিন্তু প্রভেদ এই যে **ব্রায়োতে** তাহা অধিকাংশ সময়ে গাত্র চালনাতে, কচিৎ স্থিরভাবে থাকিলেও বর্দ্ধিত হয় এবং প্রায়শঃ রসঝিল্লিসহ সংসৃষ্ট থাকে; **কেলিকার্ব্ব-বেদনার** শরীর চালনা সহ সম্বন্ধ নাই, এবং তাহা শরীরের যে কোন অংশে ও যে কোন উপাদানে হইতে পারে।

ঊর্দ্ধ চক্ষুপুটে জলপূর্ণ থলিবৎ স্ফীতির বর্ত্তমানতা।—ইহা **কেলি কার্ব্বের** অনেক রোগে উপস্থিত থাকে এবং অন্যান্য ঔষধে ইহার বিরলতা নিবন্ধন ইহা **কেলি কার্ব্বের** প্রদর্শক স্থলাভিষিক্ত হয়। **রজনী ৩টার পর ৪টা পর্য্যন্ত রোগের বৃদ্ধিও** ইহার অন্যতম প্রদর্শক। **অত্যধিক স্পর্শা-সহিষ্ণুতাও** ইহার একটি শ্রেষ্ঠতম প্রদর্শক বলিয়া গণ্য।

চিকিৎসা।

স্পাইন্যাল ইরিটেষণ বা মেরুমজ্জার উত্তেজনা, পৃষ্ঠশূল।—জরায়ুরোগসংস্রবে পৃষ্ঠে বা মেরুদণ্ডপ্রদেশে বেদনা উপস্থিত হইলে **কেলি কার্ব্ব** উপকার করিয়া থাকে। পৃষ্ঠের অধঃদেশে কোন ভারি বস্তুর ঠেলমারা এবং ঋতুকালে জরায়ুতে ঠেলমারা, ও মেরুদণ্ড, বিশেষতঃ তাহার দক্ষিণপার্শ্ব বাহিয়া জ্বালা থাকে।

banglabooks.in

ভ্রমণকালে বেদনা বৃদ্ধি হওয়ায় রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল বোধ করিলে, বসিয়া পড়িতে অথবা কোন প্রকার আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য। কখন কখন প্রাতঃকালে পৃষ্ঠের অধঃদেশে দপ দপ করে। সিপিয়া এবং সিমিসিফিউগাতেও এরূপ লক্ষণ দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই আকৃষ্টতা ও স্পন্দনের শয়নে উপশম হয়। শরীর সম্পূর্ণ বিস্তৃত করিয়া চিতভাবে শয়নে নেট্রাম মিউ বেদনার হ্রাস হয়। আর্ত্তবাভাবরোগে নেট্রম্মিউ প্রদর্শিত হইয়াও উপকার না করিলে কেলি কার্ব্ব প্রযোজ্য। কোন বাতপ্রকৃতিবিশিষ্ট স্ত্রীলোক আহার করিলেই অর্দ্ধঘণ্টা পর্য্যন্ত পৃষ্ঠে তীব্র বেদনা হওয়ায় কষ্ট পাইত; ডাঃ ফ্যারিংটন তাঁহাকে কেলি কার্ব্ব দ্বারা আরোগ্য করেন।

ষ্টীক্‌টিয়া ফস—মেরুদণ্ড বাহিয়া কনকনানি ও স্পর্শাসহিষ্ণু বেদনা এবং উর্দ্ধাধঃ অঙ্গে ঘৃষ্টবৎ অনুভূতি।

টেরেণ্টুলা—মেরুমজ্জার রক্তহীনতা বশতঃ মেরুদণ্ডে আক্ষেপিক বেদনা, সঙ্কোচন এবং শীতের উপস্থিতি প্রযুক্ত সম্পূর্ণ শরীরে জ্বালা ও সর্ব্বাঙ্গীন আক্ষেপ।

নাসিকাসর্দ্দি বা করাইজা।—স্থূলকায় এবং শিথিল শরীর ব্যক্তি, যাহাদিগের প্রবহমান বায়ুসংস্পর্শ হইলেই সর্দ্দির আক্রমণবশতঃ স্বরভঙ্গ উপস্থিত হয় তাহাদিগের পক্ষে কেলি কার্ব্ব উপকারী। সর্দ্দিকালে গলমধ্যে কোন বস্তুখণ্ড থাকার অনুভূতি প্রযুক্ত রোগী তাহা গলাধঃকরণের আবশ্যকতা বোধ করে। গ্রীবা অনমনীয় এবং উপজিহ্বা প্রলম্বিত হয়। গলাধঃকরণ ক্রিয়ায় এপিসের ন্যায় ইহাতেও গলায় হুলবেঁধার ন্যায় বেদনা থাকে।

কাসি বা কফ্; হুপশব্দক কাসি বা হুপিং কফ।—

কেলি কার্ব্বনিকামের কাসির আক্রমণ আবেশে আবেশে

banglabooks.in

হয় এবং কাসিলে রোগী অম্ল, শ্লেষ্মা ও ভুক্তবস্তু বমন করে। এইরূপ লক্ষণযুক্ত হুপশব্দক কাসিতে ইহা বিশেষ উপকারী ঔষধ। ডাং বনিং-হসেন আবিষ্কৃত **কেলি কার্ব্বের** প্রদর্শক লক্ষণ "উর্দ্ধ চক্ষুপত্রোপরি জলপূর্ণ থলিবৎ স্ফীতির বর্ত্তমানতা" এ রোগেও উপস্থিত থাকে।

গুটিকোৎপত্তি রোগ বা টুবার্কুলসিস—যক্ষ্মা-কাস বা থাইসিস্।—কেলি কার্ব্বের যক্ষ্মাকাসরোগে **ব্রায়োনিয়ার** ন্যায় বক্ষভেদকারী সূচিবেধবৎ বেদনা এবং শুষ্ক কাসি থাকে; রোগী অত্যন্ত কষ্টের সহিত কিছু গয়ার উঠাইলে বোধ হয় যেন তাহা কিয়দ্দূর উঠিয়া বক্ষে ফিরিয়া যায়, অথবা কাসিবার সময় ঢিলের ন্যায় গয়ার মুখ হইতে ছুটিয়া পড়ে। মহাত্মা হানিমান বলিয়াছেন "ফুসফুসের ক্ষতরোগ কদাচিৎ এই এন্টিসোরিক ব্যতীত আরোগ্য হইয়া থাকে।" গয়ার প্রচুর ও পূয়াকার হয় এবং রক্তযুক্তও থাকিতে পারে; রজনী ৩টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত কাসির বৃদ্ধি হয়। প্রধানতঃ মধ্যাহ্নকালে শীত বোধ, নিদ্রার ব্যাঘাতকারী শাঁই শাঁই শব্দের শ্বাসপ্রশ্বাস এবং বক্ষের স্পষ্টতর দুর্ব্বলতা ইহার অন্যান্য লক্ষণ। রোগের উপসর্গ স্বরূপ হৃৎপিণ্ড বিকার অথবা শরীরের জল স্ফীতি, উর্দ্ধ চক্ষুপুটে জলপূর্ণ থলির ন্যায় স্ফীতি প্রভৃতি শোথলক্ষণ বর্ত্তমান থাকিলে ইহা বিশেষ উপকারী। অপরিমিত স্তন্যদান প্রযুক্ত দুর্ব্বলীভূত স্ত্রীলোকদিগের অপরিস্ফুট যক্ষ্মাকাসরোগে ইহা উপকার করিতে পারে। রোগের শেষাবস্থাতেও ইহা প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

ডাঃ জকি তাঁহার ৬০ বৎসরের বহুদর্শিতায় যক্ষ্মাকাসরোগে **কেলি হাই ও ক্যানাবিস্ স্যাটিব** উপকারিতা উপলব্ধি করিয়াছেন। থাইসিস্ রোগে অনেক সময় **ক্যাল্কে কার্ব্ব** ও **কেলি কার্ব্বের** পরে **নাই এসি** উপযোগী ঔষধ।

banglabooks.in

সূতিকাক্ষেপ বা পিয়র্পিরাল এক্ল্যাম্‌সিয়া।—সজ্ঞানাবস্থায় সর্ব্বাঙ্গীন আক্ষেপ হয় বলিয়া ডাঃ ফ্যারিংটন অনুমান করেন যে **কেলি কার্ব্ব** দ্বারা সূতিকাক্ষেপ রোগে ফল পাওয়া যাইতে পারে। উদ্গার উঠিলে যেন এই ফিটের নিবৃত্তি হয়।

দৌর্ব্বল্য—পেশীদৌর্ব্বল্য।—**কেলি কার্ব্বনিকাম্** অত্যন্ত পেশীদৌর্ব্বল্য উৎপন্নকারী বস্তু। এজন্য ইহা কেবল শারীরিক নহে, হৃৎপিণ্ডপেশীর দুর্ব্বলতা উপস্থিত হইলেও উপকার করিয়া থাকে। হৃৎপিণ্ডদুর্ব্বলতা বশতঃ নাড়ীর গতি অনিয়মিত, অথবা ক্ষণলোপবিশিষ্ট, কিম্বা দ্রুত ও অতিশয় দুর্ব্বল হয়। ফলতঃ **পটাস সল্ট** মাত্রই অত্যন্ত পেশী দুর্ব্বলকারী বস্তু। হৃৎপিণ্ড পেশীর দুর্ব্বলতা,ইহাদিগের, বিশেষতঃ **কেলি কার্ব্বের** সকল রোগেই বর্ত্তমান থাকে বলিয়া পূর্ণ ও **গোলাকার নাড়ী** বর্ত্তমান থাকিলে ইহা কখনই প্রযুক্ত হইতে পারে না।

রক্তহীনতা বা এনিমিয়া।—**কেলি কার্ব্ব** শোণিতের পরিমাণের হ্রাস এবং গুণের অপকৃষ্টতা সাধন করায় শরীরোপাদনের, বিশেষতঃ পেশীমণ্ডলের, পোষণবিকার ও ক্ষয় বশতঃ মূত্র য়ুরেট সল্ট পূর্ণ হয়। এজন্য ইহা কঠিন ও বহুকালস্থায়ী রোগ এবং প্রসব বা গর্ভপাত জনিত রক্তহীনতা এবং দুর্ব্বলতা প্রভৃতি নিবারণে সক্ষম। ইহার শোণিতহীন রোগী বড়ই শীতার্ত্ত থাকে এবং সামান্য শীতল বায়ুসংস্পর্শেও শীত বোধ করে। তাহার সম্পূর্ণ শরীরাভ্যন্তরে রক্তহীনতাঘটিত দপদপানি উপস্থিত হয়। রক্তহীনতা জন্য শোণিতগতির মন্থরতা প্রযুক্ত শরীরের স্থানে স্থানে রক্তাধিক্য জন্মে। মস্তকের রক্তাধিক্য বশতঃ কর্ণে গুণ গুণ শব্দ, মস্তক ফিরাইতে অথবা গাড়ীতে ভ্রমণকালে শিরোঘূর্ণন এবং দৃষ্টিদৌর্ব্বল্য—বিশেষতঃ অপরিমিত ইন্দ্রিয়সেবা রক্তহীনতার কারণ হইলে—ইহা জন্মে।

banglabooks.in

গর্ভপাত বা প্রসবান্তিক রক্তহীনতায় কষ্টপ্রদ পৃষ্ঠবেদনা, মাজার দুর্ব্বলতা ও খঞ্জতা নিবন্ধন চলায় কষ্ট, জরায়ু হইতে অদমনীয় শোণিতস্রাব এবং কাসি ও পুনঃ পুনঃ রজনীঘর্ম্ম প্রভৃতি লক্ষণ উপস্থিত হয়।

৩। কেলি ক্লরিকাম্ (Kali Chloricum)।

সম্বন্ধ ;—কেলি ক্লরিকাম যাহার কার্য্য প্রতিষেধক—মার্কারির। বিষমাত্রায় পারদ সেবন প্রযুক্ত মুখক্ষতাদির ইহা ত্বরিত উপশম করিয়া থাকে।

তুলনীয় ঔষধ ;—বেল, বরাক্স, ক্যাল্কে কা, ক্যাম্থা, হাইড্র্যাষ্টিস, মার্ক আয়, নাই এসি, ফাইটল।

সাধারণ ক্রিয়া ;—ক্লরেট অব্ পটাস্ শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির, বিশেষতঃ পরিপাকযন্ত্রপথের শ্লৈষ্মিকঝিল্লির প্রচণ্ড উদ্দীপনা উপস্থিত করে। ইহা মুখগহ্বরে ক্ষতোৎপাদক প্রদাহ উৎপন্ন করায় তাহার সম্পূর্ণ শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি স্ফীত ও লোহিতবর্ণ হয়। এবং গণ্ডের অভ্যন্তর প্রদেশ এবং ওষ্ঠ প্রভৃতিতে ধূসরবর্ণতলদেশযুক্ত ক্ষত জন্মে। লালাস্রাবী গ্রন্থি ইহা দ্বারা আক্রান্ত হওয়ায় প্রচুর, উগ্র লালা স্রাব হয়। আমাশয়ে ইহা ক্ষতোৎপন্ন করে এবং অন্ত্রে ইহার ক্ষতোৎপাদক শক্তি থাকায় পচা ক্ষত উৎপন্নকারী ও প্রভূত দুর্ব্বলতাজনক আমরক্ত রোগে ইহা ব্যবহৃত হয়। ইহা বৃক্ক আক্রমণ করিয়া প্রথমে মূত্রস্রাব বৃদ্ধি করে এবং পরে প্রদাহোৎপন্ন করায় মূত্রাঘাত জন্মে। অন্যান্য পটাস্ সল্ট অপেক্ষা ইহা হৃৎপিণ্ডকে অধিকতররূপে আক্রমণ করায় তাহার দুর্ব্বলতা পক্ষাঘাতেও পর্য্যবসিত হইতে পারে, শরীরতাপ হ্রাস হইয়া যায়।

লক্ষণ।

মুখমণ্ডল ;—পাণ্ডুর এবং নীলাভ। কাল্‌চে। মুখের আকৃতি যন্ত্রণাব্যঞ্জক। চক্ষুপার্শ্ব সন্নিহিত বামগণ্ডপ্রদেশে আততভাবযুক্ত

banglabooks.in

আকৃষ্টতা। মুখের বাম পার্শ্বে বৈদ্যুতিক আঘাতবৎ স্নায়ুশূল কথা কহিলে, আহারকালে অথবা সামান্য স্পর্শে বৃদ্ধি পায় এবং পরে আক্রান্ত স্থানের অসাড়তা জন্মে।

শ্বাসযন্ত্র;—স্বরভঙ্গ। স্বরযন্ত্রে উত্তেজনা হওয়ায় কাসি পায়। প্রচণ্ড প্রাতিশ্যায়িক কাসি। গন্ধকবাষ্পের ঘ্রাণযুক্ত বায়ুর শ্বাস গ্রহণের ন্যায় বক্ষে সংকোচন ভাব।

হৃৎপিণ্ড ও নাড়ী;—হৃদগ্রপ্রদেশে উৎকণ্ঠা। হৃৎস্পন্দন অনুভূত হয়, কিন্তু তাহা দ্রুততর হয় না এবং হৃৎপ্রদেশ শীতল থাকে। হৃৎকম্পকালে বক্ষের সংকোচন।

নাড়ী;—দ্রুত, কোমলস্পর্শ, ধীরগতি, ক্ষুদ্র এবং দুর্ব্বল। পূর্ণতার স্বল্পতা এবং শক্তির হ্রাস।

মুখগহ্বর;—জিহ্বার উভয় পার্শ্বে একই প্রকারের ক্ষত। মুখের ক্ষতকরপ্রদাহে এবং তাহার কোষগ্রন্থির (Folicular) প্রদাহে শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির উপরিভাগ লোহিতবর্ণ ও স্পর্শাসহিষ্ণু স্ফীতিযুক্ত হয় এবং গণ্ডাভ্যন্তর ও ওষ্ঠ প্রভৃতি স্থানে ধূসরবর্ণ তলদেশযুক্ত ক্ষত জন্মে। মুখলালার বৃদ্ধি ও উগ্রতা।

গলাভ্যন্তর;—চাঁছাবৎ। কাঁচা ক্ষতের ন্যায় অনুভূতিযুক্ত। শুষ্কতা। গলাধঃকরণক্রিয়া কষ্টকর। গলগহ্বর, টন্‌সিলগ্রন্থি এবং অন্ননালীর শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির প্রতিশ্যায় হইলে শুভ্র নির্য্যাস থাকে। ডিফ্‌থিরিয়াবৎ আটা নির্য্যাস। হনুঅধঃগ্রন্থি স্ফীত এবং গলমধ্য লোহিতবর্ণ ও শোথযুক্ত।

আমাশয়;—বিবমিষা এবং বমন। তরুণ আমাশয়প্রদাহ। আমাশয়শূল। আমাশয়ে কর্ত্তনবৎ বেদনা।

মল;—উদরাময়। আমরক্তরোগ জন্মিলে অনেক রক্ত ও ক্লেদ নির্গত হয়। প্রথমে বিষ্ঠা কঠিন থাকে, পরে তাহা আম ও রক্তমিশ্রিত হয়।

banglabooks.in

মূত্রযন্ত্র ;—বৃক্ককের প্রদাহ বা নেফ্রাইটিস। বারম্বার মূত্রবেগ। রোগী কেবল কতিপয় বিন্দু শোণিতযুক্ত মূত্র নির্গত করিতে পারে। রক্তমেহ। মূত্র অত্যল্প, কাল এবং শ্বেতলালাযুক্ত। গর্ভাবস্থার লালা-মেহরোগ।

ত্বক্ ;—নীলরোগ (শিরাশোণিতপ্রাধান্যে শরীরের নীলবর্ণ) ওষ্ঠে ও শরীরসামান্তে অধিকতর থাকে। পূয়গুটিকা। চুলকানিযুক্ত রসবিম্বিকা।

চিকিৎসা ;—আভ্যন্তর বিষক্রিয়ায় পটাসসল্টমধ্যে **কেলি ক্লরিকাম** সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইলেও চিকিৎসাক্ষেত্রে ইহা বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিতে সক্ষম হয় নাই। ইহা অতি সত্বর হৃৎপিণ্ডের অবসাদ ও পক্ষাঘাত এবং জৈবতাপের হ্রাস উৎপন্ন করে; কিন্তু চিকিৎসাকার্য্যে ইহার তদনুরূপ কোন বিশেষ প্রয়োগ দৃষ্টিগোচর হয় না। মুখমণ্ডলের বামপার্শ্বের **স্নায়ুশূলরোগে** কোন কোন চিকিৎসক ইহা দ্বারা ফললাভ করিয়াছেন। **হঠাৎ বিদ্যুতাঘাতের ন্যায় বেদনার, কথা কহিতে, আহার কালে এবং সামান্য স্পর্শে বৃদ্ধি এবং বেদনার শেষে আক্রান্ত স্থানের অসাড়তা** ইহার বিশেষতা বলিয়া পরিগণিত।

"জাড়ী ঘা", মুখের পচা ক্ষত, মুখের এবং গলাগ্রপ্রদেশের (Pharynx) অতি দুরারোগ্য **কোষগ্রন্থি-সংসৃষ্ট প্রদাহ** (Follicular stomatitis and pharyngitis) **কেলি ক্লরিকাম্** দ্বারা আরোগ্য হইয়াছে। **মুখের অসহনীয় দুর্গন্ধ থাকে এবং চিমসা সূত্রবৎ লালা স্রাব হয়।** শিশুদিগের পচা (Gangrenous) মুখক্ষতরোগে ইহা বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছে।

স্তন্যপায়ী শিশুর এবং স্তন্যদাত্রী প্রসূতির মুখক্ষত এতদ্বারা আরোগ্য হয়। এই সকল রোগে, ইহার উপযুক্ত বহিরাভ্যন্তরীণ

banglabooks.in

উভয় প্রকার প্রয়োগরূপই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মুখে এবং গলায় অতি দুর্গন্ধযুক্ত ক্ষত থাকিলে লালামেহ, রক্তমেহ, কাসি এবং শ্বাসকৃচ্ছ্র রোগে ইহা উপকারী ঔষধ। অবস্থানুসারে **ডিফ্‌থিরিয়া রোগেও** ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

আমরক্তরোগে ছুরিকাঘাতবৎ বেদনা; ক্ষণে ক্ষণে অতি স্বল্প-পরিমাণ, প্রায় পরিষ্কার রক্তময় মলত্যাগের কুন্থনে রোগী চীৎকার করিয়া উঠিলে ইহা দ্বারা উপকার হয়। এস্থলে ইহা **ক্যান্থারিস** ও **মার্ক কর** সহ তুলনীয়।

মুখমণ্ডল ও পদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের **এপিথিলিওমা** (মারাত্মক অর্ব্বুদ) ইহা আরোগ্য করিয়াছে বলিয়া প্রবাদ আছে।

কেলি নাইট্রিকাম্ (Kali Nitricum)।

প্রাপ্তিনাম ;—সল্টপিটার। সোরা।

সম্বন্ধ ;—বিষম গুণ—নাই, স্পি, ডাল। ক্যাম্ফরে বেদনার বৃদ্ধি। ক্যান্থারিস, টার্পেণ্টাইন্ ও মসল্লার অপব্যবহারে মূত্রকৃচ্ছ্রের নাইটার (সোরা) শান্তি জন্মায়।

তুলনীয় ঔষধ ;—একন, আর্স, ক্যান্থা, টেরিবিন্থ।

সাধারণ ক্রিয়া ;—মেরুমজ্জা এবং মেরুমজ্জেয় স্নায়ুমণ্ডলে কেলি নাইট্রিকামের সাক্ষাৎ ক্রিয়া হওয়ায় মেরুমজ্জার এবং হৃৎপিণ্ডের পক্ষাঘাত বশতঃ হৃৎপিণ্ডের বিস্তৃতাবস্থায় ক্রিয়ারোধ ঘটে। ইহা শোণিতের অপকর্ষ ও জমাট বাঁধার শক্তির হানি উৎপন্ন করে। ইহা কিড্‌নি আক্রমণ করিলে উত্তেজনা ও ক্রিয়ার বৃদ্ধি হওয়ায় মূত্রের পরিমাণাধিক্য সহ স্থূল উপকরণও বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। শ্বাসযন্ত্র এবং পরিপাকযন্ত্রপথের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিতে ইহার উত্তেজক ক্রিয়া রক্তাধিক্য ও প্রদাহে পর্য্যবসিত হয়।

banglabooks.in

লক্ষণ।

নাসিকা।—নাসিকার সর্দ্দিবশতঃ ঘ্রাণশক্তির অভাব; হাঁচি; নাসিকা রন্ধ্রের পশ্চাৎ হইতে গলগহ্বরমধ্যে শ্লেষ্মার ক্ষরণ। দক্ষিণ নাসারন্ধ্রের উর্দ্ধাংশে ক্ষতবৎ বেদনা। নাসিকা হইতে রক্তস্রাব; নাসিকার শুষ্কতা এবং রোধ। নাসারন্ধ্র স্ফীত এবং স্পর্শে বেদনাযুক্ত। স্পর্শে নাসিকাস্থিতে বেদনা। দক্ষিণ নাসারন্ধ্রে স্ফীতির অনুভূতি।

শ্বাসযন্ত্র।—স্বররোধ; স্বরযন্ত্রের কর্কশতা, চাঁছাবোধ ও স্বরভঙ্গ। শ্বাসাভাববশতঃ রোগী জল পান করিতে পারে না; অল্প অল্প করিয়া জল পান করিতে হয়; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিশু দুই হাতে পানপাত্র ধরিয়া আগ্রহের সহিত ঢোকে ঢোকে জলপান করে। প্রাতঃকালে শয্যায় থাকিতে বক্ষের সঙ্কোচন। বক্ষের সম্মুখ পার্শ্বে জ্বালা। প্রাতঃকালে কণ্ঠা পর্য্যন্ত জ্বালা বিস্তৃত হয় ও আলগা গয়ার থাকে। সন্ধ্যাকালে ও রজনীতে শ্বাসকৃচ্ছ্র ও শ্বাসপ্রশ্বাসের দ্রুততা; প্রাতঃকালে কম থাকে, রোগী সিঁড়িতে উঠিতে শ্বাসপ্রশ্বাসের কষ্ট। প্রচণ্ড, অজ্ঞানকর শিরঃশূল, রাত্রি ৩টার সময় কাসিতে কাসিতে নিদ্রাভঙ্গ; মুক্তবায়ুমধ্যে কাসি; উচ্চে উত্থান করিতে অথবা শ্বাসরোধ করিলে কাসির বৃদ্ধি; কাসিতে বক্ষে কর্ত্তন ও সূচিবেধবৎ বেদনা; গলা খাঁকর দিয়া শ্লেষ্মা উঠাইলে কাসি; কাসিলে জমাট রক্তের নিষ্ঠীবন। বক্ষের মৃদু আততভাব ও সঙ্কোচন হওয়ায় বোধ যেন পৃষ্ঠ হইতে ফুসফুস আকুঞ্চিত হইতেছে। দীর্ঘশ্বাস টানিতে অথবা কাসিতে বক্ষে সূচিবেধবৎ বেদনা। বক্ষের রক্তাধিক্য। অত্যন্ত ভারি বস্তুর চাপ হওয়ার ন্যায় বক্ষের গুরুত্ব; আততভাব হইলে বক্ষপ্রাচীর একত্র চাপিত হওয়ায় শ্বাসকৃচ্ছ্র জন্য যে

banglabooks.in

শ্বাসরোধ ঘটে তাহা রক্তাধিক্যের বা ফুসফুসের নিরেটাবস্থার অনুপাতাপেক্ষা অধিকতর। ফুসফুসে পূয়সঞ্চার ও বলক্ষয়কর ঘর্ম্ম।

হৃৎপিণ্ড ও নাড়ী ;—দ্রুত উত্থান বা শরীরচালনা করিলে হৃৎকম্প হওয়ার মুখের তাপ ও বক্ষের কষ্ট। প্রচণ্ড হৃৎস্পন্দনশব্দ শ্রুত হয়, এবং তাহাতে শ্বাসকৃচ্ছ্র ও উৎকণ্ঠা জন্মিলে রোগী শয্যায় উঠিয়া বসিতে বাধ্য। নাড়ী প্রায়শঃ পূর্ণ, কঠিনস্পর্শ এবং দ্রুত ; প্রাতঃকালে ধীর, দুর্ব্বল, ও সূত্রবৎ।

মূত্র ;—ঈষৎ লোহিতাভ, আবিলযুক্ত এবং অধিক পরিমাণ ফেকাসে মূত্রের বারম্বার ত্যাগ। মূত্রে শ্লেষ্মার তলানি এবং লবণের বৃদ্ধি। মূত্রকৃচ্ছ্র।

মল ;—জলবৎ, পাতলা ও মলসংযুক্ত উদরাময় ; উদরশূল সহ কোমল মলত্যাগ। কুন্থন সহ রক্তসংযুক্ত মলত্যাগ। অন্ত্রের ঝিল্লির অংশ ও রক্ত মিশ্রিত মলত্যাগ। অত্যন্ত চাপ দিলে মলত্যাগ। গো বৎসের মাংসাহার নিবন্ধন উদরাময়। কোষ্ঠবদ্ধ।

ত্বক ;—চুলকনাযুক্ত ফুস্কুরি ; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পূয়গুটিকা, ত্বকে সূচি বেঁধার ন্যায় খোঁচা, পরে জ্বালা। ত্বগুপরি পীতবর্ণ রসপূর্ণ ও জ্বালাযুক্ত রসবিম্বিকার চুলকানিতে বিদারণ।

চিকিৎসা ;—পলিপাস্ বা বহুপাদার্ব্বুদ ; হাপানি নিউমোনিয়া, থাইসিস্ প্রভৃতি বক্ষরোগ ; উদরাময়, আমরক্ত রোগ ; ডায়াবিটিস বা বহুমূত্র।—**কেলি নাইট্রিকামের** ঔষধগুণ পরীক্ষায় নানাবিধ যন্ত্রাক্রমণের ফলস্বরূপ বহুবিধ লক্ষণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু রোগচিকিৎসায় ইহার প্রয়োগের তাদৃশ প্রচুরতা অথবা নিশ্চয়াত্মক প্রদর্শক লক্ষণের বর্ত্তমানতা দৃষ্টিগোচর হয় না। এজন্য আমরা যে যে রোগে ইহা প্রয়োগের বিষয়

banglabooks.in

উল্লেখ করিব তাহা চিকিৎসকের এতদ্বিষয়ক লক্ষণের সাধারণ জ্ঞানের উপর নির্ভর করে।

দক্ষিণ নাসারন্ধ্রের **শ্লৈষ্মিক পলিপাস বা বহুপাদার্ব্বুদ** রোগ সম্পূর্ণ নাসিকা পূর্ণ করিলে **কেলি নাইট্র** ৩× ডাইলিউষণ তাহা সম্পূর্ণ আরোগ্য করে (ডাঃ এলেন)। অত্যন্ত শ্বাসকৃচ্ছ্র, মূর্চ্ছারভাব এবং বক্ষে মৃদু সূচিবেধ অথবা জ্বালাযুক্ত বেদনা প্রভৃতি লক্ষণবিশিষ্ট **হাঁপানিরোগে** গয়ার অপেক্ষাকৃত সরলভাবে নিষ্ঠ্যূত হইলে ইহা দ্বারা উপকার পাওয়া যায়। **নিউমোনিয়া**রোগের অত্যধিক তাপ ও তৃষ্ণায় এবং **যক্ষ্মাকাশের** সর্ব্বাবস্থাতেই, বিশেষতঃ সাময়িক বৃদ্ধিকালে, অত্যন্ত কাসি, বেদনা এই শ্বাসকৃচ্ছ্র প্রভৃতি তরুণাক্রমণের লক্ষণ দৃষ্ট হইলে ইহা দ্বারা উপকার হইয়া থাকে। **এণ্ডোকার্ডাইটিস্** ও **রসবাত** রোগে ইহার প্রয়োগের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

কেলি নাই গোবৎসমাংস ভক্ষণ বশতঃ **উদরাময়ের** আরোগ্য করে। ইহার **আমরক্তরোগে** অবিশ্রান্ত বেগ হইলে রজনীতে ক্লেদ ও রক্তযুক্ত মলত্যাগ হইতে থাকে। ফলতঃ, তরুণ আম রক্তরোগে **একনাইট** প্রয়োগে কর্ত্তনবৎ বেদনা, অত্যধিক তৃষ্ণা এবং হস্তপদের শীতলতা বিদূরিত না হইলে ইহা দ্বারা উপকার প্রত্যাশা করা যায়।

মূত্রকৃচ্ছ্র, মূত্র-মেহ এবং শয্যামূত্রত্যাগাদিরোগে অবস্থানুসারে **কেলি নাইট্রের** প্রয়োগ হইয়া থাকে।

৫। কেলি পার্ম্যাঙ্গ্যানিকাম্ (Kali Permanganicum)।

কেলি পার্ম্যাঙ্গ্যানামের ঔষধগুণপরীক্ষাবিষয়ে কোন নিদর্শন পাওয়া না যাইলেও রোগচিকিৎসায় ইহার কিঞ্চিৎ প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। তাহা আমরা নিম্নে উল্লিখিত করিতেছি।

banglabooks.in

চিকিৎসা—ডিফ্‌থিরিয়া বা মারাত্মক গলক্ষত; স্কার্লেটিনা ব আরক্তজ্বর।—ডিফ্‌থিরিয়ার পচা ক্ষত হইতে পচা ও পূতিগন্ধযুক্ত পূয়স্রাবে কেলি পার্ম্যাঙ্গ্যানাম্ কিঞ্চিৎ সুখ্যাতি লাভ করিয়াছে। ইহার বহিঃপ্রয়োগও দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তাহাতে বিশেষ কোন উপকার হয় না। ইহা দ্বারা ফলাশা করিলে নিম্ন ক্রমে আভ্যন্তরীণ প্রয়োগের আবশ্যক। ইহার রোগে গলদেশের বহিরভ্যন্তর উভয়ই স্ফীত হয় এবং তাহাই ইহার প্রকৃষ্ট প্রদর্শক। গলদেশ শোথযুক্ত এবং ঝিল্লি ভয়াবহ পুতিগন্ধবিশিষ্ট হয়। ল্যাকেসিসের ন্যায় ইহাতেও আহার্য্য গলাধঃকরণে কষ্ট এবং ভুক্তদ্রব্য উদ্গীরিত হইয়া থাকে। অনেক বিষয়ে ইহা এপিসের তুল্য হইলেও ইহার ভয়াবহ দুর্গন্ধ প্রভেদকরূপে বর্ত্তমান থাকে। ডাং ভ্যান্‌লেনেপ্‌ এ রোগে ইহাকে মহৌষধ বলিয়া বিবেচনা করেন।

আরক্তজ্বরের গললক্ষণে ইহার প্রয়োগ স্থানান্তরে বিবৃত হইয়াছে।

৬। কেলি ফস্‌ফরিকাম্ (Kali Phosphoricum.)।

উপচয় ;—আহারে; শৈত্যসংস্পর্শে; প্রাতঃকালে।

উপশম ;—তাপে।

তুলনীয় ঔষধ ;—আস, কষ্টি, ল্যাকেসি, জেল্‌স, মিউ এসি।

সাধারণ ক্রিয়া ;—কেলি ফসের ঔষধগুণপরীক্ষার কোন নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহা ডাং সুস্‌লারের অন্যতম টিস্যুরেমিডি। তাঁহারই মতানুসরণ করিয়া ইহার প্রয়োগ দ্বারা রোগারোগ্যলব্ধ লক্ষণ এস্থলে প্রদত্ত হইল। ইহার ক্রিয়ার পর্য্যালোচনায় দেখা যায় যে ইহা সমগ্র স্নায়ুমণ্ডলে প্রভূত ক্ষমতা প্রকাশ করে।

banglabooks.in

এই ক্রিয়াফলে মানসিক অবসাদ ও অসহিষ্ণুতা প্রভৃতি দুর্ব্বলতার লক্ষণ, ইন্দ্রিয়জ্ঞানদৌর্ব্বল্য, গতিদ স্নায়ুর শক্তিহানি এবং পুনরুৎপাদিকা-শক্তিদ স্নায়ুমণ্ডলের ক্রিয়া বিদ্ধস্ত হওয়ায় রসরক্ত প্রভৃতি যাবতীয় শরীরোপাদানের ধ্বংসলক্ষণ উৎপন্ন হয়। ইহা যুবক ও বৃদ্ধদিগের রোগে বিশেষ উপযোগী।

লক্ষণ।—মানসিক দৌর্ব্বল্য বশতঃ রোগী উৎকণ্ঠাযুক্ত, ভীত এবং নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়ে। কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহে না। অত্যন্ত অবসাদ। অসহিষ্ণু। রজনীতে ভীতিশঙ্কিত। সামান্য পরিশ্রমের কার্য্য অত্যন্ত শ্রমসাধ্য বলিয়া বোধ। লাজুক। মস্তকে রক্তহীনতা জন্মে। দৃষ্টিদৌর্ব্বল্য। অনুভূতির অভাব। চক্ষুপত্র ঝুলিয়া পড়ে। কর্ণে গুণ গুণ শব্দ শ্রুত হয়। দুর্গন্ধ নাসিকাস্রাব। মুখমণ্ডল ঘোরবর্ণ এবং চক্ষু বসিয়া যায়। মুখ হইতে দুর্গন্ধ নির্গত হয়। প্রাতঃকালে মুখ শুষ্ক থাকে। দন্তমাড়ি স্পঞ্জের ন্যায় থাকে এবং দন্ত হইতে অপসৃত হয়। গলাভ্যন্তরে পচা ক্ষত। স্বরতন্ত্রীর পক্ষাঘাত। আমাশয়োর্দ্ধকোটরস্থানে "কিছু নাই" ভাবের অনুভূতি। ভীতিপ্রযুক্ত উদরাময়; বিষ্ঠা পচা ও দুর্গন্ধ; রোগী দুর্ব্বল ও অবসাদগ্রস্ত। আহারকালে উদরাময়। আমরক্তরোগে কেবল পরিষ্কার শোণিত নির্গত হয়; রোগী প্রলাপ কহে এবং উদর স্ফীত থাকে। কলেরায় তণ্ডুলধৌতজলবৎ মলত্যাগ। হারিস জন্মে। পাণ্ডুবর্ণ, উত্তেজনাপ্রবণ এবং ক্রন্দনশীল স্ত্রীলোকদিগের ঋতুস্রাব অত্যল্প ও বিলম্বাগত। কখন বা ঋতুশোণিত অতি প্রচুর, ঘোর লোহিত বা কৃষ্ণাভলোহিত, পাতলা এবং কখন কখন দুর্গন্ধযুক্ত; শোণিত জমাট বাঁধে না। মূত্র অত্যন্ত হরিদ্রাবর্ণ। অনৈচ্ছিক মূত্রস্রাব। কাসিতে হরিদ্রাবর্ণ গয়ার উঠে। পৃষ্ঠ ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের দুর্ব্বলতা ও পক্ষাঘাতিক অবস্থা।

banglabooks.in

চিকিৎসা।

গুল্মবায়ু বা হিষ্টিরিয়া।—হোমিওপ্যাথিমতে **কেলি ফস্‌ফরিকাম** গুল্মবায়ুরোগ চিকিৎসায় প্রযুক্ত হইয়া বিলক্ষণ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছে। বায়ুপ্রধান ও উত্তেজনাপূর্ণ রোগীদিগের অকস্মাৎ ভাবাবিষ্টতা অথবা ক্রোধাবিষ্টতা জন্মিলে ইহার রোগাক্রমণ হয়। রোগে "গ্লোবাস হিষ্টিরিকাস্‌" বা গুল্মবায়ুর "অলীক গুল্ম" বর্ত্তমান থাকে। রোগীর ক্ষণে কান্না ক্ষণে হাসি এবং মধ্যে মধ্যে জৃম্ভণ হয়। অজ্ঞানাবস্থায় আক্ষেপও হইতে পারে। উদর স্ফীত এবং স্পর্শে বেদনাযুক্ত থাকে। **কেলি ফস্‌** রোগী সম্বন্ধে নিম্নলিখিত লক্ষণগুলি স্মরণীয়:—কারণাভাবে ভীতি; রোগী সকল বিষয়েই অমঙ্গল আশঙ্কা করে, দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে এবং হতাশ হয়; কম্প হয় ও চঞ্চল থাকে।

এগ্নাস ক্যাষ্টাস্‌—গুল্মবায়ুরোগে কামাতুরতা বর্ত্তমান থাকিলে।

এনাকার্ডিয়াম—পরস্পর বিরুদ্ধভাবাপন্ন দুইটি ইচ্ছাশক্তির বর্ত্তমানতায়।

ক্যাক্টাস্‌—দুঃখ, কারণাভাবে ক্রন্দনের সান্ত্বনা করিলে বৃদ্ধি, বিরলে থাকিবার প্রবল ইচ্ছা, মৃত্যুভীতি এবং সম্পূর্ণ শরীর তারগঠিত পিঞ্জরাবদ্ধ থাকার অনুভূতি প্রভৃতি লক্ষণযুক্ত হিষ্টিরিয়া রোগে এই ঔষধ প্রদর্শিত।

কক্কুলাস—স্পর্শজ্ঞানাধিক্য ও মূর্চ্ছার ভাব।

আর্সেনিকাম্‌—গুল্মবায়ু ঘটিত হাঁপানি।

কলফাইলাম—গুল্মবায়ু ও রজোকৃচ্ছ্র।

ষ্টিক্টা—রক্তের অপচয় ও গঞ্জিকাসেবন প্রযুক্ত গুল্মবায়ুরোগ। ইহা হিষ্টিরিয়া রোগের অন্যতম প্রধান ঔষধ বলিয়া পরিচিত।

banglabooks.in

টাইফয়েড ফিবার বা সন্নিপাতিক জ্বর-বিকার।—সুস্লারের টিসুরেমিডির নিয়মানুসরণে টাইফয়েড জ্বরে **কেলি ফস্** প্রযুক্ত হইয়া এ রোগ চিকিৎসাতেও ইহার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। অপিচ হোমিওপ্যাথির প্রচলিত নিয়মে প্রযুক্ত হইয়াও বহুতর টাইফয়েড জ্বর চিকিৎসায় ফললাভ হওয়ায় নিম্নলিখিত লক্ষণনিচয় ইহার প্রকৃষ্ট প্রদর্শক বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে:—শুষ্ক ও কটা জিহ্বা; কদাকার ও পূতিগন্ধ উদরাময়; প্রগাঢ় দুর্ব্বলতা; নাড়ীর ক্ষীণাবস্থা; প্রশ্বাস বায়ুর দুর্গন্ধ; দন্তের উপরে মল (sordes) সঞ্চয়; প্রলাপ এবং উল্লিখিত অবস্থা সহ প্রভূত মানসিক অবসাদ। শোণিত অত্যন্ত অপকৃষ্ট এবং টাইফয়েড বিষ মিশ্রিত থাকে। সর্ব্বপ্রকার স্রাবই অতিশয় দুর্গন্ধবিশিষ্ট।

ফলতঃ **কেলি ফস্‌ফস্‌রিকাম্** যে অবস্থাবিশেষে পচা বা টাইফয়েড দশাগ্রস্ত **ক্ষত** (gangrene), **ক্ষতস্রাব** এবং **উদরাময়** প্রভৃতি দূষিত রোগে এবং স্নায়বিক দুর্ব্বলতা মূলক **শারীরিক দৌর্ব্বল্য, পেশীক্ষয়, আক্ষেপ** এবং **পক্ষাঘাতাদি** নানাবিধ রোগে উপকার করিতে পারে তদ্বিষয়ে যথেষ্ট প্রমাণ প্রদান করিয়াছে। এই সকল রোগেও ইহার পূর্ব্বোল্লিখিত রোগারোগ্যলব্ধ লক্ষণই প্রদর্শক বলিয়া জানিতে হইবে।

৭। কেলি ফেরসায়ানিকাম্ (Kali Ferrocyanicum)।

চিকিৎসা।—শ্বেতপ্রদর বা লুকরিয়া রোগে প্রচুর, কিন্তু অবিদাহী পূয়বৎ স্রাব এবং জরায়ুর ঠেলমারা ভাব থাকিলে এবং মানসিক দুঃখের আতিশয্যে রোগী ক্রন্দন করিলে **কেলি ফেরসায়ানাইডাম্** প্রযুক্ত হয়। জরায়ু হইতে মৃদু রক্তস্রাব হওয়ায় রোগী দুর্ব্বল হইয়া পড়ে।

banglabooks.in

সিপিয়ার স্থায় ইহাতেও আমাশয়োৰ্দ্ধকোটরপ্রদেশে "দমিয়া যাওয়ার ন্থায় অনুভূতি" বর্ত্তমান থাকে। প্রভেদ এই যে, সিপিয়াতে উপরিউক্ত অনুভূতি জরায়ুর সহানুভূতি ও আমাশয়ের কিঞ্চিৎ প্রকৃত স্থানচ্যুতি জন্য, কেলি সাইয়ার ভয়াবহ বিষক্রিয়ায় হৃৎপিণ্ডপেশীর প্রভূত দৌর্ব্বল্য জন্মে, এজন্য উপরিউক্ত দমিয়া যাওয়ার ভাব দুর্ব্বল হৃৎপিণ্ড—যাহাতে হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনসংখ্যার ও শক্তির হ্রাস নিবন্ধন শারীরিক শীতলতা, পতনাবস্থা, শিরোঘূর্ণন, অসাড়তা এবং কম্পভাব উৎপন্ন হয়—সংস্রবে জন্মে। ফলতঃ যে রোগে হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়াহানির আশঙ্কা বর্ত্তমান থাকে তাহাতেই ইহা উপযোগী। ইহা কেলি কার্ব্ব সহ তুলনীয়।

৮। কেলি ব্রমেটাম্ (Kali Bromatum.)

সম্বন্ধ।—কেলি ব্রমিকাম যাহার কার্য্যপ্রতিষেধক—লেড্ পইজনিং বা সীসকবিষক্রিয়ার।

যুজিনিয়া জ্যাম্বসের পরে ইহা বয়োস্ফোটক রোগে সুফলপ্রদ।

তুলনীয় ঔষধ।—একন্, এম্ব্রা গ্রি, বেল্, ক্যাম্ফর, জেল্স্, হায়সা, নাক্স ভ, জিঙ্ক।

সাধারণ ক্রিয়া।—কেলি ব্রমিকামের প্রাথমিক ক্রিয়ায় মেরুমজ্জার প্রক্ষিপ্তক্রিয়া (Reflex action) বিধায়িনী অংশ আক্রান্ত হয়। এই ক্রিয়াফলে তাহার প্রক্ষিপ্তক্রিয়ার হ্রাস জন্মে। পরে ইহা কেন্দ্রাপসারী স্নায়ুর বহিঃসীমার পক্ষাঘাত উৎপন্ন করে। অবশেষে ইহা দ্বারা মস্তিষ্ক আক্রান্ত হইলে চক্ষুতারকার বিস্তৃতি, মাদকতা, মানসিক দৌর্ব্বল্য এবং ভ্রমদৃষ্টি প্রভৃতি "ব্রমিজম" বা ব্রমাইড অব পটাসিয়ামের নাতিপ্রবল বিষক্রিয়ালক্ষণ প্রকাশ পায়। ইহা সাক্ষাৎ ভাবে হৃৎপিণ্ড আক্রমণ করায় তাহার পক্ষাঘাত, এবং রক্তবহা নাড়ীমণ্ডলী আক্রমণ করিলে প্রথমে তাহাদিগের আক্ষেপিক

banglabooks.in

সংকোচন এবং অব্যবহিত পরে বিস্তৃতি উপস্থিত হয়। অতএব ইহার আদি ক্রিয়ার ফলস্বরূপ মস্তক এবং সম্পূর্ণ শরীরে শোণিত সঞ্চালনের অবনতি হওয়ায় উপযুক্ত পরিমাণ শোণিতাভাবে স্নায়বিক অবসাদ প্রযুক্ত সম্পূর্ণ শরীর-যন্ত্র ও শরীরোপাদানের ক্রিয়ানাশ ঘটে। ইহার প্রতিক্রিয়াবস্থায় শোণিত-বহা নাড়ীমণ্ডলী বিস্তৃত হওয়ায় গতিদ এবং অনুভূতিদ স্নায়ুকেন্দ্রে রক্তাধিক্য হইলে অবসাদগ্রস্ত স্নায়ুকেন্দ্রের রোগজ ক্রিয়াবৃদ্ধির ফলস্বরূপ স্পর্শাসহিষ্ণুতা ও ক্ষুদ্র, বৃহৎ নানাপ্রকার আক্ষেপ উৎপন্ন হয়। ডাং হেল বলেন "এলপ্যাথিক চিকিৎসকগণ যে সকল রোগে কেলি ব্র প্রয়োগ করিয়া থাকেন আমরাও শেষোক্ত প্রতিক্রিয়াঘটিত আক্ষেপাদি রোগে তজ্জন্যই ইহা হইতে ফল পাইয়া থাকি"। ত্বকে ইহা বিশেষ ক্রিয়া প্রকাশ করে, তাহা ত্বকলক্ষণে বিবৃত হইবে।

লক্ষণ।

মন।—শিশুদিগের রজনী-ভীতি, নিদ্রাবস্থায় শিশুর চীৎকার এবং কম্প। প্রলাপে ভ্রান্তদৃশ্য; রোগী মনে করে তাহাকে কেহ অনুসরণ করিতেছে, তাহাকে বিষ খাওয়াইবে; সে যেন ভগবানের প্রতিহিংসার পাত্র বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে; সে মনে করে যেন তাহার সন্তানের মৃত্যু হইয়াছে, মধ্যে মধ্যে ক্রন্দনের অদম্য ঝোঁক উপস্থিত হয়। মদাত্যয়বৎ লক্ষণে মুখমণ্ডল শোণিতোচ্ছ্বাসযুক্ত হয় ও ভয়াবহ ভ্রমাত্মকদৃশ্য দর্শন করে। বিষাদোন্মত্ততায় ভ্রমদৃষ্টি ঘটে। মনোভাব প্রকাশের ক্ষমতাহীনতা। স্মরণশক্তি দুর্ব্বল; কথা কহিতে বাক্যের কথা-বিশেষের ভ্রান্তি অথবা বাক্যাংশের স্খলন; মস্তিষ্কের রক্তহীনতা বশতঃ চিন্তাশক্তির অভাব। লিখিত বিষয় বুঝিতে পারা যায় না, কেননা বাক্যের কথাবিশেষ বা কথার অংশবিশেষ পরিত্যক্ত হয়, এক কথারই পুনরাবৃত্তি করে অথবা কথাবিশেষ অসঙ্গত স্থানে লেখে।

banglabooks.in

মস্তক ;—মস্তিষ্ক উত্তেজিত থাকায় মুখমণ্ডলের শোণিতাভা, চক্ষুতারকার বিস্তৃতি এবং চক্ষুর বসিয়া যাওয়ার ভাব। রোগী শিরো-লুণ্ঠন করিতে ও মধ্যে মধ্যে চীৎকার করিয়া জাগিয়া উঠিতে থাকে, হস্তপদ শীতল, এবং মস্তিষ্কে রসস্রাবের পূর্ব্বে প্রবল রক্তাধিক্য। দৃষ্টির মলিনতা, চক্ষু তারকার বিস্তৃতি, চক্ষু বসিয়া যায় ও তাহার উজ্জ্বলা-হীনতা জন্মে।

মুখমণ্ডল ;—মুখমণ্ডল পাণ্ডুর, কিন্তু অন্যান্য লক্ষণে মত্তব্যক্তির ন্যায় প্রতীয়মান হয়। রোগী ভ্রম দেখিতে থাকে।

শ্বাসযন্ত্র ;—প্রত্যেক দুই অথবা তিন ঘণ্টা অন্তর হুপশব্দক কাসির ন্যায় শুষ্ক কাসির আক্রমণে শ্বাসকষ্ট উপস্থিত হওয়ায় শ্লেষ্মা অথবা ভুক্তবস্তুর বমন এবং রজনীতে শয়ন করিলে তাহার বৃদ্ধি।

হৃৎপিণ্ড এবং নাড়ী ;—হৃৎপিণ্ডের শক্তিহীনতা জন্মে; তাহার স্পন্দনশব্দ দুর্ব্বলতার অনুপাতাপেক্ষাও ক্ষীণতর, ও দূরাগত বলিয়া বোধ হয়; হৃৎপিণ্ড ক্রিয়া ধীর এবং পক্ষীর পক্ষচালনাবৎ শব্দবিশিষ্ট থাকে। নাড়ী প্রথমে দ্রুতগতি থাকে, ক্রমশঃ ধীরতর হয়; ধীরগতি, ক্ষুদ্র এবং দুর্ব্বল নাড়ী।

মুখগহ্বর ;—জিহ্বা বিবৰ্দ্ধিত, শুষ্ক এবং লোহিতবর্ণ; পরে লোহিতবর্ণ শুষ্ক ও কটা; জিহ্বাপৃষ্ঠ এবং জিহ্বা পার্শ্ব শুভ্র, কথা কহিতে কষ্ট; জিহ্বার ক্রিয়াবিশৃঙ্খলা; তোতলা কথা। শুভ্র লেপযুক্ত জিহ্বা থাকিলে রোগীর প্রশ্বাসে দুর্গন্ধ বাহির হয়।

গলাভ্যন্তর ;—মুখগহ্বর, গলাভ্যন্তর এবং গলগহ্বরস্থানের (Pharynx) অসাড়তা (মদ্যপায়ীদিগের হইয়া থাকে)।

আমাশয় ;—শুষ্ক জিহ্বা থাকিলে তীব্র পিপাসা জন্মে। বিবমিষা হয়, এবং মাথা ঘোরে; পুনঃ পুনঃ বমির বেগ এবং বমন।

মল ;—জলবৎ মলত্যাগ; বায়ুপ্রযুক্ত উদরশূল।

banglabooks.in

মূত্র।—মধুমেহ জন্মিলে মূত্র শর্করাপূর্ণ। অবস্থা বিশেষে প্রচুর ফেকাসে ও জলবৎ মূত্রত্যাগ। প্রচুর পরিমাণ মূত্রত্যাগে অনেক ফস্‌ফেট্‌ পাওয়া যায়। মলত্যাগ করিতে বসিলে প্রথমে বিন্দু বিন্দু মূত্র পড়িতে থাকে। অনৈচ্ছিক মূত্রত্যাগ। কখন কখন ক্ষীণ ধারে ঈষৎ পীত মূত্রত্যাগ।

পুং জননেন্দ্রিয়।—সঙ্গমেচ্ছার হ্রাস হইলে ধ্বজভঙ্গ পর্য্যন্ত জন্মিতে পারে। রেতঃস্খলন হইলে মানসিক অবসাদ, চিন্তাশক্তির জড়তা ও পৃষ্ঠবেদনা হয় এবং চলিতে গা টলে; রোগী বড় দুর্ব্বল হইয়া যায়।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—ঋতুসন্ধিকালে মস্তকে বেদনাযুক্ত রক্তোচ্ছ্বাস এবং রক্তাধিক্য। কামেচ্ছার পরিতৃপ্তি না হওয়ায় অণ্ডাধারের স্নায়ুশূলে রোগী অস্থিরতা প্রকাশ করে। অণ্ডাধার এবং ভগকপাটের উত্তেজনা হওয়ায় স্ত্রী-অঙ্গের চুলকনা জন্মে।

ত্বক্‌।—মাংসল এবং কদাচারী ব্যক্তিদিগের মুখে, স্কন্ধে ও বক্ষে বয়োব্রণ। আরোগ্যচিহ্নরহিত, বৃহৎ এবং বেদনাযুক্ত পূয়গুটিকা; স্ফোটক।

ব্রমাইডরোগী বড় বায়ু প্রধান; ইহারা কোন না কোন প্রকার কার্য্য অবলম্বন না করিয়া থাকিতেই পারে না।

প্রদর্শক লক্ষণ।—হস্তের চঞ্চলতা (Fidgetiness)।—স্নায়বিক উত্তেজনা বশতঃ রোগী সর্ব্বদাই কোন প্রকার কার্য্যে লিপ্ত থাকিতে বাধ্য, যেমন নিদ্রাহীনতা জন্মিলে রোগী অবিশ্রান্তভাবে শয্যা-বস্ত্রোপরি হস্ত বুলাইয়া, ঘড়ির চেইন নাড়িয়া, কিম্বা যে কোন বস্তু পায় তাহাতেই তদুপযুক্তরূপ হস্তাঙ্গুলীর ব্যবহার করিয়া উপরিউক্ত লক্ষণের পরিচয় দেয়। এইরূপ কার্য্যে রোগীর মন নিযুক্ত থাকায় তাহার কষ্টের কিঞ্চিৎ হ্রাস থাকে। জিঙ্কাম রোগী চঞ্চলতা জন্য প্রসিদ্ধ, কিন্তু তাহা তাহার পদসঞ্চালনে প্রকাশ পায়। ফস্‌ফরাসের চঞ্চলতা সর্ব্বশরীর-

banglabooks.in

ব্যাপী, রোগী স্থির হইয়া বসিয়া অথবা শুইয়া থাকিতে পারে না, অবিরত স্থানপরিবর্ত্তন করিতে থাকে। ইহা রাসের বেদনার কিঞ্চিৎ শান্তিপ্রদ পার্শ্বপরিবর্ত্তনাদি, অস্থিরতালক্ষণ নহে।

চিকিৎসা।

মস্তিষ্কের দুর্ব্বলতা বা ব্রেণফ্যাগ।—কালব্যাপী, অপরিমিত এবং কঠিন মানসিক শ্রম প্রযুক্ত মস্তিষ্কের দুর্ব্বলতা জন্মিলে **কেলি ব্রেমিকাম্** দ্বারা বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। চলিতে রোগীর মাথা ঘোরে ও গা টলে, এবং তাহার মস্তিষ্ক অসাড় বোধ হয়।

হায়সায়ামাস—মস্তিষ্কপ্রদাহরোগে রোগী মস্তিষ্ক মধ্যে স্পন্দনযুক্ত জল হিল্লোলের ন্যায় অনুভব করে। মস্তকে ঝাঁকি দিলে তাহার উপশম হয়।

উন্মাদরোগ বা একিউট মেনিয়া।—শিশুদিগের প্রবল, প্রচণ্ড লক্ষণযুক্ত উন্মাদরোগের **কেলি ব্রমেটাম্** উপযোগী ঔষধ। শিশু মনে করে তাহাকে হত্যা করিবে অথবা সকলেই তাহাকে হত্যা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছে। এস্থলে ইহা **হায়সায়ামাস** সহ তুলনীয়।

মৃগীরোগ বা এপিলেপ্সি।—**কেলি ব্রমিকামের** মৃগীরোগ আরোগ্য করিবার ক্ষমতা নাই; তবে আশঙ্কিত আক্রমণের (ফিটের) অব্যবহিত পূর্ব্বে প্রদত্ত হইলে ইহা তাহার বাধা জন্মাইয়া থাকে এবং আবেশকালে প্রয়োগ করিলে তাহা নিবৃত্তি পায়। এলপ্যাথিক চিকিৎসকগণই এ রোগে প্রথমে ইহার ব্যবহার প্রচলন করেন এবং এককালে তাঁহারা ইহাকে অমোঘ ঔষধ বলিয়া বিবেচনা করিতেন। এক্ষণে তাঁহারাও বুঝিতে পারিয়াছেন যে, ইহা উপরিউক্ত প্রশংসার উপযুক্ত নহে, এবং সাময়িক আবেশ নিবারণ জন্যও ইহার

banglabooks.in

কালব্যাপী ব্যবহার নির্ব্বিঘ্ন নহে। ফলতঃ মৃগীরোগে ইহার উপশমকারী শক্তির সাহায্য প্রাপ্ত হইতে হইলে উভয় মতের চিকিৎসককেই স্থূল মাত্রায় ঔষধ ব্যবহার করিতে ও তাহার ক্রমে বৃদ্ধি করিতে হয়। কিন্তু অধিককাল ব্যবহারে প্রথমে তাহাতে মাদকতা, মানসিক দৌর্ব্বল্য, ভ্রমদৃষ্টি প্রভৃতি ব্রমিজম্ বা ব্রমিণ বিষলক্ষণ উপস্থিত হইলে অবশেষে মস্তিষ্কের ক্রিয়াহানি বশতঃ রোগী জড়রোগগ্রস্ত হয়।

স্বপ্ন-ভীতি বা নাইট মেয়ার্স ;—দন্তোদ্গম ও কৃমি প্রভৃতির সহানুভূতি বশতঃ অথবা মস্তিষ্কেরই রোগনিবন্ধন মস্তিষ্ক অস্বাভাবিকরূপে উত্তেজনাগ্রস্ত থাকিলে অনেক শিশু নিদ্রাবস্থায় চীৎকার করিয়া উঠে। বয়স্থ শিশুকে জিজ্ঞাসা করিলে সে স্বপ্নে ভূত, প্রেত ও "ছেলে ধরা" প্রভৃতি দেখার কথা প্রকাশ করে। উপরিউক্ত মস্তিষ্কবিকারে **কেলি ব্রমিকাম** একটি প্রধান ঔষধ মধ্যে গণ্য।

লোকমোটর এটাক্সি বা কশেরুকামজ্জেয় ক্ষয়রোগ ;—**ব্রমাইড অব পটাসিয়ামের** স্নায়ুবিকারে কিঞ্চিৎ লোকমোটর এটাক্সিরোগলক্ষণ দৃষ্ট হইয়া থাকে। রোগী তাহার অধোঅঙ্গ সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীন রাখিতে পারে না, চলিতে গা টলে। পদে ও পৃষ্ঠদণ্ডে চন্‌চনি এবং অসাড়তা জন্মে। উপরি উক্ত লক্ষণের প্রথমাবস্থায় কামেচ্ছার অস্বাভাবিক উত্তেজনা হয় এবং রোগ ক্রমশঃ গভীরতর অবস্থা প্রাপ্ত হইলে লিঙ্গের উত্থানশক্তি অন্তর্দ্ধান করে, কিন্তু রজনীতে পুনঃ পুনঃ অনৈচ্ছিক শুক্রস্খলন হইতে থাকে। এতদবস্থায় পূর্ব্ব হইতে বিষণ্ণ রোগী অধিকতর বিষণ্ণচিত্ত হয়।

শিশুকলেরা বা সামার ডায়ারিয়া ;—অত্যন্ত দুর্ব্বলতা, গাত্রের শীতলতা, এবং মস্তিষ্কোদকরোগের উপক্রম লক্ষণ বর্ত্তমান থাকায় **কেলি ব্রমিকাম্** দ্বারা একাধিক রোগীর উপকার হইয়াছে। ইহা **সিঙ্ক, ক্যাল্কে ফস্** প্রভৃতি সহ তুলনীয়।

banglabooks.in

ত্বক্‌রোগ—বয়োব্রণ বা একনি ; আমবাত বা আর্টিকেরিয়া ; কাউর বা একজিমা ;—হস্তমৈথুন নিবন্ধন **বয়োব্রণরোগের** অবস্থানুসারে **কেলি ব্রমেটাম** দ্বারা উপকার হয়। ইহাতে ব্রণাদি কৃষ্ণাভ লোহিত, কঠিনস্পর্শ ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রসবিম্বিকাবেষ্টিত থাকে এবং অবশেষে পাকিলে পূয় নির্গত হইয়া অন্তর্দ্ধান করে। স্নায়বিক লক্ষণযুক্ত **আমবাতের** ইহা ঔষধ। **কেলি ব্রমিকামের** লক্ষণযুক্ত রোগীর **কাউরও** ইহাদ্বারা আরোগ্য হইয়া থাকে।

৯। কেলি মিউরেয়েটিকাম (Kali Muriaticum)।

ইহা সুসলারের বারটি টিসুরেমিডিমধ্যে অন্যতম। হোমিওপ্যাথিমতে কেলি মিউর ঔষধগুণ পরীক্ষিত হয় নাই। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক-গণ প্রধানতঃ সুস্‌লার হইতেই এতদ্বিষয়ক জ্ঞানলাভ করিয়াছেন এবং তদনুসারে রোগ চিকিৎসায় ইহার প্রয়োগদ্বারা সাক্ষাৎ ভাবে প্রয়োগস্থল নির্ণয় করিতে সমর্থ হইয়াছেন। সুস্‌লারের মতে কেলি মিউ তন্তুজান্ পদার্থ বা ফাইব্রিণ সহ রাসায়নিক সম্বন্ধযুক্ত সণ্ট। তন্তুজাল বা কনেক্‌টিভ টিসুর জালের বুনট মধ্যস্থ শূন্য স্থানমধ্যে তন্তুজান পদার্থ ক্ষরিত হইলে ইহা দ্বারা উপকার হইয়া থাকে।

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকগণ রোগারোগ্যলব্ধ জ্ঞানদ্বারা শুভ্র অথবা **ধূসরবর্ণ নিঃস্রাব, শরীরযন্ত্রাদির শ্লৈষ্মিকঝিল্লি হইতে ম্লান ও শুভ্র তন্তুজানপদার্থমিশ্রিত শ্লেষ্মা** এবং **জিহ্বামূলে শুভ্র অথবা ধূসর বর্ণ লেপ** ইহার প্রধান প্রদর্শক বলিয়া স্থির করিয়াছেন।

উপরিউক্ত নির্দ্ধারণানুসারে **কেলি মিউরিয়েটিকাম্** প্রতিশ্যায়িক রোগ (Catarrhal diseases), নাতিপ্রবল প্রদাহিক রোগ ও

banglabooks.in

ডিফ্‌থিরিয়া প্রভৃতি যে সকল রোগে তন্তুজানপদার্থ নিঃসৃত হয় তাহাতে এবং গ্রন্থি স্ফীতিতে প্রয়োগে ফললাভ হইয়া থাকে।

১০। কেলি সাল্‌ফুরিকাম্ (Kali Sulphuricum)।

বর্ত্তমান ঔষধ বিষয়ক জ্ঞানও আমরা সুস্‌লারের নিয়মানুসারে ইহার প্রয়োগ দ্বারা লাভ করিয়াছি। প্রদাহিক রোগের শেষাবস্থায় এবং যে সকল রোগে প্রচুর উপত্বকস্খলন বা শল্কপাত হয় তাহাতে **কেলি সাল্‌ফুরিকাম্** উপযোগী বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে। "পীতবর্ণ শ্লেষ্মাস্রাব" ইহার প্রদর্শক। ইহার রোগের সন্ধ্যাকালীন বৃদ্ধি এবং শীতল ও মুক্ত বায়ুতে উপশমও অন্যতর প্রদর্শক বলিয়া গণ্য। স্বগুদ্‌ভেদ বসিয়া যাওয়ায় যে সকল রোগ জন্মে তাহাতে এবং অক্‌-জ্যালিউরিয়ারোগে (এক প্রকার মূত্রবালুকা) স্থলবিশেষে ইহা উপকারী। যে রোগের তরুণ অবস্থায় **পাল্‌সেটিলা** তাহারই পুরাতনে **ক্যালি সাল্‌ফুরিকাম্** উপযোগী। আমরা নিম্নে **কেলি সাল্‌ফের** যে প্রধান কতিপয় লক্ষণের উল্লেখ করিলাম তাহা হইতেই এ বিষয়ের সার্থকতার উপলব্ধি হইবে যথা :—

১। সন্ধ্যাকালে জ্বরের বৃদ্ধি।

২। শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি হইতে পীতবর্ণ অথবা সবুজাভ স্রাব।

৩। মুক্ত বায়ুতে উপশম (সাধারণ লক্ষণের)।

৪। সন্ধিতে অথবা শরীরের যে কোন অংশে রসবাতিক বেদনা।

৫। উষ্ণ গৃহে রোগের বৃদ্ধি।

৬। সরল কাসিতে শ্লেষ্মার ঘড়ঘড়ি।

---

banglabooks.in

লেক্‌চার ৫৭ (LECTURE LVI.)

মিলান্থিসিজাতীয় ঔষধনিচয়।

১। হেলনিয়াস্। ২। স্যাবাডিলা।

৩। ভিরেট্রাম্ ভিরিডি।

১। হেলনিয়াস্ ডায়ইকা (Helnias Dioica)

তুলনীয় ঔষধ ;—এলেট্রি, সিমিসি, সিঙ্ক, ফেরাম্, লিলি টাই, ফস্ এসি. সিপিয়া, টেরিবিন্থ।

সাধারণ ক্রিয়া ;—হেলনিয়াস পরিপোষণযন্ত্রের ক্রিয়াবিভ্রাট উৎপন্ন করিয়া শোণিতজননের বাধা উপস্থিত করে। ইহাতে শরীরে শোণিতের অল্পতা বা এনিমিয়া এবং তাহার বিশ্লেষণ ও অপকৃষ্টতা জন্মে ও শরীর দুর্ব্বল হইয়া যায়। এজন্য ইহা রক্তহীনতা ও ক্লরসিস্ রোগের ঔষধ বলিয়া বিবেচিত। অন্যান্য যন্ত্রমধ্যে কিড্‌নি ও জরায়ু ইহা দ্বারা বিশেষরূপে আক্রান্ত হইলে তাহাদিগের উত্তেজনা হওয়ায় ক্রিয়াধিক্য জন্মে এবং অবশেষে গৌণভাবে তাহাদিগের অবসাদাবস্থা উপস্থিত হয়।

লক্ষণ।

মন ;—কার্য্যে নিযুক্ত থাকিলে মনের নিবিষ্টতা জন্য রোগী ভাল বোধ করে। একা থাকিতে ইচ্ছা করে, কাহারও তাহার নিকটে যাওয়া ভাল বাসেনা ; আলাপে অসন্তুষ্ট হয় ; মানসিক অবসাদ।

স্নায়ু ;—ক্লান্ত, অবসাদগ্রস্ত এবং নিদ্রালু। রোগী অলস এবং অসাধারণ ক্লান্তি বোধ করে, কিন্তু তাহার কারণ বুঝিতে পারে না। দুর্ব্বলতা।

banglabooks.in

মূত্রযন্ত্র ;—কিড্‌নির বেদনায় মূত্রে শ্বেতলালা বা এল্‌বুমেন। কিড্‌নিতে জ্বালা। মূত্রত্যাগকালে মূত্রপথে জ্বালা ও ঝল্‌সানবৎ অনুভূতি। মূত্রস্থালী মূত্রশূন্য বোধ হইলেও অনৈচ্ছিক মূত্রস্রাব। প্রচুর এবং পাতলা রঙ্গের মূত্র।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয় ;—বন্ধ্যা হউক বা না হউক কামেচ্ছার এবং তদ্বিষয়ক ক্ষমতার অভাব। জরায়ুর গুরুত্ব ও টাটানি বেদনায় প্রভূত বিষণ্নতা এবং গভীর ও সুস্পষ্ট অবসন্নতা—"জরায়ুর বর্ত্তমানতার অনুভূতি"। জরায়ুভ্রংশ হইলে বস্তিদেশে কিছু ঝুলিয়া পড়ার অনুভূতি ও দুর্ব্বলতা; ঋতুসন্ধিকালে দুর্ব্বল রোগীরও ঐরূপ। ক্ষতযুক্ত জরায়ুর স্খলন, এবং প্রসবান্তে অবিরত কৃষ্ণবর্ণ, পুতিগন্ধবিশিষ্ট ও রক্তময় স্রাব। যোনির উত্তেজনা বশতঃ পৃষ্ঠে বেদনা। জরায়ু হইতে অত্যধিক রক্তস্রাব। রক্তহীনতা ও দুর্ব্বলতা নিবন্ধন শ্বেতপ্রদর। তীক্ষ্ণ কণ্ডুয়ন প্রযুক্ত স্ত্রীঅঙ্গ তপ্ত, রাঙ্গা ও স্ফীত এবং তাহার উপত্বকের স্খলন। যোনি এবং যোনিকপাটের ক্ষতকর প্রদাহে ঘোলা নিঃস্রাব জন্মে। জরায়ুর দুর্ব্বলতা বশতঃ গর্ভপাতের আশঙ্কা। স্তন স্ফীত এবং স্তনাগ্র স্পর্শাসহিষ্ণু ও বেদনাযুক্ত।

পৃষ্ঠ ;—বিশেষতঃ স্ক্যাপুলা বা অংসফলকাস্থিদ্বয়ের নিম্নার্দ্ধমধ্যবর্ত্তী পৃষ্ঠপ্রদেশে জ্বালা এবং তাপ। কটি ও বস্তিপশ্চাদ্দেশে জ্বালা ও ক্লান্তিবোধ।

প্রদর্শক লক্ষণ ;—**স্ত্রীরোগে প্রভূত রক্তহীনতা, দৌর্ব্বল্য ও আলস্য এবং গভীর বিষাদ** প্রভৃতি—যাহা অন্যমনস্ক থাকিলে ক্ষণকালের জন্য উপশম—সাধারণ প্রদর্শক ব্যতীত ইহার বিশেষ কোন প্রদর্শক দৃষ্টিগোচর হয় না।

banglabooks.in

চিকিৎসা।

স্নায়ুমণ্ডলের ক্রিয়াদৌর্ব্বল্য বা নিউরিস্থিনা-ইয়া—অতিশয় স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যবিশিষ্ট স্ত্রীলোকদিগের রোগারোগ্য **হেলনিয়াস্ ডায়ইকা** প্রযুক্ত হইয়া থাকে। তাহারা সামান্য পরিশ্রমেই ক্লান্ত হইয়া পড়ে এবং তাহাদিগের পৃষ্ঠে দুর্ব্বলতাবোধক বেদনা হইলে ক্লান্তিভাব কটি বাহিয়া নিম্নাঙ্গ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। এই সকল রোগী কার্য্যারম্ভকাল হইতে কার্য্যে লিপ্ত থাকা কাল পর্য্যন্ত কিঞ্চিৎ সুস্থ বোধ করে। কিন্তু তাহা **র‍্যাসের** কার্য্যকালীন স্বস্তিবোধ নহে; কেননা **র‍্যাসে** তাহা সন্ধির কাঠিন্যহ্রাস দ্বারা প্রকটিত।

লালামেহ বা এল্‌বুমিনুরিয়া;—দুর্ব্বল ও রক্তহীন স্ত্রীলোকদিগের ঋতুকালীন কিড্‌নি বা বৃক্কের শোণিতাধিক্য **হেলনিয়াস লালা-মেহ** বা এল্‌বুমিনুরিয়ার কারণ। মূত্র অত্যল্প ও ঘোলাটে থাকে। এ রোগে ইহা **পাল্‌স** সহ তুলনীয়।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয় রোগ—শ্বেতপ্রদর বা লুকরিয়া; যোনিপ্রদাহ বা ভ্যাজাইনাইটিস্; গর্ভস্রাব বা এবর্ষণ; জরায়ুভ্রংশ বা প্রল্যাপ্‌সাস্ ও জরায়ুর স্থানচ্যুতি বা ডিস্‌প্লেসমেণ্ট অব ইউটারাস্।—অতিশয় দুর্ব্বল ও রক্ত-হীন স্ত্রীলোকদিগের স্ত্রীরোগে **হেলনিয়াস্** প্রযুক্ত হইয়া থাকে। স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ের নির্জ্জীবতা (Atony) এবং পৃষ্ঠ হইতে জরায়ু পর্য্যন্ত বিস্তৃত বেদনা এই সকল রোগের প্রধান এবং সাধারণ লক্ষণ। "বস্তি-মধ্যে জরায়ুর বর্ত্তমানতার অনুভূতি" ইহার সর্ব্ববাদীসম্মত প্রকৃষ্ট প্রদর্শক। সুস্থাবস্থায় যকৃৎ প্রভৃতি কোন যন্ত্র যে আমাদিগের উদরাদি কোন শরীরগহ্বরে আছে তাহা আমাদিগের বোধগম্য হয় না। যখনই

banglabooks.in

শরীর গহ্বরের যন্ত্রবিশেষের অস্তিত্বের অনুভূতি জন্মে তখনই ঐ যন্ত্র রোগাক্রান্ত বলিয়া জানিতে হইবে। কেননা শরীরাভ্যন্তরে কোন যন্ত্রের অবস্থিতির উপলব্ধিই অস্বস্তিপ্রদ; তদ্ব্যতীতও তাহার আনুষঙ্গিক অন্যান্য রোগজ ও কষ্টপ্রদ লক্ষণ উপস্থিত থাকায় তাহা অধিকতর কষ্টের কারণ। এস্থলে জরায়ুর অস্তিত্বের অনুভূতি তাহার রুগ্নাবস্থা প্রকটিত করিলে **হেলনিয়াস্** প্রদর্শিত হয়। অন্যান্য ঔষধেও জরায়ুর বর্ত্তমানতার অনুভূতি আছে, কিন্তু **হেলনিয়াসে** তাহা জরায়ুর অবিশ্রান্ত টাটানি ও গুরুত্ব দ্বারা প্রকাশিত হওয়ায় স্বাতন্ত্র্য লাভ করে; ইহার আনুষঙ্গিক পৃষ্ঠের এবং অঙ্গাদির ক্লান্তি ও কনকনানি অন্যান্য প্রভেদক লক্ষণ।

শ্বেতপ্রদর রোগে কোন সামান্য পরিশ্রমেই অবিশ্রান্ত, কৃষ্ণবর্ণ ও দুর্গন্ধ স্রাবের বৃদ্ধি হইলে **হেলনিয়াস** তাহাতে ফল প্রদ। অত্যধিক দুর্ব্বলতা এবং স্ত্রীঅঙ্গের চুলকনা ইহার আনুষঙ্গিক লক্ষণরূপে বর্ত্তমান থাকে; কিন্তু ক্ষত ও ফোস্কা সর্ব্বস্থলে দৃষ্ট হয় না।

যোনি ও যোনিকপাটের প্রদাহ **হেলনিয়াসের** সাধারণ রোগমধ্যে গণ্য। যোনি হইতে পূয়স্রাব হয় এবং তাহার সহিত জরায়ুগ্রীবার ক্ষতও থাকিতে পারে। পুনঃ পুনঃ অধিক পরিমাণ কৃষ্ণবর্ণ, চাপ চাপ ও দুর্গন্ধ ঋতুশোণিতের মৃদু স্রাব ঘটে।

জরায়ুর অতিশয় নির্জীবতা ও শিথিলতা বশতঃ **বন্ধ্যাত্ব** জন্মে; অথবা গর্ভ সঞ্চার হইলেও কিঞ্চিদধিক পরিশ্রম করিলেই এবম্বিধ দুর্ব্বল জরায়ু ভ্রূণ ধারণে অশক্ত হওয়ায় **গর্ভস্রাব** ঘটিলে **হেলনিয়াস্** জরায়ুর শক্তিবিধান করিয়া বন্ধ্যাত্ব দূর করিতে এবং ভবিষ্যৎ গর্ভপাতের সম্ভাবনা নিবারণ রাখিতে সক্ষম। গর্ভাবস্থাতেও উপযুক্ত সময়ে প্রযোজিত হইলে ইহা গর্ভপাতের আশঙ্কা নিরাকরণ করিতে সক্ষম।

banglabooks.in

জরায়ুভ্রংশ ও জরায়ুর স্থানচ্যুতি প্রভৃতি জরায়ুর নানাপ্রকার অস্বাভাবিক অবস্থাসংশোধনেও স্থলবিশেষে **হেলনিয়াস্** আমাদিগের সাহায্যকারী। স্ত্রীলোকদিগের রক্তহীন, দুর্ব্বল এবং নির্জ্জীব শারীরিক অবস্থায়, বিশেষতঃ প্রসবান্তে শারীরিক দুর্ব্বলতা ও রক্তহীনতা প্রভৃতি নিবন্ধন স্বাস্থ্যহানি বশতঃ যথাসময়ে জরায়ু প্রকৃতিস্থ না হওয়ায় রক্তসংযুক্ত, ক্লেদবৎ প্রসবান্তিক স্রাব থাকিলে জরায়ু-ভ্রংশ এবং তাহার নানাপ্রকার স্থানচ্যুতি জন্মে। অধোদরে গুরুত্ব এবং পৃষ্ঠে ক্লান্তি ও টানিয়া নামানের ন্যায় বোধ হইলে সামান্য পরিশ্রমে সমগ্র শরীরে বিস্তৃত হয়। রোগী জরায়ুর গুরুত্ব এবং বর্ত্তমানতা অনুভব করে। রোগী অত্যন্ত বিষাদ এবং অবসাদগ্রস্ত থাকে। **হেলনিয়াস্** জরায়ুরোগে **সিপিয়া, লিলিয়াম্** এবং **নেট মিউ** প্রভৃতি ঔষধ সহ তুলনীয়।

বেলিস্ পেরিনিস—ডাং বার্ণেটের মতে "পরিশ্রান্ত" ("Fagged") জরায়ুর বলাধান করিতে **বেলিস পেরিনিস** উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া গণ্য। ইহাতে রোগীর শারীরিক অবস্থানুসারে অধিক বা অল্প সংখ্যক ভ্রূণ ধারণে অতিশ্রমপ্রযুক্ত জরায়ু পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িলে তাহাতে শোণিতগতির মন্থরতা জন্য রোগলক্ষণ উৎপন্ন হয়।

রক্তহীনতা বা এনিমিয়া ; মৃৎপাণ্ডু বা ক্লরসিস্;—রক্তহীনতা এবং মৃৎপাণ্ডুরোগের **হেলনিয়াস্** অন্যতম উৎকৃষ্ট ঔষধ। আলস্য এবং বিলাসিতা নিবন্ধন স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যবিশিষ্ট অথবা কঠিন পরিশ্রম বশতঃ ভগ্নস্বাস্থ্য স্ত্রীলোকদিগের কালব্যাপী শোণিতস্রাবই এ রোগের বিশেষ কারণমধ্যে পরিগণিত। এই সকল স্ত্রীলোকের অতিক্লান্তির অসোয়াস্তি বশতঃ নিদ্রাহীনতা জন্মে এবং অধিকন্তু শেষোক্ত স্ত্রীলোকদিগের কঠিন শারীরিক পরিশ্রম

banglabooks.in

প্রযুক্ত দুর্ব্বলীভূত পেশীনিচয় জ্বালা ও কন কন করে। ইহার একটি বিশেষ লক্ষণপ্রকৃতি এই যে, **বিষয়ান্তরে মন আকৃষ্ট থাকিলে রোগযন্ত্রণা** উপশম থাকে; এজন্য চিকিৎসক আসিলে রোগী ভাল বোধ করে অর্থাৎ যন্ত্রণা প্রকাশ করে না। উপরি উক্ত রক্তহীনতা সহ আনুষঙ্গিক রূপে মূত্রযন্ত্র ও জননেন্দ্রিয়বিকার বর্ত্তমান থাকে।

২। স্যাবাডিলা (Sabadilla)

উপচয় ;—ইহার সাধারণ রোগলক্ষণের প্রতিদিন একই সময়ে বৃদ্ধি হয়।

উপশম ;—অধিকাংশ রোগলক্ষণেরই শয়নে এবং মুক্তবায়ুতে হ্রাস।

সম্বন্ধ ;—স্যাবাডিলার কার্য্যপ্রতিষেধক—পালস্।

তুলনীয় ঔষধ ;—একন, ব্রায়, সিঙ্ক, নেট মিউ, পালস্, সিপি, ভিরেট এ।

সাধারণ ক্রিয়া ;—মস্তিষ্ক-মেরুমজ্জা-স্নায়ুমণ্ডলে ক্রিয়া প্রকাশ দ্বারা স্যাবাডিলা পরিপোষণক্রিয়ার বিভ্রাট উপস্থিত করে। শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিতে ইহার বিশেষ কার্য্য হইয়া থাকে; এবং মানসিক লক্ষণের গুরুত্ব জন্য ইহা রোগ চিকিৎসায় প্রযুক্ত হয়। পাতলাকেশ ও শিথিলপেশী ব্যক্তি এবং শিশু ও বৃদ্ধদিগের রোগচিকিৎসায় ইহার বিশেষ উপযোগিতা দৃষ্ট হইয়া থাকে।

লক্ষণ ;—**মন**—কোন প্রশ্নের উত্তর করে না, অচৈতন্যাবস্থায় থাকে, পরে লম্ফপ্রদানে উত্থিত হয় ও গৃহমধ্যে অসাবধানভাবে দৌড়াদৌড়ি করে। মনে করে সে পীড়িত; তাহার শরীরাংশ সঙ্কুচিত হইয়াছে। সবিরাম জ্বরকালে প্রলাপ। উন্মাদরোগে কেবল শীতল

banglabooks.in

জলে মস্তক ধৌত করিলে ক্রোধের শান্তি। উদরের গভীরদেশের উত্তেজনা বশতঃ বিষণ্ণতা। বিবমিষা প্রযুক্ত উৎকণ্ঠার অনুভূতি। রোগী সামান্য কারণেই ভীত।

মস্তক:—চিন্তা করিলে শিরঃশূল জন্মে। মানসিক শ্রম শিরঃশূলের বৃদ্ধি করে এবং নিদ্রা আনয়ন করে। ভীতি নিবন্ধন গুল্মবায়ুর আবেশ। অতিশয় চিন্তায় অথবা অবিশ্রান্ত মনঃসংযোগে শিরঃশূল।

স্নায়ু:—অবসন্নতা ও দৌর্ব্বল্য। শরীরের নানা স্থানে তীক্ষ্ণ, কিন্তু ক্ষণস্থায়ী ঘৃষ্টবৎ বেদনা। সমুদায় অস্থিতে, বিশেষতঃ সন্ধিতে, তীব্র বেদনায় বোধ যেন তীক্ষ্ণধার ছুরিকা দ্বারা অস্থির সম্মুখ ভাগ কাটা এবং চাঁছা হইতেছে। শীতল বায়ুর অসহিষ্ণুতা, তাহাতে রোগের বৃদ্ধি। রোগের প্রথমে দক্ষিণ পার্শ্বে আরম্ভ এবং বাম পার্শ্বে গতি।

নাসিকা:—নাসিকাতে চুলকনা এবং চনচনি। নাসিকার ঊর্দ্ধাংশের স্পর্শাসহিষ্ণু শুষ্কতা। নাসিকা হইতে রক্তস্রাব। প্রচণ্ড আক্ষেপিক হাঁচিতে উদর কম্পিত হইলে পরে চক্ষু হইতে জলস্রাব। স্রাবযুক্ত নাসিকা সর্দ্দি। অন্যতর নাসারন্ধ্রের রোধ; শ্বাসগ্রহণ কষ্টসাধ্য; নাসিকার ডাক।

শ্বাসযন্ত্র:—শ্বাসকষ্ট নিবন্ধন উৎকণ্ঠা। রজনীতে শুষ্ক কাসি। কণ্ঠনালীতে চাঁছাভাব নিবন্ধন ক্ষুদ্র ও শুষ্ক কাসি। অধিকাংশ সময়ে শ্বাস গ্রহণকালে অথবা কাসিতে বক্ষপার্শ্বে সূচিবেধবৎ বেদনা।

উদর:—অন্ত্রে ছুরিকাঘাতবৎ বেদনা। অন্ত্রে জ্বালা। শূন্য উদরের ডাক।

মল এবং মলদ্বার:—সরলান্ত্র ও মলদ্বারে মহীলতার ন্যায় কৃমির বিচরণবৎ বিড়-বিড়ি। উদরাময়ের বিষ্ঠার উচ্ছলিত ভাব ও কটাবর্ণ।

banglabooks.in

ত্বক্।—ত্বকের লোহিত বর্ণ এবং রেখাকার কলঙ্ক রোগী শীতল বায়ু মধ্যে থাকিলে স্পষ্টতর হয়।

চিকিৎসা।

মনমেনিয়া বা একাশ্রয়োন্মাদ।—কল্পনাবৈকারিক বা কোন এক বিষয়ের ভ্রান্তিমূলক উন্মাদ রোগে **স্যাবাডিলা** উপকারী ঔষধ। বায়ু কর্তৃক উদর স্ফীত হইলে রোগিনীর ভ্রান্তি বশতঃ দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যে সে অন্তঃসত্বা হইয়াছে; অথবা গলমধ্যে কোন সাংঘাতিক রোগ হওয়ার অলীক ভীতি জন্মিতে পারে। এই রূপ বহুবিধ ভ্রান্ত কল্পনার উদয় হইতে পারে।

খুজারোগীর ভ্রান্ত বিশ্বাস জন্মে যে, সে দুই বা তিন ব্যক্তি, অথবা সে কাচনির্ম্মিত, স্পর্শ করিলে সহজে ভাঙ্গিয়া যাইবে।

ইনফ্লুয়েঞ্জা বা দেশব্যাপী প্রতিশ্যায়।—ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগে **অতি কষ্টকর হাঁচির বর্ত্তমানতা স্যাবাডিলার** প্রদর্শক। রোগী মুক্ত বায়ু মধ্যে গমন করিলেই হাঁচি হয় এবং চক্ষু হইতে জল পড়িতে থাকে। গলাভ্যন্তর স্ফীত হয় এবং শূন্য গলাধঃকরণ চেষ্টায় বেদনা করে; অত্যধিক হাঁচিতে সম্পূর্ণ শরীর ঝাঁকি হইতে থাকে। লোমাঞ্চ; শীত গাত্রোর্দ্ধ বাহিয়া উঠার অবস্থায় শরীরের থর থর কম্পও ইহার প্রধান লক্ষণ মধ্যে গণ্য। ললাট প্রদেশে শিরঃশূল, তৃষ্ণাহীন মুখশোষ এবং শয়ন করিলে যাহা বৃদ্ধি পায় এরূপ কাসি ইহার অন্যান্য লক্ষণ। হাঁচির প্রাধান্যযুক্ত ইনফ্লুয়েঞ্জার অন্যান্য ঔষধ মধ্যে **সাইক্লেমেন্** ও **যুফর্বিয়া** প্রধান।

হে-ফিবার বা ওষধিগন্ধ জ্বর।—হে-ফিবারের নাসিকা সর্দ্দিতে প্রচুর জলবৎ স্রাব এবং ললাটদেশে বেদনা থাকিলে **স্যাবাডিলা** মহোপকারী ঔষধ বলিয়া গণ্য। অবিশ্রান্ত আক্ষেপিক হাঁচি হইলেও

banglabooks.in

সামান্য সর্দ্দি স্রাব হয়। রোগের উপশম করিতে সক্ষম হইলেও ইহার ক্রিয়ায় গভীরতা না থাকায় ইহা সর্ব্বস্থলে রোগ সম্পূর্ণ আরোগ্য করিতে ক্ষমবান নহে। সম্পূর্ণ আরোগ্য প্রত্যাশা করিলে ইহার উচ্চ ক্রমের ব্যবহার করিয়া দেখার আবশ্যক।

কৃমিরোগ বা ওয়ার্ম্স্ ;—কৃমি রোগে বিবমিষা, বমন এবং বিশেষ প্রকারের উদর শূল (যাহাতে বোধ হয় যেন অস্ত্র চক্রের ন্যায় ঘূর্ণায়মান হইতেছে) থাকিলে স্যাবাডিলা উপকারী।

হাম বা মিজল্স্ ;—হামের সর্দ্দি উপসর্গে প্রচণ্ড হাঁচি ও ললাট প্রদেশে শিরঃশূল বর্ত্তমান থাকিলে স্যাবাডিলার প্রযোগিতা দৃষ্ট হইয়া থাকে। কোন কোন দেশব্যাপক হামরোগে ইহার উপযোগী বহুতর রোগী প্রাপ্ত হওয়া যায়।

৩। ভিরেট্রাম্ ভিরিডি (Veratrum Viride)।

উপচয় ; উত্থান করিলে ; ভ্রমণকালে ; সন্ধ্যাকালে ; শরীর চালনায়।

উপশম ;—উষ্ণ এবং উগ্র কাফি পানে।

তুলনীয় ঔষধ ;—একন, এন্টি টার্ট, বেল্, ককুলাস, ডিজিট, ফেরাম্, জেল্স্, হেলিবো, হায়সা, ফস্, টেবেক, ভিরেট এ।

সাধারণ ক্রিয়া ;—মস্তিষ্ক-মেরুমজ্জা, বিশেষতঃ তাহার নিউমোগ্যাষ্ট্রীক স্নায়ুকেন্দ্রাংশ, এবং প্রক্ষিপ্তক্রিয়াসাধক গতিদ স্নায়ু-কেন্দ্র বা রিফ্লেক্স-মোটর নার্ভ-সেণ্টার ভিরাট্রাম ভিরিডি দ্বারা আক্রান্ত হয়। ইহা ঐ সকল স্নায়ুকেন্দ্র এবং সমগ্র শোণিতসঞ্চলন-যন্ত্রমণ্ডলের প্রভূত পক্ষাঘাতিক দুর্ব্বলতা উৎপন্ন করিলে মস্তিষ্ক এবং অন্যান্য যন্ত্রের, বিশেষতঃ নিউমোগ্যাষ্ট্রীক স্নায়ুশাখাপরম্পরার কার্য্যাধীন যন্ত্রের এবং তন্মধ্যেও বিশেষরূপে আমাশয় ও ফুস্ফুসের প্রগাঢ় রক্তাধিক্য এবং

banglabooks.in

প্রদাহ জন্মিয়া থাকে। উপরে যাহা লিখিত হইল তাহাতে বোধগম্য হইবে যে বেলাডনা এবং তাহার সমক্রিয় অন্যান্য ঔষধের রক্তাধিক্য হইতে ইহার রক্তাধিক্যের প্রভেদ এই যে বেলাডনাদির রক্তাধিক্য স্নায়ুকেন্দ্রের উত্তেজনা এবং ভিরেট্রামের তাহা স্নায়ুকেন্দ্রের পক্ষাঘাতিক দুর্ব্বলতা ও তাহার ফলস্বরূপ শোণিতগতির বাধা এবং মন্থরতা উপস্থিত করে। গতিদ স্নায়ুর দুর্ব্বলতা সাধন করিলেও ইহা প্রবল ও স্থায়ী (Tonic) এবং অধিকাংশ স্থলেই ক্ষণস্থায়ী ভাবের (clonic) অর্থাৎ তাণ্ডবরোগবৎ আক্ষেপ উৎপন্ন করিতে সক্ষম। ভিরেট্রাম্ ভিরিডির ক্রিয়ার প্রধান লক্ষ্য হৃদপিণ্ডের শোণিত সঞ্চালনে দৃষ্ট হইয়া থাকে; হৃৎপিণ্ডের উচ্চ শব্দায়মান, সবল স্পন্দন, নাড়ীর সবল ত্বরিৎ গতি এবং শ্বাসপ্রশ্বাসের অতি ধীর সঞ্চার ইহার পরিচায়ক বলিয়া গণ্য।

লক্ষণ।

মন ;—কলহপ্রিয় এবং প্রলাপবিশিষ্ট। অতি ভয়াবহ প্রলাপ বশতঃ রোগী চীৎকার করে, হাউ হাউ করে এবং প্রহার করে। রোগীর চক্ষুতারকা প্রসারিত থাকে এবং সে অস্পষ্ট বিড় বিড় স্বরে অবিশ্রান্ত প্রলাপ কহে।

মস্তক ;—প্রাতে গাত্রোত্থানের পর শিরোঘূর্ণন, চক্ষুমুদ্রিত করিলে এবং মস্তক স্থিরভাবে রাখিলে উপশম; শয্যা অথবা আসন হইতে উত্থানের পর শিরোঘূর্ণন প্রযুক্ত বিবমিষা ও বমন। শিরঃশূলের সহিত শিরোঘূর্ণন। প্রাতঃকালে গ্রীবাপশ্চাৎ হইতে শিরঃশূল উত্থিত হয় এবং মস্তকের গুরুত্ব ও পূর্ণতার অনুভূতি জন্মে। মস্তকের প্রবল রক্তাধিক্য। ললাটের দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে চক্ষুর নিকটস্থ প্রদেশ পর্য্যন্ত স্নায়ুশূল। ললাটদেশে তীক্ষ্ণ শিরঃশূল নিবন্ধন বমন।

banglabooks.in

স্নায়ু।—মুখমণ্ডল, গ্রীবা এবং হস্ত ও পদাঙ্গুলির পেশীর আনর্ত্তন এবং আকুঞ্চন। তাণ্ডবরোগবৎ স্নায়বিক আক্ষেপ। শিশু ভীত হওয়ার ন্যায় কাঁপিতে থাকে এবং বোধ হয় যেন অচিরাৎ তাহার আক্ষেপ বা কন্‌ভালসন হইবে। পক্ষাঘাত হইলে অঙ্গাদিতে চন্‌চনি এবং মস্তিষ্কে শোণিতগতির বৃদ্ধি। বিশেষতঃ মস্তিষ্কতলদেশ, মেরুমজ্জা, বক্ষ ও আমাশয়ে রক্তাধিক্য।

মুখমণ্ডল।—অবস্থানুসারে মুখ শোণিতোচ্ছ্বাসযুক্ত, কখন পাণ্ডুর, শীতল, নীলাভ এবং শীতল ঘর্ম্মাবৃত। মুখমণ্ডলপেশীর আক্ষেপিক-সূচিবেধবৎ বেদনা।

শ্বাসযন্ত্র।—শ্বাসপ্রশ্বাস কষ্টকর, ধীর এবং শ্রমসাধ্য (নিউমোনিয়া রোগে শ্বাসপ্রশ্বাস ৪৯ হইতে ১৬ পর্য্যন্ত নামিয়া যায়)। আক্ষেপিক শ্বাসপ্রশ্বাস হইলে প্রায় শ্বাসরোধের উপক্রম। বক্ষের কষ্টানুভূতি। বক্ষে প্রবল রক্তাধিক্য।

হৃৎপিণ্ড ও নাড়ী।—হৃৎপ্রদেশে অবিশ্রান্ত, মৃদু ও জ্বালাযুক্ত বেদনা। হৃৎপিণ্ডস্পন্দন উচ্চতর শব্দবিশিষ্ট এবং প্রবল; ধমনী মণ্ডলের অত্যন্ত উত্তেজিত অবস্থা।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—শোণিতসম্পন্ন স্ত্রীলোকদিগের জরায়ুর অত্যধিক রক্তাধিক্য ও মূত্রকৃচ্ছ্র হওয়ার পর ঋতুসংস্রবীয় উদরশূল। ঋতুরোধ নিবন্ধন মস্তিষ্কের শোণিতাধিক্য; শরীর শোণিতসঞ্চয়।

প্রদর্শক লক্ষণ।—জিহ্বার ঠিক মধ্যস্থল বাহিয়া লম্বভাবে সূক্ষ্ম ও লোহিতবর্ণ রেখার বর্ত্তমানতা।

চিকিৎসা।

মিনিঞ্জাইটিস্ বা মস্তিষ্কবেষ্টপ্রদাহ।—ডাং ইলিয়ট ভিরেট্রাম ভিরিডির নিম্নক্রম মস্তিষ্কবেষ্টপ্রদাহের পক্ষে

banglabooks.in

সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া বিবেচনা করেন। মস্তিষ্কের প্রবল রক্তাধিক্য, দ্রুত নাড়ী এবং আক্ষেপের বা কন্‌ভাল্‌সনের উপক্রম হইলে পরে প্রভূত দুর্ব্বলতা জন্মে।

ধনুষ্টঙ্কার বা টিটেনাস্‌ ;—সর্ব্বাঙ্গী ধনুষ্টঙ্কার রোগে **ভিরেট্রাম ভিরিডির** বিশেষ কোন কার্য্য দৃষ্ট হয় না। অবস্থাবিশেষ রোগাক্রমণের উপক্রমলক্ষণের আরম্ভে প্রদত্ত হইলে রোগের বাধা জন্মাইয়া ইহা মহদুপকার সাধন করে। অভিঘাতিক রোগের ক্ষত স্থানে অসহনীয় যন্ত্রণাকর বেদনা হইলে ধনুষ্টঙ্কারের উপক্রমলক্ষণ দৃষ্ট হইতে পারে ; এ অবস্থায় **ভিরেট্রামের** প্রয়োগে রোগাক্রমণ নিবারিত হয়। এস্থলে ইহা **হাইপেরিকাম্‌** সহ তুলনীয়। অন্যান্য কতিপয় ঔষধেরও অবস্থানুসারে উপরিউক্তরূপ ক্রিয়া দৃষ্টিগোচর হয়—জ্বর, উৎকণ্ঠা, পেশীনিচয়ের আততভাব, চন্‌চনি এবং অসাড়তা থাকিলে **একনাইট**, এবং ক্ষতে পূয়সঞ্চার হইলে অথবা হঠাৎ পূয়স্রাব রুদ্ধ হইলে **বেল, সিকুটা** এবং সম্ভবতঃ **একাষ্টুরা** রোগের বাধা জন্মাইতে পারে।

সূতিকাক্ষেপ বা পিয়ুরপিরেল কন্‌ভাল্‌সন ;—**ভিরেট্রাম ভিরিডির** সূতিকাক্ষেপরোগে মস্তিষ্কের গভীর রক্তাধিক্য নিবন্ধন রোগী সন্ন্যাসরোগবৎ অজ্ঞানাবস্থায় থাকে এবং তদবস্থাতেই তাহার আক্ষেপ হয়। আক্ষেপের বিরতিকালেও জ্ঞান হয় না, রোগী গভীর নিদ্রামগ্ন থাকে। রোগীর মুখমণ্ডল আরক্ত ও চক্ষু রক্তপূর্ণ, এবং তাহার অঙ্গাদির প্রচণ্ড আক্ষেপিক সঙ্কোচন হয়।

ঘুংরি কাসি বা ক্রুপ ; ব্রঙ্কাইটিস্‌ বা নলৌষ ; নিউমোনিয়া ;—এই সকল রোগের প্রথম বা রক্তাধিক্যের অবস্থায় **ভিরেট্রাম ভিরিডি** অনেক স্থলে রোগ অঙ্কুরে বিনাশ

banglabooks.in

করিতে সক্ষম। **একনাইটের** ন্যায়ই সবল, রক্তসম্পন্ন ব্যক্তিদিগের রোগের প্রাথমিক অবস্থায় ইহা উপযোগী। অত্যধিক তীব্র শরীরতাপ, এবং পূর্ণ, কঠিন, লম্ফমান ও দ্রুত নাড়ী ইহার প্রদর্শক। শরীরতাপ ও নাড়ীর উপরিউক্ত অবস্থার প্রশমন হইলে ইহার কার্য্যকারিতার অভাব হয়। **একনাইটের** মৃত্যুভীতি, উৎকণ্ঠা এবং অস্থিরতা ইহাতে না থাকায় উভয়ের প্রভেদ হৃদয়ঙ্গম করা যায়। **ফেরাম ফস্‌ও** এই সকল রোগের প্রাথমিক রক্তাধিক্যাবস্থার ঔষধ। উৎকণ্ঠা প্রভৃতি না থাকায় **এক** হইতে, এবং স্থূল ও কোমল নাড়ীর বর্ত্তমানতা এবং শরীরোপরি স্থানে স্থানে অলীক শোণিতপ্রাধান্যের চিহ্নের উপস্থিতিতে উভয় হইতে **ফেরাম ফস্** প্রভেদিত হয়।

ভিরেট্রাম ভিরিডি নিউমোনিয়ারোগে বক্ষের অতি প্রবল রক্তাধিক্য জন্মে, এবং ধমনীমণ্ডলের অত্যধিক উত্তেজনা, শ্বাসকৃচ্ছ্র, বক্ষের কষ্ট এবং বিবমিষা ও বমন প্রভৃতি আমাশয়লক্ষণ উপস্থিত হয়। এরোগে বক্ষের প্রগাঢ় রক্তাধিক্যের বর্ত্তমানতায় ইহা **স্যাঙ্গুই-নেরিয়া** সহ তুলনীয়; প্রভেদ এই যে, রোগের প্রাথমিক রক্তাধিক্যের অবস্থা শেষ হওয়ার পর ফুসফুসের ঘনীভূততা বা হিপেটিজেষণ উৎপন্ন হইলে **ভিরেট্রাম** নিষ্ক্রিয় হয়, অপরের তাহাতে কার্য্য-কারিতার শেষ হয় না। ফলতঃ **ভিরেট্রাম, স্যাঙ্গুইনে-রিয়ার** ন্যায় টাইফয়েড আদি পরিবর্ত্তনকর ঔষধ নহে। ইহার জ্বর অত্যন্ত প্রবল, হৃৎপিণ্ডক্রিয়া অতি প্রচণ্ড এবং নাড়ী পূর্ণ, কঠিন, লম্ফমান ও দ্রুত থাকে। জিহ্বোপরির ঠিক মধ্য বাহিয়া লম্বভাবের সূক্ষ্ম ও লোহিতবর্ণ রেখার বর্ত্তমানতা ইহার অতি স্পষ্টতর প্রদর্শক। ইহার রোগের শেষাবস্থায় ফুসফুসের অধঃঅংশের বায়ুকোষনিচয় বুদ্‌বুদ্‌যুক্ত শ্লেষ্মাপূর্ণ হইতে থাকে। ইহার নাড়ী পূর্ণ ও কঠিনস্পর্শ;

banglabooks.in

একজনের নাড়ী কঠিনস্পর্শ ক্ষুদ্র, ত্বরিৎ গতিবিশিষ্ট এবং ক্ষণস্থায়ী স্পন্দনযুক্ত ও দ্রুত।

হৃৎপিণ্ড বিকার—বিবৃদ্ধিসহ প্রসারণ বা হাইপারট্রফি উইথ্ ডাইলেটেষণ; হৃৎপিণ্ড ও তদ্বেষ্ট প্রদাহ।— **ভিরেট্রাম্ ভিরিডি** মস্তিষ্কের তলভাগ এবং মেরুমজ্জার উর্দ্ধাংশের শোণিতাধিক্য উৎপন্ন করায় নিউমোগ্যাষ্ট্রিক স্নায়ুর হৃৎপিণ্ডশাখা সংস্রবে হৃৎপিণ্ডের প্রবল উত্তেজনা হয়। পরে তাহার প্রতিক্রিয়াবস্থায় উপবেশনের চেষ্টা করিলে মূর্চ্ছার ভাব, বিবমিষা, শীতল ঘর্ম্ম এবং হৃৎপিণ্ড দৌর্ব্বল্য জন্য শ্বাসকৃচ্ছ্র প্রভৃতি হৃৎপিণ্ডের প্রগাঢ় শক্তিহানির লক্ষণ উপস্থিত হইলে অবশেষে রোগী মৃত্যুগ্রাসে পতিত হয়। শোণিত সঞ্চলনযন্ত্রমণ্ডলের প্রথমোক্ত উত্তেজনার লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিলে হৃৎবিবৃদ্ধি ও সহকারী হৃৎপ্রসারণ রোগও উপযুক্ত সাবধানতা সহ অনেক কাল ব্যাপিয়া **ভিরেট্রাম্** প্রয়োগে আরোগ্য হইয়া থাকে। রক্তসঞ্চলনযন্ত্রের উপরিউক্ত রক্তাধিক্যাবস্থায় ইহা হৃৎপিণ্ড এবং হৃৎবেষ্টের প্রদাহরোগেও ফলপ্রদ।

banglabooks.in

লেক্‌চার ৫৮ (LECTURE. LVIII.)

১। ব্যারাইটা কার্ব্বনিকা। ২। ব্যারাইটা এসেটিকা। ৩। ব্যারাইটা মিউরিয়েটিকা।

১। ব্যারাইটা কার্ব্বনিকাম্‌ (Baryta Carbonicum)।

উপচয় :—রোগের বিষয় চিন্তা করিলে; বেদনাযুক্ত পার্শ্ব চাপিয়া শয়নে; আহারান্তে; রুগ্ন শরীরস্থান ধৌত করিলে; প্রাতঃকালে; উপবেশনাবস্থায়।

উপশম :—মুক্ত বায়ুতে ভ্রমণকালে; দণ্ডায়মানাবস্থায়; শরীর-চালনায়।

সম্বন্ধ :—ব্যারাইটা কার্ব্বনিকার কার্য্যপ্রতিষেধক—এন্টি টা, বেল, ক্যাম্ফ, ডাল্কা, জিঙ্ক। স্থূল মাত্রার—সাল্‌ফেট অব সোডা অথবা ম্যাগ্নেসিয়া।

যাহার পূর্ব্বে অথবা পরে প্রযোজ্য—সরি, সাল্‌ফ, টুবাকু।

অসম্মিলন—গণ্ডমালা ধাতুতে ক্যাল্কের পর।

তুলনীয় ঔষধ :—এলুমি, বেল, ক্যাল্কে কা, ক্যাল্কে আই, কষ্টি, জেল্‌স্‌, আয়ডি, মার্ক, মার্ক-বিন-আয়, লাইক, ফস্‌, সিপি, সিলিক, সাল্‌ফ।

ক্রিয়া :—ব্যারাইটা কার্ব্ব একটি প্রভূত পোষণবিভ্রাটকারী বস্তু। দেহোপাদানের, বিশেষতঃ গলদেশের বহিরাভ্যন্তরগ্রন্থির উপাদানের পোষণের বিশৃংখলা জন্মাইয়া ইহা তাহার বিশেষ প্রকারের পোষণাপকৃষ্টতা উৎপন্ন করে। বৃহৎ মস্তিষ্কের (cerebrum) ও গ্রন্থিল স্নায়ুমণ্ডলের

banglabooks.in

ইহা প্রথমে উত্তেজনা এবং পরে অবসাদ উপস্থিত করায় রোগীর যে অবস্থা উৎপন্ন হয় তাহা মানসিক ও শারীরিক জড়ত্বের তুল্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

ইহা জড়প্রায় অতি বৃদ্ধদিগের এবং গণ্ডমালাধাতুর জড়ভাবাপন্ন শিশুদিগের পক্ষে উপযোগী ঔষধ।

লক্ষণ।

মন ;—বিস্মৃতিশীল ; এখনই কি করিয়াছে তাহা স্মরণ থাকে না। অত্যধিক মানসিক ও শারীরিক দৌর্ব্বল্য ; শিশুস্বভাব বৃদ্ধব্যক্তি। স্মরণ-শক্তির হ্রাস ; শিশু কিছু স্মরণ রাখিতে বা শিক্ষা করিতে পারে না। আত্মবিশ্বাসহীনতা। অপরিচিত লোক দেখিলে ভীতি, স্ত্রীলোকেরা মনে করে তাহাদিগের দোষ ধরিতেছে ও তাহাদিগকে দেখিয়া হাস্য করিতেছে। শিশুর খেলায় মন যায় না। ভীতি এবং কাপুরুষতা।

মস্তক ;—শিশুস্বভাব বৃদ্ধদিগের সন্ন্যাস ও শিরোঘূর্ণন। গোল-মাল শব্দে, বিশেষতঃ মানুষের কথায় সন্ধ্যাকালীন শিরঃশূলের বৃদ্ধি।

জাগ্রৎ হইলে মূর্দ্ধাধঃদেশে ও মস্তিষ্কে মস্তকপশ্চাৎ অভিমুখীন চাপ ও গ্রীবাকাঠিন্য। মূর্দ্ধাদেশে চাপের সহিত খোঁচা লাগার ন্যায় বেদনা সূর্য্যতাপে দাঁড়াইলে সম্পূর্ণ মস্তক ভেদ করিয়া বিস্তৃত। মস্তক-শীর্ষে টাক। মস্তকের শায়িতপার্শ্বের ত্বকের স্পর্শাসহিষ্ণুতা চুলকাইলে বর্দ্ধিত। শুষ্ক বা আর্দ্র ছালযুক্ত দুর্গন্ধপীড়কা। মস্তকত্বকে কোষগর্ভ অর্ব্বুদ।

ইন্দ্রিয়জ্ঞান ;—আহারান্তে ও প্রাতঃকালে দৃষ্টিদৌর্ব্বল্য এবং চক্ষুসন্মুখে জালদৃষ্টি। সন্ধ্যাকালে কর্ণে প্রচণ্ড বায়ুপ্রবাহ ও ঘণ্টাধ্বনিবৎ এবং গুণ গুণ ও রুণু রুণু শব্দ। শ্রবণশক্তির হ্রাস। হাঁচিলে, গলাধঃকরণ-

banglabooks.in

ক্রিয়ায় এবং দ্রুত ভ্রমণে কর্ণমধ্যে কিছু বিদীর্ণ হওয়ার ন্যায় কর্ কর্ শব্দ। সবলে নাসিকা ঝাড়িলে কর্ণে শব্দের প্রতিধ্বনি।

স্নায়ু ;—স্নায়বিক অসহিষ্ণুতা, সম্পূর্ণ স্নায়ুরই উত্তেজনা। দিবসে শরীরের ঝাঁকি ও চমক্। অত্যন্ত বলক্ষয় ; রোগী দাঁড়াইতে পারে না, হাঁটু ভাঙ্গিয়া পড়ে ; ক্লান্ত বোধ করায় সর্ব্বদাই শয়নের ইচ্ছা। সম্পূর্ণ শরীরের গুরুত্ব, শরীরোপরি ত্বক কঠিনরূপে আটা থাকার অনুভূতি ও তাহার আতঙ্কভাব।

মুখমণ্ডল ;—মুখ পাণ্ডুর ও স্ফীত। মুখোপরি মাকড়সার জাল বিস্তৃত থাকার ন্যায় তাহার আতঙ্কভাব। মুখ বন্ধ করিতে চুয়ালের সন্ধিতে বেদনা।

চক্ষু ;—চক্ষুর প্রদাহ ও শুষ্ক বোধ। আলোকে চক্ষু ঝল্-সিয়া যায় ও বেদনা করে এবং অন্ধকারে চক্ষুসম্মুখে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দৃষ্ট হয়।

কর্ণ ;—দক্ষিণ কর্ণাধঃদেশের গ্রন্থি স্ফীত ও বেদনাযুক্ত। কর্ণে আকৃষ্ট ও বিদ্ধবৎ বেদনা। দক্ষিণ কর্ণাস্থিতে বিদ্ধ ও আকর্ষণ করিয়া ছিন্ন করার ন্যায় বেদনা ; কর্ণে চুলকনা।

নাসিকা ;—নাসিকার অদম্য শুষ্কতা ; ঘন ও পীতবর্ণ শ্লেষ্মার স্রাব। স্থূলোদর শিশুদিগের সন্দিতে নাসিকা ও ঊর্দ্ধোষ্ঠ স্ফীত। নাসিকা হইতে বারম্বার রক্তস্রাব।

শ্বাসযন্ত্র ;—অনুভূত হয় যেন স্বরযন্ত্রে ধূম অথবা আলকাতরার শ্বাস গৃহীত হইতেছে। ফুস্ফুসের পক্ষাঘাতের উপক্রমে বৃদ্ধদিগের শ্বাসরোধকর সর্দ্দি। কাসিলে বক্ষের টাটানি।

মুখগহ্বর ;—বিদীর্ণ ও ক্ষতযুক্ত জিহ্বায় চন্‌চনি ও জ্বালাযুক্ত বেদনা। বৃদ্ধদিগের জিহ্বার পক্ষাঘাত ; কথা কহিতে পারে না। মুখগহ্বর রসবিষপূর্ণ, তালু ও গণ্ডাভ্যন্তরে তাহার আধিক্য। মুখে অনেক

banglabooks.in

কঠিন শ্লেষ্মা। মুখ শুষ্ক; অতিশয় তৃষ্ণা। জিহ্বা লেপযুক্ত হইলে মুখের বিস্বাদ অথবা অম্লাস্বাদ। দন্তমাড়ি হইতে পুনঃ পুনঃ প্রচুর রক্তস্রাব।

গলাভ্যন্তর।—কোন বস্তু গলাধঃ করিতে গলাভ্যন্তরে চনচন করে, শূন্য গলাধঃকরণক্রিয়ায় গলার অধিকতর চনচনি। টনসিলগ্রন্থির পুরাতন দড়কচড়াভাব; শৈত্যসংস্পর্শ হইলেই তাহার প্রদাহ জন্মে এবং তাহা পাকিবার উপক্রম হয়। গলার সঙ্কোচন; গলাধঃকরণক্রিয়ায় বোধ যেন গলাভ্যন্তরে একটা ছিপি আছে। আহারান্তে, উপবেশনাবস্থায় এবং লিখিবার সময় মধ্যে মধ্যে শ্বাসরোধ ঘটায় বোধ হয় যেন থাইরইড্ গ্রন্থি অভ্যন্তর পার্শ্বে চাপিত হওয়ায় শ্বাস-প্রশ্বাসের রোধ হইতেছে। প্রাতঃকালে নিদ্রাভঙ্গে বোধ যেন পশ্চাৎ নাসারন্ধ্রের সম্মুখে একটা অত্যন্ত পাতলা ঝিল্লি রহিয়াছে। হনুঅধঃ বা সাবম্যাক্‌সিলারি গ্রন্থির বেদনাযুক্ত দড়কচড়াভাবের স্ফীতি।

উদর।—উদর স্ফীত, কঠিনস্পর্শ এবং বেদনাযুক্ত। শয্যায় পার্শ্বপরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে অন্ত্র পার্শ্বে ঝুলিয়া পড়ে।

গ্রীবা ও পৃষ্ঠ।—গ্রীবা ও মস্তকপশ্চাতের গ্রন্থি স্ফীত। গ্রীবাপশ্চাতের কাঠিন্য। কটিদেশে বিস্তৃতভাবের বেদনা।

ত্বক।—গ্রীবাদেশে বসাময় অর্ব্বুদ (ফ্যাটী টিউমার)। ত্বকের স্থানে স্থানে জ্বালাযুক্ত বেঁধার ন্যায় অনুভূতি। গ্রন্থিনিচয়ের স্ফীতি ও দড়কচড়াভাব। ত্বক আর্দ্র ও ক্ষতযুক্ত; চর্ম্মকীল বা ওয়ার্ট্।

প্রদর্শক লক্ষণ।—শরীরের আকার বা গঠন এবং মানসিক লক্ষণের বিশেষতা।—ব্যারাইটা কার্ব্ব গণ্ডমালাধাতু সংশোধনকারী প্রধান ঔষধ মধ্যে অন্যতম। শিশুরোগে ইহা ক্যাল্কেরিয়া কার্ব্ব ও সিলিসিয়া সহ তুলনার যোগ্য। কেননা শারীরাকৃতি ও মানসিক লক্ষণ বিষয়ে ইহাদিগের মধ্যে অনেক সাদৃশ্য দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। ব্যারা কার্ব্বের শারীরিক ও মানসিক পরিপক্কতার বিশেষতাসম্বন্ধীয় জ্ঞান

banglabooks.in

জন্মিলেই রোগচিকিৎসায় আমরা অনায়াসে ইহার যথোপযুক্ত স্থান নিরূপণে সমর্থ হইতে পারি।

ব্যারাইটা কার্ব্ব—গণ্ডমালাধাতুর খর্ব্বাকৃতি শিশু, যাহাদিগকে শরীরায়তনের শীঘ্র বৃদ্ধি হয় না; স্থূলোদর ও বৃহৎ মস্তক; শীর্ণশরীর; স্ফীত মুখমণ্ডল; পদে ঘর্ম্ম; গ্রন্থিনিচয়ের স্ফীতি ও দড়কচড়াভাব; অত্যন্ত দুর্ব্বলতা; মানসিক জড়তা; কিছুই স্মরণ থাকে না; শিশুসুলভ ক্রীড়ায় প্রবৃত্তিহীন; বিলম্বে কথা কহিতে শিখে।

ক্যাল্কেরিয়া কার্ব্ব—স্থূল ও স্ফীত শরীরবিশিষ্ট গণ্ডমালা ধাতুর শিশু; শরীরায়তনের স্থূলত্বের দ্রুত বৃদ্ধি; গামলার পিঠের ন্যায় ন্যুব্জ ও স্থূল উদর; বৃহৎ মস্তক; ব্রহ্মরন্ধ্রের অসম্পূর্ণতা; মস্তক ও গ্রীবায় অম্ল ঘর্ম্ম; পদ আর্দ্র ও শীতল। মানসিক প্রকৃতিতে ভীরু, আলস্যপরবশ ও জড়বুদ্ধি। ক্রোড়বিষয়ে উদাসীনতা।

সিলিসিয়া—গণ্ডমালা ধাতুর ক্ষুদ্র ও শুষ্কশরীর শিশু; বৃহৎ মস্তক; বিশেষতঃ সম্মুখমস্তকরন্ধ্র অসম্পূর্ণ; স্থূল ও গোলাকার উদর; বৃহৎ ও কদাকার জানু; হাঁটা শিখিতে বিলম্ব হয়; ক্যাঙ্কে হইতে মস্তক ও মস্তকত্বকের নিম্নতর অংশ, গ্রীবা ও মুখ দুর্গন্ধ ঘর্ম্মাবৃত ও **শীতল**, তাহা **বস্ত্রাবৃত করিলে সহজেই** উষ্ণ হয়; পদ দুর্গন্ধঘর্ম্মযুক্ত। গ্রন্থি বিবৃদ্ধ ও পূযযুক্ত।

মানসিক অসহিষ্ণুতা; একগুঁয়ে, খামখেয়ালি; ভাল কথা বলিলেও চীৎকার করে; চঞ্চল, অস্থির, সহজেই চমকিয়া উঠে; লেখাপড়ায় সহজে ক্লান্তি জন্মে, চিন্তা করা সহ্য করিতে পারে না।

বৃদ্ধগণ মানসিক ও শারীরিক জড়তাবশতঃ শিশুবৎ প্রকৃতি প্রাপ্ত হইলে শিশুর ন্যায় আচরণ করে; বুদ্ধি ও স্মরণশক্তিহীন; মানসিক ও শারীরিক উভয়বিধ দুর্ব্বলতা; টলিতে টলিতে চলে। বৃদ্ধের রোগে এই লক্ষণ ব্যারাইটার প্রদর্শক।

banglabooks.in

সামান্য সিক্ত ও শীতল বায়ুসংস্পর্শ নিবন্ধন সর্দ্দি হইলেই পুরাতন টন্‌সিলবিবৃদ্ধির স্ফীতি অধিকতর হওয়া

ব্যারাইটা কার্ব্বরোগ চিকিৎসায় তাহার প্রদর্শক।

চিকিৎসা।

মানসিক বিকার—জড়তা।—যুবা ও বৃদ্ধ, বিশেষতঃ বৃদ্ধদিগের অকালে বুদ্ধিহানি বা শিশুভাব জন্মিলে **ব্যারা কার্ব্ব** উপকারী ঔষধ। মস্তিষ্কপদার্থের ঘনীভূত অবস্থা ইহার কারণ। মস্তিষ্কে অর্ব্বুদ জন্মিলেও এবম্বিধ অবস্থা ঘটিতে পারে। স্নায়ুমাত্রই অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠে। মস্তিষ্কের দুর্ব্বলতা বশতঃ রোগী অত্যন্ত ভীরু স্বভাব হয়। অচেনা লোক বা মুখ দেখিলে স্থান পরিত্যাগ করে। সে মনে করে তাহাকে দেখিয়া লোক হাসিতেছে। সহজেই রাগ করে। ডাঃ ট্যালকট বলেন "রোগী মনে করে তাহার জঙ্ঘা কাটিয়া ফেলা হইয়াছে এবং সে হাঁটুর উপর হাটিতেছে"; **ব্যারাইটা** রোগীতে এইরূপ লক্ষণ তিনি লক্ষ্য করিয়াছেন।

শিরঃশূল।—বৃদ্ধদিগের শিরঃশূলরোগে **ব্যারা কার্ব্ব** উপকারী। নিদ্রাভঙ্গে, আহারান্তে এবং অগ্নির তাপে ইহা জন্মে ও বর্দ্ধিত হয়। রোগী প্রায় হতজ্ঞান থাকে। **ব্যারাইটাপ্রাতুর** বৃদ্ধদিগের শিরঃশূল ও হতজ্ঞানভাব সন্ন্যাসরোগের পূর্ব্বলক্ষণও হইতে পারে।

সন্ন্যাসরোগ বা এপোপ্লেক্সি।—**ব্যারা কার্ব্ব** মদ্যপায়ীদিগের সন্ন্যাস রোগের অন্যতম ঔষধ।

মাল্টিপল স্ক্লেরোসিস্ অব ব্রেণ এণ্ড স্পাইন্যাল কর্ড বা মস্তিষ্ক ও মেরুমজ্জার গুচ্ছাকার ঘনীভূততা সংযুক্ত স্থূলতা।

—**ব্যারাইটা মিউরিয়েটিকা** এবং **কার্ব্বনিকা** উভয় ঔষধই এরোগে ব্যবহৃত হইতে পারে। দুগ্ধপোষ্য

banglabooks.in

শিশু ও বালকদিগের মধ্যে এরোগ তাদৃশ বিরল নহে। ইহা তাহাদিগের বুদ্ধিশক্তির জড়ভাব ও তদানুষঙ্গিক পূর্ব্ববর্ণিত অন্যান্য লক্ষণ দ্বারা প্রকটিত হয়। বৃদ্ধদিগেরও এবম্বিধ রোগে উপরি উক্ত শিশুরোগবৎ লক্ষণ দেখা দেয়। এই রোগে যে শরীরকম্প জন্মে তাহাতে **হায়সায়ামাস্** স্মরণ পথে আইসে।

শিশুমস্তিষ্কের আজীবন ক্রমোৎকর্ষ-হীনতা এবং তাহার ফল স্বরূপ বুদ্ধির জড়ত্বাদি লক্ষণ থাকিলেও **ব্যারাইটা** তাহার উপকার করিতে পারে। এস্থলে ইহা **কষ্টিকাম্** সহ তুলনীয়।

পক্ষাঘাত বা প্যারালিসিস্ ;—অবস্থাবিশেষে শিশু কিম্বা বৃদ্ধ উভয়েরই পক্ষাঘাতরোগে **ব্যারা কার্ব্ব** প্রয়োগ হইতে পারে। জড়ভাবাপন্ন শিশু দেখিতে অতি নির্ব্বোধ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। জিহ্বাদির পক্ষাঘাত প্রযুক্ত মুখব্যাদান থাকে এবং বক্ষ ও উদর বাহিয়া অবিরত মুখলালা ঝরে। শিশুর মুখ ভাবহীন। কখন কখন শরীরের কম্প হয় এবং আমরা একাধিক রোগীর সর্ব্বাঙ্গীন আক্ষেপ হইতে দেখিয়াছি। বৃদ্ধদিগের মস্তিষ্কের ক্ষয় ও সঙ্কোচন হওয়ায় তাহারা প্রায় শিশুপ্রকৃতি পায় এবং তাহাদিগের উপরি উক্ত বুদ্ধিহানি ও জিহ্বাদির পক্ষাঘাত উৎপন্ন হইয়া থাকে। বৃদ্ধদিগের রক্তবহা নাড়ীর উপাদানগত বিকার বশতঃ পক্ষাঘাত রোগেও ইহা উপকারী। ইহাদিগের উপরি উক্ত ধমনীরোগ **ধমনীপ্রসার বা এনুরিজমে** পরিণত হইলেও ইহা প্রযোজ্য।

দৃষ্টিমালিন্য বা এম্ব্লিয়পাইয়া ;—মস্তিষ্কের পূর্ব্বকথিত বিকার বশতঃ বৃদ্ধদিগের রোগে **ব্যারাইটা** ব্যবহৃত হইতে পারে।

ব্রঙ্কাইটিস্ বা নলৌষ ;—বৃদ্ধদিগের ব্রঙ্কাইটিস্ রোগে শ্বাসযন্ত্রের পক্ষাঘাতিক অবস্থায় বক্ষমধ্যে শ্লেষ্মা ঘড়ঘড় করে ; কিন্তু রোগী তাহা উঠাইতে না পারায় শয়ন করিলে মৃত্যুকালোপযোগী শ্বাসকৃচ্ছ্র

banglabooks.in

উপস্থিত হয়। ইহাতে **এণ্টি টার্ট** প্রয়োগে সম্পূর্ণ ফল না পাইলে **ব্যারা কা** তাহার কার্য্যসম্পূরকরূপে ফলপ্রদ।

টন্‌সিলাইটিস্ বা টন্‌সিলগ্রন্থিপ্রদাহ।—**ব্যারাইটা কার্ব্ব** ধাতুবিশিষ্ট শিশুদিগের টন্‌সিলগ্রন্থিপ্রদাহপ্রবণতা থাকিলে এবং তাহার পুনঃ পুনঃ আক্রমণ হইলে **ব্যারাইটা** দ্বারা শিশুর ধাতু সংশোধিত ও উপস্থিত রোগ আরোগ্য হয়। এই সকল শিশুর মস্তকে শুষ্ক মামড়ি জন্মে। **ব্যারা কার্ব্ব** ও **মিউ** কনেক্‌টিভ বা যোজকোপাদানের প্রজনন ক্রিয়া বৃদ্ধি করে; এজন্য সৌত্রিকোপাদানের উপদাহ এবং অস্বাভাবিক বৃদ্ধি বশতঃ টন্‌সিলাইটিস্ ও অন্যান্য গ্রন্থির স্ফীতি ও দড়কচড়া ভাব জন্মিলে তাহার নিবারণ ও দূরীকরণ দ্বারা ইহা রোগ আরোগ্য করে। সামান্য সিক্ত বায়ু সংস্পর্শ হইলেই এবং ঠাণ্ডা দিনে রোগের পুনরাক্রমণ ঘটে। সহজেই টন্‌সিলে পূয জন্মে। হনুঅধঃ ও কর্ণের পশ্চাতের গ্রন্থি স্ফীত হয়। **বেলের** ন্যায় গলার দক্ষিণপার্শ্বে ইহার আক্রমণ অধিকতর এবং শূন্য গলাধঃ-করণক্রিয়ায় যন্ত্রণা বৃদ্ধি পায়। ডাঃ ফ্যারিংটন ইহাতে সুরাসার ও জল মিশ্রিত 'ধোবন' ব্যবহার করিতে বলেন। এই রোগ সহ **নাসিকাপশ্চাতের সর্দ্দি** ও তথায় ও উপজিহ্বামূলে মামড়ি জন্মিলে এবং উর্দ্ধোষ্ঠ ও নাসিকা স্ফীত হইলে ইহা উপকারী।

ডাঃ গুড়নো এ রোগে **ব্যারা আয়র** প্রশংসা করেন। রোগ পুরাতন হইলে ডাঃ টাকারের মতে **ককুলাস্ ভেসিকুলোসাস** উপযোগী হয়।

ক্যাল্‌কে কা—স্থূলকায়, শ্লৈষ্মিক ধাতুর শিশুর রোগে।

ক্যাল্‌কে ফস—পুরাতন রোগ; অস্থিবিকার থাকে।

ইগ্নেসিয়া—অত্যন্ত বৃহৎ টন্‌সিলোপরি অগভীর, প্রশস্ত ক্ষত থাকিলে।

banglabooks.in

হিপার—গ্রন্থির বিবৃদ্ধি ; শ্রবণকষ্ট ; গলদেশে মাছের কাঁটা ফুটিয়া থাকার অনুভূতি।

লাইক—বৃহৎ টনসিলোপরি দড়কচড়াভাবের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষত।

ক্যাল্কে আই—কোন কোন গ্রন্থিবিবৃদ্ধিরোগে ব্যারাইটার—তুল্য লক্ষণে, বিশেষতঃ স্ফীত টনসিলাভ্যন্তরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোটরবৎ গহ্বর থাকিলে।

কোনায়াম্—বিবৃদ্ধ টনসিল পূয়জননপ্রবণ না হইলে।

গণ্ডমালারোগ বা স্ক্রফুলা ;—গণ্ডমালারোগের অন্যান্য ঔষধ হইতে নিম্নলিখিত লক্ষণ দ্বারা ব্যারাইটা রোগ প্রভেদিত করা যায় :—শরীরের শীর্ণতা, উদরের স্থূলতা ; অতিক্ষুধা এবং শরীরের শুষ্কতা ; মানসিক ও শারীরিক দুর্ব্বলতা ; ত্বকে ফুসকুড়ি, সিক্ত ক্ষত এবং অন্য প্রকারের উদ্ভেদ ; শরীরের স্থানে স্থানে ও গ্রন্থিতে প্রস্তরবৎ কঠিন স্ফীতির বর্ত্তমানতা।

গ্রন্থিরোগ বা গ্ল্যাণ্ডুলার অ্যাফেক্‌সন ;—ব্যারা মিউ ও ব্যারা আয়ডির শোষক নাড়ীতে (Absorbent Vessels) বিশেষ ক্রিয়া হয়। ব্যারা মিউ গ্রন্থির প্রস্তরবৎ কাঠিন্য দূরীকরণে সমর্থ। সাল্‌ফার প্রকৃতিবিশিষ্ট গণ্ডমালারোগীর কুচকি, কক্ষ; চোয়ালাধঃ এবং ত্বগধঃ দেশ প্রভৃতির গ্রন্থিস্ফীতি ইত্যাদি রোগ সাল্‌ফার আরোগ্য করিয়া থাকে।

অন্ত্রবেষ্ট ঝিল্লির বা মিসেণ্টারিক গ্রন্থিরোগ প্রযুক্ত ক্ষয় বা টেব্‌স মেসেণ্টারিকা ;—অন্ত্রবেষ্ট ঝিল্লির গ্রন্থির গণ্ডমালারোগ নিবন্ধন শিশুক্ষয়রোগে ব্যারাইটা ফলপ্রদ। শিশুর ভুক্ত বস্তু অন্ননালীপথে নামিয়া যাইবার সময় ক্ষত থাকার ন্যায় বেদনা হয়। আহারান্তে আমাশয়ে অবিশ্রান্ত বেদনা হইতে থাকে। কখন

banglabooks.in

কখন অজীর্ণ ভুক্ত-বস্তুপূর্ণ মলত্যাগ হয়। উদর স্ফীত ও কঠিন এবং পদ সিলিসিয়ার ন্যায় ঘর্ম্মযুক্ত থাকে।

আয়ডিন—ব্যারাইটার ন্যায় ইহাও জড়ভাবের রোগীর পক্ষে উপযোগী। গাত্রবর্ণাদিবিষয়ে উভয়ের মধ্যে প্রভেদ আছে। **আয়ডিন** রোগীর ত্বক ঈষৎ পীতাভ এবং কেশ ও চক্ষু কৃষ্ণবর্ণ; রোগীর ভয়ানক ক্ষুধা হয়, যে পর্যন্ত না খায় খিট্‌খিট ও ক্রন্দন করে এবং যতই আহার করুক, কিছুকালের জন্য মাত্র তৃপ্ত থাকে; আহার গায় লাগে না, রোগী শীর্ণ হইতে থাকে। "অসহনীয় খিট্‌খিটে স্বভাব" প্রয়োগে ইহার বিশেষ লক্ষণ।

শিশুক্ষয়রোগ বা ম্যারেস্‌মাস্‌ ;—খর্ব্বাকৃতি, জড়-প্রায় অলস এবং দুর্ব্বল স্মরণশক্তিবিশিষ্ট শিশু। ইহাদিগের গ্রীবাগ্রন্থি স্ফীত, উদর বড় ও গোলাকার এবং শারীরিক ও মানসিক দুর্ব্বলতা থাকে। এই সকল **ব্যারাইটা** রোগী সর্ব্বদা খাই খাই করে; মিষ্ট বস্তু কিম্বা ফল ভালবাসে না এবং সামান্য আহারে তৃপ্ত হয়।

আর্‌টিমিসিয়া এব্রটেনাম—রোগী অনেক খায় অনেক মলত্যাগ করে; আমাশয় ও উদর বেদনা করে এবং উদর স্ফীত থাকে।

ত্বক্‌রোগ—পামা বা একজিমা; দদ্রু বা হার্‌পিজ্‌।—হস্তপৃষ্ঠে **ব্যারাইটার** পামারোগ জন্মিলে তাহার ত্বক কর্কশ, শুষ্ক ও বিদারণবিশিষ্ট হয়। ইহা অবস্থাবিশেষে দদ্রুরোগ আরোগ্য করে।

২। ব্যারাইটা এসেটিকা (Baryta Acetica)।

সাধারণ ক্রিয়া ;—স্থূলতঃ ব্যারাইটা কার্ব্ব হইতে ব্যারাইটা এসেটিকার ক্রিয়ার বিশেষ কোন প্রভেদ দৃষ্ট হয় না। তথাপি শেষোক্ত ঔষধসহ এসেটিক এসিড থাকায় যে সামান্য কিঞ্চিৎ প্রভেদ ঘটে ঔষধ নির্ব্বাচন করিতে তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিতে হয়।

banglabooks.in

চিকিৎসা।

স্নায়ুশূল বা নিউরেল্‌জিয়া ;—দক্ষিণ কর্ণের পশ্চাতের স্নায়ুশূলরোগে **ব্যারা এসেট্** প্রশংসা লাভ করিয়াছে।

৩। ব্যারাইটা মিউরিয়েটিকা (Baryta Muriatica)।

সাধারণ ক্রিয়া ;—ব্যারাইটা মিউরিয়েটিকার ক্রিয়া প্রায় সম্পূর্ণরূপে ব্যারাইটা কার্ব্বের তুল্য।

চিকিৎসা।

কর্ণনাদ বা টিনিটাস্ অরিয়াম্ ;—কর্ণে হুস্‌হুস্, গুণ-গুণ প্রভৃতি শব্দ হইলে **ব্যারা মিউ** নিবারণ করিতে পারে। রোগী **ব্যারাইটার** গণ্ডমালালক্ষণযুক্ত থাকে। চর্ব্বণ করিতে ও গলাধঃকরণকার্য্যে কর্ণে শব্দ হয়।

টন্‌সিল গ্রন্থির পুরাতন বিবৃদ্ধি বা ক্রনিক হাইপারট্রফি অফ দি টন্‌সিল এবং তৎসন্নিহিত যন্ত্রের পক্ষাঘাত ;—**ব্যারাইটা কার্ব্বের** ন্যায়ই **ব্যারাইটা মিউরিয়েটিকা** টন্‌সিল গ্রন্থির পুরাতন বিবৃদ্ধি-রোগে ফলপ্রদ। ফ্যারিংস্ ও য়ুষ্টেকিয়ান টিউবের পক্ষাঘাতরোগে গলাধঃকরণক্রিয়ায় অথবা হাঁচিতে যদি 'ক্লক্' 'ক্লক্' শব্দ হয় তাহাতে ইহা উপকারী। ইহাতে বেগে মধ্যকর্ণে বায়ু প্রবেশ করে।

এনুরিজম বা রক্তনাড়ীর স্ফীতি ;—কতিপয় এনুরিজম্ রোগ আরোগ্য করায় ইহা বিশেষ সুখ্যাতি লাভ করিয়াছে।

---

banglabooks.in

লেক্‌চার ৫৯ (LECTURE LIX)

১। ক্যাল্কেরিয়া ফসফরিকা। ২। ক্যাল্কেরিয়া এসেটিকা। ৩। ক্যাল্কেরিয়া ফ্লুয়রিকা। ৪। ক্যাল্কেরিয়া আয়ডেটা। ৫। ক্যাল্কেরিয়া হাইপফস্‌ফরিকা। ৬। ক্যাল্কেরিয়া সাল্‌ফুরিকা।

১। ক্যাল্কেরিয়া ফস্‌ফরিকা (Calcarea Phosphorica)।

উপচয় ;—প্রাতঃকালে; সন্ধ্যাকালে; শরীরচালনায়; প্রদীপাদির কৃত্রিম আলোকে; শৈত্যে; আহারান্তে; রসাল ফলাহারে; বায়ুর পরিবর্ত্তনে অথবা বর্ষণ-সিক্ত হইলে।

উপশম ;—শয়নে।

সম্বন্ধ ;—কার্য্যপূরক—রুটার। যাহার পূর্ব্বে প্রযোজ্য—আয়, সরি, স্যানিকু, সাল্‌ফার। যাহার পরে প্রযোজ্য—আর্স, আয়, টুবাকু।

তুলনীয় ঔষধ ;—ব্যারা কা, বার্ব্বেরিস, ক্যাল্‌কে কা, ফ্লুয় এসি, আয়, নাই এসি, ফস, রুটা, সিলিক, সাল্‌ফ।

সাধারণ ক্রিয়া ;—জীবশরীর গঠন সংস্পৃষ্ট যন্ত্রমণ্ডলে ক্যাল্কেরিয়া ফস্‌ফরিকার একমাত্র ক্রিয়া হইয়া থাকে। ইহাকে "টিশু রেমিডি" বা শরীরযন্ত্রের গঠনবিকার সংশোধনকারী ঔষধ বলা যায়; কেননা ইহা শরীরোপাদাননিচয়ের, বিশেষতঃ অস্থি ও গ্রন্থিমণ্ডলের অসম্যক পরিপোষণ প্রযুক্ত ও অসম্পূর্ণ কোষিক স্ফুরণ ক্ষয় এবং ধ্বংস নিবারণে সক্ষম হইয়া থাকে। শিশু, যুবা ও বৃদ্ধ, সকলের পক্ষেই ইহা উপযোগী। পুষ্টিহীন, পাতলা এবং শীর্ণকায় শিশুর উদর বসিয়া যায় ও শিথিল

banglabooks.in

হইয়া পড়ে এবং সে গ্রন্থি ও অস্থিরোগপ্রবণ হয়। মস্তক বৃহত্তর হয় এবং মস্তকের উভয় রন্ধ্র, বিশেষতঃ মস্তক-পশ্চাতের অস্থায়ী রন্ধ্র, অসম্পূরিত থাকে। মস্তকাস্থিনিচয় অস্বাভাবিক পাতলা ও ভঙ্গপ্রবণ হয়। শিশু যথাকালে হাঁটিতে শিখে না; দুর্ব্বলতা বশতঃ মেরুদণ্ড দেহবহনে অসমর্থ হয়; দুর্ব্বল ও কৃশ গ্রীবা মস্তকধারণে অক্ষম থাকে। ফলতঃ শিশু কদাকার এবং খঞ্জত্ব প্রাপ্ত হয়।

লক্ষণ।

মন।—শিশু ক্রোধী ও খিটখিটে। অমনোযোগী, চিন্তাসাধ্য কার্য্যে অক্ষম।

মস্তক।—পশ্চাৎ মস্তকোর্দ্ধে বরফ সংলগ্ন থাকার ন্যায় ও মস্তকোর্দ্ধে কীট বিচরণবৎ অনুভূতি; মস্তক তপ্ত; কেশমূলের চন্‌চনি। মস্তকের অস্থায়ী রন্ধ্র বিলম্বে সম্পূরিত হয় অথবা সম্পূরিত রন্ধ্রের পুনরায় অসম্পূর্ণতা জন্মে। মস্তকের, বিশেষতঃ তাহার পশ্চাতের অস্থি কোমল ও পাতলা থাকে এবং চাপিলে কাগজের ন্যায় কর্‌কর্‌ করে।

নিদ্রা।—অদম্য নিদ্রাবেশে মুখব্যাদন করে। প্রাতঃকালে নিদ্রা-ভঙ্গ হয় না।

স্নায়ু।—দুর্ব্বলতা; অবসাদ; ক্লান্তি; শিশু চলিতে শিখে না অথবা তাহাতে অক্ষম থাকে। হস্ত ও পদের কম্প। শিশু চিতভাবে শয়ন করিলে চমকিয়া উঠে, পার্শ্ব চাপিয়া শয়নে তাহা নিবারিত হয়। কেবল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শরীরস্থানে স্পর্শজ্ঞান থাকে।

মুখমণ্ডল।—মুখে, বিশেষতঃ ঊর্দ্ধ চুয়ালাস্থির দক্ষিণ হইতে বাম পার্শ্ব পর্য্যন্ত স্থান বাহিয়া বেদনা; বেদনা অন্যান্য স্থান হইতে মুখে আইসে অথবা মুখ হইতে অন্য স্থানে যায়। ঊর্দ্ধোষ্ঠ স্ফীত, কখন বা বেদনাযুক্ত ও কঠিন থাকে এবং জ্বালা করে।

banglabooks.in

চক্ষু ;—আলোকে, বিশেষতঃ বাতির এবং গ্যাসের আলোকে চক্ষু-বেদনা।

কর্ণ ;—কর্ণে শোঁ শোঁ প্রভৃতি শব্দ। মধ্য ও বহিষ্কর্ণ স্ফীত, লাল, টাটানি ও চুলকণাযুক্ত এবং তপ্ত। কর্ণ হইতে ক্ষতকর স্রাব।

নাসিকা ;—শীতল গৃহে সর্দ্দি ঝরে; উষ্ণ বায়ুতে ও গৃহের বাহিরে শুষ্ক হয়। অপরাহ্ণকালে রক্তস্রাব।

মুখগহ্বর ;—জিহ্বাগ্রে ক্ষত, জ্বালা ও অবস্থানুসারে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফোস্কা। শিরঃশূলে প্রাতঃকালে মুখ তিক্ত থাকে।

গলাভ্যন্তর ;—ক্ষতভাবের টাটানি; গলাধঃকরণক্রিয়ায় বৃদ্ধি।

আমাশয় ;—অপরাহ্ণ ৪টার সময়ে আহারের অভ্যাস না থাকিলেও অস্বাভাবিক ক্ষুধা; শিশু সর্ব্বদাই দুগ্ধপান করিতে চাহে। আহারের চেষ্টা করিলেই উদরে বেদনা। পূর্ণ ভোজনের পর বুকজ্বালা ও অন্যান্য কষ্ট।—উদ্গার উঠিলে আমাশয়োপরি জ্বালা। আমাশয় স্থানে খালি খালি ও দমিয়া যাওয়ার ন্যায় বোধ। গলা খাঁকরু দিয়া শ্লেষ্মা উঠাইলে বমন। শিশুদিগের বমন করিতে কোন কষ্ট হয় না। আমাশয়োপরি জ্বালা ও মুখে জল ওঠা। আমাশয়-প্রসারিত বোধ।

উদর ;—নাভির চতুঃপার্শ্বে কনকনানিযুক্ত টাটানি, দুর্গন্ধ বায়ু-নিঃসরণে নিবৃত্তি। উদরে জ্বালা। কর্ত্তন ও চিমটি কাটার ন্যায় তীক্ষ্ণ উদরশূলের পর উদরাময়।

মল ও মলদ্বার ;—অতি দুর্গন্ধ উদরাময়। রসাল ফল ও আপেলের মদ্যপানে ও বিরক্ত হইলে উদরাময়; বিষ্ঠায় পূযের ন্যায় শুভ্র ও বিন্দু বিন্দু পদার্থ অথবা ছিবড়া থাকে এবং অল্প পরিমাণ বিষ্ঠাসহ প্রচুর বায়ুনিঃসরণ হয়। মলদ্বারের ক্ষতভাব তাহার বাহিরে

banglabooks.in

অধিক থাকে এবং তাহাতে সূচিবেধবৎ বেদনা, জ্বালা ও দপ্‌দপানি হয়। মলদ্বারে চুলকনা।

মূত্রযন্ত্র ;—কোন বস্তু উত্তোলন করিলে এবং নাক ঝাড়িলে কিড্‌নি-প্রদেশে ভয়ানক বেদনা। মূত্রের পরিমাণ অত্যন্ত বৃদ্ধি হইলে দুর্ব্বলতার অনুভূতি।

পুংজননেন্দ্রিয় —গাড়ীতে ভ্রমণকালে কামেচ্ছাহীন লিঙ্গো-ত্থান। মলদ্বার ও লিঙ্গমূল মধ্যস্থ প্রদেশ ভেদ করিয়া তীরবেধবৎ বেদনা লিঙ্গমধ্যে যায়। অণ্ডকোষ স্ফীত, অণ্ডকোষবেষ্ট ত্বক ক্ষতযুক্ত থাকে ও তাহা হইতে রস নিঃসৃত হয়।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয় ;—জরায়ুপ্রদেশে দুর্ব্বলতা ও জরায়ুর স্থানচ্যুতি, মলমূত্রের নির্গমনকালে অধিকতর। কেশমুক্ত স্থানের ঊর্দ্ধাভিমুখে চাপ। কামোদ্দীপনার অনুভূতিবশতঃ বোধ যেন জননেন্দ্রিয়াংশ-নিচয় রক্তপূর্ণ হইতেছে, তাহার সকল স্থানই দিপ দিপ করে এবং কামেচ্ছার বৃদ্ধি হয়। যুবতীদিগের অতি শীঘ্র উজ্জ্বল এবং লোহিত, বয়স্কাদিগের অতি বিলম্বে কৃষ্ণবর্ণ অথবা প্রথমে উজ্জ্বল লোহিত পরে কৃষ্ণবর্ণ ঋতুস্রাব। লবণাক্ত বলিয়া শিশু স্তন্য দুগ্ধ পান করে না। অণ্ডের শুভ্রাংশের ন্যায় শ্বেতপ্রদরের প্রাতঃকালে বৃদ্ধি। স্তন স্পর্শে বেদনাযুক্ত।

শ্বাসযন্ত্র ;—স্বরভঙ্গ। স্বর পরিষ্কার করিবার জন্য গলা খাঁকর দেওয়ার বা কাসিবার আবশ্যকতা। অনৈচ্ছিক দীর্ঘশ্বাস। শ্বাসপ্রশ্বাস অধিকতর দ্রুত, খর্ব্ব এবং কষ্টকর। বক্ষের সঙ্কোচন বশতঃ রজনী ১০টা পর্য্যন্ত শ্বাসকৃচ্ছ্র, শয়নে উপশমিত এবং উত্থানে বর্দ্ধিত।

গ্রীবা ও পৃষ্ঠ ;—সামান্য বায়ুসংস্পর্শেই গ্রীবার রসবাতিক বেদনা ও কাঠিন্য জন্মিলে মস্তকের জড়ভাব গ্রীবাতে খল্লীবৎ বেদনা, প্রথমে এক পার্শ্বে পরে অন্য পার্শ্বে হয়। পৃষ্ঠশূল ও জরায়ুর বেদনা।

banglabooks.in

কটির টাটানি নিবন্ধন বোধ যেন সন্ধির অস্থি স্থানভ্রষ্ট ও ভগ্ন। অংস-ফলকাস্থির অধঃদেশে দপ্‌দপানি বা হঠাৎ আকৃষ্টতা।

ঊর্দ্ধাঙ্গ।—স্কন্ধ এবং হস্তে রসবাতিক বেদনা। হস্তের নখের চতুঃপার্শ্বে বেদনা প্রযুক্ত বোধ যেন ক্ষত হইয়াছে।

নিম্নাঙ্গ;—নিম্নাঙ্গে ঝিন্‌ঝিনি ধরে এবং রোগী অস্থির ও উৎ-কণ্ঠাযুক্ত হওয়ায় তাহার চালনা করিতে বাধ্য হয়। ক্লান্ত, দুর্ব্বল এবং অস্থির পদের বিড়্‌বিড়ি ও চন্‌চনি। ভ্রমণ করিতে জানুসন্ধির ঊর্দ্ধে বেদনা। জঙ্ঘাপশ্চাতে খল্লীবৎ বেদনা।

অঙ্গসাধারণ;—বর্ষণ জলে সিক্ত হইলে নিতম্ব এবং অঙ্গাদির সর্ব্বস্থানেরই চতুঃপার্শ্বে বেদনা ছুটিয়া বেড়ায়। অঙ্গাদির কনকনানি ও ক্লান্তি।

জ্বর।—শরীরে বারম্বার কম্প বিচরণ করে। রজনীতে শরীরাংশ বিশেষে প্রচুর ঘর্ম্ম হয়।

প্রদর্শক লক্ষণ;—শিশুদিগের বিশেষপ্রকারের শরীরাকৃতি ও পোষণ-বিকার ইহার প্রধান প্রদর্শক। ক্যাল্কেরিয়া সহ ফস্‌ফরাসের রাসায়নিক সংমিলনে এই ঔষধ গঠিত; এজন্য ইহার রোগীতে উভয় ঔষধের-মিশ্রিত ক্রিয়া প্রকাশিত হয়। শিশুতে ক্যাল্কে কার্ব্বের পোষণবিকার দৃষ্ট হইলেও তাহার ন্যায় ইহাতে রোগী স্থূলকায় হয় না। রোগী ফস্‌ফরাসবৎ **একহারা গঠনের ও শীর্ণ থাকে; উদর সান্নি-ন্দার গহ্বর (খোলের) বৎ ও শিথিল** হয়। অধি-কাংশ সময়ে **মস্তকপশ্চাতের অথবা সম্মুখের অস্থায়ী রন্ধ্র অসম্পূর্ণ থাকে বা সম্পূরিত রন্ধ্র পুনরায় মুক্তভাব ধারণ করে;** ক্যাল্কেরিয়া কার্ব্ব রোগী ডিমের ভক্ত হয়; ক্যাল্কে ফস্ **লবণ ও রক্ষিত মাংস খাইতে চাহে;** ইহার শিশুরোগী উদরাময়প্রবণ হওয়ায় তাহার অধিকাংশ

banglabooks.in

রোগ সহ উদরাময় থাকে। ইহার **সবুজবর্ণ, ক্লেদযুক্ত ও উষ্ণ মলত্যাগ সহ পট পট শব্দে প্রচুর বায়ু নিঃসরণ হওয়া** প্রদর্শক বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে।

চিকিৎসা।

শিরঃশূল;—বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের শিরঃশূলে **ক্যাল্‌কেরিয়া ফস্** উপযোগী। বালকদিগের বর্দ্ধমান শারীরিক অবস্থায় রক্তহীনতা জন্মিলে মস্তকশীর্ষে ইহার শিরঃশূল হয়।

হাইড্রকেফেলাস্ বা মস্তিষ্কোদক;—পাণ্ডুর অথবা ঈষৎ পীতাভ মুখাবয়ববিশিষ্ট শিশুদিগের মস্তিষ্কোদকরোগে **ক্যাল্‌কে ফস্** উপকারী। ইহাদিগের কর্ণ ও নাসিকাগ্রের শীতলতা এবং সবুজবর্ণ, ক্লেদযুক্ত ও পাতলা উদরাময় থাকে; শিশু সর্ব্বদাই খাই খাই করে এবং আলু (Patato), শ্বেতসারময় খাদ্য ও লোনা মৎস ভক্ষণে ইচ্ছা প্রকাশ করে; শীঘ্র দন্তোদ্গম হয় না। তরুণ ও প্রবল মিনিঞ্জাইটিসরোগান্তিক মস্তিষ্কোদকরোগের প্রথমাবস্থায় কন্‌ভাল্‌সন প্রভৃতি প্রবল লক্ষণের বর্ত্তমানতায় **বেল** প্রয়োগে রোগ নিবারিত না হইয়া উপরি লিখিত অবস্থায় নীত হইলে ইহার প্রয়োগ হইয়া থাকে। কলেরা প্রভৃতিতে জৈবরসক্ষয় রোগের কারণ হইলে **সিঙ্কোনার** প্রয়োগে রোগের শান্তি না হইলেও ইহাই প্রায় একমাত্র জীবনরক্ষক বলিয়া বিবেচিত। কলেরা রোগান্তিক মস্তিষ্কোদকরোগে **জিঙ্কাম্** ইহার তুল্য হইলেও তাহার পদের সুস্পষ্ট চঞ্চলতা (Fidgety motion) প্রভেদক থাকে।

দন্তরোগ;—দন্ত যথাসময়ে পরিপুষ্ট হয় না ও বিলম্বে দন্তোদ্গম ঘটে। থস্‌থসে শরীর, শীর্ণ শিশু, যাহাদিগের মস্তকপশ্চাতের অস্থায়ী রন্ধ্র (Fontanelles) অসম্পূর্ণ থাকে এবং বিলম্বে হাঁটিতে শিখে **ক্যাল্‌কে ফস্** তাহাদিগের পক্ষে উপযোগী।

banglabooks.in

ম্যাগ্নে কার্ব্ব—গর্ভবতী স্ত্রীলোকদিগের দন্তশূল। ডাং লিভেট্ এস্থলে **সিপিয়াকে** অব্যর্থ মনে করেন।

টন্‌সিলাইটিস্ঃ—গণ্ডমালাশিশুদিগের পুরাতন টন্‌সিলাইটিসরোগে গ্রন্থি থস্‌থসে ও ফেকাসে হইলে এবং কোষগ্রন্থি বা ফলিকলের পুরাতন প্রদাহ, ও বধিরতা থাকিলে **ক্যাল্‌কে ফস্** অমোঘ ঔষধ। **ক্যাল্‌কেরিয়া আয়ডিতে** গ্রন্থি **ব্যারাইটার** ন্যায় কঠিন, লোহিত বর্ণ এবং গিট পূর্ণ থাকে। **ব্রমিণের** গ্রন্থি লাল, স্ফীত এবং কৈশিক ধমনীজালে আবৃত দেখা যায়। **লাইকর** পুরাতন প্রদাহযুক্ত গ্রন্থির উপরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষত দৃষ্ট হয়। **ফেরাম ফসের** রক্তপূর্ণ বৃহত্তর গ্রন্থির স্ফীতি দেখিতে ও স্পর্শে মসৃণ থাকে।

কলেরা বা ওলাউঠাঃ—শরীরের অত্যন্ত শীর্ণতা, মুখের পাণ্ডুরতা এবং শুষ্ক ও লবণাক্ত মাংস (শূকরের) আহারে প্রবল লালসা প্রভৃতি থাকিলে শিশুকলেরারোগে **ক্যাল্‌কে ফস্** প্রদর্শিত হয়। অতিরিক্ত শর্করা ভোজন প্রযুক্ত শিশুকলেরায় **আর্জেন্টাই** প্রযোজ্য। **কাল্‌কে কার্ব্ব** শিশুকলেরায় অণ্ডভোজনে প্রবল ইচ্ছা, বড় বড় চাপবাঁধা ছানার বমন এবং ঈষৎ সবুজ অজীর্ণ, জলবৎ ও অম্লগন্ধের উদরাময় থাকে এবং রজনীতে বৃদ্ধি পায়।

ফেরাম ফস্—গ্রীষ্মকালীন উদরাময় বা কলেরারোগে অজীর্ণ ভুক্তবস্তু মিশ্রিত মলত্যাগ হইলে শিশুদিগের পক্ষে ইহা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

ক্লরসিস্ বা মৃৎপাণ্ডুরোগ এবং রক্তহীনতাঃ—অল্পবয়স্কা যুবতীদিগের এই রোগে **ক্যাল্‌কে ফস্** বিশেষ উপযোগী ঔষধ। ইহা সাধারণতঃ "গ্রিণ সিকনেস্" নামে খ্যাত। যুবতীদিগের, বিশেষতঃ গৌরাঙ্গীদিগের, বর্ণ শাদাটে, ওষ্ঠ ও

banglabooks.in

কর্ণ প্রায় শুভ্র থাকে এবং চক্ষু অস্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্য প্রাপ্ত হয়; ইহাদিগের বিকৃত হাঁসি রুগ্নভাব প্রকাশ করে। মুখ কখন কখন ঈষৎ হরিদ্রাভ থাকে। ঋতু অতি শীঘ্রাগত হয়। **ক্যাল্কেরিয়া সল্ট** মাত্রই রক্তহীনতার অতি প্রধান ঔষধ মধ্যে গণ্য।

গণ্ডমালাধাতুদোষযুক্ত রোগীর উদরের স্ফীতি এবং শিরোঘূর্ণন থাকিলে, উপর তলায় উঠিতে হৃৎকম্প হইলে, মাংসে ঘৃণা এবং অম্ল ও গুরুপাক বস্তুতে লালসা জন্মিলে **ক্যাল্কে কা** প্রদর্শিত হয়। এই প্রকার ধাতুদোষযুক্ত ক্রুরসিস্‌রোগীর **এলুমিনা** অন্যতর ঔষধ। স্তন্যপানাভাবে অসম্যক পোষণ নিবন্ধন শিশুরোগেও **এলুমিনা** উপযোগী। আমাশয়ান্ত্রিক রোগ নিবন্ধন পুষ্টিহানি ও রক্তহীনতা জন্মিলে **নাক্স ভ** তাহার ঔষধ। অদম্য ক্রুরসিস্ রোগে কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে **প্লাম্বাম** কার্য্য করিয়া থাকে। সরিক ধাতুর যুবতীদিগের শ্লেটপেনসিল, খাপরোল (পাৎখোলা) ও চাখড়ি প্রভৃতি অপাচ্য বস্তু আহারের প্রবৃত্তিও **এলুমিনা** দ্বারা নিবারিত হয়।

শিশুক্ষয়রোগ বা ম্যারেস্‌মাস্‌।—শিশুক্ষয়রোগে **ক্যাল্কেরিয়া ফস** আমাদিগের প্রধানতম সহায়। পূর্ব্ব বর্ণিত অসম্পূর্ণ ও বিকৃত গঠন, শীর্ণকায়, লোল চর্ম্ম এবং বৃদ্ধের ন্যায় আকার বিশিষ্ট শিশুর দুর্ব্বল মেরুদণ্ড দেহভারবহনে অশক্ত হওয়ায় মস্তক ঝুলিয়া পড়ে এবং দেহ বক্রতা প্রাপ্ত হয়। শিশু অবিরতভাবে বমন করে, এবং সবুজ, ক্লেদময় এবং অপক্ক ভুক্ত বস্তু মিশ্রিত বিষ্ঠা সহ প্রভূত বায়ুনিঃসরণ হয়। গ্রন্থির বিবৃদ্ধি ও টন্‌সিলের স্ফীতিযুক্ত শিশুর সুস্পষ্ট গণ্ডমালাদোষ থাকিলে **ক্যাল্কে আষ্ট** উপকারী।

রসবাত বা রিউম্যাটিজম্‌।—**ক্যাল্কে ফস্‌-ধাতু বিশিষ্ট** পুষ্টিহীন শিশুর বয়সের বৃদ্ধির সহিত অস্থিবিকারলক্ষণ স্পষ্টতর হইয়া উঠে। সামান্য আর্দ্রবায়ু সংস্পর্শেই তাহাদিগের সর্ব্বশরীরে

banglabooks.in

কনকনানি ও মুষ্টবৎ বেদনা হয়। সামান্য শরীর চালনায় বেদনার বৃদ্ধি হওয়ায় এমন কি শিশুকে কোলে লইতেও ক্রন্দন করিয়া উঠে। ঠাণ্ডা লাগিলেই শিশু শরীরে তাপ বোধ করে এবং অস্থিবেষ্ট ঝিল্লি ও সন্ধি-নিচয়ের মৃদু প্রদাহ উৎপন্ন হয়। **ক্যাল্‌কে ফস্‌** ইহার প্রধান ঔষধ। ইহাতে ফল না হইলে **সিলিসিয়া** প্রয়োগোপযুক্ত। আর্দ্র শৈত্য সংস্পর্শে যদি স্ত্রীলোকদিগের সন্ধির বেদনা উপস্থিত হয় তাহাতেও ইহা উপকারী।

অস্থিরোগ ;—অস্থির পোষণবিকার সংশোধনে **ক্যাল্‌কেরিয়া ফসকে** অদ্বিতীয় ঔষধ বলিলেও অত্যুক্তি দোষ ঘটে না। উপরি উক্ত বিকারগ্রস্ত অস্থি ভগ্ন হইলে তাহার সংযোগ হয় না। অস্থির পুষ্টিসাধন দ্বারা তাহার মিলনের সাহায্য করিতে ইহা অতি প্রধান ঔষধ বলিয়া গণ্য। ইহা স্থূলকায় শিশুদিগের অস্থি বিকার সংশোধনে সক্ষম।

সিম্ফাইটাস্‌—অস্থির ভগ্নসীমায় অত্যন্ত স্নায়বিক উত্তেজনা থাকিলেই ইহা উপকারী।

সাল্‌ফার—অস্থিবিকাররোগে শিশু খাই খাই করে, ভুক্তবস্তুর সমীকরণ হয় না বা তাহা "গায় লাগে না" ; শরীর শীর্ণ হইয়া যায়।

২। ক্যাল্‌কেরিয়া এসেটিকা (Calcarea Acetica)।

সাধারণ ক্রিয়া এবং চিকিৎসা ;—ক্যাল্‌কেরিয়া ধাতুবিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের শ্লৈষ্মিকঝিল্লির, বিশেষতঃ শ্বাসযন্ত্রের ও স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির উপরে অলীকঝিল্লিকর প্রদাহ উৎপন্ন করায় **ক্যাল্‌কেরিয়া এসেটিকা** চিকিৎসাজগতে সুপরিচিত হইয়াছে। কার্য্যক্ষেত্রেও সঝিল্লিক বা মেম্ব্রেনাস ব্রঙ্কাইটিস্‌ এবং সঝিল্লিক বাধক বেদনা বা রজঃকৃচ্ছ্র আরোগ্য করায় ইহা সুখ্যাতি লাভ করিয়াছে।

banglabooks.in

৩। ক্যাল্কেরিয়া ফ্লুয়রিকা (Calcarea Fluorica)

সাধারণ ক্রিয়া।—ক্যাল্কেরিয়া ফ্লুয়রিকার সাধারণ ক্রিয়া এই যে ইহা শরীরস্থ স্থিতিস্থাপক তন্তুবিধানের শিথিলতা উৎপন্ন করিলে রক্তবহা নাড়ীর বিস্তৃতি নিবন্ধন **ভেরিকজ ভেইনস্** বা **শিরা-প্রসারণ ও শোণিতার্ব্বুদ** প্রভৃতি রোগ জন্মে। ইহার ক্রিয়ায় গ্রন্থিবিবৃদ্ধি ও অস্থির পুষ্টিহানি উৎপন্ন হওয়ায় গ্রন্থির স্ফীতি ও অস্থির, বিশেষতঃ দন্তের, ক্ষত এবং অস্থির অর্ব্বুদ উৎপন্ন হয়। উপদংশ ও পারদ ঘটিত অস্থিরোগের ইহা অন্যতম মহৌষধ।

অস্থিক্ষত—বস্তিকোটরাস্থি ক্ষত ও বস্তিকোটরের পূয় শোথ ; নাসিকাস্থি ক্ষত।—উপদংশ বা পারদের অপব্যবহার নিবন্ধন বস্তিকোটরাস্থির ক্ষত হইয়া **পেল্‌ভিক এবসেস্** বা **পূয়শোথ** জন্মিলে এবং **নাসিকাস্থির ক্ষত ও ধ্বংস** হইলে **ক্যাল্‌কে ফ্লু** দ্বারা উপকার হয়। অস্থির **কাঠিন্য**, তাহাতে **কোঁকড়ানভাবের উচ্চতা** এবং **থেঁতলানবৎ বেদনা** ইহার প্রদর্শক। অস্থির অর্ব্বুদ ইহা দ্বারা আরোগ্য হইয়া থাকে।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয় রোগ—মেনরেজিয়া বা আর্ত্তবাধিক্য; জরায়ুর স্থানচ্যুতি; জরায়ুভ্রংশ।—স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ের স্থিতিস্থাপক তন্তুবিধানের শিথিলতা বশতঃ জরায়ুর শোণিতবহা নাড়ীর প্রসারণ ও শিথিলতা জন্মিলে ঋতুর **আধিক্য, জরায়ুর রক্তস্রাব**, এবং শোণিতভারাক্রান্ত জরায়ু শ্লথবন্ধনী হওয়ায় তাহার **স্থানচ্যুতি ও স্খলন** উৎপন্ন হইলে **ক্যাল্‌কে ফ্লু** উপকার করিয়া থাকে ; বস্তিযন্ত্রে ঠেল মারা ও টানিয়া নামানের ন্যায় বেদনা ইহার অন্যান্য লক্ষণ।

banglabooks.in

পৃষ্ঠশূল ; কটিবাত বা ল্যাম্বেগো।—ক্যালেক্ষ্ফ্লুর পৃষ্ঠের কনকনানি বেদনায় মেরুদণ্ডের উত্তেজনার ভ্রম জন্মে। পৃষ্ঠের অধোঅংশে বেদনা হইলে তাহাতে পূর্ণতা ও জ্বালাবোধ হয়। ইহার কটিবাতে শরীর চালনার প্রারম্ভে বেদনার বৃদ্ধি ও কিছু কাল চালনার পর তাহার হ্রাস হইয়া যায়। কটিতে টান লাগিয়া বাত জন্মিলেও ইহা উপকার করে। ক্যাল্‌কেরিয়া ধাতুর বর্ত্তমানতা ইহার প্রদর্শক।

অর্ব্বুদ ও স্ফীতি।—ক্যাল্‌কেরিয়া ফ্লুয়রিকার অর্ব্বুদ বা স্ফীতির প্রস্তরবৎ কাঠিন্যই প্রদর্শক। এজন্য স্ত্রীলোকদিগের স্তনে অতি কঠিন গিটগিট, কুলের আঠির ন্যায় স্ফীতি ও চাপ জন্মিলে এবং পেশীবেষ্ট ও সন্ধির বন্ধনী বা লিগামেণ্টে কঠিন স্ফীতি উৎপন্ন হইলে ইহা দ্বারা উপকার হয়।

৪।—ক্যাল্কেরিয়া আয়ডেটা (Calcarea Iobata)।—সাবম্যাক্সিলারি বা হনুঅধঃগ্রন্থিপ্রদাহ; টুবাকুলার মিনিঞ্জাইটিস বা মস্তিষ্কবেষ্ট প্রদাহ; কর্ণের পলিপাস্‌ বা বহু পাদার্ব্বুদ; জরায়ুর ফ্রাইব্রইড বা তান্তবার্ব্বুদ; প্রলেপক বা হেক্‌টিক জ্বর, রজনী ঘর্ম্ম ও সবুজ, পূয়াকার গয়ারের নিষ্ঠীবন হওয়া প্রভৃতি লক্ষণযুক্ত, দিবারজনীস্থায়ী কাসি প্রভৃতি রোগারোগ্যে ইহা কিঞ্চিৎ খ্যাতি লাভ করিয়াছে।

৫। ক্যাল্কেরিয়া হাইপফস্‌ফরিকা (Calcarea Hypophosphorica)।—ডাং ন্যাস ইহাদ্বারা ৮ বৎসর বয়সের একটি বালকের জানুসন্ধির চতুঃপার্শ্বব্যাপী একটি অতি বৃহৎ এব্‌সেস্‌ বা পূয়শোথ আরোগ্য করিয়াছেন। তাহাতে টিবিয়াস্থির প্রায় অর্দ্ধাংশ ধ্বংস প্রাপ্ত এবং বালক জীর্ণ, শীর্ণ ও ক্ষুধাহীন হওয়ায় অতি শোচনীয় দশাগ্রস্ত হইয়াছিল। ট্রিটুরেষণ ১ প্রতি দিন একবার প্রদত্ত হয়। ইনি ইহা দ্বারা অনেক বৃহৎ বৃহৎ পূয়শোথের শোষণ সম্পাদন করিয়া আরোগ্য করিয়াছেন। পূয় নিষ্ক্রান্ত হয় নাই।

banglabooks.in

৬। ক্যাল্কেরিয়া সাল্‌ফুরিকা (Calcarea Sulphurica)।

সাধারণ ক্রিয়া।—**হিপার সালফার** হইতে ইহার ক্রিয়া গভীরতর। পূয় নিবারণে **হিপারের** কার্য্যশেষ হইলে অর্থাৎ উহা দ্বারা আর যখন কার্য্য পাওয়া যায় না তখন **সিলিসিয়ার** পূর্ব্বে ইহার প্রয়োগ করা হইয়া থাকে। **ক্যাল্কে সাল্‌ফুরিকার** ক্রিয়া প্রভৃত পূয়জননে পর্য্যবসিত হয়।

চিকিৎসা—স্বতঃই হউক আর অস্ত্র চিকিৎসার ফলস্বরূপই হউক এব্‌সেস্‌ বা পূয়শোথ হইতে পূয়স্রাব আরম্ভ হইলে যদি তাহা শীঘ্র আরোগ্য না হয় তাহাতে **ক্যাল্‌কে সালফ** উপকারী। পূয়শোথের ছিদ্র হইতে অবিশ্রান্ত পূয় নির্গত হইতে থাকা ইহার প্রদর্শক। টনসিল গ্রন্থি ও কর্ণিয়ার পূয়শোথরোগে, ফুস্‌ফুসের পূয়স্রাবে এবং স্ফোটক অথবা ক্ষত প্রভৃতি হইতে পূয়স্রাব হইলে ইহা দ্বারা ফলের আশা করা যায়।

---

banglabooks.in

লেক্‌চার ৬০ (LECTURE LX.)

লিলিয়েসি জাতীয় ঔষধ।

১। এলিয়াম সেপা। ২। এলোজ।
৩। কন্‌ভ্যালেরিয়া। ৪। লিলিয়াম টিগ্রিণাম্‌।
৫। প্যারিস্‌ কোয়াড্রিফলিয়া। ৬। স্কুইলা।

১। এলিয়াম সেপা (Allium Cepa, Onion)।

উপচয় ;—প্রধানতঃ সন্ধ্যাকালে এবং উষ্ণ গৃহাভ্যন্তরে।

উপশম ;—শীতল গৃহাভ্যন্তরে ও মুক্ত বায়ুতে।

সম্বন্ধ ;—কার্য্যপূরক—ফস্‌, পাল্‌স্‌ ও থুজার।

তুলনীয় ঔষধ ;—একন, আর্স, এরাম্‌, ব্রমি, য়ুফ্রে, ইপিকা, পাল্‌স্‌, স্কুইলা।

সাধারণ ক্রিয়া ;—চক্ষুর যোজক ঝিল্লি বা কঞ্জাংটাইভা এবং শ্বাসযন্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিতে এলিয়াম সেপা প্রধানতঃ কার্য্য প্রকাশ করায় ঐ সকল শৈষ্মিক ঝিল্লি উত্তেজিত হইলে অবিকল সর্দ্দির ন্যায় লক্ষণ উৎপন্ন হয়। ইহা আন্ত্রিক শৈষ্মিক ঝিল্লিরও ন্যূনাধিক প্রতিশ্যায় উৎপন্ন করিয়া থাকে।

সাধারণ লক্ষণে রোগী অত্যন্ত ক্লান্ত বোধ করে ও শয়ন করিতে বাধ্য হয়। সম্পূর্ণ শরীরের স্থানে স্থানে ক্ষণস্থায়ী তাপ এবং তৃষ্ণা হয়। সর্দ্দি লাগিলে পর্য্যায়ক্রমে তাপ ও শীতলতা উপস্থিত হইতে থাকে। সম্পূর্ণ শরীর কন কন করে। মুখ, মস্তক, গ্রীবা এবং অনান্য স্থানে দীর্ঘ ও সূত্রাকার স্থান ব্যাপিয়া স্নায়ুশূল উপস্থিত হইলে তাহা সন্ধ্যাকালে বৃদ্ধি হয়।

banglabooks.in

লক্ষণ।

মস্তক।—সর্দ্দি হইলে সন্ধ্যাকালে এবং গৃহমধ্যে শিরঃশূল জন্মে, উষ্ণ গৃহে প্রবেশ করিলে তাহার বৃদ্ধি ও মুক্ত বায়ুতে হ্রাস হয়। ললাট পার্শ্বে, বিশেষতঃ দক্ষিণ ললাট পার্শ্বের শিরঃশূল ললাট পর্য্যন্ত বিস্তৃত এবং চক্ষু মিটি মিটি করিলে বর্দ্ধিত হয় এবং বাম পার্শ্বে অধিকতর থাকে।

চক্ষু।—লোহিতবর্ণ চক্ষু আলোকে অসহিষ্ণু থাকে ও তাহা হইতে অত্যধিক অশ্রু জল নিঃসৃত হয়; বাম চক্ষুতে রোগ অধিকতর থাকে এবং সন্ধ্যাকালে তাহার বৃদ্ধি হয়। চক্ষু চুলকায়, কামড়ায় ও জ্বালা করে। বেদনায় বোধ হয় যেন চক্ষুর পশ্চাৎ পার্শ্ব সূত্র হইতে আল্‌গাভাবে ঝুলিতেছে।

নাসিকা।—নাসিকা এবং চক্ষু হইতে প্রচুর, জলবৎ স্রাব। উষ্ণ গৃহে প্রবেশকালে অবিশ্রান্ত হাঁচি ও প্রচুর এবং তীব্র সর্দ্দিস্রাব। স্রাবযুক্ত সর্দ্দি, শিরঃশূল, চক্ষুর জলস্রাব, কাসি, তাপ, তৃষ্ণা এবং হস্তের কম্প প্রভৃতির সন্ধ্যাকালে এবং গৃহমধ্যে বৃদ্ধি ও মুক্ত বায়ুতে হ্রাস।

শ্বাসযন্ত্র।—সর্দ্দি জন্য স্বরভঙ্গ। গলদেশে শুড় শুড়ি এবং স্বরযন্ত্রে কনকনানি। শীতল বায়ুর শ্বাস গ্রহণে থ্যাক্ থ্যাক্ কাসি। স্বরযন্ত্রে দপদপানি ও সঙ্কোচন বোধ। অনবরত থ্যাক্ থ্যাক্ করিতে ইচ্ছা। স্বরযন্ত্রের ভয়ানক প্রতিশ্যায়িক প্রদাহ নিবন্ধন স্বরভঙ্গ; কাসিতে বোধ যেন স্বরযন্ত্র ছিন্নভিন্ন হইয়া যায়। বক্ষের মধ্যভাগে চাপ হওয়ায় শ্বাসপ্রশ্বাসের কষ্ট।

গলমধ্য।—গলার বেদনা কর্ণ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। গলার সম্মুখভাগে সঙ্কুচিতবৎ বেদনা। সন্ধ্যাকালীন শরীর তাপ নিবন্ধন তৃষ্ণা।

banglabooks.in

উদর ;—উদরের ডাক। অতি দুর্গন্ধ বায়ুর নিঃসরণ। অধোদরের পার্শ্ব হইতে হঠাৎ সূত্রবৎ সূক্ষ্ম স্থান ব্যাপিয়া জ্বালা অথবা শীতলতার ভাবযুক্ত কর্ত্তনবৎ বেদনা উর্দ্ধ ও অভ্যন্তরাভিমুখে যায়।

চিকিৎসা।

নাসিকা সর্দ্দি বা করাইজা ;—**এলিয়াম্ সেপা-সর্দ্দির** হাঁচি হইতে আরম্ভ হইলে ক্রমে তাহার সংখ্যার বৃদ্ধি হইয়া যায়। নাসিকা ও চক্ষু হইতে অজস্র জল নিঃসরণ। নাসিকার জলের তীব্রতাপ্রযুক্ত নাসিকাদি দেশের অগ্নিদগ্ধবৎ জ্বালায়, উর্দ্ধৌষ্ঠ ও নাসাপুট হাজিয়া যায় এবং পরে তাহাদিগের লোহিতবর্ণ ও কাঁচাভাব জন্মে। এস্থলে জ্ঞাত থাকা আবশ্যক যে ইহার **নাসিকাস্রাব তীব্র ও হাজাকর** এবং **চক্ষুজল অনুগ্র ও স্নিগ্ধ** এবং **য়ুফ্রেসিয়ার চক্ষুজল তীব্র ও হাজাকর** এবং **নাসিকাস্রাব অনুগ্র ও স্নিগ্ধ** ; নাসিকায় পূর্ণবোধ, দপ্‌দপানি ও জ্বালা এবং কথন কথন নাসিকা হইতে রক্তস্রাব। ললাট এবং মস্তক পশ্চাতে কঠিন শিরঃশূল নিবন্ধন রোগী আলোকের দিকে তাকাইতে পারে না। মস্তকে বিদারণবৎ অনুভূতি। রোগীর মুক্ত বায়ুমধ্যে গমনে ইহার সর্দ্দিস্রাবের রোধ এবং গৃহ প্রবেশে পুনরাবর্ত্তন। সর্দ্দিকালে স্বরযন্ত্রকাসি থাকিলে, স্বরযন্ত্র ভেদ হওয়ার ন্যায় বেদনায় রোগী যদি পশ্চাৎদিকে হঠিয়া যায় ও জড়সড় হয় তাহাতে ইহা বিশেষরূপে প্রদর্শিত। ডাং ফ্যারিংটনের মতে **এলিয়াম্ সেপা** কর্তৃক সর্দ্দি নাসিকা হইতে বক্ষে বিতাড়িত হইলে **ফস্‌ফরাস্** প্রয়োগের প্রয়োজন। যাহাই হউক সর্দ্দির প্রথমাবস্থায় ইহা কার্য্যকরী বলিয়া জানিতে হইবে। ইহার সর্দ্দি বাম পার্শ্ব হইতে দক্ষিণ পার্শ্বে যায়। **আর্সেনিক** ইহার সহিত তুলনীয় হইলেও তাহাতে উষ্ণ গৃহ হইতে শীতল বায়ুতে

banglabooks.in

যাইলে হাঁচি হইতে থাকে এবং **এলিয়ামের** ন্যায় স্বরযন্ত্র লক্ষণ থাকে না। **মার্কুরিয়াসের** স্রাব তীব্র ও হাজাকর হইলেও তাহা **এলিয়ামের** ন্যায় পাতলা নহে। **এলিয়াম্** সহ **য়ুফ্রেসিয়া, এরাম ট্রি, এবং আর্সের** তুলনা শিক্ষাপ্রদ।

ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা বা দেশব্যাপী প্রতিশ্যায়ঃ—**এলিয়াম্ সেপার** ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা রোগে নাসিকা হইতে প্রচুর, হাজাকর ও জলবৎ সর্দ্দিস্রাব হয়। নাসিকা হইতে নির্ব্বাধ জলস্রাব ও উত্তেজনাযুক্ত কাসি হইতে থাকে এবং স্ফীত মুখ প্রদাহিত বলিয়া বোধ হয়।

ক্যাম্ফরা—সর্দ্দির সূচনামাত্রই **ক্যাম্ফর** প্রদত্ত হইলে ইহা অঙ্কুরেই রোগ নিবারণ করিতে পারে অথবা প্রকোপের হ্রাস করিতে সক্ষম হয়।

২। এলো (Aloe)।

প্রতিনাম ঃ—এলো সক্‌কট্রিনা।

উপচয় ঃ—প্রত্যূষকালে ; ব্যায়ামহীনতায় ; উষ্ণ ও শুষ্ক বায়ুতে ; আহার ও পানান্তে ; দণ্ডায়মান বা ভ্রমণের অবস্থায়।

উপশম ঃ—শীতল জলে ; শীতল বায়ুতে ; মল অথবা বায়ু নিঃসরণে।

সম্বন্ধ ঃ—উদরে শোণিত প্রাচুর্য্য ও পোর্টাল শিরায় রক্তাধিক্য থাকিলে সাল্‌ফারের ন্যায় এলো অনেক পুরাতন রোগে কার্য্যকরী ; ইহাও অন্তর্প্রবিষ্ট উদ্ভেদ পুনরানয়নে সমর্থ। এলোর কার্য্যপ্রতিষেধক—সাল্‌ফার এবং মাষ্টার্ড।

তুলনীয় ঔষধ ঃ—ইস্কু, বার্ব্বে, কলিন্‌স্, ক্রটন, টি, আইরিস্, লাইক, নাক্‌স্ ভ, পড, পাল্‌স্, সাল্‌ফ।

banglabooks.in

সাধারণ ক্রিয়া ;—প্রধানতঃ যকৃৎ আক্রমণ করিয়া এলো পোর্টাল শিরা অথবা উদরযন্ত্রাদির রক্তাধিক্য উৎপন্ন করে, তাহাতে পিত্তস্রাবের অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়। গৌণভাবে ইহা বৃহদন্ত্রের পেশী এবং সরলান্ত্র আক্রমণ করায় শেষোক্তের প্রগাঢ়তর রক্তাধিক্য প্রযুক্ত অর্শ উৎপন্ন হয়। যন্ত্রনিচয়ের পরস্পর সংশ্রব নিবন্ধন উপরি উক্ত বস্তিকোটরস্থ অন্যান্য যন্ত্র মধ্যে স্ত্রীজননেন্দ্রিয়েই রক্তাধিক্যের বিশেষ ক্রিয়া প্রকাশিত হয়। সরলান্ত্রই ইহার প্রধানতম ক্রিয়াক্ষেত্র।

লক্ষণ।

মস্তক ;—ললাটের এক পার্শ্ব হইতে পার্শ্বান্তর পর্যন্ত মৃদু শিরঃশূল নিবন্ধন মস্তকে এবং চক্ষুতে গুরুত্ব এবং বিবমিষা। চক্ষূর্দ্ধ ও ললাট প্রদেশে মৃদু চাপবৎ বেদনা। মূর্দ্ধায় গুরুত্বানুভূতি। শিরঃশূলের তাপে বৃদ্ধি এবং শৈত্যপ্রয়োগে উপশম। কোষ্ঠ পরিষ্কার না থাকিলে এবং আমাশয়ান্ত্রপ্রদেশের উত্তেজনা হইলে শিরঃশূল জন্মে।

উদর ;—যকৃৎ প্রদেশে অস্বস্তি, তাপ, চাপ, এবং আততভাব। দক্ষিণ পার্শ্বের পর্শুকাস্থির অভ্যন্তর পার্শ্বে মৃদু বেদনা। নাভির চতুঃপার্শ্বস্থ উদরপ্রদেশ বেদনাযুক্ত; তাহাতে মোচড়ানি ও কামড়ানি বেদনা থাকিলে রোগী সম্মুখে নত হইয়া বসিতে বাধ্য; এবং মলত্যাগের বেগ হইলে কেবলমাত্র বায়ু নিঃসরণ হয়। উদর, বিশেষতঃ তাহার আমাশয়োপরিস্থান, বায়ু কর্তৃক বিস্তৃত হয় ও বায়ু চলিয়া বেড়ায়। প্রচুর, জ্বালাকর ও দুর্গন্ধ বায়ু নিঃসরণ হইলে উদরবেদনার উপশম। মলত্যাগের পূর্ব্বে, সময়ে এবং পরে কামড়ানি বেদনা ও বিষ্ঠাসহ উচ্চ শব্দে বায়ুর নিঃসরণ। উদরের বিশেষ দুর্ব্বলতায় বোধ

banglabooks.in

যেন উদরাময় হইবে। আমশয়াধঃ প্রদেশে ও সরলান্ত্রে ভার বোধ। স্পর্শে, মলবেগে অথবা শায়িতাবস্থা হইতে উত্থানে উদরের পেশীতে বেদনা।

মল ও মলদ্বার।—সরলান্ত্র এবং মলদ্বারে তাপ, টাটানি ও ভারিবোধ। সরলান্ত্রে তাপ ও জ্বালার অনুভূতি। মলদ্বারে চুলকনা ও জ্বালা এবং তাহার সংকোচক পেশীর দুর্ব্বলতা। মলত্যাগান্তে মলদ্বারে খোঁচা এবং কর্ত্তনবৎ বেদনা। দিবসে অবিশ্রান্ত মলবেগ থাকে; রাত্রিতে জাগ্রৎ হয় ও প্রাতে ছয়টার সময় শয্যা হইতে উঠে। মলত্যাগের বেগে মূত্রের নিঃসরণ। উদরাময়ের ন্যায় তাড়াতাড়ির সহিত মলত্যাগের বেগ কেবলমাত্র উষ্ণ বায়ু নিঃসরণে উপশম; কিন্তু তাহা শীঘ্রই পুনরাগত হওয়ায় বোধ যেন সরলান্ত্রের পশ্চাতস্থ কক্‌সিক্‌স অস্থি ও সম্মুখের পিউবিস্ অস্থির সংযোগস্থান এই উভয়ের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশে একটা ছিপিবৎ কঠিন বস্তু প্রবিষ্ট আছে। মলত্যাগান্তেও বোধ যেন সরলান্ত্রে মল রহিয়া গিয়াছে। বায়ুর নিঃসরণসহ অনৈচ্ছিক মল ত্যাগ। কিছু পান অথবা আহার মাত্রই তাড়াতাড়ির সহিত মলত্যাগ করিতে যাইতে হয়। কোন চেষ্টা ব্যতীত মলত্যাগ হওয়ায় বোধ যেন বিষ্ঠার অত্যন্ত গুরুত্ব বশতঃ অন্ত্রের বাহিরে স্খলিত হয়। মলমূত্র একযোগে নিঃসরণ হইয়া যায়। মলত্যাগকালে দুর্ব্বলতা। বিষ্ঠা অল্প, কটাসে, ক্লেদযুক্ত, অর্দ্ধ তরল ও উজ্জ্বল হরিদ্রবর্ণ এবং কাদার ন্যায় কোমল; বিষ্ঠা চাপ চাপ, জলবৎ, এবং জিউলির আটার ন্যায় আমযুক্ত।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—ঋতুর পূর্ব্বের ন্যায় তলপেটে বেদনা। জরায়ুপ্রদেশে পূর্ণতা ও গুরুত্ব হওয়ায় কটি এবং কুঁচকিতে প্রসব বেদনার ন্যায় বেদনার দাঁড়াইলে বৃদ্ধি। শীঘ্রাগত ও প্রচুর ঋতুস্রাব। রক্ত ও শ্লেষ্মাযুক্ত শ্বেতপ্রদরের পূর্ব্বে উদরশূল।

banglabooks.in

চিকিৎসা।

শিরঃশূল বা হেডেক্।—নাক্স ভমিকার ন্যায় এলোজ চক্ষু উর্দ্ধের শিরঃশূলে উপকারী। রোগী বোধ করে যেন তাহার চক্ষুপত্র ভারাক্রান্ত রহিয়াছে। আংশিকরূপে চক্ষু মুদ্রিত করিলে তাহার উপশম হয়।

উদরাময় বা ডায়ারিয়া।—এলোজের ক্রিয়া প্রধানতঃ সরলান্ত্রে প্রকাশ পায়। ইহা অবিশ্রান্ত মলত্যাগেচ্ছা উৎপন্ন করে এবং মলত্যাগকালে প্রভূত বায়ু নিঃসরণ হয়। সরলান্ত্রে অশান্তি ও ভারিবোধ, তাহার দুর্ব্বলতা এবং অসামালভাব ইহার উদরাময়ের বিশেষত্ব; সর্ব্বদাই বিষ্ঠা নির্গত হওয়ার অনুভূতি থাকায় মল নিঃসরণ হইবার অশঙ্কাপ্রযুক্ত রোগী বাতকর্ম্ম করিতেও ভীত। উদরের বাম পার্শ্বে গড়গড় করিয়া ডাকিয়া উঠিলে মলবেগ হয়। অনেক সময়ে বায়ু নিঃসরণ করিতে শিশুর মল নির্গত হইয়া যায়। প্রাতঃকালীন উদরাময়ে ইহা সাল্‌ফার, নাক্স এবং ব্রাইও সহ তুলনীয়। সাল্‌ফারের ন্যায় ইহার রোগীও প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ করিয়া তাড়াতাড়ি মলত্যাগ করিতে যায়। আহারে ইহার রোগের বৃদ্ধি হইলেও দিবসে রোগী মলত্যাগ করে না। ফস্‌ফরিক এসিডেও মলদ্বারের দুর্ব্বলতা আছে এবং বায়ু নিঃসরণ কালে বিষ্ঠা বাহির হইয়া পড়ে। মূত্র ত্যাগ করিতেও এলোজের রোগীর মল নিঃসরণ হয় এবং মলত্যাগের সঙ্গে অর্শের বলি বাহিরে আইসে। ইহার বিষ্ঠা পীতবর্ণ, কাদার ন্যায়, থানা থানা এবং জলবৎ; মলত্যাগের পূর্ব্বে অধোদরের পাশাপাশি ভাবে এবং নাভির চতুঃপার্শ্বে কামড়ানি বেদনা হয়; মলত্যাগকালে বেদনা থাকে, কিন্তু সাধারণতঃ মলত্যাগের পরে তাহার উপশম হয়। পিপার মুখ হইতে অতি বেগের

banglabooks.in

সহিত জল পড়ার ন্যায় নির্ব্বাধস্রাবী ওুজার উদরাময় গো-বীজের টীকা বা গনরিয়ার পর জন্মিয়া থাকে।

অর্শরোগ বা হিমরয়েড্‌স্‌, পাইল্‌স্‌।—এলোজ অর্শ-রোগের অন্যতম প্রধান ঔষধ। আঙ্গুরগুচ্ছের ন্যায় থোলো থোলো অর্শগুটির বহির্নিঃসরণ ইহার প্রদর্শক। অনেক সময়েই ইহার অর্শ হইতে প্রচুর রক্তস্রাব হয় এবং ঠাণ্ডা জল প্রয়োগে যন্ত্রণার লাঘব হইয়া থাকে; মিউ এসিডে তাহা উষ্ণ জলে হ্রাস পায়। মলদ্বারে স্পষ্ট জ্বালা থাকে এবং অন্ত্র যেন চাঁছা হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। ইহাতে উদরাময়প্রবণতা সহ মলদ্বারের প্রসিদ্ধ অসামালভাব বর্ত্তমান থাকে। কোষ্ঠবদ্ধ থাকায় কলিন্সনিয়া ইহা হইতে প্রভেদিত হয়।

রেট্যানিয়া—মলদ্বার জ্বালা করে এবং কঠিন মলত্যাগে অর্শের বলি নির্গত হয়। মলদ্বারের জ্বালা, বিদারণ, এবং সরলান্ত্রের বেদনা ও স্পর্শাসহিষ্ণুতা ইহার প্রদর্শক।

ক্যাপ্‌সিকাম্‌—রক্তস্রাবযুক্ত অর্শরোগে মলত্যাগকালে মলদ্বারে জ্বালাময় বেদনা, চুলকনা, চন্‌চনি এবং হুল-বেঁধাবোধ ইহার প্রদর্শক।

যকৃৎ রোগ।—এলোজে যকৃতের স্রাববৃদ্ধি হওয়ায় প্রভূত পরিমাণ পিত্ত নিঃসৃত হইলে হরিদ্রাবর্ণ উদরাময় জন্মে ও উদরে কামড়ানি বেদনা হয়। ইহাতেও সিপিয়ার ন্যায় উদর যন্ত্রনিচয়ে রক্ত ধাবিত হওয়ায় তথাকার শিরামণ্ডলী শোণিতপূর্ণ হয় এবং যান্ত্রিক উত্তেজনা জন্মে। কিন্তু সিপিয়ার যান্ত্রিক শিথিলতা ও দমিয়া যাওয়াভাবের পরিবর্ত্তে ইহাতে সরলান্ত্রাদির সম্পূর্ণ অবশতা থাকে। জরায়ু ও সরলান্ত্র প্রভৃতি যন্ত্রে গুরুত্বের ও ঝুলিয়া পড়ার অনুভূতি জন্মে এবং মলদ্বার দুর্ব্বল হইয়া পড়ে।

banglabooks.in

৩। কন্‌ভ্যালেরিয়া মেজাস্ (Convallaria Majus)।

তুলনীয় ঔষধ ;—ডিজিট্যালিস্।

সাধারণ ক্রিয়া ;—কনভ্যালেরিয়া প্রগাঢ়রূপে হৃৎপিণ্ড আক্রমণ করায় তাহার ক্রিয়াবিশৃঙ্খলা ও নাড়ীস্পন্দনসংখ্যার হ্রাস হইলে ফল স্বরূপ বমন ও পতন বা কোলাপ্স্ লক্ষণ উপস্থিত হয়।

ইহার ঔষধ গুণপরীক্ষায় হৃৎপিণ্ড শব্দের ক্ষীণতা, জাগুলার শিরা হইতে রক্তহীনতার মর্ম্মর শব্দ, হৃৎপ্রদেশে বেদনা, এবং তাহাতে যেন থর থর কম্প ভাব জন্য (Fluttering) একরূপ অস্বস্তির অনুভূতি প্রভৃতি উৎপন্ন হইয়াছিল ; কিছু শ্রমের কার্য্য করিলে হৃৎপিণ্ডক্রিয়ার রোধ এবং তাহার পুনরারম্ভে মূর্চ্ছা ও বিবমিষার অনুভূতিও ইহার পরীক্ষোৎপন্ন লক্ষণ।

চিকিৎসা।

হৃদ্রোগ—ক্রিয়াগত বা ফাংসন্যাল হৃৎপিণ্ড রোগ এবং যন্ত্রগত বা অর্গ্যানিক হৃৎকপাটরোগ।— অধুনা হৃদ্রোগের অনেকগুলি নূতন ঔষধ আবিষ্কৃত হইয়াছে। কিন্তু তন্মধ্যে অনেকেরই হোমিওপ্যাথিসম্মত ঔষধগুণ পরীক্ষা হয় নাই ; শোণিত-যন্ত্রে তাহাদিগের স্বাভাবিক বা ফিজিয়লজিক্যাল ক্রিয়ানুসারে তাহারা হৃদ্রোগে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। এজন্য প্রকৃত পক্ষে তাহাদিগকে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ শ্রেণীভুক্ত করা সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। তথাপি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকমণ্ডলী এ রোগে তাহাদিগের ব্যবহার করিয়া থাকেন বলিয়া আমরা নিম্নে তাহাদিগের বিষয় উল্লেখ করিলাম।

আমাদিগের বর্ত্তমান আলোচ্য ঔষধ **কনভ্যালেরিয়ার** হোমিওপ্যাথিমতে পরীক্ষোৎপন্ন হৃৎপিণ্ড লক্ষণের বিষয় আমরা উপরে

banglabooks.in

উদ্ধৃত করিয়াছি, এবং তদনুসারেই হৃদ্রোগচিকিৎসায় ইহা প্রযোজিত হইয়া থাকে।

অত্যন্ত মূত্রস্রাব, উদরী প্রভৃতি শোথ এবং অত্যন্ত শ্বাসকৃচ্ছ্র বর্ত্তমান থাকিলে হৃৎকপাটরোগে **কন্‌ভ্যালেরিয়া** প্রযুক্ত হইয়া থাকে। হৃদ্রোগঘটিত ফুস্‌ফুসের শোথরোগের অনেক রোগী ইহার সেবনে উপশম পাইয়া বহুকাল পরে শয়ন করিতে সক্ষম হইয়াছিল। মাইট্রেল বা দ্বিপক্ষহৃৎকপাটের রোগ বশতঃ শ্বাসকৃচ্ছ্র, হৃদ্‌কম্প এবং শোথরোগগ্রস্ত রোগী ইহা দ্বারা অনেক উপকার লাভ করিয়াছে। **কন্‌ভ্যালেরিয়া** লক্ষণে হৃৎপিণ্ডপ্রদেশে উপরি উক্ত অস্বস্তি জন্মে বলিয়া ইহা তামাক বা সিগারেট সেবন জন্য হৃদ্রোগে প্রযুক্ত হইতে পারে।

এডনিস্‌ ভার্ণ্যালিস্‌—ইহা ধমনীসমূহের আততভাবের বৃদ্ধি করে এবং নাড়ীস্পন্দনসংখ্যার হ্রাস এবং হৃৎপিণ্ডসংকোচনের শক্তিবৃদ্ধি করিয়া হৃদস্পন্দন নিয়মিত করে। হৃদ্রোগে ইহার প্রয়োগ জন্য এ পর্য্যন্ত কোন কুফল দৃষ্ট হয় নাই। ইহা অতি শীঘ্র মূত্রবৃদ্ধি করিয়া থাকে। হৃৎপিণ্ডসম্বন্ধীয় অন্যান্য ক্রিয়ায় ইহা **ডিজি-টালিসের** তুল্য।

লাইকপাস্‌ ভার্জিনিকাস্‌—অবসাদক অথবা উত্তেজক ঔষধের অপব্যবহার বশতঃ হৃৎপিণ্ডের উত্তেজনাপ্রবণতা সহ দৌর্ব্বল্যে, এবং অত্যন্ত হৃদ্বিবৃদ্ধি রোগে এবং পেশীদুর্ব্বলতায় **লাইকোপাস্‌** উপকারী। হৃদ্রোগ ঘটিত হাঁপরোগের ইহা বিশেষ ঔষধ মধ্যে গণ্য।

কলিন্‌সনিয়া—ইহাও হৃৎপিণ্ডের উত্তেজনাপ্রবণতার ঔষধ এবং **ডিজিটালিস্‌** ও **লাইকপাসের** ন্যায়ই ফললাভ হয়।

banglabooks.in

ষ্ট্রোপেন্থাস্—দুর্ব্বলতা, হৃদ্‌বিবৃদ্ধি এবং উত্তেজনাপ্রবণতা প্রভৃতি হৃৎপিণ্ড-রোগে ধমনীমণ্ডলের আতত অবস্থা এবং নির্ব্বাধ মূত্রস্রাব থাকিলে ষ্ট্রোপেন্থাস্ উপকার করে। সম্ভবতঃ কিড্‌নি বা বৃক্ককরোগ নিবন্ধন হৃৎপিণ্ড বিকারে ইহা উপযোগী ঔষধ মধ্যে গণ্য হইতে পারে।

ক্র্যাটিগাস্ অক্সিয়া ক্যান্থা—হৃৎপিণ্ডক্রিয়া ক্ষীণ ও অনিয়মিত এবং নাড়ী ক্ষুদ্র ও ক্ষণলোপবিশিষ্ট হইলে ক্র্যাটিগাস্ উপকার করিয়া থাকে। রোগী বোধ করে যেন হৃৎপিণ্ডক্রিয়া স্তব্ধ হইয়া যাইবে।

স্পার্টিন্ সাল্‌ফেট—ইহা ক্ষীণ হৃৎপিণ্ডবিশিষ্ট বাতপ্রকৃতির ও গুল্মবায়ুগ্রস্ত ব্যক্তির ঋতুসন্ধিকালীন রোগে উপযোগী।

কিড্‌নি বা বৃক্ককরোগ—হৃৎপিণ্ডরোগের ফলস্বরূপ কিড্‌নিরোগ জন্মিলে কন্‌ভ্যালেরিয়া দ্বারা উপকার হয়। হৃৎপিণ্ডক্রিয়া অত্যন্ত দ্রুত ও অনিয়মিত থাকে এবং হৃৎপিণ্ডের দ্বিপক্ষ-কপাট বা মাইটাল ভাল্‌ভের অসম্পূর্ণতা বশতঃ ত্বক্ শোথ বা এনাসার্কা এবং উদরী জন্মে।

এপসাইনাম্—মূত্রের অল্পতা থাকিলে এপসাই জলশোথ-রোগের দমন রাখিতে পারে। ইহা অন্তঃসত্ত্বাবস্থার অচৈতন্য বা কোমা এবং সর্ব্বাঙ্গীণ আক্ষেপ দূর করিতে সক্ষম।

৪। লিলিয়াম্ টিগ্রিণাম্ (Lilium Tigrinum)।

উপচয় ;—সন্ধ্যাকালে ; আত্মসংযমহীনতা বশতঃ রজনীতে।

banglabooks.in

উপশম।—দিবসে; বিশুদ্ধ বায়ুতে; কর্ম্মে লিপ্ত থাকিলে; উষ্ণ গৃহে।

সম্বন্ধ।—লিলিয়ামের কার্য্যপ্রতিষেধক—হেলনিয়াস্ (এণ্টিভার্সন), নাক্স্ (উদরশূল)।

তুলনীয় ঔষধ।—এলো, এপিস্, বেল, ক্যাক্টাস, ক্যাম্ফা, সিমিসি, হেলনি, ইগ্নে, নাক্স্ ভ, প্লাটি, পড, পাল্স্, সিপি, স্পাইজি, সাল্ফ।

সাধারণ ক্রিয়া।—স্ত্রীজননেন্দ্রিয় এবং হৃদ্পিণ্ডে লিলিয়াম্ টিগ্রিণামের প্রভূত আক্রমণ হয়; প্রথমোক্ত যন্ত্রের ইহা উত্তেজনা ও নাতিপ্রবল প্রদাহ এবং ফলস্বরূপ জরায়ুর নানাবিধ স্থানচ্যুতিদোষ ঘটায়। স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ের প্রক্ষিপ্ত (Reflex) ক্রিয়া দ্বারা ইহা হৃৎপিণ্ডের অবসাদ, উত্তেজনাপ্রবণতা এবং হৃৎকম্প প্রভৃতি লক্ষণ উপস্থিত করে। **জরায়ুপ্রদেশে ঠেলমারা ও সকলই যেন চাপিয়া বাহির করিয়া দেওয়ার অনুভূতি** ইহার বিশেষ লক্ষণ মধ্যে গণ্য।

লক্ষণ।

মন।—মানসিক অবসাদ; ভীরুতা, বিপদাশঙ্কা এবং ক্রন্দনপ্রবৃত্তি। জরায়ুরোগে রোগিণী আত্মার উদ্ধার বিষয়ক চিন্তায় যন্ত্রণা ভোগ করে। কামোত্তেজনাকালে রোগী অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পন্ন করিতে সম্পূর্ণ অপারগ হইবে বলিয়া অবিশ্রান্ত ব্যস্ততা বোধ করে। রোগীর শাপ দিতে, প্রহার করিতে এবং অশ্লীল বিষয়ের চিন্তা করিতে প্রবৃত্তি জন্মে এবং এইরূপ মানসিক অবস্থা উপস্থিত হইলে কামোত্তেজনার হ্রাস হয়।

banglabooks.in

মস্তক।—অধিকাংশ সময়ে জরায়ু বিকার প্রযুক্ত শিরঃশূল জন্মে। চক্ষূর্দ্ধ ললাটপ্রদেশে মৃদু বেদনা।

চক্ষু।—দূরদৃষ্টি এবং নিকটদৃষ্টি। দৃষ্টির গোলমাল হওয়ায় রোগীর চক্ষু ঢাকিতে ও তাহাতে চাপ দিতে ইচ্ছা হয়।

বক্ষ এবং হৃৎপিণ্ড।—হৃৎপিণ্ডপ্রদেশে মৃদু চাপবৎ বেদনা। রজনীতে শয়ন করিলে হৃৎপিণ্ডবেদনার বৃদ্ধি। বাম বক্ষে অবিশ্রান্ত গুরু চাপের অনুভূতি। হৃদপিণ্ডে থর থর কম্পভাব (Fluttering)। বাম বক্ষে তীব্র ও ত্বরিৎ আক্রমণকারী বেদনা; বোধ যেন হৃৎপিণ্ড সাঁড়াসীর মধ্যে নিষ্পীড়িত হইতেছে, অথবা পর্য্যায়ক্রমে হস্তদ্বারা তাহা দৃঢ়রূপে ধৃত করা ও মুষ্টি শিথিল করা হইতেছে। হৃৎপিণ্ডের থরথরভাব (Fluttering) অথবা স্পন্দন।

মল ও মলদ্বার।—সরলান্ত্রে চাপ থাকায় অবিশ্রান্ত মলত্যাগেচ্ছা।—প্রাতকালীন উদরাময়ে পাতলা, পিত্তসংযুক্ত এবং কৃষ্ণবর্ণ ও দুর্গন্ধ মলত্যাগের অসহনীয় বেগ হইলে রোগী এক মুহূর্ত্তও অপেক্ষা করিতে পারে না; মলত্যাগের পূর্ব্বে সরলান্ত্রে কামড়ানি বেদনা অথবা চাপ হওয়ায় অত্যধিক কুন্থন এবং মলত্যাগান্তে মলদ্বার ও সরলান্ত্রে চনচনি ও জ্বালা। কোষ্ঠবদ্ধ।

মূত্রযন্ত্র।—দিবসে বারম্বার মূত্রত্যাগ ও মূত্রনলীতে জ্বালাযুক্ত চনচনি। মূত্রস্থালীতে অবিশ্রান্ত চাপ। অবিরত মূত্রত্যাগেচ্ছা থাকিলে অত্যল্প মূত্রত্যাগ এবং মূত্রনালীর জ্বালা ও চন্‌চনি।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—জরায়ুপ্রদেশে গুরুভার, চাপের অনুভূতি এবং ঠেলমারা উপস্থিত হইলে বোধ হয় যেন বস্তি কোটরস্থ সকল যন্ত্রই চাপসহ যোনি পথ দিয়া বাহির হইয়া যাইবে; যোনি কপাটে হস্তের চাপ দিলে তাহার উপশম হয়। অণ্ডাধারপ্রদেশে তীব্র বেদনা। পৃষ্ঠ

banglabooks.in

এবং দক্ষিণ অণ্ডাধারে বেদনা। অণ্ডাধার চাপিত করিলে টাটানি বেদনা দক্ষিণ পার্শ্বে অধিকতর। দক্ষিণ অণ্ডাধারে চর্ব্বণ ও আকৃষ্টবৎ বেদনা, ভ্রমণ করিলে বর্দ্ধিত। জরায়ু সম্মুখ দিকে হেলিয়া পড়িলে রোগী স্নায়ু-শূল প্রযুক্ত স্পর্শ এমন কি তাহাতে শয্যাবস্ত্রের চাপ এবং সামান্য ঝাঁকি পর্য্যন্ত সহ্য করিতে পারে না। জরায়ু শরীর ঝুলিয়া পড়ায় মূত্রস্থালীর অভিমুখে ঝুঁকিয়া পড়ে এবং তাহার গ্রীবা সরলান্ত্র চাপিত করে। জরায়ু ঠেলমারিলে বাম অণ্ডাধার ও স্তনে বেদনা হয়। যোনিতে পূর্ণতা বোধ হইলে তন্মধ্যে গুড়গুড়িযুক্ত কামানুভূতি জন্মে এবং বাম অণ্ডাধারে হুলবেধবৎ বেদনা হয়। কামেচ্ছার বৃদ্ধি হইলে তাহা শোণিতোচ্ছাসে শেষ হয়। উজ্জ্বল পীতবর্ণ, তীব্র ও ক্ষতকর শ্বেতপ্রদরে কটা দাগ লাগে।

চিকিৎসা।

ক্রিয়াবিকারী হৃদ্রোগ বা ফাংসনেল হার্ট ডিজিজ্।—লিলিয়াম্ ক্রিয়ায় হৃৎপিণ্ডে কতিপয় বিশেষ লক্ষণ উৎপন্ন হওয়ায় কোন কোন ক্রিয়াবিকারী হৃদ্রোগের ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া গণ্য হইয়াছে। ইহার হৃৎপিণ্ডবেদনায় রোগী বোধ করে যেন তাহা সাঁড়াসী দ্বারা দৃঢ়তাসহ ধৃত হইয়াছে এবং তাহাতে রোগীর হঠাৎ নিদ্রাভঙ্গ হয়। হৃৎপিণ্ড সন্নিহিত স্থানে পক্ষীর পক্ষসঞ্চালনবৎ অনুভূতি বা থরথরভাব এবং রোগীর মূর্চ্ছার ভাব জন্মে। বোধ হয় যেন হৃৎপিণ্ড দৃঢ়তাসহ চাপিত হইতেছে ও মুক্তি পাইতেছে। ইহা যন্ত্রবিকারী রোগের ঔষধ নহে। হৃৎপিণ্ডের অত্যন্ত দুর্ব্বলতানিবন্ধন উত্তেজনাপ্রবণতা ও স্নায়বিক হৃৎকম্প থাকে এবং বামপার্শ্ব চাপিয়া শয়ন করিলে উপরি উক্ত রোগযন্ত্রণার উপশম হয়। শরীরচালনায়

banglabooks.in

কষ্টের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। জরায়ুরোগ প্রযুক্ত স্নায়বিক হৃৎকম্প এবং ক্রিয়াবিকারী হৃদ্রোগের ইহা ঔষধ।

সাল্‌ফার—হৃৎপিণ্ডমধ্যে অধিকতর শোণিত প্রবেশের অনুভূতি সহ হৃৎকম্প, খাবি খাওয়ার ন্যায় শ্বাস প্রশ্বাস এবং বক্ষকোটরাপেক্ষা হৃৎপিণ্ড যেন অতি বৃহৎ বলিয়া স্থানাভাবের অনুভূতি হইলে **সাল্‌ফার** উপযোগী।

উদরাময়।—**লিলিয়াম টিগ্রিণাম্‌** অবস্থা বিশেষে প্রাতঃকালীন উদরাময় আরোগ্য করিয়া থাকে। মলত্যাগের বেগ হইলে রোগী তাড়াতাড়ি শয্যাত্যাগ করিয়া যাইতে বাধ্য হয় এবং পীত বর্ণ, কোমল বিষ্ঠা ত্যাগ করায় মলদ্বার হাজিয়া যাওয়ার ন্যায় বোধ করে। এস্থলে ইহা প্রাতঃকালীন উদরাময়ের প্রধান ঔষধ **সাল্‌ফার** সহ তুলনীয়।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়রোগ—শ্বেত প্রদর বা লুকরিয়া; সাব্‌ইনভলিউশন; রেট্রভারসন ও এণ্টিভারসন বা পশ্চাৎ ও সম্মুখপার্শ্বে জরায়ুর স্থানচ্যুতি; জরায়ু ভ্রংশ বা প্রল্যাপ্‌সাস্‌।—ঋতুস্রাবে **লিলিয়ামের** বিশেষ কোন ক্রিয়া দৃষ্ট হয় না। ইহার শ্বেতপ্রদররোগ **সিপিয়ার** শ্বেতপ্রদর সহ তুলনা করা যাইতে পারে। **লিলিয়ামের** শ্বেতপ্রদর জলবৎ, পীত, অথবা ঈষৎ পীত কপিশ এবং বিশেষ প্রকারের তীব্র ও হাজাকর। হাজা বা ক্ষতকর শ্বেতপ্রদরচিকিৎসায় **ক্রিয়াজোট** প্রধানতম স্থান অধিকার করিয়াছে। **সিপিয়া**-শ্বেতপ্রদর কচিৎ তীব্র ও হাজাকর হয়। **লিলিয়ামের** জরায়ুরোগে রোগী বড় বাত্যাচ্ছন্ন থাকে। তাহার উদ্দেশ্যবিহীন ব্যস্ততা ও ক্ষিপ্রকারিতা দৃষ্ট হয়। আত্মবিশ্বাসহীনতা এবং দৌর্ব্বল্য নিবন্ধন

banglabooks.in

চাঞ্চল্য ইহার বিশেষ মানসিক প্রকৃতি বলিয়া গণ্য। অন্তঃসত্ত্বাবস্থায় এবং প্রসবান্তিক জরায়ুরোগে ইহা মহৌষধরূপে বিবেচিত। ইহাতে প্রসবান্তে জরায়ু সঙ্কুচিত হইয়া অন্তঃসত্ত্বাবস্থার পূর্ব্বের ন্যায় স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হয় না (subinvolution); বৃহত্তর, গুরু এবং শিথিল বন্ধনীযুক্ত থাকে। অধোদরে বা বস্তিকোটরাভ্যন্তরে কিছু ঝুলিয়া পড়ার ন্যায় ও আকৃষ্টবৎ অনুভূতি জন্মে, এবং পশ্চাৎ অথবা সম্মুখ পার্শ্বে স্থানচ্যুতি হওয়ায় জরায়ু ঝুঁকিয়া পড়িতে পারে (Retroversion and Antiversion)। কখন কখন তাহার উপরি উক্ত অবস্থায় জরায়ুর ভ্রংশ বা প্রল্যাপ্সাস্ উৎপন্ন হইলে বস্তি-কোটরাভ্যন্তরে ঠেলমারা ও যোনিপথে জরায়ু নামিয়া আসার অনুভূতি জন্মে এবং রোগিণী যোনি কপাটাদি স্থানে হস্তের চাপ দ্বারা তাহার বাধা দিতে চেষ্টা করে; **সিপিয়া** রোগিণী উভয় উরু পরস্পর দৃঢ়ভাবে সংলগ্ন করিয়া এবং **নেট্রমিউ** রোগিণী উপবেশন করিয়া তাহার বাধা জন্মাইবার চেষ্টা করিতে বাধ্য হয়। এ রোগে অনেক সময়েই উপরি উক্ত **লিলিয়াম্**রোগীর মূত্রস্থালীর ও বস্তি কোটরস্থ অন্যান্য যন্ত্রের উত্তেজনা প্রযুক্ত মূত্রস্থালীর কুন্থন এবং মূত্রবেগ ও মলবেগ বর্ত্তমান থাকে। কখন কখন কামপ্রবৃত্তির উত্তেজনা নিবন্ধন রোগী অতি অশ্লীল ব্যবহার করে, **সিপিয়া** রোগীর পুংসংসর্গে বেদনা হয় বলিয়া তাহাতে ভীতি প্রকাশ করে; **নেট মিউ** রোগীর যোনিপথ শুষ্ক থাকায় সঙ্গমে বেদনা পায়, এবং তজ্জন্যই সে সঙ্গমে অনিচ্ছুক থাকে। **মিউরেক্স** ঔষধেও কামেচ্ছা অতীব প্রবল হয়, কিন্তু তাহাতে বস্তিকোটরের কোন এক স্থানে বেদনা অথবা বেদনার অনুভূতি বর্ত্তমান থাকিয়া অন্যান্য ঔষধ হইতে প্রভেদ জ্ঞাপন করে। **লিলিয়াম্** রোগযন্ত্রণার অপরাহ্ণকালে বৃদ্ধি হয়, **সিপিয়ার** তাহা ঐ সময়ে উপশম পায়।

banglabooks.in

অণ্ডাধারশূল ;—লিলিয়ামে অণ্ডাধারে বেদনা হইয়া থাকে ; এই বেদনা সিপিয়ার বেদনা হইতে তীব্রতায় অধিকতর। ইহাতে বাম অণ্ডাধারই বিশেষরূপে আক্রান্ত হয় এবং তথা হইতে তীর বেঁধার ন্যায় বেদনা উরুর সম্মুখ ও অভ্যন্তর ভাগ বাহিয়া অধাভিমুখে যায়, রোগীর গুল্ম বায়ুর আক্ষেপ হইতে পারে।

৫। প্যারিস্ কয়াড্রিফলিয়া (Paris quadrifolia)।

সম্বন্ধ ;—প্যারিস্ কয়াড্রিফলিয়ার কার্য্যপ্রতিবেধক—কফিয়া।

তুলনীয় ঔষধ ;—লিডাম, ল্যাইক, রাস্।

সাধারণ ক্রিয়া ;—প্যারিস্ কয়াড্রিফলিয়া মস্তিষ্ক-মেরুমজ্জের স্নায়ুমণ্ডল আক্রমণ করিলে স্নায়ুশূল এবং অন্যান্য স্নায়বিক উত্তেজনার লক্ষণ উৎপন্ন হয়। ইহার সর্ব্বপ্রধান ক্রিয়া শ্বাসযন্ত্রপথে দৃষ্ট হইয়া থাকে।

লক্ষণ।

মন ;—বহুভাষিতা, বিশেষপ্রকারের উন্মাদরোগ ; নির্ব্বোধের ন্যায় আলাপ এবং মূর্খের ন্যায় ব্যবহার।

মস্তক ;—শিরোঘূর্ণন ও মস্তকে জড়ভাব। মস্তকে এবং মস্তক পার্শ্বে বিদ্ধ করার ন্যায় ও এৈকক স্থচিবেধবৎ বেদনা ; পরে ললাটের সম্মুখের গুরুত্ব সম্মুখে নত হইলে বর্দ্ধিত হয়। ললাট এবং ললাটপার্শ্বে সংকোচনকারী চাপ ; মস্তিষ্ক, চক্ষু এবং ত্বকের আততভাব এবং অস্থি চাঁছা হওয়ার ন্যায় টাটানিযুক্ত ভাব শরীর চালনায়, উত্তেজিত হইলে অথবা চক্ষুর ব্যবহার করিলে এবং সন্ধ্যাকালে বর্দ্ধিত। দক্ষিণ ললাটপার্শ্বে চাপবৎ বেদনার করতল চাপে উপশম। স্পর্শে মস্তকের বাম পার্শ্বের অস্থিতে ঘৃষ্টবৎ বেদনা।

banglabooks.in

স্নায়ু ;—সম্পূর্ণ অঙ্গে স্থচিবেধবৎ বেদনা। সন্ধিতে সংকোচনবৎ চাপ। সম্পূর্ণ অঙ্গেই গুরুত্ব বোধ।

শ্বাসযন্ত্র ;—বেদনাহীন সাময়িক স্বরভঙ্গ। স্বরভঙ্গ ও স্বর ক্ষীণ থাকে, অবিশ্রান্ত গলা খাঁকর দ্বারা শ্লেষ্মার নিষ্ঠীবন এবং স্বরযন্ত্রে জ্বালা। ঈষৎ পীত ও আটা শ্লেষ্মানিষ্ঠীবন। বক্ষে কষ্ট হওয়ায় দীর্ঘ শ্বাস গ্রহণের ইচ্ছা। স্বরযন্ত্র ও শ্বাসনালীতে আটা শ্লেষ্মা থাকায় অবিশ্রান্ত গলা খাঁকর এবং শ্বাসরোধ। বক্ষে স্থচিবেধবৎ বেদনা।

চিকিৎসা ;—প্যারিস কোয়াড্রিফলিয়া একটি নবাবিষ্কৃত ঔষধ। রোগ চিকিৎসায় ইহার প্রয়োগস্থল অতি সঙ্কীর্ণ, বিশেষতঃ অন্যান্য প্রচলিত ঔষধ সহ তুলনা দ্বারা প্রয়োগোপযোগিতা নির্ণয় করা ব্যতীত রোগ চিকিৎসায় ইহার সম্যক উপলব্ধি করা কঠিন। স্থানান্তরে তাহার বর্ণনা করা হইয়াছে ও হইবে।

৬। স্কুইলা, সিলা ম্যারিটিমা (Squila, Scilla Maritima)।

সম্বন্ধ ;—স্কুইলা, ব্রায়নিয়ার পরে স্থফলপ্রদ।

তুলনীয় ঔষধ ;—এন্টি টার্ট, ব্রায়, কষ্টি, সেপা, কেলি কার্ব্ব, নাক্স্ ভ, রাস্, সাল্ফ।

সাধারণ ক্রিয়া ;—শ্বাসযন্ত্র এবং পরিপাকযন্ত্রপথে স্কুইলার ক্রিয়া হওয়ায় ইহা তাহাদিগের উত্তেজনা, এমন কি প্রদাহ পর্য্যন্ত উৎপন্ন করিতে পারে। কিডনি বা বৃক্ককেও ইহার ক্রিয়া আছে; তজ্জন্য অত্যধিক মূত্রস্রাব, রক্তসংযুক্ত মূত্রস্রাব এবং মূত্ররোধ হয়।

লক্ষণ।

শ্বাসযন্ত্র ;—থাইরইড উপাস্থির নিম্নপ্রদেশে গুড় গুড়ি হইলে প্রচণ্ড কাসি হওয়ায় বক্ষপার্শ্বে বেদনা ও শ্লেষ্মার নিষ্ঠীবন হয় এবং শ্বাস

banglabooks.in

টানিলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শুষ্ক কাসি আসে। প্রাতঃকালে কাসি হওয়ায় প্রচুর ক্লেদবৎ গয়ার উঠে। কাসিতে বমনের বেগ। শুষ্ক ও প্রচণ্ড কাসিতে উদর যেন বিদীর্ণ হইয়া যায় এবং কণ্ঠার শুষ্কতা জন্মে। শ্বাসকৃচ্ছ্র বশতঃ রোগী গভীর শ্বাস গ্রহণে বাধ্য, কিন্তু তাহাতে কাসির উদ্রেক। বক্ষে কষ্ট ও কশাভাব। শ্বাস-কষ্ট জন্য বক্ষে সূচিবেধবৎ বেদনা হইলে শ্বাস টানিলে তাহা অধিকতর হয়। প্লুরিসি বা ফুসফুসবেষ্টঝিল্লির প্রদাহ নিবন্ধন বক্ষের সূচিবেধবৎ বেদনা শ্বাস গ্রহণকালে বর্দ্ধিত।

উদর ;—উদরে এবং মূত্রস্থালীপ্রদেশে বেদনাযুক্ত স্পর্শাসহিষ্ণুতা।

মূত্রযন্ত্র ;—মূত্রস্থালীতে অবিশ্রান্ত বেদনাযুক্ত চাপ। মূত্রত্যাগের প্রবল ইচ্ছায় প্রচুর জলবৎ মূত্র-স্রাব। মূত্র লোহিত বর্ণ ও ঘোর। অত্যল্প মূত্র-স্রাব। মূত্রস্রাবের অত্যন্ত বৃদ্ধি।

চিকিৎসা ;—কাসি, ব্রঙ্কাইটিস্, প্লীহারোগ, মূত্রমেহ এবং অন্যান্য মূত্রবিকারাদি স্কুইলা চিকিৎস্য রোগের বিষয় আমরা স্থানান্তরে বর্ণনা করিয়াছি ও প্রয়োজন বোধ করিলে বর্ণনা করিব।

banglabooks.in

লেক্‌চার ৬১ (LECTURE LXI.)

আম্বেলিফেরি জাতীয় ঔষধ নিচয়।

১। ইথুসা সিনেপিয়াম। ২। ইন্যান্থি ক্রকেটা। ৩। ইরিঞ্জিয়াম্ একয়াটিকাম্। ৪। এসাফিটিডা। ৫। কনায়াম্ মেকুলেটাম। ৬। পেট্রসিলিনাম্। ৭। ফেলাণ্ড্রিয়াম্ একয়াটিকাম্। ৮। সিকুটা ভিরোসা। ৯। হাইড্রকটাইল এসিয়াটিকা।

১। ইথুসা সিনেপিয়াম (Æthusa Cynapium.)

সম্বন্ধ।—ইথুসা যাহার কার্য্য প্রতিষেধক—ওপিয়াম্। ইথুসার কার্য্য প্রতিষেধক—উদ্ভিজ্জাম্লনিচয়।

তুলনীয় ঔষধ।—এন্টি টার্ট, ক্যাল্কে কার্ব্ব, সিকুটা, ইপিকা, গ্র্যাটি, গ্যাম্বোজ্, নাক্স্ ম, সাল্ফ, সাল্ফ এসি।

সাধারণ ক্রিয়া।—পূর্ব্বকালীন চিকিৎসকগণ ইথুসাকে অতি সাংঘাতিক বিষগুণবিশিষ্ট বস্তু বলিয়া গণনা করিতেন, কিন্তু অধুনা ইহা অতি নির্দ্দোষ, বিষগুণহীন বস্তু বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। তথাপি ইহার উপাদানসহ যে উগ্রগুণবিশিষ্ট তৈল আছে তাহা আমাশয়ান্ত্রিক উত্তেজনা উৎপন্ন করিয়া বিবমিষা এবং বমন ও বিরেচনাদি নানাবিধ লক্ষণ উৎপন্ন করিতে পারে। ইথুসা ত্বগুপরি কালশিরা ও সম্পূর্ণ শরীরে কাল এবং নীলবর্ণ কলঙ্ক জন্মাইয়া থাকে। শিশুদিগের দন্তোদ্গমকালের রোগে ইহা বিশেষ উপকারী।

banglabooks.in

লক্ষণ।

স্নায়ু।—মৃগীবৎ আক্ষেপে রোগীর বৃদ্ধাঙ্গুলি দৃঢ়রূপে করতল-সংন্যস্ত, এবং মুখ লাল, চক্ষু নিম্নদিকে ঘূর্ণিত এবং চক্ষুতারকা বিস্তৃত ও গতিহীন; চক্ষু স্থিরদৃষ্টিবিশিষ্ট এবং নাড়ী ক্ষুদ্র, কঠিনস্পর্শ ও তরতর গতিবিশিষ্ট; মুখে গেজলা উঠে এবং দন্তে দন্ত দৃঢ় সংবদ্ধ হয়। অজ্ঞান অথবা প্রলাপাবস্থায় আক্ষেপ হইতে থাকে। অত্যন্ত উৎকণ্ঠা বশতঃ রোগী অস্থির হয়। অত্যন্ত দৌর্ব্বল্য; শিশু দণ্ডায়মান হইতে এবং মস্তক উন্নীত রাখিতে পারে না।

মুখমণ্ডল।—মুখের আকুঞ্চিত অবস্থা, ইহা নাসাপুটে আরম্ভ হইয়া মুখকোণ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় এবং মুখমণ্ডলের দৃশ্য অত্যন্ত উৎকণ্ঠা ও যন্ত্রণাব্যঞ্জক থাকে।

দন্ত।—দন্তমাড়িতে হুলবেঁধা অথবা ছিন্ন করার ন্যায় বেদনা।

আমাশয়।—খাদ্য বস্তু দৃষ্টি মাত্র বিবমিষার উদ্রেক। বমনের বেগে শ্লেষ্মা উঠে। স্তন্যপায়ী শিশু স্তন্য সহ্য করিতে পারে না, পান মাত্র বেগের সহিত উঠিয়া যায় এবং পরে শিশু দুর্ব্বলতা বশতঃ নিদ্রালু হয়। প্রচণ্ড বেগে ছানা বাঁধা দুগ্ধ ও পনীরবৎ পদার্থের বমন।

উদর।—উদরশূলে বমন ও শিরোঘূর্ণন হয় এবং দৌর্ব্বল্য জন্মে।

চিকিৎসা।

বমন বা ভমিটিং।—শিশুদিগের বমন নিবারণের পক্ষে ইহা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া গণ্য। ইহাতে শিশু বেগের সহিত সবুজ বর্ণের অতি বৃহৎ দুগ্ধচাপের বমনান্তর দুর্ব্বলতা বশতঃ নিদ্রিত হইয়া

banglabooks.in

পড়ে কিন্তু কিছুকাল পরেই ক্ষুধায় নিদ্রাভঙ্গ হয় এবং দুগ্ধ পান করিলেই পূর্ব্ববৎ বমন হইয়া যায়। বিবমিষা বর্ত্তমান থাকায় শিশুর মুখাকৃতির আকৃষ্টবৎ দৃশ্য।

দন্তোদ্গমবিকারেও ইথুসা অবস্থাবিশেষে আমাদিগের সাহায্যকারী ঔষধ। দন্তমাড়ি স্ফীত ও লোহিত বর্ণ হইলে যদি উপরি উক্ত বৃহৎ দুগ্ধ চাপের বমন হয়, তাহাতে ইহা অতি শীঘ্র শিশুর রোগারোগ্য সাধনে সমর্থ।

২। ইন্যান্থি ক্রকেটা (Œnanthe Crocata)।

উপচয় ;—জলসংস্পর্শে ইহার সকল লক্ষণেরই বৃদ্ধি।

তুলনীয় ঔষধ ;—এগারি, সিকু, ষ্ট্রাম, হাইড্রসা এসি।

সাধারণ ক্রিয়া ;—আম্বেলিফেরি জাতীয় অধিকাংশ ঔষধই বিষগুণ বিশিষ্ট হইলেও ইন্যান্থি ক্রকেটা ক্ষীণতর বিষ গুণযুক্ত বস্তু। ইহা মস্তিষ্কমেরুমজ্জেয় স্নায়ুমণ্ডলে অতি প্রবল ক্রিয়া প্রকাশ করায় মৃগীবৎ আক্ষেপ এবং মেডুলা অব্লঙ্গেটা ও তৎসন্নিহিত স্নায়ু পদার্থের প্রদাহ এবং কোমলতা উৎপন্ন করে।

লক্ষণ।

মন ;—অতিশয় মত্ততা বশতঃ উন্মত্তবৎ প্রচণ্ড প্রলাপ; উন্মাদ রোগ। হঠাৎ এবং সম্পূর্ণ অচৈতন্য।

স্নায়ু ;—মৃগীবৎ আক্ষেপ। ভয়াবহ সর্ব্বাঙ্গীন আক্ষেপান্তে অচৈতন্য অথবা গভীর নিদ্রা। সর্ব্বাঙ্গীন আক্ষেপ বা কন্ভাল্সনকালে শিরোঘূর্ণন, উন্মত্ততা, বিবমিষা, বমন, অজ্ঞানতা ও মুখমণ্ডলপেশীর আক্ষেপ বশতঃ মুখের অলীক হাস্যভাব বা "রাইসাস্ সার্ডনিকাস্" এবং চক্ষুগোলক ঊর্দ্ধঘূর্ণিত ও তারা বিস্তৃত। হঠাৎ কন্ভাল্সন্,

banglabooks.in

হনুস্তম্ভ এবং জিহ্বা দংশনের পর সম্পূর্ণ অচৈতন্যাবস্থা। আক্ষেপ কালে মুখ স্ফীত ও নীলাভ; মুখ এবং নাসারন্ধ্র হইতে শোণিত মিশ্রিত বুদ বুদ নির্গত; আক্ষেপিক শ্বাসপ্রশ্বাস; অজ্ঞানতা; নাড়ীর ক্ষীণতা এবং প্রভূত দুর্ব্বলতা।

চিকিৎসা।

কাসি;—বক্ষের নিম্নভাগে শ্লেষ্মার ঘড় ঘড়ি ও গুড়গুড়িযুক্ত খুক্‌খুক্ কাসি **ইন্যান্থি** দ্বারা আরোগ্য হওয়ার বিষয় ডাং এলেন্ উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাহাতে ঘন এবং বুদ্‌বুদ্‌যুক্ত গয়ার নিষ্ঠ্যূত হইয়াছিল।

মৃগীরোগ বা এপিলেপ্‌সি;—**ইন্যান্থি ক্রকেটা** লক্ষণে যেরূপ সুস্পষ্ট মৃগীরোগের প্রতিকৃতি প্রাপ্ত হওয়া যায় তদ্রূপ অন্য কোন ঔষধেই দৃষ্টিগোচর হয় না। ইহার বিবলক্ষণের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে হৃদয়ঙ্গম হইবে যে, ইহা বহুবিধ মৃগীরোগে প্রযোজ্য হইতে পারে। সম্পূর্ণ চৈতন্যের লোপ, মুখের স্ফীতি এবং বুদ্‌বুদ্‌যুক্ত এবং ঘোর বর্ণ মুখ এবং চক্ষুতারকার অসম পার্শ্ব বিস্তৃতি, এবং আক্ষেপাবস্থায় হনুস্তম্ভ ও অঙ্গসীমার শীতলতা প্রভৃতি ইহার পরিচায়ক লক্ষণ বলিয়া পরিগণিত।

ডাং ট্যাল্‌কট্ ইহার বহুল ব্যবহারে যেরূপ উপকার দর্শন করিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল—

১। শতকরা ৪০ হইতে ৫০ সংখ্যক রোগীর ফিটের প্রবলতার হ্রাস হয়।

২। কন্‌ভাল্‌সনের গুরুত্ব কমিয়া যায়।

৩। ফিটের পূর্ব্বের উন্মাদবৎ লক্ষণের হ্রাস হয়।

banglabooks.in

৪। ফিটের পরের নিদ্রাহীনতা, অজ্ঞানতা এবং অবসাদ-ভাবের হ্রাস হয় এবং দুর্ব্বলতার লক্ষণ অধিককাল স্থায়ী হয় না।

৫। ইগ্নাশি দ্বারা চিকিৎসিত রোগী পূর্ব্ববৎ উত্তেজনাপ্রবণ, সন্দিগ্ধচিত্ত এবং দোষ অনুসন্ধিৎসু থাকে না।

৬। রোগীকে সহজে শুশ্রূষাদি যত্ন করা যায়।

ডাঃ ডিউই মৃগী রোগে ইগ্নাশি ক্রোকেটার সম্বন্ধে যে বহুদর্শিতা লাভ করিয়াছেন তাহার ফল এই যে ইহার ৩x অথবা ৬x ক্রম মূল অরিষ্ট অপেক্ষা অধিকতর ফলপ্রদ এবং ইহা দ্বারা আরোগ্য রোগীর সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। ভীতি অথবা অন্যবিধ মানসিকভাববৈপরীত্য জনিত মৃগীরোগে ফিট্‌পরম্পরার আক্রমণ দ্রুত গতিতে হইলে, এবং "পেটিট মল" বা মৃদু অপস্মার, যাহাতে রোগী মুহূর্ত্তকালের জন্য চেতনাহীন থাকিয়া অচিরাৎ অবলম্বিত কার্য্য দ্বারা পুনরারম্ভ করে, তাহাতে আর্টিমিসিয়া ভল্‌গারিস্ দ্বারা বিশেষ ফললাভ হয়। আর্টিমিসিয়া এব্‌সিন্থিয়াম্ এবং সোলেনাম্ কেরলিনেন্‌স্ দ্বারাও কতিপয় মৃগীরোগ আরোগ্য হইয়াছে। ডাঃ ইমন্‌স্ পেমের মতে সোলেনাম্ দ্বারা মৃগীরোগের ফিটের সংখ্যার আশ্চর্য্য হ্রাস হইয়া থাকে। ডাঃ হেল্‌বার্টও ইহার প্রশংসা করিয়াছেন। বিষাদলক্ষণ ইহার প্রদর্শক।

ভার্বিনা হেষ্টেটা—ইহাও মৃগীরোগে উপকারী, কিন্তু ইহার কোন প্রদর্শক লক্ষণ দৃষ্ট হয় না।

ইণ্ডিগো—বোষ্টনের ডাঃ কব্বি ইহার বিশেষ প্রশংসা করেন।

৩। ইরিঞ্জিয়াম্ একয়াটিকাম্ (Eryngium Aquaticum)।

সাধারণ ক্রিয়া।—জননেন্দ্রিয়ে ইরিঞ্জিয়াম একয়াটিকামের প্রধান ক্রিয়া হওয়ায় ইহা কামেচ্ছার অবসাদ এবং সঙ্গমশক্তির দুর্ব্বলতা

banglabooks.in

উৎপন্ন করে। ইহা শ্বাসযন্ত্র এবং মূত্রযন্ত্রপথের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি আক্রমণ করায় তাহাদিগের উত্তেজনা ও প্রতিশ্যায়িক প্রদাহ জন্মে।

লক্ষণ।

শ্বাসযন্ত্র।—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র থ্যাক্‌থেকে কাসি হইলে সাদাটে পীত বর্ণের ঘন ও সূত্রাকার ও অত্যল্প শ্লেষ্মা উঠে।

মূত্রযন্ত্র।—পুনঃ পুনঃ মূত্রত্যাগেচ্ছার সহিত অত্যল্প পরিমাণে মূত্র-ত্যাগকালে মূত্রনালীতে জ্বালা এবং জ্বালাযুক্ত চন্‌চনি।

জননেন্দ্রিয়।—কামেচ্ছার লোপের পর তাহা পুনরুত্তেজিত হইলে রোগী অশ্লীল স্বপ্ন দেখে এবং স্বপ্নদোষ হয়; সামান্য কারণেই রেতঃস্খলন হইয়া যায়।

চিকিৎসা।

শুক্রমেহ বা স্পার্ম্যাটরিয়া।—রেতঃ সম্বন্ধীয় দৌর্ব্বল্যেই ইরিজিয়াম্ একুয়াটিকামের প্রধান প্রয়োগিতা। অতিরিক্ত হস্তমৈথুন জন্য রোগে ইহা বিশেষ ফলপ্রদ বলিয়া গণ্য। দিবস এবং রজনী যে কেন সময়ে লিঙ্গোত্থান ব্যতীতই সামান্য কারণে শুক্রক্ষরণ।

মূত্রস্থালী এবং বায়ুনালীর (Bronchi) **প্রতিশ্যায় রোগেও** ইহার ফলবত্তা শ্রুত হওয়া যায়।

৪। এসাফিটিডা (Asafœtida)।

সম্বন্ধ।—এসাফিটিডার কার্য্যপ্রতিষেধক—কষ্টিক, ক্যাক্ষ, চিনা, মার্ক, পাল্‌স্। ইহার অপব্যবহার হইলে বৈদ্যুতিক

banglabooks.in

স্রোত বা ইলেক্‌ট্রিক কারেণ্ট প্রয়োগ তাহার কুফল সংশোধন করিতে পারে।

এসাফিটিডা যাহার কার্য্যপ্রতিষেধক—মার্ক, পাল্‌স্।

সাধারণ ক্রিয়া ;—এসাফিটিডার ক্রিয়া বিশেষভাবে স্ত্রী-জননেন্দ্রিয় এবং শ্বাসযন্ত্র সংস্পৃষ্ট স্নায়ুমণ্ডলে প্রকাশিত হওয়ায় যে সকল রোগলক্ষণ জন্মে তাহা অণ্ডাধারের উত্তেজনা, গুল্মবায়ু, তাণ্ডব এবং এজমা বা হাঁপানি প্রভৃতি রোগের ছায়া স্বরূপ প্রতীয়মান হয়। ইহা গণ্ডমালাধাতুগ্রস্ত, শ্লেষ্মাপূর্ণ, স্থূলকায় এবং অসাবধান শিশুদিগের রোগের পক্ষে উপযোগী এবং অবস্থাবিশেষে গ্রন্থিবিবৃদ্ধি, স্নায়ুশূল এবং অস্থিরোগ প্রভৃতি আরোগ্য করে।

লক্ষণ।

মন ;— দুর্ম্মতি বা বদ্‌খেয়াল ; খিট্‌খিটে ; আশঙ্কান্বিত।

মস্তক ;—ললাটপ্রদেশ অভ্যন্তর হইতে বহির্দ্দেশাভিমুখে চাপিত করার ন্যায় বেদনা। ললাটের বাম পার্শ্বের উচ্চতর স্থানের গভীর দেশে একটি মাত্র সূচি বিদ্ধ হওয়ার ন্যায় বেদনা। মস্তক বা ললাট পার্শ্বে আকৃষ্টতাসহ ছিপি বসানের ন্যায় বেদনা ; অধিকাংশ স্থলে বাম পার্শ্বে। দক্ষিণ কর্ণের উর্দ্ধের আকৃষ্টতা, সূচিবেধের ন্যায় বেদনায় পরিবর্ত্তিত।

স্নায়ু ;—গুল্মবায়ুবৎ লক্ষণ জন্মিলে গলাভ্যন্তর ও অন্ননালী প্রদেশে অত্যন্ত কষ্ট। পেশীর আনর্ত্তন ও ঝাঁকি। তাণ্ডব রোগবৎ লক্ষণ। শরীরাকার কুৎসিৎ।

বেদনায় অসাড়তা জন্মে। পেশীতে জ্বালাযুক্ত, চাপবৎ ও খোঁচার ন্যায় বেদনা। শরীর চূর্ণ করার ন্যায় বেদনার রজনীতে বৃদ্ধি। সম্পূর্ণ শরীরেই অত্যধিক গুরুত্ব। সূক্ষ্মাগ্র কাষ্ঠখণ্ড বেঁধার ন্যায় বেদনা।

banglabooks.in

চক্ষু ;—উপদংশ জন্য উপতারার প্রদাহ জন্মিলে রজনীতে মস্তকের চতুর্দ্দিকে দপ্‌দপানি বেদনা। চক্ষুর কালা ক্ষেত্রের বা কর্ণিয়ার উপরি ভাগে অতি বিস্তৃত ক্ষত হওয়ায় জ্বালা, খোঁচানি অথবা অভ্যন্তর হইতে বহির্দ্দিগাভিমুখীন চাপবৎ বেদনার বিশ্রামে এবং চাপে উপশম। দক্ষিণ চক্ষু চুলকায়। চক্ষুগোলক জ্বালা করে। চক্ষুর ঊর্দ্ধপ্রদেশে পাশাপাশি ভাবে চিমটি কাটা ও আকৃষ্টবৎ বেদনা। ভ্রূর-ঊর্দ্ধে গর্ত্ত করার ন্যায় কঠিন বেদনা।

নাসিকা ;—নাসিকা হইতে দুর্গন্ধ স্রাবের নিঃসরণ, নাসিকাস্থি স্ফীত ও প্রদাহযুক্ত ; অস্থিক্ষত জন্মে।

শ্বাসযন্ত্র ;—বক্ষের আক্ষেপিক আকৃষ্টতা থাকায় বোধ হয় যেন ফুস্‌ফুস্ সম্পূর্ণরূপে বিস্তৃত করা যাইবে না। বক্ষের যন্ত্রণাদায়ক চাপবৎ এবং কন্‌কনানি বেদনা। বক্ষের অভ্যন্তর হইতে বাহিরাভিমুখীন চাপবোধ।

হৃৎপিণ্ড ও নাড়ী ;—উপবেশনকালে থর থর হৃৎকম্প এবং ক্ষুদ্র নাড়ী, ত্বরিত গতিবিশিষ্ট ও অনিয়মিত থাকে।

গলাভ্যন্তর ;—মুখ, গলাভ্যন্তর এবং অন্ননালীর শুষ্কতা। আমাশয় হইতে গলাভ্যন্তরে একটি গোলাকার পিণ্ড উত্থিত হওয়ার অনুভূতি হইলে রোগী বারম্বার গলাধঃকরণ ক্রিয়া দ্বারা তাহা অধঃ রাখিবার চেষ্টা করিতে বাধ্য এবং সময়ে সময়ে তাহাতে শ্বাসকষ্ট জন্মে ; অপস্মার বায়ুর গুল্ম। অন্ননালীতে অনুভূতি জন্মে যেন তাহার তরঙ্গায়িতগতি (Peristaltic motion) অধঃ হইতে ঊর্দ্ধদিকে হইতেছে।

আমাশয় ;—আমাশয়োর্দ্ধের কোটরস্থানে স্পন্দন। আমাশয় ও অন্ত্রের স্ফীতি জন্মিলে বোধ হয় যেন অন্ননালীর আক্ষেপিক ক্রিয়া বশতঃ তরঙ্গায়িতগতি উল্টা দিকে হইতেছে। উদ্‌গার রশুনের ঘ্রাণযুক্ত এবং কটু, তীব্র অথবা পচা আস্বাদযুক্ত। উদ্গার উঠে কিন্তু বাতকর্ম্ম মোটেই হয় না।

banglabooks.in

উদর ;—অত্যন্ত উদরস্ফীতি। আমাশয়প্রদেশে ও সমগ্র উদরে আঘাত প্রাপ্ত হওয়ার ন্যায় পূর্ণতা বোধ হইলে আমাশয়ে পূর্ণতা থাকে এবং উদ্গার উঠে। উদরপেশী অভ্যন্তর দিকে আকৃষ্ট হইলে উদরপার্শ্বে কন্‌কন্ করে। উদরে কামড়ানি বেদনা হইলে বায়ু নির্গত হয়। শৈত্যসংস্পর্শ হওয়ার ন্যায় উদরে বেদনা হইলে বোধ হয় যেন উদরাময় জন্মিবে এবং তাহাতে কাকের ন্যায় অতি ক্ষুধার উৎপত্তি।

মূত্রযন্ত্র ;—মূত্র উষ্ণ এবং নাসিকায় জ্বালাযুক্ত চন্‌চনিভাব-উৎপাদক ঘ্রাণবিশিষ্ট।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয় ;—জরায়ু প্রদেশে প্রসববেদনার ন্যায় বেদনা হইলে তাহা কর্ত্তন করা ও ঠেলামারার প্রকৃতি ধারণ করে। প্রচুর, ঈষৎ সবুজ, পাতলা এবং দুর্গন্ধ শ্বেতপ্রদর। জননেন্দ্রিয়ের স্ফীতি এবং প্রদাহ।

ত্বক্ ;—উচ্চ ও কঠিন পার্শ্ববিশিষ্ট, স্পর্শাসহিষ্ণু এবং সহজেই রক্তস্রাবের প্রকৃতিযুক্ত ক্ষতবিশিষ্ট এবং তাহা হইতে প্রচুর, ঈষৎ সবুজ, পাতলা, দুর্গন্ধ এবং কল্‌তানির ন্যায় স্রাবও নিঃসৃত হইতে পারে।

চিকিৎসা।

গুল্মবায়ুরোগ বা হিষ্টিরিয়া ;—**এসাফিটিডার** গুল্মবায়ুরোগেও অন্যান্য কতিপয় ঔষধের ন্যায় **গুল্ম বা বাতষ্ঠীলার উৎপত্তি,** বিশেষ লক্ষণ মধ্যে গণ্য করা হইয়া থাকে। অভ্যন্তর গলদেশে উপরি উক্তরূপ বায়ুর গোলার বর্ত্তমানতার অনুভূতিই **এসাফিটিডার** প্রধান লক্ষণ মধ্যে পরিগণিত। অন্ত্রের কোন প্রকার অভ্যস্ত স্রাব রোধ ঘটিলেও যে, এইরূপ বায়ুরোগের লক্ষণ উৎপন্ন হয় তাহা শিক্ষার্থীদিগের স্মরণ রাখা উচিত। উদরে বায়ুসঞ্চিত হওয়া ইহার অন্যতর প্রধান লক্ষণ; তাহার ঊর্দ্ধ গতিতে

banglabooks.in

শ্বাসকষ্ট উপস্থিত হয়। ফলতঃ আমাশয় হইতে এই উৰ্দ্ধগামী বায়ু গলদেশে উত্থিত হওয়াতেই উপরি উক্ত গুল্মের অনুভূতি, এবং অধিকতর আহার ও শরীর চালনায় তাহার বৃদ্ধি। ইহা একরূপ ফাটিয়া যাওয়ার ন্যায় অনুভূতি, বোধ হয় যেন সকলই বেগে ফাটিয়া মুখ দিয়া বাহির হইয়া যাইবে। উপরিউক্ত কারণেই গুল্মবায়ুঘটিত উদরশূলে **এসাফিটিডা** দ্বারা উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়।

ম্যাগ্নেসিয়া মিউরিয়েটিক—উপরি উক্ত ঔষধের কোন কোন লক্ষণ **ম্যাগ্নে মিউতেও** দৃষ্ট হইয়া থাকে। তাহাতেও বায়ু সঞ্চিত হয় এবং বলের আকারে তাহা গলদেশে উঠিলে শ্বাসরোধের উপক্রমের উদ্গারে উপশম থাকে। **এসাফিরোগী** অনবরত গিলিয়া গোলা নিম্নে রাখিবার চেষ্টা করে এবং তাহাতেই তাহার শ্বাসকষ্ট বৃদ্ধি পায়। **এসাফি** রোগী অত্যন্ত অস্থির ও উৎকণ্ঠাযুক্ত এবং তাহার মানসিক লক্ষণ পরিবর্ত্তনশীল। ইহাতে পেশীর ঝাঁকি ও আনর্ত্তন দৃষ্ট হয় এবং সম্পূর্ণ শরীর অস্বাভাবিকরূপে স্পর্শাসহিষ্ণু থাকে। কোন প্রকার স্রাবরোধ বশতঃ গুল্মবায়ু রোগে প্রায়শঃ **এসাফি** প্রদর্শিত হয়। গলদেশের লক্ষণের প্রাধান্য সর্ব্ব স্থলেই ইহার প্রদর্শক বলিয়া গণ্য।

চক্ষু প্রদাহ—আইরাইটিস্ বা উপতারা-প্রদাহ।—**এসাফিটিডা** চক্ষুর প্রদাহ উৎপন্ন করিয়া থাকে। পারদের অপব্যবহার, বিশেষতঃ উপদংশরোগে পারদের অপব্যবহার জন্য আইরাইটিস্‌রোগ সহ চক্ষুর চতুর্দ্দিকের অস্থিতে জ্বালা, দপ্‌দপানি বেদনা এবং টাটানি থাকিলে **এসাফি** দ্বারা উপকার পাওয়া যায়। এস্থলে **অরাম** ইহার সহিত তুলনার যোগ্য। তাপে **অরামের** এবং চক্ষুগোলকে চাপ দিলে **এসাফির** রোগের উপশম হয়।

banglabooks.in

অস্থিরোগ—অস্থিক্ষয় বা কেরিজ্;—অস্থিক্ষত-রোগে দুর্গন্ধস্রাব এবং ক্ষতের চতুর্দ্দিকে অসহনীয় টাটানি থাকিলে **এসাফিটিডা** তাহা আরোগ্য করিতে সক্ষম। ইহাতে টিবিয়া বা জঙ্ঘার বৃহত্তর অস্থির ক্ষতের এতাদৃশ টাটানি হয় যে, রোগী তদুপরি ঔষধাদির প্রয়োগও সহ্য করিতে পারে না।

ষ্ট্রনশিয়ানা কার্ব্বনিকা—লঙ্গ বোন্স্ বা দীর্ঘাস্থির ক্ষতরোগে ক্ষয়োৎপাদক উদরাময় জন্মিলে **ষ্ট্রন্শিয়ানা** উপকারী। ইহার অস্থিক্ষতের স্রাব সহ অস্থিখণ্ড নির্গত হয়।

ষ্টিলিঞ্জিয়া—দীর্ঘাস্থির উপদংশজ অস্থিবেষ্ট ঝিল্লি এবং অস্থি-প্রদাহরোগে যন্ত্রণাদির রজনীতে এবং সিক্ত দিনে বৃদ্ধি হইলে ইহা দ্বারা সুফল দর্শে। নাতিপুরাতন বা দ্বিতীয়াবস্থার উপদংশজ আব বা নোড রোগ (node) আরোগ্যে ইহা মহৌষধ।

উপদংশ রোগ বা সিফিলিস্;—পায়ের নলির বা শিন্‌বোনের (shin bone) উপদংশ রোগে রজনীতে বেদনা হইলে **এসাফিটিডা** উপকারী। পায়ের নলিতে ক্ষত হইলে স্পর্শা-সহিষ্ণু বেদনা জন্মে এবং তাহা হইতে পাতলা, দুর্গন্ধ পূয়নিঃসরণ হয়। উপদংশজ অস্থিক্ষত ও অস্থিমৃত্যু বা নিক্রোসিস্‌রোগে রজ-নীতে অত্যধিক বেদনা থাকিলে **এসাফি** প্রয়োগের আবশ্যকতা জন্মে।

মেজিরিয়াম—উপদংশরোগে রজনীতে অস্থির বেদনা হইলে তন্নিবারণে ইহা অতি মূল্যবান ঔষধ; পায়ের নলীর অস্থিবেষ্ট-ঝিল্লির উপদংশজ প্রদাহে, আক্রান্ত স্থান স্ফীত হয় ও তাহার চতুষ্পার্শ্বস্থ দেশ সামান্য স্পর্শেই অত্যন্ত বেদনাযুক্ত থাকে। উপদংশজ স্নায়ুশূল এবং পূযগুটিকাতেও ইহা উপকারী।

ষ্টিলিঞ্জিয়া—অধিকাংশ স্থলে দীর্ঘাস্থির অতি কঠিন বেদনায়

banglabooks.in

এবং পায়ের নলীর ও মস্তকের অস্থির অর্ব্বুদ বা নোডের ভয়াবহ যন্ত্রণায় ইহা উপকারী।

৫। কানায়াম্ (Conium)।

প্রতিনাম ;—কনায়াম্ ম্যাকুলেটাম্।

প্রয়োগরূপ ;—টাটকা চারাগাছের অরিষ্ট বা টিংচার।

সম্বন্ধ ;—কনায়াম যাহার কার্য্যপ্রতিষেধক—নাই এসি। কনায়ামের যাহা কার্য্যপ্রতিষেধক—কফিয়া, নাই এসি, নাই স্পিডাল্।

সাধারণ ক্রিয়া ;—কনায়াম গতিপ্রদ স্নায়ুসূত্র, বিশেষতঃ তাহাদিগের সীমান্ত প্রদেশের, আক্রমণ দ্বারা পক্ষাঘাতিক অবস্থা উৎপন্ন করে। ইহা মস্তিষ্কের অসাড়তা উৎপন্ন করায় শিরোঘূর্ণন, চক্ষুতারকার বিস্তৃতি এবং সর্ব্বাঙ্গীন আক্ষেপ পর্য্যন্ত জন্মে। গ্রন্থিমণ্ডলে ইহার বিশেষ কার্য্য হওয়ায় তাহার রক্তপূর্ণতা, দড়কচড়াভাব এবং গ্রন্থির উপাদানের যান্ত্রিক পরিবর্ত্তন সংসাধিত হয়। গ্রন্থিতে শেষোক্ত প্রকার কার্য্য হওয়ায় গ্রন্থির গণ্ডমালাবিকারে এবং কর্ক্কট বা ক্যান্সার রোগে ইহাদ্বারা আমরা মহদুপকার পাইয়া থাকি। কনায়াম্ ঔষধের বিশেষত্ব এই যে, ইহা বৃদ্ধ, বিশেষতঃ বৃদ্ধ পুরুষ, কঠিনশরীর এবং গণ্ডমালা ও কর্ক্কটরোগগ্রস্ত ব্যক্তির এবং যে সকল শিশুর অকালবৃদ্ধত্ব জন্মিয়াছে তাহাদিগের রোগে উপযোগী।

লক্ষণ।

মন ;—প্রলাপ। কুস্বভাববিশিষ্ট বা বদ্ মেজাজী এবং দুঃখিত মানসিক ভাব। চিত্তোন্মত্ততা ঘটিত অবসাদ এবং ঔদাসীন্য। মানসিক চেষ্টা রক্ষা করিয়া যাওয়ার অসামর্থ্য। স্মরণশক্তিহীনতা। কার্য্যে প্রবৃত্তি-

banglabooks.in

হীনতা। বুদ্ধিহীনতা; পঠিত বিষয় বুঝিতে কষ্ট। মনুষ্যসঙ্গ করিতে অথবা তাহাদিগের কথা শুনিতে অনিচ্ছা। তাহাদিগকে ভৎসনা করার প্রবৃত্তি।

মস্তক ;—প্রাতঃকালে শয্যা হইতে গাত্রোত্থানে, ভ্রমণ কালে, বিশেষতঃ শয়নে ও শয্যায় পার্শ্বপরিবর্ত্তনকালেও শিরোঘূর্ণন। মস্তকে গুরুত্ব। ভ্রূপ্রদেশে ও নাসিকামূলে অবিশ্রান্ত বিশৃঙ্খলভাব। মস্তকে সূচিবেঁধার ন্যায়, ফাটিয়া যাওয়ার ন্যায় এবং ছুরিকাঘাতাদির ন্যায় নানাবিধ বেদনা।

স্নায়ু ;—সর্ব্বাঙ্গীন কম্প। সর্ব্বাঙ্গীন আক্ষেপে শ্বাসরোধের আশঙ্কা। সহজেই শ্রান্তি। ভ্রমণকালে হঠাৎ শক্তিহানি ঘটিলে উপবেশনের ইচ্ছা। আক্ষেপ ব্যতীতই পেশীর পক্ষাঘাত। রোগী শক্তিহীন ও মূর্চ্ছার ভাবযুক্ত, অল্প ভ্রমণেই যেন পক্ষাঘাতগ্রস্ত। প্রত্যূষে শয্যায় থাকিতে পীড়িত ও মূর্চ্ছার ভাব বিশিষ্ট; মূর্চ্ছার আক্রমণ।

মুখমণ্ডল ;—মৃদ্বর্ণ ও শীতাভ; পাণ্ডুর; ঘোর লোহিত ও স্ফাত। রজনীতে মুখে হুলবেধ ও ছিন্নবৎ বেদনা। মুখমণ্ডলোপরি সিক্ত এবং বিস্তারশীল দদ্রু। ওষ্ঠে জ্বালা ও তীরবেধবৎ বেদনা, হনুনিম্ন বা সাবম্যাক্‌লারিগ্রন্থি স্ফীত ও কঠিন।

চক্ষু ;—দৃষ্টিদৌর্ব্বল্য। চক্ষুর দুর্ব্বলতা ও ঝলসান ভাব হইলে শিরোঘূর্ণন এবং দৌর্ব্বল্য, বিশেষতঃ হস্ত এবং পদের দুর্ব্বলতা, রোগী চলিতে মাতালের ন্যায় টলে। চক্ষুতে জ্বালা। কনীনিকার বিস্তৃতি। চক্ষুপত্রের ঊর্দ্ধপ্রদেশ জ্বালা করে। চক্ষুর শুভ্র ক্ষেত্র পীতাভ। চক্ষুপত্র ভার বস্তু দ্বারা চাপিত হওয়ায় যেন কষ্টে উত্তোলন করিতে পারা যায় এবং নিদ্রা যাইবার আবশ্যকতা জন্মে। রোগী ধীরতা সহ চক্ষু ভিন্ন ভিন্ন দৃশ্যের জন্য উপযোগী করিয়া লয়।

banglabooks.in

কর্ণ;—কর্ণে টং টং, গুণ গুণ এবং উচ্চ রব প্রভৃতি। কর্ণে এবং কর্ণের চতুর্দ্দিকে সূচিবেধবৎ বেদনা। নাক ঝাড়িলে তাহা বন্ধ থাকার ন্যায় বোধ। কর্ণমল রক্তের ন্যায় লাল।

শ্বাসযন্ত্র;—নাসিকা হইতে রক্তস্রাব। স্বরযন্ত্রের অভ্যন্তরে কোন শুষ্ক স্থান বিড়বিড় করায় প্রায় অবিশ্রান্ত শুষ্ক কাসির উত্তেজনা। প্রচণ্ড, আক্ষেপিক শুষ্ক কাসি প্রায়ই কেবল দিবসে অথবা রজনীতে প্রথম শয়নকালে হইয়া থাকে। উপবিষ্টাবস্থায় ষ্টার্ণাম বা বুকাস্থি হইতে পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত কোন ধারাল অস্ত্র ঋজুভাবে বক্ষভেদ করিয়া সবলে প্রবেশ করার ন্যায় বেদনা। ভ্রমণকালে প্রত্যেক শ্বাসগ্রহণে দক্ষিণ বক্ষের স্তন সন্নিহিত স্থানে প্রচণ্ড সূচিবেধবৎ বেদনায় হস্ত দ্বারা গুরু চাপ দিলে উপশম।

হৃৎপিণ্ড;—হৃৎকম্প; স্পন্দন ক্ষণলোপবিশিষ্ট। কিছু পান করিলে প্রচণ্ড হৃৎকম্প। নাড়ীস্পন্দন পরস্পর অসমশক্তিবিশিষ্ট এবং কখন কখন তাহার স্পন্দনের নিয়মও ভঙ্গ হয়; দ্বি-পত্র বা মাইট্রাল হৃৎকপাটের অসম্পূর্ণতা।

মুখাভ্যন্তর;—টন্‌সিলগ্রন্থির প্রদাহ। জিহ্বার পক্ষাঘাত হওয়ায় কথা কহিতে কষ্ট।

গলাভ্যন্তর;—গলা চুলকাইলে কাসির উদ্রেক।

উদর;—বাম কুক্ষিতে সূচিবেধবৎ বেদনা। নিম্নোদরে প্রসবান্তিক বা ভাদালির বেদনার ন্যায় সংকোচক বেদনা হওয়ায় মলবেগ উপস্থিত হয়।

মলত্যাগ;—পুনঃ পুনঃ নিষ্ফল মলবেগ। কোষ্ঠবদ্ধ। প্রত্যেকবার মলত্যাগের পর সকম্প দৌর্ব্বল্য।

banglabooks.in

মূত্রযন্ত্র ;—রজনীতে বারম্বার মূত্রস্রাব। মূত্রত্যাগান্তে মূত্র ঝরিতে থাকে। মূত্রত্যাগকালে ও তাহার পরে জ্বালা হয়। মূত্রস্রোতের হঠাৎ অবরোধ ঘটে এবং অল্পকাল রুদ্ধ থাকার পর তাহা পুনরায় বহিতে আরম্ভ করে।

পুংজননেন্দ্রিয় ;—লিঙ্গোত্থানরহিত কামেচ্ছা স্ত্রীলোকের সঙ্গে কৌতুক করিতে করিতেও রেতঃক্ষরণ। লিঙ্গাগ্রত্বকের চুলকনা হইলে কামবিষয়ক চিন্তা ব্যতীতই শরীরাবস্থাপনের প্রত্যেক পরিবর্ত্তনে শুক্রস্খলন হয়। অণ্ডকোষের স্ফীতি।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয় ;—যোনির গভীর স্থানে কঠিন চুলকনা। শ্বেতপ্রদরস্রাবের পূর্ব্বে কটিদেশের দুর্ব্বলতা এবং পক্ষাঘাতের অনুভূতি; কটির উভয় পার্শ্ব হইতে প্রসববেদনার ন্যায় সংকোচক বেদনা আসিলে ঘন দুগ্ধের ন্যায় স্রাব; শুভ্র ও তীব্র শ্লেষ্মাস্রাবে জ্বালা উপস্থিত করে। ঋতুরোধ ঘটে অথবা ঋতু বিলম্বে হয়। জরায়ু, অণ্ডাধার এবং স্তনের দড়কচড়াভাব। ছুরিকাঘাতবৎ বেদনা। ঋতুস্রাবের পূর্ব্বে স্তনের টাটানি ও স্ফীতি। কামেচ্ছার প্রবলতা জন্মিলে স্তন কুঁচকিয়া যায়। বাম স্তনে সূচিবেধবৎ বেদনা। অন্তঃসত্ত্বাবস্থায় ভয়াবহ বিবমিষা ও বমন। স্তনে অর্ব্বুদ জন্মিলে বিদ্ধবৎ বেদনার রজনীতে বৃদ্ধি হয় এবং গ্রন্থি স্পর্শে বেদনাযুক্ত থাকে।

পৃষ্ঠ ;—অংসফলকাস্থিদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থানে বেদনা। দণ্ডায়মানাবস্থায় কটিপশ্চাদ্দেশে সূচিবেধবৎ বেদনা হইলে কটিকশেরুকাস্থির মধ্য দিয়া আকৃষ্টতা বোধ।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ;—সকল অঙ্গেরই কম্প। হস্তাঙ্গুলিপৃষ্ঠের চুলকনা। অঙ্গাদি চালনা করিতে কষ্ট; রোগী চলিতে পারে না। দৌর্ব্বল্যের অনুভূতি হওয়ায় ভ্রমণকালে দক্ষিণ উরুর কম্পও হইতে পারে। প্রথমে নিম্নাঙ্গের এবং পরে উর্দ্ধাঙ্গের পক্ষাঘাত জন্মে।

banglabooks.in

চিকিৎসা।

বিষাদোন্মত্ততা বা হাইপকণ্ড্রিয়াসিস ;—কাম-প্রবৃত্তির অপরিমিত পরিতৃপ্তি সাধন অথবা অবিবাহিতাবস্থায় শুক্রধারণের চেষ্টা **কনায়ামের** বিষাদোন্মত্ততা বা মানসিক অবসাদবায়ুর কারণ। ইহার ক্রিয়ায় আমরা অবসাদবায়ুর সম্পূর্ণ প্রতিকৃতি দেখিতে পাই। রোগী যাহার পর নাই দুঃখভারাক্রান্ত বোধ করে।

জিঙ্ক অক্সাইড—ইহা **কনায়ামের** তুল্য ঔষধ। প্রভেদ এই যে **কনাই** সম্পূর্ণরূপ অবসাদকর, **জিঙ্কাম** উত্তেজনা-মিশ্রিত অবসাদকর ভাবের ঔষধ।

শিরোঘূর্ণন বা ভার্টিগো ;—বৃদ্ধ এবং অত্যধিক তাম্র-কুটসেবী ব্যক্তিদিগের শিরোঘূর্ণনরোগে **কনায়াম** উপযোগী ঔষধ। মস্তিষ্কের রক্তহীনতা জন্য রোগ হইলেও স্থলবিশেষে ইহাদ্বারা উপকার হয়। এরূপ শিরোঘূর্ণনরোগগ্রস্ত ব্যক্তি কোন নির্দ্দিষ্ট পদার্থের দিকে অনিমেষ তাকাইয়া থাকিলে বোধ করে যেন তাহা চক্রবৎ ঘূর্ণিত হইতেছে। গাত্রোত্থান করিতে অথবা সিঁড়ি দিয়া নামিতে অত্যন্ত দুর্ব্বলতা নিবন্ধন নিদ্রা যাইবার প্রবৃত্তি জন্মে। মস্তিষ্কে অসাড়তা বোধ হওয়ায় অজ্ঞানবৎ অনুভূতির **শয়নাবস্থায় অথবা শয্যায় পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিতে** বৃদ্ধি হয়।

এম্ব্রা গ্রিসিয়া—বৃদ্ধদিগের স্নায়বিক শিরোঘূর্ণনে ইহা উপকারী।

আইওডিন—ইহাও বৃদ্ধদিগের মস্তিষ্কের পুরাতন রক্তাধিক্য নিবন্ধন শিরোঘূর্ণন নিবারণ করিতে সমর্থ।

কাসি বা কফ্ ;—ক্ষয়কাসের রোগী গয়ার উঠাইয়া ফেলিতে না পারায় গিলিতে বাধ্য হইলে **কনায়াম্** উপকারী। ডাং ফ্যারিংটন

banglabooks.in

বলেন "দিবাভাগের অতি যন্ত্রণাকর কাশিতে ইহা ফলপ্রদ"। ডাঃ ডিউইর মতে অতি যন্ত্রণাকর শুষ্ক কাসির শয়নে, সন্ধ্যাকালে এবং রজনীতে বৃদ্ধি হইলে ইহা উপযোগী।

হৃদ্রোগ—হৃৎপিণ্ডদৌর্ব্বল্য ;—হৃৎপিণ্ডের দুর্ব্বলতা বশতঃ নাড়ী ক্ষণে পূর্ণ ও নিয়মিত এবং পরক্ষণেই অতি কোমলস্পর্শ, দুর্ব্বল এবং অনিয়মগতি হইলে **কনায়াম্** হৃৎপিণ্ডপেশীর বলাধান করিয়া তাহার সংশোধন করিতে পারে। বৃদ্ধদিগের মধ্যে এরূপ ঘটনা অনেক সময় দৃষ্ট হইয়া থাকে। হৃৎপিণ্ডদেশে হঠাৎ ঝাঁকি অথবা ধাক্কা (Shock) উপস্থিত হইলে **কনায়াম্, জিঙ্কাম** ও **অরাম্** সহ তুলনীয় হয়।

কর্ণমূলগ্রন্থিপ্রদাহ বা মাম্পস্, প্যারটাইটিস্।—কর্ণমূলগ্রন্থিপ্রদাহে স্ফীত গ্রন্থি অত্যধিক কঠিনস্পর্শ হইলে **কনায়াম** প্রযোজ্য। রোগের উপসর্গ স্বরূপ একশিরা বর্ত্তমান থাকিলে **অরাম্** ও **ক্লিমেটিস্** তাহার ঔষধ।

কোষ্ঠবদ্ধ বা কন্ষ্টিপেশন ;—কোষ্ঠবদ্ধরোগে **নাক্স্ভ** দ্বারা সম্পূর্ণ ফললাভ না হইলে **কনায়াম্** তাহার সম্পূর্ণতা সাধন করে।

শুক্রমেহ বা স্পার্ম্মাটরিয়া ;—অপরিমিত ইন্দ্রিয়সেবা প্রযুক্ত শুক্রমেহরোগ চিকিৎসায় **কনায়াম্** সদৃশ মানসিক লক্ষণ ইহার প্রকৃষ্ট প্রদর্শক বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। ইহা অতি পরিস্ফুট চিত্তোদ্বেগলক্ষণ উৎপন্ন করে। স্বভাবতঃ উত্তেজনাপ্রবণতাবিশিষ্ট রোগী শুক্রদৌর্ব্বল্য বশতঃ অতিবিষণ্ণতাগ্রস্ত হয়। স্বাভাবিক কামেচ্ছার রোধ জন্য স্বপ্নদোষ হইলে ইহা বিশেষ ফলপ্রদ ঔষধ; অণ্ডকোষে বেদনা থাকে, সামান্য উত্তেজনার কারণ উপস্থিত হইলেই রেতঃক্ষরণ হয়। **জিঙ্কামের** ন্যায় ইহাতে কোন স্থানিক উত্তেজনা হয় না;

banglabooks.in

সিপিয়াতে শারীরিক উগ্রভাব (Erethism) জন্মিলে সহজেই শুক্র স্খলিত হয়।

মূত্রস্থলীপ্রদাহ বা সিষ্টাইটিস্।—মূত্রস্থলীর পুরাতন প্রদাহরোগে সবিরাম মূত্রনিঃসরণ হইলে **কনায়াম্** উপকার করিয়া থাকে। মূত্রস্রোত চলিতে চলিতে বন্ধ হয়, আবার চলে। ডাং ক্যারিংটন বৃদ্ধদিগের প্রষ্টেটগ্রন্থিবিবৃদ্ধি বশতঃ রোগে ইহা দ্বারা ফললাভ করিয়াছেন।

স্ত্রীরোগ—স্তনের রক্তাধিক্য; প্রদাহ; অর্ব্বুদ; কর্কট বা ক্যান্সার; আভিঘাতিক রোগ ইত্যাদি।—স্তন সহ **কনায়ামের** বিশেষ ক্রিয়াগত সম্বন্ধ আছে। এজন্য ইহা স্তনের শোণিতপূর্ণতা অতি শীঘ্র বিদূরিত করিয়া থাকে। প্রত্যেক শৈত্যাসংশ্রব নিবন্ধন গ্রন্থিপ্রদাহ জন্মিলেও ইহা তন্নিবারণে উপযোগী। স্তনাভ্যন্তরে কর্কটরোগের সন্দেহযুক্ত অর্ব্বুদ ইহার ব্যবহারে অন্তর্দ্ধান করিয়াছে। ইহাতে স্তনে বিদ্ধ করার ন্যায় বেদনার রজনীতে বৃদ্ধি হয় এবং স্তন স্পর্শে বেদনাযুক্ত থাকে। ডাং ডিউই এস্থলে ঔষধের ৩০ ক্রমের উপর নির্ভর করিতে বলেন। স্তনে হস্তমুষ্ট্যাদি দ্বারা প্রহার অথবা গুরুতর চাপ বশতঃ বিশেষ প্রকৃতির কাঠিন্য এবং যাহার পর নাই স্পর্শাসহিষ্ণু বেদনা জন্মিলেও **কনায়াম্** অধিকাংশ স্থলে তাহা আরোগ্য করিয়া থাকে। স্তন এতই বেদনাযুক্ত হয় যে রোগী তাহাতে বস্ত্রসংস্পর্শ অথবা সামান্য ঝাঁকিও সহ্য করিতে পারে না। এই সকল রোগে **স্তনে চুলকনা হওয়া কনায়ামের** অন্যতম প্রদর্শক।

গ্রন্থিরোগ—গ্রন্থিবিবৃদ্ধি; গ্রন্থির অর্ব্বুদ, কর্কট; গ্রন্থির আঘাতজ রোগ প্রভৃতি।—**কনায়ামের**

banglabooks.in

ক্রিয়ার গ্রন্থির বিবৃদ্ধি একটি সাধারণ লক্ষণ বলিয়া প্রতিপন্ন হওয়ায় রোগজ গ্রন্থিবিবৃদ্ধি বা এডিনমেটা, কর্কট বা ক্যান্সার প্রভৃতি দুষিত অর্ব্বুদ এবং পেষণ, ঘর্ষণাদি আঘাত প্রযুক্ত গ্রন্থিবিশেষের স্ফীতি ও দড়কচড়াভাব প্রভৃতি গ্রন্থিরোগে প্রযোজিত হইয়া ইহা আশানুরূপ ফল প্রদান করিয়াছে। আক্রান্ত গ্রন্থি প্রস্তরবৎ কঠিনস্পর্শ হয়। এইরূপ স্ফীতি ও কাঠিন্য সাধারণতঃ স্ত্রীলোকদিগের স্তনে ও জরায়ুতে এবং অণ্ডকোষে দেখিতে পাওয়া যায়। যদিও কখন কখন উহাতে তীরবেঁধার ন্যায় বেদনা হইতে পারে, কিন্তু প্রায়শঃ উহা বেদনাহীন থাকে। স্কিরাস-অর্ব্বুদের প্রথমাবস্থায় ইহা দ্বারা ফলাশা করা যায়। আঘাতপ্রাপ্ত গ্রন্থি প্রস্তরবৎ কঠিন হইলে ইহা তাহা আরোগ্য করিতে সক্ষম। দুর্ব্বল ব্যক্তিদিগের কোষময় বা সেলুলার ঝিল্লির দড়কচড়াভাব, শরীর দগ্ধ হওয়ার পর গ্রন্থির স্ফীতি, বিশেষতঃ স্তনগ্রন্থির বেদনাহীন অথবা ছুরিকাঘাতের ন্যায় বেদনাযুক্ত স্ফীতি প্রভৃতিতেও ইহা উপকারী। ডাং ডিউক ইহার ৩০ ক্রমেরই বিশেষ পক্ষপাতী কিন্তু তাঁহার মতে ২০০ ক্রমেও কার্য্য হইতে পারে।

অধিকাংশ স্থলে গ্রন্থির উপরি উক্ত স্ফীতি ও অর্ব্বুদাদি রোগ বেদনাহীন থাকে এবং বেদনাযুক্ত হইলেও তাহা ক্ষণস্থায়ী এবং স্থান-পরিবর্ত্তনশীল প্রকৃতিবিশিষ্ট হয় ও রজনীতে বৃদ্ধি পায়। রোগীর উত্তেজনা-প্রবণতার ভাব ইহার প্রদর্শক। **এপিথিলিওমা শ্রেণির ক্যান্সারেও** ইহা প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

কাণ্ডুরেঙ্গ—ইহা আমাশয়ের ক্যান্সাররোগে বিলক্ষণ সুখ্যাতি লাভ করিয়াছে এবং নানাপ্রকার কার্সিনমা বা কর্কট-রোগেও ইহার ১x ক্রমে ব্যবহার উপকার করিয়াছে। ক্ষতযুক্ত ক্যান্সারের ও দুষিত ক্ষতের ইহা বেদনার হ্রাসকারী ঔষধ।

banglabooks.in

ব্যারাইটা কার্ব্ব—শরীরের স্থানে স্থানে বসাময় অর্ব্বুদ বা ফ্যাটি টিউমার জন্মিলে ব্যারাইটা কার্ব্ব তাহার ঔষধ।

ফাইটোলেক্কা—ইহাতে শরীরের বসা বৃদ্ধি করার ক্ষমতা থাকায় ইহা বসাময় অর্ব্বুদ এবং স্তনের কঠিন ও বেদনাযুক্ত গুটিকাও আরোগ্য করিতে পারে।

৬। পেট্রসিলিনাম (Petroselinum.)

তুলনীয় ঔষধ।—ক্যান্থ', ক্যানা স্যাট, কপেবা।

সাধারণ ক্রিয়া।—মূত্রনালীর শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিতে পেট্রোসিলিনাম অতি পরিস্ফুট ক্রিয়া প্রকাশ করায় তাহার উত্তেজনা এবং নাতি প্রবল প্রদাহ উৎপন্ন হয়। এজন্য ইহা নাতিপ্রবল পূয়মেহ বা স্রাব একিউট গনরিয়া এবং পুরাতন পূয়মেহ বা গ্লিটরোগ চিকিৎসায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

লক্ষণ।

মূত্রযন্ত্র এবং জননেন্দ্রিয়।—মূত্রনালী হইতে দুগ্ধবৎ তরল পদার্থের স্রাব। মূত্রনালীমুখ শ্লেষ্মায় জুড়িয়া থাকে। মূত্রনালী হইতে পীতবর্ণের স্রাব হয়। মূত্রত্যাগকালে মূত্রনলী মুখসন্নিহিত নেভিকিউলার ফসা বা কোটরস্থান জ্বালা করে। মূত্রনালীর মুখসন্নিহিত নেভিকুলার ফসাতে আকৃষ্টতা ও খোঁচানি হইলে মূত্রত্যাগান্তে তাহা কর্ত্তনবৎ কামড়ানিতে পরিবর্ত্তিত হয়। সম্পূর্ণ মূত্রনালীপথে বিড়বিড়ি ও শড়শড়ি। নেভিকুলার ফসার ঠিক পশ্চাতে চাপবোধ। নেভিকুলার ফসাতে পুনঃ পুনঃ কামোদ্দীপক সুড়সুড়ি। নেভিকুলার ফসা বা মূত্রনলীমুখের নিকটস্থ বিস্তৃত প্রদেশের পশ্চাতে বিড়বিড় করিলে পুনঃ পুনঃ মূত্রত্যাগেচ্ছা জন্মে। লিঙ্গোত্থান হইলে লিঙ্গ বক্র হইয়া যায়। প্রায়শঃই শেষ রজনীতে শুক্রক্ষরণ হয়।

banglabooks.in

চিকিৎসা।

পূয়মেহ বা গনরিয়া ;—সাব একুট বা নাতিপ্রবল পূয়মেহ এবং পুরাতন পূয়মেহ বা গ্লিটরোগ মূত্রনালীর নেভিকিলার ফসা (Navicular fossa) হইতে মূত্রস্থালীর গ্রীবাদেশ পর্যান্ত আক্রমণ করায় **লিঙ্গমূলে বেদনা ও উপরি উক্ত অন্যান্য অস্বস্তিকর অনুভূতি** জন্মিলে **পেট্রোসিলিনাম** প্রযুক্ত হয়। মধ্যে মধ্যে হঠাৎ অদমনীয় মূত্রত্যাগেচ্ছা জন্মে।

৭। ফেলাণ্ড্রিয়াম একয়াটিকাম।

(Phelandrium Aquaticum.)

চিকিৎসা।

শিরঃশূল বা হেডেক্ ;—যে সকল স্নায়ু মস্তক হইতে চক্ষু মধ্যে যায় তাহাদিগের আক্রমণকারী মস্তক বেদনায় **ফেলাণ্ড্রিয়ামের** কার্য্যকারিতা দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহাতে মস্তকশীর্ষোপরি বিদীর্ণবৎ অনুভূতি জন্মে এবং চক্ষুর জ্বালা ও জলস্রাব হয়।

৮। সিকুটা ভিরসা (Cicuta Virosa.)

সম্বন্ধ ;—সিকুটা যাহার কার্য্যপ্রতিষেধক—ওপিয়াম।

যাহা সিকুটার কার্য্যপ্রতিষেধক—আর্ণি, ওপিয়াম্। অধিক মাত্রায় টুবাক।

তুলনীয় ঔষধ ;—এব্সিন্থ, একন, বেল, কনায়, কুপ্রাম্, ল্যাকেসি, হাইড্রকট।

সাধারণ ক্রিয়া ;—সিকুটা ভিরসা প্রধানতঃ **মস্তিষ্ক মেরুমজ্জায়** উত্তেজক ক্রিয়া প্রকাশ করায় ধনুষ্টঙ্কার এবং মৃগীবৎ

banglabooks.in

আক্ষেপ, হনুস্তম্ভ ও স্থানিক, প্রবল ও স্থায়ী এবং ক্ষণিক বা অস্থায়ী আক্ষেপ উপস্থিত করে। ইহার ও নাক্স ভমিকার ক্রিয়ামধ্যে অতি নিকট সম্বন্ধ থাকিলেও শেষোক্তের চৈতন্য অক্ষুন্ন থাকায় এবং প্রথমোক্তের মস্তিষ্কক্রিয়ার পক্ষাঘাত বশতঃ চৈতন্যের সম্পূর্ণ অভাব হওয়ায় উভয় ঔষধ সম্যকরূপে প্রভেদিত হয়।

লক্ষণ।

মন।—ক্রন্দন, কেঁকানি এবং বিকট স্বরে চীৎকার। উদ্ভ্রান্ত মানসিক অবস্থা, গীত গাওয়া, হাস্যোদ্দীপক পদবিক্ষেপ এবং চীৎকারে গোলমালের উপস্থিতি। মানসিক স্থৈর্য্য, সন্তুষ্টি এবং আনন্দ। মানসিক অবসাদ, বুদ্ধিহীনতা, কল্পনার অভাব এবং চৈতন্যের লোপ। দুঃখ বিষয়ক গল্পে অত্যন্ত অভিভূতি, উৎকণ্ঠার ভাব। উত্তেজিত এবং ভবিষ্যৎ বিষয়ের জন্য আশঙ্কান্বিত অবস্থা।

মস্তক।—শিরোঘূর্ণন, শরীরঘূর্ণন এবং মৃত্তিকায় পতন। মস্তকের ঝাঁকি এবং আনর্ত্তন। মস্তকপশ্চাতে কঠিন শিরঃশূল। ললাটের বহির্দ্দেশে অজ্ঞানকর বেদনার বিশ্রামকালে বৃদ্ধি। মস্তিষ্কের বিকম্পন বা কন্‌কাসন নিবন্ধন রোগ; আক্ষেপ।

স্নায়ু।—সর্ব্বাঙ্গীন আক্ষেপ বা কন্‌ভালসন হইলে রোগী অচেতন হয় এবং তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও সম্পূর্ণ শরীর ভয়াবহরূপে বক্র হইতে থাকে। কন্‌ভাল্‌সনে শরীর পশ্চাদ্দিকে বক্র হয়। মৃগীবৎ আক্ষেপ হইলে ডায়াফ্রামপেশীর প্রচণ্ড আক্ষেপ হওয়ার ন্যায় আমাশয়ের স্ফীতি, হিক্কা এবং হৃদয়বিদারক চীৎকার, মুখের রক্তিমা, হনুস্তম্ভ, জ্ঞানের অভাব এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মোচড় ও অনৈচ্ছিক মূত্র নিঃসরণ। হঠাৎ অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অনমনীয় ও চালনার অযোগ্য অবস্থা জন্মে। সামান্য স্পর্শে, দ্বারোদ্ঘাটনের শব্দে এবং উচ্চৈঃস্বরে কথা বলায় প্রবল ও স্থায়ী

banglabooks.in

আক্ষেপ। স্বপ্নসঞ্চরণ (Somnambulism), স্থির দৃষ্টি এবং জ্ঞানের আংশিক অভাব। কৃমির উপদ্রবকালে হঠাৎ শরীরের কাঠিন্য ঝাঁকি হইলে পরে শরীরের অত্যন্ত শিথিলতা এবং দৌর্ব্বল্য জন্মে। অত্যন্ত বলক্ষয় হয়।

মুখমণ্ডল ;—মুখ লোহিতবর্ণ, পাণ্ডুর এবং মৃতবৎ দৃশ্যযুক্ত। মুখের ভয়াবহ অথবা হাস্যজনক ভঙ্গি। মুখমণ্ডলপেশীর আক্ষেপ।

চক্ষু ;—কোন বস্তুর প্রতি একদৃষ্টে চাহনি। কণীনিকার বিস্তৃতি ও চেতনারাহিত্য। কণীনিকা প্রথমে সঙ্কুচিত পরে বিস্তৃত। দৃষ্ট-বস্তু দুইটি দেখায়। দৃষ্টবস্তু পর্যায়ক্রমে নিকটে আইসে ও দূরে যায়।

মুখগহ্বর ;—দন্তে দন্তে সংবদ্ধতা, হনুস্তম্ভ, দন্ত কিড়িমিড়ি। মুখে বুদ্‌বুদ উঠে।

গলাভ্যন্তর ;—বোধ যেন গলার ছিদ্র জুড়িয়া গিয়াছে, গলাধঃ-করণের ক্ষমতা থাকে না। গলাভ্যন্তরে শুষ্কতা।

আমাশয় ;—অত্যন্ত তৃষ্ণা। প্রচণ্ড হিক্কা। কন্‌ভাল্‌সন হইলে বমন। আমাশয়ের হঠাৎ অবসাদিত ভাব (Shock) জন্মিলে রোগী পশ্চাৎ-পার্শ্বে বক্র হয়।

উদর ;—উদরে গড়গড়, হড়হড় ডাক। উদরের স্ফীতি ও বেদনা।

মল ;—পুনঃ পুনঃ তরল মলত্যাগ। প্রত্যূষে উদরাময় হইলে অদম্য মূত্রত্যাগেচ্ছা জন্মে।

ত্বক্‌ ;—মুখমণ্ডল ও হস্তোপরি মটরের ন্যায় বড় বড় উদ্ভেদ স্পর্শে জ্বালাযুক্ত থাকে এবং পরে পরস্পর সংলগ্ন হইয়া যায়। পূয়জননশীল উদ্ভেদ জ্বালা করে। দক্ষিণ অংসফলকাস্থির উপরিভাগে লোহিত রসবিম্বিকা জন্মে এবং তাহা স্পর্শ করিলে জ্বালা হয়।

banglabooks.in

চিকিৎসা।

মৃগীরোগ বা এপিলেপ্‌সি।— **সিকুটার** মৃগীরোগে শরীর হঠাৎ শক্ত হওয়ার পর ঝাঁকি এবং প্রচণ্ড বক্রতা ও অবশেষে সম্পূর্ণ বলহানি জন্মে। এই **বলহানি** ইহার বিশেষ লক্ষণ বলিয়া গণ্য। এ বিষয়ে কেবল **চাইনিনাম আর্সেনিকোসাম** ইহার সমকক্ষ বলিয়া বিবেচিত। ইহার প্রবল ও স্থায়ী (Tonic) আক্ষেপে **ষ্ট্রিকনিয়ার** আক্ষেপের ভ্রান্তি জন্মিতে পারে; কিন্তু **সিকুটার** আক্ষেপকালে রোগীর চৈতন্যের অভাব ঘটিয়া মৃগীর আক্ষেপের সাদৃশ্য প্রকাশ করে; অপরে তদ্রূপ হয় না। ইহার রোগে অত্যন্ত শ্বাসকৃচ্ছ্র, হনুস্তম্ভ, মুখমণ্ডলের ঘোর রক্তিমা, মুখে গেঁজলা উঠা এবং দেহের পশ্চাদ্দিকে বক্রতা প্রভৃতি লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে। স্পর্শ প্রভৃতি আগন্তুক উত্তেজনায় অসহিষ্ণুতাপ্রবণতা **ষ্ট্রিকনিয়া** অপেক্ষা ইহাতে স্বল্পতর বলিয়া বিবেচিত হয়। **স্থির চক্ষুর একদৃষ্টে তাকাইয়া থাকা** ইহার অন্যতর প্রদর্শক; **আক্ষেপের পূর্ব্বে ও পরে শরীরের কম্প** এবং আক্রমণের অব্যবহিত পূর্ব্বে **মস্তকে অদ্ভুত প্রকারের অনুভূতি** ইহার অন্যান্য বিশেষ লক্ষণ। ডাং বেজ্‌ পেশীর আক্ষেপকে **কুপ্রামের** বিশেষ ও প্রধানতম লক্ষণ বলিয়া বিবেচনা করেন।

ধনুষ্টঙ্কার বা টিটেনাস্‌।—ধনুষ্টঙ্কারে আক্ষেপকালে শরীরের হঠাৎ কাঠিন্য এবং ঝাঁকি হওয়ার পর অতিশয় দুর্ব্বলতা জন্মিলে **সিকুটা** বিশেষ উপকারী ঔষধ বলিয়া গণ্য। ইহাতে অত্যন্ত শ্বাসকৃচ্ছ্র ও হনুস্তম্ভ জন্মে এবং স্পর্শ করিলে ফিট পুনরাগত হওয়ায় রোগী পশ্চাদ্দিকে বক্র হইয়া যায়। অন্ননালীর আক্ষেপ হয় এবং রোগী কোন নির্দ্দিষ্ট বিন্দুর প্রতি এক দৃষ্টে তাকাইয়া থাকে।

banglabooks.in

সর্ব্বাঙ্গীন আক্ষেপ বা কন্‌ভালসন্‌স্—সূতিকাক্ষেপ ; কৃমিআক্ষেপ ইত্যাদি।—আমরা ইতিপূর্ব্বে মৃগী এবং ধনুষ্টঙ্কার প্রভৃতি রোগে **সিকুটার** যে প্রকৃতির আক্ষেপ এবং তদানুসঙ্গিক লক্ষণের বিষয় বর্ণনা করিয়াছি কৃমিরোগ, জ্বর, সূতিকাবস্থা কিম্বা অন্য যে কোন কারণে কি অবস্থায় উপরি উক্তরূপ আক্ষেপাদি উপস্থিত হইলে **সিকুটা** দ্বারা তাহাতে উপকার প্রত্যাশা করা যায়।

ত্বকরোগ—অর্ব্বুদরোগ—এপিথিলিয়মা ।—এপিথিলিয়মাক্যান্‌সার বা মারাত্মক কর্ক্কটরোগের অর্ব্বুদ মধুর ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট মামড়ি দ্বারা আচ্ছাদিত থাকিলে **সিকুটা** আরোগ্য করিতে পারে। ফলতঃ ডাঃ ফ্যারিংটন দুইটি এই প্রকারের ক্যান্‌সাররোগ প্রকৃত পক্ষেই ইহা দ্বারা আরোগ্য হওয়ার বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন।

মুখের চতুঃপার্শ্বের উদ্ভেদ মধুর ন্যায় হরিদ্রাভ মামড়িতে পরিণত হওয়ায় তাহার সহিত শ্মশ্রু জুড়িয়া যাইলে **সিকুটা** তাহা দূর করিতে সমর্থ।

৯। হাইড্রকটাইল এসিয়াটিকা (Hydrocotyle.)।

তুলনীয় ঔষধ ;—আর্স, সিলিক, লাইক।

সাধারণ ক্রিয়া ;—হাইড্রকটাইল ত্বকে অতীব গুরুতর ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া বিশেষতা লাভ করিয়াছে। ইহা ত্বকে নানাপ্রকার কুষ্ঠ, মহাব্যাধি বা লেপ্রসি, লুপাস নামক কঠিন ক্ষত এবং অন্যান্য গুরুতর রোগের ন্যায় উদ্ভেদাদি লক্ষণ উৎপন্ন করিয়া থাকে।

ইহার রোগে রোগীর অত্যন্ত মানসিক অবসাদ ও বিষণ্ণতা জন্মে। যেন একটা সম্পূর্ণ নিরুৎসাহ ও অবসন্নতার ভাব উপস্থিত হয়। রোগী ক্লান্ত বোধ করে এবং তাহার পেশীমণ্ডলীতে ঘৃষ্টভাব জন্মে।

banglabooks.in

লক্ষণ।

মূত্রযন্ত্র ও স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—মূত্রস্থালীর গ্রীবার উত্তেজনা; জরায়ুর গ্রীবা লোহিতবর্ণ হইলে তাহাতে তাপ এবং যোনিতে চুলকনা হয়।

ত্বক।—বিসর্পবৎ লোহিতবর্ণ। প্রায় সম্পূর্ণ চক্রাকার ত্বককলঙ্কের শল্কযুক্ত পার্শ্ব কিঞ্চিৎ উন্নত থাকে। উভয় জঙ্ঘাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ও ঈষৎ পীতবর্ণ স্থানে এবং মুখে পীড়কা জন্মে। বক্ষে পূয়গুটিকা। ভিন্ন ভিন্ন শরীর স্থানে চিমটি কাটার ন্যায় অনুভূতি। অনেক স্থানে অসহনীয় চুলকনা। প্রচুর ঘর্ম্ম।

চিকিৎসা।

লেপ্রসি বা মহাব্যাধি; টুবার্কুলার বা গুটিকাসংসৃষ্ট লেপ্রসি বা কুষ্ঠরোগ; গোদ; লুপাস একজুডেনস বা মারাত্মক ক্ষত বিশেষ; পুরাতন কাউর প্রভৃতি নানাপ্রকার ত্বকরোগ এবং উপত্বকের বিবৃদ্ধি ও ঘনীভূত অবস্থা প্রভৃতি **হাইড্রকটাইল** দ্বারা আরোগ্য হইয়াছে। ফলতঃ উপত্বকের বিবৃদ্ধি ও ঘনীভূত অবস্থা এবং তাহার স্খলনই ইহার প্রদর্শক।

আমি কোন পরিবারস্থ দুইটি ভ্রাতার টিউবার্কুলার লেপ্রসি রোগের চিকিৎসা করি। জ্যেষ্ঠকে **এনকার্ডিয়াম** প্রয়োগ করিয়াছিলাম। তাহাতে তাঁহার কোন ফল হয় না। অবশেষে তাঁহার ক্ষয় কাসিতে মৃত্যু ঘটে। কনিষ্ঠের শরীরের নানা স্থানে ক্ষত হইয়াছিল এবং হস্তাঙ্গুলিতেও ক্ষত ও তাহার বক্রতা জন্মিয়াছিল। **হাইড্রকোটাইল** ৩০ প্রয়োগে উক্ত বক্রতা ব্যতীত তাঁহার সম্পূর্ণ গাত্রেরই ক্ষত আরোগ্য হওয়ায় তিনি বিশেষ আনন্দিত ও সুস্থবোধ করিয়া-

banglabooks.in

ছিলেন। ইহার অল্পদিন পরেই তাঁহার হঠাৎ মৃত্যু হয়, মৃত্যুর কারণ জানা যায় নাই এবং কেহই তাহা বুঝিতে পারে নাই। অন্য একটি প্রায় ৪৫ বৎসর বয়স্ক রোগীর সম্পূর্ণ শরীরের, বিশেষতঃ মুখ, কর্ণাদি এবং জঙ্ঘা ও পদের ত্বক কর্কশ, স্থূল ও বিদারণযুক্ত হইয়াছিল। তাহা হইতে কিঞ্চিৎ উপত্বকের ও স্খলন হইত। জঙ্ঘা ও পদে শোথবৎ স্ফীতি ছিল। **হাইড্রকটাইলের** প্রয়োগে তিনি সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়াছেন। একটি ভদ্রলোকের প্রতি অমাবস্যা ও পূর্ণিমাতে জ্বর হইত ও তাঁহার কোরন্দ বা স্ক্রটাল টিউমারের লক্ষণ দৃষ্ট হইয়াছিল। **হাইড্রকট** দ্বারা জ্বর বন্ধ এবং উক্ত টিউমারলক্ষণও দূরিত হইয়াছিল। ২।৩ টি বেরিবেরির রোগীর পদের স্ফীতি জন্য আমি ইহার প্রয়োগ করায় তাঁহারা ফল পাইয়াছিলেন। অতএব আমি বিবেচনা করি, এই প্রকার রোগে **হাইড্রকটাইলের** যথেষ্ট ব্যবহার দ্বারা উপযুক্ত পরীক্ষা হওয়া উচিত।

---

banglabooks.in

লেক্‌চার ৬২ (LECTURE LXII.)

লেগুমিনসি জাতিভুক্ত ঔষধনিচয়।

১। ডলিকস্। ২। ফাইজষ্টিগ্‌মা ৩। মেলিলটাস্।

১। ডলিকস্ (Dolichos Pruriens.)

তুলনীয় ঔষধ ;—ক্যাঙ্কে কা ; চেলি, হিপার সা, রেনাঙ্কু বা, পড, রাস, সাল্‌ফ।

সাধারণ ক্রিয়া ;—ডলিকস্ যকৃৎ আক্রমণ করে এবং তাহার ফলস্বরূপ ন্যাবা বা জণ্ডিস্, কোষ্ঠবদ্ধ এবং শুভ্রবর্ণ বিষ্ঠা দৃষ্টিগোচর হয়।

লক্ষণ।

স্নায়ু ;—রসবিম্বিকাযুক্ত বিসর্পিকা রোগান্তে স্নায়ুশূল।

চক্ষু ;—পীতাভ চক্ষু।

মল ;—দন্তোদ্‌গম অথবা অন্তঃসত্বাবস্থায় কোষ্ঠবদ্ধ। শুভ্রবর্ণ বিষ্ঠা।

শ্বাসযন্ত্র ;—রজনীতে শয়ন করিলে কাসি হয়।

ত্বক্ ;—দ্রষ্টব্য কোন উদ্ভেদ ব্যতীতই সম্পূর্ণ শরীরে প্রচণ্ড চুলকনা। অঙ্গে ও বাহুতে শুষ্ক, বিসর্পিকাবৎ চুলকনা।

চিকিৎসা।

দন্তোদ্‌গম রোগ—আক্ষেপ ; জ্বর ;—ডাং ফ্যারিংটন বলিয়াছেন যে "দন্তোদ্‌গমকালে জ্বর হইলে প্রথমে একমাত্রা এক

banglabooks.in

নাইট প্রয়োগের পরে **ডলিকস্** ব্যবস্থা করা উচিত; যে স্থলে এইরূপ সাবধানতার অবলম্বন করা না হইয়াছে তথায়ই পরে সর্ব্বাঙ্গীণ আক্ষেপ হইয়াছে"। **কৃমিসংসৃষ্ট আক্ষেপেও** ইহা ফলপ্রদ।

ন্যাবা বা জণ্ডিস্।—ন্যাবারোগে শুভ্রবর্ণ মলত্যাগ হইলে এবং গাত্রে কঠিন চুলকনা জন্মিলে **ডলিকস্** উপকারী।

রসবিম্বিকাযুক্ত বিসর্পিকা বা হার্পিস্ জষ্টার।—এ রোগে চুলকনা, জ্বালা এবং জ্বালাযুক্ত চনচনি থাকিলে **ডলিকস্** প্রযোজ্য। রোগাবসানে যে স্নায়ুশূল জন্মে তাহাও ইহাদ্বারা আরোগ্য হইয়া থাকে।

২। ফাইজষ্টিগ্‌মা (Physostigma Benenosum)।

উপচয়।—বিশেষতঃ প্রাতঃকালে; শ্রম করিলে; মানসিক কার্য্যে।

উপশম।—মুক্ত বায়ুতে এবং ভ্রমণে; চক্ষু মুদ্রিত করিলে নিরুপদ্রব শান্তির অবস্থায় থাকিলে; উষ্ণ গৃহে বাস করিলে; ক্যাম্ফরের ঘ্রাণ লইলে; আর্ণিকা সেবনে।

তুলনীয় ঔষধ।—এগারি, এট্রপিয়াম, জেল্‌স্, জ্যাব, নাকস্ ভ, ওপিয়াম্, ষ্ট্রাম, টেবেকা।

সাধারণ ক্রিয়া।—ফাইজষ্টিগ্‌মা মেরুমজ্জা আক্রমণ করায় শরীর সাধারণের পক্ষাঘাত হয় এবং অনুভব শক্তির অভাব ঘটে। শ্বাস-ক্রিয়ার পক্ষাঘাত অথবা হৃৎক্রিয়োত্তেজক হৃৎস্নায়ুগ্রন্থির পক্ষাঘাত বশতঃ হৃৎপিণ্ডক্রিয়ার হ্রাস—মৃত্যুর কারণ হয়; জীবনের শেষসীমা পর্য্যন্ত স্পর্শানুভূতি এবং জ্ঞানশক্তি অক্ষুণ্ণ থাকিয়া যায়। ইহা প্রথমে ক্ষুদ্রতর রক্তবহানাড়ীর সঙ্কোচন এবং পরে প্রসারণ উৎপন্ন করে। সেবন করাই হউক অথবা চক্ষুতে বহিঃপ্রয়োগই হউক ইহা

banglabooks.in

উপতারাপেশীর আক্ষেপ উৎপন্ন করিলে ক্ষুদ্র ও ঘন ঘন ঝাঁকি কিম্বা আনর্ত্তন হওয়ায় কানীনিকা সঙ্কুচিত হইয়া থাকে। উপরি-উক্ত কারণ বশতঃই ইহার ক্রিয়ায় চক্ষুর দূর ও নিকট দৃষ্টিবিষয়ক ক্রিয়া সামঞ্জস্যের বিশৃঙ্খলা ঘটে। গতিদস্নায়ুসীমার পক্ষাঘাত বশতঃ স্থানিক উত্তেজনায় পেশীসূত্রের অবিশ্রান্ত আনর্ত্তন হয়। উপরিউক্ত কারণেই অনৈচ্ছিক পেশীর (Involuntary muscles) ধনুষ্টঙ্কারবৎ আক্ষেপিক অবস্থা হওয়ায় পুনঃ পুনঃ মূত্রস্রাব বমন এবং বিরেচন হইতে থাকে এবং অন্ত্রে পাকলাগায় তাহা গিট বন্ধ হয়। ইহাতে সর্ব্বপ্রকার স্রাবেরই কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি হইলেও চক্ষুজল এবং মুখলালার বৃদ্ধিই বিশেষতা লাভ করে। চক্ষুতেই ফাইজষ্টিগ্মার ক্রিয়া প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। কনীনিকার সংকোচন ও দৃষ্টির উপযোগী পেশীক্রিয়ার সামঞ্জস্যের বিশৃঙ্খলা হয় এবং কানীনিকার স্থায়ী সংকোচন ইহাতে ও ওপিয়ামে মাত্র দেখিতে পাওয়া যায়।

লক্ষণ।

মন্‌ ;—অসাধারণ মানসিক ক্রিয়োত্তেজনা। একাগ্রতার অভাবে চিন্তা করা কঠিন। আবশ্যকের অধিক বস্তু গৃহে থাকে, কিন্তু কিছুই ঠিক মত থাকে না, রোগী অনবরত তাহার গণনা করে।

মস্তক ;—মস্তকের বিশৃঙ্খলভাব ; শিরোঘূর্ণন। মস্তকের অবসন্নতা, গুরুত্ব, নির্ব্বোধের ন্যায় ভাব। মস্তকে রক্ত ধাবিত হয়।

স্নায়ু ;—অত্যন্ত ক্লান্তি এবং অবসন্নতার অনুভূতি ; দুর্ব্বলতা। আক্ষেপিক আনর্ত্তন, সম্পূর্ণ শরীরে প্রচণ্ড কম্প, পেশীমণ্ডলীর অত্যন্ত বলক্ষয়। শীতল জলের ভয়ে রোগী স্নান করে না। সম্পূর্ণ শরীরেই ঠাণ্ডা লাগার ন্যায় আড়ষ্টতা ও টাটানি। শরীরের নানাস্থানে কঠিন ও তীক্ষ্ণ বেদনা।

banglabooks.in

মুখমণ্ডল ;—মুখ পাণ্ডুর ; মুখে শোণিতাভা। মুখের দক্ষিণ পার্শ্বে স্নায়ুশূল। মুখপার্শ্বে সংকুচিতবোধ।

চক্ষু ;—প্রথমে দক্ষিণ, পরে বাম চক্ষুর প্রদাহ ; চক্ষুর শুভ্র ঝিল্লি শুষ্ক, লাল এবং স্ফীত ; চক্ষুগোলকে বেদনা ও জ্বালাযুক্ত চনচনি ; চক্ষুপত্র ক্ষতযুক্ত বোধ। চক্ষুতে তীরবেধবৎ তীক্ষ্ণ, বেদনা, আকৃষ্টতা ও মোচড়ানিবৎ অনুভূতি। চক্ষু পাশাপাশি ভাবে চালনা করিলে টাটায় ও বেদনা করে। বোধ হয় যেন চক্ষুর ইন্টার্ণাল রেক্টাস্‌পেশী ঠিকভাবে কার্য্য না করায় উভয় চক্ষুর অক্ষরেখার সামঞ্জস্য থাকিতেছে না ; জলস্রাব জন্য চক্ষুতে দুর্ব্বলতা বোধ। দৃষ্টি বাধাপ্রাপ্ত ও ঘোর. চক্ষুপরি জাল জাল ভাব ; দৃষ্ট বস্তুনিচয় পরস্পর মিশিয়া যায় ; অবশেষে চক্ষু‌র উপরিভাগে ও উভয় চক্ষুর ব্যবধান স্থানে মৃদু বেদনা। চক্ষু‌সম্মুখে শুভ্র ও কাল কীটবৎ পদার্থের দৃষ্টি। অক্ষিকোটরের পশ্চাৎ অংশের কনকনানি পশ্চাতে মস্তিষ্কে বিস্তৃত হয় এবং পাঠ কালে তাহার বৃদ্ধি হইয়া বিবমিষা উৎপন্ন করে। চক্ষুপত্র ভারি বোধ করায় রোগী তাহা উত্তোলন করা সহ্য করিতে পারে না। চক্ষুপত্রের আনর্ত্তন। কণীনিকার সংকোচন। চক্ষুর আলোকাসহিষ্ণুতা। চক্ষুর ক্রিয়োপযোগিতার ব্যতিক্রম ; দূরের বস্তু নিকটে দৃষ্টি হয়। দৃষ্টির অস্বাভাবিক তেজস্বিতা ; দ্বিত্বদৃষ্টি ; দৃষ্টি মলিন এবং অপরিষ্কার, ধূম্রাকার, অস্বচ্ছ ও কোয়াসাবৃত।

চিকিৎসা।

স্পাইন্যাল ইরিটেশন বা পৃষ্ঠবেদনা ;—ফাইজষ্টিগমাতে স্পাইন্যাল ইরিটেষণের সম্পূর্ণ আদর্শ লক্ষণ দৃষ্টিগোচর হয়। ইহার লক্ষণে মেরুদণ্ডের জ্বালা ও চিড়িক মারা থাকে ; প্রত্যেক মেরুমাজ্জেয় স্নায়ুই উত্তেজিত হওয়ার ন্যায় বোধ ; হস্ত ও পদের অসাড়তা ; খল্লীবৎ বেদনা ;—পৃষ্ঠের পেশীনিচয়

banglabooks.in

অনমনীয় ও কশেরুকামধ্যবর্ত্তী স্থান চাপিত হইলে **সাল্‌ফারের** রোগের ন্যায় বেদনা। অনেক সময়ে নিদ্রাকর্ষণ হইলে হস্ত ও পদাদিতে হঠাৎ ঝাঁকি।

থেরিডিয়ন্‌—মেরুদণ্ডে বেদনা থাকায় আঘাত লাগিবার ভয়ে রোগী কাতরভাবে বসিতে বাধা।

ধনুষ্টঙ্কার বা টিটেনাস্‌ ;—ফাইজষ্টিগ্‌মার ধনুষ্টঙ্কার রোগে অনুভূতিদ স্নায়ু উত্তেজনা-প্রবণ থাকায় আগন্তুক উত্তেজনার প্রক্ষিপ্ত ক্রিয়ায় আক্ষেপ উপস্থিত হয়; মেরুদণ্ড ও পদের কাঠিন্য জন্মে, এবং কনীনিকা পর্য্যায়ক্রমে বিস্তৃত ও সংকুচিত হইতে থাকে। বর্ণিত লক্ষণনিচয়ই ইহার প্রদর্শক বলিয়া অনুমিত হয়। ইহা ব্যতীত হনুস্তম্ভাদি ন্যূনাধিক সাধারণ লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে।

চক্ষুরোগ ;—ফাইজষ্টিগ্‌মার চক্ষুলক্ষণ বিষয়ে উপরে যাহা লিখিত হইয়াছে তাহাতে বোধগম্য হইবে যে, ইহা যন্ত্রগত ও ক্রিয়াগত নানাপ্রকার চক্ষুরোগ আরোগ্য করিতে পারে। কার্য্যক্ষেত্রেও **নিকটদৃষ্টি বিষমদৃষ্টি, বক্রদৃষ্টি, সিলিয়ারিপেশীর আক্ষেপ, উপতারার নানাপ্রকার বিকার** এবং চক্ষুর **কাল-ক্ষেত্রের বা কর্ণিয়ার প্রদাহ, ক্ষত ও অস্বচ্ছতা** প্রভৃতি ইহা যে আরোগ্য অথবা উপশম করিয়াছে তাহার বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। উপতারার সংকোচন জন্মাইবার প্রভূত ক্ষমতা থাকায় কর্ণিয়া সহ সংযুক্ততা ছিন্ন করিতে ব্যবহার সফল হইয়াছে।

৩। মেলিলোটাস্‌ (Melilotus Officinalis)।

উপচয় ;—আগতপ্রায় ঝটিকাগম কালে; পরিবর্ত্তনশীল বায়ুতে; বর্ষণযুক্ত দিবসে।

উপশম ;—মুক্ত বায়ুমধ্যে; ভ্রমণে; শরীরাবস্থাপনের পরিবর্ত্তনে।

banglabooks.in

তুলনীয় ঔষধ ;—এমিল নাই, এণ্টি ক্রু, বেল্, ক্যাক্টাস্, গ্লন, ফেরাম্, স্যাঙ্গুই।

সাধারণ ক্রিয়া ;—মেলিলোটাস্ স্নায়ুমণ্ডলে ক্রিয়া প্রকাশ দ্বারা শোণিতযন্ত্রের উত্তেজনা উপস্থিত করে। তাহার ফলস্বরূপ মস্তিষ্কের রক্তাধিক্য, মুখের রক্তিমা, তীক্ষ্ণ শিরঃশূল এবং কখন কখন নাসিকা হইতে রক্তস্রাব পর্য্যন্ত হয়। ইহার ক্রিয়াবীজ "কুমেরিণ" বিষ মাত্রায় সেবন করিলে বিবমিষা, শিরোঘূর্ণন, বমন, অনিদ্রা, মস্তিষ্কের বিশৃঙ্খলভাব এবং তীক্ষ্ণ বেদনা প্রভৃতি যন্ত্রণা উৎপন্ন হয়। ইহা হৃৎপিণ্ডের অবসাদ উপস্থিত করায় হস্ত পদাদি শীতল হইয়া যায়।

লক্ষণ।

মন ;—রোগী কোপনস্বভাব, অধৈর্য্য, অসন্তুষ্ট এবং দোষানুসন্ধিৎসু। রোগী অলস, কোন বিষয়ে মনঃসংযোগ করিতে অপারগ, বুদ্ধিহীন এবং উদাসীন। রোগী অধ্যয়ন করিতে অশক্ত, কিছুই মনে রাখিতে পারে না; লিখিতে কথা বা অক্ষর পড়িয়া যায়।

মস্তক ;—শরীর চালনায় শিরোঘূর্ণন। মস্তিষ্কে আন্দোলিতবং অনুভূতি ও ক্লান্ত ভাবের বেদনা। নাসিকা হইতে রক্তস্রাবে শিরঃশূলের উপশম। শিরঃশূল হওয়ায় মুখের রক্তিমা ও চক্ষুর রক্ত-পূর্ণতা জন্মে এবং অবশেষে নাসিকা হইতে রক্তস্রাব হইলে তাহার উপশম হয়। নাসিকা হইতে রক্তস্রাব অথবা ঋতুস্রাব হইলে বমনযুক্ত শিরঃশূলের হ্রাস। সাময়িক স্নায়ুবিক শিরঃশূল প্রতি সপ্তাহে অথবা প্রতি চতুর্থ সপ্তাহে একবার করিয়া হয় এবং শীত ঋতুতে সংখ্যায় অধিকতর দেখা যায়। প্রবল রক্তাধিক্য বশতঃ মস্তিষ্কের গুরুত্ব, পূর্ণতা এবং দপ্‌দপানি জন্মিলে বোধ হয় যেন নাসিকা, চক্ষু এবং কর্ণের মধ্য দিয়া প্রবলবেগে রক্ত ছুটিয়া বাহির হইবে, তাহার সহিত শিরোঘূর্ণন প্রযুক্ত

banglabooks.in

বিবমিষার শরীর চালনায় বৃদ্ধি হয়। ললাটপ্রদেশে দপ্‌দপানি শিরঃশূল হওয়ার পূর্ব্বে অত্যন্ত দুর্ব্বলতা জন্মে এবং তীক্ষ্ণ শিরঃশূল হওয়ার পূর্ব্বে মুখের তাপ ও রক্তিমা এবং জ্বরভাব উৎপন্ন হয়। পূর্ব্বাহ্ণ ৯টা হইতে অপরাহ্ণ পর্য্যন্ত দক্ষিণ ললাটের উন্নত স্থানে দপ্‌দপানি শিরঃশূল।

নাসিকা;—নাসিকা হইতে পুনঃ পুনঃ প্রচুর রক্তস্রাব হইলে সাধারণ রোগের উপশম হয়।

শ্বাসযন্ত্র;—বক্ষের পূর্ণতা নিবন্ধন কাসি। কাসিলে উজ্জ্বল রক্ত উঠে। শ্বাসরোধবৎ বোধ, রোগী যথেষ্ট বায়ু গ্রহণে অক্ষম। বক্ষোপরি গুরুত্বানুভূতিবশতঃ শ্বাসকষ্ট; বক্ষে ও মস্তকে পূর্ণতা। বক্ষে প্রবল রক্তাধিক্য।

চিকিৎসা।

শিরঃশূল বা হেডেক;—শোণিতসঞ্চয়ী শিরঃশূলে **মেলিলোটাসের** দ্বারা অনেকেই বিশেষ ফললাভ করিয়াছেন। শিরঃশূলে রোগী বোধ করে যেন ললাট বিদীর্ণ হওয়ায় মস্তিষ্ক বাহির হইয়া যাইবে, শিরঃশূলের তীক্ষ্ণতা এবং দপদপানিতে রোগী প্রায় উন্মত্তবৎ হয়, চক্ষু শোণিতপূর্ণ থাকে এবং শিরঃশূল প্রত্যেক দিন অপরাহ্ণে পুনরাবর্ত্তন করে। কখন কখন নাসিকা হইতে শোণিতস্রাব হইলে শিরঃশূল উপশম পায়। ইহাতে মস্তিষ্কে **সিমিসিফুগার** ন্যায় আন্দোলিতবৎ অনুভূতি বর্ত্তমান থাকে।

ব্রায়োনিয়া—রসবাতগ্রস্ত রোগীদিগের মস্তক বিদীর্ণ হওয়ার ন্যায় অনুভূতিযুক্ত শিরঃশূল।

ধর্ম্মোন্মাদ, চিত্তোন্মাদ, ফুসফুসের প্রদাহ, শিশুর দন্তোদ্গম নিবন্ধন আক্ষেপ এবং **সূতিকাক্ষেপ** প্রভৃতি রোগ ও অবস্থাবিশেষে **মেলিলোটাস** দ্বারা আরোগ্য হওয়ার বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

banglabooks.in

লেক্‌চার ৬৩ (LECTURE LXIII)।

স্ক্রফুলেরিয়েসি জাতিভুক্ত ঔষধনিচয়।

১। য়ুফ্রেসিয়া। ২। গ্র্যাটিয়লা।
৩। ভার্ব্বেস্কাম্‌। ৪। লেপ্টেণ্ড্রা।

১। য়ুফ্রেসিয়া।

(Euphrasia Officinalis.)।

উপচয়।—প্রাতঃকালে ; গৃহমধ্যে ; সন্ধ্যাকালে।

উপশম।—শয্যাত্যাগ করিলে ; আহারে ; কাফি পানে।

সম্বন্ধ।—য়ুফ্রেসিয়ার কার্য্য প্রতিষেধক—ক্যাম্ফ, পাল্‌স্‌।

তুলনীয় ঔষধ।—একন, আর্জে নাই, আর্স, সেপা, কনায়, হিপার সা, কেলি বাই, মার্ক কর, নাক্‌স্‌ ভ, পাল্‌স্‌ ফস্‌, সাল্‌ফ্‌।

সাধারণ ক্রিয়া।—গ্রন্থিল স্নায়ুমণ্ডল আক্রমণ দ্বারা য়ুফ্রেসিয়া শরীরস্থ প্রায় সম্পূর্ণ শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিতে, বিশেষতঃ চক্ষু, চক্ষুপুট এবং শ্বাসযন্ত্র পথের ঊর্দ্ধাংশের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিতে, যে প্রতিশ্যায়িক প্রদাহ (Catarrhal inflammation) উৎপন্ন করে, তাহা ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগের তুল্য ; এবং তাহাতে যে অত্যধিক, জলবৎ স্রাব হয় তাহা এই ঔষধের বিশেষ লক্ষণ বলিয়া গণ্য।

লক্ষণ।

মস্তক।—মস্তকে বিশৃঙ্খলভাব এবং ঘৃষ্টবৎ বেদনা। ললাটে মৃদু শিরঃশূল।

banglabooks.in

চক্ষু ;—চক্ষুতে জ্বালা ও চক্ষু হইতে জলস্রাব। চক্ষুতে চাপ সহ জলস্রাব। চক্ষুতে পুনঃ পুনঃ জ্বালা ও কামড়ানি, এবং তাহা হইতে **কামড়ানি উৎপাদক জলের স্রোত বহে ;** চক্ষুতে চুলকণা ও জ্বালা হওয়ায় রোগী বারম্বার চক্ষু মিটি মিটি করিতে ও ধৌত করিতে বাধ্য। **চক্ষুপুটের কিনারায় রক্তিমা, জ্বালা এবং স্ফীতি ; বারম্বার চক্ষু মিটি মিটি করিবার প্রবৃত্তি ;** চক্ষুপত্র স্পর্শাসহিষ্ণু ও স্ফীত। চক্ষু হইতে প্রভূত জলস্রাব হওয়ায় দৃষ্টির প্রায় সম্পূর্ণ ব্যাঘাত জন্মে। সন্ধ্যাকালে পর্দ্দার মধ্য দিয়া দেখার ন্যায় অস্পষ্ট দৃষ্টি। বোধ যেন চক্ষুর কাল ক্ষেত্রে বা কর্ণিয়া শ্লেষ্মা-বৃত আছে এবং তাহাতে রোগীর দৃষ্টিমালিন্য উৎপন্ন হওয়ায় সে বারম্বার চক্ষুর্মুদ্রিত করিতে ও চক্ষু পত্রে পত্রে চাপিতে বাধ্য হয়। অত্যধিক আলোকাতঙ্ক। কর্ণিয়ায় কলঙ্ক, রসবিম্বিকা এবং ক্ষত। চক্ষুর উপরিভাগে একগাছি কেশ ঝুলিতেছে বলিয়া বোধ হওয়ায় তাহা পুঁছিয়া ফেলিবার আবশ্যকতা জন্মে।

নাসিকা।—নাসিকা হইতে প্রচুর ও স্নিগ্ধ সর্দ্দিস্রাব কালে চক্ষু হইতে বিদাহী জলস্রাব হয় এবং আলোকে বিদ্বেষ জন্মে, সকলই সন্ধ্যাকালে ও রজনীতে বৰ্দ্ধিত হয়। শৈত্যসংস্পর্শ অথবা কোন স্পষ্ট কারণ ব্যতীতই প্রচণ্ড হাঁচির উত্তেজনা জন্মে। প্রাতঃকালে প্রচুর সর্দ্দিস্রাব এবং অত্যন্ত কাসি হইলে গয়ার নিষ্ঠীত হয়।

শ্বাস যন্ত্র ;—সর্দ্দি জন্য প্রাতঃকালে স্বরভঙ্গ। প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিলে কাসি হওয়ায় অনেক শ্লেষ্মা উঠে। **ইচ্ছা করিয়া খ্যাক্ খ্যাক্ কাসিলে প্রচুর শ্লেষ্মা নিষ্ঠ্যূত হয় ;** ষ্টার্ণাম অস্থির অধোভাগের বা সম্মুখ বক্ষের নিম্নে চাপবৎ বেদনা হইলে বক্ষের স্থানে স্থানে খোঁচা লাগার ন্যায় ক্ষণস্থায়ী বেদনা।

banglabooks.in

স্ত্রীজননেন্দ্রিয় ;—আর্ত্তবাভাব হইলে চক্ষুপদাহ ও নাসিকায় ক্ষত থাকে। বেদনাযুক্ত **ঋতুস্রাব এক ঘণ্টা মাত্র স্থায়ী হয় ;** ঋতুস্রাবের সময় অনিয়মিত। স্ত্রীঅঙ্গে শ্লেষ্মাগুটিকা বা কণ্ডিলমেটা জন্মে।

ত্বক্ ;—ত্বকে চর্ম্মকীল (Warts) জন্মে।

চিকিৎসা।

চক্ষুরোগ—যোজকঝিল্লিপ্রদাহ বা কঞ্জাংটিভাইটিস ; গণ্ডমালীয় চক্ষুপ্রদাহ ; অক্ষিপুটপ্রদাহ বা ব্লেফারাইটিস্ ; দানাযুক্ত বা গ্রাণুলার চক্ষুপুটপ্রদাহ ; চক্ষুপুটপতন বা টসিস্ ; আইরাইটিস্ বা চক্ষুতারাপ্রদাহ।—আঘাতজ এবং গণ্ডমালীয় চক্ষুপ্রদাহে নিম্নলিখিত লক্ষণের বর্ত্তমানতায় **য়ুফ্রেসিয়া** প্রযুক্ত হইয়া থাকে :—চক্ষুর কালক্ষেত্রে বা কর্ণিয়োপরি অথবা তৎসন্নিহিত স্থানে অতি ক্ষুদ্রায়তন রসবিম্বিকানিচয় জন্মে ; চক্ষুর স্রাব তীব্র ও পুয়াকার থাকে এবং দৃষ্টির ঘোরত্ব উৎপন্ন হওয়ায় বোধ হয় যেন সঞ্চিত শ্লেষ্মা পর্দ্দাকারে কর্ণিয়ার উপরিভাগে পতিত হইয়াছে। **চক্ষু পুছিলে অথবা মিটি মিটি করিলে অস্পষ্ট দৃষ্টির উপশম হওয়া য়ুফ্রেসিয়ার** প্রদর্শক। পাঠ করিলেও চক্ষু বেদনা করে।

ইহার চক্ষুপুটপ্রদাহে চক্ষুপুট, বিশেষতঃ তাহার অভ্যন্তর প্রদেশ লোহিত বর্ণ, রক্তপূর্ণ এবং স্ফীত ও কালচে লোহিত থাকে, তাহাতে ক্ষত জন্মিতে পারে এবং তাহা হইতে ঘন ও বিদাহী স্রাব হওয়ায় গণ্ডদেশ হাজিয়া যায় ; আলোকাতঙ্ক উৎপন্ন হইলে রোগীর পক্ষে সূর্য্যালোকাপেক্ষা কৃত্রিম আলোক অধিকতর অসহনীয় হয়।

banglabooks.in

দানাযুক্ত বা গ্র্যান্যুলার পুরাতন চক্ষুপ্রদাহ তরুণ-ভাব ধারণ করিলে ইহা তাহা নিবারণ করিতে সক্ষম।

বেলেডনা—কৃত্রিম আলোকে অসহিষ্ণু।

একনাইট—সূর্য্যালোক সহ্য করিতে পারে না।

ক্রিয়াজোট—ইহার চক্ষুপুটপ্রদাহে উষ্ণ জলস্রাব হয়।

রসবাতিক ধাতুগ্রস্ত রোগীর শৈত্যসংস্পর্শ চক্ষুপুট পতন বা টসিস্‌রোগে রাস্‌ এবং কষ্টির ন্যায় য়ুফ্রেসিয়াও ফলপ্রদ। তৃতীয় স্নায়ুযুগ্মের পক্ষাঘাত ইহার রোগের কারণ রূপে বর্ত্তমান থাকে।

য়ুফ্রেসিয়া ও আর্ণিকা—আঘাতজ কঞ্জাংটিভাইটিস্‌ রোগের আর্ণিকা মুখ্য ঔষধ হইলেও স্রাব যদি বিদাহী থাকে এবং চক্ষুতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রসবিম্বিকা জন্মে, সে স্থলে য়ুফ্রেসিয়াই উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত।

আইরাইটিস্‌ বা উপতারোম্বরোগ রসবাতোৎপন্ন হইলে য়ুফ্রেসিয়া তাহার ঔষধ। আলোকে উপতারার প্রতিক্রিয়া হয় না এবং প্রদাহোৎপন্ন স্রাব মিশ্রিত হওয়ায় একুয়াসহিউমার (চক্ষু মধ্যস্থ স্বচ্ছ জলভাগ) সমল হইয়া যায়। চক্ষু হইতে তীব্র জলস্রাব এবং আহাতে জ্বালাযুক্ত ও সূচি এবং তীরবেধার ন্যায় বেদনা থাকে।

নাসিকা সর্দ্দি বা করাইজা।—য়ুফ্রেসিয়ার সর্দ্দিতে নাসিকা এবং শ্বাসযন্ত্রের ঊর্দ্ধ ভাগের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি আক্রান্ত হয়। সর্দ্দিরোগে ইহার নাসিকাস্রাব সম্পূর্ণ স্নিগ্ধ ও উগ্রতাহীন, কিন্তু তাহার আনুসঙ্গিক চক্ষুজলস্রাব অত্যন্ত তীব্র ও হাজাকর। সেপার ন্যায় ইহাতেও নাসিকা ও চক্ষু হইতে প্রচুর জলস্রাব হয়, কিন্তু সেপার নাসিকাস্রাব তীব্র ও

banglabooks.in

চক্ষুজল স্নিগ্ধ গুণবিশিষ্ট। ইহার চক্ষুজলে গণ্ডস্থল সর্ব্বদা সিক্ত থাকে ও হাজিয়া যায়। হামরোগের পূর্ব্বের নাসিকা সর্দ্দিতে হামের কাসির ন্যায় বিশেষ শব্দযুক্ত কাসি উপস্থিত হইলে য়ুফ্রেসিয়া তাহার উপশম করে।

সর্দ্দির জলবৎ স্রাবে য়ুফ্রেসিয়া এলিয়াম্ সেপা, এরাম ট্রাই এবং আস সহ তুলনীয়।

কণ্ডিলমেটা বা শ্লেষ্মাগুটী।—সাইকসিস্ বা পূয়মেহ রোগ প্রযুক্ত মলদ্বারের শ্লেষ্মাগুটিকা য়ুফ্রেসিয়া আরোগ্য করিয়া থাকে। য়ুফ্রেসিয়ার কণ্ডিলমেটা আকারে প্রশস্ত এবং চেপ্টা হইয়া যায়। গুটিকাসন্নিহিত স্থান সাধারণতঃ স্রাবসিক্ত থাকে।

হাম বা মিজল্‌স্।—হামরোগে সর্দ্দি লক্ষণের প্রাধান্য থাকিলে য়ুফ্রেসিয়া প্রযুক্ত হইয়া থাকে। লোহিতবর্ণ ও স্ফীত চক্ষু হইতে বিদাহী ও জলবৎ স্রাব স্রোত বহিয়া পড়ে এবং গলাভাঙ্গা শুষ্ক কাসি ও তীব্র দপদপানি শিরঃশূল উদ্ভেদ বহির্নিষ্ক্রান্ত হইলে উপশম পায়। চক্ষুর হাজাকর স্রাব ইহাকে এলিয়াম সেপা হইতে প্রভেদিত করে। কৃত্রিম আলোকে আলোকাতঙ্কের বৃদ্ধি এবং সর্দ্দির আক্রমণ থাকা সত্ত্বেও চক্ষুর বিশেষ প্রকারের ঔজ্জ্বল্যের বর্ত্তমানতা য়ুফ্রেসিয়ার প্রদর্শক।

২। গ্র্যাটিয়লা (Gratiola Officinalis)

তুলনীয় ঔষধ।—ক্রটন টি, কল্‌চি, আইরিস, ম্যাগ্নি কা, নেট কা, সাল্‌ফ এসি. থুজা, ভেরেট এ।

সাধারণ ক্রিয়া।—গ্র্যাটিয়লা পরিপাকপথের শৈষ্মিক ঝিল্লির বিশেষ উত্তেজনা দ্বারা বমন এবং বিরেচন উৎপন্ন করে। পরিপাকপথের

banglabooks.in

প্রদাহ উপস্থিত হইলে তাহা বস্তিযন্ত্র পর্য্যন্ত ধাবিত হয় এবং মূত্রযন্ত্রের বিশেষ আক্রমণ সংঘটিত হয়।

লক্ষণ।

আমাশয়।—খাদ্য বস্তুতে ঘৃণা; উদ্গার। **পিত্ত মিশ্রিত বস্তুর** বমন এবং **পীতবর্ণ, তিক্ত ও অম্লজলের অনায়াসসাধ্য বমন**। বিবমিষা হইলে আমাশয়ে শৈত্যানুভূতি জন্মে এবং তাহা জলপূর্ণ বোধ হয়।

উদর।—উদরে অত্যন্ত ডাক ও গড়্গড় শব্দ। উদরে কামড়ানি বেদনা এবং অস্বস্তি বোধ।

মল ও মলদ্বার।—মলদ্বারের সংকোচন এবং তাহাতে চুলকণা কেবল পীতবর্ণ ঈষৎ সবুজাভ জলবৎ উদরাময়ের পরে মলদ্বার জ্বালা করে। অবস্থানুসারে বেগে সবুজবর্ণ, বুদ্বুদ্-যুক্ত জলবৎ মলত্যাগ; বেদনাহীন মলত্যাগ; কখন বা উজ্জ্বল হরিদ্রা বর্ণ জলবৎ বিষ্ঠাযুক্ত মলত্যাগান্তে শীতের অনুভূতি এবং কখনও বা পাতলা, তরল ও হরিদ্রাবর্ণ বিষ্ঠার উদরাময় হয়। পূতিগন্ধযুক্ত আম নির্গত হইলে সরলান্ত্র এবং মলদ্বারের উত্তেজনা জন্মে।

মূত্রযন্ত্র।—মূত্রত্যাগকালে ও পরে মূত্রনলীতে জ্বালা। মূত্র অত্যল্প এবং ঈষৎ লাল থাকে এবং কিছুকাল স্থিরভাবে রাখিলে ঘোলা হইয়া যায়।

চিকিৎসা।

উদরাময়।—প্রচুর ঈষৎ পীত জলবৎ মল কলের নল হইতে নির্গত হওয়ার ন্যায় প্রবল বেগে নির্গত হইলে **গ্র্যাটিয়লা** তাহার ঔষধ। উষ্ণ হউক বা না হউক, **অতিরিক্ত জলপানই** ইহার উদরা-

banglabooks.in

ময়ের কারণ বলিয়া অনুমিত হইয়া থাকে। গ্রীষ্মকালেই এই উদরাময়ের প্রাদুর্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা প্রধানতঃ **ক্রুটন টি, ইলেট** এবং **পডর** সমক্রিয়া ঔষধ। অনেকের মতে **উদরে শীতের অনুভূতি** ইহার প্রদর্শক।

৩। ভার্ব্বেস্কাম (Verbascum Thapsus.)

সম্বন্ধ।—ভার্ব্বেস্কামের কার্য্য প্রতিষেধক—ক্যাম্ফর।

তুলনীয় ঔষধ।—নাক্স্ ভ, প্ল্যাটি, ষ্টেনাম্।

সাধারণ ক্রিয়া।—ভার্ব্বেস্কাম্ মস্তিষ্ক-মেরুমজ্জেয় স্নায়ুমণ্ডলে ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া শিরঃশূল এবং মুখমণ্ডলীয় স্নায়ুশূল উৎপন্ন করে। চিকিৎসা কার্য্যে ইহা সম্পূর্ণ নির্দ্দিষ্ট প্রকারের গলাভাঙ্গা ও শুষ্ক কাশি বিশেষে প্রদর্শিত হয়।

লক্ষণ।

স্নায়ু।—শরীরের ভিন্ন ভিন্ন অংশে ছিন্নবৎ ও সূচিবেধবৎ বেদনা। রোগী অত্যন্ত গা মোড়ামুড়ী দেয় ও হাই তোলে। আহার করিলে অত্যন্ত নিদ্রালুতা জন্মে। সম্পূর্ণ শরীর শীতল থাকে।

মুখমণ্ডল।—বাম গণ্ডাস্থি ও গণ্ডের অন্যান্য অস্থিতে প্রচণ্ড, অজ্ঞানকর এবং চাপ হওয়ার ন্যায় অথবা আতত ভাবের বেদনার চাপে, শুষ্ক বায়ুতে, দমকা বাতাসে, বায়ুর তাপের পরিবর্ত্তনে অথবা মুখপেশীর চালনায় বৃদ্ধি। চিবুকের ত্বকে, ম্যাসিটার পেশীতে এবং কণ্ঠায় প্রচণ্ড আতত বা টান টান ভাব।

শ্বাসযন্ত্র।—উচ্চৈঃস্বরে পাঠ কালে স্বরভঙ্গ। সর্দ্দি হইলে স্বরভঙ্গ ও বক্ষের কষ্ট উপস্থিত হয়। বক্ষে সূচিবেধবৎ বেদনা। বিশেষতঃ সন্ধ্যাকালে এবং রজনীতে গভীর, গলাভাঙ্গা, শুষ্ক অথবা ফাঁপা শব্দের কাসি।

banglabooks.in

মূত্রযন্ত্র।—পুনঃ পুনঃ প্রচুর মূত্রস্রাব হইবার পরে তাহার পরিমাণ অল্প হইয়া যায়।

চিকিৎসা।

স্নায়ুশূল বা নিউরেল্‌জিয়া।—জাইগম্যাটিক বা গণ্ডের অস্থিতে চাপ ও আততবৎ বেদনা চাপে, চর্ব্বণে এবং শীতল বায়ু সংস্পর্শে বর্দ্ধিত হইলে **ভার্ব্বেস্কাম্** ফলপ্রদ। বেদনায় বোধ যেন আক্রান্ত শরীরস্থান সাঁড়াসি দ্বারা পেষণ করা হইতেছে; কথা বলিলে ও হাঁচিলে তাহার বৃদ্ধি হয়।

ক্যাল্‌মিয়া—শৈত্যসংস্পর্শ নিবন্ধন স্নায়ুশূল ঊর্দ্ধচুয়ালের দন্তনিচয় আক্রমণ করিলে **ক্যাল্‌মিয়া** উপকারী। বিদার্ণবৎ বেদনার, ক্লান্তি ও মানসিক উত্তেজনায় বৃদ্ধি হয় এবং তাহা দক্ষিণ পার্শ্বে অধিক থাকে।

প্রসপ্যাল্‌জিয়া বা মুখমণ্ডলীয় স্নায়ুশূল।—আক্রান্ত শরীরাংশ সাঁড়াসির চাপে ভগ্ন হওয়ার ন্যায় বেদনা কথা কহিলে, হাঁচিলে, বায়ুর তাপ পরিবর্ত্তনে এবং প্রতিদিন পূর্ব্বাহ্ন ৯টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত সময়ে বর্দ্ধিত হইলে **ভার্ব্বেস্কাম্** উপকার করে।

কাসি বা কফ্।—স্বরযন্ত্র ও শ্বাসনলী বা ট্রেকিয়ার রোগবশতঃ কর্কশ, কঠিন, এবং থ্যাক্ থ্যাক্ শব্দের কাসিতে রোগীর স্বর ভঙ্গ ও গভীর কর্কশ স্বর জন্মিলে **ভার্ব্বেস্কাম্** উপযোগী। ইহার সন্ধিরোগে মুখমণ্ডলীয় স্নায়ুশূল জন্মে।

৪। লেপ্‌ট্যাণ্ড্রা (Leptandra Virginica.)

সাধারণ ক্রিয়া।—যকৃৎ এবং অন্ত্রপথে লেপ্‌ট্যাণ্ড্রার প্রধান কার্য্য হওয়ায় ইহা তাহাদিগের স্রাবণক্রিয়ার বৃদ্ধি করে। **প্রচুর**

banglabooks.in

আলকাতরার ন্যায় কাল এবং অত্যন্ত দুর্গন্ধ মলত্যাগ ইহার বিশেষ লক্ষণ মধ্যে গণ্য।

লক্ষণ।

মন;—যকৃৎরোগ জন্মিলে রোগী নিরুৎসাহ ও নিদ্রালু থাকে।

মস্তক;—ললাটদেশে অবিশ্রান্ত, মৃদু শিরঃশূল; শিরোঘূর্ণন; উদরে বেদনা।

মুখগহ্বর;—প্রাতঃকালে জিহ্বা হরিদ্রাবর্ণ লেপযুক্ত। প্রাতঃকালে বিশেষতা হীন ও অপ্রীতিকর স্বাদ জন্মে।

আমাশয়;—পিত্ত বমন, হরিদ্রাভ জিহ্বা, যকৃদ্দেশে তীরবেধবৎ বেদনা এবং কাল বিষ্ঠা।

উদর;—যকৃতের কনকনানি মেরুদণ্ড পর্য্যন্ত বিস্তৃত এবং পিত্তকোষপ্রদেশে অধিকতর। নাভি দেশে কনকনানি এবং উদরের ডাক ও মলত্যাগের বেগ, প্রচুর, কৃষ্ণবর্ণ এবং পুতিগন্ধ মলত্যাগ করিলে উপশমিত হয়। প্রাতঃকালে নিম্নোদরে কষ্টপ্রদ ডাক হইলে ইহার বিশেষতাযুক্ত মলত্যাগ হয়।

মল;—স্রোত বহিয়া প্রচুর, কাল এবং দুর্গন্ধ মলত্যাগ। বিষ্ঠার প্রথমাংশ কঠিন, কাল এবং থানা থানা থাকে, পরে নরম ও থস্‌থসে মলত্যাগ হয়।

প্রদর্শক লক্ষণ;—কাল ও দুর্গন্ধ বিষ্ঠা ইহার শ্রেষ্ঠতম বিশেষতা।

চিকিৎসা।

যকৃৎরোগ;—লেপ্‌ট্যাণ্ড্রার যকৃতরোগে দক্ষিণ কুক্ষিদেশে, বিশেষতঃ তাহার পিত্তকোষস্থানে, মৃদু কনকনানি বেদনা

banglabooks.in

হয় এবং তাহা যকৃতের পশ্চাৎভাগ আক্রমণ করে। অনেক সময়েই যকৃতের কনকনানি বেদনাকালে তাহাতে টাটানিও থাকে, কখন, বা রক্তাধিক্য অধিকতর হইলে যকৃতে ও তৎসন্নিহিত স্থানে জ্বালাযুক্ত কষ্ট উপস্থিত হয়। অনেক সময়েই এই জ্বালা ও কষ্ট আমাশয় ও উদর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। যকৃৎরোগের অবশ্যম্ভাবী উপসর্গ স্বরূপ উপরি-উক্ত নিদ্রালুতা ও উৎসাহহীনতা উপস্থিত হয় এবং রোগী কাল ও দুর্গন্ধ মলত্যাগ করে। ইহা সহরবাসা আলস্যপরতন্ত্র ব্যক্তিদিগের জন্য বিশেষ উপযোগী ঔষধ।

উদরাময়।—যকৃৎরোগের আনুসঙ্গিক লক্ষণ স্বরূপ কাল, প্রায় আলকাতরার ন্যায় বিষ্ঠার উদরাময় হইলে **লেপট্যাণ্ড্রা** প্রযোজ্য হয়। ইহার সহিত নাভিদেশে জ্বালা ও অতি যন্ত্রণাপ্রদ উদর শূল থাকে। অবস্থা বিশেষে কর্দ্দমবর্ণ বিষ্ঠা, নাভিদেশে জ্বালা এবং পিত্তের বমন হইয়া থাকে। জিহ্বা হরিদ্রাবর্ণ অথবা অধিকাংশ স্থলে কাল লেপযুক্ত হয় কিম্বা তাহার মধ্যাংশ বাহিয়া কৃষ্ণাভ কটা এবং কাল থাকে। উপরি উক্ত লক্ষণের বর্ত্তমানতায় ইহা **পিত্তজ্বর** এবং **টাইফয়েড** ফিবারেও প্রযুক্ত হইতে পারে।

---

banglabooks.in

লেক্‌চার ৬৪ (LECTURE LXIV.)

কনিফেরি জাতীয় ঔষধনিচয়।

১। এবিস্ ক্যানাডেন্‌সিস্। ২। এবিস্ নাইগ্রা। ৩। স্যাবাইনা।

১। এবিস্ ক্যানাডেন্‌সিস্ (Abies Canadensis)।

তুলনীয় ঔষধ ;—ইস্কু, কপেবা, নাক্‌স্ ভ, ইগ্নে, টেরিবি।

সাধারণ ক্রিয়া ;—শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি, বিশেষতঃ আমাশয়ের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিতে এবিস ক্যানাডেনসিসের ক্রিয়া হওয়ায় তাহার প্রতিশ্যায়িক অবস্থা জন্মে।

লক্ষণ।

আমাশয় ;—মুখের শুষ্কতা। আমাশয়োর্দ্ধপ্রদেশে চর্ব্বণবৎ বেদনা, অতি ক্ষুধার অনুভূতি এবং মূর্চ্ছার ভাব। মাংস, লোনাবস্তু এবং অন্যান্য স্থূল খাদ্যে লালসা। পরিপাকশক্তি অপেক্ষা আহারের ঝোঁক অধিকতর থাকে। অন্ত্রের মোচড় হইয়া বিবমিষা। আমাশয় এবং আমাশয়োর্দ্ধ প্রদেশে স্ফীতি ও জ্বালা।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয় ;—চিন্তা হয় যেন "জরায়ু কোমল ও দুর্ব্বল" বোধ হইতেছে। জরায়ুশরীরোপরি (Fundus) টাটানি বেদনার চাপে উপশম।

চিকিৎসা ;—উপরি লিখিত লক্ষণানুসারে এবিস্ কেনা আমাশয়াজীর্ণ ও তদানুষঙ্গিক জ্বর প্রভৃতি এবং জরায়ুভ্রংশরোগ আরোগ্য করিয়াছে।

banglabooks.in

২। এবিস নাইগ্রা (Abies Nigra)।

তুলনীয় ঔষধ।—ব্রায়, ক্যাম, ইগ্নে, নাক্স ভ, ল্যাক্টিক এসি।

সাধারণ ক্রিয়া।—এবিস নাইগ্রা প্রধানতঃ আমাশয়ের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিতে ক্রিয়া প্রকাশ করায় পরিপাক বিশৃঙ্খলা এবং তৎফল স্বরূপ অনেক লক্ষণ উৎপন্ন হয়।

লক্ষণ।

মন।—**অত্যন্ত অবসাদিত এবং বিষণ্ণতাগ্রস্ত।** বাত প্রকৃতি বিশিষ্ট রোগী চিন্তা করিতে কিম্বা পাঠ করিতে অশক্ত।

আমাশয়।—অস্বাভাবিক ক্ষুধা এবং রজনীতে নিদ্রাহীনতা। **প্রাতঃকালে ক্ষুধার সম্পূর্ণ অভাব,** কিন্তু অপরাহ্ণে ও রজনীতে খাদ্যে প্রবল আকাঙ্ক্ষা। **পূর্ণ ভোজন করিলে বেদনা হয়।** আমাশয়ের চতুঃপার্শ্বে অবিশ্রান্ত কষ্টানুভূতী বশতঃ বোধ যেন সকলই গিট দ্বারা আবদ্ধ আছে; রোগী দুর্ব্বল হইলেই তাহার বৃদ্ধি। **বোধ যেন আমাশয়ে একটা অজীর্ণ, অতিসিদ্ধ কঠিন ডিম রহিয়াছে।**

মল।—**কোষ্ঠ বদ্ধ।**

প্রদর্শক লক্ষণ।—**রোগীর অনুভূতি জন্মে যেন কোন দুষ্পাচ্য বস্তু আহার করায় আমাশয়ের হৃৎপিণ্ড সীমায় (বক্ষদেশে) আটকাইয়া রহিয়াছে।** অনেক চিকিৎসকই **এবিস্ নাইগ্রার** এই প্রদর্শক লক্ষণ প্রমাণিত করিয়াছেন।

banglabooks.in

চিকিৎসা ;—রোগীর বুকের নিম্নাংশে অজীর্ণ, অতিসিদ্ধ কঠিন ডিম অথবা কোন কঠিন দ্রব্যখণ্ড আটকাইয়া থাকার অনুভূতিরূপ উপরিউক্ত প্রদর্শক লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিলে এবং আহারান্তেই আমাশয়ে বেদনা উপস্থিত হইলে **এবিস নাই** অজীর্ণ রোগে উপকারী। ইহা তামাক ও চা পান জনিত অজীর্ণ রোগেও ফলপ্রদ হয়।

৩। স্যাবাইনা (Juniperus Sabina.)

উপচয় ;—সামান্য শরীর চালনাতে ও উষ্ণ বায়ুতে অথবা গৃহপ্রবেশে।

উপশম ;—শীতল, মুক্ত এবং বিশুদ্ধ বায়ুতে।

সম্বন্ধ ;—স্যাবাইনার কার্য্য প্রতিষেধক—ক্যাম্ফর, পালস্।

স্যাবাইনা যাহার পরে সুফলপ্রদ—কণ্ডিলোমেটা এবং সাইকোটিক রোগে থুজার পরে।

কার্য্যপূরক ;—থুজার।

তুলনীয় ঔষধ ;—আর্ণি, বেল্, ক্যাল্কে কা, ক্রোকাস্, ককুল্, ইপিকা, মিলিফ, পাল্স্, রাস্, রুটা, সাল্ফ, ট্রিলি।

সাধারণ ক্রিয়া ;—স্ত্রীজননেন্দ্রিয় স্যাবাইনার প্রধানতম কার্য্যক্ষেত্র হইলেও মূত্রযন্ত্র এবং আমাশয়-অন্ত্রপ্রণালীও ইহা গভীররূপে আক্রমণ করিয়া থাকে। উপরিউক্ত যন্ত্রসাধারণে ইহা অতি প্রখর উত্তেজনা উৎপন্ন করায় তাহা রক্তাধিক্যে এবং প্রদাহে পর্য্যবসিত হয়; এবং ইহার ফলস্বরূপ জরায়ুর রক্তস্রাব ও গর্ভপাত, মূত্রযন্ত্র বিকারে মূত্রকৃচ্ছ্র, এবং অন্ত্রের রোগবশতঃ উদরাময় ও রক্তভেদ হয়। ইহায় ক্রিয়ায় হস্তপদ স্ফীত ও নীলবর্ণ হইয়া যায়; শরীরে জলশোথ জন্মে। ইহা রসবাতগ্রস্ত ব্যক্তির পক্ষে বিশেষ উপযোগী ঔষধ।

banglabooks.in

লক্ষণ।

মন ;—অবিশ্রান্ত খিটখিটে ভাব ; অতি সামান্য কারণেই চমকিয়া উঠা ; কম্প, উৎকণ্ঠা এবং অস্থিরতা।

স্নায়ু ;—শরীরে অত্যন্ত আলস্যের ভাব এবং গুরুত্ব।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয় ;—ঋতুস্রাব অতি প্রচুর, অতি শীঘ্রাগত এবং অত্যধিক কাল স্থায়ী হয়। উত্থান করিলে রক্তের চাপ নির্গত হইতে থাকে। প্রায় অতৃপ্তব্য সঙ্গমের ইচ্ছা জন্মিলে তদনুরূপই তাহাতে সন্তুষ্টি লাভ হয়। জরায়ুপ্রদেশে সংকোচনকারী বেদনা। গর্ভপাত কিম্বা প্রস্রাবের পরে জরায়ুর দুর্ব্বলতা ও শিথিলতা জন্মিলে তাহা হইতে থাকিয়া থাকিয়া কখন কৃষ্ণবর্ণ ও চাপ চাপ, কখন বা লোহিতবর্ণ ও প্রচুর রক্তস্রাবকালে পৃষ্ঠ হইতে বিটপস্থান বা পিউবিস্ (Pubes) পর্য্যন্ত বেদনা থাকে এবং সকল শরীর চালনায় বর্দ্ধিত হয়। সাধারণতঃ তৃতীয় মাসে গর্ভপাত হইয়া থাকে। ঋতুরোধ হওয়ার পর ঘন, হরিদ্রাভ এবং দুর্গন্ধ শ্বেতপ্রদর হয়।

পুংজননেন্দ্রিয় ;—লিঙ্গমুণ্ড এবং তাহার শ্লেষ্মাগুটি বা কণ্ডুলোমেটাতে জ্বালাযুক্ত টাটানি।

গ্রীবা ও পৃষ্ঠ ;—কটি পশ্চাতে আকৃষ্টবৎ বেদনা এবং টানিয়া নামানের ন্যায় অনুভূতি বিটপদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। পৃষ্ঠ বেদনায় রোগী সম্মুখে বক্র হইতে বাধ্য হয়। পৃষ্ঠে পক্ষাঘাতিক শূল।

অঙ্গনিচয় ;—অধিকাংশস্থলে স্ফীত, লোহিতবর্ণ ও চক্‌চকে মণিবন্ধ এবং পদাঙ্গুলিতে, বিশেষতঃ রজনীতে, আকৃষ্টতা এবং ছিন্নবৎ বেদনার চালনায় ও স্পর্শে বৃদ্ধি হয়। উরুসম্মুখের মধ্যস্থল ঘৃষ্ট

banglabooks.in

ও বেদনাযুক্ত বোধ হয়। কনুইসন্ধিতে সূচিবেধবৎ বেদনা; গুল্‌ফ সন্ধির বেদনা বাহ্যদিকে বিস্তৃত হয়।

প্রদর্শক লক্ষণ।—ষ্ট্যাবাইনার মানসিক লক্ষণ—**গীত-বাদ্যের অসহিষ্ণুতা**—ইহার সাধারণ প্রদর্শক বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে; কেননা সকল রোগেই এইরূপ মানসিক প্রকৃতি বর্ত্তমান থাকে। উহাতে এতই স্নায়বীয় উত্তেজনা ঘটে যে, বোধ হয় যেন গীতবাদ্যের ধ্বনি রোগীর হাড়ে হাড়ে প্রবেশ করিতেছে। গীতবাদ্যে থুজারোগী ক্রন্দন করে।

চিকিৎসা।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়রোগ—রজঃকৃচ্ছ্র বা ডিস্‌মেনোরিয়া; জরায়ুর রক্তস্রাব বা হিমরেজ ফ্রম ইউটারাস।—**ষ্ট্যাবাইনার** রজঃকৃচ্ছ্র রোগে উদরশূল এবং কটিপশ্চাৎ হইতে বিটপদেশ বা পিউবিস্ পর্য্যন্ত প্রসববেদনাবৎ বেদনা হয়; ঋতুর উপযুক্ত সময়াপেক্ষা অতি শীঘ্র এবং কখন বা থাকিয়া থাকিয়া অতি প্রচুর, আংশিক তরল ও আংশিক চাপ চাপ, লোহিত ও কৃষ্ণবর্ণ, দুর্গন্ধ শোণিত স্রাব হইয়া থাকে। রোগীর প্রায় অতৃপ্তব্য কামেচ্ছা বর্ত্তমান থাকে। **জরায়ুর রক্তস্রাবে** রোগিণীর বস্তিপশ্চাৎ হইতে পিউবিস্ পর্য্যন্ত বেদনা অথবা অস্বস্তিভাব থাকে। কখন কখন জরায়ু হইতে কৃষ্ণবর্ণ চাপ মিশ্রিত প্রচুর উজ্জ্বল লোহিতবর্ণ রক্তস্রাব সামান্য শরীর চালনায় বর্দ্ধিত বা পুনরারম্ভ হয় কিন্তু অধিকতর ভ্রমণে তাহা হ্রাস পাইয়া থাকে। অনেক সময়েই রোগের উপসর্গ রূপে সন্ধিবেদনা, উদরের আক্ষেপ এবং গভীর দুর্ব্বলতা উপস্থিত হয়।

গর্ভাবস্থার রোগ এবং প্রসবান্তিক রোগ; গর্ভপাত বা মিস্‌ক্যারেজ; প্রসবান্তিক রক্তস্রাব বা পোষ্ট পার্টাম

banglabooks.in

হিমরেজ; ভ্যাদালব্যথা বা আফ্‌টার পেন্‌স্।—অন্তঃসত্ত্বার তৃতীয় মাসে গর্ভস্রাবের উপক্রম হইলে তন্নিবারণে **স্যাবাইনা** শ্রেষ্ঠ ঔষধ বলিয়া বিবেচিত হয়। অনেক সময়ে তাহার প্রথম লক্ষণে ন্যূনাধিক শোণিতস্রাব উৎপন্ন হইয়া আমাদিগকে সতর্ক করিয়া থাকে। পরে পৃষ্ঠবেদনা বস্তি ভেদ বা বেষ্টন করিয়া সম্মুখে বিটপদেশে যায়। সেক্রাম অস্থি বা বস্তিপশ্চাৎ হইতে তাহার সম্মুখ পর্য্যন্ত বেগে ঠেল মারা এবং টানিয়া ধরার ন্যায় বেদনা থাকে। চাপ চাপ উজ্জ্বল লোহিত রক্তস্রাব হয়। গর্ভস্রাবান্তিক জরায়ুপ্রদাহে রক্তস্রাব থাকিলেও ইহা উপকার করে।

সিনামমাম্—বস্তিতে টান লাগা অথবা পদস্খলন জন্য প্রচুর রক্তস্রাব ও অল্প বেদনা হওয়ায় গর্ভস্রাবের সম্ভাবনা জন্মিলে **সিনামমন** উপকারী।

আর্ণিকা—অভিঘাত জন্য গর্ভপাতের উপক্রম হইলে। শরীরে পৃষ্টবৎ বেদনা হয়।

প্রসবান্তে জরায়ুকুসুম জরায়ুমধ্যে আবদ্ধ থাকিলে যদি পূর্ব্ববর্ণিত জরায়ুর রক্তস্রাবের আনুষঙ্গিক লক্ষণনিচয় বর্ত্তমান থাকে এবং শোণিত উজ্জ্বল লোহিত বর্ণ ও চাপ মিশ্রিত হয় তবে **স্যাবাইনা** তাহার উৎকৃষ্ট ঔষধ। **প্রসবান্তিক বা ভ্যাদালব্যথাতে** বস্তিপশ্চাৎ হইতে বস্তিকোটর ভেদ করিয়া তীরবেগে বেদনা তাহার সম্মুখদিকে ধাবিত হইলে **স্যাবাইনা** উপযোগী হয়। **সিপিয়ার** বেদনা তীরের ন্যায় উর্দ্ধে ধাবিত হয় এবং তাহাতে সরলান্ত্রে গুরুত্ব জন্মে।

স্যাবাইনার জরায়ুবেগে **সেক্রাম বা নিম্নপৃষ্ঠ হইতে তীরবেগে বস্তিভেদ করিয়া বেদনার সম্মুখ দিকে বা বিটপদেশে** (Pubes) **ধাবিত হওয়া** ইহার প্রদর্শক লক্ষণ বলিয়া গণ্য হয়।

banglabooks.in

রজঃকৃচ্ছ্র ও জরায়ুর রক্তস্রাব প্রভৃতি নানাপ্রকার স্ত্রীজননেন্দ্রিয় রোগে নিম্নলিখিত ঔষধনিচয় স্যাবাইনা সহ তুলনীয়—

ইরিজিরণ—ইহা **স্যাবাইনার** প্রায় তুল্য ঔষধ। ইহাতে মূত্রাশয় ও সরলান্ত্রে উত্তেজনা থাকে এবং হঠাৎ রক্তস্রাব হওয়ায় কিছু-কালের জন্য তাহার নিবৃত্তি হয়। রক্ত কাল্‌চে ও চাপ চাপ থাকে।

ক্রোকাস—গুল্মবায়ুগ্রস্ত রোগীদিগের মৃদু রক্তস্রাবে উপযোগী। কৃষ্ণবর্ণ, আটা এবং আলকাতরার ন্যায় কাল এবং বিশিষ্ট রূপ প্রচুর রক্তস্রাব শরীরের চালনা হইলেই বর্দ্ধিত হয়।

ট্রিলিয়াম্‌—মৃদু অথবা প্রবল রক্তস্রাব শরীর চালনা করিলেই বর্দ্ধিত হয়। বোধ হয় যেন নিম্নপৃষ্ঠ এবং হিপ বা বস্তানসন্ধি দ্বিধা হইতেছে, ফিতা বা ব্যাণ্ডেজ বাঁধিলে তাহার উপশম হয়।

আষ্টিলেগো—সামান্য কারণে, যেমন জরায়ুর পরীক্ষা জন্য তন্মধ্যে অঙ্গুলি প্রবেশ করাইলেই যদি মৃদু অথবা প্রবল রক্তাধিক্যযুক্ত জরায়ু হইতে উজ্জ্বল এবং আংশিকরূপে চাপবাঁধা রক্তস্রাব হয় তাহাতে ইহা উপকারী।

কণ্ডিলোমেটা বা শ্লেষ্মাগুটিকা ;—কণ্ডিলোমেটা, বিশেষতঃ স্ত্রীলোকদিগের কণ্ডিলোমেটা জ্বালা করিলে ও চুলকাইলে **স্যাবাইনা** প্রযুক্ত হয়।

রসবাতিক প্রদাহ ;—অস্বাভাবিক পরিমাণ রক্তসম্পন্ন বা প্লেথরিক স্ত্রীলোকদিগের গুল্‌ফসন্ধির রসবাতজ প্রদাহ চিকিৎসায় **স্যাবাইনা** বিশিষ্টতা লাভ করিয়াছে।

---

banglabooks.in

লেক্‌চার ৬৫ (LECTURE LXV)।

সোলেনেসি জাতীয় ঔষধ।

১। ক্যাপ্‌সিকাম। ২। টেবেকাম।

১। ক্যাপ্‌সিকাম্‌।

(Capsicum Annum)।

সম্বন্ধ।—ক্যাপ্‌সিকাম্‌ যাহার কার্য্যপ্রতিষেধক—ক্যালাডি, সিঙ্কো, কফিয়া।

ক্যাপ্‌সিকামের পরে প্রযোজ্য—সবিরাম জ্বরে সিনা।

তুলনীয় ঔষধ।—আর্জে নাই, আর্স, বেল, ক্যালাডি, ক্যাম্ফা, সিঙ্কো, ক্রোটন, ইগ্নে, লাইকো, মার্ক কর, নেট মিউ, নাক্‌স্‌ ভ, পাল্‌স্‌, রাস্‌, ভেরেট এ।

সাধারণ ক্রিয়া।—ক্যাপ্‌সিকাম কেবল মাত্র শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি, বিশেষতঃ পরিপাক যন্ত্রপথের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিতে ক্রিয়া প্রকাশ করিলে তৎফলস্বরূপ তাহার তীব্র উত্তেজনা, রক্তাধিক্য এবং প্রদাহ উৎপন্ন হয়। ইহা শ্বাসযন্ত্রপথের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিতেও প্রায় এইরূপ ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া থাকে। ইহা যে জ্বরোৎপাদন করে তাহা ম্যালেরিয়া জ্বর সদৃশ প্রতীয়মান হয়। ক্যাপ্‌সিকামের প্রদাহ শরীরোপাদান বা টিস্যুধ্বংসপ্রবণ হওয়ায় তাহা ক্ষত, পূয়শোথ এবং গভীরোপাদান ধ্বংসকারিতায় পর্য্যবসিত হয়। ক্যান্থারিসের ন্যায় ইহাও মূত্রযন্ত্রপথ দ্বারা নিঃসারিত হওয়ায় তাহার উত্তেজনা এবং মূত্রকৃচ্ছ্র ও মূত্রবেগ প্রভৃতি জন্মে।

banglabooks.in

মূত্রযন্ত্রপথে মরিচ সংস্পর্শবৎ অত্যন্ত জ্বালা, ও চনচনি উৎপন্ন করা ইহার বিশিষ্ট লক্ষণ মধ্যে গণ্য।

আলস্যপরতন্ত্র এবং শিথিলশরীর ব্যক্তিদিগের ঔষধের **প্রতিক্রিয়া-শক্তির অভাব** হইলে **ক্যাপ্‌সিকাম** তাহা পুনরুদ্দীপিত করিতে সক্ষম।

লক্ষণ।

মন।—রোগী মৌন, একগুঁয়ে এবং সামান্যেই ক্রোধপ্রবণ থাকে গৃহবিরহাতুরতা জন্মিলে গণ্ডের রক্তিমা, অনিদ্রা এবং গলনিম্ন গহ্বরে তাপানুভূতি হয়।

মস্তক।—শিরঃশূলে বোধ হয় যেন মস্তক বিদীর্ণ হইবে; কাসিলে মস্তক চালনা করিলে অথবা ভ্রমণে তাহার বৃদ্ধি হয়।

স্নায়ু।—প্রতিক্রিয়াহীনতা, বিশেষতঃ স্থূল ব্যক্তিদিগের; জীবনী শক্তির পতনাবস্থা। বলক্ষয়। শয়ন করিতে ও নিদ্রা যাইতে প্রবল ইচ্ছা; রোগী এককালীন শ্রম করিতে চাহে না। কখন এক স্থানে, কখন বা স্থানান্তরে, এইরূপ শরীরের নানা স্থানে প্রচণ্ড বেদনা; শিশুদিগের স্নায়ুশূল। শরীরের ভিন্ন ভিন্ন স্থানের উপরিভাগে আকৃষ্টবৎ বেদনা। জ্বালা ও জ্বালাযুক্ত চনচনির অনুভূতি। শরীরাংশে ঝিন্‌ঝিনি লাগার ন্যায় বোধ।

কর্ণ।—কর্ণপশ্চাতে বেদনাযুক্ত স্ফীতি; ম্যাষ্টইড্‌ প্রেসেসের (চুচুক প্রবর্দ্ধন) ক্ষত বা কেরিজ। বামকর্ণের পশ্চাতে ছিন্নবৎ বেদনা। কর্ণে চাপ লাগার ন্যায় বেদনা, কাসিলেই অধিকতর হয় এবং তাহাতে বোধ হয় যেন ক্ষত ফুটিয়া বাহির হইবে।

শ্বাসযন্ত্র।—সন্ধ্যাকালে শয়ন করিলে স্বরযন্ত্র ও শ্বাসনালীতে বিড় বিড়, গুড় গুড় করায় শুষ্ক ও খ্যাক্‌ খ্যাক্‌ কাসি হয়। **কাসিলে**

banglabooks.in

ফুস্ ফুস্ হইতে দুর্গন্ধ প্রশ্বাস বাহির হয়। বোধ হয় যেন আমাশয় হইতে শ্বাসকৃচ্ছ্র জন্মিতেছে। পৃষ্ঠের অনমনীয়তা সহ শ্বাসকৃচ্ছ্র হইলে মুখ লোহিত বর্ণ অথবা পর্য্যায়ক্রমে লোহিত ও পাণ্ডুর হয়; উদ্গার উঠে; বক্ষ বিস্তৃত বোধ হয়; শ্বাস টানিলে সাঁই সাঁই শব্দ হইতে থাকে এবং তাহা শরীর চালনাকালে, ঊর্দ্ধে উত্থানকালে অথবা ভ্রমণে বর্দ্ধিত হয়।

মুখগহ্বর।—মুখে পচা গন্ধ। মুখে চিম্‌সে শ্লেষ্মা। মুখে জলবৎ স্বাদহীনতা জন্মিলে পরে বুকজ্বালা করে।

গলাভ্যন্তর।—গলার জ্বালা ও বেদনা গলাধঃকরণক্রিয়াদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী কালে অধিকতর হয়। কাসিলে গলায় বেদনা লাগায় বোধ হয় যেন তাহা গলার বেদনাযুক্ত স্ফীতি অথবা ক্ষত হইতে হইতেছে। গলদেশের আক্ষেপিক সংকোচন।

আমাশয়।—আমাশয়ে জ্বালা, বিশেষতঃ আহারান্তে। বুকজ্বালা; মুখে জল উঠা। শিরঃশূলে বিবমিষা ও বমন হয়; স্নায়বীয় আক্ষেপিক বমন। শীতকম্পকালে শ্লেষ্মা বমন; সাংঘাতিক প্রকৃতির জ্বরে বমন হয়। আমাশয়ে বরফবৎ শীতলতা জন্মিলে পরে তাহাতে কম্প অথবা জ্বালার অনুভূতি হয় ও মধ্যে কটু উদ্গার উঠে।

উদর।—উদর স্ফীত হওয়ার ন্যায় উদর হইতে পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত আতত ভাবের বেদনা। বায়ুশূলে আকৃষ্টবৎ ও মোচড়ানির ন্যায় বেদনা হয়। উদর স্ফীত; শ্বাস প্রশ্বাস বাধা পাওয়ায় শ্বাসরোধ ঘটে। প্লীহা স্ফীত এবং স্পর্শাসহিষ্ণু থাকে।

মল এবং মলদ্বার।—কুন্থন; মলদ্বারে জ্বালাযুক্ত বেদনা। অর্শ জ্বালা করে ও চুলকায়। জল পান করিলে পুনঃ পুনঃ রক্ত সংযুক্ত আম নির্গত হওয়ায় কুন্থন জন্মে; শ্লেষ্মাময়

banglabooks.in

মল। প্রত্যেকবার মলত্যাগের পরেই তৃষ্ণা এবং প্রত্যেক-বার জলপানের পরেই কম্প হয়।

মূত্রযন্ত্র।—মূত্রত্যাগান্তে জ্বালা, কামড়ানি এবং জ্বালাযুক্ত চন্‌চনি। মূত্রত্যাগের পূর্ব্বে, সময়ে, এবং তাহার পরে মূত্রনালীর মুখে জ্বালা হয়। মূত্রত্যাগ না করার সময়ে মূত্রনালীর সম্মুখ ভাগে ও তাহার মুখে সূচিবেধবৎ বেদনা। মূত্রকৃচ্ছ্র হইলে মূত্রস্থালীর কুন্থন হয়। জ্বালাযুক্ত মূত্র।

প্রদর্শক লক্ষণ।—গলাভ্যন্তরে ও শরীরের অন্যান্য অংশে **মরিচের জ্বালার ন্যায় জ্বালা ও জ্বালাযুক্ত চন্‌চনি,** তাপে তাহার উপশম হয় না।

চিকিৎসা।

গৃহবিরহাতুরতা বা হোম-সিক্‌নেস্‌।—এই মানসিক বিকারাবস্থা **ক্যাপ্‌সিকামের** প্রায় সর্ব্ববিধ রোগেই উপস্থিত থাকে। রোগী বড়ই বিষণ্ণচিত্ত ও অসন্তুষ্ট হয়। তাহার গণ্ডদেশ লোহিতবর্ণ থাকে এবং অনিদ্রা হয় ও গলমধ্যগহ্বরে (Fauces) তাপের অনুভূতি জন্মে।

কর্ণরোগ।—মধ্যকর্ণাংশ বা পটাহপ্রদাহ, কাণপাকা; ম্যাষ্টইড প্রসেস বা কর্ণাস্থিপশ্চাতের উচ্চ অংশের প্রদাহ; ইউষ্টেকিয়ান নালীর নাতিপ্রবল প্রদাহ।—কর্ণের মধ্যাংশ বা পটহে প্রদাহ ও পূয় উৎপন্ন হওয়ায় তাহা বিদীর্ণ হইলে **ক্যাপ্‌সিকাম্‌** প্রযুক্ত হয়; ইহাতে কর্ণাস্থিপশ্চাতের উচ্চতর অংশের প্রদাহ বা টাটানি জন্মে। পুরাতন কাণপাকা রোগে মস্তক ফাটিয়া যাওয়ার ন্যায় বেদনা এবং শীতের ভাব থাকিলে ইহা উপকারী। কর্ণ উষ্ণ থাকে, বেদনা

banglabooks.in

গলাভ্যন্তরে যায়, পটাহ ছিদ্র হয় এবং কর্ণ হইতে হরিদ্রাবর্ণ পূয়াকার পদার্থের স্রাব হইতে থাকে। হিপার সাল্‌ফারে কর্ণবেদনা স্পর্শাসহিষ্ণুতায়, ক্যাপ্‌সিকামে তাহা ব্যাপকতায় অধিকতর থাকে এবং ইহাতে রোগ মার্কুরিয়াসের ন্যায় রজনীতে বর্দ্ধিত হয় না। ইউষ্টেকিয়ান নালীর নাতিপ্রবল প্রদাহে অত্যন্ত বেদনা এবং গলমধ্যে শুষ্কতা ও তাপের অনুভূতি জন্মিলে ক্যাপ্‌সিকাম উপযোগী হয়।

কর্ণের মধ্যভাগ বা পটাহ পাকিলে তাহার পুরাতন অবস্থায় সাইলিসিয়া শ্রেষ্ঠতর ঔষধ। ম্যাষ্টইড্ প্রসেসের পূয়শোথ জন্মিলে অরাম এবং নাই এসি অগ্রগণ্য ঔষধ।

হাঁপানিরোগ বা এজ্‌মা।—ক্যাপ্‌সিকাম্ রোগীর হাঁপানি হইলে তাহার মুখ লাল হয় এবং বক্ষমধ্যে হিস্ হিস্ শব্দ থাকে। রোগী কাসিয়া শ্লেষ্মা উঠাইতে পারিলে হাঁপের উপশম হয়।

প্লীহারোগ।—ডাঃ জারের মতে স্ফীত, বিবর্দ্ধিত এবং স্পর্শাসহিষ্ণু প্লীহার পক্ষে ক্যাপ্‌সিকাম শ্রেষ্ঠতম ঔষধ বলিয়া গণ্য।

আর্ণিকা—আঘাতজ প্লীহাপ্রদাহে রোগী অবসাদগ্রস্ত এবং উদাসীন থাকিলে ইহার প্রয়োগ হয়। পচনশীলতা বা টাইফয়েড অবস্থার দিকে রোগের গতি হইলে বেদনা মৃদুই হউক আর তীব্রই হউক ইহা যে তাহার উৎকৃষ্ট ঔষধ তদ্বিষয়ে বহুতর প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

বেলিসে প্লীহাপ্রদেশে স্ফীতি জন্মে; নেট মিউ এবং ফেরাম্ মেট প্লীহাবিবৃদ্ধির ঔষধ মধ্যে গণ্য।

সবিরাম জ্বর বা ইণ্টার্মিটেণ্ট ফিবার।—ক্যাপ্‌সিকামের সবিরাম জ্বর বিশিষ্ট লক্ষণ দ্বারা পরিচিত হইয়া থাকে। ইহার রোগী স্থূলকায় ও শিথিলশরীর হয়। ইহাতে শীতের প্রাধান্য

banglabooks.in

থাকে, এবং তাহা পৃষ্ঠে আরম্ভ হয়; **পৃষ্ঠে তাপ প্রয়োগে রোগী তাহার** উপশম পায়। শীতে তৃষ্ণা থাকে, তাপকালে থাকিলেও তাহার প্রথম অবস্থায় থাকিতে পারে। ক্লেদযুক্ত মলত্যাগে মলদ্বার জ্বালা করে। শীতের অবস্থায় প্লীহার স্ফীতি ও বেদনা জন্মে।

২। টেবেকাম (Nicotiana Tabacum)।

উপচয় ;—অতিশয় তাপে অথবা শৈত্যে, বিশেষতঃ ঝটিকাময় দিবসে ; ভ্রমণে, গাড়িতে চলিলে, এবং রেলগাড়ির ঝাঁকিতে।

উপশম ;—মুক্ত বায়ুতে ; বমনে।

সম্বন্ধ ;—টেবেকাম্ যাহার কার্য্যপ্রতিষেধক—সাইকুটা, ষ্ট্রামো। যাহা টেবেকামের কার্য্য প্রতিষেধ করে—আর্স, ক্যাম্মো, ইগ্নে, ইপিকা, নাক্স্ ভ, পাল্স্।

তাম্রকূট সেবনের কুফল সংশোধনের ঔষধ।—অত্যন্ত বিবমিষা ও বমন জন্য ইপিকা। তামাকের পাতা খাওয়াতে রোগ জন্মিলে আর্স। অতিরিক্ত ধুমপান প্রাতঃকালের অসুখ জন্য নাক্স্ ভ। তাম্রকূট সেবনে হৃৎকম্প ও জননেন্দ্রিয়ের দুর্ব্বলতা জন্মিলে ফস্। হিক্কা নিবারণে ইগ্নে। দন্তশূল হইলে ক্লিমেটিস্ ও প্ল্যাণ্টেগো। মুখের দক্ষিণ পার্শ্বের স্নায়ুশূলে, অজীর্ণে এবং বায়ুরোগে, বিশেষতঃ তাহা আলস্য পরায়ণ ব্যক্তিদিগের হইলে সিপিয়া। অতিরিক্ত ধূমপান জন্য ধ্বজভঙ্গ, আক্ষেপ এবং শীতল ঘর্ম্ম হইলে লাইকো। ধূমপায়ীর মস্তকপশ্চাতের শিরঃশূল ও শিরোঘূর্ণনে জেল্স্। টেবেকাম্ ২০০ অথবা ১০০০ ক্রম, তামাক সেবন পরিত্যাগ জনিত অদম্য মুখলালাস্রাব নিবারণ করে।

তুলনীয় ঔষধ ;—এণ্টি টা, আর্স, বেল, ককুল, ডিজিট, লোবে, ইপিকা, নাক্স্ ভ, ওপি, ফস্, ষ্ট্রামো, ভেরেট এ।

banglabooks.in

সাধারণ ক্রিয়া ;—টেবেকাম মেডুলা অবলেঙ্গটা এবং নিউমো-গ্যাষ্ট্রীক স্নায়ু আক্রমণ করিলে অনৈচ্ছিক পেশীমণ্ডলীর (Involuntary muscles) সম্পূর্ণ শিথিলতা ও পক্ষাঘাত হওয়ায় বিবমিষা, বমন, হৃৎ-পিণ্ডের ক্ষীণতা, শরীরে তাপের হ্রাস, শিরোঘূর্ণন, প্রলাপ এবং পতন বা কোল্যাপ্‌স্‌লক্ষণ উৎপন্ন হয়। অধিক কালব্যাপী তাম্রকূট সেবনের কুফল স্বরূপ স্নায়ু পদার্থের অপকৃষ্টতা জন্মিলে পেশীর ক্ষয় ও পক্ষাঘাত জন্মে। ইহা দ্বারা নিউমোগ্যাষ্ট্রীক স্নায়ুর পরিপাকযন্ত্রশাখা আক্রান্ত হওয়ায় আমাশয়ান্ত্রিক বিকার, এমন কি তাহার প্রবল প্রদাহ পর্য্যন্ত জন্মিয়া থাকে। ডাং বার্থোলোর মতে ইহা কর্তৃক মস্তিষ্ক আক্রমণ ও আমাশয়ের উত্তেজনা এবং ইহার বস্তুগত স্বাভাবিক গুণ এই ত্রিবিধ কারণই নিশ্চিত-রূপে বমন উৎপাদন করিয়া থাকে। ইহার ক্রিয়ার আন্ত্রিক শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি স্রাবের বৃদ্ধি হয় এবং অন্ত্রের পেশীস্তর ধনুষ্টঙ্কারবৎ আক্ষেপাক্রান্ত হওয়ায় বিরেচন হইয়া থাকে। মৃত্যুকল্প বিবমিষা এবং তাহার আনুষঙ্গিক পাণ্ডুরতা, শিরোঘূর্ণন, শীতল ঘর্ম্ম ও ঘনলোপবিশিষ্ট নাড়ী ইহার বিশিষ্ট লক্ষণ মধ্যে গণ্য।

লক্ষণ।

মন ;—উৎকণ্ঠা ; ক্রন্দন করিলে রোগী ভাল থাকে। মনঃ-সংযোগ করা কঠিন হয়।

মস্তক ;—আমাশয় মোচড়াইয়া বিবমিষা বশতঃ শিরোঘূর্ণন জন্মিলে গৃহমধ্যে তাহার বৃদ্ধি এবং মুক্ত বায়ুতে হ্রাস হয়। স্নায়বীয় শিরঃশূলে বোধ হয় যেন হঠাৎ মস্তকে হাতুড়ির আঘাত লাগে। ললাটের এক পার্শ্ব হইতে অন্য পার্শ্ব পর্য্যন্ত শিরঃশূলে চক্ষুকোটর আক্রান্ত হয় অথবা শিরঃশূল তীরবেগে বাম চক্ষুতে যায় এবং শৈত্যপ্রয়োগে তাহার

banglabooks.in

হ্রাস হয়; মস্তকে গুরুত্ব জন্মে। বহুকাল তাম্রকূট সেবনে সন্ন্যাসরোগ জন্মিতে পারে।

স্নায়ু ;—ক্লান্ত, অবসাদগ্রস্ত ; কম্প। ভয়ঙ্কর বেদনার আনুষঙ্গিক লক্ষণে অনৈচ্ছিক পেশীসংকোচন হয়। পেশীর আক্ষেপিক সংকোচন, আক্ষেপ, সর্ব্বাঙ্গীন অচৈতন্যের ভাব, শরীরের শিথিলতা।

মুখমণ্ডল ;—আমাশয় মোচড়াইয়া বিবমিষা জন্মিলে মুখের মৃতবৎ পাণ্ডুরতা হয়। মুখ পাণ্ডুর, বসা এবং শীতল ঘর্ম্মাবৃত। সন্ধ্যাকালে মুখের অস্থি ও গণ্ডে প্রচণ্ড ছিন্নবৎ বেদনা।

মুখগহ্বর ;—মুখে গেঁজলা উঠে। প্রচুর মুখলালাস্রাব। মুখ এবং গলমধ্যে শুভ্র ও আটা শ্লেষ্মা সংগ্রহ হইলে বারম্বার তাহা নিষ্ঠীবত করিতে হয়।

আমাশয় ;—অতিশয় তৃষ্ণা ; রজনীতে তাহার বৃদ্ধি। বিবমিষা ও বমন শরীর চালনায় বৰ্দ্ধিত হয়। থাকিয়া থাকিয়া মৃতকল্প বিবমিষা হওয়ায় শিরোঘূর্ণন ও শরীরে শীতল ঘর্ম্ম হয়। প্রচণ্ড বমন ; অন্ন ও তরল পদার্থের সহজে বমন হয়। প্রাতঃকালে জলবৎ, বিস্বাদ ও কখন কখন তিক্ত বমন হয়। বিবমিষা হইলে আমাশয় শীতল বোধ হয়। আমাশয়োর্দ্ধ কোটরস্থানে দমিয়া যাওয়ার ভাব ; তাহাতে শিথিলতার অনুভূতি জন্মে।

উদর ;—নাভি অভ্যন্তরদিকে বেদনাসহ আকৃষ্ট হয় ; উদর পেশীর সংকোচন। ফাঁসবদ্ধ অন্ত্রবৃদ্ধি।

মল ;—কুন্থন এবং জ্বালাযুক্ত নরম মলত্যাগকালে কটিপশ্চাতে প্রচণ্ড বেদনা হয়। উদরাময় হইলে রোগী ঈষৎ পীতের আভাযুক্ত সবুজবর্ণ ক্লেদবৎ মলত্যাগ করে। কলেরার ন্যায় মলত্যাগ ; জলবৎ, বেগশীল ও বেদনাহীন উদরাময়।

banglabooks.in

হৃৎপিণ্ড ও নাড়ী।—প্রচণ্ড হৃৎকম্প। হৃৎপিণ্ডক্রিয়া দুর্ব্বল। রজনীতে থাকিয়া থাকিয়া হৃৎকম্প হওয়ায় হৃদগ্রের কষ্ট এবং উভয় স্কন্ধ মধ্যস্থ স্থানে বেদনা হয়। নাড়ী ক্ষীণ, কোমলস্পর্শ এবং ধীরগতি; দুর্ব্বোধ্য, ক্ষুদ্র এবং ক্ষণলোপবিশিষ্ট।

প্রদর্শক লক্ষণ।—প্রচণ্ড ও মৃত্যুকল্প বিবমিষা, মৃতবৎ পাণ্ডুরতা এবং সম্পূর্ণ শরীরে শীতল ঘর্ম্মের বর্ত্তমানতা প্রভৃতির শরীর চালনায় বৃদ্ধি ও তাহার আনুষঙ্গিক শিরোঘূর্ণন প্রভৃতি দুর্ব্বলতার লক্ষণ ইহার সাধারণ রোগের প্রদর্শক।

চিকিৎসা।

ধনুষ্টঙ্কার বা টিটেনাস্।—গ্রীবা এবং পৃষ্ঠপেশীর অনমনীয়তা ও পশ্চাৎদিকে মস্তকের আকৃষ্টভাব, চক্ষুপুট ও চর্ব্বণক্রিয়াসাধক পেশীর (Masseter muscle) সংকোচন, স্বরযন্ত্র ও শ্বাসনালীপেশীর আক্ষেপ বশতঃ হিস্ হিস্ শব্দের শ্বাসপ্রশ্বাস, পর্য্যায়ক্রমিক, প্রবল ও ক্ষণস্থায়ী আক্ষেপের পর সম্পূর্ণ শরীরের শিথিলতা ও কম্পান্বিত ভাব, অন্ত্র ও মূত্রপথাদির সংকোচন, অভ্যন্তর দিকে উদর পেশীর আকৃষ্টতা এবং উপরিউক্ত লক্ষণ জনিত আনুষঙ্গিক তীব্র বেদনা, **বিবমিষা, শীতল ঘর্ম্ম** ও শ্বাসরোধ বশতঃ ত্বরিৎ পতনাবস্থা প্রভৃতি লক্ষণ উপস্থিত হইলে ধনুষ্টঙ্কাররোগে **টেবেকাম** ও **নিকোটিনাম** উপযোগী হয়। ইহার শ্বাসরোধকর আক্ষেপবিশিষ্ট ধনুষ্টঙ্কার আক্ষেপের **ষ্ট্রীক্নিয়ার** আক্ষেপ অপেক্ষা **হাইড্র সাইয়ানিক এসিডের** আক্ষেপের সহিতই অধিকতর সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়।

সি-সিক্‌নেস্ বা আর্ণব বমন।—টেবেকামের বিবমিষা ও বমনের আর্ণব বমন এবং শকটারোহণ জন্য বমন সহ অতি আশ্চর্য্য

banglabooks.in

সাদৃশ্য দৃষ্টিগোচর হয়। কার্য্যক্ষেত্রেও উচ্চ ক্রমের **টেবেকাম্** এ রোগের অবস্থাবিশেষে যথেষ্ট উপকার দর্শাইয়া থাকে।

কলেরা বা ওলাওঠা।—**ভেরেট্রাম এ, সিকেলি** অথবা **ক্যাম্ফর** প্রয়োগ কলেরার উদরাময় বন্ধ হওয়ার পরেও যদি বিবমিষা এবং শীতল ঘর্ম্ম থাকিয়া যায় তাহাতে **টেবেকাম্** উপকার করিয়া থাকে। এই বিবমিষার আনুষঙ্গিক লক্ষণ রূপে উদরপ্রদেশে জ্বালাময় তাপ এবং তদ্ব্যতীত শরীরাংশে শীতল ঘর্ম্ম থাকে। রোগী ক্রমাগত উদর অনাবৃত করে। এস্থলে ইহা **হাইড্রসা এসি, ভেরেট এ, ক্যাম্ফর** সহ তুলনীয় হয়।

মূত্রশূল ও ফাঁসবদ্ধ অন্ত্রবৃদ্ধি।—মৃত্যুকল্প বিবমিষা, **বমন** ও ক্লেদবৎ উদরাময় থাকিলে **টেবেকাম্** মূত্রশূল ও ফাঁসবদ্ধ অন্ত্রবৃদ্ধিরোগে উপকারী হয়।

উপরে **টেবেকামের** যে সকল লক্ষণ বিবৃত হইয়াছে তাহাতে বোধগম্য হইবে যে লক্ষণগত সাদৃশ্য থাকিলে ইহা **মুখমণ্ডলের স্নায়ুশূল, শ্বাসকৃচ্ছ্র, এঞ্জাইনা পেকটরিস্ বা হৃদ্‌শূল** এবং **অজীর্ণ** প্রভৃতি রোগে উপকার করিতে পারে। অধিকাংশ স্থলেই **মৃত্যুকল্প বিবমিষা ও বমন, সর্ব্বাঙ্গীন শীতল ঘর্ম্ম এবং শারীরিক শিথিলতাদি প্রদর্শকরূপে বর্ত্তমান থাকে।**

banglabooks.in

লেক্‌চার ৬৬ (LECTURE LXVI)।

জান্তব ঔষধ—অফিডিয়া জাতি।

১। ক্রোটেলাস্‌ হরিডাস্‌। ২। ন্যাজা ট্রিপুডিয়ানস্‌। ৩। ইল্যাপ্‌স্‌ কেরোলিনাস্‌।

১। ক্রোটেলাস্‌ হরিডাস্‌ (Crotalus Horridus.)।

সম্বন্ধ।—ক্রোটেলাসের কার্য্য প্রতিষেধক—এমনিয়া, ক্যাম্ফর, এল্‌কোহল, বিকীর্ণ তাপ।

ল্যাকেসিসে ত্বক্‌ শীতল ও চটচটে, ক্রোটেলাসে তাহা শীতল ও শুষ্ক থাকে। ইল্যাপস্‌ দক্ষিণ ফুস্‌ফুস্‌ আক্রমণ করিলে কাল রক্ত নিষ্ঠ্যূত হয়।

তুলনীয় ঔষধ।—এপিস্‌, আর্স, ক্যাম্ফা, কার্ব্ব ভে, চেলি, ইল্যাপ্‌স্‌, ল্যাকেসি, ন্যাজা, টেরেণ্ট্‌।

সাধারণ ক্রিয়া।—ল্যাকেসিস্‌ প্রভৃতি সর্পবিষের ন্যায় ক্রোটেলাসেরও প্রাথমিক বা মৌলিক ক্রিয়া মস্তিষ্ক-মেরুমজ্জেয় স্নায়ুকেন্দ্রে প্রকাশ হইয়া থাকে। ল্যাকেসিসের ক্রিয়া বর্ণনায় যেরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে ইহা তদনুরূপই পরোক্ষভাবে শোণিতের বিশ্লেষণ, তাহার তন্তুজান বা ফাইব্রিণ পদার্থের ধ্বংস, শোণিত স্রাব এবং কালশিরা প্রভৃতি উৎপন্ন করিয়া সর্পবিষ মাত্রেরই ক্রিয়ার সাধারণ ঐক্যতার পরিচয় দেয়। ক্রোটেলাসের প্রধান বিশেষত্ব এই যে ইহার বিষলক্ষণের পীতজ্বরলক্ষণ সহ সাদৃশ্য থাকায় উক্ত রোগের চিকিৎসায় প্রযোজিত হইলে ইহা সুফলপ্রদান করে।

banglabooks.in

লক্ষণ।

চক্ষু।—চক্ষুতে এবং সম্পূর্ণ শরীরে হরিদ্রাবর্ণ। চক্ষুর চতুঃপার্শ্বে নালবর্ণ চক্র। চক্ষু হইতে শোণিতের নিঃসরণ। অস্পষ্ট দৃষ্টি। চক্ষুতে জ্বালা। চক্ষুর একুয়াস্ হিউমার বা সম্মুখগহ্বরস্থ স্বচ্ছ রসভাগ ঘোলাটে। চক্ষূর্দ্ধে চাপ ও কষ্ট।

কর্ণ।—উচ্চ শব্দে অসহিষ্ণু। উচ্চ শব্দের অনুভূতিহীনতা। স্নায়বিক বধিরতা।

শ্বাসযন্ত্র।—স্বরভঙ্গে স্বর দুর্ব্বল এবং কর্কশ। নাতি-প্রবল কাসিতে রক্তসংযুক্ত শ্লেষ্মার নিষ্ঠীবন। কষ্টকর শ্বাসপ্রশ্বাস। হুপশব্দক কাসি নিবন্ধন দুর্ব্বলতা, নাসিকা হইতে রক্তস্রাব ও মুখের স্ফীতি, মুখের নীলাভা অথবা পাণ্ডুরতা, আক্রমণের পর কিছু কাল পর্য্যন্ত থাকিয়া যায়; বৃদ্ধদিগের বক্ষ শোথ এবং জ্বর ও প্লীহাজ্বর বা এগু জন্য শ্বাসকষ্ট।

মুখগহ্বর।—জিহ্বার স্ফীতি ও প্রদাহ।—জিহ্বা এবং গলাভ্যন্তরে সংকোচন নিবন্ধন বাক্‌রোধ।

গলাভ্যন্তর।—গলা শুষ্কতা প্রযুক্ত তৃষ্ণা। কোন কঠিন বস্তু গলাধঃকরণ অত্যন্ত কষ্ট।

মূত্রযন্ত্র।—মূত্রনলী হইতে রক্তস্রাব। পিত্তমিশ্রিত মূত্রের পীত অথবা ঈষৎ লোহিতাভ পীত বর্ণ। টাইফয়েড জ্বর, ডিফ্‌থিরিয়া প্রভৃতি রোগে লালামেহ জন্মে এবং শোণিতমিশ্রিত হওয়ায় মূত্র ধূম্রাকার থাকে।

ত্বক্।—ত্বক হরিদ্রাবর্ণ; স্যাবা বা জণ্ডিস্; সেপ্টিসিমিয়া বা রক্তবিষাক্ততা। ত্বকের নানাপ্রকার টাইফয়েড বা পচনলক্ষণযুক্ত উদ্‌ভেদ।

চিকিৎসা।

রসরক্ত প্রভৃতি শারীরিক উপাদানের পচনশীলতাবিশিষ্ট সাংঘাতিক জ্বরবিকার ও ক্ষত প্রভৃতি নানাবিধ রোগে সম্পূর্ণ শরীর অথবা

banglabooks.in

ব্যাধিগ্রস্ত যন্ত্রবিশেষের শোণিতস্রাবপ্রবণতা দৃষ্ট হইলে **ক্রোটে-লাস** প্রযুক্ত হয়। শোণিত রসাদির ধ্বংসকারী বহুব্যাপক অথবা স্বল্পব্যাপক যে কোন রোগে **ল্যাকেসিস্** প্রভৃতি ইহার সমশ্রেণীর অন্যান্য সর্পবিষও প্রযোজ্য, মূলতঃ তাহাতেই ইহারও প্রয়োগ হইয়া থাকে। তুলনাসৌকর্য্যার্থে আমরা **ল্যাকেসিস্**-রোগ বর্ণনকালে ইহারও অধিকাংশ রোগের আলোচনা করিয়াছি। তাহা তত্তৎ স্থানে দ্রষ্টব্য। ফলতঃ সাংঘাতিক আরক্ত জ্বর, বিশেষতঃ নাসিকা হইতে রক্তস্রাব এবং কৃষ্ণলোহিত ও স্পর্শে বেদনাযুক্ত অথবা পচা ক্ষতবিশিষ্ট (Gangrenous) টনসিল গ্রন্থি থাকিলে; ডিফ্‌থিরিয়া; রক্তস্রাবযুক্ত, কৃষ্ণবর্ণ এবং লেপা ঘাম; টাইফয়েড ও রক্তস্রাবযুক্ত ম্যালেরিয়া প্রভৃতি নানাবিধ সাংঘাতিক জ্বর; বিষাক্ত ক্ষত নিবন্ধন পায়িমিয়া, সেপ্টিসিমিয়া প্রভৃতি রক্তদোষযুক্ত সাংঘাতিক জ্বর, এবং দূষিত ন্যাবা রোগ এবং শরীরের নানা স্থান হইতে পচা রক্তস্রাববিশিষ্ট বহুবিধ রোগের পক্ষে ইহা উপযোগী ঔষধ।

সাংঘাতিক পীতজ্বর বা ইয়ালফিবারের লক্ষণ সহ **ক্রটেলাস্** লক্ষণের বিশেষ ঐক্যতা থাকায় তাহার চিকিৎসাতেও ইহা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া বিবেচিত। কাল বস্তুর বমন, দুর্ব্বলতা-জ্ঞাপক মৃদু প্রলাপ; পীতবর্ণ ত্বক এবং শরীরের সর্ব্ববিধ বাহ্য দ্বার হইতে রক্তস্রাব, এমন কি সম্পূর্ণ ত্বকের ঘর্ম্মগ্রন্থি হইতে রক্তস্রাব বা রক্তময় ঘর্ম্ম প্রভৃতি সাংঘাতিক লক্ষণ উপস্থিত হইলে ইহা উপকারী। এ রোগ শরীরে যে হরিদ্রাবর্ণ উৎপন্ন করে তাহা ন্যাবারোগাপেক্ষা রক্তের শোচনীয় ও সাংঘাতিক বিষাক্ত অবস্থারই অধিকতর পরিচয় দেয়। **ক্যাডমিয়াম্ সালফেও** কাল বমন হয় বলিয়া তাহা **ক্রটেলাস** সহ তুলনীয়।

শোণিতস্রাবপ্রবণতা; শারীরিক উপাদাননিচয়ের পচিতাবস্থা

banglabooks.in

(Putrescence); প্রভৃত দুর্ব্বলতাদি টাইফয়েড লক্ষণ; রক্ত অথবা পিত্তের বমন; জিহ্বার শুষ্ক, কটা ও বিদীর্ণ অবস্থা অথবা তাহার মধ্য বাহিয়া পীত ও কটা বর্ণ এবং পার্শ্বে লোহিতাভার বর্ত্তমানতা এবং মূত্রের স্বল্পতা ও প্রায় গভীর কাল বর্ণের ন্যায় কৃষ্ণাভা অথবা কখন মূত্রের সম্পূর্ণ রোধ ইহার প্রদর্শক বলিয়া গ্রহণ করা যায়।

২। ন্যাজা (Naja Tripudians.)

সম্বন্ধ।—ন্যাজার কার্য্য প্রতিষেধক—তাপ, এলকহল, সল্ট।

তুলনীয় ঔষধ।—এপিস্, আর্স, ক্যাক্টাস্, ক্রটন টি, হিপার সা, ল্যাকেসি, মার্ক।

সাধারণ ক্রিয়া।—ল্যাকেসিস্ প্রভৃতি অন্যান্য সর্পবিষের ন্যায় ন্যাজা মেরুমজ্জা-মাস্তষ্কীয় স্নায়ুমণ্ডল আক্রমণ করিলেও নিউমোগ্যাষ্ট্রিক এবং গ্লসো-ফ্যারিঞ্জিয়াল স্নায়ুতেই ইহার বিশেষ ক্রিয়া হইয়া থাকে। এজন্য শোণিতের পচন ও অধিকতর তারল্য নিবন্ধন কালশিরা ও রক্তস্রাব প্রভৃতি সর্পবিষের সাধারণ লক্ষণ ব্যতীতও ইহা বিশেষ শ্বাসকষ্ট ও হৃৎপিণ্ডযন্ত্রণা উৎপন্ন করিয়া থাকে।

লক্ষণ।

মন।—আত্মহত্যার প্রবৃত্তিসূচক উন্মাদ রোগ। প্রলাপ। রোগী দুঃখিত এবং চিন্তান্বিত; মানসিক অস্থৈর্য্য; বিষণ্ণতা; রোগী কাল্পনিক ক্ষতি এবং দুর্ভাগ্য-বিষয়ে চিন্তা করিয়া আপনাকে অসুখী করে।

হৃৎপিণ্ড এবং নাড়ী।—হৃৎপিণ্ডপ্রদেশে অবসাদ এবং অস্বস্তির অনুভূতি। হৃৎপিণ্ডপ্রদেশে তীব্র বেদনা। হৃৎপিণ্ডের থর থর বা পক্ষীর পক্ষচালনাবৎ গতি এবং হৃৎকম্প। হৃৎস্পন্দন শ্রুত হওয়া যায়।

নাড়ী ধীরগতি, তাহার ছন্দ এবং বেগ অনিয়মিত; দুর্ব্বল, সূত্রবৎ; ক্বচিৎ বোধ্য।

banglabooks.in

গলাভ্যন্তর ;—গলমধ্যে অনেক শ্লেষ্মার সঞ্চয়। গলমধ্যে চাপ ও গলরোধ। গলমধ্যে কর্কশ ও চাঁছা ভাব। শ্বাসরোধের অনুভূতি প্রযুক্ত রোগীর গলা চাপিত বোধ। গলমধ্যে ও গলগহ্বরে শুষ্কতা ও সংকোচন। গলার বাম পার্শ্বে টাটানি ও চিমটি কাটার ভাব। অন্ননালীর সঙ্কোচন বশতঃ গেলা কষ্টকর অথবা অসম্ভব। গলগহ্বরের কৃষ্ণলোহিতবর্ণ।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয় ;—বাম অণ্ডাধারে খল্লীবৎ বেদনা। পাতলা ও শুভ্র শ্বেতপ্রদর। স্তন্যদুগ্ধের হ্রাস।

জ্বর ;—শরীর শীতল এবং পতন বা কোল্যাপ্সলক্ষণযুক্ত। অঙ্গনিচয় শীতল, পদ বরফবৎ শীতল। মুখমণ্ডলে জ্বালাযুক্ত তাপ। রোগী অত্যন্ত অসুস্থ, উষ্ণ থাকে এবং জ্বরভাবযুক্ত বোধ করে।

চিকিৎসা।

ডিফ্থিরিয়া বা মারাত্মক গলক্ষত ;—গলগহ্বরের কৃষ্ণ-লোহিতবর্ণ, পূতিগন্ধ প্রশ্বাস এবং গলাভাঙ্গা কাসি প্রভৃতি লক্ষণে ইহা **ল্যাকেসিসাদি** সর্পবিষের তুল্য। **ল্যাকেসিসে** কণ্ঠার অত্যধিক স্পর্শাসহিষ্ণুতা; শূন্য গলাধঃকরণ ক্রিয়ায় ও কঠিনাপেক্ষা তরল বস্তু গলাধঃকরণে বেদনার আধিক্য এবং নিদ্রায় রোগের বৃদ্ধি; **ন্যাজায়** রোগের স্বরযন্ত্র আক্রমণ, তজ্জন্য শ্বাসরোধের অনুভূতি নিবন্ধন রোগীর কণ্ঠা চাপিত বোধ, স্বরযন্ত্র এবং শ্বাসনলীতে কাঁচা বা অবদরণভাবের অনুভূতি এবং হৃৎপিণ্ড আক্রমণে তাহার পক্ষাঘাতের উপক্রম প্রভৃতি উভয় ঔষধের প্রভেদক। হৃৎপিণ্ডের পক্ষাঘাতের উপক্রম হইলে রোগীর শরীর নীলবর্ণ হইয়া যায়; সে খাবি খাওয়ার ন্যায় অবস্থায় নিদ্রোত্থিত হয়; এবং তাহার নাড়ী ক্ষণলোপবিশিষ্ট ও সূত্রবৎ থাকে। ডিফ্থিরিয়া রোগে হৃৎপিণ্ড আক্রান্ত হওয়ায় উপরি উক্ত

banglabooks.in

লক্ষণনিচয় উপস্থিত হইলে ডাং পেষ্টন **ন্যাজার** প্রয়োগে বিশেষ ফল লাভ করিয়াছেন।

ফলতঃ হৃৎশূল বা এঞ্জাইনা পেক্টরিস্, হৃৎকম্প, হৃৎকপাটবিকার, হৃৎপিণ্ডপ্রদাহ এবং হৃৎপিণ্ডের পক্ষাঘাতিক অবস্থা প্রভৃতি হৃৎপিণ্ডের নানাবিধ ক্রিয়াগত ও উপাদানগত রোগে অন্যান্য সর্পবিষাপেক্ষা **ন্যাজার** অধিকতর সম্বন্ধ থাকাই অনুমিত হয় এবং কার্য্যক্ষেত্রেও ইহা অধিকতররূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। হৃৎপিণ্ডের পক্ষাঘাতের উপক্রম, হাঁপানিলক্ষণের উপস্থিতি, হৃৎপিণ্ডের কম্পান্বিতভাব এবং অধিকন্তু যন্ত্রগত রোগে খুক্‌খুক কাঁসির আক্রমণ ইহার বিশেষ লক্ষণ মধ্যে গণ্য। রোগীর শ্বাসরোধের ভাব শয়ন করিলে অথবা নিদ্রান্তে বর্দ্ধিত হয়।

৩। ইল্যাপ্‌স্ (Elaps Corallinus)।

সম্বন্ধ ;—সাধারণভাবে ইল্যাপ্‌স্ সমশ্রেণীর সর্পবিষ সহ প্রায় সর্ব্ব বিষয়েই তুল্য।

সাধারণ ক্রিয়া ;—অন্যান্য সর্পবিষক্রিয়া সহ ইল্যাপ্‌স্ ক্রিয়ার সাধারণ সাদৃশ্য থাকা ব্যতীত ইহার ক্রিয়ার বিশেষতা সম্বন্ধে আমরা বিশেষ কিছুই জ্ঞাত নহি। তবে রোগচিকিৎসা সম্বন্ধে যাহা কিছু লিখিত হইল তাহা ইহার রোগারোগ্যলব্ধ বহুদর্শিতার ফল।

চিকিৎসা কর্ণরোগ—প্রতিশ্যায় ; কাণপাকা।—

ইল্যাপ্‌সের কর্ণসর্দ্দি রোগে কর্ণে কাল খইল জন্মে, কর্ণনাদ হয় ও কর্ণ পাকিয়া উঠে। ইহার তরল পূয়ের বর্ণ পীতাভসবুজ এবং রক্তমিশ্রিত। ইহা **ল্যাকেসিস** এবং **ক্রটেলাস** সহ তুলনীয়।

---

banglabooks.in

লেকচার ৬৭ (LECTURE LXVII.)

জান্তব ঔষধশ্রেণী।

ম্যামালিয়া বা স্তন্যপায়ী জীবোৎপন্ন ঔষধ।

১। ক্যাষ্টরিয়াম্। ২। হিপ্‌মেন্‌স্। ৩। ক্যাষ্টর ইকুই। ৪। মস্কাস্। ৫। মেফিটিস্। ৬। ল্যাক্ কেনিনাম্। ৭। ল্যাক্ ডিফ্লোরেটাম্।

উপরি উক্ত ঔষধনিচয়ের পরীক্ষা আশানুরূপ পুঙ্খানুপুঙ্খতা সহ না হইলেও রোগচিকিৎসায় তাহাদিগের উপকারিতা সম্বন্ধে আমরা নিতান্ত অজ্ঞ নহি। চিকিৎসক বিশেষের বহুদর্শিতালব্ধ জ্ঞানের উপর আমাদিগের এই সকল ঔষধ বিষয়ক জ্ঞানের ভিত্তি স্থাপিত। অতএব নিম্নে এই সকল ঔষধের লক্ষণ সম্বন্ধে যাহা বিবৃত হইল, চিকিৎসক-মণ্ডলের ভবিষ্যৎ অনুসন্ধানের উপরে যে তাহার উৎকর্ষ নির্ভর করে তাহা বলা বাহুল্য।

১। কাষ্টরিয়াম্ (Castorium.)।

(বিভার নামক সামুদ্রিক জন্তুবিশেষের লিঙ্গত্বকের শুষ্কীভূত স্রাব)।

সাধারণ ক্রিয়া ;—কাষ্টরিয়মের যথেষ্ট পরীক্ষা না হইলেও ইহার লক্ষণ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি স্থিরীকৃত হইয়াছে।

বাতপ্রকৃতির উত্তেজনাপ্রবণ স্ত্রীলোক, যাহারা কোন কঠিন রোগাক্রমণের পর প্রতিক্রিয়াশক্তির অভাব বশতঃ গুল্মবায়ুরোগাক্রান্ত হয়, তাহাদিগের পক্ষে ইহা উপযোগী। নিম্নে ইহার লক্ষণ বিবৃত হইতেছে।

লক্ষণ ;—কাষ্টরিয়ামের লক্ষণ—বাতপ্রকৃতিবিশিষ্ট, আশঙ্কান্বিত এবং বিমর্ষ রোগিণী ঋতুস্রাবকালে চঞ্চলতাগ্রস্ত হয়। ছিন্নবৎ বেদনার

banglabooks.in

ঘর্ষণে বা চাপে উপশম। ঋতুকালে শরীরের ভিন্ন ভিন্ন অংশে ছিন্নবৎ চাপ। বায়ু কর্ত্তৃক উদরস্ফীতি, ঋতুকালে কুঁচকিতে আকৃষ্টবৎ অনুভূতি এবং মলত্যাগেচ্ছা। নাভির চতুঃপার্শ্বে কর্ত্তনবৎ বেদনা। রক্তসংযুক্ত আমের মলত্যাগ, অথবা সাদাটে জলবৎ উদরাময়ে মলদ্বারের জ্বালা। মলত্যাগের পূর্ব্বে কর্ত্তনবৎ উদরশূলের চাপে অথবা রোগী দ্বিভাঁজ হইলে উপশম।

চিকিৎসা।

শিরঃশূল ;—বাতপ্রকৃতির স্ত্রীলোকদিগের টাইফয়েড জ্বরান্তে জৈবপ্রতিক্রিয়াশক্তি পুনরাগত না হওয়ায় শিরঃশূল-প্রবণতা জন্মে। শিরঃশূলে মস্তক ঝন্ ঝন্ করে। মস্তকত্বক্ স্পর্শাসহিষ্ণু এবং কীট বিচরণবৎ অনুভূতিযুক্ত থাকিলে **কাষ্টরিয়াম্** প্রযুক্ত হয়।

উদরশূল ;—ভাবপ্রবণতা বিশিষ্ট স্ত্রীলোকদিগের স্নায়বিক উদরশূলে শরীরের পাণ্ডুরতা, শীতল ঘর্ম্ম এবং হঠাৎ দৈহিক শক্তির অভাব বশতঃ, পদ শীতল হইলে ডাং ট্রোষোঁ **কাষ্টরিয়াম্** প্রয়োগ করিতেন।

আর্ত্তবাভাব বা এমেনরিয়া ;—আর্ত্তবাভাবরোগে বেদনাযুক্ত উদরস্ফীতি জন্মিলে এবং জরায়ুর সংকোচন সহ কুন্থন বশতঃ ফোঁটায় ফোঁটায় রক্তস্রাব হইলে ডাং ট্রোষোঁর **কাষ্টরিয়াম্** প্রয়োগের ডাং টিষ্ট্ অনুমোদন করিয়াছেন।

উদরাময় ;—দুর্ব্বল ও বাতপ্রকৃতির শিশু, যাহারা গ্রীষ্মতাপে অথবা দন্তোদ্গমকালে অতিশয় দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, তাহাদিগের জলবৎ অথবা সবুজ আমযুক্ত উদরাময়ের যদি প্রচলিত ঔষধদ্বারা কোন উপকার না হয়, **কাষ্টরিয়াম্** প্রয়োগোপযুক্ত।

banglabooks.in

২। হিপমেন্‌স্ (Hippomanes Mancinelle.)।

লক্ষণ ;—প্রলাপ ; গলক্ষত রোগে গলায় এবং অন্ননলীতে সংকোচন নিবন্ধন রোগী কিছু গলাধঃকরণ অসমর্থ ; চক্ষুপুট মুদ্রিত করিলে চক্ষুজ্বালার বৃদ্ধি। ত্বকে রসবিম্বিকা জন্মে।

চিকিৎসা ;—উপরিউক্ত লক্ষণানুসারে **স্কার্লেটিনা** বা **আরক্ত জ্বরের হিপমেন্‌স্** দ্বারা উপকার হইয়াছে।

৩। ক্যাষ্টর ইকুই (Castor equi)।

চিকিৎসা ;—ঘোটকের ক্ষুরের অভ্যন্তর ভাগে যে লোহিতবর্ণ পদার্থ জন্মে তাহাকে **ক্যাষ্টর ইকুই** বলা যায়। ইহা **স্তনাগ্রের ক্ষত রোগে** ব্যবহৃত হওয়ায় ফল দর্শাইয়াছে। স্তনের বোঁটা ফাটিয়া যায়, কর্কশ হয়, এমন কি দুর্দ্দশাগ্রস্ত বোঁটা ঝুলিয়া পড়ে।

৪। মস্কাস্, মৃগনাভি, কস্তুরী (Moschus, Musk.)।

সম্বন্ধ ;—মস্কাস্ যাহার কার্য্যপ্রতিষেধক—থিয়িডিয়ন (শিরঃশূল জন্মাইলে)।

লক্ষণ।

মন এবং স্নায়ু ;—রোগী সুরাপানোন্মত্তবৎ উত্তেজিত ; নাড়ী পূর্ণ এবং দ্রুত ; শরীরতাপ কিঞ্চিৎ বর্দ্ধিত ; মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য ; উন্মত্তবৎ প্রলাপ, শৃঙ্খলাহীন দ্রুত কথা ; ওষ্ঠ নীলবর্ণ এবং মুখমণ্ডল পাণ্ডুর হইয়া যেপর্য্যন্ত রোগী অজ্ঞানাবস্থায় ভূপতিত না হয় কটুবাক্য বলিয়া থাকে ; কোন প্রকার শব্দ হইলেই রোগী চমকিয়া উঠে ; মৃত্যু সম্বন্ধীয় উৎকণ্ঠা ; উৎকণ্ঠা জন্মিলে মূর্চ্ছার ভাব ; মূর্চ্ছায় শরীরের শীতলতা, মুখের পাণ্ডুরতা এবং সম্পূর্ণ অচৈতন্য ; গুল্মবায়ু-রোগবৎ লক্ষণ ; পানোন্মত্তবৎ প্রলাপ কথন ; নিদ্রাহীনতা ; পেশীর

banglabooks.in

আনর্ত্তন; শারীরিক ক্রিয়াবৈষম্য বা এট্যাক্‌সিয়া; মুখের আশ্চর্যান্বিত ভাব; ক্ষুদ্র, ক্ষণস্থায়ী আক্ষেপ অপেক্ষা প্রবল ও স্থায়ী আক্ষেপ অধিকতর।

চিকিৎসা।

গুল্মবায়ু বা হিষ্টিরিয়া।—মস্কাস্ গুল্মবায়ু-রোগের লক্ষণমধ্যে **মূর্চ্ছাই** প্রধান। **এসাফিটিডা, ককুলাস, ইগ্নেসিয়া, এবং নাক্স মস্কেটা** প্রভৃতি ঔষধের গুল্ম-বায়ুতেও মূর্চ্ছা হইয়া থাকে, কিন্তু রোগলক্ষণের মধ্যে মূর্চ্ছা প্রধান স্থানীয় হইলে অধিকাংশ স্থলে, **মস্কাস্** লক্ষণসহ সাদৃশ্য প্রকাশ করায় রোগের উপস্থিত কালে ইহা উপযোগী। **ধনুষ্টঙ্কার-বৎ আক্ষেপ, অজ্ঞানতা এবং পুনঃ পুনঃ মূর্চ্ছার আক্রমণ** ইহার প্রদর্শক স্থানীয় লক্ষণ। কথিত লক্ষণ উপস্থিত থাকিলে ডাঃ হিউজের মতে ইহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট এবং ডাঃ হেবারস্মিথের মতে গুল্মবায়ু রোগে ইহা অত্যাজ্য ঔষধ বলিয়া গণ্য। পেশীর আনর্ত্তন এবং বক্ষের প্রচণ্ড আক্ষেপ অথবা সংকোচন বর্ত্তমান থাকে। মুখে গেঁজলা উঠে, রোগী শীত বোধ করে এবং তাহার মুখ নীলবর্ণ হইতে পারে। **মস্কাস্** রোগী প্রচুর ও ফেকাসে মূত্রত্যাগ করে, তাহার "গ্লোবাস্ হিষ্টিরিকাস্ বা গুল্ম", শিরঃশূল এবং উদর স্ফীতির লক্ষণ উপস্থিত হয়। অনেক সময়েই সহানুভূতিশীল বা সিম্প্যাথিটিক স্নায়ুমণ্ডলের উদরস্থ সোলার প্লেক্‌সাস্ বা স্নায়ুজালের উপর বায়ুর চাপ ইহার মূর্চ্ছা এবং অচৈতন্যের কারণ বলিয়া অনুমিত হয়; এই সকল রোগীর বেগে উদ্‌গার উঠিলে রোগের উপশম হয়। অদম্য হাস্য এবং মনভাবের পর্য্যায়ক্রমিক পরিবর্ত্তনে পর্য্যায়ক্রমে আনন্দ ও দুঃখের উপস্থিতিও ইহার লক্ষণ মধ্যে গণ্য।

banglabooks.in

কামপ্রবৃত্তির বৃদ্ধি হওয়ায় **কামোন্মাদের লক্ষণ** উপস্থিত থাকিতে পারে। গুল্মবায়ু ঘটিত হিক্কা ইহা দ্বারা আরোগ্য হইয়াছে এবং গুল্ম-বায়ু-গ্রস্ত ব্যক্তিদিগের উচ্চ শব্দের উদ্‌গারের পক্ষে ইহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ। **মস্কাস্** গুল্মবায়ুরোগী বড় কলহপ্রিয় বা কটুভাষী, এবং কলহ করিতে করিতে রোগাক্রান্ত হইয়া পড়ে। **প্যালাডিয়াম** ঔষধও কটুভাষিতা এবং তিরস্কার করার জন্য খ্যাত। সংক্ষেপতঃ **আক্রমণ, পর্য্যায়-ক্রমিক ক্রন্দন ও হাস্য, গ্লবাস হিষ্টিরিকাস্ বা গুল্মের বর্ত্তমানতা, প্রচুর ফেকাসে মূত্রত্যাগ এবং হঠাৎ অজ্ঞানতার উপস্থিতি** প্রভৃতি গুল্মবায়ু-রোগলক্ষণ **মস্কাসের** পরিচায়ক বলিয়া জানিতে হইবে। জান্তব পদার্থোৎপন্ন অন্যান্য ঔষধমধ্যে **ক্যাষ্টরিয়াম ও মস্কাসের** ন্যায় বহুতর স্নায়বিক দুর্ব্বলতা ঘটিত অসহিষ্ণুতাদি গুল্মবায়ুর পূর্ব্বরূপ লক্ষণ পক্ষে উপযোগী। যাহাদিগের শরীরের অবস্থা গুল্মবায়ুরোগাক্রমণের আশঙ্কাযুক্ত বলিয়া অনুমিত হয় তাহাদিগের সেই অবস্থার সংশোধনে ইহা ফলপ্রদ ঔষধ।

ল্যারিঞ্জিস্‌মাস ষ্ট্রাইডুলাস্; আক্ষেপিক হাঁপানি; ফুস্‌ফুসের আশঙ্কিত পক্ষাঘাত; এঞ্জাইনা পেক্টরিস্ বা হৃৎশূল; হুপ-শব্দক কাসি; হৃৎকম্প।—এই সকল স্নায়ু বৈকারিক রোগেও অবস্থাবিশেষে **মস্কাস্** উপকারী। এই সকল রোগের সহিত অনেক সময়েই গুল্মবায়ু লক্ষণের আভাস থাকে। খর্ খর্ শব্দবিশিষ্ট নিঃশ্বাস থাকিলে এবং আহারে ও হাস্যে রোগের আক্রমণ হইলে ল্যারিঞ্জিস্‌মাস্ ষ্ট্রাইডুলাস রোগে (ইহার অধিকাংশ রোগে স্বরযন্ত্র ও বক্ষের সংকোচন থাকায় শ্বাসরোধের উপক্রম হয়), আক্রমণ হঠাৎ হইলে এবং আনুষঙ্গিক লক্ষণ স্বরূপ শ্লেষ্মাপূর্ণ বক্ষে ঘড়ঘড়ি

banglabooks.in

থাকিলে ও বক্ষের থল্লীবৎ অবস্থায় তাহার সংকোচন বশতঃ শ্বাসকৃচ্ছ্র জন্মিলে হাঁপানিরোগে, বক্ষে সংগৃহীত অত্যধিক শ্লেষ্মা, নিষ্ঠ্যূত করিবার কষ্টজনক ফুস্‌ফুসের পক্ষাঘাতের উপক্রমে, বক্ষের অতিশয় কশাভাব উপস্থিত হওয়ায় অনবরত দীর্ঘশ্বাস গ্রহণের প্রবৃত্তিযুক্ত হৃৎশূল রোগে, যৎপরোনাস্তি শ্বাসকৃচ্ছ্র ও শ্লেষ্মার ঘড়ঘড়িযুক্ত হুপশব্দক কাসিতে এবং শ্বাসকৃচ্ছ্র ও মৃত্যুকল্প উৎকণ্ঠা প্রকাশক হৃৎকম্পরোগে **মস্কাস্** উপযোগী ঔষধ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে।

৫। মেফিটিস্ (Me phitis Americana.)।

তুলনীয় ঔষধ ;—এম্ব্রা, আর্স, ককাস্, করেলরুব্রা, ড্রসিরা।

সাধারণ ক্রিয়া ;—মেফিটিস্ প্রধানতঃ মস্তিষ্কমেরুমজ্জা আক্রমণ করায় নিউমোগাষ্ট্রীক্ স্নায়ু আক্রান্ত হইলে শ্বাসযন্ত্রের আক্ষেপিক অবস্থা উৎপন্ন হয়। এজন্য ইহা হাঁপানি এবং হুপশব্দক কাসি প্রভৃতি রোগ-চিকিৎসায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহা ভূমেরু দেশীয় বিড়ালবৎ জন্তু বিশেষ হইতে উৎপন্ন হয়।

লক্ষণ ;—শ্বাসযন্ত্র—পান করিতে জল স্বরযন্ত্র মধ্যে প্রবেশ করে। মদ্যপায়ীদিগের হাঁপানি এবং নিদ্রাকালে গন্ধকের বাষ্পাঘ্রাণের ন্যায় হাঁপানি। শ্বাসগ্রহণ কষ্টকর, শ্বাসত্যাগ প্রায় অসম্ভব হইয়া উঠে অথবা তাহাতে খ্যাক্ খ্যাক্ শব্দ উৎপন্ন হয়। বক্ষের অবদরণভাব, স্বরভঙ্গ এবং বক্ষভেদকারী বেদনা থাকায় জলপান করিলে, কথা কহিলে অথবা উচ্চ স্বরে পাঠ করিলে, ফাঁপা স্বরের আক্ষেপিক অথবা গভীর কাসির অবস্থায় শ্বাস টানিলে শ্বাসরোধের অনুভূতি জন্মে; রোগী নিশ্বাস ফেলিতে পারে না, আহারের কতিপয় ঘণ্টা পর ভুক্ত বস্তু বমন করিয়া

banglabooks.in

ফেলে ; রোগ লক্ষণ রজনীতে ও শয়ন করিলে বর্দ্ধিত হয় এবং প্রাতঃকালে কাসি সরল হইলে কিঞ্চিৎ গয়ার উঠে।

চিকিৎসা।

হুপশব্দক কাসি বা হুপিং কফ্ ;—স্বরযন্ত্রের অতি সুস্পষ্ট আক্ষেপযুক্ত হুপশব্দক কাসিতে **মেফিটিস্** উপকারী ঔষধ। রজনীতে শয়ন করিলে কাসির বৃদ্ধি হয় এবং তাহাতে শ্বাসরোধের অনুভূতি জন্মিলে শিশু শ্বাস ফেলিতে পারে না। ডাং ফ্যারিংটন বলেন বহির্দৃষ্টিতে ঔষধ রোগের বৃদ্ধি করে বলিয়া বোধ হইলেও প্রকৃত পক্ষে ইহাতে ভোগকালের খর্ব্বতা জন্মাইয়া থাকে। **মেফিটিস্** রোগে প্রতিশ্যায়িক অবস্থাপেক্ষা হুপ্‌শব্দেরই প্রাধান্য থাকে। ইহার শ্বাসরোধকর অবস্থা কাসির সঙ্গে সঙ্গে এবং **করেলিয়াম রুব্রামের** তাহা কাসির পূর্ব্বে উপস্থিত হয় এবং তাহার পরে রোগী বড় দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। **মেফিটিসের** কাসিতে অধিক গয়ার থাকে না। ডাং ফিসার তাঁহার শিশু চিকিৎসাবিষয়ক পুস্তকে হুপিংকাসিতে **মেফিটিস্** অপেক্ষা **ন্যাপ্‌থ্যালিন্** অধিকতর প্রশংসনীয় বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। অত্যন্ত শুষ্ক কাসিতে প্রতিশ্যায়িক লক্ষণ সুস্পষ্ট না থাকিলে, কাসির আবেশের স্থায়িত্ব কাল অত্যধিক হইলে এবং তাহাতে বক্ষের সংকুচিতভাব বর্ত্তমান থাকিলে ডাং ডিউইও **ন্যাপ্‌থ্যালিনের** উপকারিতা লক্ষ্য করিয়াছেন। অতি যন্ত্রণাপ্রদ হুপিংকাসিতে মহাত্মা হ্যানিমান **লিডামের** বিষয় উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

হাঁপানিরোগ বা এজ্‌মা ;—মদ্যপায়ীদিগের হাঁপানিরোগে **মেফিটিস্** কিঞ্চিৎ সুখ্যাতি লাভ করিয়াছে। ক্ষয়কাশরোগের শ্বাসকৃচ্ছ্র, **ড্রসিরা** দ্বারা প্রশমিত না হইলে ইহার ব্যবহার করা

banglabooks.in

যাইতে পারে। **রুমেক্স** এবং **ষ্টিক্টাও** এস্থলে দ্রষ্টব্য। রজনী ২ টার সময় রোগের বৃদ্ধি হইলে **রুমেক্স্** এবং ডাঃ ব্লেকের মতে বিদীর্ণবৎ শিরঃশূলউপসর্গযুক্ত রোগে ষ্টিক্টা উপযোগী। **মেফিটিস** রোগী বিলক্ষণ শৈত্যসহিষ্ণু। বরফবৎ শীতল জলে গাত্র ধৌত করিলেও রোগী আনন্দানুভব করে।

৩। ল্যাক্ কেনিমাম, শ্ব-দুগ্ধ (Lac caninum)

সম্বন্ধ—ল্যাক্ কেনিমামের সমক্রিয় ঔষধাবলী—এপিস্, কনায়, মিউরেক্স্, ল্যাকেসি, কেলি বাই. পাল্স্ সিপি. সাল্ফ।

সাধারণতঃ ইহার একমাত্রা ঔষধে উৎকৃষ্ট ফল প্রদান করে।

সাধারণ ক্রিয়া।—ল্যাক কেনিনাম বিশেষ প্রকারের স্নায়বিক লক্ষণ প্রকাশ করিয়া থাকে। ইহার যথেষ্ট পরীক্ষা না হইলেও উপরি উক্ত স্নায়বিক এবং অন্যান্য শরীরযন্ত্রলক্ষণের যে বিশেষতা দৃষ্ট হয় তাহাতে রোগচিকিৎসায় ইহার নির্ব্বাচন বিশেষ কষ্টসাধ্য বলিয়া অনুমিত হয় না। নিম্নে আমরা ইহার বিশেষ বিশেষ স্নায়বিক লক্ষণের উল্লেখ করিয়া রোগ বর্ণন কালে অন্যান্য লক্ষণের যথাযথ বিবরণ করিব।

মানসিক লক্ষণে রোগীকে অত্যন্ত **বিস্মৃতিশীল** দৃষ্ট হয়, রোগী কোন বস্তু ক্রয় করিলে তাহা ফেলিয়া চলিয়া যায়, কোন বিষয় লিখিতে অনেক অনাবশ্যক কথা লিখে অথবা আবশ্যক কথা লিখে না; শেষের কথা পরিত্যাগ করে; লিখিতে বা পড়িতে মনঃসংযোগ করিতে পারে না; অত্যন্ত বাতিকগ্রস্ত থাকে।

বিষণ্ণ এবং ভরসাহীন রোগী মনে করে তাহার রোগ অসাধ্য; তাহার বন্ধু বান্ধব কেহ জীবিত নাই; বাঁচিয়া ফল নাই; যে কোন সময়ে ক্রন্দন করিতে পারে।

banglabooks.in

অসন্তুষ্ট এবং উত্তেজনাপ্রবণ ; সকল সময়েই, বিশেষতঃ রজনীতে, শিশু ক্রন্দন করে ও চীৎকার করে।

মৃত্যু ভয়ে, উন্মাদ হইবে বলিয়া, সিঁড়ি হইতে পতিত হইবার আশঙ্কায় এবং একা থাকিতে রোগী ভীত হয়।

শরীর অত্যন্ত স্নায়বিক উত্তেজনাপ্রবণ, অস্থির এবং স্পর্শাসহিষ্ণু থাকে।

রোগ লক্ষণ এক স্থানে স্থির থাকে না, ক্রমাগত স্থান পরিবর্ত্তন করে, ত্বরিত শরীরের একাংশ হইতে অন্যাংশে ধাবিত হয়, কতিপয় ঘণ্টা অথবা দিবসের পর পার্শ্ব হইতে পার্শ্বান্তরে যায়।

চিকিৎসা।

শিরোঘূর্ণন বা ভার্টিগো ;—ল্যাক কেনির শিরোঘূর্ণন অতি আশ্চর্য্য প্রকারের। ভ্রমণকালে রোগীর অনুভূতি জন্মে যে, সে উচ্চে বায়ুসাগরে ভাসমান হইতেছে; শয়নাবস্থায় বোধ করে যেন সে শয্যোপরি নাই। ল্যাকেসিস রোগী শয়ন করিলে বোধ করে যেন সে বায়ুমধ্যে ভাসিতেছে, তাহার শরীরে শয্যা সংস্পর্শ হইতেছে না, অথবা সে নিম্নে নামিয়া পড়িতেছে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে ইহার পরীক্ষোদ্ভূত লক্ষণের তাদৃশ প্রাচুর্য্য নাই অথবা রোগচিকিৎসায় ভূয়ো ব্যবহৃত হইয়া তাহারা চিকিৎসকমণ্ডলীতে সর্ব্ববাদিসম্মতরূপে বিশ্বাস্য বলিয়া গৃহীতও হয় নাই। তথাপি লক্ষণ নিচয়ের অবিরত স্থান পরিবর্ত্তনশীলতা—যাহাতে রোগ প্রাথমিক আক্রমণ স্থান হইতে অন্যাংশে যায় এবং পরেই পূর্ব্ব বা তৎসন্নিহিত স্থানে পুনরাবর্ত্তন করে—এবিষয়ে চিকিৎসক মণ্ডলীত ঐকমত্য আছে। ফলতঃ বেদনা ও স্ফীতি প্রভৃতি রোগ লক্ষণের আড়াআড়ি ভাবে পুনঃ পুনঃ

banglabooks.in

স্থান পরিবর্ত্তন ল্যাক্ কেনির অকাট্য ও অনন্যসাধারণ প্রদর্শক বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। উপরি উক্ত রূপ লক্ষণপ্রকৃতি বর্ত্তমান থাকিলে পিনস বা অজীনারোগে পর্য্যায়ক্রমে এক নাসিকার রোধ ও অন্যতর হইতে স্রাব, রসবাত বা রিউম্যাটিজম্, গলক্ষত, মারাত্মক গলক্ষত বা ডিফথিরিয়া (ক্ষত কাচের ন্যায় মসৃণ ও চক্‌চকে থাকে), ম্যাষ্টাইটিস বা স্তনপ্রদাহ প্রভৃতি প্রদাহিক রোগ এবং এমন কি গুল্মবায়ু প্রভৃতি যে কোন রোগ হউক না কেন তাহার আনুষঙ্গিক বেদনাদি লক্ষণের যদি আড়া আড়ি ভাবের স্থান পরিবর্ত্তন শীলতা বর্ত্তমান থাকে ল্যাক্ কেনিনাম্ তাহা আরোগ্য করিতে সক্ষম।

রজোবাহুল্য বা মেনরেজিয়া ;—উজ্জ্বল লোহিতবর্ণ, চটচটে এবং সূতা সূতাভাবের ঋতুস্রাব অতি শীঘ্রাগত ও অতি প্রচুর হইলে ল্যাক্ কেনি উপকারী। ঋতুর পূর্ব্বে ও ঋতুকালে স্তন স্ফীত, বেদনাযুক্ত এবং স্পর্শাসহিষ্ণু থাকে। ক্রকাসের ঋতুশোণিত ঈষৎ কৃষ্ণবর্ণ এবং সূতা সূতা ভাবের হয়। স্তনের স্ফীতি প্রভৃতিতে ইহা কনায়াম সহ তুলনীয়।

ফাইসমেট্রা বা যোনির স্ফীতি ও যোনি হইতে বায়ু নিঃসরণরোগ—ল্যাক্ কেনি আরোগ্য করিতে সক্ষম। এ রোগে ইহা ব্রমিণ, লাইক, নাক্স ভ স্যাঙ্গুই সহ তুলনীয়।

সহজ ও উপদংশজ ক্ষতের আকৃতি কাচবৎ মসৃণ ও চাকচিক্যশালী হইলে ল্যাক্ কেনি উপকার করে।

স্তন্য রোধ করিবার আবশ্যক হইলে ল্যাক্ কেনি দ্বারা তাহা প্রায় নিশ্চিতরূপে সংসাধিত হয়। রুদ্ধ দুগ্ধ পুনরা-

banglabooks.in

নয়নে **ল্যাক ডিফ্লু** এবং **এসাফি** শ্রেষ্ঠ। **ভ্যারেন্দা-পাতার উষ্ণ পোল্টিসও** রুদ্ধ দুগ্ধ পুনরানয়ন করিতে পারে। শিক্ষার্থীদিগের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে **ল্যাক কেনিনাম** গলাভ্যন্তরে অনেক লক্ষণ উৎপন্ন করিয়া থাকে; এজন্য ইহা তাহার রোগারোগ্যের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া পরিগণিত।

৪। ল্যাক্ ডিফ্লরেটাম (Lac Defloratum.)

(শক্তিতে পরিণত দুগ্ধ বা ঘোল)

সাধারণ ক্রিয়া।—ডাং ডন্‌কিন ঘোল দ্বারা বহুমূত্র ও লালামেহ বা এল্বুমিনুরিয়ারোগ চিকিৎসায় আশাতীত ফল লাভ করায় ডাং সোয়ান ইহাকে হোমিওপ্যাথি প্রথানুসারে শক্তিতে পরিণত করেন। তদবধি বহুতর কৃতবিদ্য হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক অতি কঠিন কঠিন রোগে ইহার ব্যবহার দ্বারা উপযুক্ত স্থলে ইহার অমোঘ রোগারোগ্য শক্তির নিঃসন্দিগ্ধ পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছেন।

আমরা অনেকেই জ্ঞাত আছি কোন কোন ব্যক্তি স্বভাবতঃই দুগ্ধবিদ্বেষী থাকে অথবা যে কোন প্রকার আকারে দুগ্ধ পান করিতে, এমন কি ছানা, মাখন প্রভৃতি দুগ্ধের অংশ বিশেষ দ্বারা প্রস্তুত সামগ্রী তাহারা আহার করিতে পারে না, কিম্বা আহার করিলে রুগ্ন হইয়া পড়ে। এই সকল ব্যক্তি দুগ্ধে বড়ই অসহিষ্ণু থাকে; দুগ্ধের ঔষধগুণ পরীক্ষায় ইহারাই উপযুক্ত পাত্র। ইহারা দুগ্ধ, ঘোলাদি যে কোন প্রকার দুগ্ধ, হইতে প্রস্তুতপদার্থ আহার করিলে যে সকল রোগ লক্ষণ উৎপন্ন হয় তাহাতেই আমরা ইহার রোগারোগ্যকর ক্ষমতার পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া থাকি।

দুগ্ধে অসহিষ্ণু ধাতুবিশিষ্ট ব্যক্তিগণের শরীর অত্যন্ত শীতল ও রক্তহীন থাকে। উষ্ণ গৃহপ্রবেশ অথবা উষ্ণ বস্ত্রদ্বারা দেহ আবৃত করা, ইহারা কিছুতেই

banglabooks.in

ইহাদিগের শরীর উষ্ণ হয় না। ইহারা এতদূর শীতকাতর যে নির্ব্বাত গৃহেও বোধ করে যেন গাত্রে পাখার বাতাস লাগিতেছে। ইহারা সিক্ত বায়ুতে বা আব হাওয়াতেও অসহিষ্ণু। ইহাদিগের সম্পূর্ণ শরীরে, বিশেষতঃ মস্তকে, রসবাতজ বেদনা ও স্নায়ুশূল হয়। শিক্ষার্থীদিগের স্মরণ রাখা উচিত যে দুগ্ধে বিদ্বেষবিশিষ্ট ব্যক্তি, "দুগ্ধ পান করিলেই যাহাদিগের উদরাময় এবং বিবমিষা, বমন, বমনযুক্ত শিরঃশূল ও উদ্গার প্রভৃতি আমাশয় লক্ষণ উপস্থিত হয়" তাহারাই **ল্যাক্ ডিফ্লুর** উপযুক্ত কার্য্যক্ষেত্র।

লক্ষণ।

মন ;—ভগ্নোৎসাহ, জীবন রক্ষার্থ চেষ্টাহীনতা; মৃত্যু হওয়ার নিশ্চিত ধারণা থাকিলেও রোগী তজ্জন্য ভীত হয় না।

মস্তক ;—বমনযুক্ত শিরঃশূল (আমেরিকার) প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিলে ললাটদেশে আরম্ভ হইয়া মস্তকপশ্চাতে বিস্তৃত হয় (ব্রায়); ঋতুস্রাবকালীন তীক্ষ্ণ দপদপানি শিরঃশূলে বিবমিষা, বমন, অন্ধত্ব, অদম্য কোষ্ঠবদ্ধ এবং অত্যন্ত দুর্ব্বলতা জন্মে; গোলমাল শব্দে, আলোকে ও শরীরচালনায় বর্দ্ধিত হয়; মস্তকে কশিয়া ফিতা বাঁধিলে তাহার উপশম হয়; শিরঃশূল হইলে রোগী প্রচুর ফেকাসে মূত্রত্যাগ করে।

স্নায়ু ;—গুল্মবায়ু রোগে বোধ হয় যেন একটি বৃহৎ গোলা বা গুল্ম (Globus hystericus) আমাশয় হইতে উত্থিত হইয়া গলদেশে যাওয়ায় শ্বাসরোধ করিতেছে (এসাফি)। নিদ্রাহীনতা বশতঃ বহুকালস্থায়ী এবং যৎপরোনাস্তি কষ্ট (ককু, নাই এসি) ও অত্যন্ত অস্থিরতা জন্মে এবং কোন কার্য্য করুক বা না করুক রোগিণী

banglabooks.in

অত্যন্ত শক্তিহীন বোধ করে, ভ্রমণকালে ক্লান্ত হয়। রোগিণী বস্ত্রাবৃত থাকিলেও বোধ করে যেন শরীরোপরি শীতল বাতাস বহিতেছে; যেন তাহার শয্যাবস্ত্র সিক্ত আছে।

মল এবং মলদ্বার ;—নিষ্ফল মলবেগ; বিষ্ঠা শুষ্ক এবং কঠিন; বিষ্ঠা বৃহদায়তন ও কঠিন থাকে এবং অত্যন্ত বেগ দিয়া তাহা ত্যাগ করিতে মলদ্বার ক্ষত হয় ও রোগী বেদনায় চীৎকার স্বরে ক্রন্দন করিয়া উঠে।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয় ;—ঋতুস্রাব বিলম্বে হয়; **শীতল জলে হস্ত ডুবাইলে** ঋতুরোধ ঘটে (কনায়); ঋতুস্রাবকালে **এক পেয়ালা দুগ্ধ পান করিলে তৎক্ষণাৎ ঋতুরোধ ঘটিয়া পরের ঋতু কাল পর্য্যন্ত তাহা বন্ধ থাকে** (ফস্)।

চিকিৎসা।

শিরঃশূল বা হেডেক্ ;—ললাট প্রদেশে তীক্ষ্ণ শিরঃশূল আরোগ্য **ল্যাক ডিফ্লরেটাম্** কিঞ্চিত সুখ্যাতি (লাভ) করিয়াছে। শিরঃশূল দপদপানি প্রকৃতিবিশিষ্ট। রক্তহীন স্ত্রীলোক-দিগের মধ্যে এই রোগ দেখিতে পাওয়া যায়। রোগিণীর কঠিন কোষ্ঠ বদ্ধ থাকে এবং বিবমিষা ও বমন হয়।

বহুমূত্র, মধুমেহ বা ডাইয়াবিটিস্ মেলিটাস্ ;—মধুমেহ চিকিৎসায় ননি তোলা (টানা) দুগ্ধ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। প্রথমে রোগীর অবস্থা বিশেষে কিঞ্চিৎ ন্যূনাধিক সাধারণ পেয়ালার এক পেয়ালা (অঃ ৬-৮) করিয়া দুগ্ধ পূর্ব্বাহ্ণ, মধ্যাহ্ন, এবং রজনীতে পানের ব্যবস্থা করিয়া তাহা সহ্য হইলে এবং রোগীর অবস্থা ক্রমে উন্নতি লাভ করিলে তাহার মাত্রার বৃদ্ধি করা আবশ্যক। এরূপে রোগী

banglabooks.in

দৈনিক ৪।৫ সের পর্য্যন্ত দুগ্ধ পান করিতে পারে। ফলতঃ আমরা রোগীকে উপরি উক্ত পরিমাণ দুগ্ধ পান করাইয়াছি। শর্করাযুক্ত খাদ্য রহিত করিতে হয়।

জরায়ুভ্রংশ বা প্রল্যাপ্সাস্ ইউটারাই;—রক্তাল্পতাবিশিষ্ট, পুষ্টিহীন, দুর্ব্বল এবং শীর্ণকায় স্ত্রীলোকদিগের জরায়ুর রক্তাধিক্য ব্যতীতও যদি শিথিল জরায়ু স্থানচ্যুত হইয়া ঝুলিয়া পড়ে **ল্যাক ডিফ্লোরেটাম** তাহা আরোগ্য করিতে পারে। **এলেট্রিস্, কলফা, এবিস্ কেনা, ক্যাল্কে ফস্, নেট্ মিউ, ফেলনিয়াস্** এবং **নেট্রাম হাইপক্লর** প্রভৃতি ইহার অন্যান্য ঔষধ।

রজঃরোধ বা সাপ্রেসন অব মেন্সস্;—শীতল জলমধ্যে হস্ত ডুবাইলে অথবা ন্যূনাধিক এক বাটি ঠাণ্ডা ও কাঁচা দুগ্ধ পান করিলে **ল্যাক ডিফ্লর** ঋতুরোধ ঘটে। ঔষধের ব্যবহার না করিলে, তৎপরে শীতল জলমধ্যে হস্ত রাখিলে **কোনায়ামেও** ঋতুরোধ ঘটে। ইহা এ রোগে **ফসফরাস** সহও তুলনীয় হয়।

জলশোথ বা ড্রপসি;—উপাদানগত হৃৎরোগ, পুরাতন যকৃৎবিকার ও বহুকালের লালামেহ বা এল্বুমিনুরিয়া প্রভৃতি রোগ জন্য এবং সবিরাম জ্বরান্তিক জলশোথরোগ **ল্যাক ডিফ্লরেটাম্** দ্বারা আরোগ্য হইয়াছে।

অদম্য **কোষ্ঠবদ্ধরোগে** বিষ্ঠা বৃহদায়তন, শুষ্ক ও কঠিন থাকিয়া পুনঃপুনঃ নিষ্ফল মলবেগ হইলে এবং বেগ দ্বারা অতি কষ্টে মলত্যাগ করিতে মলদ্বার ছিন্ন হওয়ায় যন্ত্রণা বশতঃ রোগী চীৎকার স্বরে ক্রন্দন করিয়া উঠিলে **ল্যাক ডিফ্ল** তাহা আরোগ্য করিয়া থাকে।

banglabooks.in

ফলতঃ ননী বিবর্জ্জিত অথবা নির্জ্জলা বা অমিশ্র গো-দুগ্ধ রোগীর অবস্থানুসারে ন্যূনাধিক মাত্রায় ৩।৪ ঘণ্টা অন্তর অন্তর ব্যবস্থা করিয়া আমরা বহুতর অদম্য **কোষ্ঠবদ্ধ, পুরাতন উদরাময়, পুরাতন আমরক্ত** এবং **জলশোথ-রোগ** আরোগ্য করিয়াছি। বসাপকৃষ্টতারোগেও এরূপ চিকিৎসায় উপকার পাওয়া যায়; মেদরোগ বা শরীরে বসাধিক্য জন্য স্থূলতা নিবারণের ইহা অতি প্রকৃষ্ট উপায়। তাহাতে ননী তোলা দুগ্ধই উৎকৃষ্টতর ব্যবস্থা। এরূপ চিকিৎসায় আমরা জল একরূপ বন্ধ করাই শ্রেয় মনে করি, তবে রোগীর নির্ব্বন্ধাতিশয় জন্য অল্প পরিমাণ জল দেওয়া যাইতে পারে। জলের পরিবর্ত্তে বেদানার রস উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা।

রুসিয়া এবং মধ্য এসিয়া দেশে **মধুমেহ, লালামেহ, যক্ষ্মাকাশ** এবং নানাপ্রকার **জলশোথ** রোগাদির জন্য একরূপ চিকিৎসা প্রচলিত আছে, তাহা "কুমিস্ চিকিৎসা" নামে খ্যাত। ঘোটক অথবা গাভীর দুগ্ধ হইতে "কুমিস্" প্রস্তুত হয়। রুসিয়া দেশে ইহার এইরূপ প্রস্তুত প্রণালী—দুই চা-চামচপূর্ণ গোধুমের ময়দা, ঐরূপ এক চামচ মধু, এক চামচ বিয়ার মদ্যের গাঁজলা ও যথোপযুক্ত দুগ্ধ একত্র মিশ্রিত ও কাদার ন্যায় প্রস্তুত করিয়া কিঞ্চিৎ উষ্ণ স্থানে রাখিয়া দিলে তাহা ফাঁপিয়া উঠে বা উচ্ছলিত হয়। এই বস্তু বস্ত্রের থলিতে পুরিয়া ৭।৮ সের দুগ্ধ পূর্ণপাত্রের উপর ১৬ হইতে ২৪ ঘণ্টা ঝুলাইয়া রাখিলে থলি হইতে বিন্দু বিন্দু জলবৎ পদার্থ দুগ্ধে পতিত হওয়ায় দুগ্ধ পরিবর্ত্তিত হইলে "কুমিস্" প্রস্তুত হয়। রোগীর অবস্থানুসারে ইহা প্রতিদিন ৪।৫।৬ সের পর্য্যন্ত ব্যবস্থা করা যায়।

---

banglabooks.in

লেক্‌চার ৬৮ (LECTURE LXVIII)

বাট্র্যাচিয়া জাতিভুক্ত ঔষধ।

বাফ রেণা (Bufo Rana.)।

সাধারণ নাম ;—কটকটে ব্যাঙ্গ বা টোড (Toad.)।

তুলনীয় ঔষধ ;—এগ্নাস্ ক্যা, কনায়, ল্যাকেসি, ফস্।

সাধারণ ক্রিয়া ;—বাফের পরীক্ষালব্ধ বিশ্বাসযোগ্য কোন লক্ষণ পাওয়া যায় বলিয়া আমরা জ্ঞাত নহি। ইহার ক্রিয়াবিষয়ে যাহা লিখিত হইল তাহার অধিকাংশই চিকিৎসালব্ধ বহুদর্শিতা ও কিঞ্চিৎ উপরি-উক্ত পরীক্ষা হইতে সংগৃহীত লক্ষণ মাত্র। ইহা প্রধানতঃ মস্তিষ্ক-মেরুমজ্জের স্নায়ুমণ্ডলে ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া বুদ্ধিবৃত্তি এবং গতিপ্রদ স্নায়ুমণ্ডল বিধ্বস্ত করিয়া থাকে। মস্তিষ্কের জ্ঞানস্থানের বিকার বশতঃ রোগীর কুপ্রবৃত্তির উত্তেজনা হইলে রোগী পশুবৎ আচরণ করে। তাহার মাদক দ্রব্য সেবনের ইচ্ছা জন্মে এবং হস্তমৈথুনের প্রবল ইচ্ছা হওয়ায় সে নিভৃত স্থানের অন্বেষণ করে। প্রবাদ আছে ইহাতে ধ্বজভঙ্গ উৎপন্ন হয় বলিয়া কোন কোন অসতী স্ত্রীলোক স্বকার্য্য সাধন মানসে স্বামীর ধ্বজভঙ্গ উৎপাদন জন্য ইহা প্রয়োগ করিয়া থাকে। ইহার ক্রিয়ায় মৃগীবৎ সর্ব্বাঙ্গীন আক্ষেপ উৎপন্ন হয়। ইহা অতি সত্বর লসীকামণ্ডলী আক্রমণ করায় **রস প্রণালী বাহিয়া নীলবর্ণ স্ফীতি উৎপন্ন হয় ;** অধিকাংশ সময়ে এই স্ফীতি কোন **ক্ষত হইতে আরম্ভ হইয়া থাকে ;** ত্বকে ইহার প্রগাঢ় ক্রিয়া আছে।

চিকিৎসা।

মৃগীরোগ বা এপিলেপ্‌সি ;—ভীতি ও হস্তমৈথুন অথবা অপরিমিত ইন্দ্রিয়সেবা নিবন্ধন মৃগীরোগের **বাফ** অন্যতম প্রধান

banglabooks.in

ঔষধ রূপে গণ্য। ইহার "অরা" অথবা রোগাক্রমণের পূর্ব্ব সতর্ককারী লক্ষণ জননেন্দ্রিয় হইতে উত্থিত হয়, এবং সঙ্গমের অবস্থাতেও রোগের আক্ষেপ উপস্থিত হইতে পারে। ইহার রোগের প্রকারভেদে "অরা" সোলার প্লেক্সাস্ বা উদরাভ্যন্তরীণ সহানুভূতিক স্নায়ুজালবিশেষ হইতেও বিস্তৃত হইয়া থাকে। ইহাতে রোগাক্রমণের পূর্ব্বে রোগী উত্তেজনাপ্রবণ থাকে, অনেক সময় অসংলগ্ন কথা কহে, এবং অল্পেই ক্রোধান্ধ হয়। কিন্তু অযথা ইন্দ্রিয়সেবা অথবা হস্তমৈথুন প্রযুক্ত রোগ চিকিৎসাতেই **বাফো রেণার** প্রকৃষ্ট উপকারিতা দৃষ্ট হইয়া থাকে। শিশুদিগের রোগের আক্ষেপকালে মস্তক পশ্চাৎ দিকে আকৃষ্ট হইলেও ইহা দ্বারা উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়। ডাঃ লিপি বলেন "ঋতুস্রাবের অবস্থার এবং হঠাৎ ভীতি প্রযুক্ত মৃগীরোগে ইহা উপকারী।"

কৃমির উত্তেজনা বশতঃ মৃগীবৎ আক্ষেপকালে অবসাদগ্রস্ত ও দুঃখিত রোগী যদি "নীলবর্ণ" হইয়া যায় তাহাতে **ইণ্ডিগো** ফলপ্রদ। **নাক্স ভমিকার** ন্যায় **বাফো**ও অত্যন্ত উগ্রস্বভাব ও উত্তেজনা-প্রবণ থাকে। এই দুই ঔষধ এবং **সিলিসিয়া** ও **ক্যাল্কে-রিয়ার** "অরা" সোলার প্লেক্সাস হইতে উত্থিত হয়। **ষ্টেনামের** মৃগীও কৃমি আদির প্রতিক্ষিপ্ত ক্রিয়া এবং জননেন্দ্রিয় সংসৃষ্ট কারণ হইতে উৎপন্ন হয়।

বাফো চিকিৎস্য অন্যান্য রোগমধ্যে মারাত্মক (Malignant) ক্ষত এবং তৎসংসৃষ্ট **লসীকাপ্রণালীর নীলবর্ণ স্ফীতি, স্তনের দড়কচড়া ভাবের স্ফীতি বা কর্কট রোগ সংসৃষ্ট স্ফীতি ও মস্তিষ্ককোমলতা** প্রধান।

banglabooks.in

লেক্‌চার ৬৯ (LECTURE LXIX.)

মেলাস্কা শ্রেণীর জান্তব ঔষধ।

মুরেক্‌স্ (Murex.)।

কোমল শরীরবিশিষ্ট সামুদ্রিক জন্তুবিশেষের রঞ্জক পদার্থের থলির রস।

সাধারণ ক্রিয়া।—মুরেক্‌স্ সিপিয়ার অতি নিকট সম্বন্ধযুক্ত বস্তু। বিশেষ যত্নপূর্ব্বক পরীক্ষিত না হইলেও রোগচিকিৎসায় ইহার ক্রিয়াবিষয়ে যতদূর স্থিরীভূত হইয়াছে তাহাতে নিশ্চিতরূপে হৃদয়ঙ্গম হয় যে সিপিয়ার ন্যায় ইহাও জরায়ুর রক্তাধিক্য উৎপন্ন করে এবং সিপিয়ার ক্রিয়া সহ ইহার ক্রিয়ার লক্ষণগত অতি ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্যও দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। আমাশয় স্থানে "দমিয়া যাওয়া" বা "কিছু নাই নাই ভাব" এবং **অভ্যন্তরীণ যন্ত্রনিচয়ের যোনিপথে ঠেলিয়া বাহির হওয়ার অনুভূতি জন্মিলে উপবেশন ও আড়াআড়িভাবে উরুদ্বয় সবলে সংলগ্ন করিয়া তাহার বাধা দেওয়ার চেষ্টা** উভয় ঔষধেই বিদ্যমান আছে। প্রভেদ এই যে মুরেক্‌স্‌রোগীর অতিশয় ও প্রায় অদম্য সঙ্গমেচ্ছা এবং সিপিয়াতে তাহার অভাব অথবা তাহাতে ঘৃণা বর্ত্তমান থাকে। জননেন্দ্রিয় সংস্পর্শে মুরেক্‌সের সঙ্গমেচ্ছা প্রবলতর হয়। ইহার স্রাবাদি সিপিয়ার স্রাবাপেক্ষা অধিকতর থাকে। ইহার ঋতুস্রাব অধিকতর প্রচুর। রজনীতে রোগী চমকিয়া জাগ্রত হয় এবং তাহার প্রচণ্ড মূত্রবেগ হইলে প্রভূত পরিমাণ ফেকাসে মূত্র ত্যাগ করে। সিপিয়াতে এরূপ দৃষ্ট হয় না। উভয় ঔষধেই থাকিয়া থাকিয়া ঋতুস্রাব হয়, এবং উভয়ই জরায়ুর গ্রীবার রোগে উপকার করে।

banglabooks.in

চিকিৎসা।

মূত্রমেহ বা পলি য়ুরিয়া ;—আমরা উপরে **মুরেক্সের** যে মূত্রাধিক্যের বিষয় উল্লেখ করিয়াছি তাহাতে রোগী রজনীতে প্রভূত পরিমাণ ফেকাসে মূত্র ত্যাগ করে। ডাং এলেন অন্য প্রকার মূত্রাধিক্যের বিষয়ও উল্লেখ করিয়াছেন; তাহাতে কোন রোগী রজনীতে **ভ্যালেরিয়ানের ন্যায়** পুনঃ পুনঃ অত্যল্প পরিমাণ দুর্গন্ধযুক্ত মূত্রত্যাগ করিয়াছিল। তবে বিদিত থাকা উচিত যে প্রচুর মূত্রস্রাবই **মুরেক্সের** নিয়মিত ক্রিয়া এবং তাহারই অনেক রোগী ইহা আরোগ্য করিয়া থাকে।

স্তনার্ব্বুদ বা ম্যামারি টিউমার ;—ডাং জসেট্ **মুরেক্স** দ্বারা বহুতর রোগীর ম্যামারি টিউমারের বেদনা, বিশেষতঃ তাহা ঋতুস্রাবকালে বর্দ্ধিত হইলে, উপশম করিয়াছেন।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়রোগ—মেনরেজিয়া ; শ্বেত-প্রদর বা লুকরিয়া ; জরায়ুভ্রংশ বা প্রলাপ্‌সাস্ য়ুটারাই ; প্রসবান্তিক অসংযত জরায়ু বা সাব ইন্‌ভলুশন্ অব্ য়ুটারাস ; এবং কামোন্মাদ প্রভৃতি ;—মুরেক্সের রক্তাধিক্য বা মেনরেজিয়ার বিষয় আমরা ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি এবং সিপিয়া সহ তাহার প্রভেদও বলিয়াছি।

ফলতঃ **জরায়ুভ্রংশ** রোগেই **মুরেক্স্** বিশেষ সুখ্যাতি লাভ করিয়াছে। ইহা তাহার সর্ব্বপ্রধান বা প্রায় এক মাত্র ঔষধ বলিলেও অত্যুক্তি দোষ ঘটে না। ইহাতে বস্তিকোটরমধ্যে গুরুত্বানুভূতি জন্মে এবং বোধ হয় যেন উদরযন্ত্রাদির যোনিপথে ঠেলিয়া বাহির হইতেছে; রোগী তাহার বাধা জন্মাইবার জন্য বসিয়া আড়াআড়ি ভাবে উরুদ্বয়

banglabooks.in

কঠিনরূপে সংবদ্ধ করে; আমাশয়স্থানে খালি বোধ হয় এবং তীক্ষ্ণ বেদনা ঊর্দ্ধে স্তন পর্য্যন্ত যায়; কোন কোন রোগীর বেদনা শয়নে বৃদ্ধি হয় এবং সেক্রাম বা বস্তিপশ্চাতের অস্থি কন্কন্ করে; কাহার বা প্রচুর ও সবুজ অথবা রক্তসংযুক্ত শ্বেতপ্রদর দৃষ্ট হয়, রোগী অস্বাভাবিক-রূপে কামাতুর থাকে এবং তাহার জরায়ু বিবৃদ্ধ, কঠিন ও দড় কচড়া ভাবযুক্ত হয়; অধিকাংশ রোগিণীরই উপবেশনাবস্থায় জরায়ুতে টাটানি বোধ হওয়ায় বস্তিকোটরমধ্যে তাহারা জরায়ুর অস্তিত্বের স্বাতন্ত্র্য অনুভব করে। জরায়ুভ্রংশ হইলে **রজোকৃচ্ছ্র** বা **বাধক বেদনা** হয়। গর্ভস্রাব অথবা কৃচ্ছ্রসাধ্য প্রসবের পর **জরায়ুর পুরাতন প্রদাহে** জরায়ুতে স্পর্শাসহিষ্ণু বেদনা থাকিলে এবং দক্ষিণ অণ্ডাধার প্রদেশের টাটানি দক্ষিণ বক্ষে বিস্তৃত হইলে **মুরেক্স্** উপকারী।

প্রসবান্তে জরায়ু সংকুচিত হইয়া স্বাভাবিক আকারাদিতে পরিণত বা সংযত না হওয়ায় (Sub involution) সরলান্ত্রোপরি গুরু চাপ, অর্শের স্ফীতি, ঈষৎ সবুজাভ-পীতবর্ণ, কখন কখন রক্তসংযুক্ত শ্বেতপ্রদর, কখন বা মলত্যাগকালে যোনি-দ্বার হইতে রক্তস্রাব এবং কটিদেশে অত্যন্ত ক্লান্তি, নিম্নাঙ্গে বেদনা ও জরায়ুতে ছুরিকাঘাতবৎ তীক্ষ্ণ বেদনা প্রভৃতি, জন্মিলে **মুরেক্স্** দ্বারা মহদুপকার হয়। ইহাতে জরায়ুগ্রীবা দপ্দপ্ করে।

জরায়ুরোগে **মুরেক্সের সিপিয়া, লিলিয়াম, প্ল্যাটিনাম** এবং **ক্রিয়াজোট** সহ তুলনার আবশ্যক। **সিপিয়া** অনেকাংশে **মুরেক্সের** তুল্য হইলেও স্রাবের আপেক্ষিক স্বল্পতা ও কামেচ্ছার অভাব স্পষ্ট প্রভেদক থাকে। জরায়ুগ্রীবারোগেও উভয় ঔষধমধ্যে বিবিধ সাদৃশ্য আছে; কিন্তু রুগ্ন স্থানের টাটানির অথবা বস্তিকোটরের ক্ষত স্থানের উপরিভাগে কোন বস্তুর চাপ লাগার অনুভূতি থাকায়, তাহা হইতে

banglabooks.in

ছুরিকাঘাতবৎ বেদনা উদরে ও বক্ষে ধাবিত হওয়ায় পূর্ব্বকথিত রূপ ঘন পীত অথবা রক্তযুক্ত শ্বেতপ্রদরের বর্ত্তমানতায় **মুরেক্স** **সিপিয়া** হইতে প্রভেদিত হয়।

মূত্রাধিক্যে **মুরেক্স্** **ক্রিয়াজোটের** সমকক্ষ; উভয়েই রজনীতে পুনঃ পুনঃ প্রভূত পরিমাণ মূত্রত্যাগ হয়; প্রথম ঔষধে মূত্রের প্রচণ্ড বেগ হইলে রোগী চমকিয়া জাগ্রত হয়, শেষোক্তে তাড়াতাড়ির সহিত প্রচুর ও দুর্গন্ধ মূত্রত্যাগ হয়।

মুরেক্স্, **সিপিয়া** এবং **ক্রিয়াজোট**, তিন ঔষধেই সবিরাম ঋতুস্রাব হয় এবং উদরযন্ত্রের ঠেলমারাও ইহাদিগের সাধারণ লক্ষণ থাকে; **সিপিয়া** এবং **ক্রিয়াজোটের** সঙ্গম কষ্টপ্রদ, **মুরেক্সে** তাহা অদম্য; **মুরেক্স্** এবং **ক্রিয়াজোটে** আক্ষেপিক ঋতুস্রাবের প্রচুরতা থাকে। **ক্রিয়াজোটের** শ্বেত-প্রদর উভয়াপেক্ষাই উগ্রতর ও ক্ষতকর থাকে, এবং সংস্পৃষ্ট স্থানে তাহা হাজা উৎপন্ন করে।

কামোন্মত্ততায় ইহা **লিলিয়াম** এবং **প্লাটিনামের** সহিত তুলনা করা যায়।

---

banglabooks.in

লেকচার ৭০ (LECTURE LXX.)

রেডিয়েটা জাতিয় জান্তব ঔষধ।

১। করেলিয়াম্ রুব্রাম্। ২। মেডুসা। ৩। ব্যাডিয়াগা।

১। করেলিয়াম্ (Corallium Rubrum)।

সাধারণ নাম।—রেড করাল, রক্ত প্রবাল।

তুলনীয় ঔষধ।—বেল, ককাস ক্যাক্টরি, ড্রসিরা, মার্ক, নাই এসি, নাক্স্ ভ।

সাধারণ ক্রিয়া।—করেলিয়াম গ্রন্থির স্নায়ুমণ্ডল আক্রমণ করিয়া শ্বাসযন্ত্রপথের প্রতিশ্যায়িক অবস্থা উৎপন্ন করিলে অত্যন্ত শ্বাসকৃচ্ছ্র উপস্থিত হয় এবং বক্ষমধ্যে প্রচুর শ্লেষ্মার সঞ্চয় হইতে থাকে।

ইহা ত্বকে যে ক্রিয়া প্রকাশ করে তাহাতে সরা ও সিফিলিস বা উপদংশ বিষ-বাষ্পের মিশ্রিত ক্রিয়ার আভাস পাওয়া যায়; প্রকৃত পক্ষেও কার্য্য ক্ষেত্রে ইহা তৎ বিষয়ক পরিচয় প্রদান করিয়াছে।

লক্ষণ।

নাসিকা।—শুষ্ক সর্দ্দিতে নাসিকা রুদ্ধ থাকে; নাসারন্ধ্র ক্ষতযুক্ত। স্রাবযুক্ত প্রচণ্ড সর্দ্দিতে গলিত মোমের ন্যায় গন্ধহীন শ্লেষ্মাস্রাব। নাসিকা হইতে রক্তস্রাব, রজনীতেই অধিক।

পুং জননেন্দ্রিয়।—লিঙ্গমুণ্ড এবং লিঙ্গমুণ্ডবেষ্টত্বকের অভ্যন্তর প্রদেশে স্পর্শাসহিষ্ণু, লোহিতবর্ণ ও স্ফীত; তাহা হইতে ঈষৎ

banglabooks.in

পীতাভসবুজ ও দুর্গন্ধ স্রাব। লিঙ্গমুণ্ডে এবং লিঙ্গমুণ্ডবেষ্টত্বকের অভ্যন্তর প্রদেশে লোহিত ও সমতল ক্ষত জন্মিলে ঈষৎ পীত রস নিঃসৃত হইতে থাকে।

শ্বাসযন্ত্র ;—প্রাতঃকালে গভীর শ্বাস গ্রহণ করিলে বোধ হয় যেন বায়ুনলীপথে বরফবৎ শীতল বায়ুর স্রোত বহিতেছে, তাহাতে কিঞ্চিৎ কাসির উদ্রেক হইলে শ্বাসনলী হইতে অনেক কষ্টে গয়ার তোলা যায়। কষ্টকর ও যন্ত্রণাদায়ক শ্বাসপ্রশ্বাস। থাকিয়া থাকিয়া প্রবল আক্ষেপিক কাসি।

ত্বক ;—ত্বগুপরি, বিশেষতঃ করতলোপরি মসৃণ কলঙ্ক। প্রথমে তাহা প্রবালবৎ লোহিৎ বর্ণ থাকে এবং ক্রমে কৃষ্ণাভা হইলে তাহা উপদংশের ন্যায় বিশেষ পরিচিত তাম্রবর্ণ ধারণ করে (ফ্যারিংটন)।

চিকিৎসা।

নাসিকা সর্দ্দি ;—ডাঃ ন্যাস্ বলেন—"আমি বহুদর্শিতা দ্বারা জ্ঞাত হইয়াছি যে, **কর্ব্বাল** পশ্চাৎ নাসিকারন্ধ্রের সর্দ্দিরোগের অন্যতম উৎকৃষ্ট ঔষধ ; পশ্চাৎ নাসাপথ হইতে বিন্দু বিন্দু শ্লেষ্মা গলমধ্যে পতিত হয়। অন্য কোন ঔষধের বিশেষ প্রদর্শক লক্ষণ না পাইলে আমি অধিকাংশ রোগীকেই এই ঔষধ ব্যবস্থা করি। ইহা নিষ্ফল হওয়ার সংবাদ আমি কচিৎ পাইয়া থাকি।" এস্থলে **নেট্রাম কার্ব্ব** তুলনীয় ঔষধ।

হুপ্‌শব্দক কাসি বা হুপিং কফ্।—কঠিন হুপিংকাসির পক্ষে **কর্ব্বাল** উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া গণ্য। কাসির আক্রমণ হইবার পূর্ব্বে শ্বাসরোধের অনুভূতি জন্মে। শিশু খাবি খাওয়ার ন্যায় করিলে তাহার মুখ কাল হইয়া যায়। ইহাতে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, ক্ষণস্থায়ী ও ঘণ্টাধ্বনিবৎ কাসি অতি শীঘ্র শীঘ্র হইতে থাকে তাহাকে

banglabooks.in

"মিনিট গান্" কাসি বলে। থাবি খাওয়ার ন্যায় ও কর্কশ শব্দের শ্বাসপ্রশ্বাস দ্বারা ইহার শ্বাসরোধের অবস্থা প্রকাশিত হয়। বোধ হয় কাসির আক্রমণের পর শিশু নিস্তেজ হওয়ায় ঢলিয়া পড়ে। সম্ভবতঃ ইহা অনেক সময়েই রোগের শেষাবস্থায় উপযোগী, কিন্তু রোগে স্নায়বিক লক্ষণের বর্ত্তমানতা এবং রোগাক্রমণের পূর্ব্বে বক্ষের সংকোচন ইহার অতি আবশ্যকীয় নির্দ্দেশক লক্ষণ বলিয়া জানিতে হইবে। ইহার কাকরববৎ নিঃশ্বাসশব্দ বা হুপ্ **মেফিটিসের** ন্যায় সুস্পষ্ট নহে। ডাঃ টিষ্ট **করেলিয়াম** এবং **চেলিডনিয়ামকে** হুপ শব্দক কাসির চিকিৎসার পক্ষে অত্যাবশ্যকীয় ঔষধ বলিয়া উপদেশ দিতেন এবং ডাঃ ডান্হাম **করালকে** প্রচণ্ড রোগের ঔষধ বলিয়া প্রশংসা করিতেন।

শ্যাঙ্কার বা উপদংশজ ক্ষত।—প্রবালের ন্যায় লোহিতবর্ণ, সমতল এবং অতিশয় জড়ভাববিশিষ্ট ও কখন কখন বেদনাযুক্ত উপদংশের ক্ষত চিকিৎসায় **করাল** অতি উপকারী ঔষধমধ্যে ধর্ত্তব্য। উপদংশজ কোমল ক্ষত বা শ্যাঙ্ক্রইড কিম্বা সফ্ট শ্যাঙ্কার ইহা অতি শীঘ্র ও নিশ্চিত আরোগ্য করিয়া থাকে।

২। মেডুসা বা জেলিফিস (Medusa or Jellyfish.)।

চিকিৎসা।—**মেডুসা আর্টিকা য়ুরেন্সের** ন্যায় আমবাত আরোগ্যকারী ঔষধ। কিড্নিতেও ইহা কিঞ্চিৎ ক্রিয়া প্রকাশ করে।

৩। ব্যাডিয়াগা (Badiaga.)

সাধারণ নাম।—ফ্রেশ ওয়াটার স্পঞ্জ।

তুলনীয় ঔষধ।—ব্যারা কা, আয়ডি, কেলি আয়, মার্ক, ফাইটল, সিলিক, স্পাইজি, স্পঞ্জি, সাল্ফার।

banglabooks.in

সাধারণ ক্রিয়া;—রুশিয়াদেশের নির্ম্মল জলমধ্যস্থ স্পঞ্জ ব্যাডিয়াগা নামে খ্যাত। ইহার উপাদান বিশ্লেষণ করিলে লাইম (চূর্ণ), সিলিকা (বালুকা) ও এলুমিনা (কর্দ্দম) প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং এই সকল বস্তুর উপরেই ইহার ক্রিয়া নির্ভর করে বলিয়া হানিমান ইহাকে এন্টিসোরিক ঔষধ শ্রেণীভুক্ত করিয়া গিয়াছেন। ইহা শোণিতে ক্রিয়া প্রকাশ দ্বারা যে শারীরিক অবস্থা উৎপন্ন করে তাহা গণ্ডমালা ঘটিত শারীরিক অবস্থার সদৃশ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। ইহার ক্রিয়ায় মুখ-মণ্ডলে যে তাম্রবর্ণ উদ্ভেদ উঠে তাহা এবং ইহার উপদংশজ ব্যাধি আরোগ্যের ক্ষমতা ইহাকে এন্টিসিফিলিটিক বা উপদংশবিষপ্রতিষেধক ঔষধ বলিয়াও প্রতিপন্ন করে। ইহা অনেকাংশে স্পঞ্জিয়ার সমক্রিয়া ঔষধ।

লক্ষণ।

স্নায়ু;—সম্পূর্ণ শরীরের পেশীর এবং ত্বকের ঘৃষ্টবৎ বেদনা; স্পর্শে এমন কি বস্ত্র স্পর্শেও পেশী টাটায়; আঘাত প্রাপ্ত হওয়ার ন্যায় টাটানি।

হৃৎপিণ্ড;—হৃৎপিণ্ডের কঠিন থর থর কম্প; উপবেশন অথবা শয়নাবস্থায়, বিশেষতঃ হঠাৎ মানসিক উল্লাস বা ভাবোত্তেজনা জন্মিলে, শঙ্কান্বিত ভাবের হৃৎকম্প।

চিকিৎসা;—আমরা ইতিপূর্ব্বে **ব্যাডিয়াগার** হৃৎপিণ্ড লক্ষণ বিবৃত করিয়াছি। কার্য্যক্ষেত্রেও হঠাৎ উল্লাস প্রভৃতি মানসিক ভাবোত্তেজনা বশতঃ **হৃৎকম্প** হইলে **কফিয়া** এবং **ফসফরাসের** ন্যায় ইহা দ্বারাও উপকার হইয়া থাকে। উপদংশ অথবা পূয়-মেহ নিবন্ধন **বাগী** বা **বিউবোর** কুচিকিৎসা হওয়ায় তাহা দড়কচড়া ভাব ধারণ করিলে **কার্ব্ব এনিম্যালিসের** ন্যায় কার্য্য করিয়া **ব্যাডিয়াগাও** তাহা আরোগ্য করিতে সক্ষম।

banglabooks.in

লেক্‌চার ৭১ (LECTURE LXXI).

কীট ও পতঙ্গ পর্য্যায়ের জান্তব ঔষধশ্রেণী।

১। কক্কাস্ ক্যাক্টাই। ২। সিমেক্স্।
৩। ভেস্পা। ৪। ফর্ম্মিকা। ৫। ডরিফরা।
৬। ব্ল্যাটা।

১। কক্কাস্ ক্যাক্টাই (Coccus Cacti.)।

তুলনীয় ঔষধ।—ক্যান্থারিস, আয়ডি, কেলি বাই, কেলি আয়।

সাধারণ ক্রিয়া।—মস্তিষ্ক-মেরুমজ্জের স্নায়ুমণ্ডল আক্রমণ দ্বারা কক্কাস কিড্‌নি এবং পরিপাকযন্ত্র ও শ্বাসযন্ত্রপথে ক্রিয়া প্রকাশ করে। এই ক্রিয়াফলে আক্রান্ত যন্ত্রাংশের উত্তেজনা এবং প্রদাহ হইলে তাহা হইতে, বিশেষতঃ গলগহ্বর ও স্বরযন্ত্র হইতে, প্রভূত পরিমাণ আটা এবং দড়ি দড়ি শ্লেষ্মাস্রাব হয়।

লক্ষণ।

নাসিকা।—পুনঃ পুনঃ প্রচণ্ড হাঁচি। নাসিকা হইতে অত্যধিক শ্লেষ্মার নিঃসরণ। নাসিকার শুষ্কতা। নাসারন্ধ্রের পার্শ্বে পীতবর্ণ মামড়ি।

শ্বাসযন্ত্র।—বায়ুনলীমধ্যে শ্লেষ্মার সঞ্চয়। বায়ুনলীতে অবদরণ-ভাব বশতঃ কাসি। স্বরযন্ত্রপশ্চাতে আখ্‌রোট ফলের ন্যায় বস্তুখণ্ড আবদ্ধ থাকা বোধ হওয়ায় বারম্বার রোগী তাহা গলাধঃকরণ চেষ্টা করিতে বাধ্য। স্বরযন্ত্রে প্রচণ্ড শুড়্‌শুড়ি হওয়ায় রজনীতে নিদ্রাভঙ্গ হইলে রোগী কাসিয়া অনেক আটা শ্লেষ্মা নিষ্ঠীবত করে। শুড়্‌শুড়িযুক্ত কাসির

banglabooks.in

আক্রমণ শ্লেষ্মা উঠিলে শেষ হয়। দন্ত মাজিলে অথবা মুখ ধৌত করিলে কাসি পায়। কাসিলে অনেক আটা ও শ্বেতলালাযুক্ত শ্লেষ্মা উঠে। কষ্টকর শ্বাসপ্রশ্বাস। বক্ষে কষ্ট ও টাটানি। বক্ষপার্শ্বে সূচিবেধার ও খোঁচালাগার ন্যায় বেদনা।

গলমধ্য।—গলমধ্যে ও গলগহ্বরে শুষ্কতা ও জ্বালা। গলমধ্যে কাঁচা ও ছাঁচা বোধ হইলে শ্লেষ্মা নিষ্ঠ্যূত হয়। উপজিহ্বা প্রলম্বিত বোধ হওয়ায় অবিশ্রান্ত গলাখাঁকর। অবিরত গলাগুড়গুড়ি। গলমধ্যের রোগ লক্ষণ তাপে, বিশেষতঃ শয্যাতাপে, বর্দ্ধিত। গেলার কষ্ট।

মূত্রযন্ত্র।—উভয় কিডনিপ্রদেশে মৃদু চাপবৎ ও টাটানি বেদনা। মূত্রত্যাগকালে মূত্রনলীতে জ্বালা, মূত্রনলীতে সূচিবেধবৎ বেদনা ও চুলকনা। পুনঃ পুনঃ ও অত্যধিক মূত্রবেগ। বারম্বার ও প্রচুর পরিষ্কার মূত্রস্রাব করিলে সত্বর তাহা আবিল যুক্ত ও অপরিষ্কার হইয়া যায়। মূত্রে ইষ্টকচূর্ণবৎ তলানি পড়ে।

চিকিৎসা।

শ্বাসযন্ত্র রোগ—নাসিকাসর্দ্দি; হুপ শব্দক কাসি; স্বরযন্ত্রপ্রদাহ বা ল্যারিঞ্জাইটিস; বায়ু-নলীর প্রতিশ্যায় বা ক্যাটার; যক্ষ্মাকাশ বা থাইসিস্।—শ্বাসযন্ত্র রোগ, বিশেষতঃ হুপিংকাসির চিকিৎসাতেই **কক্কাস্ ক্যাক্টাইর** অধিকতর প্রয়োগ হইয়া থাকে। এই সকল রোগের বিশেষ লক্ষণমধ্যে **প্রভূত আটা ও দড়ি দড়ি শ্লেষ্মা উঠা** প্রধান স্থানীয়। **শ্লেষ্মা নিষ্ঠ্যূত করিতে তাহা সূত্রাকার ধারণ করিলে তাহার এক সীমা মুখসংলগ্ন থাকে ও অপর সীমা মৃত্তিকা স্পর্শ করে।**

banglabooks.in

কক্কাসের—হুপিং কাসির আবেশে রোগী কাসিয়া পরিষ্কার, দড়ি দড়ি শ্লেষ্মা নিষ্ঠ্যুত করিলে পূর্ব্ববৎ স্থূল ও দীর্ঘ সূত্রের ন্যায় মুখ হইতে গৃহতল পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়, সহজে মুখ হইতে স্খলিত হয় না। শিশুদিগের এইরূপ কাসি হইলে দেখা যায় যে শিশু কাসিয়া কাসিয়া আটা ও সূত্রবৎ শ্লেষ্মা তুলিলে নাসিকা ও মুখ হইতে স্থূল সূত্রের আকারে মেজে পর্য্যন্ত ঝুলিয়া পড়ে ও কিছুকাল দোদুল্যমান থাকিয়া পরে ছিন্ন হইয়া যায়। শেষ রজনী বা প্রাতঃকালে কাসির আক্রমণ হইলে অনেক সময়েই স্বচ্ছ ও দড়িদড়ি শ্লেষ্মার বমন হইয়া থাকে।

কাসির পরে উদ্গার উভা এম্ব্রা গ্রিসিয়ার প্রদর্শক। হুপিং কাসির পরে যে ব্রঙ্কাইর ক্যাটার বা শ্বাসনলীর প্রতিশ্যায় অনেকদিন থাকিয়া যায় তাহাতেও কক্কাস্ উপকারী। কক্কাস্ কাসিতে অত্যধিক শ্লেষ্মার স্রাব হওয়ায় শিশুর শ্বাসরোধ ঘটে।

প্রতিশ্যায়িক বা ক্যাটারেল যক্ষ্মাকাসি বা থাইসিস্ রোগেও দড়ি দড়ি গয়ার নিষ্ঠ্যূত হইলে এবং কণ্ঠাস্থির অভ্যন্তরপার্শ্বে তীক্ষ্ণ সূচিবেধবৎ বেদনা থাকিলে কক্কাস্ প্রযোজ্য।

২। সিমেক্স্ ল্যাক্টুলেরিয়াস্ (Cemex Lectularius).

চিকিৎসা।

সিমেকস ল্যাক্টূর রোগ চিকিৎসার বিবরণ অতীব বিরল। তবে ইহার একটি বিশেষ প্রদর্শক লক্ষণ এই যে, অনুভূতি জন্মে যেন কণ্ডারনিচয় খর্ব্বতা প্রাপ্ত হইয়াছে।

banglabooks.in

এই প্রদর্শক লক্ষণ থাকাতেই ইহার রোগ নির্ণয় অপেক্ষাকৃত সহজ বলিয়া অনুমিত হয়। উপরি উক্ত কণ্ডারলক্ষণ (সঙ্কোচনের অনুভূতি অথবা প্রকৃত সঙ্কোচন) নেট্‌ মিউ, কষ্টিকাম্‌ এবং গুয়েইয়াকামেও ন্যূনাধিক দৃষ্ট হইয়া থাকে; অতএব উপরি উক্ত প্রদর্শক লক্ষণ বর্ত্তমান থাকায় সিমেকস্‌ প্রয়োগ করিতে হইলে ইহাকে যে নেট্‌মিউ প্রভৃতি ঔষধ হইতে যত্নপূর্ব্বক প্রভেদ করিতে হইবে তাহা বলা বাহুল্য। কখন কখন উপরি উক্ত রোগীর (সিমেক্‌স্‌ নেট্‌ মিউ প্রভৃতি) অঙ্গাদির সঙ্কোচন পার্শ্বের কণ্ডার (flexor side) স্থূল দড়ির ন্যায় কণ্ডারনিচয়ের বেদনাযুক্ত আততভাব উৎপন্ন হয়; এবং তাহাতে রোগী প্রকৃত পক্ষেই ন্যূনাধিক খঞ্জতা প্রাপ্ত হইতে পারে।

সিরাকুসের ডাং ক্রুষ্টার উপরি উক্ত প্রদর্শক লক্ষণ বর্ত্তমান থাকায় দুষ্ট ক্ষত ও অঙ্গাদির মচ্‌কান প্রভৃতি ইহা দ্বারা অতি সত্বর আরোগ্য করিয়াছেন। কণ্ডারার খর্ব্বতার অনুভূতি-যুক্ত সবিরাম জ্বর সিমেক্‌স দ্বারা আরোগ্য হওয়ার বিবরণ তাদৃশ বিরল নহে।

৩। ভেস্পা (Vespa).

৪। ফর্ম্মিকা রুফা (Formica Rufa).

ভেস্পা এবং ফর্ম্মিকা কীটোৎপন্ন ঔষধ। ইহাদিগের বিষ ত্বক সংস্পর্শে আসিলে ত্বকস্থান স্ফীত ও লোহিত বর্ণ হয়, জ্বালা করে এবং তাহাতে গলিত ক্ষতও জন্মিতে পারে। অধিক পরিমাণ বিষ শোধিত হইয়া শরীরাভ্যন্তরে প্রবেশ লাভ করিলে মূর্চ্ছার ভাব, দুর্ব্বলতা, শীত, শরীরের শীতলতা, অত্যন্ত অস্থিরতা অথবা অচৈতন্য এবং অবশেষে মৃত্যু পর্য্যন্ত সংঘটিত হইতে পারে।

banglabooks.in

চিকিৎসা।

জরায়ুগ্রীবার চতুর্দ্দিকস্থ ক্ষত ভেস্পা আরোগ্য করিয়াছে বলিয়া বর্ণিত আছে।

লালামেহরোগে মূত্র শোণিতযুক্ত হইলে এবং অত্যধিক মূত্রবেগ থাকিলে ফর্ম্মিকা উপকারী।

ত্বকরোগে ত্বকের প্রদাহিক লোহিতবর্ণ, চুলকনা ও জ্বালা থাকিলে এবং অতি সামান্য নির্যাস (Exudation) ক্ষরিত হইলে ফর্ম্মিকা ফলপ্রদ। আক্রান্ত ত্বকস্থান হইতে কিঞ্চিৎ উপত্বক স্খলিত হইয়া থাকে।

৫। ডরিফরা (Doryphora).

চিকিৎসা।—আগন্তুক কারণ ঘটিত স্থানিক উত্তেজনা বশতঃ দশ বৎসরের নিম্ন বয়স্ক শিশুদিগের মূত্রনালীপ্রদাহ উৎপন্ন হইলে ডরিফরা তাহা আরোগ্য করিতে সক্ষম। এস্থলে ইহা হায়সা সহ তুলনীয়।

৬। ব্ল্যাটা ওরিয়েণ্টেলিস্ (Blatta Orientalis).

চিকিৎসা।—পুরাতন হাঁপানি বা এজমারোগে ব্ল্যাটা কিঞ্চিৎ সুখ্যাতি লাভ করিয়াছে। কৃচ্ছ্র সাধ্য পুরাতন হাঁপরোগে ইহার বিশেষ পরীক্ষা আবশ্যক। ইহার প্রদর্শক লক্ষণ আবিষ্কৃত হয় নাই।

banglabooks.in

লেক্চার ৭২ (LECTURE LXXII.)।

মাকড়সা শ্রেণীর জান্তব ঔষধাবলী।

১। ট্যারেণ্টুলা হিস্পানিকা এবং ট্যারেণ্টুলা কুবেন্সিস।

২। মাইগেল। ৩। থিরিডিয়ন। ৪। এরানিয়া।

উপরি উক্ত ঔষধনিচয় শোণিত এবং স্নায়ুমণ্ডল উভয়েই ক্রিয়া প্রকাশ করে। ইহারা শোণিত বিষাক্ত করে এবং স্নায়ুমণ্ডল আক্রমণদ্বারা তাণ্ডব ও গুল্মবায়ু প্রভৃতি রোগলক্ষণবৎ শারীরিক অবস্থা উৎপন্ন করে। ইহাদিগের অন্যান্য স্নায়বিক লক্ষণ মধ্যে উৎকণ্ঠা, কম্প, অত্যন্ত অস্থিরতা, অতিশয় স্পর্শাসহিষ্ণুতা এবং স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য প্রধান। ইহাদিগের ক্রিয়া যে ধাতুদোষ উৎপন্ন করে তাহাতে ইহারা অনেকানেক গভীরতাবিশিষ্ট পুরাতন রোগ চিকিৎসায় উপকারী।

১। ট্যারেণ্টুলা হিস্পানিকা (Tarentula Hispanica.)।

প্রতিনাম ;—লাইকসা ট্যারেণ্টুলা।

সাধারণ নাম ;—ট্যারেণ্টুলা।

তুলনীয় ঔষধ ;—এগারি, সিমিসি, মাইগেল, ষ্ট্রাম।

সাধারণ ক্রিয়া ;—লক্ষণের স্থায়িত্ব এবং প্রবলতার কিঞ্চিৎ তারতম্য ব্যতীত সর্ব্বপ্রকার মাকড়সার বিষই প্রায় সমক্রিয়। ট্যারেণ্টুলাক্রিয়ার প্রভেদ এই যে অন্যাপেক্ষা ইহা অধিকতর স্থায়ী। ট্যারেণ্টুলা মস্তিষ্ক-মেরুমজ্জের স্নায়ুমণ্ডল আক্রমণ করিলে রোগীর অস্থিরতা ও মানসিক এবং শারীরিক অবসাদ জন্মে; অপরঞ্চ ইহার তাণ্ডবরোগবৎ লক্ষণ এতাদৃশ সুস্পষ্ট হয় যে কামোন্মত্ততার উত্তেজনা

banglabooks.in

ঘটিত কম্প অপেক্ষা তাহা অধিকতর কঠিন ও ভয়াবহ দৃশ্য প্রকটিত করে।

ট্যারেণ্টুলাক্রিয়ার প্রধান বিশেষতা এই যে সঙ্গীত বা তানলয় মিলিত সুস্বর ইহার আক্রমণোপরি আশ্চর্য্য ক্ষমতা প্রকাশ করিয়া প্রায়শঃ তাঁহার উপশম, কখন কখন তাহার সম্পূর্ণ আরোগ্য সাধনও করিয়া থাকে। কথিত আছে সঙ্গীতের তালে তালে রোগী অঙ্গ চালনা করে এবং অনেক সময়ে তাহা তাহাকে একপ্রকার নৃত্য করিতে প্রবৃত্ত করে। ইহা জরায়ু ও অণ্ডাধারের বিকার উৎপন্ন করিয়া থাকে।

চিকিৎসা।

তাণ্ডবরোগ বা কব্রিয়া ;—হঠাৎ ভীতি এবং প্রগাঢ় দুঃখ প্রভৃতি মানসিক ভাববৈপরীত্য **ট্যারেণ্টুলা হিস্পানিকার** তাণ্ডবরোগের অঙ্গচালনার উদ্রেক করিয়া থাকে। তাহাতে দক্ষিণ হস্ত ও পদের চালনা হয় এবং রোগাবেশ রজনীতেও চলিতে থাকে। রোগী অস্থির থাকে এবং অবিশ্রান্ত শরীর চালনা করিতে বাধ্য হয়। তাহার মেরুদণ্ড স্পর্শাসহিষ্ণু হয় এবং কম্প থাকে। রোগী হাঁটা অপেক্ষা ভাল দৌড়াইতে পারে। **বৃহৎ কব্রিয়ারোগে** (grand petit) **অঙ্গাদির কাঠিন্য থাকিলে, সঙ্গীত যদি অন্যমনস্কতা, বিশেষতঃ স্ক্রিউের উপশম** আনয়ন করে তাহাতে **ট্যারেণ্টুলা** অব্যর্থ ঔষধ।

কোমল ও উত্তেজনাপ্রবণ যুবতীদিগের ভাবুকতা প্রণোদিত তাণ্ডবাবেশ নিবারণে **ইগ্নেসিয়া** ঔষধ ; কঠিন এবং অনিবার্য্য রোগপ্রশমনে **আর্সেনিক** উপকার করিয়া থাকে ; রোগী তাহার পদে অত্যন্ত অসোয়াস্তি বোধ করায় শান্তি মানসে শরীরাবস্থাপনের পরিবর্ত্তন করিতে ও চলিয়া বেড়াইতে বাধ্য ; দুর্ব্বল বালকবালিকাদিগের মধ্যেই ইহার রোগ অধিকতর দেখা যায়। **জিজিয়া রোগের** অস্থিরতা

banglabooks.in

সহ শরীর চালনা নিদ্রাবস্থায়। সিপিয়াতেও তাণ্ডবরোগের ন্যায় লক্ষণের উপশম হইয়াছে। হঠাৎ ভীতি নিবন্ধন ভাবাবেশোৎপন্ন রোগে **ল্যক্সিস** ফলপ্রদ; জাগ্রত অবস্থায় অঙ্গাদির ভয়াবহ বক্রতা হইতে থাকে; অশান্তিপ্রদ নিদ্রায় অবিশ্রান্ত অঙ্গচালনা নিবন্ধন রোগী শয়ন করিয়া, উপবেশন করিয়া কিম্বা দণ্ডায়মান হইয়া কিছুতেই শান্তি পায় না। কথা অস্পষ্ট থাকে।

ক্রকাস—ইহার তাণ্ডবরোগ সহ গুল্মবায়ু লক্ষণ উপস্থিত থাকে এবং ইহাতে একৈক পেশীর আনর্ত্তন হয়। ইহার লক্ষণের গুল্মবায়ুর লক্ষণ সহ বিলক্ষণ সাদৃশ্য আছে।

গুল্মবায়ু বা হিষ্টিরিয়া।—জান্তব ঔষধ মাত্রই প্রায় স্নায়বিক লক্ষণ উৎপন্ন করিয়া থাকে, তন্মধ্যে মাকড়সা শ্রেণীর **ট্যারেণ্টুলা হিস্পানিকা** গুল্মবায়ু সদৃশ স্নায়বিক লক্ষণ উৎপাদনে সকলের শীর্ষস্থান অধিকার করে। কার্য্যক্ষেত্রেও ইহা অপস্মার বা হিষ্টিরিয়া রোগে উপকারী। অনেক সময়ে রোগীর গুল্মবায়ু আবেশের ভাণ করার ইচ্ছা জন্মে, এজন্য মনুষ্য নিকটে না থাকিলে অথবা রোগের বিষয় স্মরণ না হইলে রোগাবেশ হয় না; রোগীর **অপরিমিত** ও **অদম্য** হাস্য হয়। অস্থিরতা এবং অঙ্গাদির কম্পই ইহার প্রধান লক্ষণ; রোগী বাধ্য হইয়া অবিরতভাবে অঙ্গচালনা করিতে থাকে। ইহার রোগে স্নায়বিক বোধাধিক্য, মেরুদণ্ডে ও অণ্ডাধারে স্পর্শাসহিষ্ণু বেদনা এবং কামোন্মত্ততা বর্ত্তমান থাকে। মাকড়সা শ্রেণীর **থিরিডিয়ন** এবং **মাইগেলের** গুল্মবায়ুরোগে উপকারিতা দৃষ্ট হইয়াছে। উচ্চ শব্দে রোগের অসহিষ্ণুতা লক্ষণের অত্যধিক বৃদ্ধি হইলে **থিরিডিয়ন** এবং তাহাতে তাণ্ডববৎ পেশী আনর্ত্তন থাকিলে **মাইগেল** প্রদর্শন করে। অবিশ্রান্ত হস্তপদ-চালনা, সম্ভবতঃ সঙ্গীতে রোগের উপশম, সঙ্কুচিত করার ন্যায় শিরঃশূল এবং অপরিমিত ও অদম্য কৃত্রিম হাস্যভাবের আক্রমণ **ট্যারেণ্টুলা-**

banglabooks.in

রোগের অতি সহজ পরিচায়ক হয়। অত্যধিক পদচালনা (Fidgetiness) জিঙ্কাম ভ্যালেরিয়ানেট্ প্রদর্শন করে; গুল্মবায়ুরোগের অবস্থায় পুরাতন জরায়ুবিকার থাকিলে এই লক্ষণ সাধারণতঃ উপস্থিত হইয়া থাকে।

স্পাইন্যাল ইরিটেশন বা পৃষ্ঠবেদনা।—**ট্যারেন্টুলারোগে** মেরুমজ্জার রক্তহীনতা ও আক্ষেপিক বেদনা জন্মে। অঙ্গাদির সংকোচন থাকে। সম্পূর্ণ শরীরের শীতভাব সহ জ্বালা এবং সর্ব্বাঙ্গীন আক্ষেপ বা কন্‌ভাল্‌সন্ হয়।

ষ্ট্রীক্‌নিয়া ফসফরিকা—মেরুদণ্ড বাহিয়া কনকনানি ও স্পর্শাসহিষ্ণু বেদনা থাকে; অঙ্গাদিতে ক্লান্তি এবং ঘৃষ্টবৎ বেদনা হয়।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয় রোগ—কামোম্মত্ততা; রজোকৃচ্ছ্র বা বাধক; অণ্ডাধারবিবৃদ্ধি প্রভৃতি।—এই সকল রোগ সহ **ট্যারেণ্টুলা হিস্পানিকার** বিশেষ স্নায়বিক লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিলে ইহা দ্বারা রোগ সম্পূর্ণ আরোগ্য না হইলেও রোগী যথেষ্ট উপশম পায়। **কামোম্মত্ততারোগে** ক্ষিপ্তপ্রায় রোগীর নর্ত্তনবৎ অঙ্গচালনা থাকিলে **ট্যারেণ্টুলা** তাহার উপশম করে। ইহা **জরায়ু ও অণ্ডাধারের বিবৃদ্ধি** নিবন্ধন কষ্টের হ্রাস উৎপন্ন করে। এই সকল রোগে জরায়ুপ্রদেশে বেদনা এবং সঙ্কুচিতবৎ শিরঃশূল থাকে। নিম্নোদরে ও হিপ বা বঙ্ক্ষণসন্ধিতে জ্বালাযুক্ত বেদনা এবং বস্তিকোটরে অত্যন্ত গুরুত্বের অনুভূতি হয়। প্রচুর ঋতুস্রাবের পর যোনিকপাটের উপরে চুলকনা থাকে। রোগী সম্পূর্ণ শরীরে বিশেষতঃ শরীর চালনা করিলে, টাটানি ও ঘৃষ্টবৎ বেদনা বোধ করে। স্নায়বিক উত্তেজনা বশতঃ নিদ্রার ব্যাঘাত জন্মে।

banglabooks.in

২। মাইগেল ল্যাসিয়ডরা (Mygale Lasiodora)

সাধারণ ক্রিয়া ও লক্ষণ ;—মাইগেলও ইহার সমশ্রেণীর ঔষধের ন্যায় মস্তিষ্ক মেরুমজ্জের স্নায়ুমণ্ডল আক্রমণ করায় প্রলাপ ও স্নায়বিক দুর্ব্বলতামূলক আক্ষেপিক লক্ষণাদি উৎপন্ন হয়।

রোগী কার্য্য কর্ম্মবিষয়ক প্রলাপ কথা কহে; সম্পূর্ণ রজনী অস্থির থাকে; উৎকণ্ঠাজনক দৃশ্য দেখে, মৃত্যুভীতি হয় এবং নৈরাশ্য জন্মে; বিবমিষাকালে প্রবল হৃৎকম্প, দৃষ্টিমালিন্য এবং সর্ব্বাঙ্গীন দৌর্ব্বল্য ঘটে; সন্ধ্যাকালে আশঙ্কা প্রযুক্ত সম্পূর্ণ শরীরে কম্পের ন্যায় ভাব জন্মে; ৩০ মিনিটের জন্য প্রবল শীত, পরে জ্বরতাপ সহ কম্প দেখা দেয়; প্রাতঃকালের শিরঃশূল চক্ষুতে এবং ললাটের একপার্শ্ব হইতে পার্শ্বান্তর পর্য্যন্ত স্থানে অধিকতর থাকে।

স্নায়বিক উত্তেজনা বশতঃ মুখমণ্ডলপেশীর আনর্ত্তন হয়, মুখ এবং চক্ষু শীঘ্র শীঘ্র উন্মুক্ত ও রুদ্ধ হইতে থাকে; রোগী মুখের উপরে হস্ত লইতে পারে না, অর্দ্ধ পথ হইতে হস্ত ঝাঁকির সহিত নিম্নে আইসে। রোগী চলিতে টলে; সম্পূর্ণ শরীরের অবিশ্রান্ত চালনা। আক্ষেপিক উত্থান হইলে লিঙ্গ বক্র হইয়া যায়।

চিকিৎসা ;—উপরি উক্ত লক্ষণ থাকিলে **মাইগেল তাণ্ডব** প্রভৃতি কতিপয় স্নায়বিক রোগে এবং **লিঙ্কোণ্থান** বা **কর্ডিভে** ব্যবহৃত হইয়া ফল প্রদান করিয়াছে।

তাণ্ডবরোগ বা করিয়া ;—মুখমণ্ডলপেশীর আনর্ত্তন, শরীরের অন্যতর পার্শ্বের আক্ষেপ, ঝাঁকির সহিত কথা বলা, নিদ্রাকালে শরীর চালনার বিরতি এবং প্রাতঃকালে নিদ্রাভঙ্গে তাহার পুনরাবর্ত্তন প্রভৃতি নিবন্ধন **মাইগেলরোগ** খ্যাত হইয়াছে।

banglabooks.in

৩। থিরিডিয়ন কুরেসাভিকাম (Theridion Curassavicum)।

সম্বন্ধ ;—থিরিডিয়নের কার্য্যপ্রতিষেধক—শব্দে অসহিষ্ণুতা ও বিষলক্ষণের আতিশয্যে, একন ; বিবমিষায়, মস্কাস্, গ্র্যাফা। লাইক এবং ক্যাল্কেরিয়ার পরে থিরিডিয়ন সুফলপ্রদ।

তুলনীয় ঔষধ ;—একন, এরানি, বেল, ক্যাল্কে কা, গ্র্যাফা, ইগ্নে, লাইক, স্পিজি, সিপি।

সাধারণ ক্রিয়া ;—মস্তিষ্ক-মেরুমজ্জেয় স্নায়ুমণ্ডল আক্রমণ দ্বারা থিরিডিয়ন শিরঃশূল, শিরোঘূর্ণন এবং স্নায়ুশূল, উৎপন্ন করিলে তাহার সহানুভূতিক ক্রিয়া বশতঃ আমাশয়বিকার উপস্থিত হইতে পারে। ইহা একটি গভীর ক্রিয়াবিশিষ্ট সরিক ঔষধ। পুনরুৎপাদিকা শক্তির বিকৃতি জন্মাইয়া পুষ্টিবিভ্রাটের ফল স্বরূপ ইহা গ্রন্থির গণ্ডমালীয় পরিবর্ত্তন এবং অস্থিকোমলতা, অস্থিক্ষত ও অস্থির ধ্বংস উৎপন্ন করে। ইহার "এন্টিসরিক বা সরানাশক ক্রিয়া" রোগের মূলে প্রবেশ করিয়া তাহার কারণের অপনয়ন করিয়া থাকে।"

লক্ষণ।

মন ;—সময় যেন অধিকতর দ্রুতগামী হয়। সহজেই রোগী চমকিয়া উঠে। কার্য্যে ঘৃণা জন্মে।

মস্তক।—শিরোঘূর্ণন বশতঃ বিবমিষা বমনও হইতে পারে, শীতল ঘর্ম্ম থাকে এবং শরীর নত করিলে, সামান্য চালনাতে, চক্ষু নিমিলিত করিলে এবং নৌকারোহণে রোগ বর্দ্ধিত। মস্তকের স্থূলত্ব বোধ, রোগী মনে করে মস্তক যেন অন্য ব্যক্তির, সে তাহা উত্তোলন করিতে পারে না। মস্তক চালনার আরম্ভে শিরঃশূল। ললাটপ্রদেশে প্রচণ্ড শিরঃশূলের মস্তকের দপদপানি তাহার পশ্চাৎ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। রোগিণী তাহার শিরঃশূলের প্রকৃতি নিজেও বুঝিতে পারে না, বুঝাইয়া

banglabooks.in

বলিতেও তাহা তাহার বোধগম্য হয় না। বামচক্ষুর ঊর্দ্ধের ও পাশাপাশি ভাবে ললাটের দপদপানি শয়নাবস্থা হইতে উত্থিত হইলে, কোন ব্যক্তি গৃহতলে ভ্রমণ করিলে এবং সামান্য উচ্চ শব্দে বর্দ্ধিত। চক্ষুর পশ্চাতে শিরঃশূল এবং কঠিন, গুরু ও মৃদু চাপবৎ বেদনা।

স্নায়ু।—দুর্ব্বলতা; অঙ্গের কম্প; ঘর্ম্ম। প্রত্যেক পরিশ্রমের পরই মূর্চ্ছা। শব্দ এবং প্রতিধ্বনি সম্পূর্ণ শরীরমধ্যে, বিশেষতঃ দন্ত মধ্যে প্রবেশ করিলে শিরোঘূর্ণন হওয়ায় বিবমিষা জন্মে। নিদ্রাকালে দন্তাগ্রে দন্তাগ্র চাপিত হয়।

নাসিকা।—পুরাতন প্রতিশ্যায়; দুর্গন্ধ, ঘন, পীতবর্ণ অথবা ঈষৎ পীতাভসবুজ স্রাব।

শ্বাসযন্ত্র।—দীর্ঘশ্বাস গ্রহণের ইচ্ছা। প্রচণ্ড সূচিবেধবৎ বেদনা বক্ষের ঊর্দ্ধতম প্রদেশে হয় এবং বাম স্কন্ধের নিম্নে হইলে তাহা স্কন্ধ ভেদ করিয়া গলমধ্যে যায়। প্রচণ্ড কাসি হইলে আক্ষেপিক ঝাঁকি সহ মস্তক সম্মুখদিকে এবং জানু ঊর্দ্ধদিকে যায়।

প্রদর্শক লক্ষণ।—**সামান্য উচ্চ শব্দের অসহিষ্ণুতা; শিরোঘূর্ণন, শিরঃশূল** এবং **আমাশয়-বিকার** থিরিডিয়নের সর্ব্ববিধ রোগই যুগপৎ উপস্থিত থাকিয়া প্রভেদক বলিয়া গণ্য হয়। **প্রত্যেক শব্দই যেন সম্পূর্ণ শরীর ও দন্ত মধ্যে প্রবেশ করে।**

চিকিৎসা।

শিরঃশূল, বমনযুক্ত শিরঃশূল বা সিক্-হেডেক।—দপদপানিশিরঃশূল, অর্দ্ধশিরঃশূল, বিশেষতঃ বমনযুক্ত শিরঃশূলাদি **সামান্য উচ্চ শব্দে, এমন কি কেহ গৃহতলে ভ্রমণ করিলে তাহার শব্দে এবং মস্তক চালনায় বর্দ্ধিত হইলে থিরিডিয়ন** তাহা আরোগ্য করিতে

banglabooks.in

সক্ষম। শিরঃশূল হইলে মস্তক ঘূর্ণিত হওয়ায় বমন হইতে থাকে। উপরিউক্ত শিরঃশূলের এবং তাহার আনুষঙ্গিক স্নায়বিক লক্ষণের সহিত মাকড়সা পর্য্যায়ের অন্যান্য ঔষধের, বিশেষতঃ ট্যারেণ্টুলার রোগের, বিশেষ সাদৃশ্য আছে। কিন্তু **উচ্চ শব্দের অসহিষ্ণুতা ইহাকে অন্যান্য ঔষধ, বিশেষতঃ ট্যারেণ্টুলা হইতে অতি স্পষ্টতঃ প্রভেদ করিয়া থাকে।**

শিরোঘূর্ণন বা ভার্টিগ।—সামান্য উচ্চ শব্দে, শরীর চালনায় এবং চক্ষু মুদ্রিত করায় শিরোঘূর্ণন বর্দ্ধিত হইলে এবং শিরোঘূর্ণনকালে যে বিবমিষার উদ্রেক হয় তাহারও উপরিউক্ত কারণে বৃদ্ধি হইলে **থিরিডিয়ন** আরোগ্য করিয়া থাকে। ইহার শিরঃশূল, শিরোঘূর্ণন এবং প্রায় সর্ব্ববিধ রোগেই দুর্ব্বলতা, কম্প, শীতলতা এবং উৎকণ্ঠা বর্ত্তমান থাকে।

আর্ণব বমন বা সি-সিকনেস্।—বাত প্রকৃতির স্ত্রীলোকদিগের সামুদ্রিক বিবমিষায় **থিরিডিয়ন** উপকারী। স্ত্রীলোক-গণ জাহাজের ভয়াবহ দোলায়মান অবস্থায় ভীতি প্রযুক্ত চক্ষু নিমিলিত করিলেই মৃত্যুকল্প বিবমিষাক্রান্ত হয়।

এপামর্ফিয়া।—সামুদ্রিক বিবমিষা নিবারণে ইহা বিলক্ষণ সুখ্যাতি-লাভ করিয়াছে। ফলতঃ মস্তিষ্কীয় বিকারঘটিত বমন উৎপন্ন করা ভিন্ন অন্য কোন রোগে ইহার প্রদর্শক লক্ষণ দৃষ্ট হয় না।

যক্ষ্মাকাস বা থাইসিস্।—থাইসিস রোগে **বাম বক্ষের অতিঊর্দ্ধ অংশ ভেদ করিয়া প্রচণ্ড বেদনা পৃষ্ঠে যাওয়া থিরিডিয়নের** প্রদর্শক। ডাং বেরুচ এই লক্ষণের উপরে নির্ভর করিয়া উক্ত ঔষধে রোগারোগ্য করিয়া-ছেন এবং ডাং ফ্যারিংটনও সফলকাম হইয়াছেন। **থিরিডিয়ন** উপরি উক্ত লক্ষণের নিরাকরণ দ্বারা রোগের গতিরোধ অথবা আরোগ্য করিতে সক্ষম।

banglabooks.in

বাম বক্ষোর্দ্ধের বেদনায় **মারুটাস্ কমূনিস** এবং **পিক্স্ লিকুইডা থিরিডিয়নের** তুল্য ঔষধ। প্রথমের বেদনা বক্ষ ভেদ করিয়া অংশফলকাস্থিতে যায় এবং তাহা যক্ষ্মাকাস সংসৃষ্ট হইলেও ইহাতে আরোগ্য হইয়া থাকে। **পিক্সের** বেদনা বামবক্ষের তৃতীয় পর্শুকা সহ তাহার উপাস্থির সংযোগ স্থানে হয়, ইহা নিষ্ফল হইলে **এনিসাম ষ্টিলেটাম্** বক্ষের বিপরীত পার্শ্বের তৃতীয় পর্শুকাক্রমণের ঔষধ হইলেও নির্ভর যোগ্য।

অস্থির ক্ষত প্রভৃতি রোগ বা ডিজিজেস্ অব দি বোনস্ ;—গণ্ডমালীয় অস্থিরোগ, বিশেষতঃ **সাল্‌ফার, ক্যাল্‌কেরিয়া, লাইকপোডিয়াম্** এবং অন্যান্য প্রচলিত ঔষধ নিষ্ফল হইলে, ডাং বেরুচ্ **থিরিডিয়ন** প্রয়োগে ফল পাইয়াছেন। ডাং ফ্যারিংটন বলেন, "**পিনস বা অজিনারোগের নাসিকাস্থি ক্ষতও** সম্ভব ইহা আরোগ্য করিতে পারে"—নাসিকাস্রাব ঈষৎ পীত অথবা ঈষৎ পীতাভ সবুজ, ঘন এবং দুর্গন্ধ।

৪। এরানিয়া ডায়াডেমা (Aranea Diadema)।

তুলনীয় ঔষধ ;—আর্ণি, আর্স, আর্জে মেট, সিড্রন, য়ূকেলি, য়ুপে পার্ফো, সিকেলি, ট্যারেন্ট্।

সাধারণ ক্রিয়া ;—মনুষ্যশরীরে এরানিয়ার বিষক্রিয়া জনিত যে লক্ষণ উপস্থিত হয় তাহা ম্যালেরিয়া বিষক্রিয়ালক্ষণের তুল্য হওয়ায় হোমিওপ্যাথিচিকিৎসাজগতে ইহা ম্যালেরিয়ার ঔষধ বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। **শীতাবস্থার প্রাধান্য** এবং **প্রত্যেক দিবস নির্দ্দিষ্ট সময়ে জ্বরলক্ষণের পুনরাবর্ত্তন ইহার** জ্বরের বিশেষত্ব প্রকটিত করে। ডাং ভন গ্রভেল্ এরানিয়াধাতুকে তাঁহার "হাইড্রজিনইড বা রস জনক" ধাতুর আদর্শ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

banglabooks.in

এই ধাতু বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের শরীরে জলের অত্যাধিক্য এবং তাপের অত্যল্পতা থাকে। ইহারা আর্দ্রতা ও সিক্তবায়ু অথবা স্থানাদিতে অসহিষ্ণু এবং এবম্বিধ ধাতু বিশিষ্ট শরীর সহজেই ম্যালেরিয়ার ক্রিয়াক্ষেত্র হয়। অসক্যাল্‌সিস্ অস্থিক্ষত আরোগ্য করায় ইহার এণ্টিসরিক এবং পোষণ বৈকারিক ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়।

লক্ষণ।—অত্যন্ত অবসাদ ও আলস্য। সুনিদ্রার অভাবে পুনঃ পুনঃ নিদ্রাভঙ্গ। সিক্ত স্থানে অথবা আর্দ্র আব হাওয়ায় রোগের বৃদ্ধি। আর্দ্র বাতাস বহিলেই বা আর্দ্র স্থানে যাইলেই শীতের আক্রমণ হওয়ায় অস্থিতে পর্য্যন্ত শৈত্যানুভূতি জন্মে। শীতেরই প্রাধান্য থাকে, তাপ হয় না। সাময়িক রোগ, প্রত্যেক আক্রমণ নির্দ্দিষ্ট একই সময়ে প্রত্যাবর্ত্তন করে।

রজনীতে শয়নের অব্যবহিত পরেই হঠাৎ সমস্ত দন্তেরই প্রচণ্ড বেদনা।

উদরে বেদনা হইলে জলবৎ তরল মলত্যাগ হয় এবং উদরের ডাক থাকে। প্লীহা বর্দ্ধিত হয়।

অস্থিতে, বিশেষতঃ দক্ষিণ জঙ্ঘার বৃহৎ বা টিবিয়াস্থি, গুল্‌ফাস্থি বা অসক্যাল্‌সিস্ এবং দক্ষিণ প্রগণ্ড ও প্রকোষ্ঠাস্থিতে, ছিদ্র করা এবং খনন করার ন্যায় বেদনা।

প্রদর্শক লক্ষণ।—আর্দ্রতা অথবা আর্দ্র আবহাওয়া বা স্থানের অসহিষ্ণুতা, তাহাতে রোগাক্রমণ কিম্বা রোগের বৃদ্ধি এরানিয়ার সম্পূর্ণ নিজস্ব লক্ষণ না হইলেও নেট্রাম্ সাল্‌ফ, ডাল্কা, নাক্‌স্ ম, রাস্ এবং রডডেণ্ড্ প্রভৃতি যে অল্প সংখ্যক ঔষধে এই লক্ষণের বিদ্যমানতা দৃষ্ট হইয়া থাকে তাহাদিগের সহিত তুলনা দ্বারা এরানিয়ার প্রযোগিতা নির্দ্ধারণ করা অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য বলিয়া অনুমিত।

banglabooks.in

চিকিৎসা।

দন্তশূল ;—রজনীতে শয়ন মাত্রই, বিশেষতঃ সিক্ত বায়ু বহিলে অথবা সিক্ত দিনে যে দন্তশূলের বৃদ্ধি হয় তাহাতে **এরানিয়া** উপকারী। এস্থলে ইহা **মার্কুরিয়াসের** তুল্য।

উদরাময় বা ডায়ারিয়া ;—**এরানিয়া** রোগীর উদরাময় সাধারণ রোগমধ্যে গণ্য। জলবৎ তরল বিষ্ঠার উদরাময়ের আনুষঙ্গিক লক্ষণ রূপে অন্ত্রমধ্যে বায়ু বা গ্যাসের উচ্ছলনবৎ শব্দ (পেট ভুট ভাট করা) থাকিলে **এরানিয়া** তাহার ঔষধ।

অস্থিরোগ—**এরানিয়া** প্রধানতঃ অস্ক্যাল্সিস্ বা গুল্ফ্সন্ধির অস্থি-আবরক ঝিল্লি বা পেরিঅষ্টিয়মের প্রদাহ, অথবা তন্নিবন্ধন অস্থিক্ষত বা কেরিজরোগে প্রযোজ্য। কখন কখন রোগী পীড়িত অস্থি বরফের ন্যায় শীতল বোধ করে।

---

banglabooks.in

লেক্‌চার ৭৩ (LECTURE LXXIII.)

নসোডস্ (Nosodes) বা রোগবীজোৎপন্ন জান্তব ঔষধাবলী।

১। এম্ব্রাগ্রিসিয়া। ২। এম্ব্রাসিনাম। ৩। টুবার্কুলিনাম বা ব্যাসিলিনাম। ৪। মেডরাইনাম। ৫। সিফিলিনাম। ৬। হাইড্রফবাইনাম।

১। এম্ব্রাগ্রিসিয়া (Ambra grisia).

উপচয়।—উষ্ণ পানীয় পানে; উষ্ণ গৃহে; সঙ্গীতে; শয়নে; পাঠ কালে অথবা উচ্চস্বরে কথা বলায়; বহু লোকসমাগমে; ভ্রমণে।

উপশম।—আহারান্তে; শীতল বায়ুতে; শীতল খাদ্যে ও পানীয়ে; শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিলে।

সম্বন্ধ।—এম্ব্রাগ্রিসিয়ার কার্য্য প্রতিষেধক—ক্যাম্ফর, কফিয়া, নাক্‌স্ ভ, পাল্‌স্, ষ্ট্যাফি। এম্ব্রা যাহার কার্য্য প্রতিষেধক—নাক্‌স্ ভ, ষ্ট্যাফি।

তুলনীয় ঔষধ।—এগারি, আর্স, এসাফি, ক্যাম্ফর, সিঙ্কনা, ককুল, কফিয়া, ইগ্নে, লাইক, মস্ক, ফস, ষ্ট্যাফি, ভ্যালেরি, জিঙ্ক।

সাধারণ ক্রিয়া।—এম্ব্রাগ্রিসিয়া সাক্ষাৎ ভাবে স্নায়ুমণ্ডলে ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া গভীরতাহীন যান্ত্রিক ক্রিয়াবিভ্রাট উৎপন্ন করে। তাহাতে প্রধানতঃ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ের অংশ পরম্পরায় উত্তেজনা উপস্থিত হওয়ায় নানাবিধ স্নায়বিক এবং গুল্মবায়ু রোগলক্ষণ উপস্থিত হয়। ইহা স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য এবং অবসন্নতা উৎপন্ন করে; এজন্য স্নায়বিক দুর্ব্বলতা বশতঃ

banglabooks.in

প্রতিক্রিয়াশক্তির অভাব হওয়ায় নির্ব্বাচিত ঔষধের ক্রিয়া না হইলে ইহা তাহা পরিস্ফুরিত করিতে সক্ষম। এম্ব্রাগ্রিসিয়া প্রধানতঃ পাতলা, একহারা এবং স্পষ্টতঃ বাতপ্রকৃতিবিশিষ্ট ব্যক্তি, যাহাদিগের স্নায়বিক উত্তেজনা শারীরিক পোষণের বিনিময়ে অস্বাভাবিকরূপে বর্দ্ধিত হয়, তাহাদিগের এবং বায়ুরোগগ্রস্ত বৃদ্ধদিগের পক্ষে উপযোগী। ফলতঃ রোগীর কোন প্রকার স্নায়বিক লক্ষণ বর্ত্তমান না থাকিলে রোগ চিকিৎসায় ইহা দ্বারা ফলাশা সুদূরপরাহত বলিয়া জানিতে হইবে।

লক্ষণ।

মন।—সন্ধ্যাকালে অবক্তব্য মানসিক যন্ত্রণা।

মস্তক।—রোগী শিরোঘূর্ণন বশতঃ শয়ন করিতে বাধ্য হয় এবং আমাশয়ে দুর্ব্বলতা বোধ করে। ললাটের বাম পার্শ্বের ছিন্নবৎ বেদনা মূর্দ্ধা পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়; এই বেদনা ললাটের দক্ষিণ পার্শ্বের উচ্চ স্থানে এবং বাম কর্ণপশ্চাতেও থাকে। মস্তকের উপরিভাগের অত্যন্ত বেদনা-যুক্ত ছিন্নভাব মস্তিষ্কের উপরিভাগের সম্পূর্ণ স্থানে বিস্তৃত বলিয়া বোধ হয় এবং মুখ পাণ্ডুর ও বাম হস্ত শীতল থাকে। মস্তকপশ্চাতে জড়-ভাব ও বিশৃঙ্খলা। কেশ স্খলিত হয়।

নিদ্রা।—রোগী রজনীতে নিদ্রা যাইতে পারে না, কিন্তু কেন তাহা বুঝিতে পারে না। অশান্তিপ্রদ নিদ্রায় রোগী উৎকণ্ঠাজনক স্বপ্ন দেখে। বিরক্তিকর ও উৎকণ্ঠাজনক স্বপ্ন; রোগী নিদ্রাবস্থায় কথা কহে।

স্নায়ু।—মাংসল শরীরাংশে আক্ষেপ ও আনর্ত্তন স্নায়বিক রোগেই অধিকতর দেখা যায়। বাহু এবং অঙ্গনিচয়ের সহজেই ঝিন্‌ঝিনি ধরে। অত্যন্ত অবসন্নতা। বাম অঙ্গের পক্ষাঘাত। সম্পূর্ণ শরীরের দৌর্ব্বল্য। জানুর দৌর্ব্বল্যে বোধ যেন ভাঙ্গিয়া পড়িবে; পদের দৌর্ব্বল্যে

banglabooks.in

তাহাতে অসাড়তা জন্মে; আমাশয়ের দৌর্ব্বল্যে রোগী শয়ন করিতে বাধ্য।

শ্বাসযন্ত্র।—প্রচণ্ড আক্ষেপিক কাসির সময় পুনঃ পুনঃ উদ্গার এবং স্বরভঙ্গ। গলদেশের উত্তেজনা বশতঃ কেবল রজনীতে কাসি। বাম পঞ্জরাস্থির অভ্যন্তর পার্শ্বে বেদনায় প্রত্যেক দিন সন্ধ্যাকালে কাসিতে বোধ যেন তথায় কিছু ছিন্ন হইয়া আল্‌গা হইয়াছে। থাকিয়া থাকিয়া হুপশব্দক কাসি, কিন্তু তাহাতে কাকরবৎ শব্দ হয় না। নিষ্ঠ্যূত গয়ার অত্যন্ত লবণাক্ত। বক্ষে চাপবৎ অনুভূতির ন্যায় কিম্বা বাধ বাধ বোধ। বক্ষে অবদারণ ভাব। বক্ষাভ্যন্তরে শাঁই শাঁই শব্দ। বামবক্ষে ছিন্নবৎ বেদনা।

মল ও মূত্র।—অত্যন্ত বাতপ্রকৃতিবিশিষ্ট (nervous) স্ত্রীলোক, কোন ব্যক্তি গৃহে থাকিলে মল মূত্রত্যাগে অক্ষম।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—স্ত্রীঅঙ্গের প্রচণ্ড চুলকনা তাহা ঘর্ষণ করিতে হয়। স্ফীত স্ত্রীঅঙ্গ চুলকায় ও টাটায়। উদর অভ্যন্তর দিকে আকৃষ্ট করিলে অথবা চাপিলে অণ্ডাধারপ্রদেশে সূচিবেধবৎ বেদনা। ঋতুর ব্যবধানকালে সামান্য কারণেই, যেমন, কঠিন মলত্যাগে বেগ দিলে বা অভ্যাসের কিছু অধিক ভ্রমণ করিলে, জরায়ু হইতে রক্তস্রাব। ঋতুস্রাব অতি শীঘ্রাগত ও অতি প্রচুর।

চিকিৎসা।

মস্তিষ্ক এবং মেরুমজ্জার কোমলতা বা সফনিং অব দি ব্রেণ এণ্ড স্পাইন।—রোগ বৃদ্ধ বয়সের হউক আর অন্য প্রকার হউক স্নায়বিক লক্ষণের প্রাধান্য দৃষ্ট হইলে উপরি উক্ত রূপ কঠিন ও সাংঘাতিক রোগেও এম্ব্রাগ্রিসিয়া ব্যবহার করা যাইতে পারে।

banglabooks.in

শিরোঘূর্ণন বা ভারটিগো।—অত্যন্ত বাতপ্রকৃতি-বিশিষ্ট ও স্মরণশক্তিহীন বৃদ্ধদিগের স্নায়বিক শিরোঘূর্ণনরোগে **এম্ব্রা গ্রিসিয়া** উপকারী। রোগী শরীর চালনা করিলে মাথা ঘোরে, পদ অস্থির হয় এবং চলিতে টলে।

হাঁপানিরোগ বা এজমা।—হাঁপরোগে হৃৎপিণ্ডবিকার, শ্বাসকষ্ট, বাম বক্ষে গুরুত্ব অথবা পিণ্ডাকার বস্তুর বর্ত্তমানতার এবং হৃৎপিণ্ড প্রদেশে থরথর কম্পভাবের অনুভূতি প্রভৃতি লক্ষণ থাকিলে **এম্ব্রা গ্রিসিয়া** উপযোগী। রোগ সহ সাধারণতঃ হৃৎকম্প উপস্থিত থাকে।

কাসি বা কফ; হুপশব্দক কাসি।—সাধারণ অথবা হুপিং কাসিতে, কাসির পর উদ্গারে যদি আমাশয় হইতে প্রচুর বায়ু উত্থিত হয় তাহাতে **এম্ব্রা** প্রযোজ্য। এরূপ কাসির ঔষধ বড় অধিক দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহার, এ যাবৎ আবিষ্কৃত **এম্ব্রা গ্রিসিয়া, সাল্ফুরিক এসিড** এবং **ভেরেট্রাম এল্বাম,** এই তিনটি মাত্র ঔষধের মধ্যে **এম্ব্রা** শীর্ষস্থান অধিকার করে।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়রোগ—রজোবাহুল্য বা মেনরেজিয়া; শ্বেতপ্রদর বা লিউকরিয়া; সূতিকা রোগ—কোষ্ঠবদ্ধ।—**এম্ব্রা গ্রিসিয়ার** রজোবাহুল্যরোগ কখন কখন শীঘ্রাগত হইলেও সাধারণতঃ ঋতুর নিয়মিত কালের ব্যতিক্রম হয় না। কিন্তু প্রচুর রক্ত স্রাব হয় এবং তাহার আনুষঙ্গিক লক্ষণ স্বরূপ নাসিকা হইতে রক্তস্রাব ও অবস্থানুসারে পদের শিরার স্ফীতি (পদের ভেরিকোজ ভেইন রোগ বর্ত্তমান থাকিলে) উপস্থিত হয়। ঋতুস্রাবের নিয়মিত ব্যবধান কালেও শোণিত স্রাব দৃষ্টিগোচর হয়। ফলতঃ ইহা জরায়ুর নির্জ্জীবতা ও শিথিলতা উৎপন্ন করে। সামান্য

banglabooks.in

উত্তেজনা কিম্বা মলত্যাগে কিঞ্চিদধিকতর বেগ দেওয়ার আবশ্যক হইলেই নির্জ্জীব, শিথিল ও শোণিতপূর্ণ জরায়ু হইতে রক্তস্রাব হওয়ায় তাহা যোনিদ্বারমুখে নিঃসৃত হইতে থাকে। **এস্ত্রার শ্বেত-প্রদররোগে** প্রধানতঃ ঈষৎ-নীল অথবা ঈষৎ সবুজাভ ধূসর শ্লেষ্মাস্রাব হয়।

সূতিকা গৃহস্থ পাতলা, শীর্ণকায় এবং বাত প্রকৃতির **প্রসূতিদিগের কোষ্ঠবদ্ধ রোগে, রোগিণী** উৎকণ্ঠা-যুক্ত ও অস্থির থাকিলে, এবং ধাত্রী অথবা কোন ব্যক্তি সূতিকাগৃহে উপস্থিত হইলে, তাহার সাক্ষাতে, মলত্যাগ যদি বিশেষ কষ্টকর হয় তাহাতে **এস্ত্রা** উপযোগী ঔষধ।

২। এন্থ্রাসিনাম্ (Anthracinum).

সম্বন্ধ।—সমক্রিয় ঔষধ—আর্স, কার্ব্বল এসি, ল্যাকেসি, সিকেলি, পাইরোজি—দূষিত এবং পচা রক্তযুক্ত রোগ।

তুলনীয় ঔষধ।—কর্কট বা ক্যান্সারের ভয়াবহ বেদনায়, দগ্ধ ব্রণরোগ বা কার্ব্বাঙ্কল অথবা বিসর্প বা ইরিসিপেলাসে আর্স অথবা এন্থ্রাসিন ফলপ্রদ না হইলে ইউফর্ব্বিয়াম প্রযোজ্য।

সাধারণ ক্রিয়া।—এন্থ্রাসিন মনুষ্যশরীরে (গো, অশ্ব এবং ছাগলেও ইহা ভয়াবহ বিষক্রিয়া প্রকাশ করে।) অতি ভয়াবহ বিষক্রিয়া উৎপন্ন করে। পুনরুৎপাদিকাশক্তির গভীরতম বিপ্লব উপস্থিত হওয়ায় পুষ্টিহানি চরম দশা প্রাপ্ত হয়। শরীরস্থ রস, রক্ত, স্রাব ও নিঃসরণ প্রভৃতি তরলোপাদান এবং পেশী, শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি, তন্তুবিধান প্রভৃতি অধিকাংশ কঠিনতর দৈহিক পদার্থের বিশ্লেষণ ও পচিতাবস্থা হয়। দ্রুত পচ্যমান শোণিত কাল, ঘন এবং আলকাতরাবৎ অবস্থান্বিত হইলে তাহা মুখ, নাসিকা, মলদ্বার অথবা

banglabooks.in

জননেন্দ্রিয় প্রভৃতি বহির্দ্বার হইতে ক্ষরিত হইতে থাকে। শরীরের স্থান স্থানে পচা, শড়া, কাল ও নীলবর্ণ ফোস্কা ও ক্ষত প্রভৃতি উৎপন্ন হইলে তাহা হইতে ক্লেদবৎ দুর্গন্ধ স্রাব নির্গত হয়। এই সকল ক্ষতের অগ্নিদাহবৎ অতি ভয়াবহ জ্বালাযুক্ত বেদনা ইহার অতি প্রকৃষ্ট ও বিশেষ লক্ষণ রূপে বর্ত্তমান থাকে। উপরি উক্ত দুর্দ্দশাগ্রস্ত শোণিতের বর্ত্তমানতা এবং বিগলিত ক্ষতাদি হইতে ক্লেদের শোষণ, রোগীর পূয়জ্বর ও সেপ্টিসিমিয়ার কারণ।

চিকিৎসা।

পৃষ্ঠব্রণ, দাহিকা বা কার্ব্বাঙ্কল; মারাত্মক Malignant) ক্ষত; পচা, শড়া (Gangrenous) ক্ষত; আঙ্গুল হাঁড়া বা হুইট্‌লো; মারাত্মক পূয় ব্রণ, ডিসেক্‌টিং উণ্ডস্ বা শবচ্ছেদোৎপন্ন ক্ষত এবং বিষধর কীট দংশনের ফল প্রভৃতি কঠিন, ও অনেক সময়ে সাঙ্ঘাতিক অবস্থান্বিত রোগে অতি ভয়াবহ জ্বালাযুক্ত বেদনা হইলে এন্থ্রাসিন্ প্রযোজ্য। ফলতঃ উপরি উক্ত অসহনীয় ও ভয়াবহ জ্বালাযুক্ত বেদনাই এন্থ্রাসিনের অতি শ্রেষ্ঠতম প্রদর্শক। অতি কঠিন অবস্থার ক্ষতাদির বর্ণ কাল অথবা নীলাভ। তাহা হইতে পচা ও পূতিগন্ধ ক্লেদবৎ নিঃসরণ নির্গত হয় এবং অধিকাংশ সময়ে ক্ষতস্থান হইতে পচা রস, রক্ত ও বিগলিত মাংসাদি শোষিত হইয়া এবং শরীরে প্রবেশ লাভ করিয়া পূয়জ্বর ও পচা জান্তব বিষজ্বর বা সেপ্টি-সিমিয়া ও তদানুষঙ্গিক লক্ষণাদি উৎপন্ন করে। এই সকল রোগের ভয়াবহ অগ্নিদাহবৎ জ্বালা নিবারণে আর্সেনিক্ আমাদিগের একমাত্র অবলম্বন বলিয়া বিদিত ছিল। কিন্তু তাহা বিফল হইলে এক্ষণে আমরা

banglabooks.in

তাহার পরিবর্ত্তে **এন্থ্রাসিন** দ্বারা অধিকাংশ স্থলে সফলকাম হইতে পারি। অনেক বহুদর্শী চিকিৎসক **ড্যারেণ্টুলাকে** ইহার অমোঘ ঔষধ বলিয়া বিবেচনা করেন। পচা ক্ষতাদি হইতে পূয়জ্বর বা সেপ্টিক ফিবার উৎপন্ন হইলে **আস** ও **পাইরোজিন**, বিষধর কীট দংশনে **ল্যাকেসিস** ও **পাইরোজিন**, এবং পচা বা টাইফইড্ প্রভৃতি সাংঘাতিক জ্বরে অথবা শবচ্ছেদ গৃহের কিম্বা পচনশীল ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তির প্রশ্বাস বায়ুর দুর্গন্ধ আঘ্রাণের কুফল সংশোধনে **পাইরোজিন**, এবং **আঙ্গুলহাঁড়া রোগের** অতি ভয়বাহ অবস্থায় পচন, বিগলন ও অসহনীয় জ্বালাযুক্ত বেদনা নিবারণে **আস**, **কার্ব্বলিক এসিড** এবং **ল্যাকেসিস** শ্রেষ্ঠতর ঔষধ বলিয়া বিবেচিত।

শোণিতস্রাব।—কাল, পচা, ঘন ও আল্কাতরাবৎ রক্ত, মুখ, নাসিকা, মলদ্বার এবং জননেন্দ্রিয় প্রভৃতি শরীরের বহির্দ্বার হইতে নিঃসরণে **এন্থ্রাক্স্** মহৌষধ; কাল, তরল ও অসংযমিত শোণিত-স্রাবে **ক্রোটেলাস্** উপকার করিয়া থাকে।

৩। টুবার্কুলিনাম বা ব্যাসিলিনাম্।

(Tuberculinum, Bacilinum.)

সম্বন্ধ।—কার্য্যপূরক—সোরি, সাল্ফ।

যে স্থলে **সোরিনাম**, **সাল্ফার** অথবা বিশেষ যত্নপূর্ব্বক নির্ব্বাচিত অন্য কোন ঔষধ দ্বারা রোগের উপশম অথবা আরোগ্য না হয়, তাহাতে **টুবার্কু** প্রযোজ্য; হে-ফিবার এবং এজ্মারোগে **সোরিনামের** পরে ইহা ধাতু সংশোধনকারী ঔষধরূপে ব্যবহার্য্য। ইহার চিকিৎস্য গুটিকোৎপত্তি রোগের রক্তাধিক্যের অথবা তরুণ ও প্রবল প্রদাহের অবস্থায় **বেল** কার্য্যকারী। **টুবার্কুলিনাম** দ্বারা আরোগ্য রোগীর মেদবৃদ্ধি হইলে **হাইড্রাষ্টিস্** প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

banglabooks.in

সাধারণ ক্রিয়া ;—টুবার্কুলিনাম, ব্যাসিলিনাম এবং ডাং কোশের লিম্ফ এই তিন প্রকার ঔষধই মূলতঃ একই বস্তু হইতে উৎপন্ন এবং সাধারণতঃ ইহারা সমক্রিয় বলিয়াই বিবেচিত। ইহাদিগের পরস্পরের ক্রিয়ার যদি কিছু প্রভেদ থাকে তাহা বোধগম্য করা সুদূর পরাহত বলিলেও অত্যুক্তি দোষ ঘটে না। ডাং স্যামুয়েল সোয়ান ফুসফুসের টুবার্কল রোগের শুষ্কীকৃত গয়ারের ট্রিটুরেষণকে "টুবার্কুলিন," ডাং জে কম্‌টন বার্ণেট টুবার্কল রোগগ্রস্ত ফুস্‌ফুসের শুষ্কীকৃত অংশের ট্রিটুরেষণকে "ব্যাসিলিনাম" বলিয়াছেন এবং ডাং কোশ গোমাংস-প্রস্তুত লেই বা জেলিমধ্যে টুবার্কলকীটাণুর (রোগ বীজ) কর্ষণ করিয়া ঐ কীটাণু সম্বলিত রসকে "টুবার্কল লিম্ফ" বলিয়াছেন। সাধারণে ইহাকে "কোশেজ্ লিম্ফ" বলে। ইহা অতি স্থূল প্রয়োগরূপ ও বিপদসঙ্কুল বলিয়া হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয় না।

টুবার্কলরোগবীজ পুনরুৎপাদিকা শক্তির অতি শোচনীয় দুরবস্থা উৎপন্ন করিলে পুষ্টিহানি তাহার চরম সীমায় উপনীত হয়। ইহার পুষ্টি-হানিক্রিয়া কোন শরীরোপাদানে সীমাবদ্ধ থাকে না শরীরস্থ রস, রক্ত প্রভৃতি তরলোপাদান, সম্পূর্ণ কোমলোপাদান, এমন কি অতীব কঠিন এবং স্থায়ী অস্থি পর্যান্ত ইহার ক্রিয়াধীন হইলে তাহারও পুষ্ঠিহানি বশতঃ তাহা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। উপরি উক্ত টুবার্কুলাস্ রোগবিষাক্রান্ত শরীরে অবস্থাবিশেষে যে সকল লক্ষণ উৎপন্ন হয় হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকগণ হোমিওপ্যাথির নিয়মে তাহারই অনুসরণ করিয়া টুবার্কুলিনাদির প্রয়োগ দ্বারা রোগারোগ্য করিয়া থাকেন। এরূপ ঔষধ "নসোড" শ্রেণীভুক্ত হইলেও যে ইহাদিগকে "আইসপ্যাথিক ঔষধ" বলা হইয়া থাকে তাহা সোরিনাম বর্ণনে আমরা বিবৃত করিয়াছি। আমরা নিম্নে টুবার্কুলিনাম বা ব্যাসিলিনামের কতিপয় সাধারণ ও প্রদর্শক লক্ষণ লিপিবদ্ধ করিয়া সংক্ষেপে তাহার রোগের বিষয় উল্লেখ করিব।

banglabooks.in

পাতলা বর্ণের মনুষ্য ; নীল চক্ষু, সুন্দরী স্ত্রীলোক ; দীর্ঘাকার, কৃশ, চেপ্টা শরীর ও অপ্রশস্ত বক্ষ ব্যক্তি ; এবং বয়সানুপাতে অধিকতর বুদ্ধি সম্পন্ন এবং শারীরিক দুর্ব্বলতা বিশিষ্ট ব্যক্তি, যাহাদিগের ধাতু টুবার্কলরোগ-প্রবণ তাহাদিগের পক্ষে ইহা উপযোগী। রোগ যাহাই হউক, বংশে টুবার্কলরোগ সংস্রব থাকার বিবরণ থাকিলে যদি যত্নপূর্ব্বক নির্ব্বাচিত ঔষধের ক্রিয়া না হয় সে স্থলে ইহা প্রযোজ্য।

প্রধান প্রধান লক্ষণ ঃ—

রোগলক্ষণ সর্ব্বদা পরিবর্ত্তনশীল—ক্রমাগত যন্ত্র হইতে যন্ত্রান্তরে যায় ; **রোগ হঠাৎই আরম্ভ হয়, হঠাৎই অন্তর্দ্ধান করে।**

সামান্য শৈত্যসংস্পর্শেই সর্দ্দি—এবং তাহার এক আক্রমণের শেষ না হইতেই পুনরাক্রমণ যে কি প্রকারে হয় তাহা রোগী জানিতেও পারে না।

অতি ত্বরিৎ গতিতে অতি স্পষ্টতর শীর্ণতা জন্মে—রোগী যথেষ্ট পুষ্টিকর আহার করে, তথাপি শরীর শুষ্ক হইতে থাকে।

রোগী এক স্থানে অধিক কাল থাকিতে ভালবাসে না ; স্থানে স্থানে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে চাহে।

অঙ্গে এবং সন্ধিতে স্থানপরিবর্ত্তনশীল বেদনা ; চলিতে আরম্ভ করিলে প্রথমে অঙ্গাদি অনমনীয় থাকে, চলিতে চলিতে পরে তাহা প্রকৃতিস্থ হয়।

মুক্ত বায়ুর জন্য প্রবল ইচ্ছা হয়, গৃহদ্বার ও বাতায়ন খুলিয়া দিতে বলে, অথবা অশ্বারোহণে প্রবল বায়ুতে ভ্রমণ করিতে চাহে।

বেদনা বাম ফুসফুসের উর্দ্ধাংশ ভেদ করিয়া পৃষ্ঠে যায়। ঐস্থানের ফুসফুসে গুটিকার (Tubercle) সংস্থিতি হয়।

banglabooks.in

রোগীর বংশে গুটিকোৎপত্তি রোগের বা টুবার্কুলোসিসের বিবরণ পাওয়া যায়।

রোগচিকিৎসায় টুবার্কুলিনাম এপর্য্যন্তও সাধারণ ও প্রচলিত ঔষধ মধ্যে গণ্য হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হয় না, চিকিৎসকমণ্ডলীতে অন্যান্য ঔষধের ন্যায় ইহার লক্ষণাদি এবং প্রয়োগ বিষয়ক জ্ঞানের অভাবই তাহার প্রধান কারণ বলিয়া অনুমিত। ফলতঃ গভীর সোরা-বিষ-বাষ্প দূষিত ব্যক্তিতে ঐ বিষ-বাষ্প গুটিকোৎপাদনোন্মুখ হইলে অথবা গুটিকাবিষদূষিত ধাতুর ব্যক্তি যে সকল বিশেষ বিশেষ মানসিক ও শারীরিক লক্ষণ প্রকাশিত করে তাহাই ইহার প্রদর্শক বলিয়া জানিতে হইবে। টুবার্কল যেরূপ কোন বিশেষ যন্ত্র বা উপাদান আক্রমণ করে না, ইহার রোগও তদ্রূপ কোন যন্ত্রবিশেষে আবদ্ধ থাকে না।

শিরঃশূল।—**টুবার্কুলিন** শিরঃশূলে চক্ষুর উর্দ্ধপ্রদেশ হইতে মস্তকপশ্চাৎ পর্য্যন্ত বিস্তৃত তীক্ষ্ণ কর্ত্তনবৎ এবং মস্তক বেড়িয়া লৌহপতর আটা থাকার ন্যায় বেদনা, পাঠ অথবা সামান্য শ্রমে তাহা বৃদ্ধি পায় এবং চক্ষুর ব্যবহারে বৃদ্ধি পাইলে চসমাতেও তাহার উপশম হয় না। এই প্রকার শিরঃশূল গুটিকারোগ বিষদুষ্ট ধাতুর **স্কুলের ছাত্রদিগের** মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়।

মস্তিষ্কবেষ্টঝিল্লিপ্রদাহ বা মিনিঞ্জাইটিস।—মস্তিষ্ক অথবা মস্তিষ্কতলবেষ্টঝিল্লির তরুণ প্রদাহে রসস্রাবের উপক্রমে রজনীতে ভ্রমদর্শন এবং ভীতিপ্রযুক্ত চীৎকারসহ নিদ্রোত্থিত হওয়া প্রভৃতি লক্ষণ থাকিলে অতি যত্ন পূর্ব্বক নির্ব্বাচিত **এপিস্**, **হেলিবো** অথবা **সাল্‌ফারে** যদি উপকার না হয় তাহাতে **টুবার্কু** প্রযোজ্য।

banglabooks.in

উদরাময়।—যথেষ্ট আহার সত্ত্বেও শীর্ণতা প্রাপ্ত রোগী প্রত্যুষকালে হঠাৎ অদম্য মলবেগ হইয়া সবলে কৃষ্ণবর্ণ, কটা, জলবৎ এবং দুর্গন্ধ মল পরিত্যাগ করিলে **টুবার্কুলিন** তাহার ঔষধ। রোগী দুর্ব্বল হইয়া যায় ও তাহার রজনীঘর্ম্ম হয়।

রজোবাহুল্য বা বাধক।—অতি শীঘ্রাগত, অতি প্রচুর এবং অত্যধিক কালস্থায়ী ঋতুশোণিত ভয়াবহ বেদনা সহ মন্থর গতিতে নির্গত হয় এবং রোগিণী গুটিকোৎপত্তি রোগপ্রবণ থাকে।

ত্বকরোগ—পামা বা একজিমা।—টুবার্কুলার পামারোগে **টুবার্কুলিনাম** উপকারী। ইহার প্রচণ্ড চুলকানি রজনীতে গাত্রবস্ত্র মোচনে এবং স্নানে বর্দ্ধিত। মামড়ি হইতে প্রভূত পরিমাণ শুভ্র ভূষির ন্যায় শল্ক স্খলিত হইতে থাকে। কর্ণপৃষ্ঠে, কেশযুক্ত শরীরাংশে এবং খোঁচযুক্ত ত্বকস্থানে অবদারণভাব ও টাটানি জন্মে এবং তাহা হইতে রস ঝরিতে থাকে; ত্বক অগ্নিবর্ণবৎ লোহিত। টুবর্কল-বিষদুষ্ট রোগীর দদ্রু ইহা দ্বারা আরোগ্য হইয়া থাকে।

যক্ষ্মাকাশ ও নিউমনিয়ারোগে টুবার্কু-লিনামের প্রয়োগিতা স্থানান্তরে বিবৃত হইয়াছে।

টুবার্কুলিনাম সাধারণতঃ নিম্নক্রমে ফলপ্রদ নহে, বরং তাহাতে কুফলেরই আশঙ্কা করা যায়। কোন কোন রোগে চিকিৎসক-বিশেষ ৩০ ক্রমের ব্যবহার করিতে উপদেশ করিয়াছেন, আমরা তাহা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি। ফলতঃ ইহার ১০০০ (m) হইতে ১০০০০০ (cm) পর্য্যন্ত ক্রমই প্রায় সর্ব্বজন অনুমোদিত।

মেডরাইনাম্। (Medorrhinum.)

উপচয়।—রোগের বিষয় চিন্তা করিলে (হেলনি, অকজ্যাল এসি); তাপে; গাত্র আবৃত করিলে; গাত্র বিস্তার করিলে; বিদ্যুৎযুক্ত

banglabooks.in

ঝটিকায়; সামান্য চালনায়; মিষ্ট ভক্ষণে; সকাল হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত।

উপশম।—সমুদ্রতীরে (নেট্রামের বিপরীত); আমাশয় চাপিয়া শয়নে; সিক্ত বায়ুতে (কষ্টি, নাকস ভ)।

সম্বন্ধ।—সাল্‌ফারের পদতলের জ্বালা এবং জিঙ্কামের জঙ্ঘার অস্থিরতা ও চঞ্চলতা মেডরাইনামে যুগপৎ উপস্থিত থাকে।

তুলনীয় ঔষধ।—ইপিকা (শুষ্ক কাসি), ক্যাম্ফর, সিকেলি, টেবেকাম, ভেরেট এ, (পতন লক্ষণ বা কল্যাপ্‌স্); পিক্রিক এসি, জেল্‌স (ভ্রমণের অপারগতা); এলোজ, সাল্ফ (প্রাতঃকালীন উদরাময়)।

সাধরণ ক্রিয়া। মেডরাইনাম পূয়-মেহ বা গণোরিয়ার স্রাব বা রোগবীজ হইতে প্রচলিত হোমিওপ্যাথিক প্রথানুসারে প্রস্তুত। পূয়-মেহরোগবিষবাষ্পই যে সাইকোসিস্‌রূপ পুরাতন রোগপর্য্যায়ের মূলীভূত কারণ তাহা ইতিপূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। অন্যান্য পুরাতন রোগবিষবাষ্পের ন্যায় গণোরিয়া বিষবাষ্পও শরীরের অন্তস্তল পর্য্যন্ত প্রবেশ লাভ করিয়া পুনরুৎপাদিকা শক্তির অতি গভীর রোগজ পরিবর্ত্তন সাধিত করে এবং পুষ্টিক্রিয়া বিধ্বস্ত হইয়া যায়। এবম্বিধ অবস্থায় রসবাত, ক্ষুদ্রবাত, স্নায়ুশূল, চক্ষুরোগ, চর্ম্মকীল, শ্লেষ্মাগুটিকা এবং অন্যান্য নানা প্রকার কঠিন রোগের ইহা যে আকর স্বরূপ তাহা আমরা ইতিপূর্ব্বে রোগ চিকিৎসা প্রসঙ্গতঃ উপযুক্ত স্থলে উল্লেখ করিয়াছি। এস্থলে আমরা স্থূলভাবে ইহার কতিপয় অত্যাবশ্যকীয় লক্ষণ এবং রোগের অবতারণা করিয়া প্রবন্ধ সমাপ্ত করিব। ফলতঃ শরীরে ইহার ক্রিয়া এতই বহু বিস্তৃত এবং ইহার রোগ এতই বহুবিধ ও বিচিত্র যে এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাহা সন্নিবেশিত করা অসম্ভব বলিয়াই জানিতে হইবে। পূয়ধাতু নিবন্ধন পুরুষানুক্রমিক ধাতুগত পুরাতন শিশুরোগে ইহার বহুল ব্যবহার হইয়া থাকে। এই সকল শিশুরোগ

banglabooks.in

অত্যন্ত কঠিনসাধ্য। শিশুর ক্ষয়রোগ জন্মে, শরীর শীর্ণ হইয়া যায়। তাহার হাঁপানি অথবা নাসিকার, কখন চক্ষুপত্রের কদর্য্য প্রতিশ্যায় এবং কখন বা মস্তকত্বকে অথবা মুখমণ্ডলে দদ্রু জন্মে এবং শিশু খর্ব্বাকৃতি হয়।

কুচিকিৎসিত এবং অন্তঃপ্রবিষ্ট পূয়মেহ নিবন্ধন ধাতুগত বিকার বশতঃ রোগের যত্নপূর্ব্বক নির্ব্বাচিত ঔষধে উপশম অথবা আরোগ্যের স্থায়িত্ব না হইলে ইহা ফলপ্রদ।

সোরিনাম যেরূপ গভীর সোরিক্ ত্বক্‌রোগ ও শ্লৈষ্মিকঝিল্লিবিকার সহ সম্বন্ধযুক্ত, মেডরাইনাম তদ্রূপ গভীর সাইকোটিক মেরুমজ্জারোগ ও সহানুভূতিক স্নায়ুবিকার সহ সম্বন্ধযুক্ত।

লক্ষণ।

মন।—মানসিক দুর্ব্বলতা; নাম, কথা অথবা তাহার আদি অক্ষর স্মরণ থাকে না; অতি নিগূঢ় বন্ধুরও নাম জিজ্ঞাসা করিতে হয়; আত্ম নামেরও বিস্মৃতি জন্মে। রোগী শুদ্ধ বানান করিতে পারে না; বিশেষরূপে জ্ঞাত নামও কি করিয়া বানান করিবে তাহা ভাবিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হয়। প্রায়ই গল্পের খেই হারায়। রোগলক্ষণ বলা অত্যন্ত কঠিন, প্রশ্ন ভুলিয়া যায় বলিয়া তাহা পুনঃ পুনঃ বলিতে হয়। কথা কহিতে না কাঁদিয়াই পারে না। মৃত্যুর আশঙ্কা করে; সর্ব্বদাই আশঙ্কান্বিত, কোন ঘটনা ঘটিবার পূর্ব্বে কষ্টের সহিত তদ্‌বিষয়ক অনুভূতি জন্মে এবং সাধারণতঃ তদনুরূপই কার্য্য হয়।

সামান্যেই উত্তেজিত হয়; দিবসে খিট্ খিটে থাকে, রজনীতে উল্লাস জন্মে। অত্যন্ত অসহিষ্ণু; খিট্‌খিটে; উৎকণ্ঠান্বিত, বাতপ্রকৃতিবিশিষ্ট এবং অত্যন্ত অসহিষ্ণু; সামান্য শব্দেই চমকিয়া উঠে।

banglabooks.in

সময় যেন কাটিতে চাহে না। রোগী সর্ব্বদাই ত্রস্ত থাকে; কোন কার্য্য করিতে এত তাড়াতাড়ি করে যে শীঘ্রই ক্লান্ত হইয়া পড়ে।

অনেক রোগই তৎসম্বন্ধে চিন্তায় বর্দ্ধিত (বেদনার বিষয় চিন্তা করিলেই তাহার পুনরাবৃত্তি, অক্‌জ্যালিক এসিড)।

মস্তক।—মস্তিষ্কে তীক্ষ্ণ ও জ্বালাকর বেদনা, ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক বা সেরিবেলামে অধিকতর থাকে এবং মেরুদণ্ড বাহিয়া বিস্তৃত হয়। মস্তকে গুরুত্বানুভূতি এবং মস্তক পশ্চাৎ পার্শ্বে আকৃষ্ট।

মস্তকের কশাভাব এবং সংকোচন বোধ, সম্পূর্ণ মেরুদণ্ড বাহিয়া নিম্নে যায়। গাড়ির ঝাঁকিতে শিরঃশূল ও উদরাময় জন্মে।

শ্বাসযন্ত্র।—হাঁপানি; উপজিহ্বার দুর্ব্বলতা ও আক্ষেপ বশতঃ গলরোধ; স্বরযন্ত্র এরূপভাবে রুদ্ধ যে, তন্মধ্যে বায়ু এককালীন প্রবেশ করিতে পারে না, কেবল মুখ চাপিয়া (উবুড় হইয়া) শয়নে এবং জিহ্বা বহিরানয়নে তাহার উপশম। স্বরযন্ত্রের টাটানিতে বোধ যেন তাহাতে ক্ষত হইয়াছে। শ্বাসকৃচ্ছ্র ও বক্ষের সঙ্কোচ বোধ; সহজে শ্বাস টানিতে পারে কিন্তু শ্বাস নিক্ষেপের ক্ষমতা থাকে না। অবিশ্রান্ত, কঠিন, শুষ্ক এবং কখন কখন বেদনাযুক্ত কাসিতে বোধ যেন স্বরযন্ত্রের শ্লৈষ্মিকঝিল্লি ছিন্ন হইয়াছে; হাঁড়ির মধ্যে কাসার ন্যায় গভীর ও ফাঁপা শব্দের কাসি রজনীতে, মিষ্টহারে এবং শয়নে বর্দ্ধিত ও আমাশয় চাপিয়া শয়নে হ্রাস। শ্বেতলালাবৎ, বুদ্‌বুদযুক্ত; ক্ষুদ্র, সবুজ ও তিক্ত, গোল বস্ত্রখণ্ডের ন্যায়; আটা এবং তুলিতে কষ্টকর গয়ার।

স্ফুরণোন্মুখ যক্ষ্মাকাশ; ফুসফুসের অংশবিশেষে কঠিন বেদনা।

গলাভ্যন্তর।—গলদেশে অত্যন্ত শৈত্যসংস্পর্শ হওয়ার অনুভূতি এবং কষ্টদায়ক অস্থি কনকনানি হইলে গলদেশ টাটায় এবং স্ফীতি থাকে এবং তাহাতে তরল কিম্বা কঠিন যে কোন প্রকার বস্তু

banglabooks.in

গলাধঃ করা অসাধ্য। নাসিকার পশ্চাৎ হইতে নিঃসৃত ঘন, ধূসর অথবা রক্তসংযুক্ত শ্লেষ্মায় গলাভ্যন্তর সর্ব্বদাই পরিপূর্ণ থাকে (হাইড্রাষ্ট)।

ক্ষুধা ;—আহারের অব্যবহিত পরেই কাকবৎ ক্ষুধা (সিনা, লাইক, সোরি)।

অবিশ্রান্ত তৃষ্ণা, স্বপ্নেও জলপান করে। রোগিণী পূর্ব্বে যে মদ্য ঘৃণা করিত (এসেরাম) তাহা, লবণ (ক্যাল, নেট্রাম), মিষ্টদ্রব্য (সাল্ফ), এলমদ্য, বরফ, অম্লবস্তু, কমলালেবু ও কাঁচাফলের জন্য অতৃপ্তবৎ আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে।

অন্ত্র ও বিষ্ঠা ;—আটা এবং কর্দ্দমবৎ বিষ্ঠার অল্পে অল্পে ত্যাগ. সরলান্ত্রভ্রংশের অনুভূতি হওয়ায় রোগী কোঁথ দিতে পারে না (এলাম্)। অন্ত্রের সংকোচন এবং জড়ভাব হওয়ায় গোল গোল বলের ন্যায় মল ত্যাগ (ল্যাকেসি)। মলত্যাগ করিতে পশ্চাৎপার্শ্বে অনেক বক্র হইতে হয়; মলত্যাগ অতিশয় বেদনাযুক্ত, বোধ যেন মলদ্বারের পশ্চাৎপ্রদেশে কোন বস্তুখণ্ড আছে; এতই কষ্ট যে রোগী ক্রন্দন করে।

সরলান্ত্রে তীব্র ও সূচিবেধবৎ বেদনা। মলদ্বার হইতে লোনা মাছের জলের ন্যায় দুর্গন্ধ রসের নিঃসরণ।

মূত্রযন্ত্র ;—বৃক্কপ্রদেশে কঠিন বেদনা (পৃষ্ঠশূল), প্রচুর মূত্রস্রাবে উপশমিত (লাইকো)। মূত্রশূলে মূত্রপথের তীক্ষ্ণ বেদনায় বোধ যেন পাথরী নির্গত হইতেছে (বার্ব্বে, লাইকঅক্সি); রোগী বরফের আকাঙ্ক্ষা করে। মূত্রত্যাগকালে মূত্রস্থলী এবং অন্ত্রের বেদনাযুক্ত কুন্থন।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয় ;—অত্যন্ত কৃষ্ণবর্ণ, জমাট ও প্রচুর ঋতু-স্রাব; ধৌত করিলেও তাহার কলঙ্ক দূর করা কঠিন হইয়া পড়ে (ম্যাগ্নে

banglabooks.in

কা)। ঋতুকালে স্তন, বিশেষতঃ স্তনাগ্র, স্পর্শে বরফের ন্যায় শীতল এবং অবশিষ্ট শরীর উষ্ণ।

যোনি এবং ভগোষ্ঠের তীব্র চুলকনা, তদ্‌বিষয় চিন্তা করিলে বর্দ্ধিত। স্তন এবং স্তনাগ্রের টাটানি এবং স্পর্শে বেদনা।

পৃষ্ঠ এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ;—অংশফলকাস্থিদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী পৃষ্ঠ দেশে বেদনা; সম্পূর্ণ পৃষ্ঠদণ্ড স্পর্শে টাটানিযুক্ত (সিংকো সা); গ্রীবা পশ্চাৎ হইতে মেরুদণ্ডের নিম্ন পর্য্যন্ত বিস্তৃত তীব্র জ্বালাযুক্ত তাপ সহ আকৃষ্টবৎ কাঠিন্য, গাত্র বিস্তার করিলে বর্দ্ধিত।

কটিস্থ কশেরুকা স্পর্শে বেদনাযুক্ত। সেকরাম্, কক্‌সিক্‌স্ এবং হিপ-সন্ধিপশ্চাতের বেদনা দ্রুতগতিতে চতুর্দ্দিকে বিকীরিত হয় এবং অঙ্গ বাহিয়া নিম্নে যায়। ভ্রমণকালে কেবল জঙ্ঘায় এবং হিপ্ হইতে জানু পর্য্যন্ত স্থানে বেদনা। জঙ্ঘায় গুরুত্ব, তাহা সিসকের ন্যায় বোধ; জঙ্ঘা এতাদৃশ ভারি যে, চলিতে কষ্ট; পদ ভাঙ্গিয়া পড়ে। নিম্নাঙ্গ সম্পূর্ণ রজনী কনকন করায় নিদ্রার ব্যাঘাত। **জঙ্ঘা এবং পদ অত্যন্ত অস্থির ও চঞ্চল** (জিঙ্ক)। বিত্যাঙ্গাটিকার সময় জঙ্ঘা এবং বাহুতে ভয়াবহ কষ্ট।

জঙ্ঘার বেদনায় তাহা শয্যায় স্থির রাখা যায় না এবং আয়ত্তাধীন না রাখিলে, শিথিল করিয়া দিলে এবং নিদ্রা যাইবার চেষ্টা করিলে বৃদ্ধি হয়।

জঙ্ঘা ও পদের এবং প্রকোষ্ঠ ও করের শীতলতা। উরু ও গুল্‌ফ-পশ্চাতের রজ্জুবৎ পেশীতে আকৃষ্টতা ও সংকোচনের অনুভূতি; জঙ্ঘা পশ্চাতে ও পদতলে খল্লী। ভ্রমণকালে গুল্‌ফ সহজেই বাঁকিয়া যায় (কার্ব্ব এ, লিডাম)।

হস্তপদের জ্বালা ; হস্ত-পদের জ্বালায় তাহা অনাবৃত করার এবং তাহাতে বাতাস দেওয়ার প্রয়োজন হয় (ল্যাকেসি, সাল্‌ফ)। জঙ্ঘা এবং

banglabooks.in

বাহুতে স্নায়ুশক্তির প্রায় সম্পূর্ণ অভাব; সামান্য শ্রমেই বলহানি ঘটে।

শরীরের প্রত্যেক সন্ধিরই বেদনাযুক্ত কাঠিন্য। হস্তাঙ্গুলিসন্ধির বৈকল্য, বিবৃদ্ধি ও স্ফীতি; গুল্‌ফসন্ধির স্ফীতি ও বেদনাযুক্ত কাঠিন্য; গুল্ফ এবং পদতল উচ্চ স্থান স্পর্শ করাইলে বেদনা করে।

চিকিৎসা।

উপরে মেডরাইনামের সাধারণ ক্রিয়া সম্বন্ধে ও তাহার বিশেষ বিশেষ রোগলক্ষণবিষয়ে যাহা লিখিত হইয়াছে তাহাতে বোধগম্য হইবে যে, রোগ যে নামেই অভিহিত হউক না কেন তাহার মূলে পূয়মেহের কুচিকিৎসার ও তাহা অন্তর্ম্মুখী হওয়ার বা বসিয়া যাওয়ার বিবরণ থাকিলে এবং রোগের স্ফুরিত অবস্থায় ন্যূনাধিক পূর্ব্বোল্লিখিত লক্ষণ প্রকাশিত হইলে মেডরাইনাম তথায় উপযোগী ঔষধ বলিয়া বিবেচিত। ফলতঃ "সাইকোটিক" রোগের বহু বিস্তৃতি, গভীরতা, বংশানুক্রমিকতা এবং তাহার রূপের বিচিত্রতার বিষয় হৃদয়ঙ্গম করিলে অনায়াসেই বোধগম্য হইবে যে, রোগের নামাপেক্ষা তাহার পূর্ব্ব বিবরণ, বর্ত্তমান লক্ষণ এবং রোগীর বংশগত রোগ বিষয়ক বিবরণই ঔষধ নির্ব্বাচন পক্ষে অধিকতর সাহায্যকারী। **রোগীর ত্বকে চর্ম্মকীলের এবং জননেন্দ্রিয় ও গুহ্যদ্বার প্রভৃতি শরীর-বহির্দ্বারের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিতে শ্লেষ্মাগুটিকার (Condylomata) বর্ত্তমানতা ইহার নিশ্চয়াত্মক প্রদর্শক;** ইহাও টুবার্কুলিনামের ন্যায় উচ্চ ক্রমে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

শিক্ষার্থীদিগের স্মরণের কথঞ্চিৎ সাহায্যার্থ এস্থলে মেডরাইনাম চিকিৎস্য কতিপয় রোগের উল্লেখ করা যাইতেছে :—

banglabooks.in

অন্তঃপ্রবিষ্ট এবং অপ্রকাশিত পূয়মেহ নিবন্ধন **রসবাত ক্ষুদ্র-বাত বা গাউট্, স্নায়ুশূল** এবং **মেরুমজ্জা ও তদ্বেষ্ট ঝিল্লিরোগ** যাহা মেরুমজ্জার উপাদানগত পরিবর্ত্তন সাধিত করিয়া পক্ষাঘাতও উৎপন্ন করিতে পারে তাহা **মেডরাইনাম** আরোগ্য করিতে সক্ষম।

রোগমূলে সাইকসিস্ বা অন্তঃপ্রবিষ্ট পূয়মেহ থাকিলে **পুরাতন অণ্ডাধারপ্রদাহ,** বস্তিকোটরস্থ **কোষময় ঝিল্লির প্রদাহ** বা পেল্‌ভিক সেলুলাইটিস্, জরায়ুর এবং অণ্ডাধারের **সূত্রবৎ পদার্থ গঠিত অর্ব্বুদ** বা ফাইব্রইড্স্, **কোষগর্ভ অর্ব্বুদ** বা সিষ্টস্ এবং উপরিউক্ত রূপ অন্যান্য রোগে **মেডরাই** উপযোগী।

লক্ষণসাদৃশ্য থাকিলে এবং পূর্ব্ববৎ পূয়মেহবিষ রোগের কারণ হইলে **স্কিরাস্, কার্সিনোমা** অথবা **ক্যান্সার** বা **কর্কট** প্রভৃতি দুরারোগ্য ও সাঙ্ঘাতিক রোগেও **মেডরাইর** প্রয়োগ দ্বারা রোগের উপশম এবং অবস্থানুসারে আরোগ্যের প্রত্যাশা করা যাইতে পারে।

বংশগত পূয়মেহদূষিত ব্যক্তিদিগের শিশু সন্তানের **শিশু ক্ষয়রোগ**; রোগমূলে পূয়মেহবিষদোষ অন্তঃপ্রবিষ্ট থাকিলে **লসীকা গ্রন্থি বিবৃদ্ধি**; **যক্ষ্মাকাশরোগীর ক্লান্তি, দৌর্ব্বল্য** এবং **জীবনীশক্তির অবসাদ** প্রভৃতি; **সন্ধিবাতিক ও রসবাতিক বেদনা**; কশিয়া বাঁধায় ন্যায় **শরীরের সঙ্কুচিতভাব**; এবং সম্পূর্ণ শরীরে **ধনুষ্টবৎ টাটানি** প্রভৃতিতে **মেডরাই** উপকার করিয়া থাকে।

উপরি উক্ত ধাতুদোষযুক্ত ব্যক্তিদিগের কোন সাঙ্ঘাতিক রোগের চরমাবস্থায় শরীরের শীতলতা, প্রচুর শীতল ঘর্ম্ম (গাত্রাবরণ দূরে

banglabooks.in

নিক্ষেপ—ক্যাম্ফ, সিকেলি) প্রভৃতি পতন বা কোল্যাপ্‌স্ লক্ষণ উপস্থিত হওয়ায় রোগী সর্ব্বদা পাখার বাতাস চাহিলে (কার্ব্ব ভে) এবং পরিষ্কার বায়ুর আকাঙ্ক্ষা করিলে **মেডরাইনাম** উপযুক্ত ঔষধ বলিয়া গণ্য।

শয্যামূত্রস্রাবরোগে রোগী রজনীতে শয্যায় এমনিয়ার গন্ধযুক্ত প্রভূত পরিমাণ এবং অতিরঞ্জিত মূত্রত্যাগ যদি অপরিমিত কার্য্যাদি অথবা খেলা এবং দৈনিক তাপ অথবা শৈত্যের অত্যধিক বর্দ্ধিত অবস্থায় বৃদ্ধি পায় এবং রোগের মূলে সাইকসিস্ ধাতুদোষ থাকায় যত্নপূর্ব্বক নির্ব্বাচিত ঔষধ নিষ্ফল হয় তাহাতে **মেডরাইনাম** উপকার করিয়া থাকে।

পূয়ধাতুর পুরাতন বিকারগ্রস্ত স্ত্রীলোকদিগের **ঋতুরোগে,** বিশেষতঃ **জরায়ুর রক্তস্রাবে** এবং বয়ঃসন্ধির ঋতুরোধকালে সপ্তাহ হইতে সপ্তাহান্তর পর্য্যন্ত প্রচুর কৃষ্ণবর্ণ, চাপ চাপ এবং দুর্গন্ধ শোণিতের হড়্ হড়্ করিয়া স্রাব যদি শরীর চালনায় বর্দ্ধিত হয় তাহাতে **মেডরাইনাম** ফলপ্রদ; রোগীর জরায়ু মারাত্মক (Malignant) রোগগ্রস্ত থাকে।

এস্থলে বক্তব্য যে, রোগীতে পুরাতন ও অন্তঃপ্রবিষ্ট পূয়ধাতুর বিবরণ থাকুক বা না থাকুক রোগলক্ষণ সহ ঔষধলক্ষণের সাদৃশ্য দৃষ্ট হইলেই **মেডরাইনাম** দ্বারা উপকারের সম্ভাবনা আছে। প্রভেদ এই যে পূয়ধাতুদোষের অবর্ত্তমানে ঔষধ হোমিওপ্যাথিক মূল ও সাধারণ ক্রিয়ার এবং তাহার বর্ত্তমানে আইসপ্যাথির ক্রিয়ার বশবর্ত্তী হইয়া রোগারোগ্য করে।

৫। সিফিলিনাম (Syphilinum.)।

উপচয়।—গোধূলি হইতে সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত রজনীতে।

banglabooks.in

তুলনীয় ঔষধ।—অরাম্, এসাফি, কেলি আয়, মার্ক, ফাইটল (অস্থি রোগে ও উপদংশ)।

সাধারণ ক্রিয়া।—মেডরাইনাম যেরূপ পূয়ধাতুর এবং টুবার্কুলিনাম যেমন টুবার্কুলার যক্ষ্মাকাসের রোগবীজোৎপন্ন ঔষধ, সিফিলিনামও সেইরূপ উপদংশরোগবীজ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। মনুষ্যশরীরে ইহাদিগের ক্রিয়ার এবং উৎপন্ন রোগলক্ষণের বিভিন্নতা থাকিলেও ক্রিয়ার ও রোগের গভীরতা, ব্যাপকতা, এবং গুরুত্ব প্রায় তুল্য। এলোপ্যাথি এবং হাতুড়িয়া মতে অপরিমিত পারদ এবং আয়ডাইড্ অব পটাসিয়ামের প্রয়োগ এবং অন্য প্রকার কুচিকিৎসা বশতঃ তরুণ উপদংশ রোগের স্থানিক ক্ষত এবং ত্বগুদ্ভেদ অন্তঃপ্রবিষ্ট হইলে শরীরস্থ রস, রক্ত, স্রাবাদি, পেশী, ঝিল্লি ইত্যাদি ও অস্থি, উপাস্থি প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার তরল ও কঠিন উপাদান পর্য্যন্ত রোগবিষ-কর্তৃক আক্রান্ত হয়। উপরি উক্ত অন্তঃপ্রবিষ্ট উপদংশ এবং পারদো-পদংশ ঘটিত যৌগিক বিষের ক্রিয়া বশতঃ পুনরুৎপাদিকা শক্তি ও পোষণ-ক্রিয়া বিধ্বস্ত হইলে জীর্ণ শরীরের ভিন্ন ভিন্ন শরীরোপাদানে ও যন্ত্রে যে ক্ষত ইত্যাদি পুরাতন রোগ ও রোগলক্ষণ উৎপন্ন হয় তাহা এবং পুরুষানুক্রমিক উপদংশরোগজীর্ণ শিশুর শৈশবোপদংশ বা ইন্‌ফ্যাণ্টাইল সিফিলিস ঘটিত যে রোগলক্ষণ উৎপন্ন হয় তাহা নিম্নে অতি সংক্ষেপে বিবৃত হইয়েছে। পূর্ব্ববর্ণিত মেডরাইনাম ইত্যাদি ঔষধের ন্যায় ইহাও উপদংশজ রোগচিকিৎসায় হোমিওপ্যাথির শাখা স্বরূপ "আইসপ্যাথি" মতে রোগারোগ্য করে; এবং উপদংশ রোগকারণ না হইলে, অপিচ রোগলক্ষণের পুরাতন উপদংশরোগলক্ষণ সহ সাদৃশ্য থাকিলে ইহা সাধারণ হোমিওপ্যাথি মতানুসারে প্রযুক্ত ও ফলপ্রদ হয়। কিন্তু ডাং হ্যাস উপরিউক্ত নসোড বা রোগবীজোৎপন্ন ঔষধ-নিচয়ের আইসপ্যাথিক ক্রিয়া হওয়া বিষয়ে বিশেষ সন্দেহই করিয়াছেন।

banglabooks.in

তিনি বলেন "আমি নসোড ঔষধ আইসপ্যাথি মতে ব্যবহার করিয়া বিশেষ কোন ফল পাই নাই। কিন্তু যে সকল রোগীর গণরিয়া, সিফিলিস প্রভৃতির কোন বিবরণ নাই, তাহাদিগের রোগে লক্ষণসাদৃশ্য থাকায়, সাধারণ হোমিওপ্যাথি মতে ঔষধ প্রয়োগে বিশেষ ফল পাইয়াছি"। প্রচলিত মতে উপদংশরোগে অতি যত্নপূর্ব্বক নির্ব্বাচিত ঔষধের ক্রিয়া না হইলে সে স্থলেও ইহা দ্বারা ফললাভ করা যাইতে পারে। এই পর্য্যায়ের অন্যান্য ঔষধের ন্যায় সিফিলিনামও অতি উচ্চ ক্রমে প্রায়শঃ ১০০০ (m) ১০০০০০ (cm), ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

প্রদর্শক লক্ষণ ;—অন্ধকারের আরম্ভ হইতে সূর্য্যালোকের প্রকাশ পর্য্যন্ত বেদনার বৃদ্ধি ; সকল লক্ষণেরই রজনীতে বৃদ্ধি (মার্ক) ; কেশের স্খলন ; যে কোন প্রকার মদ্যের **প্রবল আকাঙ্ক্ষা ;** ইহা রোগীর বংশগত ধর্ম্ম (এসেরাম, সরি, টুবার্কু, সালফ, সাল্ফ এ)।

রোগ এবং বিশেষ রোগলক্ষণ।

বেদনার ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি এবং তদ্রূপেই হ্রাস (ষ্টেনাম); বেদনা স্থান পরিবর্ত্তন করায় পুনঃ পুনঃ শরীরাবস্থানের পরিবর্ত্তন করিতে হয়।

তাম্রবর্ণ ও লাল ত্বগুদ্ভেদ নিষ্ক্রিয় থাকে এবং ঠাণ্ডা লাগিলে নীলবর্ণ হইয়া যায়। সম্পূর্ণ শরীরের চরম শীর্ণতা (এব্রটে, আয়ডি)।

রজনীতে হৃৎপিণ্ডের মূল হইতে চূড়া পর্য্যন্ত ছুরিকাঘাতবৎ বেদনা (চূড়া হইতে মূল পর্য্যন্ত, মেডরাই ; হৃৎপিণ্ড মূল হইতে ক্ল্যাভিকল অস্থি অথবা স্কন্ধ পর্য্যন্ত, স্পিজি)।

স্মরণশক্তির হানি ; পুস্তকের, ব্যক্তিবিশেষের অথবা স্থানের নাম স্মরণ রাখা যায় না ; সংখ্যা গণনা করা কঠিন। রোগী বোধ করে সে

banglabooks.in

উন্মাদ; যেন তাহার অর্দ্ধাঙ্গ হওয়ার উপক্রম হইয়াছে; ঔদাস্য এবং অমনোযোগ। রোগী রজনীকে অত্যন্ত ভয় করে কেননা জাগিলেই শারীরিক এবং মানসিক বলহানি অসহনীয় হওয়ায় মৃত্যুই তাহার নিকট বাঞ্ছনীয় বলিয়া বোধ হয়। জাগ্রত হইলে বলক্ষয়ের ভয়াবহ যন্ত্রণা বশতঃ যে কষ্ট পায়, তজ্জন্য ভীতি (ল্যাকেসিস্)।

স্নায়বিক শিরঃশূল রজনীতে নিদ্রার ব্যাঘাত করে এবং প্রলাপ হয়; ও অপরাহ্ণ ৪টার সময় আরম্ভ হইলে রজনী ১০টা হইতে ১১টা পর্য্যন্ত তাহার বৃদ্ধি, এবং রজনী প্রভাতে নিবৃত্তি।

নবজাত শিশুর তরুণ চক্ষুপ্রদাহ (Acute ophthalmia neonatorum); চক্ষুপত্র স্ফীত হয় ও নিদ্রাকালে জুড়িয়া থাকে; রজনীতে তীক্ষ্ণ বেদনা হইলে ২টা হইতে ৫টা রাত্রি পর্য্যন্ত তাহার বৃদ্ধি; প্রচুর পূয়স্রাব; এবং শীতল জলে চক্ষু ধৌত করিলে রোগের উপশম। "সুপিরিয়র অব্লিক পেশীর" পক্ষাঘাত বশতঃ চক্ষুপুটপতনরোগে চক্ষুপুট ঝুলিয়া পড়ায় রোগীর নিদ্রালু দৃশ্য জন্মে। দ্বিত্বদৃষ্টিতে একটী পুত্তলির নিম্নে অন্যপুত্তলি দেখিতে পাওয়া যায়।

দন্তমাড়ির কিনারায় দন্তের ক্ষয় জন্মে ও তাহা ভাঙ্গিয়া যায়; দন্তের সম্মুখদেশ কোটরবৎ (cupped) এবং পার্শ্ব করাতের ন্যায় কাটা কাটা। দন্ত খর্ব্বাকৃতি ও তাহাদিগের অগ্রভাগ পরস্পর নিকটতর থাকে।

বহুকালব্যাপী অদম্য কোষ্ঠবদ্ধ; সরলান্ত্র উপাদানগত (organic) সংকোচনে আবদ্ধ বলিয়া বোধ; পিচকারি ব্যবহার করায় মল নির্গত হইতে প্রসবের ন্যায় কষ্ট (ল্যাক ডি, টুবাকু´)।

মলদ্বার ও সরলান্ত্রের বিদারণ (Fissure—খুজ্লা); সরলান্ত্রের হারিস বা গুদভ্রংশরোগ; উপদংশের সংশ্রব থাকায় রোগ কষ্টসাধ্য।

স্কন্ধের অথবা ডেল্টইড্‌পেশীর সংযোগস্থলের রসবাতরোগের বেদনা পার্শ্বের দিকে হাত উঠাইলে বৃদ্ধি পায়।

banglabooks.in

অনিদ্রা; অস্থিক্ষত; মেরুদণ্ডবক্রতা বা কার্ভেচার অব স্পাইন; অস্থিবেষ্টঝিল্লি, স্নায়ু এবং সন্ধিতে বেদনা; ব্রণশোথ; অঙ্গের পক্ষাঘাত; অস্থিবেষ্টঝিল্লির অর্ব্বুদ বা গামেটা; অস্থির অর্ব্বুদ; মুখ, গলমধ্য, তালু, চক্ষুর কালক্ষেত্র বা কর্ণিয়া এবং পদের ক্ষত; বিষাদবায়ু, উন্মাদরোগ এবং মানসিক জড়ত্ব; জরায়ুগ্রীবা ও জরায়ুমুখের ক্ষত এবং পীতবর্ণ প্রদর; স্বরযন্ত্রের ক্ষত ও স্বরলোপ প্রভৃতি।

৬। হাইড্রফবাইনাম বা লাইসিন।

(Hydrophobinum or Lyssin)

চিকিৎসা।—**হাইড্রফবাইনামের** শিরঃশূলরোগী জলস্রোতের শব্দ সহ্য করিতে পারে না, তাহাতে তাহার বেদনার বৃদ্ধি হয়। জলের শব্দে গর্ভবতী রমণীর সর্ব্বাঙ্গীন আক্ষেপ বা কনভাল্‌সন হইলে **হাইড্রফবাইনাম** উপকার করিয়া থাকে।

banglabooks.in

লেক্‌চার ৭৪ (LECTURE LXXIV.)

ম্যাগ্নিসিয়া সল্টস্।

১। ম্যাগ্নিসিয়া কার্ব্বনিকা। ২। ম্যাগ্নিসিয়া ফস্‌ফরিকা। ৩। ম্যাগ্নিসিয়া মিউরিয়েটিকা।

১। ম্যাগ্নিসিয়া কার্ব্বনিকা (Magnesia Carbonica.)।

উপশম ;—শরীরচালনায় ; মুক্ত বায়ুতে।

সম্বন্ধ ;—ম্যাগ্নিসিয়া কার্ব্বের কার্য্যপ্রতিষেধক—ক্যাম, পাল্‌স্, মার্কুরিয়াস, নাকস্ ভ, রিয়াম্।

কার্য্যপূরক—ক্যামমিলার।

তুলনীয় ঔষধ ;—আস, এলো, ক্যাল্কে কা, ক্যাম, গ্র্যাফা, লাইক, নাই এসি, নাক্‌স্ ভ, ফস্, সিপি, সিলিক।

সাধারণ ক্রিয়া ;—ম্যাগ্নিসিয়া কার্ব্বনিকা প্রধানতঃ অন্ত্রনালীর শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি আক্রমণ করায় তাহার উত্তেজনা ও প্রাতিশ্যায়িক প্রদাহ এবং স্ত্রীজননেন্দ্রিয় আক্রমণ করিলে ঋতুস্রাব সম্বন্ধীয় বিশৃঙ্খলা উৎপন্ন হয়। ইহার রোগী বাতপ্রকৃতি এবং উত্তেজনাপ্রবণ। শিশু রোগেই ইহার অধিকতর ব্যবহার দেখা যায়।

লক্ষণ।

মস্তক ;—চাপিত করার ন্যায় শিরঃশূল। মস্তকাভিমুখে শোণিত-ধাবন। কেশের স্খলন। মস্তকের উপরি ত্বগুদ্ভেদ জন্মিলে বর্ষাকালীন সিক্ত আব হাওয়ায় চুলকায়।

banglabooks.in

স্নায়ু ;—বিদ্যুৎঝলকবৎ স্নায়ুশূল। মৃগীবৎ আবেশ হইলে সজ্ঞানাবস্থায় পুনঃ পুনঃ অকস্মাৎ পতন। দুর্ব্বলতা, বিশেষতঃ প্রাতঃকালে অধিকতর। দুর্ব্বলতা ও ক্লান্তি, বিশেষতঃ পদে অধিকতর এবং উপবেশনাবস্থায় বর্দ্ধিত। সন্ধ্যাকালে অনেক ক্ষণ বসিয়া থাকিলে অঙ্গের অস্থিরতা জন্মে।

চক্ষু ;—প্রাতঃকালে চক্ষু জুড়িয়া থাকে। চক্ষুসম্মুখে কাল কাল বিন্দু। কালক্ষেত্র বা কর্ণিয়ার অস্বচ্ছতা। চক্ষুগোলকের স্ফীতি। চক্ষুর শুষ্কতা অথবা অশ্রুস্রাব। চক্ষুর প্রদাহ ঘটিত লোহিতবর্ণ, জ্বালা ও সূচীবেধবৎ বেদনা এবং দৃষ্টির ঘোরত্ব।

মুখগহ্বর ;—রজনীতে দন্তশূল হইলে রোগী গাত্রোত্থান করিতে ও ভ্রমণ করিতে বাধ্য; স্থিরভাবে থাকিলে বেদনা অসহনীয় হইয়া উঠে; শৈত্যে বৃদ্ধি হয় এবং গর্ভাবস্থায় উপস্থিত থাকে। মুখলালা রক্ত মিশ্রিত। মুখাস্বাদ তিক্ত অথবা অম্ল।

আমাশয় ;—ফল এবং অম্ল বস্তুতে ইচ্ছা; মাংস খাইতে চাহে; শাকসব্জীতে ঘৃণা জন্মে। প্রচণ্ড তৃষ্ণা, বিশেষতঃ সন্ধ্যাকালে। আমাশয়ে কসিয়া ধরার ন্যায় বেদনা। আমাশয়ে ক্ষতবৎ বেদনা হইলে চাপে অত্যন্ত অসহিষ্ণু থাকে।

উদর ;—আমাশয়ের স্ফীতি প্রচুর বায়ু নিঃসরণে উপশম। সম্পূর্ণ উদরে কামড়ানি ও কর্ত্তনবৎ বেদনা এবং গড় গড় ডাক হইলে পাতলা ও সবুজবর্ণ মলত্যাগ, কুন্থন থাকে না।

মল ও মলদ্বার ;—সরলান্ত্রে সূচিবেধবৎ বেদনা। ভেকের আবাস পুষ্করিণীর উপরিভাগে ভাসমান সবুজ এবং বুদবুদযুক্ত ময়লা বা গাঁজলা অথবা ভাসমান মোমখণ্ডের ন্যায় পদার্থযুক্ত বিষ্ঠা প্রত্যেক বার ত্যাগের পূর্ব্বেই উদরের কামড়ানি তাহার দক্ষিণ পার্শ্বে অধিকতর থাকে। কোষ্ঠবদ্ধ।

banglabooks.in

স্ত্রীজননেন্দ্রিয় ;—অতি বিলম্বে অত্যল্প পরিমাণ ঋতুস্রাব। ঋতুস্রাব দিবসাপেক্ষা রজনীতে প্রচুরতর হয় এবং আনুসঙ্গিক আকৃষ্টবৎ জরায়ু বেদনা উদরোপরি চাপে এবং নত হইলে উপশম থাকে। বেদনার সময় ঋতুস্রাব হয় না তাহার পরে হয়। ঋতু শোণিত, গঁদের ন্যায়, ঘন, উগ্র, কাল এবং আলকাতরার ন্যায়।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ;—স্কন্ধে এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদিতে রসবাতিক বেদনা।

চিকিৎসা।

চক্ষুরোগ ;—**মতিয়াবিন্দু বা ক্যাটারাক্ট** ;—ডাং ফ্যারিংটন **ম্যাগ্নিসিয়া কার্ব্ব** দ্বারা দুইটি মতিয়াবিন্দু রোগীর আরোগ্যের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার মধ্যে একটি রোগীর পূর্ব্ব হইতে শিরঃশূল প্রবণতা ছিল এবং তাহার স্ফোটক হইত। এস্থলে ইহা **সিলিসিয়া, কনায়াম্, নেট মিউ** এবং **কষ্টিকাম** সহ তুলনীয়।

দন্তশূল ;—গর্ভবতী স্ত্রীলোকদিগের দন্তশূলরোগে **ম্যাগ্নিসিয়া কার্ব্ব** উপকারী। বেদনা রজনীতে বৃদ্ধি হইলে রোগিণী-শয্যাত্যাগ করিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে বাধ্য।

অজীর্ণরোগ বা ডিস্‌পেপ্‌শিয়া ;—শিশু ও যুবক উভয়ের অজীর্ণরোগেই অবস্থাবিশেষে **ম্যাগ্নিসিয়া কার্ব্ব** প্রযোজ্য। শিশু দুগ্ধ পান করিতে চাহে না এবং তাহা পরিপাকও করিতে পারে না। দুগ্ধ পান করিলেই আমাশয়ের বেদনা হয় এবং অজীর্ণাবস্থায় তাহা মলসহ নির্গত হইয়া যায়। উদরাময় জন্মিলে শিশু অম্লঘ্রাণ, সবুজ ও ক্লেদযুক্ত বিষ্ঠা ত্যাগ করে। উদরাময় না হইলে বিষ্ঠাসহ থানা থানা জিউলির আটার ন্যায় আম থাকে। উদরাময়ের পূর্ব্বে পেট কামড়ানি হইলে

banglabooks.in

মলত্যাগান্তে তাহার উপশম হয়। পুষ্টিহানি বশতঃ শিশু ক্রমে রোগজীর্ণ ও শীর্ণ হইয়া যায়।

যুবা ব্যক্তিদিগের অম্লাজীর্ণরোগে (Acid dyspepsia) যকৃৎবিকার প্রধান লক্ষণ রূপে বর্ত্তমান থাকে। রোগী সাধারণতঃ কফিশাক, গোল আলু এবং শ্বেতসারময় বস্তু পরিপাক করিতে পারে না। আহারকালে রোগী উৎকণ্ঠাযুক্ত এবং গরম বোধ করে ও গরম হওয়ায় নিদ্রা যাইতে পারে না, তথাপি ঠাণ্ডা লাগিবে বলিয়া শরীর অনাচ্ছাদিত করিতে ভীত হয়।

উদরশূল বা কলিক ;—পূর্ব্ব কথিত দুগ্ধাজীর্ণরোগগ্রস্ত শিশুর বারম্বার উদরশূল। বয়স্থদিগের ফল এবং শাকসব্জি আহারে অজীর্ণ জন্য উদরশূল জন্মে। শিশুর উদরে কামড়ানি হয় এবং শিশু হস্তপদ উর্দ্ধদিকে তুলিয়া বেদনার উপশম পাইতে চেষ্টা করে। ফলতঃ **ম্যাগ্নিসিয়া কার্ব্বের** উদরশূল অনেকাংশে **কলসিন্থ** রোগসহ তুলনীয়। বিশেষ প্রকারের অম্লাক্ত সবুজ এবং ক্লেদমিশ্রিত মল ত্যাগ হইলে উদরশূলের উপশম হয় অথবা উপরি উক্ত উদরাময়ের পূর্ব্বের পেট-কামড়ানি বেদনার উপশম জন্য শিশু দ্বিভাঁজ হইতে থাকে।

উদরাময় বা ডায়ারিয়া ;—**ম্যাগ্নিসিয়া কার্ব্বের** উদরাময়ের বিষ্ঠার বিলক্ষণ বিশেষতা দৃষ্ট হয়। ইহার বিষ্ঠা অম্লাক্ত, সবুজবর্ণ এবং ক্লেদযুক্ত থাকায় **রিয়াম** ও **ক্যামমিলার** বিষ্ঠার সহিত সাদৃশ্য প্রকাশ করে। যে পুষ্করিণীতে বহুতর ভেক বাস করে তাহার জলোপরি ভাসমান বুদবুদযুক্ত ময়লা বা **"ব্যাঙ্ পুকুরের" জলের উপরের গাঁজলার** ন্যায় বিষ্ঠা ইহার উদরাময়ের প্রদর্শক। মলত্যাগের পূর্ব্বে অত্যন্ত পেটকামড়ানি এবং পেটের ডাক উপস্থিত হয়। শিশু ক্রমে ক্ষীণ ও শীর্ণ হইয়া যায়।

banglabooks.in

কোষ্ঠবদ্ধ বা কন্‌ষ্টিপেশন;—উপরি উক্ত অজীর্ণরোগ-গ্রস্ত এবং জীর্ণ, শীর্ণ শিশুর কখন কখন কোষ্ঠবদ্ধ উপস্থিত হয়। অত্যন্ত উদরশূল হইলে শিশু দ্বিভাঁজ হইতে থাকে এবং অবশেষে কিঞ্চিৎ **কঠিন বিষ্ঠা সহ জিউলির আটার ন্যায় চাপ চাপ আম** নির্গত হইলে উদরশূলের নিবৃত্তি হয়।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়রোগ—ঋতুবিকার; গর্ভাবস্থার রোগ;—**ম্যাগ্নিসিয়া সল্‌ট** মাত্রেরই ঋতু শোণিত কৃষ্ণবর্ণ অথবা প্রায় আলকাতরার ন্যায় কাল। **ম্যাগ্নিসিয়া কার্ব্বের** ঋতুস্রাব সাধারণতঃ বিলম্বাগত এবং অত্যল্প। ইহার বিশেষতা-এই যে, **শোণিতস্রাব রজনীতে, শয়নাবস্থায় অথবা প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিবামাত্রই অধিকতর হয় এবং ভ্রমণকালে রক্ত-স্রোত বন্ধ হইয়া যায়**; ঋতুস্রাব স্বল্লাধিক যাহাই হউক স্রাবকালে বেদনা থাকে না অথবা বেদনার বিরতিকালে অধিকতর স্রাব হয়। শোণিত পূর্ব্বকথিত রূপ কৃষ্ণবর্ণ থাকে এবং তাহা উগ্রতা বিশিষ্ট হয়।

গর্ভাবস্থায় দন্তশূল রোগের পক্ষে **ম্যাগ্নিসিয়া কার্ব্ব** অন্যতম প্রধান ঔষধ। এই দন্তশূলের রজনীতে বৃদ্ধি হইলে রোগিণী শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া গৃহের চতুঃপার্শ্বে ভ্রমণ করিতে বাধ্য হয়। **রেট্যানিয়াতেও** রজনীতে দন্তশূলের বৃদ্ধি হইলে রোগী গৃহের চতুঃপার্শ্বে অস্থির ভাবে ভ্রমণ করে। **ম্যাগ্নিসিয়া কার্ব্বের** কার্য্যপূরক **ক্যামমিলার** কথাও এস্থলে আমাদিগের স্মরণ পথে আইসে।

নাক্স ভমিকা—বিষাদগ্রস্ত ও খিটখিটে স্ত্রীলোকদিগের দন্তশূলে উপকারী।

banglabooks.in

সিপিয়া—গর্ভবতী স্ত্রীলোকদিগের কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে ইহা উপযোগী ঔষধ। অধিকাংশ সময়ে ২০০ ক্রমে ইহা কার্য্য করিয়া থাকে। **সিপিয়া** নিষ্ফল হইলে **ওপিয়াম** প্রযোজ্য।

হেমামেলিস—ইহ "মিল্কলেগ" বা গর্ভাবস্থার পদস্ফীতির পক্ষে অত্যুৎকৃষ্ট ঔষধ।

শিশুক্ষয়রোগ বা ম্যারেস্‌মাস্‌ ;—**ম্যাগ্নিসিয়া কার্ব্ব** শিশুক্ষয়রোগের পক্ষে **ক্যাল্কেরিয়ার** ন্যায় অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া বিবেচিত। দুর্ব্বল ও পুষ্টিহীন এবং রোগজীর্ণ শিশুদিগের পক্ষে ইহা উপযোগী। শিশু দুগ্ধ পান করিতে চাহে না, করিলেও আমাশয়ে বেদনা হওয়ায় সে তাহা সহ্য করিতে পারে না এবং আচরাৎ অজীর্ণ ও অম্লগন্ধ দুগ্ধের বমন করিয়া ফেলে; দুগ্ধের পানের ন্যূনাধিক কাল পরে কামড়ানি প্রকৃতির উদরশূল জন্মে; এবং অম্লাক্ত ও ঘাসের ন্যায় সবুজ বর্ণের মল ত্যাগ হয়। শিশুর আকৃতি জাজ্জ্বল্যমান পুষ্টিহীনতার লক্ষণ প্রকটিত করে। শিশুর সম্পূর্ণ মুখে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষত দৃষ্ট হয়, গ্রন্থির স্ফীতি জন্মে এবং উদর বৃহদায়তন থাকে।

মার্কুরিয়াস্‌—রোগী শীর্ণ হইয়া যায়, গ্রন্থিনিচয় স্ফীত হয় ও পাকে এবং শরীরাকৃতি ন্যাবারোগবৎ পীত বর্ণ ধারণ করে। **কুন্থন সহ সবুজবর্ণ অম্ল অথবা জলবৎ মলত্যাগ হওয়ায়** ইহা **ম্যাগ্নিসিয়া কার্ব্ব** হইতে প্রভেদিত হয়।

২। ম্যাগ্নিসিয়া ফস্‌ফরিকা (Magnesia phosphorica.)।

উপচয় ;—শীতল বায়ুতে; দমকা ও ঠাণ্ডা বাতাস অথবা প্রবহমান শীতল বায়ু সংস্পর্শে; শীতল জলে স্নান অথবা গাত্র ধৌত করিলে; স্পর্শে।

উপশম ;—**দ্বিভাঁজ হইলে ;** তাপে; চাপে।

banglabooks.in

তুলনীয় ঔষধ।—বেল, কলফা, কলসি, লাইক, ল্যাক কেনি, পালস্, ক্যাম।

সাধারণ ক্রিয়া।—ম্যাগ্নিসিয়া ফস্ফরিকা হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ভাণ্ডারের আধুনিক সংগৃহীত রত্নবিশেষ। ইহার ঔষধগুণ পরীক্ষার কোন বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া না যাইলেও রোগ চিকিৎসায় ইহা যে গুণবত্তার নিদর্শন প্রদান করিয়াছে তাহাতে প্রকৃত পক্ষেই ইহাকে হোমিওপেথির অন্যতম শ্রেষ্ঠ রত্ন নামে অভিহিত করিলে অত্যুক্তি দোষ ঘটে না। ইহা স্নায়বিক উপাদানের একটি প্রধান উপকরণ। এ কারণ ডাং সুসলারের গৃহীত মতানুসারে ম্যাগ্নি ফসের অভাব নিবন্ধন স্নায়ু-পদার্থের পুষ্টিহানি বশতঃ রোগাৎপন্ন হইলে ইহা তাহার পুষ্টিসাধন পূর্ব্বক রোগারোগ্য করে। ফলতঃ সুসলারের উপরি উক্ত মতের প্রতি দৃষ্টি না করিয়াও হোমিওপ্যাথি মতানুসারে ইহার ক্রিয়ার বিষয়ে যাহা জানিতে পারা গিয়াছে নিম্নে আমরা তাহারই সংক্ষিপ্ত বিবরণ উদ্ধৃত করিলাম।

একহারা, শীর্ণকায়, কৃষ্ণ বর্ণ এবং অত্যন্ত বায়ুপ্রধান ব্যক্তিদিগের পক্ষে ম্যাগ্নিসিয়া ফস্ফরিকা বিশেষ উপযোগী ঔষধ। ইহার রোগী অবসন্ন, ক্লান্ত এবং হৃতশক্তি থাকায় ঋজুভাবে উপবেশন করিতে অক্ষম হয়।

স্নায়বিক বিকার জন্য বেদনাদি নানা প্রকার রোগের উৎপত্তি ও আরোগ্য দ্বারা ইহার প্রধানতম ক্রিয়া প্রকটিত হয়। ফলতঃ ভেষজ ভাণ্ডারের কোন ঔষধই ইহার ন্যায় বহুধা স্নায়ুশূল এবং স্নায়বিক লক্ষণ উৎপন্ন করে না। বেদনার প্রকৃতি তীক্ষ্ণ, কর্ত্তনবৎ, ছুরিকা-ঘাতের ন্যায় এবং তীর ও সূচিবেধবৎ; বেদনার আক্রমণ এবং তিরোধান বিদ্যুৎ ঝলকের ন্যায় আসা যাওয়া করে; বেদনার অসহনীয় সবিরাম আক্রমণে রোগী ক্ষিপ্তপ্রায় হয়; সংকুচিতবৎ অনুভূতি

banglabooks.in

উৎপাদক বেদনা ত্বরিত স্থান পরিবর্ত্তন করে; আমাশয়, উদর এবং বস্তিকোটরের স্নায়ুশূলরোগে থল্লীবৎ বেদনা থাকে।

উপরি উক্ত উপচয় ও উপশমের কারণ, রোগীর ধাতুর ও শরীরাকারের বিশেষত্ব এবং বেদনার প্রকৃতি প্রভৃতি বর্ত্তমান থাকিলে যে যে রোগে ম্যাগ্নিসিয়া ফস্ প্রদত্ত হইয়া থাকে নিম্নে আমরা তন্মধ্য হইতে কতিপয় রোগের বিষয় উল্লেখ করিলাম। শিক্ষার্থীদিগের স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, অতি যন্ত্রণাপ্রদ, অনেকানেক, প্রায় নিত্য ঘটনীয় রোগ চিকিৎসায় আশু ফলপ্রদ হোমিওপ্যাথি ঔষধমধ্যে ইহার স্থান সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

চিকিৎসা।

শিরঃশূল বা হেডেক।—বিদ্যালয়ের ছাত্রীদিগের শিরঃশূল রোগে **ম্যাগ্নিসিয়া ফস্‌ফরিকা** উপকারী ঔষধ। মানসিক ভাবোচ্ছ্বাস, অতিরিক্ত মানসিক শ্রম অথবা কঠিন পাঠাভ্যাস এই শিরঃশূলের কারণ,; ইহা **স্যাঙ্কু** ও **সিলিকনের** ন্যায় মস্তক পশ্চাৎ হইতে আরম্ভ হইয়া সম্পূর্ণ মস্তকে বিস্তৃত হয়; রোগীর মুখ লোহিতবর্ণ ও শোণিতোচ্ছ্বাসযুক্ত থাকে এবং পূর্ব্বাহ্ণ ১০ হইতে ১১টা অথবা অপরাহ্ণ ৪ হইতে ৫টা পর্য্যন্ত রোগের বৃদ্ধি এবং চাপে ও —**বাহ্যতাপ প্রয়োগে** তাহার হ্রাস হয়।

ধনুষ্টঙ্কার বা টিটেনাস।—ডাং সি, এস্ **ম্যাগ্নিসিয়া ফসের** ৩x ক্রম প্রয়োগে অতি সত্বর একটি ধনুষ্টঙ্কাররোগে ফললাভ করিয়াছিলেন।

ষ্ট্র্যামনিয়াম—ধনুষ্টঙ্কারের সর্ব্বাঙ্গীণ আক্ষেপকালে শ্বাসনলীদ্বারের ও বক্ষের আক্ষেপ হইলে এবং আক্ষেপ **আলোক** ও স্পর্শে বৃদ্ধি পাইলে ইহাদ্বারা উপকার হয়।

banglabooks.in

হাইপেরিকাম্—স্নায়বিক অভিঘাত জন্য হনুস্তম্ভের পক্ষে ইহা উপযোগী ঔষধ; করতল ও পদতলের ক্ষতের প্রতিষেধক রূপে কার্য্য করিয়া ইহা ধনুষ্টঙ্কারের বাধা জন্মাইয়া থাকে।

স্নায়ুশূল বা নিউরেল্‌জিয়া;—স্নায়ুশূলরোগারোগ্যে **ম্যাগ্নিসিয়া ফস্** বিলক্ষণ সুখ্যাতি লাভ করিয়াছে। মুখের দক্ষিণ পার্শ্বের রোগেই ইহার বিশেষ প্রসিদ্ধি আছে। ইহার সবিরাম, তীরবেধ ও কর্ত্তনবৎ বেদনা মুখ এবং চক্ষুকোটরের নিম্ন অথবা ঊর্দ্ধাংশ আক্রমণ করে; স্পর্শে, শীতল বায়ুতে এবং চাপে তাহার বৃদ্ধি ও **তাপ প্রয়োগে হ্রাস** হয়। যে কোন মস্তক পার্শ্ব ও গ্রীবার পার্শ্বের স্নায়ু-শূলেও ইহা উপকারী।

এলিয়াম্ সেপা ও হাইপেরিকাম্—অঙ্গচ্ছেদান্তর ছিন্ন অঙ্গের অগ্রভাগের স্নায়ুশূলে ফলপ্রদ।

হুপ্‌শব্দক কাসি বা হুপিং্‌কফ;—ডাং-সুস্‌লারের টিস্যু রেমিডির মধ্যে হুপিং কাসির পক্ষে **ম্যাগ্নিসিয়া ফস্** প্রধানতম ঔষধ; রোগ সাধারণ সর্দ্দির ন্যায় আরম্ভ হয়। স্নায়বিক কাসি আক্ষেপ সহ আরম্ভ হইয়া হুপ্ শব্দে শেষ হয়। কোন কোন দেশব্যাপক রোগে ইহা ৩০ ক্রমে কার্য্যকরী হইয়াছে। **কঠিন হুপশব্দ সহ কঠিন কাসির আক্রমণ জন্য মুখের স্ফীতি ও নীল বর্ণ** ইহার প্রদর্শক।

কেলিসাল্‌ফুরিকাম—হুপিংকাসির স্বরভঙ্গে কখন কখন ইহা দ্বারা উপকার পাওয়া যায়।

সাঙ্গুইনেরিয়া নাইট্রেট্—হুপিংকাসির স্বরভঙ্গে, গলমধ্যে ও স্বরযন্ত্রে কাঁচাভাব এবং শিরঃশূল থাকিলে ইহা প্রযুক্ত হয়।

পরিপাকযন্ত্ররোগ—দন্তোদ্‌গমরোগ; দন্ত-শূল; আমাশয়শূল; উদরশূল;—শিশুদিগের দন্তোদ্‌গম-

banglabooks.in

কালের অন্তহীন আক্ষেপ ম্যাগ্নিসি ফসের প্রদর্শক। বেলা-ডনার দন্তোদ্‌গমকালীন আক্ষেপে জ্বর, মস্তক ও গাত্রের তাপ এবং মুখের রক্তিমা থাকে।

ম্যাগ্নি ফসের দন্তশূল বা টুথেক রজনীতে হয় এবং ত্বরিত স্থান পরিবর্ত্তন করে; আহারে ও পানে, বিশেষতঃ শীতল বস্তু ভক্ষণ করিলে, তাহার বৃদ্ধি ও তাপ প্রয়োগে হ্রাস হয়।

ম্যাগ্নি ফসের আমাশয়শূলে আক্ষেপিক অথবা খল্লীবৎ বেদনা হয়; তাহাতে রোগী বোধ করে যেন শরীরের চতুঃপার্শ্বে কশাভাবে বা কঠিন চাপের সহিত হস্ত টানিয়া লওয়া হইতেছে; জিহ্বা পরিষ্কার থাকে।

ম্যাগ্নিসিয়া ফসের বাতজ উদরশূলের বেদনা সবিরাম প্রকৃতি ধারণ করে; তাহাতে রোগী কলসিন্থের ন্যায় দ্বিভাঁজ হইলে এবং কলসি ও প্লাম্বামের উদর কঠিনরূপে চাপিত করিলে, ঘর্ষণে, বিশেষতঃ উদরে তাপ সেক করিলে উপশম পায়। বাতজ উদরশূলে শিশু পদ টানিয়া ঊর্দ্ধাভিমুখে উত্তোলন করিলে ইহা তাহার মহৌষধ বলিয়া বিবেচিত হয়। ভূমিষ্ঠ শিশুর উদরশূল আরোগ্যে ড্যাং মর্গ্যান ইহার ৩০ ক্রমকে অকাট্য ও ত্বরিত ফলপ্রদ অমোঘ ঔষধ বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছেন। যে উদরশূলে শিশু দিনের অর্দ্ধেক সময় কান্দিয়া কাটায় ইহা দ্বারা তাহার উপকার হইতে পারে, "তাপ প্রয়োগে উপশম" ইহার প্রদর্শক।

রজোকৃচ্ছ্র, বাধক বা ডিস্‌মেনরিয়া।—বাধকের চিকিৎসায় ম্যাগ্নি ফস প্রায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে। ঋতুস্রাবের পূর্ব্বে জরায়ুতে স্নায়ুশূল ও খল্লীবৎ বেদনা হয় এবং তাপ প্রয়োগে বেদনার উপশম ও শরীর চালনায়

banglabooks.in

তাহার বৃদ্ধি ইহার অতি প্রকৃষ্ট প্রদর্শক লক্ষণরূপে বর্ত্তমান থাকে। জরায়ুর স্নায়ুশূলে **ম্যাগ্নি ফস সিমিসিফুগার** প্রতিদ্বন্দ্বী ঔষধ। জরায়ুর রক্তপূর্ণাবস্থায় **খল্লীবৎ বেদনা ম্যাগ্নি ফসের** বিশেষ লক্ষণ বলিয়া গণ্য। **পর্দ্দা বিশিষ্ট** (Membranous) **রজোকৃচ্ছ্র রোগেও** ইহা দ্বারা ফল পাওয়া গিয়াছে। এবম্বিধ রোগ চিকিৎসার উপযুক্ত ঔষধের সংখ্যা অতীব সঙ্কীর্ণ। **বরাক্স্** কোন কোন রোগীকে আরোগ্য করিলেও অনেক স্থলেই তাহা নিষ্ফল হইয়া থাকে এবং কোন কোন রোগীর অবরোহণ প্রভৃতি জন্য "নিম্নাভিমুখে শরীর চালনায় ভীতি", ব্যতীত ইহার অন্য উৎকৃষ্টতর প্রদর্শকও দৃষ্টিগোচর হয় না। ঝিল্লি-যুক্ত রজোকৃচ্ছ্রের চিকিৎসা জন্য ডাঃ হেল্ **ভাইবার্ণাম্, গুয়েইয়াকাম্** এবং **আষ্টিলেগোর** বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। তাহাদিগের বিশেষ কোন প্রদর্শক দৃষ্ট হয় না। রজোকৃচ্ছ্র রোগে **কলসি** সহ ইহার তুলনা করা যাইতে পারে। তাহাতে বাম অণ্ডাধারে কঠিন বেদনা হওয়ায় রোগী দ্বিভাঁজ হইতে থাকে এবং বেদনা নাভি হইতে জননেন্দ্রিয়ে যায়।

ইহার ঋতু শোণিত কৃষ্ণবর্ণ সূত্রবৎ পদার্থ মিশ্রিত থাকে এবং স্রাব শীঘ্রাগত হয়। **ম্যাগ্নিসিয়া ফস** খল্লীপ্রধান ঔষধ বলিয়া ইহা **যোনির আক্ষেপ বা ভ্যাজাইনিস্‌মাসরোগও** অবস্থা বিশেষে আরোগ্য করিতে সক্ষম।

ক্যাথিটার দ্বারা মূত্রস্রাব করাইবার পর স্নায়বিক উত্তেজনা প্রযুক্ত **মূত্রাধিক্য** জন্মিলে এবং **রজনীমূত্রস্রাব-দোষ** সংশোধনে ইহা স্থলবিশেষ উপকার করিয়া থাকে। অন্যান্য রোগ মধ্যে পদের এবং গর্ভবতীর, **লেখকের** এবং পিয়নো ও ভায়লিন বাদকদিগের খল্লীতে ইহা উপকারী।

banglabooks.in

৩। ম্যাগ্নিসিয়া মিউরিয়েটিকা। (Magnesia Muriatica.)।

সম্বন্ধ।—ম্যাগ্নিসিয়া মিউরিয়েটিকার কার্য্যপ্রতিষেধক—ক্যাম।

তুলনীয় ঔষধ।—ব্যারা কা, ব্রায়, ক্যাল্কে কা, ক্যাম, কনায়, গ্র্যাফা, কেলি কা, লাইক, ম্যাগ্নি কা, মিউ এসি, নেট্ কা, নেট্ মিউ, নাই এসি, নাক্স্ ভ, পাল্স্, সিলিক, সাল্ফ।

সাধারণ ক্রিয়া।—ম্যাগ্নিসিয়া মিউরিয়েটিকা গ্রন্থিল স্নায়ুমণ্ডল আক্রমণ করিয়া শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিপথে বিশেষ ক্রিয়া প্রকাশ করে। ইহা স্ত্রীলোকদিগের, বিশেষতঃ বহুকালের গুল্মবায়ু ও জরায়ুরোগগ্রস্ত স্ত্রীলোকদিগের এবং শিশুগণের, বিশেষতঃ তাহাদিগের দন্তোদ্গমকালীন রোগে বিশেষ উপকারী ঔষধ।

লক্ষণ।

মস্তক।—ললাটদেশে কশাভাব ও চাপ। সন্ধ্যাকালে শয়ন করিলে উভয় ললাটপার্শ্বে নিষ্পেষিতবৎ ও কামড়ানি বেদনায় বোধ যেন অচিরাৎ শিরোঘূর্ণন ও জ্ঞানের অভাব হইবে; হস্ত দ্বারা প্রবল চাপ প্রয়োগ করিলে তাহার উপশম। ললাটের দক্ষিণ পার্শ্বের ছিন্ন ও সূচিবেধবৎ বেদনা চক্ষু পর্য্যন্ত বিস্তৃত থাকে এবং চক্ষুদ্বয় এক সঙ্গে চাপিত করিবার আবশ্যকতা জন্মে। মস্তক আবৃত করিলে শিরঃশূলের উপশম হইয়া থাকে।

স্নায়ু।—গুল্মবায়ুবৎ ও আক্ষেপিক রোগ। অত্যন্ত অনিদ্রাবস্থায় দিবা ও রজনীতে অনেক বার আক্ষেপ হয়। সমুদ্রজলে স্নান করিলে অত্যন্ত দুর্ব্বলতা জন্মে। শরীরের দুর্ব্বলতা যেন আমাশয় হইতে বিস্তৃত হওয়ার ন্যায় বোধ হয়। মধ্যাহ্নের আহার কালে মূর্চ্ছার আক্রমণ, বিবমিষা এবং কম্পের উদ্গারে উপশম।

banglabooks.in

নাসিকা।—দুর্গন্ধ, পূয়বৎ শ্লেষ্মাস্রাব। নাসিকার অথবা নাসাপুটের লোহিতাভা ও স্ফীত স্পর্শে বেদনাযুক্ত। নাসারন্ধ্রে টাটানি বেদনা ও জ্বালা। নাসারন্ধ্রের মামড়ি স্পর্শে বেদনাযুক্ত থাকে, নাসারন্ধ্রে ক্ষত দৃষ্ট হয়।

হৃৎপিণ্ড।—উপবেশন করিলে হৃৎকম্প হয়; শরীর চালনায় তাহা নিবৃত্তি পায়।

উদর।—যকৃৎপ্রদেশে তীক্ষ্ণ আকৃষ্টতা এবং আততভাব সহ জ্বালাযুক্ত সূচিবেধবৎ বেদনার চাপে বৃদ্ধি। ভ্রমণকালে অথবা স্পর্শ করিলে যকৃতে চাপযুক্ত বেদনা ও দক্ষিণ পার্শ্ব চাপিয়া শয়নে তাহার বৃদ্ধি; যকৃৎ কঠিন ও বিবর্দ্ধিত। অবিশ্রান্ত বায়ু নিঃসরণ।

মল ও মলদ্বার।—অতি কষ্টে এবং ধীরে কঠিন ও অপ্রচুর মলত্যাগ—বিষ্ঠা ছাগলের নাদির ন্যায় গিট গিট; দগ্ধবৎ বিষ্ঠা ছড়াইয়া পড়ে এবং কঠিন বিষ্ঠা আম ও শোণিতরেখা জড়িত থাকে। বিষ্ঠা মলদ্বার পার্শ্ব হইতে ছড়াইয়া পড়ে। মধ্যে মধ্যে পুরাতন উদরাময় দেখা দেয়।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—ঋতু অতি শীঘ্রাগত এবং অতি প্রচুর; কাল ও চাপ চাপ রক্তস্রাব উপবেশনাবস্থায় অধিক এবং ভ্রমণকালে স্বল্পতর। ঋতুকালে মুখ পাণ্ডুর ও কুচকি বেদনাযুক্ত থাকে এবং মানসিক অবসাদ জন্মে। জরায়ুর খল্লী উরু পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। শ্বেতপ্রদর হইলে উদরে খল্লী থাকে।

চিকিৎসা।

শিরঃশূল বা হেডেক।—স্নায়বিক এবং শোণিতসঞ্চয়ী উভয় প্রকার শিরঃশূলেই অবস্থাবিশেষে **ম্যাগ্নিসিয়া মিউ** দ্বারা উপকার হইয়া থাকে। শোণিতসঞ্চয়ী শিরঃশূলে বোধ হয় যেন মস্তক

banglabooks.in

মধ্যে জল ফুটিতেছে অথবা ললাট দেশ অসাড় হইয়া গিয়াছে। ইহার শিরঃশূল কখন কখন ছয় সপ্তাহ পর পর পুনরাবর্ত্তন করে এবং তাহাতে ললাট ও চক্ষুচতুষ্পার্শ্বে বেদনা হওয়ায় বোধ হয় যেন তাহা বিদীর্ণ হইবে। চালনায় এবং মুক্ত বায়ুতে বেদনার বৃদ্ধি এবং শয়নে, কঠিন চাপে ও বস্ত্রাবরণ দ্বারা মস্তক উষ্ণ রাখিলে তাহার হ্রাস, ম্যাগ্নি মিউ শিরঃশূলের বিশেষ প্রকৃতি। রোগীর গুল্মবায়ুপ্রকৃতি এবং পূর্ব্ববর্ণিত কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে ইহা অমোঘ ঔষধ বলিয়া জানিতে হইবে। কঠিন চাপে পাল্‌সের এবং বস্ত্রাবরণে মস্তক উষ্ণ রাখিলে সিলিক ও ষ্ট্রনশিয়ানার শিরঃশূলের উপশম হয়।

পিনসরোগ বা অজিনা।—অস্থিবিকার ও যকৃৎরোগ-গ্রস্ত পুষ্টিহীন এবং খর্ব্বাকৃতি শিশুদিগের পিত্তদোষ বশতঃ শরীরে বিশেষতঃ অক্ষিপুট, মস্তকত্বক প্রভৃতি কেশযুক্ত শরীরাংশের কেশমূলে শল্কযুক্ত উদ্ভেদ জন্মিলে নাসারন্ধ্র হইতে তীব্র স্রাব নির্গত হইতে থাকে। ম্যাগ্নি মিউ পিনসরোগে নাসিকা লোহিতবর্ণ, স্ফীত এবং শল্কাচ্ছাদিত হয়। শিশুর পদঘর্ম্ম হয় কিন্তু ঘর্ম্মে সিলিসিয়ার ন্যায় দুর্গন্ধ থাকে না।

যকৃৎরোগ—যকৃৎবিবৃদ্ধি বা এন্‌লার্জমেণ্ট অব্‌ দি লিভার।—যকৃৎরোগচিকিৎসায় ম্যাগ্নিসিয়া মিউ অন্যতম প্রধান ঔষধমধ্যে গণ্য হইয়াছে। যকৃৎ বিবৃদ্ধ এবং উদর স্ফীত হয়। যকৃৎ বেদনা করে এবং দক্ষিণ পার্শ্ব চাপিয়া শয়নে ও যকৃৎ স্পর্শে তাহার বৃদ্ধি হয়। জিহ্বা বৃহত্তর ও পীতবর্ণ লেপযুক্ত এবং তাহার পার্শ্বে দন্তের ছাপ লাগে। জিহ্বার আয়তনের বৃদ্ধি ও তাহার পার্শ্বে দন্তাগ্রের ছাপের বর্ত্তমানতায় এবং দক্ষিণ পার্শ্ব চাপিয়া শয়নে বেদনার বৃদ্ধিতে ইহা মার্কিউরিয়াসের তুল্য হইলেও বিষ্ঠার প্রকৃতিতে উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট প্রভেদ দেখা যায়। ম্যাগ্নিসিয়ার

banglabooks.in

বিষ্ঠা মলদ্বারপার্শ্ব হইতে ছড়াইয়া পড়ে। পুরাতন যকৃৎরোগে **ম্যাগ্নি মিউ** এবং তরুণে **মার্কারি** উপযোগী। **টিলিয়ার** (ptelea) যকৃৎবেদনা **বাম পার্শ্বে শয়নে বৃদ্ধি হয়।** যকৃচ্ছিরায় শোণিতগতির মন্থরতা বশতঃ কখন কখন পদের শোথ জন্মে। যকৃৎরোগ সহ **বিশ্রামাবস্থায় হৃৎকম্পের উপস্থিতি** এবং **শরীরচালনায় তাহার উপশম** একটি বিশেষ পরিচিত লক্ষণ। যকৃৎরোগ বশতঃ আমাশয়ে সঞ্চিত বায়ুর উর্দ্ধাভিমুখে চাপ জন্য উপরি উক্ত লক্ষণ উপস্থিত হয়।

রজোকৃচ্ছ্র বা ডিস্‌মেনরিয়া।—রোগিণীর জরায়ুদেশে ঠেল মারা এবং জরায়ুতে আক্ষেপিক বেদনা থাকে। ঋতুশোণিত কাল এবং প্রায় আলকাতরার ন্যায় হয় এবং হাঁটিলে পৃষ্ঠ ও বসিলে উরু বেদনা করে। জরায়ুর আক্ষেপ এবং মলত্যাগে কষ্ট হইলে **শ্বেতপ্রদরের** স্রাব দেখা দেয়। কোষ্ঠবদ্ধ ও ন্যূনাধিক গুল্মবায়ু লক্ষণ উপস্থিত থাকে। কোন কোন রোগীর যকৃৎবিকার দৃষ্ট হয়।

শিশুর দন্তোদ্গমকালীন রোগ।—পুষ্টিহীন, অস্থিবিকারযুক্ত এবং খর্ব্বাকৃতি শিশু কষ্টকর দন্তোদ্গমকালে **দুগ্ধ পরিপাকে অক্ষম** হয়; দুগ্ধপানে তাহাদিগের আমাশয় বেদনা করে ও অপরিপক্ক দুগ্ধ মল সহ নির্গত হইয়া যায়।

---

banglabooks.in

লেক্‌চার ৭৫ (LECTURE LXXV).

ফাঙ্গাস্ (ব্যাঙ্গের ছাতা) শ্রেণীর ঔষধ।

১। এগারিকাস্ মাস্কেরিয়াম্। ২। বভিষ্টা।
৩। আষ্টিলাগা। ৪। সিকেলি কর্ণুয়েটাম্।

১। এগারিকাস মাস্কেরিয়াস্ (Agaricus Muscarias)।

উপচয় ;—আহারান্তে ; সঙ্গমান্তে ; শীতল বায়ুতে ; একাগ্রচিত্ত হইলে ; বিদ্যুৎময় ঝটিকার পূর্ব্বে (ফস্, সরি)।

সম্বন্ধ ;—এগারিকাসের কার্য্যপ্রতিষেধক—ক্যাম্ফর, কফিয়া, পাল্‌স্, ভাইনাম, চার্কোল, রাস্, বসা অথবা তৈল।

তুলনীয় ঔষধ ;—ক্যানা ইণ্ড্, সিকু, সিমিসি, কনায়, হায়সা, ল্যাকেসি, জ্যাবরেণ্ড, নাক্‌স্ ভ, ফস্, ফাইজ, সিকে ক, পাল্‌স্, ট্যারেন্ট্, জিঙ্ক।

সাধারণ ক্রিয়া ;—এগারিকাসের ক্রিয়া সম্বন্ধে আমরা এস্থলে ডাং টি, এফ্, এলেন্ লিখিত বর্ণনা উদ্ধৃত করিতেছি। "শোণিত, শ্বাস প্রশ্বাস, আন্ত্রিক গতিক্রিয়া এবং স্রাব-ক্রিয়া এগারিকাস্ দ্বারা প্রবলরূপে আক্রান্ত হইয়া থাকে। ইহা নিউমোগ্যাষ্ট্রিক স্নায়ুর হৃৎপিণ্ড-সূত্রনিচয়ের উত্তেজনা ও ক্রিয়াশক্তির বৃদ্ধি করে, কৈশিক ধমনীনিচয়ের প্রবল সংকোচন উপস্থিত করে, এবং অন্ত্র, মূত্রস্থলী ও উপতারার পেশীসূত্রনিচয়ের ঋজুভাব এবং মসৃণতা উৎপন্ন করে। লালাগ্রন্থি, যকৃৎ, প্যান্‌ক্রিয়াজ্ এবং আন্ত্রিক শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির স্রাব ইহা দ্বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং ইহা কনীনিকার

banglabooks.in

সংকোচন ও স্বাভাবিক দৃষ্টি উৎপাদনোপযুক্ত সামঞ্জস্যীভূত পেশীক্রিয়ার আক্ষেপ উৎপন্ন করে। অধিককাল স্থায়ী আক্ষেপের প্রতিক্রিয়ার ফল স্বরূপ অথবা অধিক মাত্রায় সেবনের সাক্ষাৎ ক্রিয়ার ফল স্বরূপ ইহা পক্ষাঘাত উৎপন্ন করে। ইহাতে শোণিতবহা নাড়ীর স্থায়ী আক্ষেপ বশতঃ স্নায়ুকেন্দ্রের রক্তহীনতা জন্মিলে গতিদ ও অনুভূতিদ স্নায়ু সম্বন্ধীয় নানাবিধ লক্ষণ প্রকাশ পায়।”

ইহার ক্রিয়ায় শোণিত তরলতর এবং শিরা বা ভেইনস্ স্ফীত হয়; শরীর শীতল থাকে। পেশীনিচয় ঘৃষ্ট বোধ হইলে ভ্রমণে তাহার উপশম হয়। শরীর চালনা করিলে দীর্ঘাস্থি, বাম জঙ্ঘার বৃহত্তর অস্থি ও বাম-কনুইয়ের অস্থিপ্রবর্দ্ধন (condyle) ঘৃষ্টবৎ বেদনা করে; এই বেদনা উপদংশ ঘটিত রোগের বেদনার ন্যায় হইলেও তাহার ন্যায় শয্যাতাপে ইহার বৃদ্ধি না হইয়া বরং উপশম হইয়া থাকে। সন্ধির অস্থি স্থানভ্রষ্ট হওয়ার ন্যায় বোধ হয়। রোগীর মেদবৃদ্ধি জন্মে। গতিদ স্নায়ুকেন্দ্র আক্রান্ত হওয়ায় পেশীর আনর্ত্তন, তাণ্ডবলক্ষণ এবং সর্ব্বাঙ্গীন আক্ষেপ প্রভৃতি এবং অনুভূতিদ স্নায়ুকেন্দ্র আক্রান্ত হওয়ায় মেরুমজ্জা ও তদুত্থিত স্নায়ুতে বেদনা এবং স্পর্শে মেরুদণ্ডের, বিশেষতঃ তাহার কটিদেশাংশের বেদনা উৎপন্ন হয়।

বিরলকেশ এবং শিথিলত্বক ও পেশীযুক্ত ব্যক্তি এবং দুর্ব্বল ও মন্থর-গতির শোণিতসঞ্চালনবিশিষ্ট বৃদ্ধদিগের পক্ষে ইহা উপযোগী ঔষধ। মদ্য-পায়ীদিগের রোগে, বিশেষতঃ তাহাদিগের শিরঃশূল, এবং মদ্য-মাংসাদি সহযোগে আমোদের পরে যে অসুস্থতা জন্মে তাহাতেও স্থলবিশেষে ইহা উপকারী (লোবে, নাক্স্, রেণা)। ইহার রোগ একই সময়ে শরীরোর্দ্ধের বাম এবং শরীরাধঃদেশের দক্ষিণ পার্শ্ব আক্রমণ করে।

banglabooks.in

লক্ষণ।

মন।—ঔদাস্য; প্রশ্নের উত্তর দিতে প্রবৃত্তিহীন। উপযুক্ত কথা স্মরণ হয় না, রোগী ভ্রান্ত কথা ব্যবহার করে; রজনীতে নিদ্রা না হইলে ও শ্রমে ইহার বৃদ্ধি হয়। প্রলাপে রোগী বাতুলের ন্যায় অবিরত ভুল কথা বলে; শয্যা হইতে পলায়নের চেষ্টা এবং অত্যন্ত বল প্রকাশ করে। অত্যন্ত বাকপ্রিয়তা জন্মে এবং মুখ ও গ্রীবাপেশীর আক্ষেপিক গতি দক্ষিণ পার্শ্বে অধিকতর থাকায় মস্তক দক্ষিণ স্কন্ধ পর্য্যন্ত আকৃষ্ট হয়; রোগী আমোদজনক অসংলগ্ন কথা বলে; পরে শারীরিক অবসন্নভাব জন্মে। রোগী বদ্‌মেজাজী, একগুঁয়ে, দুঃখিত, দুর্দ্দান্ত ও অদমনীয়।

মস্তক।—ললাটাস্থির উভয় পার্শ্ব হইতে নাসিকামূল পর্য্যন্ত আকৃষ্টতা। জ্বর অথবা বেদনা হইলে রোগী সহজেই প্রলাপ বলে এবং মেরুমজ্জার উত্তেজনা বশতঃ তাণ্ডববৎ লক্ষণ, পেশীর আনর্ত্তন অথবা পেশীর আক্ষেপ নিবন্ধন মুখের নানাবিধ ভঙ্গি হয় এবং শিরঃশূল থাকে।

স্নায়ু।—সঙ্গমান্তে দুর্ব্বলতা। সম্পূর্ণ শরীরের কম্প। নিম্নাঙ্গের পক্ষাঘাতে বাহুর সামান্য আক্ষেপ। শরীরের আক্ষেপিক গতি, সামান্য অনৈচ্ছিক শরীর চালনা এবং একটি মাত্র পেশীর ঝাঁক হইতে সম্পূর্ণ শরীরের নৃত্যবৎ চালনা জন্মিয়া থাকে। চক্ষুপুট এবং চক্ষুগোলকের আনর্ত্তন; দুর্ব্বলতা-প্রযুক্ত জঙ্ঘা এবং হস্তের কম্প; মেরুদণ্ডে টাটানি; এই সকল লক্ষণ বিদ্যুৎযুক্ত ঝটিকা নিকটবর্ত্তী হইলে অধিকতর হয়। জাগ্রতাবস্থার অনৈচ্ছিক শরীর চালনা নিদ্রাবস্থায় নিবৃত্তি পায়। দন্তোদ্গম-জ্বরের উত্তেজনার পরে অজ্ঞানতা বশতঃ চক্ষু অর্দ্ধনিমিলিত থাকিলে তাহার শুভ্রাংশ দৃষ্ট হয়; শ্বাস প্রশ্বাস দ্রুততর হয় না কিন্তু অনেক সময়েই

banglabooks.in

প্রশ্বাস গভীর হইলে পরে দীর্ঘ নিঃশ্বাস এবং অঙ্গের অত্যল্প আক্ষেপিক আনর্ত্তন হয়। হস্ত এবং পদের খল্লী; সর্ব্বাঙ্গীন আক্ষেপে বোধ যেন মেরুদণ্ডে গ্যাল্‌ভ্যানিক ব্যাটারি প্রয়োগ করা হইতেছে।

কর্ণ, নাসিকা, মুখ, হস্ত এবং পদ প্রভৃতি নানাস্থানে জ্বালা, চুলকনা ও রক্তিমাভা; শরীরাংশনিচয় লোহিতবর্ণ, স্ফীত এবং তপ্ত। অনুভূতি জন্মে যেন ত্বকে বরফের সংস্পর্শ অথবা বরফের ন্যায় শীতল স্থচি এবং তপ্ত স্থচি বিদ্ধ হইতেছে। ত্বকে কীটবিচরণের ন্যায় বোধ।

মেরুদণ্ড ও মেরুমজ্জা ;—মেরুদণ্ড স্পর্শে বেদনাযুক্ত, প্রাতঃকালে তাহার বৃদ্ধি। অপারমিত ইন্দ্রিয়সেবা প্রযুক্ত মেরুমজ্জার উত্তেজনা। শরীরের প্রত্যেক চালনা এবং প্রত্যেক বার পার্শ্বপরিবর্ত্তন মেরুদণ্ডের বেদনা উৎপন্ন করে। স্পর্শে মেরুদণ্ড বেদনাযুক্ত। রোগী চলিতে স্থির থাকিতে পারে না, কোনরূপ বাধা পাইলেই হোঁচট খাইয়া পড়িয়া যায়; দণ্ডায়মান হইলে গুল্‌ফে আঘাত লাগার ন্যায় বেদনা। শীতল বায়ুতে অত্যন্ত অসহিষ্ণুতা।

চক্ষু ;—জ্বালা এবং চুলকনা। কনীনিকা বিস্তৃত। চক্ষুপুটের ও চক্ষুগোলকের আনর্ত্তন। বাম চক্ষুগোলকে আক্ষেপ এবং কন্‌কনানি। চক্ষুর শ্রম ব্যতীতই তাহাতে দুর্ব্বলতা বোধ। আটা ও পীতবর্ণ পিচুটিতে চক্ষুকোণ জুড়িয়া থাকে। পাঠকালে, কোন বস্তুর দিকে বহুক্ষণ তাকাইয়া থাকিলে চক্ষুকোণে জ্বালা এবং চুলকনা; স্থচিবেধবৎ বেদনা; কোয়াসার মধ্যে দেখার ন্যায় ঘোর দৃষ্টি। নিকট দৃষ্টি। পাঠের সময় অক্ষর যেন সরিয়া যায় এবং চক্ষু চুলকায় ও জ্বালা করে। লিখিবার সময় কখন কখন চক্ষুসম্মুখে পক্ষীর পক্ষসঞ্চালনবৎ দৃশ্যের দৃষ্টি। শিরোঘূর্ণন হইলে চক্ষু-সম্মুখে উড্ডীয়মান মক্ষিকাবৎ পদার্থের দৃষ্টি; এবং কম্পমান ও বিবিধবর্ণের ছত্রাকার পদার্থের দৃষ্টি। চক্ষুসম্মুখে কাল কলঙ্ক, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তু অথবা কোয়াসার ন্যায় দৃষ্টি।

banglabooks.in

চিকিৎসা।

প্রলাপ বা ডিলিরিয়াম ;—টাইফইড্ বা সন্নিপাত জ্বর-বিকারের প্রলাপাবস্থায় রোগী অবিরত শয্যাত্যাগ করিতে চেষ্টা করিলে এবং সম্পূর্ণ শরীরের কম্প থাকিলে, ডাঃ বেজ **এগারিকাসের** বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন। রোগীর বাক্‌প্রিয়তা জন্মে।

মেরুমজ্জার উত্তেজনা বা স্পাইন্যাল ইরিটেশন ;—এ রোগে **মেরুদণ্ডে বরফ সংস্পর্শ হওয়ার ন্যায় চন্‌চনি ও জ্বালা এবং শরীরের ভিন্ন ভিন্ন স্থানের, বিশেষতঃ চক্ষুপুটের পেশীর আনর্ত্তন এগারিকসের** বিশেষ লক্ষণ বলিয়া গণ্য। রোগী বোধ করে যেন শরীরে বরফের সূচি বিদ্ধ হইতেছে। মেরুমজ্জের স্নায়ু যে সকল শরীরস্থানে বিস্তৃত তাহাতে মধ্যে মধ্যে ক্ষণস্থায়ী বেদনা প্রভৃতি, স্নায়ুলক্ষণে লিখিত, এই প্রকৃতির প্রায় সম্পূর্ণ লক্ষণই উপস্থিত হওয়ায় তাহারা মেরুমজ্জার উত্তেজনা প্রকাশ করে। মেরুদণ্ডের বেদনা স্পর্শে এবং কটির স্নায়ুশূল ভ্রমণে বৰ্দ্ধিত।

তাণ্ডবরোগ বা করিয়া ;—এ রোগ চিকিৎসায় **এগারিকাস্** অন্যান্য ঔষধের শীর্ষস্থান লাভ করিয়াছে। চক্ষুগোলক এবং চক্ষুপুট প্রভৃতি শরীরের বহুতর স্থানে ইহা পেশী-আনর্ত্তন উৎপন্ন করিয়াছে। ইহার ক্রিয়ায় অঙ্গনিচয়ের তাণ্ডববৎ সঞ্চালনে অঙ্গ-সন্ধিস্থানে যে কোণের ন্যায় আকৃতি এবং অঙ্গাদির যে আক্ষেপিক গতি উপস্থিত হয় তাহা শরীরের এক পার্শ্বে সীমাবদ্ধ থাকে না; তাহাতে শরীরের এক পার্শ্বের উৰ্দ্ধাৰ্দ্ধ এবং অপর পার্শ্বের নিম্নার্দ্ধ আক্রান্ত হয়। **ট্যারেণ্টুলার** তাণ্ডবরোগ দক্ষিণ বাহু এবং দক্ষিণ জঙ্ঘা আক্রমণ করে। **এগারিকাসের** তাণ্ডবরোগে

banglabooks.in

মেরুদণ্ড, বিশেষতঃ তাহার কটিস্থ অংশ, চাপে বেদনাযুক্ত থাকে; অঙ্গাদি শীতল ও দুর্ব্বল হয় এবং রোগী স্থির ভাবে পদক্ষেপ করিতে পারে না; রোগের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রোগী শীর্ণ হইতে থাকে এবং তাহার মুখের ভাব জড়ত্ব ব্যঞ্জক হয়। বামপার্শ্বের তাণ্ডবরোগ সহ হৃদবাত ও পেশীশূলের সংস্রব থাকিলে অথবা জরায়ুর প্রতিক্ষিপ্ত ক্রিয়া রোগের কারণ হইলে **সিমিসিফুগা** প্রযোজ্য। **এগারিকাসের** পেশী-আনর্ত্তন নিদ্রাবস্থায় হওয়া সম্ভব হইলেও জাগ্রতাবস্থাতেই তাহার অতি কঠিন আক্রমণ হয়। ইহার রোগে মস্তক বিলক্ষণ রক্তাধিক্যযুক্ত, কণীনিকা বিস্তৃত এবং মুখ শোণিতাভা-বিশিষ্ট থাকে এবং কথিত আছে গর্জ্জনাদযুক্ত ঝটিকার সময় পেশীর আনর্ত্তন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। ডাং বার্টলেট্ এ রোগে **এগারিসিন** (ক্রিয়াবীজ ২×) প্রয়োগের উপদেশ করিয়াছেন; তাঁহার মতে **এগারিকাস্** কার্য্যতঃ ফলপ্রদ নহে। চক্ষু এবং চক্ষুপুটের আক্ষেপিক আনর্ত্তন অনেক সময়েই **এগারিকাস** দ্বারা উপকার পাওয়া যায়। অল্পদিন পূর্ব্বে আমার নিকট একটী হিক্কার রোগী আসিয়াছিল। সে এ স্থানের কোন লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসকের চিকিৎসাধীনে **সিকুটা** প্রভৃতি হিক্কার প্রচলিত ঔষধ সেবন করায় কিঞ্চিৎকাল করিয়া ভাল থাকিত। অবশেষে আমার চিকিৎসাধীনে আসায় মধ্যে মধ্যে তাহার ঘাড়ের ও বাহুর অল্প ঝাঁকিও দৃষ্ট হয়। শ্রবণ করিয়া আমি রোগ স্থানিক তাণ্ডব বলিয়া স্থির করিলাম। **এগারিকাস্** ৩০ ব্যবস্থা করায় রোগী অচিরাৎ স্থায়ী আরোগ্য লাভ করিয়াছে। ত্বগুপরি পাঁকুই বা শীতস্ফোটকের (chilblain) ন্যায় চুলকনাযুক্ত স্থান থাকিলে অথবা শিশুর মুখ জড়ত্ব ব্যঞ্জক হইলে **এগারিকাসের** উপযোগিতা অধিকতর নিশ্চয়াত্মক। **এগারিকাস** মৃদু ও দেশব্যাপক (Epidemic) রোগে বিশেষ উপকারী ঔষধ।

banglabooks.in

দন্তোদ্‌গমবিকার ;—শিশুদিগের দন্তোদ্‌গমকালীন সহজ উত্তেজনাপ্রবণতা, খিট্‌খিটে ভাব এবং অস্থিরতা প্রভৃতি উপশম পক্ষে **এগারিকাস্** ১× ও ২× বিশেষ উপকারী ঔষধ; চুলকনা ইহার অন্যতম লক্ষণ।

২। বভিষ্টা (Bovista)।

সম্বন্ধ ;—বভিষ্টার কার্য্যপ্রতিষেধক—ক্যাম্ফর।

আমবাতে রাস প্রদর্শিত হইয়া নিষ্ফল হইলে বভিষ্টা প্রযোজ্য।

বভিষ্টা আল্‌কাতরার বাহ্য প্রয়োগের কুফল নষ্ট করে।

কাফিয়া বভিষ্টাক্রিয়ার বিশৃঙ্খলা উৎপন্ন করে।

হাঁপের পরের রসবাতিক বেদনায় বভিষ্টা প্রয়োগের পর এলাম সুফলপ্রদ।

তুলনীয় ঔষধ ;—এলো, কার্ব্ব ভে, ক্যাল্কে কা, সিকু. ম্যাগ্নি কা, মর্ক, রুস রাস্, পাল্‌স্, সিকেলি, ষ্ট্যাফি, সাল্ফ, ভেরেট এ, আষ্টিলেগ।

সাধারণ ক্রিয়া ;—বভিষ্টা মস্তিষ্কমেরুমজ্জের স্নায়ুমণ্ডল আক্রমণ করিলেও প্রধানতঃ ত্বক এবং স্ত্রীজননেন্দ্রিয়েই বিশিষ্ট ক্রিয়া প্রকাশ করে। ডাঃ এলেনের মতে ইহা দ্বারা শোণিত সঞ্চালনের বিকার সাধিত হওয়ায় রোগীর শোণিতস্রাবপ্রবণতা জন্মে। ডাঃ কাউপার থোরেট বলেন "সম্ভবতঃ কৈশিক শিরামণ্ডলীর শিথিলতাই শোণিত স্রাবের কারণ।

বৃদ্ধা ও কুমারীদিগের হৃৎকম্প এবং বালকদিগের তোতলামরোগে ইহা উপযোগী।

লক্ষণ।

মন ;—অন্যমনস্কতা, কোন বিষয়ে মন নিবিষ্ট করা কঠিন। কিম্ভূত কিমাকার ভাব, তজ্জন্য হস্ত হইতে বস্তু স্খলিত হইয়া পড়িয়া

banglabooks.in

যায়। উত্তেজনাপ্রবণতা, কিছুতেই সন্তুষ্টি হয় না। দুঃখিত, বদমেজাজ, সকল বিষয়েই ঘৃণা, পাঠকালে তোতলা কথা হয়।

স্নায়ু ;—বাতজ খঞ্জতা। সর্ব্বাঙ্গীন অবসাদ, স্নায়বিক বলক্ষয়, বিশেষতঃ সন্ধিতে এরূপ ঘটে। কশিয়া বস্ত্র পরিধানে অশক্ততা।

নাসিকা ;—প্রাতঃকালীন রক্তস্রাব ; হাঁচিলে অথবা নাক ঝাড়িলে ফোটায় ফোটায় রক্ত পড়ে। মামড়িযুক্ত নাসারন্ধ্র।

শ্বাসযন্ত্র ;—হস্তের যে কোন শ্রমে শ্বাস প্রশ্বাসের খর্ব্বতা। বক্ষে কষ্ট হওয়ায় রোগী গাত্রাবরণ শিথিল করিতে চাহে। হাঁপরোগে মুখ লাল থাকে এবং আক্ষেপিক হাসি ও কান্না হয়।

উদর ;—কর্ত্তনবৎ উদরশূলে শীত এবং দন্তের ঠক ঠক শব্দ ও অঙ্গের কম্পের অপরাহ্ণে বৃদ্ধি। উজ্জ্বল লোহিত মূত্র সহ উদর-শূলের আহার করিলে উপশম। নাভির চতুষ্পার্শ্বে কর্ত্তনবৎ বেদনা।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয় ;—ঋতুকালে ও তৎপূর্ব্বে পুনঃ পুনঃ উদরাময়। ঋতু অতি শীঘ্রাগত এবং অতি প্রচুর। কেবলই প্রাতঃকালে **অথবা কেবলই রজনীতে রক্তস্রোত নির্গত হইয়া থাকে ;** স্ত্রী-অঙ্গাভিমুখে বেগ এবং কটি পশ্চাতে গুরুত্ব। ঋতুর ব্যবধান কালে মধ্যে মধ্যে রক্তস্রাব। ঋতুর কতিপয় দিবস পূর্ব্বে ও পরে ভ্রমণ কালে ঈষৎ পীত, সবুজ এবং উগ্র ও অণ্ডলালার ন্যায় শ্বেতপ্রদর।

ত্বক ;—প্রায় সম্পূর্ণ শরীরে আমবাতের উদ্ভেদ, তাহার কোন কোনটির বিস্তার প্রায় দুই ইঞ্চ পরিমাণ ; আলকাতরার সংস্পর্শ বশতঃ আমবাত সহ উদরাময়। হস্তপৃষ্ঠের চুলকনা ; উজ্জ্বল লোহিতবর্ণ ফুস্কুড়ি জন্মিলে কর্কশ, কালচে লোহিত ও সিক্ত স্থান থাকিয়া যায়।

banglabooks.in

চিকিৎসা।

উদরশূল বা কলিক ;—আহারান্তে ও রোগী দ্বিভাঁজ হইলে **বভিষ্টার** উদরশূল উপশমিত হয় এবং তাহার সহিত লোহিত-বর্ণ মূত্র থাকে।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়রোগ—রজঃবাহুল্য বা মেনরেজিয়া ;—বভিষ্টায় প্রত্যেক দুই সপ্তাহ পর পর ঋতুস্রাব হয় এবং সামান্য শ্রমেই জরায়ু হইতে শোণিত স্রোত বহে। জরায়ুর শোণিত-স্রাবে **সিকেলি, স্যাবাইনা, ট্রিলিয়াম, আষ্টিলেগ, মিলিফলিয়াম, ফেরাম, ইরিজিরণ** এবং **কার্ব্ব ভেজ বভিষ্টা** সহ তুলনায় এবং অধিকাংশ স্থলে ইহারাই রোগ নিবারণে যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত। উভয় ঋতুস্রাবের ব্যবধানের ঠিক মধ্য সময়ে জরায়ুর বেদনা অথবা রক্তস্রাবে **হেমামেলিস্** উপকারী। প্রসবান্তিক জরায়ুর স্থানচ্যুতিতে **সিকেলির** অন্য প্রয়োগিতা দৃষ্ট হইয়া থাকে। সাধারণ লক্ষণের সাদৃশ্য থাকিলে ইহা জরায়ুর **অর্ব্বুদ** বা টিউমাররোগে প্রয়োগোপযুক্ত।

রক্তস্রাব বা হিমরেজ—নাসিকারক্তস্রাব বা এপিষ্ট্যাক্সিস্; জরায়ুরক্তস্রাব বা মেট্রোরেজিয়া ;—সম্পূর্ণ কৈশিক শিরামণ্ডলীর শিথিলতা বশতঃ **বভিষ্টার** রক্তস্রাবের সংঘটন হয়। ইহা নাসিকা এবং জরায়ু হইতে রক্তস্রাব উৎপন্ন করে। ঋতুর ব্যবধান কালে সামান্য শ্রমেই রক্তপূর্ণ জরায়ু হইতে রক্তের স্রোত বহে। ইহাতে "প্রধানতঃ অথবা কেবলই রজনীতে অথবা প্রত্যূষকালে রক্তস্রাব হওয়া" ডাং ফ্যারিংটনের মতে বিশেষ লক্ষণ বলিয়া গণ্য। শরীর বাহের **শোথ ভাব** থাকে।

banglabooks.in

ণ—ইহাতে আংশিক তরল ও আংশিক চাপ বাঁধা উজ্জ্বল লোহিত রক্তস্রাব ঘটে। জরায়ুর পরীক্ষাকালে অঙ্গুলির স্পর্শেও রক্ত পড়ে। ঔষধের ৬ ক্রম উপকারী বলিয়া বিবেচিত।

থ্ল্যাস্পি বার্সা প্যাষ্টরিস—ইহা দ্বারাও জরায়ুর রক্তস্রাবে উপকার হইয়াছে।

মিচেলা—মূত্রকৃচ্ছ্র সহ জরায়ু হইতে উজ্জ্বল লোহিত রক্তস্রাব হইলে।

প্লাটিনাম্—বেদনাহীন কৃষ্ণবর্ণ রক্তস্রাব; আলকাতরার পিণ্ডের ন্যায় আকারে কঠিন, কৃষ্ণবর্ণ চাপ ও তরল রক্ত নির্গত হয়। ইহাতে শরীরায়তন বৃহত্তর হওয়ার অনুভূতি জন্মিতে পারে।

আমবাত, শীত-পিত্ত বা আর্টিকেরিয়া :—আমবাত রোগকালে উদরাময় উপস্থিত থাকিলে **বভিষ্টা** উপকারী। মলত্যাগান্তে কুন্থন ও জ্বালা।

৩। আষ্টিলেগ (Astilago.)।

উপচয় :—শরীর চালনায়। **উপশম**।—বিশ্রামে।

তুলনীয় ঔষধ। কলফা, সিঙ্ক, ক্রকাস্, সাইক্লে, হেমামেল, ইগ্নে, স্যাবাই।

সাধারণ ক্রিয়া :—মস্তিষ্কমেরুমজ্জেয় স্নায়ুমণ্ডলে ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া অষ্টিলেগ সাক্ষাৎ ভাবে শোণিত সঞ্চালন যন্ত্রমণ্ডল আক্রমণ করিলে ধমনী ও কৈশিক-রক্তবহা নাড়ীমণ্ডলীর কালস্থায়ী সংকোচন, এবং শিরা-কৈশিক-রক্তবহা নাড়ীমণ্ডলীর প্রসারণ বশতঃ ধমনী-শোণিত-সঞ্চালনের বাধা, এবং শিরা-শোণিতাধিক্য উৎপন্ন হয়। স্ত্রীজননেন্দ্রিয়মণ্ডলেই ইহার বিশেষ ক্রিয়া দৃষ্ট হয়; ইহা জরায়ুর সঙ্কোচন, শোণিত-স্রাব ও গর্ভপাত এবং স্ত্রীজননেন্দ্রিয়নিচয়ের সজীবতার হানি উৎপন্ন করে। ইহা

banglabooks.in

পরিষ্কার, গৌরাঙ্গী, দীর্ঘচ্ছন্দ এবং এক হারা স্ত্রীলোকদিগের ঋতুসন্ধি-কালীন রোগে বিশেষ উপযোগী।

লক্ষণ।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—জরায়ুমুখে অবিশ্রান্ত কনকনানি। আর্ত্তবাধিক্য এবং জরায়ুর স্থানচ্যুতি; জরায়ুগ্রীবা স্ফীত; তাহার স্পর্শে রক্তস্রাব। বিবর্দ্ধিত জরায়ুর স্ফীত অথবা প্রশস্ত গ্রীবা হইতে অনেক দিন ধরিয়া কৃষ্ণ বর্ণ রক্ত সহ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রক্তচাপ পড়ে। অত্যল্প ঋতুস্রাব হইলে অণ্ডাধারের উত্তেজনা হয়। তাহাতে ঠেল মারা থাকিলে বোধ হয় যেন সকলই জননেন্দ্রিয় পথে বাহির হইয়া যাইবে। তীক্ষ্ণ বেদনা স্ফীত বাম অণ্ডাধারে অধিক থাকে; বেদনা সবিরাম প্রকৃতির হয় এবং তীরবেগে পদ বাহিয়া দ্রুত তাহার নিম্নদিকে যায়। অণ্ডাধারে জ্বালাময় যন্ত্রণা। ঋতুস্রাব প্রচুর এবং পুনঃ পুনঃ হয়, রক্তচাপ পড়ে। দুই ঋতুস্রাবের ব্যবধান কালে বামস্তনের নিম্নে এবং পঞ্জরাস্থিপার্শ্ব স্থানে অবিশ্রান্ত যন্ত্রণার অনুভূতি।

চিকিৎসা।—স্ত্রীজননেন্দ্রিয়রোগ—ঋতুসন্ধিবিকার; শ্বেতপ্রদর বা লুকরিয়া; অর্ব্বুদ বা টিউমার; জরায়ু রক্তস্রাব, অণ্ডাধারশূল এবং অণ্ডাধারের রক্তাধিক্যে।—ঋতুসন্ধিকালীন **শোণিতস্রাবে আষ্টিলেগ ল্যাকেসিসের** প্রতিদ্বন্দ্বী ঔষধ। **শোণিতস্রাব কালে শিরোঘূর্ণন** ইহার প্রদর্শক। ইহার পীত বর্ণ ও দুর্গন্ধ **শ্বেতপ্রদর** সহ **অণ্ডাধারশূল** থাকে। জরায়ুর **তন্তুময় অর্ব্বুদ বা ফাইব্রইড্ টিউমার**-রোগের শোণিতস্রাব নিবারণার্থ কিয়দ্দিবস **আষ্টিলেগ** ব্যবহারে অর্ব্বুদ অন্তর্দ্ধান করিয়াছিল। প্রচুর ঋতুস্রাব এবং পীতবর্ণ ও দুর্গন্ধ শ্বেতপ্রদর থাকিলে বাম **অণ্ডাধারের**

banglabooks.in

স্নায়ুশূলরোগে আষ্টিলেগ উপকারী ঔষধ। অণ্ডা-ধারের মৃদু রক্তাধিক্যও অবস্থাবিশেষে ইহা আরোগ্য করিয়া থাকে।

আষ্টিলেগ শোণিতস্রাবে, বিশেষতঃ জরায়ুর নানাপ্রকার শোণিতস্রাবেই সুখ্যাতি লাভ করিয়াছে। সিকেলির রক্তস্রাব হইতে ইহার রক্তস্রাবের প্রভেদ এই যে, ইহাতে স্রাব উজ্জ্বল লোহিতবর্ণ, কিয়দংশ তরল এবং কিয়দংশ চাপ চাপ থাকে। রক্তের উপরিউক্ত প্রকৃতি থাকিলে ঋতুসন্ধিকালীন এবং প্রসব কালীন বেদনা, গর্ভপাত অথবা ঋতুকালীন ও প্রসবান্তিক রক্তস্রাবে আষ্টিলেগ ফলপ্রদ হয়। ফলতঃ এইরূপ রক্তস্রাব থাকিলে জরায়ুর অর্ব্বুদ প্রভৃতি যে কোন রোগসংস্রবে তাহা হউক না কেন আষ্টিলেগ তাহার ঔষধ বলিয়া সুখ্যাতি লাভ করিয়াছে। জরায়ুর মৃদু শোণিতাধিক্য ইহার রক্তস্রাবের কারণ, সিকেলির রক্তস্রাব রক্তের বিশ্লিষ্টাবস্থা এবং জমাট বাঁধার শক্তিহানি প্রযুক্ত হয়। পরীক্ষা জন্য জরায়ুমধ্যে অতি কোমলতার সহিত হস্তাঙ্গুলি প্রবেশ করাইলেও যদি রক্তস্রাব হয় তাহা আষ্টিলেগর প্রদর্শক বলিয়া গণ্য। জরায়ুর পশ্চাদ্বক্রতা বা রিট্রো-ভার্সন রক্তস্রাবের কারণ হইলে ইহা তাহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহার ক্রিয়ায় জরায়ুর সজীবতা ও শক্তি স্থাপিত হইলে পরীক্ষার্থ অঙ্গুলস্পর্শে জরায়ুর পূর্ব্বতন অস্বাভাবিক কোমলতা এবং স্পঞ্জের ন্যায় ভাব অনুভূত হয় না। জরায়ুর শোণিত সঞ্চালনের সুশৃঙ্খলা বশতঃ রক্তস্রাবের উপশম হয়। ফুস্‌ফুসের মৃদু রক্তস্রাবেও ইহা উপকার করিয়াছে।

৪। সিকেলি কর্ণুয়েটাম (Secale cornuatum.)।

প্রতিনাম।—আর্গট।

banglabooks.in

উপচয় ;—ঋতুস্রাবকালে ; তাপে ; যে কোন শরীরাংশে তাপ প্রয়োগ করিলে।

উপশম ;—শীতল বায়ুতে ; শৈত্য সংস্পর্শে ; আক্রান্ত শরীরাংশ অনাবৃত করিলে ; ঘর্ষণ করিলে ; ঘর্ম্ম হইলে।

সম্বন্ধ ;—সিকেলির কার্য্য-প্রতিষেধক—ক্যাম্ফ, ওপি। সাংঘাতিক কলেরা রোগে সিকেলি কল্‌চিকামের তুল্য। সিকেলি আর্সেনিকের তুল্য, কিন্তু শৈত্য ও তাপের ক্রিয়া বিষয়ে বিপরীত ধর্ম্মবিশিষ্ট। সিকেলির পরে সিংকনা সুফলপ্রদ। সিনামমাই প্রসব বেদনা বর্দ্ধিত করে, প্রচুর রক্তস্রাব নিবারণ করে, এজন্য সিকেলির পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হয়।

তুলনীয় ঔষধ ;—আর্স, বেল্‌, ক্যাম, কার্ব্ব ভে, কলফা, কল্‌চি, লাইক, ফস্‌, প্লাম্ব, পাল্‌স্‌, রাস্‌, স্যাবাই, সাল্‌ফ, টেবেক্‌, অষ্টিলেগ, ভেরেট্‌ এ।

সাধারণ ক্রিয়া ;—সিকেলি সাক্ষাৎ ভাবে মস্তিষ্ক-মেরু-মজ্জের স্নায়ুমণ্ডলে অতি প্রগাঢ় ক্রিয়া প্রকাশ করায় সর্ব্বাঙ্গীণ আক্ষেপ ও পেশী আবর্ত্তন প্রভৃতি নানাবিধ স্নায়বিক লক্ষণ উৎপন্ন হয়। স্নায়ুকেন্দ্রে সাক্ষাৎ বিষক্রিয়া অথবা কৈশিক রক্তবহা নাড়ীর আক্ষেপিক সংকোচন বশতঃ কৈন্দ্রিক রক্তহীনতা প্রযুক্ত উপরি উক্ত আক্ষেপাদি স্নায়বিক লক্ষণ জন্মিতে পারে। ফলতঃ আন্‌ষ্ট্রাইপ্‌ড্‌ বা আড়াআড়ি ভাবে রেখাঙ্কহীন ও চক্রাকারে বিন্যস্ত পেশীসূত্রে, বিশেষতঃ কৈশিক ধমনীর এবং জরায়ুর উপরি উক্ত রূপ পেশীসূত্রে, আর্গট অর রাইর বিশেষ আক্ষেপিক সঙ্কোচনক্রিয়া প্রকাশিত হয়। ইহার গৌণ ক্রিয়ায় শোণিতের বিশ্লিষ্টতা উৎপন্ন হইলে রক্ত-কণিকা গলিতাবস্থা প্রাপ্ত হওয়ায় শোণিত তরলতর এবং কাল্‌চে বর্ণবিশিষ্ট হইয়া যায়। ইউরোপ খণ্ডের, বিশেষতঃ জর্ম্মণি প্রদেশের কৃষকগণ রাই নামক শস্য বিশেষের বহুল রূপে বপনাদি কৃষি কার্য্য করায় তাহাদিগের মধ্যে

banglabooks.in

প্রায়শঃ ইহার অতি পরিস্ফুট বিষক্রিয়ালক্ষণ বা "আর্গটিজম্" দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। অধিক পরিমাণ বিষের তরুণ ক্রিয়ার ফলস্বরূপ তাহাদিগের বিশেষ প্রকারের প্রবল আক্ষেপ উৎপন্ন হয়। ফলতঃ ইহার পুরাতন বিষলক্ষণই অতি পরিস্ফুট রূপ ধারণ করে। তাহাতে মধ্যে মধ্যে রোগীর কন্‌ভালশন হয় এবং প্রায় অবিশ্রান্ত ভাবে পেশী আনর্ত্তন, ক্ষুদ্রাক্ষেপ ও নৃত্যরোগবৎ লক্ষণ প্রকাশ হইতে থাকে। কৈশিক ধমনী মণ্ডলীর চক্রাকার পেশীর স্থায়ী সংকোচন বশতঃ শরীরাংশ বিশেষে, বিশেষতঃ অঙ্গসীমায় শোণিতের অভাব বশতঃ পুষ্টিহানি ঘটিলে অথবা বিভ্রষ্ট ও পোষণক্রিয়া রক্ষায় অনুপযুক্ত শোণিত দ্বারা পুষ্টি রক্ষা না হইলে কিম্বা উভয় কারণের সমবায়ে তাহাতে বিজাতীয় ক্ষত, অবশেষে টিস্যুধ্বংস বা গ্যাংগ্রিণ পর্য্যন্ত উৎপন্ন হয়। ইহা জরায়ুর চক্রাকারে ও তীর্য্যক ভাবে সন্নিবিষ্ট আন্‌স্ট্রাইপ্‌ড্ পেশীসূত্রে সংকোচন ক্রিয়া প্রকাশিত করিলে তাহাতে আক্ষেপিক বেদনাদি উপস্থিত হয়।

ইহা একহারা, কঙ্কালাবশিষ্ট, দুর্ব্বল, উত্তেজনাপ্রবণ, পাণ্ডুর এবং রোগজীর্ণ স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে এবং অত্যন্ত জরাগ্রস্ত ও ক্ষীণ বৃদ্ধদিগের পক্ষে উপযোগী।

লক্ষণ।

মস্তিষ্ক।—বুদ্ধিহীন, নিদ্রালু অবস্থা। সমুদায় জ্ঞানেন্দ্রিয়েরই অবসন্নভাব। অস্পষ্ট কোঁকানি। মৃদু অথবা উন্মাদবৎ প্রলাপ। অত্যন্ত উৎকণ্ঠা এবং মৃত্যুভীতি।

স্নায়ু।—আক্ষেপিক পেশীআনর্ত্তন। সম্পূর্ণ শরীরের বিশৃঙ্খল চালনা। আক্ষেপে হস্তাঙ্গুলিনিচয় বহির্দ্দিকে আকৃষ্ট ও বিস্তৃত। পক্ষাঘাতযুক্ত অঙ্গে আক্ষেপিক ঝাঁকি ও চমক। আকুঞ্চক পেশীর বেদনাযুক্ত সঙ্কোচন। সম্পূর্ণ সজ্ঞানাবস্থায় ধনুষ্টঙ্কারবৎ আক্ষেপ হইলে

banglabooks.in

অত্যন্ত বলহীনতা জন্মে। হঠাৎ অত্যধিক শক্তিলোপ ঘটে। ঐচ্ছিক গতিশক্তির অভাব। রোগী বোধ করে যেন সে মকমলের গদির উপরে হাঁটিতেছে; মেরু মজ্জার নিম্নাংশের রোগ নিবন্ধন প্রথমে অনুভূতিদ পরে গতিদ স্নায়ুর পক্ষাঘাত হয়। রজনী ৩টার সময় শরীর দমিয়া যাওয়ার অথবা অবসন্ন হওয়ার ভাব।

ত্বগধঃদেশে কীটবিচরণবৎ অনুভূতি। দেহের সর্ব্বাংশেই অগ্নিস্ফুলিঙ্গ পতিত হওয়ার ন্যায় জ্বালা।

চক্ষু;—চক্ষু কোটরপ্রবিষ্ট এবং নীলবর্ণ রেখাবেষ্টিত। চক্ষু দেখিতে স্থির, প্রচণ্ড এবং কট মট দৃষ্টিযুক্ত। দৃষ্টিমালিন্য। কনীনিকা সাধারণতঃ বিস্তৃত। শিরঃশূল, শিরোঘূর্ণন এবং কর্ণরব সহ কঠিন এবং কোমল মতিয়া বিন্দু জন্মে।

নাসিকা;—নাসিকা হইতে রক্তস্রাব। **মুখমণ্ডল**;—পাণ্ডুর, বসিয়া যাওয়া, মৃতের ন্যায় এবং উৎকণ্ঠার ভাবযুক্ত। ওষ্ঠ ঈষৎ নীল অথবা মৃতের ন্যায় পাণ্ডুর। মিথ্যা হাস্যভাবব্যঞ্জক।

গলমধ্য;—শুষ্কতাযুক্ত। **আমাশয়**;—অতি ক্ষুধা। প্রচণ্ড, অতর্পণীয় তৃষ্ণা। হিক্কা। বিবমিষা। পিত্তময় বস্তু, শ্লেষ্মা, ঘোর কটা ও কাফির গুঁড়ার বর্ণযুক্ত তরল পদার্থ এবং ভুক্ত বস্তু ও জলের বমন। রক্ত বমন। **মল ও মলদ্বার**;—সরলান্ত্র এবং মলদ্বারের পক্ষাঘাত। মলদ্বার সম্পূর্ণ ফাঁক। কটা ও ক্লেদযুক্ত, কৃষ্ণবর্ণ, অত্যন্ত দুর্গন্ধ, পাতলা ও জলপাইর ন্যায় সবুজ, অনৈচ্ছিক, অত্যন্ত শক্তি হানিকর এবং দূষিত উদরাময়ে বারম্বার মলত্যাগ হয়। অন্ত্র হইতে রক্তস্রাব। কোষ্ঠবদ্ধ।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়;—ঋতুস্রাব অতি প্রচুর এবং অধিক কাল স্থায়ী। জরায়ু হইতে কাল, তরল এবং অত্যন্ত দুর্গন্ধ রক্তস্রাবের সামান্য শরীর চালনায় বৃদ্ধি। জরায়ুতে আঘাত প্রাপ্তবৎ বেদনা। জরায়ুর ভয়ানক

banglabooks.in

বিশৃঙ্খল সংকোচন। জরায়ু এবং দক্ষিণ অণ্ডাধার রক্তাধিক্যযুক্ত এবং স্পর্শে বেদনাবিশিষ্ট। জরায়ু এবং অণ্ডাধারে বেদনা। অধিকাংশ সময়ে তৃতীয় মাসে গর্ভস্রাবের উপক্রম। গর্ভস্রাবান্তে জরায়ুর সংকোচন হয় না এবং পাতলা, কাল ও দুর্গন্ধ স্রাব হয়। যোনির শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিতে শ্লেটের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ পচা ক্ষত বা গ্যাংগ্রিণ। প্রসবান্তিক স্রাবের রোধ হওয়ায় জ্বর ও জরায়ুর প্রদাহ। স্তন্যের রোধ।

প্রদর্শক লক্ষণ।

১। গাত্র স্পর্শে অত্যন্ত শীতল বোধ হইলেও গাত্রাবরণ সহ্য করিতে পারে না (আর্সের বিপরীত)।

২। অসাড়তা, কীটবিচরণবৎ অনুভূতি এবং পক্ষাঘাত; শরীরের সর্ব্বাংশেই ইন্দুর বিচরণের ন্যায় অনুভূতি! সর্ব্বাঙ্গই জ্বালা করে এবং বোধ হয় যেন তাহাতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ পতিত হইতেছে।

চিকিৎসা।

মেরুমজ্জার উত্তেজনা বা স্পাইনেল ইরিটেশন।—পৃষ্ঠবেদনা বা ব্যাকেক্; সর্ব্বাঙ্গীন আক্ষেপ বা কন্‌ভাল্‌শন; মৃগী রোগ বা এপিলেপ্‌সি; কশেরুকামজ্জের ক্ষয় বা লোকোমোটর এটাক্‌সি; পক্ষাঘাত বা প্যারালিসিস্।—সিকেলিক্রিয়ায় যে, মেরুমজ্জের উত্তেজনা উৎপন্ন হয় আমরা ইতিপূর্ব্বে তৎবিষয়ের উল্লেখ করিয়াছি। ফলতঃ এই উত্তেজনার ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় এবং তাহার প্রতিক্রিয়া ও ক্রমবর্দ্ধিষ্ণু মেরুমজ্জের ক্ষয়বশতঃ উপরিউক্ত বিবিধ প্রকার রোগলক্ষণ অথবা

banglabooks.in

রোগ উৎপন্ন হয়। মেরুমজ্জেয় উত্তেজনায় **মেরুদণ্ডে,** বিশেষতঃ **কটিঅংশে,** অত্যন্ত যন্ত্রণাপ্রদ বেদনা হয় এবং হঠাৎ "কট্" করিয়া উঠে।

সিকেলির সর্ব্বাঙ্গীণ আক্ষেপ বা কন্‌ভালশনে কখন শরীর কঠিন অথবা অনমনীয় হইয়া উঠে, কখন বা শরীরের কাঠিন্য এবং শিথিলতা পর্য্যায়ক্রমে হইতে পারে; উপরিউক্ত অবস্থা হস্তাঙ্গুলিতেই অধিকতর লক্ষিত হইয়া থাকে। হস্ত দৃঢ়মুষ্টিবদ্ধ হয় অথবা হস্তাঙ্গুলিপরম্পরা প্রসারিত হইয়া অত্যন্ত ফাঁক হইয়া যায়। মুখমণ্ডলপেশীর আনর্ত্তন হইতে থাকে। পেশী-আনর্ত্তন মুখে আরম্ভ হইয়া সর্ব্বশরীরে বিস্তৃত হয়। উদরের পেশীর সংকোচনবশতঃ উদর অভ্যন্তরাভিমুখে আকৃষ্ট হইতে থাকে। মূত্রস্থালীগ্রীবার সংকোচন হওয়ায় মূত্ররোধ ঘটে। বমনের বিলক্ষণ বেগ হয় কিন্তু অধিক বমন হয় না। আমাশয়ের প্রচণ্ড সংকোচন।

সিকেলির মৃগীরোগের আক্ষেপ হঠাৎ আরম্ভ হইয়া অতি ত্বরিত গতিতে আবর্ত্তন করিতে থাকে। তাহাতে অতি শীঘ্র রোগীর শক্তির ক্ষয় ও মেরুমজ্জেয় স্নায়ুর পক্ষাঘাত ঘটে।

আর্গট অব রাইর বিষক্রিয়ালক্ষণে **লোকোমোটার এটাক্সিরোগের** অতি সুস্পষ্ট সাদৃশ্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। রোগের প্রধান তিন লক্ষণ "১। জানু সন্ধিতে ঝাঁকির অভাব; ২। বেদনাকালে অঙ্গে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ পড়ার ন্যায় জ্বালা; ৩। অনৈচ্ছিক অঙ্গচালনা" প্রভৃতি ইহার বিষলক্ষণেও উপস্থিত হইয়া থাকে।

সিকেলিরোগী টলিতে টলিতে চলে অথবা হস্তপদের লঘুতা না থাকায় সে চলিতে সম্পূর্ণ অক্ষম হয়। নিম্নাঙ্গ সংকুচিত থাকায় রোগী চলিতে টলে। গতিক্রিয়া রোগীর আয়ত্তাধীন থাকে না। অঙ্গের কম্প হয়, কখন বা কম্পসহ বেদনাও থাকে। হস্তপদে কীটবিচরণবৎ

banglabooks.in

অনুভূতি জন্মে। অঙ্গসীমায় অসাড়তা হয়। শরীরে অত্যধিক তাপের অনুভূতি হওয়ায় রোগী গাত্রাবরণ রাখিতে চাহে না। উপরিউক্ত লক্ষণ-নিচয় সর্ব্বাঙ্গীণ ক্ষয়রোগেও দৃষ্ট হইয়া থাকে এবং যথাসময়ে প্রযুক্ত হইলে **সিকেলি** মেরুমজ্জার শীর্ণতা নিবারণ দ্বারা রোগ আরোগ্যক্ষম হয়।

উপরে আমরা মেরুমজ্জের উত্তেজনার ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় যে সকল লক্ষণ বিবৃত করিলাম, মেরুমজ্জার সম্পূর্ণ ক্ষয়ে তাহারা **পক্ষাঘাতে**, বিশেষতঃ **মূত্রস্থালী এবং সরলান্ত্রের পক্ষাঘাতে**, পর্য্যবসিত হয়; এই অবস্থায় শরীরের শীর্ণতা (Tabse) ঘটে এবং তাহার স্থানবিশেষে পচা ক্ষত বা গ্যাংগ্রিণ উপস্থিত হয়।

কলেরা বা ওলাউঠা রোগ;—কলেরা রোগের পতন বা কোল্যাপ্‌স্ অবস্থায় **সিকেলির** প্রযোগিতা উপস্থিত হয়। রোগীর শারীরিক শীতলতা থাকিলেও শৈত্যব্যবহারে অদম্য ইচ্ছা জন্মে এবং তাহাতে কথঞ্চিৎ শান্তি পায়; **আর্সেনিক**রোগীর তাপ উপশমপ্রদ। শিশু-কলেরায় রোগী জলবৎ, প্রচুর, দুর্গন্ধ এবং অজীর্ণ ভুক্তবস্তুযুক্ত বিষ্ঠা ত্যাগ করায় অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে; প্রভূত পরিমাণ মল ফিন্‌কি দিয়া বা সরু ধারে বেগে নির্গত হয়; ত্বক্ সঙ্কুচিত, শুষ্ক এবং শীতল থাকে; রোগীর নাড়ী থাকে না, গাত্র শীতল হয়, কিন্তু সে গাত্রবস্ত্র রাখিতে চাহে না; আক্ষেপিক পেশীআনর্ত্তন, হস্তাঙ্গুলি নিচয়ের ফাঁক হইয়া যাওয়া, চক্ষুর কোটরপ্রবেশ এবং মুখাকৃতির বসা ও সঙ্কুচিতভাব প্রভৃতি এ রোগে **সিকেলির** প্রদর্শক লক্ষণ বলিয়া গণ্য।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়রোগ—জরায়ুর শোণিতস্রাব বা ইউটেরাইন হিমরেজ; শ্বেতপ্রদর বা লুকোরিয়া;—জরায়ুর শোণিতস্রাবের ঔষধনিচয়মধ্যে **সিকেলি কর্ণুয়েটাম** শ্রেষ্ঠতম বলিয়া বিবেচিত। ইহার বেদনাহীন, কৃষ্ণবর্ণ,

banglabooks.in

তরল রক্তের মৃদু (passive) স্রাব শরীর চালনায় বর্দ্ধিত হয়; কিন্তু রোগিণী পূর্ব্বকথিতরূপ সঙ্কুচিতত্বক ও শীর্ণকায় হইলে এবং সহজে শীতল হইয়া যাইলে ও ত্বকে কীটবিচরণবৎ অনুভূতি থাকিলে ইহার অধিকতর উপযোগিতা দৃষ্ট হইয়া থাকে।

উপরিউক্ত শরীরাকৃতি এবং ধাতুবিশিষ্ট স্ত্রীলোকদিগের রজাধিক্য ও জরায়ুভ্রংশরোগ থাকিলে যদি কটাসে, দুর্গন্ধ এবং রক্তস্রাবযুক্ত **শ্বেতপ্রদর** জন্মে তাহাতে **সিকেলি** উপকারী।

আর্সেনিক—দুর্ব্বল এবং বৃদ্ধা স্ত্রীলোকদিগের দুর্ব্বলতাজনক পুরাতন শ্বেতপ্রদর রোগের স্রাব উগ্র, হাজাকর এবং পীতবর্ণ থাকিলে **আর্সেনিক** উপযোগী। কর্কট বা ক্যানসার প্রভৃতি রোগ জন্য বলাপহারক শ্বেতপ্রদর।

ডিক্টেমাস—ইহা লুকরিয়া রোগের হানিম্যানব্যবহৃত অন্যতম ঔষধ। ইহার আঠা ও শ্লেষ্মাযুক্ত স্রাব স্ত্রীঅঙ্গে বেদনাযুক্ত ক্ষত এবং মলদ্বারে চুলকনা উৎপন্ন করে।

গর্ভাবস্থার ও প্রসবান্তিক বিকার—গর্ভপাত বা মিস্ক্যারেজ; প্রসব বেদনা বা লেবর; আবদ্ধ জরায়ুকুসুম বা রিটেণ্ড প্ল্যাসেণ্টা।—ক্ষীণ এবং রোগজীর্ণ স্ত্রীলোকদিগের গর্ভাবস্থার প্রথমাংশে **গর্ভস্রাবের উপক্রম হইলে সিকেলি** দ্বারা উপকার পাওয়া যাইতে পারে। জরায়ুপেশীর অত্যধিক বৃদ্ধিজন্য গর্ভের শেষাবস্থায় গর্ভপাতের সম্ভাবনা থাকিলেও ইহা তাহার বাধা জন্মাইতে সক্ষম। শীঘ্র শীঘ্র প্রসব বেদনার আক্রমণ, প্রভূত পরিমাণ কাল ও তরল রক্তস্রাব, রোগিণীর ফেকাসে ও বসিয়া যাওয়া মুখশ্রী, অঙ্গসীমায় চনচনি ও কীটবিচরণবৎ অনুভূতি এবং বায়ুর আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি এ স্থলে **সিকেলির** প্রদর্শক।

banglabooks.in

দুর্ব্বল, রক্তহীন ও রোগজীর্ণা স্ত্রীলোকদিগের অতি **ক্ষীণ প্রসব-বেদনাবশতঃ অথবা তাহার অভাবে প্রসবের বাধা জন্মিলে সিকেলি** প্রসবের সাহায্য করিয়া থাকে। ইহাদিগের জরায়ু অত্যন্ত শিথিল, থসথসে ও শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিবৎ পাতলা প্রতীয়মান হয় এবং প্রত্যেক বেদনাকালে মূর্চ্ছার ভাব ও নাড়ীর দুর্ব্বলতা বা লোপ ঘটে।

জরায়ুর আউয়ার গ্লাস্ কণ্ট্র্যাক্শন (Hourglass contraction, ডামরিক সংকোচন) বশতঃ **জরায়ু-কুসুম নির্গমনের বাধা** জন্মিলে সংকোচন প্রকৃতিস্থ করিয়া **সিকেলি** ফুলনির্গমনের সাহায্য করে।

রক্তস্রাব বা হিমরেজ ;—রোগজীর্ণ, শীর্ণ এবং সংকুচিত-ত্বক বিশিষ্ট স্ত্রীলোকদিগের জরায়ু অথবা যে কোন শরীরগহ্বর হইতে কৃষ্ণবর্ণ, পাতলা ও দুর্গন্ধ শোণিতের মৃদু স্রাব হইলে **সিকেলি** তাহার ঔষধ। ইহাদিগের অঙ্গ চন্ চন্ করে, তাহাতে কীটবিচরণবৎ অনুভূতি থাকে এবং গাত্র শীতল থাকিলেও ইহারা গাত্রাবরণ মোচন করিতে চাহে। কৃষ্ণবর্ণ, পাতলা শোণিত অনবরত চুয়াইয়া পড়ে।

রক্তহীনতা বা এনিমিয়া ;—**সিকেলির** পুরাতন বিষক্রিয়ায় ক্রমবৰ্দ্ধিষ্ণু রক্তহীনতা জন্মে। ইহার বিশেষ প্রকারের রোগজীর্ণ অবস্থায় রক্তহীনতা, পাণ্ডুরতা এবং শরীরে হ্যাবার হ্যায় বর্ণ দৃষ্ট হয়। **সিকেলির** রক্তকণিকার অবস্থা নিবন্ধন বিশ্লিষ্ট ও গলিত রোগীর রক্তহীনতায় শরীরাংশবিশেষের মৃত্যু বা **গ্যাংগ্রিণ** হইতে পারে এবং সম্পূর্ণ শারীরিক জীবনীশক্তি হ্রাসপ্রাপ্ত হয়।

ক্ষত বা আল্সার ;—**সিকেলির** জ্বালাযুক্ত ক্ষত *শৈত্যে এবং **আর্সেরে** তাপে উপশমিত হয়।

banglabooks.in

লেক্‌চার ৭৬ (LECTURE LXXVI.)

বার্বেরিডেসি শ্রেণীর ঔষধ।

১। বার্বেরিস্। ২। কলফাইলাম।

৩। পডফাইলাম।

১। বার্বেরিস ভল্গারিস (Berberis vulgaris)

সম্বন্ধ।—বার্বেরিস্ যাহার কার্য্য প্রতিষেধক—একন। বার্বেরিসের কার্য্যপ্রতিষেধক—ক্যাম্ফর।

তুলনীয় ঔষধ।—এলো, আর্স, ব্রায়, ক্যাপ্‌সি, চেলিড, সিমিসি, সিঙ্ক, ক্লিম্যাট, ডাইয়স্ক, আইরিস্, নাক্স ভ, পাল্‌স্, পড, সিলিক, জিঙ্ক্।

সাধারণ ক্রিয়া।—বার্বেরিস্ গ্রন্থিল স্নায়ুমণ্ডলে ক্রিয়া প্রকাশ করে। এই ক্রিয়ার সাক্ষাৎ ফলস্বরূপ কৈশিক শিরামণ্ডলী শোণিতপূর্ণ হইলে কিড্‌নি বা বৃক্ক ও মুত্রস্থলী, পরে যকৃৎ এবং অবশেষে ইহাদিগের ও অন্যান্য শরীরাংশের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি এবং পেশীমণ্ডলী বিশেষরূপে আক্রান্ত হওয়ায় নিম্নলিখিত রোগলক্ষণ উৎপন্ন হয়। কিড্‌নিপ্রদেশে বেদনার উৎপত্তি ইহার অতি সুস্পষ্ট লক্ষণ; ইহা পিত্তস্রাবের বৃদ্ধি করে।

লক্ষণ।

চক্ষু।—চক্ষুতে জ্বালাযুক্ত বেদনা, রক্তিমা এবং শুষ্কতা; চক্ষু কামড়াইয়া উঠে।

উদর।—পিত্তকোষস্থানে ভয়ঙ্কর খোঁচানি এবং চাপযুক্ত বেদনা। উদরের বাম পার্শ্বে খোঁচানি বেদনা হইলে প্রায়শঃ

banglabooks.in

কটিদেশ, অথবা কুচকি, যকৃৎ, প্লীহা কিম্বা আমাশয় পর্য্যন্ত, বিস্তৃত হয়। গভীর দেশে খোঁচানি অথবা ছিন্নবৎ বেদনা হইলে মেরুদণ্ডের নিকটস্থ কটির অস্থি অথবা ইলিয়াম হইতে তির্য্যকভাবে অভ্যন্তরাভিমুখে তৃকাস্থি বা সেক্রাম্ পর্য্যন্ত যায়। বাম কটিদেশে সূচিবেধবৎ বেদনা হইলে কটি বাহিয়া যাইয়া অধাভিমুখে তীব্রবেগে বহির্দ্দিকে স্ত্রীমূত্রনলীপার্শ্বে যায়।

মল ও মলদ্বার।—ছাগলের নাদির অনুভূতি কঠিন ও অত্যল্প বিষ্ঠা। জলবৎ উদরাময়। মলদ্বারের চতুষ্পার্শ্বস্থ স্থানে ক্ষত থাকার ন্যায় প্রচণ্ড জ্বালাযুক্ত বেদনা। অর্শ থাকিলে মলত্যাগের পূর্ব্বে, সময়ে ও পরে জ্বালাযুক্ত বেদনা।

মূত্রযন্ত্র।—অন্যতর কিড্‌নিতে খোঁচা ও খননের অনুভূতি এবং ছিন্ন করার ন্যায় অথবা দপদপানি বেদনা। মূত্রস্থলীতে জ্বালাকর বেদনা। কিড্‌নি হইতে মূত্রস্থলী ও মূত্রপথ (urethra) পর্য্যন্ত প্রচণ্ড খোঁচানি ও কর্ত্তনবৎ বেদনা। মূত্রত্যাগকালে ও পরে মূত্রপথে কর্ত্তনবৎ বেদনা এবং জ্বালা। মূত্রত্যাগান্তে কিঞ্চিৎ মূত্র থাকিয়া যাওয়ার অনুভূতি। স্ত্রীমূত্রপথের সূচিবেধবৎ বেদনা মূত্রস্থলীতে আরম্ভ। মূত্রত্যাগ করিতে কোমর ও হিপসন্ধিস্থানে বেদনা। ফেকাসে ও হরিদ্রাবর্ণ মূত্রে ঈষৎ স্বচ্ছ জিউলির আঠার ন্যায় তলানি, তলানিহীন অথবা ঘোলা, স্তরে স্তরে সংলগ্ন, কর্দ্দমবৎ, প্রচুর, শ্লেষ্মাময় তলানিযুক্ত মূত্র, অথবা মূত্রে সাদাটে ধূসর এবং কিছুকাল পরে ঈষৎ লাল ময়দার ন্যায় তলানি। মূত্র উজ্জ্বল হরিদ্রাবর্ণ; রক্তের ন্যায় লোহিত এবং প্রচুর শ্লেষ্মাময় তলানিযুক্ত মূত্র।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—যোনিতে জ্বালা এবং টাটানি বেদনা ও তাহা স্পর্শে বেদনাযুক্ত। অত্যল্প ঋতুস্রাবে বেদনা থাকে এবং তাহা শ্লেষ্মা অথবা রক্তসংযুক্ত হয়।

banglabooks.in

পৃষ্ঠ ;—অধঃ পৃষ্ঠে ঘৃষ্টবৎ বেদনা, কাঠিন্য এবং খঞ্জতা জন্মে ; রোগী আসন হইতে কষ্টে উত্থিত হয়। উপবেশন অথবা শয়নাবস্থায় পৃষ্ঠবেদনার বৃদ্ধি।

অঙ্গ ;—দক্ষিণ স্কন্ধের বাতজ, অবশকর বেদনাকালে বাম অক্ষিতে সূচিবেধবৎ বেদনা। নিম্নাঙ্গে ছিন্ন ও সূচিবেধবৎ অথবা দপদপানি কিম্বা ঘৃষ্টবৎ বেদনা।

চিকিৎসা।

যকৃৎরোগ—পিত্তশিলা ;—দক্ষিণ পার্শ্বের উপপর্শুকার কিনারা হইতে বিশেষ প্রকারের বিদ্ধ করার ন্যায় বেদনা তীরবেগে উদর-মধ্যে যাইলে পিত্তশিলা বা গলষ্টোনরোগে **বার্বেরিস্** উপযোগী। রোগসহ পূর্ব্বকথিত কিড্‌নি ও মূত্রপথের বেদনা এবং মূত্রত্যাগে জ্বালা ও মূত্রের তলানি প্রভৃতি থাকা **বার্বেরিসের** নিশ্চয়াত্মক প্রদর্শক।

ভগন্দর বা ফিষ্টুলা ইন্ এনো ;—পুনঃ পুনঃ অথবা অবিশ্রান্ত মলত্যাগেচ্ছাসহ মলত্যাগে মলদ্বার চতুষ্পার্শ্বে ক্ষত থাকার ন্যায় প্রচণ্ড জ্বালা হইলে ভগন্দর রোগে **বার্বেরিস্** দ্বারা উপকার হইতে পারে।

মূত্রযন্ত্ররোগ—মূত্ররেণু ও মূত্রশিলা অথবা ইউরিনারি গ্রেভেল ও ষ্টোন ;—মূত্রযন্ত্রলক্ষণ ব্যতীত অন্য কোন যন্ত্রের রোগে **বার্বেরিসের** প্রয়োগ অতীব বিরল বলিয়াই অনুমিত হয়। ফলতঃ অন্য কোন রোগেও উপসর্গরূপে মূত্রযন্ত্র-রোগলক্ষণের বর্ত্তমানতাই প্রায় স্থলেই **বার্বেরিসের** নিশ্চয়াত্মক প্রদর্শক বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। ইহার উপরিউক্ত মূত্রযন্ত্ররোগে পৃষ্ঠে এবং কিডনির গভীরদেশে স্পষ্ট কনকনানি ও কঠিন ছিন্নবৎ

banglabooks.in

বেদনা হইলে পৃষ্ঠ এবং মূত্রনালী বা. য়ুরেটার বাহিয়া নিম্নাভিমুখে মূত্রস্থলীতে যায় এবং মূত্রস্থলীতেই আবদ্ধ না থাকিয়া তথা হইতে কর্ত্তনবৎ বেদনা বিস্তৃত হইয়া মূত্রপথ বা য়ুরিথ্রাতে উপস্থিত হয়। পৃষ্ঠ হইতে মূত্রনলীবাহিত বেদনা অতি প্রচণ্ড হইয়া থাকে এবং রোগী নত হইলে ও শয়ন অথবা উপবেশন করিলে তাহার বৃদ্ধি এবং দণ্ডায়মান হইলে উপশম হয়। বেদনা প্রযুক্ত মূত্রস্থলীতে মূত্রবেগ হওয়ায় রোগী অনবরত মূত্রত্যাগ করে, কিন্তু তথাপি মূত্রস্থলী সম্পূর্ণ খালি বোধ হয় না। মূত্রস্থলী কনকন করে। মূত্র ঈষৎ লোহিতবর্ণ থাকে এবং তাহাতে শ্লেষ্মা, শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির উপত্বক বা এপিথিলিয়ান এবং লিথেট সল্টের ঈষৎ লাল তলানি পড়ে। **প্যারা ব্র্যাভার** মূত্র অপেক্ষা ইহার মূত্র অধিকতর ক্লেদযুক্ত। **মূত্রত্যাগকালে হিপ্‌সন্ধিপ্রদেশে বেদনা হওয়াও বার্বেরিসের** একটি বিশেষ লক্ষণ। **কক্কাস্ ক্যাক্টাইর** কতিপয় লক্ষণ, বিশেষতঃ কিড্‌নিপ্রদেশ হইতে বিস্তৃত ছিন্নবৎ বেদনা, বারম্বার মূত্রবেগ, মূত্রে য়ূরিক এসিডের তলানি এবং কৃষ্ণবর্ণ মূত্র প্রভৃতি **বার্বেরিস**-লক্ষণসহ তুলনীয়। জননেন্দ্রিয়রোগের ও মূত্রযন্ত্ররোগের অনেক ঔষধের লক্ষণ পরস্পর অতীব ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য প্রকাশ করায় অতি যত্ন পূর্ব্বক তাহাদিগের প্রভেদ নিরূপণ করা আবশ্যক। **বার্বেরিসের** পৃষ্ঠবেদনা যেন অন্যান্য ঔষধ অপেক্ষা অধিকতর এবং কিড্‌নির গভীরতর দেশ আক্রমণ করে বলিয়া অনুমিত হয়। যান্ত্রিক নির্জ্জীবতা বা "এটনি" ইহার রোগের কারণ।

লিথিমিয়া বা মূত্ররেণুরোগ (Lithæmia)।—অনেকানেক মূত্ররেণু রোগগ্রস্ত রোগীর মূত্রাকৃতি **বার্বেরিসের** মূত্রতুল্য হইলেও পূর্ব্ববর্ণিত কর্ত্তন এবং ছিন্নবৎ ও বিশেষতাযুক্ত পৃষ্ঠবেদনা বর্ত্তমান না থাকিলে ইহা কদাচিৎ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। এই বেদনা কিড্‌নি প্রদেশে

banglabooks.in

জন্মে এবং তথা হইতে মূত্রনলী বাহিয়া মূত্রস্থলী অথবা বস্তিকোটর এবং ত্রিপসন্ধিতে বিস্তৃত হয়। ইহাতে মূত্র তপ্ত এবং কৃষ্ণবর্ণ অথবা উজ্জ্বল পীত কিম্বা শোণিতের বর্ণবিশিষ্ট থাকে এবং তাহাতে শুভ্র, ঈষৎ ধূসর-বর্ণ, অথবা উজ্জ্বল লোহিত ময়দার ন্যায় তলানি, কিম্বা লোহিতবর্ণ রেণু বা ঈষৎ পীত-লোহিত দানা পড়ে।

পেরিটনাইটিস্ বা অন্ত্রবেষ্টঝিল্লি প্রদাহ; অন্ত্রপ্রদাহ বা এণ্টারাইটিস্; জরায়ুপ্রদাহ বা মেট্রাইটিস্; শ্বেত প্রদর।—ডিজিট্যালিসের আদি ও বিশেষ ক্রিয়া হৃৎপিণ্ড প্রভৃতি শোণিতসঞ্চালক যন্ত্রমণ্ডলে হওয়ায় তৎ-ফলস্বরূপ অথবা তৎসংস্পৃষ্ট কতিপয় রোগে **ডিজিট্যালিস্** প্রযুক্ত হইয়া উপকার করিয়া থাকে। **বার্বেরিসেরও** মৌলিক আক্রমণ কিড্নি এবং মূত্রস্থলীতে হওয়ায় ইহা তৎসংস্পৃষ্ট উপরি উক্ত রোগনিচয় আরোগ্য করিতে সক্ষম। হৃৎপিণ্ড প্রভৃতি শোণিতসঞ্চালক যন্ত্ররোগের বিশেষ লক্ষণ যেরূপ **ডিজিট্যালিস্** চিকিৎসা রোগের প্রদর্শক, **বার্বেরিস্** চিকিৎসা রোগে তদ্রূপ মূত্রযন্ত্রের বিশেষ লক্ষণ প্রদর্শক হইয়া থাকে।

স্ফোটক বা বইল্স্।—বার্বেরিসের ক্রিয়ায় স্ফোটকে ত্বরিত পূয় উৎপন্ন হওয়ায় তাহা সত্বর আরোগ্য হয়। ইহাতে স্ফোটকের পুনরাবর্ত্তন হয় না।

সাল্ফার।—ইহা গণ্ডমালাদোষযুক্ত রোগীর স্ফোটকের ঔষধ।

ফাইটল্যাক্কা—স্ফোটকের অমোঘ ঔষধ বলিয়া প্রশংসিত।

লাইকপোডিয়াম—ডাঃ আইভ্যানসের মতে **বেল, আর্ণিকা ও লাইকা** স্ফোটকের প্রধান ঔষধ।

এন্থ্রাসিনাম—ডাঃ ক্লার্কের মতে ইহা ধারাবাহিক স্ফোটক উৎপত্তি নিবারণের ঔষধ।

banglabooks.in

২। কলফাইলাম থ্যালিক্‌ট্রইডিস।

(Caulopyllum Thalictroides)।

তুলনীয় ঔষধ।—এক্টিয়া স্পাই, সিমিসি, পাল্‌স্‌, স্যাবাডি, সিকেলি।

সাধারণক্রিয়া।—কলফাইলাম স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ের পেশী-উপাদানে, বিশেষতঃ তাহার গতিদ স্নায়ুতে, এবং তদ্ব্যতীতও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পেশী এবং সন্ধিতে ক্রিয়া প্রকাশ করে। ইহা স্ত্রীলোকদিগের রোগেই বিশেষ উপযোগী।

লক্ষণ।

স্নায়ু।—যৌবনকালীন তাণ্ডব রোগ। স্ত্রীলোকদিগের, বিশেষতঃ রসবাতরোগগ্রস্ত স্ত্রীলোকদিগের যৌবনাবস্থায় ঋতুস্রাব-সম্বন্ধীয় অনিয়ম ঘটিলে গুল্মবায়ু অথবা মৃগীর ন্যায় আক্ষেপ হয়। প্রসবের পর জরায়ুর রক্তাধিক্য এবং পশ্চাৎপার্শ্বে স্খলন বা রিট্রভার্সন নিবন্ধন শরীরনিম্নার্দ্ধের অর্দ্ধাঙ্গ হইলে তাহাতে আংশিক অসাড়তা জন্মে, এবং রোগীর শীর্ণতা, রক্তহীনতা ও সর্ব্বাঙ্গীণ দুর্ব্বলতা, উৎপন্ন হয়।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—বোধ হয় যেন জরায়ুতে রক্তাধিক্য জন্মিয়াছে, তন্নিবন্ধন আমাশয়নিম্ন উদরপ্রদেশে পূর্ণতা এবং আততভাব থাকে। জরায়ু এবং আমাশয়ের নিম্নপ্রদেশের নানা অংশে আক্ষেপিক বেদনা হয়। জরায়ুর পশ্চাৎপার্শ্বে স্খলন বা রিট্রভার্সন হইলে ঋতুকালীন উদরশূল জন্মে। ঋতুস্রাবের রোধ হইলে জরায়ুর আক্ষেপ অথবা নির্জ্জীবতা জন্মে। গুল্মবায়ুগ্রস্ত স্ত্রীলোকের বাধক বা রজঃকৃচ্ছ্র থাকিলে আক্ষেপ এবং যোনিতে উপক্ষত হয়। আশঙ্কিত গর্ভপাতে জরায়ুতে মৃদু, অনিয়মিত এবং আক্ষেপিক বেদনা জন্মে। অসম্পূর্ণ ও আক্ষেপিক প্রসববেদনা

banglabooks.in

সর্ব্বদিকেই ছুটিয়া যায়, কিন্তু নিম্নাভিমুখীন চাপ হয় না। জরায়ুগ্রীবার আক্ষেপিক কাঠিন্যবশতঃ অসম্পূর্ণ প্রসববেদনায় সামান্যচিমটান প্রকৃতির বেদনা হয়। গর্ভস্রাবের পরে অথবা সূতিকাবস্থায় মৃদু শোণিতস্রাব হইতে থাকে। জরায়ুর নির্জ্জীবতাবশতঃ প্রসবান্তিক স্রাব অধিক-কালস্থায়ী হয়। জরায়ুর সবিরাম সঙ্কোচন। দুর্ব্বল ও প্রলম্বিত প্রসব বেদনার পর ভাদালির ব্যথা। গর্ভস্রাব অথবা প্রসবের পর জরায়ুর স্বাভাবিক পূর্ব্বাবস্থা হয় না।

অঙ্গ ;—মণিবন্ধে এবং অঙ্গুলিসন্ধিতে কঠিন বেদনা। অঙ্গুলি-নিচয় অত্যন্ত অনম্য থাকে, হস্ত মুষ্টিবদ্ধ করিলে অঙ্গুলিসন্ধিতে কর্ত্তনবৎ বেদনা জন্মে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সন্ধির রসবাত। বাহু এবং জঙ্ঘায় অবিশ্রান্ত ভাবের চঞ্চল বেদনা, কতিপয় মুহূর্ত্তে মাত্র কোন এক স্থানে স্থির থাকে। বাহু, জঙ্ঘা, হস্ত এবং পদের সন্ধিতে আকৃষ্টবৎ বেদনা।

চিকিৎসা।

আমরা স্থানান্তরে অন্যান্য ঔষধ উপলক্ষে **কলফাইলামের** রোগসম্বন্ধে বক্তব্য বিষয়ের বর্ণনা করিয়াছি। এস্থলে তাহার পুনরুক্তি না করিয়া তৎবিষয়ের অবশিষ্টাংশের উল্লেখ করিলাম। অন্যান্য ঔষধ সম্বন্ধেও আমরা অনেকাংশে এই নিয়ম অবলম্বন করিয়াছি এবং করিব।

রজঃকৃচ্ছ্র, বাধক বা ডিস্মেনোরিয়া ;—কল-ফাইলামের আক্ষেপিক রজঃকৃচ্ছ্র বা বাধকে ঠেলমারা প্রকৃতির বেদনা হয়। প্রসববেদনার প্রথমাবস্থার ন্যায় ইহা জরায়ুর অবিশ্রান্ত আক্ষেপ উৎপন্ন করে ; ঋতুর স্রাবের পরিমাণ প্রায়শঃ স্বাভাবিক থাকে। **কলফাইলামের** সবিরাম আক্ষেপিক বেদনা কুচকিতে, তন্নিকটস্থ স্থানে অথবা বক্ষে এবং সময়ে অঙ্গনিচয়ে যায়। উভয় ঋতুস্রাবের ব্যবধানকালে প্রদত্ত হইলে ইহা উপরিউক্ত আক্ষেপিক বেদনার

banglabooks.in

উপকার করিয়া থাকে। রজঃকৃচ্ছ্র নিবন্ধন গুল্মবায়ুরোগে শরীরের নানা-দিকে বেদনা তীব্রবেগে ছুটিয়া যায়।

ম্যাগ্নেসিয়া মিউরিয়েটিকা—ইহাও জরায়ু-আক্ষেপের অন্যতম ঔষধ।

অন্তঃসত্তাবস্থার বিকার ;—গর্ভাবস্থায় কষ্টদায়ক ও বিরক্তিকর বেদনার উপশমে এবং জরায়ুর অসহিষ্ণুতাব্যঞ্জক আক্ষেপাদির দূরীকরণ দ্বারা কষ্টনিবারণে এবং ভাবী প্রসবের সৌকর্য্যার্থে **পাল্‌স** ও **সিমিসির** ন্যায় **কলফাইলামও** আমাদিগের বিশেষ সাহায্যকারী ঔষধ। সবিরাম বেদনা নিবারণে ইহা উপযোগী। জরায়ুরোগের প্রতিক্ষিপ্ত ক্রিয়া বশতঃ স্নায়ুশূল যদি সবিরাম প্রকৃতি ধারণ করে তাহাতে আমরা **কলফাইলাম্** হইতে উপকার প্রত্যাশা করিতে পারি। ইহার তীক্ষ্ণ ও খল্লীবৎ বেদনা মূত্রস্থলী, কুচঁকি এবং নিম্নাঙ্গে উপস্থিত হয়। প্রসবের কিয়দ্দিবস পূর্ব্ব হইতে গর্ভিণী **ফল্‌স পেইন্‌স্ অথবা পালোট কিম্বা অলীক প্রসববেদনায়** অস্বস্তি ও অনিদ্রাদির ক্লেশ সহ নিম্নোদর হইতে নিম্নাভিমুখে বেদনাযুক্ত ঠেলমারা থাকিলে **কলফাই** তাহাতে ফলপ্রদ। ফলতঃ ফল্‌স্ পেইনের পক্ষে ইহা অমোঘ ফলপ্রদ ঔষধ বলিয়াই জানিতে হইবে।

প্রসববেদনা বা লেবর এবং প্রসবান্তিক বেদনা, ভাদালির ব্যথা বা আফটার পেইন্‌স্ ;—বেদনার সবিরাম প্রকৃতিবশতঃ প্রসবের বিরক্তিকর এবং অস্বাভাবিক বিলম্ব **কলফাইলাম** সংশোধন করিয়া থাকে। ইহার বেদনা তীব্র ও খল্লীবৎ এবং মূত্রস্থলী, কুঁচকি ও দেহের নিম্নসীমা আক্রমণ করে। বাত-প্রকৃতির অসহিষ্ণু স্ত্রীলোক বেদনায় নিতান্তই অধৈর্য্য হইয়া উঠিলে এবং জরায়ুর অত্যধিক নির্জ্জীবতা বশতঃ মোটেই প্রসববেগ না

banglabooks.in

হইলে ইহা উপযোগী। ইহার আক্ষেপিক বেদনা শীঘ্র শীঘ্র স্থানপরিবর্ত্তন করে এবং রোগী ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইতে থাকে।

৩। পডফাইলাম পেল্টেটাম (Podophylum Peltatum)

উপচয় ;—আমাশয়প্রদেশের দুর্ব্বলতা ব্যতীত সকল লক্ষণেরই শেষ রজনী ২টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি। **উপশম** ;—সন্ধ্যাকালে।

সম্বন্ধ ;—পডফাইলাম যাহার কার্য্যপ্রতিষেধক—মার্ক। পডফাইলামের কার্য্যপ্রতিষেধক—ল্যাক্টিক এসি, নাক্স ভ। সল্ট বা লবণ ইহার কার্য্য বৃদ্ধি করে।

সাধারণ ক্রিয়া ;—যকৃৎ এবং পরিপাকযন্ত্রই পডফাইলামের বিশেষ ক্রিয়াক্ষেত্র। শ্লৈষ্মিকঝিল্লিতে, বিশেষতঃ ডুয়ডিনাম এবং সরলান্ত্রের শ্লৈষ্মিকঝিল্লিতে এবং গ্রন্থিল উপাদানেই ইহা বিশেষ ক্রিয়া প্রকাশ করে। ইহা দ্বারা উপরি উক্ত শরীরোপাদানের উত্তেজনা, স্রাবাধিক্য এবং প্রদাহ উৎপন্ন হয়। এই উত্তেজনা ও প্রদাহের শেষফলস্বরূপ আক্রান্ত টিসুতে পূয এবং ক্ষত পর্য্যন্তও জন্মিতে পারে। ইহার ক্রিয়ায় শরীরবহিস্থ শিরার পূর্ণতা জন্মে, শিশু দুর্ব্বল ও কোমলশরীর হয় এবং শরীর-বাহ্যদ্বাররক্ষক সংকোচক পেশী শিথিল হইয়া যায়। পৈত্তিক ধাতুর, বিশেষতঃ পারদ সেবন প্রযুক্ত পিত্তবিকারগ্রস্তধাতুর ব্যক্তিদিগের পক্ষে ইহা উপযোগী।

লক্ষণ।

স্নায়ু ;—শরীরের সম্পূর্ণ বাম পার্শ্বের ঈষৎ অবশভাব। ঝাঁকিযুক্ত বেদনার হঠাৎ আক্রমণ। দক্ষিণ অংশফলকাস্থির অভ্যন্তরদেশে বেদনা। প্রাতঃকালে উভয় অংশফলকাস্থির মধ্যবর্ত্তী প্রদেশে বেদনা।

মুখগহ্বর ;—রজনীতে, বিশেষতঃ দন্তোদ্গমকালে দন্তঘর্ষণ মুখ হইতে দুর্গন্ধের নির্গমন। শুভ্রলেপযুক্ত জিহ্বা এবং বিস্বাদ মুখ। মুখে

banglabooks.in

অনেক আটা শ্লেষ্মা থাকে। তিক্ত ও অম্ল আস্বাদ। শুভ্র ও সিক্ত জিহ্বার পার্শ্বে দন্তের ছাপ। পীতবর্ণ জিহ্বা।

উদর ;—দক্ষিণ কুক্ষিতে পূর্ণতাসহ টাটানি ও বেদনা। ৩টা রজনীর সময় উদরের আড়াআড়িভাবে স্থিত কোলনান্ত্রাভ্যন্তরে (Transverse colon) গড় গড় শব্দ ও বেদনা, পরে উদরাময়। উদরের খল্লীবৎ বেদনায় উদরপেশীর আকৃষ্টতা। উদর গরম বোধ করার সহিত মলত্যাগেচ্ছা।

অন্ত্র ও মলদ্বার ;—মলত্যাগান্তে উদর শূন্য বোধ হওয়ায় মূর্চ্ছার ভাব। প্রত্যুষকালের সবুজ অম্লগুণবিশিষ্ট বিষ্ঠার উদরাময়ে অত্যন্ত বায়ু থাকে, এবং অপরিমিত আহার ও পান নিবন্ধন উদরাময়। বিষ্ঠা স্বাভাবিক, কিন্তু দিবসে অনেকবার মলত্যাগ হওয়ায় শারীরিক দুর্ব্বলতা জন্মে। পর্য্যায়ক্রমে কোষ্ঠবদ্ধ ও উদরাময়। উদরাময় পৌনঃপুনিক, বেদনাহীন, জলবৎ, প্রভূত পরিমাণ বেগে নির্গত, দুর্গন্ধবিশিষ্ট, হরিদ্রাবর্ণ এবং তরল ; বিষ্ঠা ময়দার ন্যায় তলানিযুক্ত ; সবুজ, অম্লাক্ত ও জলবৎ ; পীতবর্ণ ও অজীর্ণমলসংযুক্ত ; শ্লেষ্মামিশ্রিত এবং দুর্গন্ধ ; শোণিতরেখাযুক্ত ও কুন্থনযুক্ত ; কেবল প্রাতঃকালে কাল রঙ্গের মলত্যাগের পূর্ব্বে উদরে কামড়ানি এবং উদরশূল ও তৎকালে মলদ্বারে তাপ ও বেদনা। বিষ্ঠা কর্দ্দমবর্ণ এবং চা খড়ির ন্যায়। অর্শ থাকিলে মলত্যাগ করিতে অথবা সামান্য শরীরচালনায় হালিশের নির্গমন। মলত্যাগের পরে অথবা হাঁচি, এবং মানসিক উত্তেজনা প্রভৃতি প্রযুক্ত হঠাৎ শরীরচালনায়ও সরলান্ত্রের স্খলন হইলে কখন কখন তাহা রক্তপূর্ণ ও স্ফীত হওয়ায় কতিপয় দিবস তদবস্থাতেই থাকে।

মূত্রযন্ত্র ;—অসাড়ে মূত্রত্যাগ, পুনঃ পুনঃ রজনীমূত্রস্রাব। মূত্রাঘাত।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয় ;—অণ্ডাধারপ্রদেশে, বিশেষতঃ দক্ষিণ অণ্ডাধারপ্রদেশে বেদনা, তাহার সহিত জরায়ুও বেদনাযুক্ত। কখন কখন

banglabooks.in

বোধ যেন মলত্যাগকালে জননেন্দ্রিয় বাহির হইয়া আসিবে। কনকনানি ও ঠেলমারা বেদনা হইলে জরায়ুভ্রংশ সংঘটিত হয়। ঘন এবং স্বচ্ছ আমযুক্ত শ্বেতপ্রদর।

চিকিৎসা।

দন্তোদ্গমকালীন রোগ ;—স্থলবিশেষে দন্তোদ্গমবিকার চিকিৎসায় **পডফাইলাম্** বিশেষ ফলপ্রদ ঔষধমধ্যে গণ্য। মস্তিষ্কে ইহার কোন কার্য্য না থাকিলেও দন্তোদ্গমের অথবা উদরের কিম্বা উভয়েরই বিকারের সহিত সহানুভূতিপ্রযুক্ত নিদ্রিতাবস্থায় বিলাপবৎ স্বরে কেঁকানি এবং আবদারের স্বরে মৃদু ক্রন্দন প্রভৃতি মস্তিষ্কীয় উত্তেজনার লক্ষণ **পডফাইলাম্** প্রদর্শন করে। বিশেষ প্রকৃতির উদরাময় ইহার অন্যতম প্রদর্শক ; রোগী দন্ত কিড়িমিড়ি করে এবং পশ্চাদ্দিকে নিক্ষিপ্ত মস্তক লুণ্ঠিত হইতে থাকে। উপরি উক্ত প্রতিক্ষিপ্ত-ক্রিয়া বশতঃ মস্তিষ্কের উত্তেজনার ফলস্বরূপ **সর্ব্বাঙ্গীণ আক্ষেপ** বা **কন্‌ভাল্‌শন** এবং ক্লেদযুক্ত ও চিত্রবিচিত্র উদরাময়ে **পডফাই-লাম্ কল্‌চি** সহ তুলনীয় হয়।

যকৃৎ-রোগ ;—যকৃৎরোগচিকিৎসায় **পডফাইলাম্** অন্যতম মহৌষধ। ইহার ক্রিয়ায় প্রথমতঃ যকৃৎ উত্তেজিত হইলে প্রভূত পিত্তস্রাব হয় এবং শেষাবস্থায় প্রতিক্রিয়াবশতঃ যকৃতের জড়ত্ব এবং তদানুসঙ্গিক ন্যাবালক্ষণ জন্মে। উপরি উক্ত গৌণক্রিয়ানিবন্ধন ক্রিয়াবসাদ অথবা পুরাতন রক্তাধিক্যবিশিষ্ট, বিবৃদ্ধ যকৃৎ ও উদরাময়-রোগে **পডফাইলাম্** উপযোগী। স্ফীত, স্পর্শে বেদনাযুক্ত যকৃৎ, পীতবর্ণ মুখমণ্ডল ও চক্ষু এবং বিস্বাদ মুখ ইহার প্রকৃষ্ট লক্ষণ বলিয়া বিবেচিত। জিহ্বা শুভ্র অথবা পীতবর্ণ লেপযুক্ত থাকে এবং পিত্ত জমাট বাঁধায় পিত্তশিলা উৎপন্ন হইতে পারে। উদরাময় হয় কিন্তু

banglabooks.in

কখন কখন কোষ্ঠবদ্ধ হইলে বিষ্ঠা কর্দ্দমবর্ণ থাকে। অনেক বিষয়ে **মার্কুরিয়াস্** সহ ইহার সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। এজন্য ইহা "উদ্ভিদ্ পারদ বা ভেজিটেবল মার্কারি" নামে অভিহিত হইয়াছে। ইহাতে **মার্কারি, ল্যাকেসিস, ষ্ট্র্যাম, রাস্** এবং **আর্সেনিকের** ন্যায় জিহ্বাপার্শ্বে দন্তের ছাপ লাগে। ইহার রোগী হস্ত দ্বারা অনবরত যকৃদ্দেশ ঘর্ষণ করে। ফলতঃ পোর্টালশিরা সংস্পৃষ্ট উদরযন্ত্রমণ্ডলের ও শিরার জড়ত্বনিবন্ধন রোগনিচয়ে **পডফাইলাম্** প্রদর্শিত হয়। ইহার লক্ষণমধ্যে কোষ্ঠবদ্ধ, কর্দ্দমবর্ণ বিষ্ঠা, শ্যাবা এবং আলস্য প্রধান বলিয়া গণ্য।

উদরাময়।—পডফাইলাম্ প্রাত্যূষিক উদরাময়ের অন্যতম উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহার জলবৎ, পীতবর্ণ, প্রচুর এবং বেদনাহীন উদরাময় রজনী **৩টা হইতে প্রাতঃকাল ৬টা পর্য্যন্ত** সময়ের মধ্যে যে কোন সময়ে রোগের সহিত হড়্ হড়্ করিয়া নির্গত হয় এবং দিবসের অবশিষ্টাংশ রোগী স্বাভাবিক মলত্যাগ করে। আহারান্তেই মলত্যাগ হওয়ায় ইহা **সিংকনা** এবং **কলসিন্থ** সহ তুলনীয়; এবং উদরশূল থাকিলে তাহা তাপে ও সম্মুখে বক্র হইলে উপশম হওয়াতেও ইহা **কলসিন্থের** সমকক্ষতা প্রকাশ করে। উদরাময়ের ফলস্বরূপ উদর ও সরলান্ত্রের, বিশেষতঃ **সরলান্ত্রের দুর্ব্বলতার অনুভূতি** ইহার বিশেষ প্রদর্শক বলিয়া গণ্য। **হালিশ বাহির** বা **গুহ্যভ্রংশ** হওয়ায় ইহা **ইগ্নেসিয়া কার্ব্ব ভেজ** এবং **হেমামেলিস** সহ তুলনীয় হইলেও ইহাতে মলত্যাগের পূর্ব্বে তাহার সংঘটন প্রভেদক রূপে বর্ত্তমান থাকে। **পডফাইলাম্** এবং **এলোর** উদরাময় কখন কখন শিরঃশূলসহ পর্য্যায়ক্রমে হয়। অনেক সময়ে উদরাময়ে অজীর্ণভুক্তবস্তুর মলত্যাগ হওয়ায় ইহা তাহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঔষধ **চায়না** এবং **ফেরামের** অনুকরণ করে।

banglabooks.in

শিশুদিগের উদরাময়ে মলপাত্রের অধোদ্দেশে ময়দার ন্যায় পদার্থ থিতিয়া পড়াও ইহার অন্যতম প্রদর্শক লক্ষণ মধ্যে পরিগণিত।

পডফাইলাম্ কোন কোন বিষয়ে, যেমন যকৃৎ বিকারে ও জিহ্বায় দন্তছাপের বর্ত্তমানতায় মার্কুরিয়াসের সহিত তুলনীয় হইলেও শেষোক্তের মলত্যাগে কুন্থনের উপস্থিতি, এবং প্রথমোক্তের উদরাময়ের প্রত্যূষে বৃদ্ধি, জল-বৎ, লেইর ন্যায় হরিদ্রাভ অথবা অজীর্ণ মলের বেগে নিঃসরণ, বেদনাহীনতা এবং মলত্যাগান্তে সরলান্ত্রের দুর্ব্বলতা উভয়কে যথেষ্টরূপে প্রভেদিত করে।

পডফাইলাম শিশুউদরাময়ে বিশেষরূপে উপযোগী; কিন্তু তাহার অন্যতর শ্রেষ্ঠ ঔষধ ক্যাল্কেরিয়া কার্ব্বনিকার ধাতু এবং শরীরের নির্দ্দিষ্ট আকারাদি, ও ফসফরিক এসিড রোগে পডর ন্যায় ত্বরিত দুর্ব্বলতার অভাব ইহাদিগের প্রভেদ জ্ঞাপন করে।

কলেরা বা ওলাউঠা।—কলেরা মর্ব্বাস্ বা সাংঘাতিক কলেরা রোগে, বিশেষতঃ শিশুকলেরারোগে অনেক সময়ে আমরা পড-ফাইলাম দ্বারা বিশেষ উপকার পাই। ইহাতে বেদনাহীন জলবৎ মল বেগের সহিত হড়্ হড়্ করিয়া নির্গত হয় এবং আহার্য্যে ঘৃণা জন্মে। ইহাতে প্রত্যূষে অজীর্ণভুক্তবস্তুর মলত্যাগ হইতে পারে। শিশুকলেরার পতনাবস্থায় রোগীর ঘর্ম্মসিক্ত দেহের পেশীর শিথিলতা এবং রোগের আনুষঙ্গিক মস্তিষ্কলক্ষণে শিরঃলুণ্ঠনাদি হইতে পারে।

আইরিস ভার্সি—শেষ রজনী ২টা হইতে ৩টার মধ্যে জলবৎ, ঈষৎ পীতাভ সবুজ মলত্যাগ হয় এবং রোগী ভুক্তবস্তু ও অম্ল পদার্থ বমন করে। মুখ হইতে মলদ্বার পর্যন্ত জ্বালা ইহার অন্যতর প্রদর্শক।

banglabooks.in

ইলেটেরিয়াম্—শিশুকলেরায় জলপাইর ন্যায় সবুজ রঙ্গের জলবৎ উদরাময় ত্বরিতবেগে নির্গত হয়।

ক্রটন টি—প্রচুর, পীতবর্ণ অথবা জলবৎ উদরাময় আহার অথবা পানে বৰ্দ্ধিত।

ইপিকা—বমন ইহার সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ। জলবৎ, ঈষৎ পীত উদরাময়ে উদরশূল থাকে এবং বমন ও উদরাময় পর্য্যায়ক্রমে হয়।

কোষ্ঠবদ্ধ বা কনষ্টিপেশন।—শিশুদিগের পূর্ব্ববর্ণিত যকৃদ্বিকারনিবন্ধন কোষ্ঠবদ্ধ রোগে ১২ ক্রমের **পডফাইলাম** উপকার করিয়াছে। কোষ্ঠবদ্ধ রোগে ইহা **ভেরেট এ, ওপি** এবং **ব্রায়ো** সহ তুলনার উপযুক্ত।

জ্বর—পিত্তশ্লেষ্মাজ্বর বা বিলিয়াস্ রেমিটেণ্ট ফিবার।

—জ্বর রোগে সাধারণতঃ **পডফাইলামের** প্রয়োগ দৃষ্টিগোচর হয় না। তবে স্বল্পবিরাম জ্বরে পিত্ত লক্ষণের প্রাধান্যসহ উদরাময়াদি লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিলে ইহাদ্বারা উপকার প্রত্যাশা করা যায়। শীতের পূর্ব্বে পৃষ্ঠশূল ও তাপাবস্থায় ঘর্ম্ম এবং বহুভাষিতাযুক্ত প্রলাপের জ্বরান্তেও বিস্মৃতি, প্রচণ্ড শিরঃশূলসহ অত্যধিক তৃষ্ণা এবং পাণ্ডুরতা, পর্য্যায়-ক্রমিক শিরঃশূল ও উদরাময়, পচাটে আস্বাদ, যকৃৎস্থানে পূর্ণতা ও মোচড়ানি বেদনা এবং পিত্তসংযুক্ত উদরাময় ইহার সাধারণ লক্ষণ। আমি এইরূপ একটি রোগীকে পডফাইলাম দ্বারা অতি সহজে আরোগ্য করিয়াছি।

banglabooks.in

লেক্‌চার ৭৭ (LECTURE LXXVII.)

ইরিডেসি জাতীয় ঔষধ শ্রেণী।

১। ক্রকাস। ২। আইরিস ভার্সিকোলার।

১। ক্রকাস্ স্যাটিভাস (Crocus sativus)।

উপচয়।—প্রাতঃকালে। **উপশম।**—মুক্ত বায়ুতে।

সম্বন্ধ—ক্রকাসের কার্য্যপ্রতিষেধক—একন, বেল, ওপি।

তুলনীয় ঔষধ।—একন, বেল, ক্যাল্কে কা, ইগ্নে, ইপিকা, নাক্স্ ভ, ওপি, প্লাটি, পাল্স্, রাস্ রুটা, স্যাবাডি, সিপি, সাল্ফ, জিঙ্ক।

সাধারণ ক্রিয়া।—ক্রকাস্ মস্তিষ্কমেরুমজ্জের স্নায়ুগুলের আক্রমণদ্বারা মস্তিষ্কে উত্তেজনা এবং রক্তাধিক্য উৎপন্ন করিলে গুল্ম-বায়ুলক্ষণযুক্ত উন্মাদরোগ জন্মে। ইহার অন্যতর ক্রিয়ার জরায়ুতে শিরা-শোণিতাধিক্য জন্মিলে যে শোণিতস্রাব হয় তাহার কৃষ্ণবর্ণ এবং তন্তু-জালোৎপন্নসূত্র পূর্ণতা ও জমাট বাঁধার প্রকৃতি ইহার বিশেষ লক্ষণ বলিয়া পরিগণিত। শরীরের বহু স্থান হইতে কাল, আটা ও চাপ চাপ রক্তস্রাব হয়।

।

মন।—দোলায়মান মানসিক ভাব; রোগী ক্রোধান্ধ, তখনই অনুতাপগ্রস্ত; অবসাদ এবং আনন্দ; খিটখিটে এবং উৎসাহ-পূর্ণ। শান্তিহীন, উৎকণ্ঠাপূর্ণ এবং দুঃখিত। আমোদ এবং উল্লাসসহ উন্মত্ততা, গীত গাহিবার প্রবল ইচ্ছা, অসাধারণ হাস্যপরিহাস, প্রত্যেক

banglabooks.in

ব্যক্তিকেই চুম্বন করিতে চাহে। লিখিতে চেষ্টা করিলে ভাবের অভাব হয়।

স্নায়ু।—অনুভূতি জন্মে যেন কোন জীবন্ত পদার্থ শরীরের নানাস্থানে লম্ফ প্রদান করিতেছে। কঠিন শারীরিক পরিশ্রম করার ন্যায় সন্ধ্যাকালে অত্যধিক বলক্ষয় এবং আলস্য হইলে অত্যন্ত নিদ্রালুতাসহ বোধ যেন চক্ষুপত্র স্ফীত হইয়াছে; সাহিত্য সম্বন্ধীয় কার্য্যে লিপ্ত হইলে তাহার উপশম হয়। পেশীনিচয়ে ঝাঁকি; একৈক পেশীগুচ্ছে ঝাঁকি।

চক্ষু।—চক্ষুপরি শ্লেষ্মার জাল থাকার ন্যায় বোধ হওয়ায় রোগী পুনঃ পুনঃ চক্ষু মিটি মিটি করিতে ও মুছিতে বাধ্য। চক্ষুতারকার অত্যন্ত বিস্তৃতি। বোধ হয় যেন চক্ষুতে কামড়ানিকর ধুম রহিয়াছে। পর্দ্দা কর্ত্তৃক চক্ষু আবৃত থাকার ন্যায় সচরাচর অপেক্ষা আলোক অস্পষ্ট বলিয়া বোধ হয়। অনুভূতি জন্মে যেন চক্ষুতে অবিশ্রান্ত জল আসিতেছে। অনেক ক্রন্দন করিলে যেরূপ হয় চক্ষুতে তদ্রূপ অনুভূতি। অধিক পাঠের পর চক্ষুতে টাটানিযুক্ত জ্বালা; তাহাতে ঘোর দৃষ্টি জন্মিলে পুনঃ পুনঃ চক্ষু মিটি মিটি করিতে হয়। মধ্যে মধ্যে চক্ষুপুটদ্বয় পরস্পর দৃঢ়রূপে চাপিত করার প্রবৃত্তি। ঊর্দ্ধ চক্ষুপুটের আনর্ত্তন। বেদনা চক্ষু হইতে মস্তকশীর্ষে যায়।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—বেদনা এবং জননেন্দ্রিয়াভিমুখে চাপ হওয়ায় বোধ যেন ঋতুস্রাব হইবে। সামান্য শরীরচালনাতেই জরায়ু হইতে কাল, আটা ও তন্তুযুক্ত রক্তচাপের স্রাব।

চিকিৎসা

গুল্মবায়ু বা হিষ্টিরিয়া।—ক্রকাস্ তাণ্ডবরোগ-লক্ষণযুক্ত হিষ্টিরিয়া উৎপন্ন করে অথবা ইহার গুল্মবায়ুতে উন্মাদবৎ

banglabooks.in

মানসিক লক্ষণ ও তাণ্ডববৎ শারীরিক চালনা যুগপৎ উপস্থিত হয়। রোগী তাণ্ডববৎ লম্ফপ্রদান ও নৃত্য করে এবং গুল্মবায়ু অথবা উন্মাদরোগগ্রস্ত রোগীর ন্যায় হাস্য ও প্রত্যেক ব্যক্তিকে চুম্বন করিতে ইচ্ছা করে; একৈককভাবে তাহার পেশীগুচ্ছনিচয়ের সংকোচন হয়। রোগিণী এক মুহূর্ত্তে রাগত হয়, পর মুহূর্ত্তেই তজ্জন্য অনুতাপ করে; অথবা তাহার ক্রোধ, বাগ্মিতা এবং হাস্য পর্য্যায়ক্রমে হইতে থাকে। টেরেণ্টুলার ন্যায় ইহার রোগীতেও সঙ্গীতের ক্ষমতা প্রকাশ হয়; কাহাকেও গান করিতে শুনিলে ইহার রোগীও অজ্ঞাতসারে তাহাতে যোগদান করে; কিন্তু মাকড়সা-বিষের (tarantula) ন্যায় তাহাতে রোগের উপশম হয় না। লম্ফ প্রদান করিবার ইচ্ছায় ক্রকাস্, টেরেণ্টুলা, ষ্ট্র্যামনিয়াম, এগারিকাস, সিকু, হায়সা এবং নেট্রাম মিউ সহ তুলনীয়।

পেশী আনর্ত্তন বা মাস্কুলার টুইচিং;— অক্ষিপুটআনর্ত্তন (চোক্‌নাচা) ক্রকাস্ দ্বারা আরোগ্য হইয়া থাকে; কিন্তু কডিন তদপেক্ষাও অধিকতর নিশ্চয়াত্মক ঔষধ।

চক্ষুরোগ—অস্ত্রচিকিৎসান্তর চক্ষুবিকার।—ক্রকাসের কতিপয় চক্ষুবিকারের বিষয় ইতিপূর্ব্বে বর্ণনা করা হইয়াছে। চক্ষুতে অস্ত্রচিকিৎসান্তে যন্ত্রণাপ্রদ লক্ষণ উপস্থিত হইলে যে সকল ঔষধ দ্বারা উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায় তন্মধ্যে ক্রকাস্ অন্যতম। আমরা নিম্নে ঐ সকল ঔষধের বিষয় উল্লেখ করিতেছি, যথা:—

একন তাহার প্রধান ঔষধ; ললাটপার্শ্বে প্রচণ্ড বেদনার অনুতাপাধিক যন্ত্রণায় রোগী অধীর হইলে ইগ্নে; বেদনা চক্ষু হইতে তীরবেগে মস্তকে যাইলে রাস্; মস্তকবেদনায় বমন হইলে ব্রায়; ঝাঁকির সহিত বেদনায় বমন ও বিবেচন হইলে এসে-

banglabooks.in

ষ্টাম; চক্ষুতে হাতুড়ির আঘাতবৎ ও ঝাঁকি লাগার ন্যায় বেদনা হইলে ক্রকাস; এবং ললাটপার্শ্বে হুলবেধবৎ বেদনায় থুজা প্রযোজ্য হয়। সেনেগা শোষণ ক্রিয়ার সাহায্যদ্বারা অক্ষিমুকুরের ভগ্নাবশেষ করিয়া থাকে এবং দৃষ্ট পদার্থ শোণিতরঞ্জিত প্রতীয়মান হইলে ষ্ট্রামোনিয়ামের প্রয়োগ হয়।

রজঃকৃচ্ছ্র, বাধক বা ডিস্মেনরিয়া।—কৃষ্ণ-বর্ণ, তন্তুযুক্ত, চাপ চাপ শোণিতস্রাববিশিষ্ট রজকৃচ্ছ্র রোগে ক্রকাস্ প্রযুক্ত হয়। রোগিণীর অনুভূতি জন্মে যেন উদরে জীবন্ত পদার্থ চলিয়া বেড়াই-তেছে।

২। আইরিস্ ভার্সিকোলর (Iris Versicolor)

সম্বন্ধ।—আইরিসের কার্য্যপ্রতিষেধক—নাক্স ভ।

তুলনীয় ঔষধ।—এলো, এন্টি ক্রু, আর্স, রায়, কল্চি, আয়ডি, ইপিকা, মার্ক, পাল্স্, পড, ফাইটল, ভেরেট্ এ, স্যাঙ্গু, সাল্ফ।

সাধারণ ক্রিয়া।—গ্রন্থিমণ্ডল এবং আমাশয়ান্ত্রপথের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিতে আইরিস ভার্সিকোলরের বিশেষ ক্রিয়া হওয়ায় তাহাদিগের অস্বাভাবিক ক্রিয়োত্তেজনা [illegible] ফলে তাহা-দিগের [illegible] বৃদ্ধি হই [illegible] তের

উ [illegible] য়।

[illegible] াত

লক্ষণ।

মস্তক।—সন্ধ্যাগমে, বিশ্রামে এবং শীতল বায়ুতে অথবা কাসিলে ললাটের দক্ষিণ পার্শ্বে মৃদু দপ্‌দপানি অথবা তীরবেধবৎ বেদনা ও বিবমিষার বৃদ্ধি, এবং পরিমিত শরীরচালনায় তাহার হ্রাস হয়। মৃদু এবং ললাটের গুরুত্ববোধক শিরঃশূলসহ চক্ষুর জড়তা ও ভ্রূর ঊর্দ্ধদেশে বেদনা থাকে। ললাট এবং মূর্দ্ধায় কনকনানি হওয়ায় বোধ হয় যেন মস্তকোর্দ্ধভাগ বিচ্ছিন্ন হইবে। ললাটপার্শ্বে, অধিকন্তরূপে তাহার দক্ষিণ পার্শ্বে তীরবেধবৎ বেদনা, এবং মস্তকত্বকে সঙ্কোচনবৎ অনুভূতি। মস্তকত্বগুপরি সপূয় ফুসকুড়ি।

আমাশয়।—ক্ষুধার অভাব। পুনঃ পুনঃ শূন্য অথবা স্বাদহীন বায়ুর উদ্‌গার। বিবমিষা এবং অত্যন্ত অম্ল ও তরল পদার্থের বমন। শিশুদিগের ভুক্ত বস্তু, পিত্ত এবং দুগ্ধের বমন। আমাশয়স্থানে অত্যন্ত জ্বালাময় কষ্ট।

উদর।—অন্ত্রে তীব্র কর্ত্তনবৎ বেদনা। বায়ুনিঃসরণে উদরবেদনার উপশম। উদরশূলের, উপশম জন্য রোগীর সম্মুখে বক্র হইতে বাধা।

মল ও মলদ্বার।—পাতলা এবং জলবৎ উদরাময়; কোমল, পীতবর্ণ উদরাময়ের উদর ডাকে, কিন্তু বেদনা থাকে না; কুন্থনে শোণিত এবং আমের নিঃসরণ। পুনঃ পুনঃ জলবৎ মলত্যাগ হইলে মলদ্বার জ্বালা করে এবং কুন্থন দিতে ও নিম্ন দিকে ঠেল মারিতে প্রবৃত্তি হয়। মলত্যাগান্তে মলদ্বার অগ্নিদগ্ধ হইতেছে বলিয়া বোধ। প্রাতঃকালে মলদ্বারের টাটানি থাকায় বোধ যেন তন্মধ্যে কাঁটা ফুটিয়া আছে। মলদ্বারে কষ্ট থাকায় বোধ হয় যেন মলদ্বারভ্রংশ ঘটিয়াছে। কোষ্ঠবদ্ধ।

চিকিৎসা।

শিরঃশূল বা হেডেক এবং অর্দ্ধশিরঃশূল, 'আধকপালি' ব্যথা বা হেমিক্রেনিয়া।—আমাশয়, যকৃৎ বা পিত্তের

ব্রাম; চক্ষুতে হাতুড়ির আঘাতবৎ ও ঝাঁকি লাগার ন্যায় বেদনা হইলে **ক্রকাস**; এবং ললাটপার্শ্বে হুলবেধবৎ বেদনায় **থুজা** প্রযোজ্য হয়। **সেনেগা** শোষণ ক্রিয়ার সাহায্যদ্বারা অক্ষিমুকুরের ভগ্নাবশেষ করিয়া থাকে এবং দৃষ্ট পদার্থ শোণিতরঞ্জিত প্রতীয়মান হইলে **ষ্ট্র্যামোনিয়ামের** প্রয়োগ হয়।

রজঃকৃচ্ছ্র, বাধক বা ডিস্‌মেনরিয়া:—**কৃষ্ণ-বর্ণ, তন্তুযুক্ত, চাপ চাপ শোণিতস্রাববিশিষ্ট রজকৃচ্ছ্র রোগে ক্রকাস্‌** প্রযুক্ত হয়। রোগিণীর অনুভূতি জন্মে যেন **উদরে জীবন্ত পদার্থ চলিয়া বেড়াই-তেছে**।

২। আইরিস্ ভার্সিকোলর (Iris Versicolor)

সম্বন্ধ:—আইরিসের কার্য্যপ্রতিষেধক—নাক্‌স ভ।

তুলনীয় ঔষধ:—এলো, এন্টি ক্রু, আর্স, ব্রায়, কল্‌চি, আয়ডি, ইপিকা, মার্ক, পাল্‌স্, পড, ফাইটল, ভেরেট্ এ, স্যাঙ্গু, সাল্‌ফ।

সাধারণ ক্রিয়া:—গ্রন্থিমণ্ডল এবং আমাশয়ান্ত্রপথের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিতে আইরিস ভার্সিকোলরের বিশেষ ক্রিয়া হওয়ায় তাহাদিগের অস্বাভাবিক ক্রিয়োত্তেজনা জন্মে। উপরি উক্ত ক্রিয়োত্তেজনার ফলে তাহা-দিগের স্রাব বৃদ্ধি হইলে তাহা উগ্রগুণ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ইহার যকৃতের উত্তেজনায় পিত্তস্রাবের এবং কিড্‌নির উত্তেজনায় মূত্রস্রাবের বৃদ্ধি হয়। কেহ কেহ অনুমান করেন প্যান্‌ক্রিয়াজে (Pancreas) ইহার জাতিগত সম্বন্ধ জন্য অতি প্রবল ক্রিয়া হইয়া থাকে। ত্বকে ইহা রসবিম্বিকার ও পূয়গুটিকার উদ্‌ভেদ উৎপন্ন করে। আমাশয় ও যকৃদ্বিকার নিবন্ধন "সিক্ হেডেক" বা বমনযুক্ত শিরঃশূল ইহার বিশেষতা বলিয়া পরিগণিত।

banglabooks.in

।

মস্তক ;—সন্ধ্যাগমে, বিশ্রামে এবং শীতল বায়ুতে অথবা কাসিলে ললাটের দক্ষিণ পার্শ্বে মৃদু দপ্‌দপানি অথবা তীরবেধবৎ বেদনা ও বিবমিষার বৃদ্ধি. এবং পরিমিত শরীরচালনায় তাহার হ্রাস হয়। মৃদু এবং ললাটের গুরুত্ববোধক শিরঃশূলসহ চক্ষুর জড়তা ও ভ্রূর ঊর্দ্ধদেশে বেদনা থাকে। ললাট এবং মূর্দ্ধায় কনকনানি হওয়ায় বোধ হয় যেন মস্তকোর্দ্ধভাগ বিচ্ছিন্ন হইবে। ললাটপার্শ্বে, অধিকতররূপে তাহার দক্ষিণ পার্শ্বে তীরবেধবৎ বেদনা, এবং মস্তকত্বকে সঙ্কোচনবৎ অনুভূতি। মস্তকত্বগুপরি সপূয় ফুসকুড়ি।

আমাশয় ;—ক্ষুধার অভাব। পুনঃ পুনঃ শূন্য অথবা স্বাদহীন বায়ুর উদ্গার। বিবমিষা এবং অত্যন্ত অম্ল ও তরল পদার্থের বমন। শিশুদিগের ভুক্ত বস্তু, পিত্ত এবং দুগ্ধের বমন। আমাশয়স্থানে অত্যন্ত জ্বালাময় কষ্ট।

উদর ;—অন্ত্রে তীব্র কর্ত্তনবৎ বেদনা। বায়ুনিঃসরণে উদরবেদনার উপশম। উদরশূলের, উপশম জন্য রোগীর সম্মুখে বক্র হইতে বাধা।

মল ও মলদ্বার ;—পাতলা এবং জলবৎ উদরাময়; কোমল, পীতবর্ণ উদরাময়ের উদর ডাকে, কিন্তু বেদনা থাকে না; কুন্থনে শোণিত এবং আমের নিঃসরণ। পুনঃ পুনঃ জলবৎ মলত্যাগ হইলে মলদ্বার জ্বালা করে এবং কুন্থন দিতে ও নিম্ন দিকে ঠেল মারিতে প্রবৃত্তি হয়। মলত্যাগান্তে মলদ্বার অগ্নিদগ্ধ হইতেছে বলিয়া বোধ। প্রাতঃকালে মলদ্বারের টাটানি থাকায় বোধ যেন তন্মধ্যে কাঁটা ফুটিয়া আছে। মলদ্বারে কষ্ট থাকায় বোধ হয় যেন মলদ্বারভ্রংশ ঘটিয়াছে। কোষ্ঠবদ্ধ।

চিকিৎসা।

শিরঃশূল বা হেডেক এবং অর্দ্ধশিরঃশূল, 'আধকপালি' মাথাব্যথা বা হেমিক্রেনিয়া।—আমাশয়, যকৃৎ বা পিত্তের

banglabooks.in

বিকার **আইরিস** শিরঃশূলের কারণ। ইহাতে শিরঃশূলের সঙ্গে সঙ্গে আংশিক **দৃষ্টিলোপ** বা **দৃষ্টিমালিন্য হওয়া** প্রদর্শক লক্ষণ বলিয়া গণ্য; এই লক্ষণে ইহা **জেলস্** শিরঃশূল সহ তুলনার যোগ্য। শিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং কলেজের প্রফেসার বা অধ্যাপকদিগের ছয় দিবসের মানসিক পরিশ্রমের জন্য মস্তিষ্কীয় শ্রান্তি বশতঃ প্রত্যেক রবিবারের সাময়িক শিরঃশূল রোগে ইহা উপকারী। বেদনা চক্ষূর্দ্ধপ্রদেশের উচ্চস্থান বা সুপ্রা অর্বিটালপ্রদেশে, বিশেষতঃ এক এক সময়ে চক্ষুর এক এক পার্শ্বে এবং সাধারণতঃ দক্ষিণ চক্ষূর্দ্ধ-প্রদেশে হয়। দপদপানি অথবা তীক্ষ্ণপ্রকৃতিবিশিষ্ট বেদনার অতিবৃদ্ধিসময়ে প্রচুর পরিমাণ তিক্ত অথবা অম্ল বমন। ফলতঃ **যাহাতে দাঁত টকিয়া যায় এরূপ অম্ল পদার্থের বমনই** ইহার বিশেষতা। ইহার শিরঃশূল শরীরচালনা, শীতল বায়ু এবং কাসিতে বর্দ্ধিত এবং মুক্তবায়ুমধ্যে অল্প-ব্যায়ামসাধ্য কার্য্যে উপশমিত হয়। অবিশ্রান্ত বিবমিষাযুক্ত "সিক্‌হেডেক" বা সবমন শিরঃশূলের **আইরিস** অন্যতম মহৌষধ।

পলিমিয়া—সবমন শিরঃশূল সম্পূর্ণ মস্তক আক্রমণ করে এবং তাহার সহিত বিবমিষা অথবা বমন থাকিতে পারে।

বমনরোগ বা ভমিটিং।—দন্তের অম্লতাকারক অতিশয় অম্ল পদার্থের বমনের সাময়িক আক্রমণে **আইরিস ভার্স** উপকারী।

যকৃৎ রোগ;—যকৃদ্দেশে টাটানি, পিত্তবমন, চক্ষু এবং ত্বকের পীতবর্ণ বা ন্যাবা এবং শিরঃশূল প্রভৃতি লক্ষণযুক্ত যকৃৎ রোগে **আইরিস্** উপকারী। অপরিমিত আহার বশতঃ রোগ জন্মিলে ইহা **নাক্স্ ভ**, **পালস্** এবং **চায়না** সহ তুলনীয়।

---

banglabooks.in

লেক্‌চার ৭৮ (LECTURE LXXVIII.)

স্পিজিলিয়া (Spigelia)।

প্রতিনাম ;—স্পিজিলিয়া এন্থেল্‌মিয়া ?

জাতি ;—লোগ্যানেসি।

উপচয় ;—শরীরচালনায় ; উচ্চ শব্দে ; শ্বাস টানিলে ; স্পর্শে ; চক্ষু ঘূর্ণিত করিলে ; পূর্ব্বাহ্ণ ১০টা হইতে ১২টা পর্য্যন্ত।

উপশম ;—অপরাহ্ণ ৩টা অথবা ৪টার সময়।

সম্বন্ধ ;—স্পিজিলিয়ার কার্য্যপ্রতিষেধক—অরাম, ককুল, ক্যাম্ফ, পাল্‌স্‌। স্পিজিলিয়া যাহার কার্য্যপ্রতিষেধক—মার্ক।

তুলনীয় ঔষধ :—একন, আর্নি, বেল, ব্রায়, ক্যাক্টাস্‌, ক্যাল্কে কা, সিমিসি, সিঙ্ক, সিনা, ডিজিট, কেলি কা, ক্যাল্মিয়া, লরসি, লাইক, মার্ক, নাক্স্‌ ভ, ফস্‌, পাল্‌স্‌, রাস, সিপি, সাল্‌ফ, জিঙ্ক। স্পিজির পরে প্রযোজ্য—আর্স, ডিজি, কেলি কা। (হৃৎপিণ্ডরোগে) সিমিসি, জিঙ্ক। একনের পরে (এণ্ডোকার্ডাইটিস্‌) স্পিজি।

, **সাধারণ ক্রিয়া** ;—জৈবকার্য্যবিধায়িনীশক্তিপ্রদ (Nerves of animal life) এবং অনুভূতিদ স্নায়ু এবং চক্ষু ও হৃৎপিণ্ডের তাণ্ডব এবং পৈশিক উপাদানে স্পিজিলিয়ার প্রধান ক্রিয়া। ইহা স্নায়বিক উত্তেজনা উৎপন্ন করায় গতিদ্‌ স্নায়ুর কার্য্যক্ষেত্রে মুখমণ্ডলপেশীর আক্ষেপিক গতি, পেশীকম্পন বা "সাবসন্টাস্‌ টেণ্ডনাম্‌" এবং সর্ব্বাঙ্গীণ আক্ষেপ এবং অনুভূতিদ স্নায়ুরাজ্যে বিশেষতঃ পঞ্চম স্নায়ুতে স্নায়ুশূল জন্মে। উপরি উক্ত স্নায়বিক আক্ষেপিক গতি, স্নায়ুশূল এবং চক্ষুতে ও হৃৎপিণ্ডে

banglabooks.in

ইহা দ্বারা উৎপাদিত রসবাতিক অবস্থা ইহার প্রধান ক্রিয়ামধ্যে পরিগণিত।

লক্ষণ।

মস্তক ;—ললাটদেশের অভ্যন্তর হইতে বহিরাভিমুখে চাপবৎ বেদনা হওয়ায় সম্পূর্ণ মস্তকের জড়তা। মস্তকের চতুষ্পার্শ্বে, বিশেষতঃ সম্মুখে, নত হইলে কশিয়া ফিতা বাঁধা থাকার অনুভূতি। ললাটে, মস্তকের পশ্চাতে এবং মূর্দ্ধার বাম পার্শ্বে গর্ত্ত করার ন্যায় বেদনা শরীর-চালনায় ও উচ্চ শব্দে বর্দ্ধিত এবং শয়নে উপশমিত হয়। ললাট-পার্শ্বের ও ললাটের ছিন্নবৎ বেদনা চক্ষুরাভিমুখে বিস্তৃত এবং শরীর-চালনায়, বিশেষতঃ পদস্খলন হইলে বর্দ্ধিত হয়। মস্তক ঘূর্ণিত করিলে মস্তিষ্ক আল্‌গা বোধ হয়। চাপিতবৎ শিরঃশূল ললাটের দক্ষিণ পার্শ্বে অধিকতর থাকে, চক্ষু পর্য্যন্ত আক্রমণ করে, এবং শরীরচালনা, গোল-মাল শব্দ, ঝাঁকি অথবা মলত্যাগের কোঁথানিতে বর্দ্ধিত হয়। ললাটের দক্ষিণের উচ্চ প্রদেশের অভ্যন্তরে ও ঊর্দ্ধে ললাটগহ্বর ভেদ করিয়া তীর বেঁধার ন্যায় বেদনা। স্নায়ুশূলের বেদনা মস্তকের অংশ হইতে অংশান্তরে যায়। বোধ হয় যেন মস্তক বেগে ফাটিয়া খণ্ড খণ্ড হইবে। সাময়িক শিরঃশূল। মস্তিষ্কের কম্প চালনায় ও সবল পদনিক্ষেপে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়; জল পতনের অনুভূতি। মস্তকত্বকের টাটানি ও চালনায় স্পর্শাসহিষ্ণুতার বৃদ্ধি।

স্নায়ু ;—অস্থির; রজনীতে রোগী অঙ্গনিচয় স্থির রাখিতে পারে না। স্পর্শে শরীরে বেদনার অনুভূতি; শরীরাংশ স্পর্শ করিলে শীতল বোধ; অথবা শরীরের মধ্য দিয়া চন্‌চন্ করিতে থাকে। গাত্রোত্থান করিতে শরীর ভারী বোধ হয় ও টাটায়।

চক্ষু ;—চক্ষুর চালনায় তাহাতে বেদনার অনুভূতি যেন

banglabooks.in

তাহা চক্ষুকোটরাপেক্ষা বৃহত্তর। চক্ষু হইতে তীব্র, তীরবেধবৎ এবং কর্ত্তনবৎ বেদনা প্রত্যেক পার্শ্বে বিকীর্ণ হয়। দক্ষিণ চক্ষুগোলকের চুলকনা ঐ চক্ষু ঘর্ষণ করিলে পুনরাবর্ত্তন করে। চক্ষুগোলকে, বিশেষতঃ তাহা ঘূর্ণিত করিলে, তীক্ষ্ণ চাপবৎ বেদনা। চক্ষুকোটরের গভীর দেশে চক্ষুশূল। ঘোর দৃষ্টি।

নাসিকা ;—পশ্চাৎ নাসারন্ধ্র হইতে প্রচুর শ্লেষ্মা বহিয়া পড়ায় রজনীতে শ্বাসরোধ হয়; শ্লেষ্মা কখন শুভ্র কখন বা হরিদ্রাভ থাকে। নাসিকার পশ্চাতে শুড়শুড়ি হওয়ায় বোধ হয় যেন তাহা কেশ দ্বারা স্পর্শ করা হইতেছে, অথবা তাহার পাশাপাশি ভাবে মৃদু বাতাস বহিতেছে।

হৃৎপিণ্ড ও নাড়ী ;—সম্মুখে নত হইতে, উপবেশন করিতে, অথবা প্রাতঃকালে শয্যাত্যাগ করার পরে, গভীর শ্বাসগ্রহণে, অথবা শ্বাসরোধ করিলে হৃৎপিণ্ডের প্রচণ্ড, দ্রষ্টব্য, এবং শ্রবণযোগ্য স্পন্দন হইলে মানসিক উৎকণ্ঠাব্যঞ্জক বক্ষঃকম্প হয়। হৃৎকম্প। ফুস্‌ফুস্-চূড়া-প্রদেশে গুরুত্বসহ কনকন করিলে বোধ হয় যেন তাহা ভেদ করিয়া ধারে স্থূলাগ্র ছুরিকা বসান হইতেছে। কখন কখন হৃৎপিণ্ডে নাড়ীস্পন্দনের সমসাময়িকরূপে সূচিবেধবৎ বেদনা হয়। নাড়ী দুর্ব্বল, অনিয়মিত এবং কম্পান্বিত থাকে।

উদর ;—উদরে সংকুচিত হওয়ার ন্যায় কামড়ানি হইলে উৎকণ্ঠা ও শ্বাসকষ্ট। উদরে তীক্ষ্ণ সূচিবেধবৎ বেদনা। বিদীর্ণ হওয়ার ন্যায় উদরবেদনার সন্ধ্যাকালে মলত্যাগের পূর্ব্বে বৃদ্ধি; তাহার পরে কিঞ্চিৎ হ্রাস।

মলদ্বার ;—মলদ্বার ও সরলান্ত্রে চুলকনা এবং শুড়শুড়ি। মলদ্বার ও জননেন্দ্রিয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থানে বা পেরিনিয়ামে গর্ত্ত করার ন্যায় ও সূচিবেধবৎ বেদনা।

banglabooks.in

চিকিৎসা।

শিরঃশূল বা হেডেক্‌ ;—মস্তকের স্নায়ুশূলরোগে **স্পাইজি-লিয়া** এবং **স্যাঙ্গুইনেরিয়া** প্রধান স্থান অধিকার করে। প্রথমোক্ত মস্তকের বাম এবং শেষোক্ত তাহার দক্ষিণ পার্শ্ব আক্রমণ জন্য প্রসিদ্ধ। ইহার স্নায়ুশূল বামচক্ষুর্দ্ধপ্রদেশ আক্রমণ করে এবং সূর্য্যের গতির অনুগামী হয় অর্থাৎ সূর্য্যোদয়ে আরম্ভ, মধ্যাহ্নে সর্ব্বোচ্চ তীক্ষ্ণতায় উত্থিত এবং সূর্য্যাস্তে হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। অনেক সময়ে অনুভূতি জন্মে যেন মস্তকের শীর্ষ মুক্ত বা ফাঁক রহিয়াছে ; **বেলাডনার** ন্যায় ইহাতেও উচ্চ শব্দে ও শয্যায় ঝাঁকিতে বেদনার বৃদ্ধি হয় এবং তদ্ব্যতীতও সম্মুখে নত হওয়া ও বায়ুর পরিবর্ত্তন (change of weather) ইহার বেদনাবৃদ্ধির কারণরূপে বর্ত্তমান থাকে। **বেদনার সম্পূর্ণ স্নায়ুশূল প্রকৃতি এবং বামপার্শ্ব আক্রমণ** ইহার প্রদর্শক বলিয়া গণ্য। সূর্য্যের গতিসহ সম্বন্ধ থাকায় ইহা **নেট্রম মিউ, জেল্‌স্‌** এবং **গ্লনইন** সহ তুলনীয়।

স্নায়ুশূল বা নিউরেলজিয়া ;—ডাঃ বেয়ার **মুখ-মণ্ডল স্নায়ুশূলের (প্রসপালজিয়ার)** চিকিৎসায় **স্পাইজিলিয়াকে** শীর্ষস্থান প্রদান করেন। ইহার রসবাতিক স্নায়ু-শূল হেঁচকাটানের ন্যায় ও ছিন্নবৎ প্রকৃতিবিশিষ্ট ; এবং সিক্ততা, চাপ, চালনা এবং সংস্পর্শ প্রভৃতিতে বর্দ্ধিত হইলে শরীরাভ্যন্তর দিয়া ভীতি-কম্পের ন্যায় থরথর ভাব প্রেরিত হয়। ইহার আক্রমণ সাময়িক এবং তাহাতে হৃৎপিণ্ডস্থানে ব্যাকুলতা এবং অস্থিরতা জন্মে, অথবা আক্র-মণের পূর্ব্বে হৃৎকম্প হয়। ললাটের, চক্ষুকোটরের এবং উর্দ্ধ চুয়ালের ও দন্তের স্নায়ু বেদনার আক্রমণস্থান থাকে। অনেক সময়েই অনুভূতি জন্মে যেন চক্ষু অতি বৃহৎ হইয়াছে। ভ্রূ-স্নায়ুশূল অথবা বামপার্শ্বস্থ মুখমণ্ডল-

banglabooks.in

স্নায়ুশূলের, বিশেষতঃ প্রসপেলজিয়ার বেদনা মস্তকপশ্চাৎ হইতে মস্তকোর্দ্ধ বাহিয়া আসিলে ও বেদনার প্রকৃতি জ্বালাযুক্ত ও খোঁচার ন্যায় হইলে এবং তাহা বায়ুর পরিবর্ত্তনে বৃদ্ধি পাইলে **স্পাইজি** দ্বারা উপকার হইতে পারে। সাধারণতঃ পুরাতন রোগে ইহার প্রয়োগ হয় না।

কল্‌চিকাম্—ইহার বেদনাও বাম পার্শ্ব আক্রমণ করে এবং তাহাতে এক প্রকার পক্ষাঘাতিক দুর্ব্বলতা জন্মে, কিন্তু **স্পাইজিলিয়ার** ন্যায় উগ্রতা থাকে না।

সিমিসিফিউগা—জরায়ুরোগের প্রক্ষিপ্ত ক্রিয়া নিবন্ধন চক্ষূর্দ্ধ-স্নায়ুশূল; রজনীতে বেদনার বৃদ্ধির প্রকৃতিবিশিষ্ট পেশীশূলে এবং রসবাত প্রকৃতির স্ত্রীলোকদিগের মুখমণ্ডলস্নায়ুশূল বা প্রসপেলজিয়াতে (যাহা অপরাহ্নে উপস্থিত হয় ও রজনীতে অন্তর্দ্ধান করে) **সিমিসি** দ্বারা উপকার প্রত্যাশা করা যায়। বাম স্তনাধঃ বেদনা অধিকাংশ সময় অণ্ডাধাররোগ বশতঃ জন্মে এবং **সিমি** তাহার উপকার করে।

হৃদ্রোগ—হৃদ্বহির্বেষ্টপ্রদাহ; হৃদন্তরবেষ্ট প্রদাহ; হৃদ্বিবৃদ্ধি; হৃৎকম্প প্রভৃতি।—হৃৎপিণ্ডের নানা-প্রকার রোগযন্ত্রণার উপশমনার্থ **স্পাইজি** উপযোগী। প্রবল হৃৎপিণ্ড-প্রদাহ বা একিউট কার্‌ডাইটিস্ এবং হৃদ্বহির্বেষ্টপ্রদাহ বা পেরিকার্‌ডা-ইটিস্‌রোগের ঔষধমধ্যে ইহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। হৃৎপিণ্ড হইতে তীব্র বেদনা তীর-বেধবৎ ছুটিয়া পৃষ্ঠে এবং হৃৎপিণ্ড হইতে বিকীর্ণ বেদনা হস্ত ও মেরুদণ্ড বাহিয়া নিম্নাভিমুখে এবং বক্ষোপরি যায়। হস্ত কিম্বা শরীরের কোন প্রকার চালনা হইলেই হৃৎকম্প। হৃৎপিণ্ডপ্রদেশে করতল স্থাপনে রণৎকার বা পারিং শব্দের উপলব্ধি। নাড়ীস্পন্দন ক্ষণলোপবিশিষ্ট এবং হৃৎস্পন্দনের সমসাময়িক; হস্তের যৎসামান্য গতি হইলেই রোগের বৃদ্ধি। স্নায়ুশূলের উপসর্গরূপে হৃৎপিণ্ডলক্ষণ উপস্থিত হইলে তন্নিবারণেও **স্পাইজির** আবশ্যকতা জন্মে। অনিয়মিত ও বিশৃঙ্খল হৃৎপিণ্ডক্রিয়ার

banglabooks.in

শান্তিবিধানেও ইহা উপযোগী। কখন কখন ইহার হৃৎস্পন্দন শ্রবণগোচর হয়; দীর্ঘকাল ব্যাপী পর্ব্বতাদি উচ্চ স্থানে আরোহণ নিবন্ধন হৃদ্‌বিবৃদ্ধি বা হাইপারট্রফিতে স্পন্দনের উচ্চশব্দ শ্রুতিগোচর হইলে আর্স তাহার ঔষধ। হৃৎরোগের তরুণাবস্থায় স্পাইজি প্রদত্ত হয়।

রসবাতজ হৃদন্তরবেষ্টপ্রদাহে অনেক সময়েই স্পাইজি কার্য্য করিয়া থাকে। হৃৎশূল বা এঞ্জাইনা পেক্টরিস্‌রোগেরও ইহা উপশমকারী। হৃৎপিণ্ডপ্রদাহে একনর পর ইহা প্রয়োজ্য। হৃৎ-পিণ্ডরোগের, বিশেষতঃ তাহার কপাটের যান্ত্রিক রোগের (Valvular disease), এবং হৃদ্বিবৃদ্ধির পুরাতন অবস্থায় ইহা ফলপ্রদ।

কৃমিরোগ।—উদরে কৃমির বর্ত্তমানতাপ্রযুক্ত উত্তেজনাঘটিত বক্রদৃষ্টি, শরীরের ঝাঁকি, মুখের পাণ্ডুরতা, চক্ষু বেড়িয়া নীল বর্ণমণ্ডল এবং নাভির চতুর্দ্দিকস্থ উদরশূল জন্য মূর্চ্ছার ও বিবমিষার ভাব প্রভৃতি কৃমিরোগলক্ষণে স্পাইজি উপকারী। ইহার মলে আম, বিষ্ঠা ও কৃমি থাকে। ইহার মূল আরকে নেকড়া ভিজাইয়া তাহার আঘ্রাণ দিলে কৃমি জন্য সর্ব্বাঙ্গীণ আক্ষেপ দূর হইতে পারে।

ইগ্নেসিয়া—মলদ্বারে কীটবিচরণের অনুভূতি ও বিড় বিড়ির জন্য শিশু অস্থির হইলে প্রযোজ্য।

ইণ্ডিগো—সূত্রবৎ কৃমি থাকায় শিশু বিষাদবায়ুগ্রস্ত হইলে এবং নাভিদেশে তীব্র বেদনা থাকিলে যদি শিশুর কন্‌ভাল্‌সন হয়।

স্যাবাডিলা—বিবমিষা, বমন এবং উদরশূলযুক্ত কৃমিরোগে।

banglabooks.in

লেক্‌চার ৭৯ (LECTURE LXXIX.)

জাতি—ভার্ব্বিনেসি।

এগ্নাস্‌ ক্যাষ্টাস্‌ (Agnus Castus.)

সাধারণ ক্রিয়া ;—এগ্নাস্‌ ক্যাষ্টাস্‌ জননেন্দ্রিয় সহ বিশেষ সম্বন্ধযুক্ত বস্তু। প্রাথমিক উত্তেজনা ব্যতীতই ইহা জননেন্দ্রিয়-ক্রিয়ার অবসাদ ঘটায় এবং জননেন্দ্রিয়ের দুর্ব্বলতা বশতঃ ধ্বজভঙ্গ ঘটে। এজন্য পূর্ব্বকালে কামেচ্ছার দমন জন্য স্ত্রীপুরুষ নির্ব্বিশেষে ইহা ব্যবহৃত হইত।

লক্ষণ।

মন ;—অন্যমনস্কতা ; কিছুই মনে থাকে না। পাঠে মনঃযোগ হয় না। ঔদাসিন্য ; দুঃখ ; মৃত্যু নিকট বলিয়া ভীতি ; সাহসহীনতা। **স্নায়ু ;**—বিষাদবায়ুগ্রস্ত ব্যক্তির আক্ষেপিক রোগ। যন্ত্রণাঘটিত দুর্ব্বলতাবৎ প্রচণ্ড দৌর্ব্বল্যে মানসিক অবসাদবশতঃ স্তন্যের রোধ। শরীর ঘৃষ্টবৎ বোধ। **পুংজননেন্দ্রিয় ;**—কামেচ্ছার হ্রাস, প্রায় অভাব। লিঙ্গ এতাদৃশ শিথিল যে কামবিষয়ক চিন্তার উত্তেজনায় তাহা উত্থিত হয় না। অণ্ডকোষ শীতল, স্ফীত, কঠিন এবং বেদনাযুক্ত। লিঙ্গ ক্ষুদ্র ও থস্‌থসে। কামেচ্ছা ব্যতীতই লিঙ্গের ক্ষীণ উত্থান। রজনীতে স্ত্রীসঙ্গমের পরে অত্যল্প ও প্রায় গন্ধহীন শুক্র স্রোত বহিয়া পড়ে ; তাহা বলে নিক্ষিপ্ত হয় না। পুরাতন পূয়মেহ বশতঃ ধ্বজভঙ্গ। পীত বর্ণ মূত্রনালীস্রাব। পুরাতন পূয়মেহ থাকায় কামেচ্ছা অথবা লিঙ্গোত্থান হয় না। মলবেগের সহিত প্রষ্টেট গ্রন্থির স্রাবের নির্গমন। **স্ত্রীজননেন্দ্রিয় ;**—স্বচ্ছ শ্বেতপ্রদর হইলে স্ত্রীজননেন্দ্রিয়াংশনিচয় শিথিল থাকে। সঙ্গমে অনিচ্ছা। স্তন্যের অত্যল্পতা ; অথবা তাহার রোধ।

চিকিৎসা——পুংজননেন্দ্রিয়রোগ——নাস্তি

banglabooks.in

প্রবল এবং পুরাতন পূয়মেহ,

ধ্বজভঙ্গ।—বৃদ্ধ এবং অপরিমিত কামসেবা বশতঃ অকালবৃদ্ধ ব্যক্তি (যাহারা অতিরিক্ত কামসেবায় রত থাকিয়া জীবন অতিবাহিত করিয়াছে) **এগ্নাস ক্যাষ্টাস্** রোগের কার্য্যক্ষেত্র। পুনঃ পুনঃ পূয়মেহ বা গণরিয়ার আক্রমণও ইহাদিগের শুক্রমেহরোগের অন্যতর কারণ। পূয়মেহরোগের প্রবল ও তরুণাবস্থায় ইহা উপকারী নহে। তাহার কথঞ্চিৎ পুরাতন বা নাতিপ্রবল অবস্থায় স্রাব পীতবর্ণ পূয়বৎ আকার ধারণ করিলে এবং **ক্যান্থারিস্** সদৃশ কামোত্তেজনার অভাব হইলে **এগ্নাস্ ক্যাষ্টাস্** উপযোগী।

সিপিয়া—স্ত্রীলোকদিগের পূয়মেহ রোগের প্রবল লক্ষণ প্রশমিত হইলে ডাঃ হিউজ্ **সিপিয়া** উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া বিবেচনা করেন। ডাং র'র মতে ইহা অনেক স্থলেই প্রদর্শিত।

টুসিলেগো—পূয়মেহ রোগে ইহা বিশেষ প্রশংসালাভ করিয়াছে, কিন্তু ইহার কোন প্রদর্শক লক্ষণ দৃষ্ট হয় না।

অপরিমিত কামসেবা এবং তদানুসঙ্গিক আমোদাদির উপভোগ নিবন্ধন অকালবৃদ্ধ ও বৃদ্ধ ব্যক্তি শুক্রমেহরোগগ্রস্ত হইলে অত্যন্ত বিষণ্ণ-চিত্ত, উদাসীন, অমনোযোগী এবং আত্মসম্মানহীন হইয়া পড়ে ও অতিরিক্ত রেতঃক্ষয় হেতু দুর্ব্বলতা জন্মে। এই সকল ব্যক্তির কামেচ্ছা ১৮ বৎসরে যদ্রূপ প্রবল, ৬০ বৎসর বয়সেও তদ্রূপই থাকে; কিন্তু তখন শক্তির অভাব হইয়া যায়। **এগ্নাসের পক্ষাঘাতিক ধ্বজভঙ্গে** সঙ্গমের ইচ্ছা এবং শক্তি উভয়েরই অভাব হয় এবং জননেন্দ্রিয় শীতল হইয়া যায়।

নাফার লুটিয়া—ইহাতে কামেচ্ছার অভাব থাকে; কাম বিষয়ের চিন্তা করিলেও লিঙ্গোত্থান হয় না। নিদ্রাবস্থায় এবং জননেন্দ্রিয়ের দুর্ব্বলতা বশতঃ শুক্রক্ষরণ।

banglabooks.in

লেক্‌চার ৮০ (LECTURE LXXX.)

রুটেসি জাতীয় ঔষধ নিচয়।

১। রুটা। ২। টিলিয়া ট্রিফলিয়েটা।

৩। জ্যান্থক্‌সাইলাম্‌। ৪। জ্যাবরেণ্ডাই।

১। রুটা গ্র্যাভিয়লেন্‌স্‌ (Ruta Graveolens.)

উপচয় ;—শীতল এবং সিক্ত বায়ুতে সাধারণতঃ বেদনার বৃদ্ধি।

উপশম ;—শরীরচালনায়।

সম্বন্ধ ;—রুটার কার্য্যপ্রতিষেধক—ক্যাম্ফর। রুটা যাহার কার্য্য-প্রতিষেধক—মার্ক।

তুলনীয় ঔষধ ;—এমন কার্ব্ব, আর্ণি, ব্রায়, ক্যাল্কে কা, ইউফ্রে, লাইক, মার্ক, মেজি, ফস্‌ এসি, ফাইটল্‌, পাল্‌স, রাস্‌, সিপি, সিলিক্‌, সাল্‌ফ।

সাধারণ ক্রিয়া ;—অস্থিবেষ্ট, অস্থি, সন্ধি এবং উপাস্থিতে রুটার প্রধান ক্রিয়া হওয়ায় ইহা উপরি উক্ত দেহোপাদানে রসবাতসদৃশ রোগলক্ষণ উৎপন্ন করে। চক্ষু সহও ইহার বিশেষ ক্রিয়াসম্বন্ধ থাকায় ইহা তাহাতেও রসবাতিক পরিবর্ত্তন আনয়ন করিয়া থাকে। ইহা জরায়ুও অতি গভীররূপে আক্রমণ করায় তাহাতে শোণিতগতির বৃদ্ধি ও পেশীর সংকোচন হইলে জরায়ু হইতে শোণিতস্রাব হয়। উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে ইহা গর্ভপাত উৎপন্ন করিতে পারে।

লক্ষণ।

চক্ষু ;—চক্ষুর অভ্যন্তর কোণে এবং নিম্ন চক্ষুপত্রের উপরিভাগে চুলকনা ; চক্ষু ঘর্ষণ করিলে চন্‌চন্‌ করে ; চক্ষু জলপূর্ণ। চক্ষুর

banglabooks.in

উপাস্থিতে ঘৃষ্টবৎ বেদনা। চক্ষুকোটরের গভীর প্রদেশে চাপ। নিম্ন চক্ষুপুটে থল্লী হওয়ার পর প্রচুর জলস্রাব। সূক্ষ্ম সূচিকর্ম্ম অথবা অত্যধিক পাঠ করিলে, কিম্বা অন্য প্রকারে চক্ষুর অপরিমিত পরিশ্রম হইলে চক্ষু জ্বালা করে, কনকন করে, তাহার ক্লান্তিবোধ হয় এবং দৃষ্টির মালিন্য ঘটে; সন্ধ্যাকালে চক্ষুর ব্যবহার করিলে রোগযন্ত্রণার বৃদ্ধি। বাম চক্ষু-নিম্নে শীতলতা।

স্নায়ু।—উরু দুর্ব্বল থাকার ন্যায় রোগী চলিতে টলে; ভ্রমণকালে অঙ্গাদি বেদনা করে। আছাড় পড়া অথবা আঘাত লাগার ন্যায় সম্পূর্ণ শরীর ঘৃষ্ট বোধ হয় এবং তাহা অঙ্গসন্ধিতে অধিক থাকে। স্থির থাকিলেও জ্বালাযুক্ত এবং চর্ব্বণবৎ অস্থিবেদনা সিক্ত বায়ু বহিলে বর্দ্ধিত।

গ্রীবা ও পৃষ্ঠ।—গ্রীবা এবং স্কন্ধে মোচড় লাগা বা ঘৃষ্ট হওয়ার ন্যায় বেদনা। মেরুদণ্ডে আঘাত পাওয়ার ন্যায় বেদনা এবং তাহার খঞ্জতা; কটিবাতের ন্যায় বেদনা। মেরুদণ্ডের সর্ব্বনিম্ন সীমায় বা কক্সিক্স্ অস্থিতে ঘৃষ্ট হওয়ার ন্যায় বেদনা কটিপশ্চাৎ বা ত্রিকাস্থি পর্য্যন্ত বিস্তৃত। অধিক ভ্রমণের পর উপবেশন করিতে পশ্চাৎ কটির উর্দ্ধে খননবৎ বেদনায় বোধ যেন তাহা ঘৃষ্ট হইয়াছে; ভ্রমণ করিতে থাকিলে ভাল বোধ, দণ্ডায়মান এবং উপবেশনাবস্থায় পুনরাবর্ত্তন। মেরুদণ্ড বাহিয়া তাহার নিম্ন পর্য্যন্ত শীতল।

অঙ্গনিচয়।—অঙ্গনিচয়ে, সন্ধিতে এবং অস্থিতে বেদনা হওয়ায় আঘাত পাওয়ার ন্যায় অথবা আছাড় পড়ার ন্যায় বোধ। ভ্রমণ করিতে একবার এপাশে একবার ওপাশে পড়িয়া যায়; জঙ্ঘা ভার বহিতে পারে না, উরুতে স্থিরতা বা শক্তি থাকে না। সিঁড়ি বাহিয়া উঠিতে বা নামিতে পা ভাঙ্গিয়া পড়ে। গুল্ফসন্ধিতে মোচড় লাগার ন্যায়, কিম্বা তাহার অস্থির স্থানচ্যুতিবৎ (Dislocation)

banglabooks.in

অথবা তাহাতে ক্ষত হওয়ার ন্যায় বেদনা। পদের অস্থিতে বেদনা হওয়ায় রোগী সবলে পদক্ষেপ করিতে পারে না।

চিকিৎসা।—**চক্ষুরোগ—দৃষ্টিদৌর্ব্বল্য বা এস্থেনপাইয়া**।—সূক্ষ্ম সূচিকর্ম্ম প্রভৃতিতে চক্ষুর অতিপরিশ্রম, বস্তু-বিশেষে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিতে দুর্ব্বল চক্ষু পেশীর সমঞ্জসীভূত ক্রিয়া উৎপাদনে টানাটানি হওয়ায় চক্ষুর জ্বালা, কনকনানি ও তাহার নিম্নপুটে আক্ষেপ এবং দৃষ্টিদৌর্ব্বল্য ও অন্যান্য নানা প্রকার ক্রিয়াবিকারী চক্ষুরোগ আরোগ্যে **রুটা** উৎকৃষ্ট ঔষধ।

আঘাতজ রোগ বা ইঞ্জুরী।—মোচড় লাগার পুরাতন ফলস্বরূপ অস্থির সন্ধি এবং উপাস্থিতে ঘৃষ্টবৎ বেদনা উপশম করিতে **রুটা** উৎকৃষ্ট ঔষধমধ্যে পরিগণিত। মণিবন্ধ এবং গুল্‌ফসন্ধিতে মোচড় লাগার কুফলসংশোধনে ইহার বহিরাভ্যন্তরীণ উভয়বিধ প্রয়োগই উপকারী চিকিৎসা বলিয়া প্রশংসা লাভ করিয়াছে। **আর্ণিকা** যেরূপ পেশী এবং অন্যান্য কোন কোন উপাদানের, **রুটা** তদ্রূপ কণ্ডুরা, স্নেহস্রাবী কোষ (Bursa) এবং সন্ধির আঘাতজ রোগের পক্ষে উপকারী। মণিবন্ধসন্ধির উপরিস্থ গ্রন্থির প্রদাহ, কণ্ডুরায় মোচড় লাগায় অঙ্গ বিশেষের দুর্ব্বলতা ও চলৎশক্তির অভাব ইহা আরোগ্য করিয়া থাকে এবং এই সকল রোগ-লক্ষণের আবহাওয়ার পরিবর্ত্তনে বা তাহার সিক্ততায় বৃদ্ধি **রুটার** অন্যতম প্রদর্শক হয়।

২। টিলিয়া ট্রিফলিয়েটা (Ptelea Trifoliata.)।

উপচয়।—দক্ষিণ পার্শ্ব চাপিয়া শয়নে (কাউপার থোয়েট্); শরীরচালনায়; উষ্ণগৃহমধ্যে ভ্রমণে; প্রাতঃকালে; জাগ্রত হইলে; আহারান্তে। **উপশম**।—মুক্তবায়ুমধ্যে; দক্ষিণ পার্শ্ব চাপিয়া শয়নে (হেরিং)।

banglabooks.in

তুলনীয় ঔষধ।—বার্বেরিস্, হাইড্রাস্‌ট, মার্ক, নাক্‌স্ ভ, পড।

সাধারণ ক্রিয়া।—টিলিয়ার প্রধান ও প্রাথমিক ক্রিয়া পরিপাকযন্ত্রপথের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিতে হওয়ায় ইহা অজীর্ণ এবং পিত্তলক্ষণ উৎপন্ন করে। যকৃৎ, আমাশয় এবং অন্ত্রপথের রক্তাধিক্য জন্মে। গৌণ ক্রিয়ায় ইহা ফুসফুসের রক্তাধিক্য উৎপন্ন করে। ইহার ক্রিয়ার বিশেষ প্রবলতা নাই। অতীব মন্থর গতিতে ইহার ক্রিয়া বিস্তৃত হইয়া নানা প্রকার পুরাতন রোগলক্ষণ উৎপন্ন করে।

লক্ষণ।

মস্তক।—মস্তকের বিশৃঙ্খলভাব; শিরোঘূর্ণন; মস্তক ফিরাইতে, অথবা হঠাৎ চালনায় উহার বৃদ্ধি। ললাট চূর্ণ করার ন্যায় বেদনার সময় মুখ লোহিতবর্ণ হয় এবং স্বভাব ত্রস্ত ভাব ধারণ করে। অবিশ্রান্ত ও মৃদু শিরঃশূল ভ্রমণে বর্দ্ধিত। মস্তকপশ্চাতের শিরঃশূল ললাটের চক্ষূর্দ্ধপ্রদেশে যায়। মস্তিষ্কমূলে চাপ ও ঘৃষ্টবৎ অনুভূতি।

উদর।—স্ফীত যকৃৎ চাপিলে টাটায় এবং তাহার মৃদু কনকনানি বেদনা। যকৃদ্দেশে ভার চাপা বোধ; কনকনানি, কষ্ট এবং মৃদু বেদনা ও গুরুত্বের দক্ষিণ পার্শ্বে চাপিয়া শয়নে উপশম; বাম পার্শ্বে ফিরিতে আকৃষ্টতার অনুভূতি। যকৃতে তীব্র কর্ত্তনবৎ বেদনা গভীর শ্বাসগ্রহণে বর্দ্ধিত। উদরে টাটানি এবং কনকনানি বেদনা। নাভিদেশের স্পন্দন হৃৎস্পন্দনের সমসাময়িক। উদর গড়গড় করে, কামড়ায়, তাহাতে শূল হয় এবং বায়ু সরে।

মল।—অল্প, কঠিন বিষ্ঠা অত্যন্ত বেগ দ্বারা নির্গত করিতে হয়। উদরাময় পিত্তসংযুক্ত, পাতলা ও কৃষ্ণবর্ণ এবং মলসংযুক্ত।

চিকিৎসা।

শিরঃশূল।—ডাঃ কপ্ ললাটদেশের শিরঃশূলে **টিলি-**

banglabooks.in

য়াকে অদ্বিতীয় ঔষধ বলিয়া মনে করেন। এস্থলে ইহা **নাক্স্ ভমিকা** সহ তুলনীয়। ইহার ললাটবিদীর্ণকরার ন্যায় মস্তকবেদনা **ইপিকাতেও** দৃষ্ট হইয়া থাকে; কিন্তু তাহার প্রভেদকরূপে বিবমিষা ও বমন উপস্থিত হয়।

যকৃদ্রোগ—রক্তাধিক্য ; বিবৃদ্ধি।—যকৃতের রক্তাধিক্য এবং বিবৃদ্ধি রোগে **টিলিয়া** অতি স্পষ্ট লক্ষণ দ্বারা নির্ব্বাচিত। কিন্তু নবাবিষ্কৃত এবং স্বল্পপ্রয়োজনীয় ঔষধের তালিকাভুক্ত হওয়ায় ইহা চিকিৎসকমণ্ডলীর যথাযোগ্য মনযোগ আকর্ষণে অক্ষম হইয়াছে। যকৃদ্দেশের কনকনানি ও গুরুত্বের **বাম পার্শ্ব চাপিয়া শয়নে অত্যন্ত বৃদ্ধি** এবং বাম পার্শ্বে ফিরিতে গুরুবস্তু **টানিয়া নামানের ন্যায় বা আকৃষ্টতার অনুভূতি** ইহার বিশেষ প্রদর্শক লক্ষণ। **ব্রায়নিয়াতেও** বামপার্শ্বে শয়ন করিলে কষ্টের বৃদ্ধি ও আকৃষ্টভাবের অনুভূতি হয়; কিন্তু দক্ষিণ পার্শ্বে শয়ন করিলে রোগী তাহার উপশম বোধ করে। **ম্যাগ্নেসিয়া মিউরিয়েটিকাতেও** যকৃদ্বিকার জন্য পিত্তলক্ষণ আছে, কিন্তু রোগী **মার্কুরিয়াসের** ন্যায় দক্ষিণ পার্শ্বে শয়ন করিলে তাহার কষ্টকর লক্ষণের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। **ম্যাগ্নেসিয়া** কোষ্ঠবদ্ধে, **মার্ক** উদরাময়ে বিশেষতা লাভ করে। **নাক্স্ ভর** ন্যায় **টিলিয়াতেও** পর্য্যায়ক্রমিক কোষ্ঠবদ্ধ এবং উদরাময় থাকিতে পারে।

৩। জ্যান্থক্সাইলাম (Xanthoxylum.)

তুলনীয় ঔষধ।—বেল, সিমিসি, জেল্‌স্।

সাধারণ ক্রিয়া।—জ্যান্থক্সাইলাম স্নায়ুমণ্ডলে ক্রিয়া প্রকাশ করিলে অনুভূতিপ্রদ স্নায়ুর উত্তেজনা ও কার্য্যতৎপরতার বৃদ্ধি

banglabooks.in

হয়। ইহা গতিপ্রদ স্নায়ুতে স্বল্পতর ক্রিয়া প্রকাশ করে। ইহার গৌণ-ক্রিয়াফলস্বরূপ গতিপ্রদ এবং অনুভূতিপ্রদ উভয়বিধ স্নায়ুর পক্ষাঘাত অথবা নিশ্চেষ্ট ভাব উপস্থিত হইলে জীবনিশক্তি অবসাদগ্রস্ত হয়। শ্লৈষ্মিকঝিল্লি, পেশী এবং গ্রন্থিল উপাদান সকলই ইহার বিশেষ ও উত্তেজক কার্য্যাধীন। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে, ইহার ক্রিয়ার অতি প্রয়োজনীয় বিষয়মধ্যে স্ত্রীজননেন্দ্রিয়লক্ষণ স্মরণীয় বলিয়া বিবেচনা করা যায়। কেননা ইহা স্ত্রীলোকের অতি শীঘ্র এবং অতি প্রচুর ঋতুস্রাব সহ কঠিন স্নায়ুশূল উপস্থিত করায় রোগ বাধক বা রজোকৃচ্ছ্র রোগের প্রকৃতি প্রাপ্ত হয়।

লক্ষণ।

স্নায়ু।—সূক্ষ্ম খোঁচার ন্যায় বেদনা; শরীরে বৈদ্যুতিক স্রোত প্রবেশের ন্যায় ঝাঁকি বা শক্ (Shock); শরীরের বাম পার্শ্বে অধিকতর অসাড়তা থাকে। অনুভূতিপ্রদ স্নায়ুতে ঔষধের বিশেষ ক্রিয়া হইলেও ইহা জীবনিশক্তির সুস্পষ্ট অবসাদ উৎপন্ন করায় প্রতিক্রিয়াশক্তির অভাব ঘটে।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—অণ্ডাধারের (ovary) বেদনা জননেন্দ্রিয়ের ক্রুরেল স্নায়ু (genitocrural nerves) বাহিয়া নিম্নাভিমুখীন হয়। স্নায়ুশূল প্রকৃতির রজঃকৃচ্ছ্র রোগে ভয়াবহ কষ্ট ও বেদনা সহ ঋতুস্রাব, অতি শীঘ্রাগত ও অতি প্রচুর, এবং শিরশূল ও উরুর সম্মুখে নিম্নবাহী বেদনা; রোগী গুল্মবায়ুলক্ষণযুক্ত, অত্যন্ত উত্তেজনাপ্রবণ হয় এবং সহজেই চমকিয়া উঠে। উপরিউক্ত প্রকারের প্রসবান্তিক বেদনায় প্রচুর প্রসবান্তিক বা লোকিয়ার স্রাব।

চিকিৎসা।—হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাক্ষেত্রে **জ্যান্থক্সাইলাম** একমাত্র **রজঃকৃচ্ছ্র রোগ** বা **বাধক**

banglabooks.in

বেদনায় বিশেষ উপকার প্রদর্শন করিয়াছে। বেদনা অতি ভয়াবহরূপে যন্ত্রণাপ্রদ ও জ্বালাযুক্ত এবং তাহা ক্রুরেল স্নায়ু দ্বারা উরু বাহিয়া নিম্নাভিমুখীন হইলে উরু যেন অবশ হইয়াছে বলিয়া অনুভূতি জন্মে। সাধারণতঃ ঋতুস্রাব প্রচুর থাকে এবং জরায়ুতে অতি যন্ত্রণাপ্রদ ঠেলমারা বেদনা হয়। জ্যান্থক্সাইলামের বেদনা সাধারণতঃ শরীরের বামপার্শ্ব আক্রমণ করিলেও ইহা দক্ষিণ অণ্ডাধার আক্রমণ করিয়া থাকে। বাধকের বেদনা স্নায়ুশূলপ্রকৃতিবিশিষ্ট। ডাং হেল বলেন যে ইহা দ্বারা উপকার পাইতে হইলে বেদনার স্নায়বিক প্রকৃতি অধিকতর থাকার প্রয়োজন। ইহার রোগাক্রমণের পূর্ব্বদিন বামচক্ষূর্দ্ধপ্রদেশে শিরঃশূল হইতে পারে। একহারা, কোমলাঙ্গী ও বাত প্রকৃতির স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে ইহা উপযোগী।

৪। জ্যাবরেণ্ডাই (Jaborandi)।

তুলনীয় ঔষধ।—এগারি, এট্রপি, এমিল নাই, ফাইজ।

সাধারণ ক্রিয়া—ঔষধপরীক্ষার্থ জ্যাবরেণ্ডাই সেবন করাইলে অচিরাৎ মুখমণ্ডল লোহিতবর্ণ ধারণ করে এবং মুখলালার স্রাব ও ঘর্ম্ম আরম্ভ হইয়া কতিপয় ঘণ্টা থাকিলেও এক ঘণ্টার মধ্যেই মূত্রের পরিমাণ হ্রাস হইয়া যায়। ইহার সঙ্গে সঙ্গে চক্ষুজলের অতিশয় বৃদ্ধি ও নাসিকা হইতে প্রচুর স্রাব হয়; এবং গলগহ্বর, শ্বাসনলী এবং বায়ুনালী বা ব্রঙ্কাইরও শ্লেষ্মাস্রাবের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। কণীনিকা সংকুচিত এবং দৃষ্টিসামঞ্জস্যকারী পেশী ক্রিয়ার অক্ষেপ। লালাস্রাব ও ঘর্ম্ম নিবৃত্তি হওয়ার পরে শরীরাংশনিচয়, বিশেষতঃ মুখ এবং গলগহ্বর অত্যন্ত শুষ্ক হওয়ায় প্রভূত তৃষ্ণা উপস্থিত হয়। শোণিতগতির বৃদ্ধি হইলেও ধমনীর আততভাবের খর্ব্বতা এবং শরীরতাপের হ্রাস জন্মে।

চিকিৎসা—অনেক সময়ে কলেরা প্রভৃতি তরুণ রোগের

banglabooks.in

পতনাবস্থার এবং **থাইসিস্** প্রভৃতি সাংঘাতিক পুরাতন রোগের ঘর্ম্ম **জ্যাবরেণ্ডাই** দ্বারা নিবারিত হইয়া থাকে। **অন্তঃসত্ত্বাবস্থায় কষ্টপ্রদ মুখলালাস্রাবের** ইহা অন্যতম ঔষধ। মর্ফিয়া দ্বারা পিত্তশিলা জনিত উদরশূল নিবারণের পর কোন রোগীর প্রভূত মুখলালার স্রাব জন্য প্রগাঢ় বিবমিষা ও ভয়াবহ বমন হওয়ায় তাঁহার অতি শোচনীয় অবস্থা হইয়াছিল। আমি তাঁহাকে এক মাত্রা **জ্যাবরেণ্ডাই** ৩০ ব্যবস্থা করায় প্রায় ২ মিনিটের মধ্যেই তিনি সম্পূর্ণ সুস্থতা লাভ করিয়া সুনিদ্রাগত হইয়াছিলেন। **ঋতু-সন্ধিকালীন শোণিতোচ্ছ্বাস** এবং তাহার আনুষঙ্গিক প্রচুর ঘর্ম্ম, শরীরসীমার শীতলতা, বিবমিষা ও বমন ইহা আরোগ্য করিয়াছে; **কর্ণমূলগ্রন্থির স্ফীতি ও প্রদাহ,** বিশেষতঃ তাহা অণ্ডকোষে স্থানান্তরিত হইলে, ইহা দ্বারা আরোগ্য হয়। ফলতঃ নানাপ্রকার **দৃষ্টিবিভ্রাট** সংশোধনেই ডাং এলেনের মতে ইহা বিশেষ সুখ্যাতি লাভ করিয়াছে, যথা—চক্ষুর সিলিয়ারী পেশীর আক্ষেপ; মতিয়াবিন্দুঘটিত দৃষ্টিদৌর্ব্বল্য; চক্ষু গোলকাদির গঠন বিকার জন্য দৃষ্টিসম্পাদনীয় সামঞ্জস্যের অভাব বশতঃ দৃষ্টিদৌর্ব্বল্য; বক্রদৃষ্টি—যাহাতে সুস্থ চক্ষু দ্বারা বস্তুবিশেষ দর্শনকালে টেরা চক্ষু অভ্যন্তর দিকে ঘূর্ণিত হয়; বিশেষ করিয়া বক্রদৃষ্টির অস্ত্রচিকিৎসার পর।

---

banglabooks.in

লেক্‌চার ৮১ (LXXXI.)

ইরিকেসি জাতীয় ঔষধশ্রেণী।

১। রডডেণ্ড্রণ। ২। চিমাফিলা।

৩। ক্যাল্মিয়া। ৪। লিডাম।

১। রডডেণ্ড্রণ (Rhododendron Chrysanthemum.)।

উপচয় ;—প্রাতঃকালে ; বিশ্রামকালে ; বিদ্যুৎযুক্ত ঝটিকার পূর্ব্বে ; সিক্ত এবং শীতল বায়ুতে ; ঝটিকাবিশিষ্ট এবং শীতল দিবসে।

উপশম ;—শয্যার ঊর্দ্ধে অঙ্গ আকৃষ্ট রাখিলে।

সম্বন্ধ ;—রডডেণ্ড্রণের কার্য্যপ্রতিষেধক—ব্রায়, ক্যাম্ফ, ক্লিমে, রাস্।

তুলনীয় ঔষধ ;—অরাম, ব্রায়, ক্যাল্কে কা, ক্লিমে, কনা, ক্যাল্মিয়া, লিডাম, লাইক, মার্ক, নাক্স্ ভ, পাল্স্, রেনাঙ্কু, রাস্, সিপি, সিলিক, সাল্ফ।

সাধারণ ক্রিয়া ;—তান্তব এবং পৈশিক উপাদানে রডডেণ্ড্রণের ক্রিয়া হওয়ায় ইহা শরীরের সন্ধিবাতিক এবং রসবাতিক অবস্থা উৎপন্ন করে। অণ্ডকোষ এবং উপকোষের (Epididymis) আক্রমণ দ্বারা ইহা তাহাদিগের প্রদাহ, স্ফীতি ও দড়কচড়া ভাব উপস্থিত করে।

লক্ষণ।

পুংজননেন্দ্রিয় ;—মলদ্বার হইতে অণ্ডকোষ পর্য্যন্ত আকৃষ্টবৎ বেদনা। অণ্ডকোষ ঊর্দ্ধে আকৃষ্ট, স্ফীত এবং বেদনাযুক্ত। অণ্ডকোষ, বিশেষতঃ উপকোষ স্পর্শে তীব্র বেদনাযুক্ত। অণ্ডকোষ নিষ্পেষিতবৎ বেদনা সহ পর্য্যায়ক্রমিক আকৃষ্টতা। অণ্ডকোষের, বিশেষতঃ দক্ষিণ অণ্ডকোষের স্ফীতি ও দড়কচড়াভাব সহ প্রচণ্ড আকৃষ্টবৎ বেদনা উদর

banglabooks.in

এবং উরু পর্য্যন্ত বিস্তৃত। দক্ষিণ অণ্ডকোষে খোঁচা ও সূচিবেধবৎ বেদনা। অণ্ডকোষবেষ্টত্বকে চুলকনা এবং তৎসন্নিহিত প্রদেশে তাপ।

গ্রীবা ও পৃষ্ঠ ;—প্রত্যূষে শয্যায় থাকিতে অথবা গাত্রোত্থান করিলে গ্রীবাপশ্চাতে রসবাতিক বেদনা এবং কাঠিন্য। কটিদেশে ঘৃষ্টবৎ বেদনার রজনীতে ও বর্ষণযুক্ত দিবসে বৃদ্ধি। পৃষ্ঠে মোচড়লাগার ন্যায় অথবা বক্র হইয়া বসিয়া থাকার ন্যায় বা অনেকক্ষণ পৃষ্ঠ চাপিয়া শয়ন করিয়া থাকার ন্যায় বেদনা। উপবেশনাবস্থায় পৃষ্ঠবেদনার শরীর-চালনায় হ্রাস এবং নত করায় বৃদ্ধি।

অঙ্গাদি ;—সমুদয় অঙ্গেই রসবাতিক, আকৃষ্টবৎ এবং ছিন্ন করার ন্যায় বেদনার বিশ্রামে এবং ঝটিকা ও বর্ষণযুক্ত দিবসে বৃদ্ধি। সন্ধিতে মোচড় লাগার ন্যায় বেদনা এবং ছিন্ন ও আকৃষ্টবৎ বেদনাও হয়। অধিকাংশ সময়ে প্রগণ্ড ও জঙ্ঘার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থানের অস্থিবেষ্টঝিল্লিতে আকৃষ্ট ও ছিন্নবৎ বেদনার রজনীতে, বিশ্রামে এবং আবহাওয়ার পরিবর্ত্তনে বৃদ্ধি। হস্তের তাপ ; দক্ষিণ হস্তের মধ্যমা এবং অনামিকা অঙ্গুলিতে চুলকনা সহ বিসর্পবৎ রক্তিমা।

প্রদর্শক লক্ষণ ;—রডডেণ্ড্রণের প্রধান প্রকৃতি এই যে **সিক্ত, শীতল ও ঝটিকাযুক্ত দিবসে,** বিশেষতঃ **ঝটিকার সময়াপেক্ষা তাহার অব্যবহিত পূর্ব্বে,** যখন বায়ু বিদ্যুৎপূর্ণ বা বিদ্যুৎ ভারাক্রান্ত হইয়া উঠে তখন রোগের বৃদ্ধি হয়। বায়ুর বৈদ্যুতিক অবস্থার সহিত সম্বন্ধ থাকায় ইহা ফস, নেট্রু কা এবং সিলিসিয়া সহ তুলনীয়। বিশ্রামকালে রোগ-যন্ত্রণার বৃদ্ধি এবং শরীর চালনার অবস্থায় তাহার হ্রাস হওয়ায় ইহা রাস সহ তুলনীয়। কিন্তু রডডেণ্ড্রণের রোগ গভীরতর উপাদান আক্রমণ করায় ও বিদ্যুৎযুক্ত ঝটিকা সহ তাহার বৃদ্ধির সম্বন্ধ থাকায় রাস হইতে প্রভেদিত হয়।

banglabooks.in

চিকিৎসা।

মুষ্কপ্রদাহ, একশিরা বা অর্কাইটিস্।—পুরাতন একশিরা রোগে স্ফীত ও দড়কচড়াভাবযুক্ত অণ্ডকোষ ক্রমে ক্ষয়প্রাপ্ত এবং শীর্ণ হইতে থাকিলে **রডডেণ্ড্রণ** দ্বারা উপকার প্রত্যাশা করা যায়। অণ্ডকোষে **পেষিত হওয়ার** অথবা **ছেঁচা লাগার ন্যায় বেদনা** ইহার প্রদর্শক লক্ষণ।

অরাম—পুরাতন একশিরা রোগে অণ্ডকোষরজ্জুতে স্নায়ুশূল হইলে এবং রোগ দক্ষিণ পার্শ্বে অধিকতর থাকিলে ইহা উপযোগী।

ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া—দক্ষিণ অণ্ডকোষরজ্জুতে জ্বালাযুক্ত ও সূচিবেধবৎ বেদনা এবং দক্ষিণ অণ্ডকোষে আকৃষ্টবৎ বেদনা হইলে ইহা প্রয়োগযোগ্য।

২। চিমাফিলা (Chimaphila Umbellata.)।

তুলনীয় ঔষধ।—একন, এপিস, এপসাই, ক্যানা, স্যাট, ক্যান্থা, ইকুইসি।

সাধারণ ক্রিয়া এবং লক্ষণ।—চিমাফিলা, মূত্রযন্ত্র আক্রমণ করায় তাহার, বিশেষতঃ মূত্রস্থালীর প্রতিশ্যায়িক প্রদাহ উৎপন্ন হয়। উপরিউক্ত প্রদাহ জন্য মূত্রের বর্ণের অতীব গভীরতা জন্মে এবং দুর্গন্ধ মূত্রে অধিক পরিমাণে দড়ি দড়ি শ্লেষ্মার অথবা রক্তসংযুক্ত শ্লেষ্মার এবং প্রচুর শ্লেষ্মার তলানির বর্ত্তমানতা প্রভৃতি লক্ষণ থাকে। মূত্রত্যাগ করিতে জ্বালা হয় ও মূত্রপথ ঝল্‌সিয়া যায় এবং মূত্রত্যাগের পূর্ব্বে ও পরে অত্যন্ত কুন্থন থাকে।

চিকিৎসা।—উপরিউক্ত লক্ষণযুক্ত **মূত্রকৃচ্ছ্র** রোগে **চিমাফিলা** অন্যতম প্রধান ঔষধ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। **মূত্ররোধ** (Retention of urine); শিশুদিগের **মূত্রাঘাত**

banglabooks.in

(Suppression of urine); এবং মূত্ররোধকারী প্রষ্টেটগ্রন্থিপ্রদাহ প্রভৃতি রোগের ইহা প্রশংসিত ঔষধ।

৩। কাল্মিয়া ল্যাটিফলিয়া (Kalmia Latifolia.)

সম্বন্ধ ;—ক্যাল্মিয়ার কার্য্যপ্রতিষেধক—একন, বেল।

তুলনীয় ঔষধ ;—একন, বেল, সিমিসি, ডিজি, হিপার সা, কেলি সল্টস্, স্পাইজি, রাস্। হৃৎপিণ্ড রোগে স্পাইজিলিয়ার পর ক্যাল্মিয়া সুফলপ্রদ (হেরিং)।

সাধারণ ক্রিয়া ;—ক্যাল্মিয়ার প্রধান আক্রমণফলস্বরূপ হৃৎপিণ্ড স্পন্দনের শক্তির ও সঙ্খ্যার হ্রাস জন্মে এবং নাড়ী ধীর গতি ও দুর্ব্বল হইয়া যায়। স্নায়ু এবং পেশীমণ্ডলে ইহার ক্রিয়া হওয়ায় ইহা স্নায়ুশূল এবং রসবাতিক বেদনা, চন্‌চনি, অসাড়তা ও অস্থিরতা উৎপন্ন করে। ইহার রসবাতিক বেদনার বিশেষতা এই যে তাহা সন্ধি হইতে সন্ধি অন্তরে যায়, অতি তীব্র বেদনা গুল্ফ সন্ধি অধিকতর আক্রমণ করে এবং সামান্য চালনায় বেদনার বৃদ্ধি হয়।

লক্ষণ।

স্নায়ু ;—পেশীনিচয়ের দুর্ব্বলতা। রোগী সর্ব্বপ্রকার শ্রমসাধ্য-কার্য্যই পরিত্যাগ করে, কষ্টে উপর তলায় যাইতে পারে। স্নায়ুশূলে দুর্ব্বলতাই এক মাত্র সাধারণ লক্ষণ থাকে। উদরাময়ে শ্রান্তি ও শিরো-ঘূর্ণন জন্মে। হৃৎকম্প হইলে শরীরের কম্প ও লোমহর্ষণ হয়। বেদ-নায় দক্ষিণ বাহুর অত্যন্ত কাঠিন্য জন্মে। খোঁচার ন্যায়, ছিন্নবৎ, চাপিত করার ন্যায় অথবা নিম্নাভিমুখীন তীরবেধবৎ বেদনা। বেদনায় আক্রান্ত অংশে অসাড়তা জন্মে অথবা বেদনা অন্তর্হিত হইলে অসাড়তা থাকিয়া যায়।

চক্ষু ;—চক্ষু সম্মুখে মিটি মিটি আলোকের দৃশ্য। অসম্পূর্ণ দৃষ্টি।

banglabooks.in

চক্ষুতে বেদনা, চক্ষু ঘূর্ণিত করিলে বর্দ্ধিত। চক্ষুর চতুঃপার্শ্বে এবং চক্ষুপুটে কাঠিন্যের অনুভূতি। চক্ষুতে সূচিবেধবৎ বেদনা।

হৃৎপিণ্ড এবং নাড়ী ;—হৃৎকম্প হইলে উৎকণ্ঠা, শ্বাসকষ্ট এবং মূর্চ্ছার ভাব জন্মে। ধীরে সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া উঠিতেও হৃৎপিণ্ডের থরথর কম্পভাব। হৃৎপিণ্ডদেশে রসবাতিক বেদনা। নাড়ী ধীরগতি এবং ক্ষীণ; অনিয়মিত; দ্রুত আঘাতকারী, কিন্তু দুর্ব্বল।

হৃৎপিণ্ডবিবৃদ্ধি এবং রসবাতের পর হৃৎকপাটের অকর্ম্মণ্যতা অথবা ঘনীভূত অবস্থা। হৃৎপিণ্ডের রসবাত নিবন্ধন তীরবেধ ও ছুরিকাঘাতবৎ বেদনা, হৃৎপিণ্ড হইতে বক্ষ ভেদ করিয়া বাম অংসফলকাস্থি পর্য্যন্ত যাওয়ায় হৃৎপিণ্ডের প্রচণ্ড আঘাত হইতে থাকে।

পৃষ্ঠ ;—রজনীতে শয়নাবস্থায় পৃষ্ঠে বেদনা। মেরুদণ্ডে অতিশয় তাপ ও জ্বালাযুক্ত ও অবিশ্রান্ত বেদনা, কখন কখন কটিদেশে অধিকতর। শ্রোণিতে তীব্র অথবা আকৃষ্টবৎ বেদনায় শরীর চালনায় ও সন্ধ্যাকালে বৃদ্ধি। সন্ধ্যাকালে শয়নাবস্থায় কটিতে পক্ষাঘাতিক বেদনা এবং খঞ্জতা।

অঙ্গনিচয়।—বাম বাহুতে বেদনা। বাম বাহুতে চাপবোধ। সন্ধিনিচয় তপ্ত, লোহিত এবং স্ফীত। বঙ্ক্ষণ বা হিপসন্ধি হইতে পদ পর্য্যন্ত অঙ্গে রসবাতিক বেদনা। স্নায়ুশূলবৎ বেদনা গ্রীবা হইতে দক্ষিণ বাহু বহিয়া কনিষ্ঠা অথবা অনামিকা অঙ্গুলি পর্য্যন্ত যায়।

জ্বর। শীত ও তাপের ত্বরিত পরিবর্ত্তনশীলতা। কম্পে শরীরের শীতলতা কখন থাকে, কখন বা থাকে না।

চিকিৎসা।

স্নায়ুশূল বা নিউরেল্জিয়া ;——শৈত্যসংস্পর্শ জনিত স্নায়ুশূলরোগে **ক্যাল্মিয়া** উপকারী। ইহার বিদীর্ণকারী বেদনা

ঊর্দ্ধ চুয়ালের দন্ত পর্য্যন্ত আক্রমণ করে এবং তাহা দক্ষিণপার্শ্বে অধিকতর থাকে; মানসিক শ্রান্তি এবং উত্তেজনায় বর্দ্ধিত। ক্যাল্‌মিয়া ও ক্রিয়োজোটের স্নায়ুশূলে জ্বালা থাকে।

ভার্বেস্কাম্—ইহার গণ্ডাস্থির স্নায়ুশূলে চাপ ও আততভাব থাকে এবং চাপে, চর্ব্বণে ও শীতলবায়ুসংস্রবে তাহার বৃদ্ধি হয়।

রোগী বোধ করে যেন আক্রান্ত শরীরাংশ চূর্ণবিচূর্ণ এবং সাঁড়াশির মধ্যে পিষ্ট হইয়াছে; হাঁচিলে ও কথা বলিলে তাহার বৃদ্ধি।

হৃৎরোগ বা হার্টডিজিজ—হাইপারট্রফি অব দি হার্ট বা হৃদ্বিবৃদ্ধি।—হৃৎপিণ্ডবিবৃদ্ধিরোগে, বিশেষতঃ তাহা রসবাত ঘটিত হইলে ক্যাল্মিয়া ফলপ্রদ। ইহাতেও হৃদ্‌রোগের সাধারণ লক্ষণ, "বাম হস্তের অসাড়তা" বর্ত্তমান থাকে। ক্যাল্মিয়ারোগে হৃৎপিণ্ড প্রদেশে অত্যন্ত বেদনা ও অবক্তব্য যন্ত্রণা, কথঞ্চিৎ শ্বাসকষ্ট, হৃৎকম্প, এবং আমাশয়প্রদেশ হইতে হৃৎপিণ্ড অভিমুখে চাপ থাকে। হৃৎপিণ্ডক্রিয়া অনিয়মিত হয় এবং তাহার প্রত্যেক তৃতীয় অথবা চতুর্থ আঘাতের লোপ ঘটে। বক্ষঃ ভেদ করিয়া অংশফলকাস্থি পর্য্যন্ত তীর বেঁধার ন্যায় বেদনা। বহিঃস্থ-প্রয়োগ দ্বারা স্থানিক রসবাত রোগ বসাইয়া দিলে যে হৃৎরোগ জন্মে তাহার পক্ষে ক্যাল্‌মিয়া উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া বিবেচিত। ক্যাল্‌মিয়ার নাড়ীস্পন্দন মন্থর হইলেও ডিজিট্যালিসের তুল্য নহে।

ফাইটল্যাক্কার হৃৎপিণ্ডরোগে দক্ষিণ বাহুর চন্‌চনি ও অসাড়তা জন্মে, কিন্তু বাম বাহুর ঐরূপ লক্ষণে ক্যাল্‌মিয়া, রাস এবং একনাইট প্রধান স্থান অধিকার করে।

রসবাত নিবন্ধন তরুণ হৃৎবেষ্টঝিল্লিপ্রদাহ বা পেরিকার্‌ডাইটিস্‌রোগে তীব্র বেদনায় শ্বাসাভাব উৎপন্ন করিলে ক্যাল্‌মিয়া তাহার ঔষধ।

banglabooks.in

ডাং হেরিং বলেন, হৃৎস্পন্দনের অতি বৃদ্ধি নিবারণে **ক্যাল্মিয়া** বিশেষ সাহায্য করে।

রসবাতরোগ বা রিউম্যাটিজম।—স্থানপরিবর্ত্তনশীল রসবাতরোগের ঔষধমধ্যে **ক্যাল্মিয়া** অন্যতম। বক্ষের রসবাতরোগের, অথবা সন্ধির রসবাত বা গাউটরোগ, সম্ভবতঃ বহিঃপ্রয়োগের ঔষধ ব্যবহারে অন্তঃপ্রবিষ্ট হইয়া বা বসিয়া যাইয়া হৃৎপিণ্ড আক্রমণ করিলে, ইহা তাহার বিশেষ ঔষধ বলিয়া পরিগণিত। ইহার ছিন্নবৎ জঙ্ঘার বেদনায় স্ফীতি ও জ্বর থাকে না, কিন্তু অতিশয় দৌর্ব্বল্য থাকায় ইহাকে **কল্‌চিকাম** সহ তুলনা করা যায়। **ক্যাল্মিয়ার** বক্ষদেশের বেদনা তীর বেঁধার ন্যায় নিম্নাভিমুখী হইয়া আমাশয় ও উদরে প্রবেশ করে। গ্রীবাপেশী টাটায় এবং পৃষ্ঠ খঞ্জতা প্রাপ্ত হয়। হেরিং বলেন "**ক্যাল্মিয়ার** রসবাত শরীরের উর্দ্ধাংশ হইতে নিম্নাংশে যায়," কিন্তু ডাং ফ্যারিংটনের মতে **লিডামের ন্যায় সর্ব্বাবস্থাতেই এই বেদনা নিম্ন হইতে উর্দ্ধগামী হয়।** যাহাই হউক, ইহার রসবাতিক বেদনা হস্তের উর্দ্ধাংশে ও পদের নিম্নাংশে অধিকতর থাকে এবং নিদ্রার প্রারম্ভে তাহা বর্দ্ধিত হয়। **ক্যাল্মিয়ার** প্রদাহিক রসবাতরোগ স্থানপরিবর্ত্তনশীলতা বশতঃ সন্ধি হইতে সন্ধি অন্তরে যায় এবং তাহাতে প্রবল জ্বর, অসহনীয় বেদনা ও হৃৎপিণ্ড আক্রমণের প্রবণতা থাকে এবং অঙ্গচালনায় বর্দ্ধিত হয়। হৃৎকপাটে সঞ্চিত পদার্থ (deposit) সম্বন্ধে **ক্যাল্মিয়া** এবং **লিথিয়াম কার্ব্বনিকাম** আমাদিগের সর্ব্বাগ্রগণ্য ঔষধ। **লিডাম** এবং **ক্যাল্মিয়া** ব্যতীতও রসবাতরোগে **রডডেণ্ড্রণ** আমাদিগের অন্যতম উপকারী ঔষধ। **আবহাওয়ার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে রোগের হ্রাসবৃদ্ধি রডর** বিশেষ প্রদর্শক লক্ষণ;

banglabooks.in

রাসের ন্যায় ইহারও বেদনার বিশ্রামে বৃদ্ধি হইয়া থাকে। লিডামের ন্যায় রডর রোগও বিশেষরূপে ক্ষুদ্র সন্ধি আক্রমণ করে। ক্যাল্‌মিয়াও ক্ষুদ্র সন্ধি আক্রমণ করে, কিন্তু লিডাম অথবা রডর ন্যায় তাহার কোন বিশেষ প্রভেদক নাই। ডাল-কামারাও রসবাতরোগের একটি প্রধান ঔষধ, হঠাৎ বায়ুর পরিবর্ত্তন ইহার বেদনার বৃদ্ধির কারণ।

৪। লিডাম্ (Ledum pafustre)

সম্বন্ধ।—লিডাম্ যাহার কার্য্যের প্রতিষেধক—আল্‌কহল, এপিস, সিংক। লিডামের কার্য্যের প্রতিষেধক—ক্যাম্ফর।

সাধারণ ক্রিয়া।—রসঝিল্লি শৈষ্মিকঝিল্লি ও তান্তবোপাদন এবং অস্থিবেষ্টঝিল্লি ও ত্বক্ লিডাম দ্বারা আক্রান্ত হওয়ায় উপরিউক্ত উপাদানাদির যে প্রদাহ জন্মে, তাহা সন্ধিবাত অথবা রসবাতিক প্রকৃতি ধারণ করে। তাহাতে স্রাবের বৃদ্ধি এবং ঘনত্ব জন্মিলে উপাদানে নিরেট পার্থিববস্তুস্তূপের সংস্থাপনা হয়। রুগ্ন শরীরাংশের শীর্ণতা এবং সম্পূর্ণ শরীরে শোথবৎ স্ফীতি জন্মে। রসবাত ও ক্ষুদ্রবাত বা গাউটরোগ প্রবণতাবিশিষ্ট এবং অমিত-সুরাপান-ভগ্ন-স্বাস্থ্য ব্যক্তিদিগের পক্ষে ইহা উপযোগী।

লক্ষণ।

স্নায়ু।—উৎকণ্ঠার ভাব এবং মূর্চ্ছার ফিট্। অঙ্গনিচয় এবং সম্পূর্ণ শরীর ঘৃষ্ট বা আঘাত প্রাপ্তবৎ বেদনাযুক্ত। অঙ্গাদি জ্বালা করে বলিয়া ও তাহার তাপ জন্য শয্যার তাপ সহ্য হয় না, রোগী অনাবৃত হইতে চাহে। বেদনা আক্রান্ত শরীরাংশ হঠাৎ পরিবর্ত্তন করে। বেদনার প্রকৃতি খোঁচার ন্যায়, ছিন্ন, এবং দপ্ দপানিবৎ।

banglabooks.in

চক্ষু। আলোকাসহিষ্ণুতা; কনীনিকার বিস্তৃতি। জ্বালাযুক্ত ও হাজাকর জলস্রাব। কঞ্জাংটাইভা বা যোজক ঝিল্লিতে কালশিরা।

শ্বাসযন্ত্র।—স্বরযন্ত্রের শুড়শুড়ি বশতঃ ফাঁপা শব্দযুক্ত, যন্ত্রণাকর এবং আক্ষেপিক কাসি; কাসির পূর্ব্বে রোগীর শ্বাসাভাব ঘটে, পরে মস্তক ঘূর্ণিত হওয়ায় রোগী টলিতে টলিতে চলে; দুইবারের চেষ্টায় সম্পূর্ণ শ্বাস গৃহীত হয়; অপরাহ্ণ ১২ টার পরে ও প্রাতঃকালে দুর্গন্ধ, পূয়বৎ অথবা রক্ত ও বুদ্‌বুদযুক্ত রক্ত নিষ্ঠ্যূত হয়।

গ্রীবা ও পৃষ্ঠ।—উপবেশনাবস্থা হইতে গাত্রোত্থানকালে পৃষ্ঠ এবং কটির বেদনাযুক্ত অনমনীয়তা; অংসফলকাস্থিদেশেও ঐরূপ বেদনা।

ঊর্দ্ধাঙ্গ।—অঙ্গের রসবাতিক ও ছিন্নবৎ বেদনার চালনায় বৃদ্ধি। বৃদ্ধাবস্থায় হস্তচালনায় অথবা কিছু ধারণে যেরূপ কম্প হয়, হস্তের তদ্রূপ কম্প। বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের প্রথম সন্ধিতে গর্ত্ত করার ন্যায় বেদনা। হস্তাঙ্গুলির পংক্তিঅস্থি (phalanges) বেষ্ঠঝিল্লি বেদনাযুক্ত।

নিম্নাঙ্গ।—বাম হিপসন্ধিপশ্চাতে মোচড় লাগার ন্যায় বেদনায় বোধ যেন পেশীনিচয় স্থানচ্যুত; চলিতে অথবা স্পর্শে বেদনার বৃদ্ধি। ভ্রমণকালে জানুসন্ধিতে স্ফীতি এবং টানটান ভাব ও খোঁচা লাগার ন্যায় বেদনা। জানুসন্ধির কড়কড়ানি। টনটনে্ বেদনা ও স্ফীতি পায়ের ডিমের ঊর্দ্ধে বিস্তৃত ও সন্ধ্যাকালে বর্দ্ধিত প্রাতঃকালে জংঘার কাঠিন্য। ভ্রমণকালে জানুর দুর্ব্বলতা ও কম্প। জানু-সন্ধিতে টাটানি ও ছিন্নবৎ বেদনা। গুল্‌ফসন্ধিতে মোচড় লাগার বা পদস্খলন হওয়ার ন্যায় বেদনা, চালনায় বর্দ্ধিত। পদের এবং তাহা হইতে জানু পর্য্যন্ত স্থানের স্ফীতি। পদ ভারি ও ক্লান্ত এবং অনমনীয় ও কঠিন। ভ্রমণে পদতলের বেদনায় যেন তাহা ঘৃষ্ট হইয়াছে।

banglabooks.in

পদ নিক্ষেপ করিলে তাহার বৃদ্ধাঙ্গুলির তলদেশ স্ফীত, কোমল ও ঘৃষ্টবৎ বোধ। পদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে সূচিবেধবৎ বেদনা।

অঙ্গনিচয়। সন্ধির উপরে বেদনাযুক্ত ও কঠিন গুটিকা বা নোড ও চূর্ণ কঙ্করবৎ পিণ্ডাকার পদার্থ। জানু এবং মনিবন্ধসন্ধিতে চাপযুক্ত বেদনা। ক্ষুদ্র সন্ধির রসবাত। রসবাত নিম্নাঙ্গে আরম্ভ হইয়া উর্দ্ধে যায়। রজনীতে শয্যায় গাত্রচালনা করিলে সমস্ত সন্ধিতে পক্ষাঘাতিক বেদনা। অঙ্গাদি অসাড় ও তাহাতে ঝিন্‌ঝিনি। শরীরের নানা বিধ স্থান ও সন্ধির বেদনার ওয়াইনমদ্যপানে বৃদ্ধি।

ত্বক্‌।—ত্বগুদ্ভেদে কীটদংশনবৎ জ্বালা ও হুল বিদ্ধবৎ বেদনা।

চিকিৎসা।

রসবাতরোগ বা রিউম্যাটিজম এবং গাউট বা ক্ষুদ্র বাত।—রসবাত ও গাউটরোগের, বিশেষতঃ গাউটের, **লিডাম** অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ মধ্যে গণ্য। **শরীরের নিম্ন হইতে বেদনার শরীরোর্দ্ধে যাওয়া** ইহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রদর্শক। **কল্‌ফাইলাম্‌** এবং অন্যান্য কতিপয় ঔষধের এবং ইহারও ক্ষুদ্র সন্ধি সহ বিশেষ আকর্ষণ দৃষ্টিগোচর হয়। তাহাতে গুটিকা জন্মে এবং বেদনা উর্দ্ধগামী হয়। শয্যাতাপে বেদনার বৃদ্ধি। সন্ধিমধ্যে অল্প রসক্ষরণ হয় এবং তাহা শুষ্ক ও কঠিন হওয়ায় পূর্ব্ব কথিত বর্ত্তুল (Nodosities) জন্মে। **লিডাম, কল্‌চিকামের** ন্যায়ই, সন্ধিতে প্রবল ও ছিন্নবৎ বেদনা উৎপন্ন করে; আক্রান্ত অঙ্গের দুর্ব্বলতা এবং উপরিভাগে শীতলতা ও অসাড়তা জন্মে। কোন প্রকার উদ্ভেদ কিম্বা স্ফীতি অথবা জ্বর ব্যতীত রসবাতিক রক্তিমা (Erythema Nodosum) জন্মিলে **লিডাম** তাহা আরোগ্য করিয়া থাকে। পদের এক প্রকার কঠিন ও অদম্য স্ফীতি **লিডাম** দ্বারা আরোগ্য হয়। ফলতঃ নিম্নলিখিত কতিপয় বিশেষ লক্ষণ দ্বারা এ রোগে **লিডাম**

banglabooks.in

পরিচিত হইয়া থাকে, যথাঃ—১। বেদনার উর্দ্ধগতি। ২। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সন্ধিতে "বর্ত্তুল" বা নোডের সংস্থাপনা। ৩। শয্যাতাপে রোগের বৃদ্ধি। ৪। চালনায় বেদনার বৃদ্ধি। অধিক মাত্রায় কল্‌চিকাম প্রয়োগ নিবন্ধন কুফল নষ্ট করিতে ইহা সক্ষম।

সন্ধিবাত বা আথ্রাইটিস্।—লিডাম গাউটের ন্যায় নানা প্রকার সন্ধিরোগও আরোগ্য করিতে সক্ষম। ইহাতে পদ নিক্ষেপ করিলে পদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ স্ফীত হয়, টাটায় এবং বেদনা করে ও তাহার আকৃষ্টবৎ বেদনা তাপে, চাপে ও চালনায় বর্দ্ধিত হয়। ব্রায়নিয়া সহ ইহার প্রভেদ এই যে তাহাতে সন্ধি অভ্যন্তরে ইহা অপেক্ষা অধিকতর রসক্ষরণ হয়; হিপ্‌সন্ধির তাপযুক্ত স্ফীতিতে ইহা ব্রায়নি অপেক্ষা অধিকতর উপকারী। লিডামের সর্ব্বপ্রকার বেদনারই উর্দ্ধদিকে গতি। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে ইহা কল্‌চির কুফল নষ্টকারী। এজন্য এলোপ্যাথিক মতে চিকিৎসিত রোগীর প্রথম হোমিওপ্যাথিক ঔষধ লিডাম হওয়া সঙ্গত, কেননা এলপ্যাথগণ কল্‌চির বহুল ব্যবহার করাই সম্ভব। ইহা স্মরণীয় যে, শীতলতা সহ লিডামের অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, কেননা **ইহার সর্ব্ববিধ রোগলক্ষণ-সহই শীতলতা বর্ত্তমান থাকে।** গুয়েইয়াকামেও সন্ধিতে বর্ত্তুল জন্মে, কিন্তু তাহাতে অঙ্গসীমায় ছিন্নবৎ বেদনা এবং পেশীর সংকোচন হয়। জানুসন্ধিতে গাউট প্রকৃতির প্রদাহেও ইহা উপকারী।

মস্তকপ্রদাহ (শিবাগুণ্ডু, স্নেহস্রাবী ঝিল্লিপ্রদাহ।) **বা সাইনভাইটিস।**—অভিঘাত বশতঃ তরুণ সাইনভাইটিস্ রোগে সন্ধিঅভ্যন্তরে রসক্ষরণ হইলে লিডাম প্রযুক্ত হয়; আক্রান্ত শরীরাংশ স্পর্শাসহিষ্ণু থাকে, তাহাতে কনকনানি ও ছিন্নবৎ বেদনা হয়, কিন্তু জ্বর প্রায় থাকে না। নাতিপ্রবল জানুসন্ধিরোগের ইহা বিশেষ উপযোগী ঔষধ।

banglabooks.in

কল্‌চিকাম—চাপে স্পষ্টতর স্থিতিস্থাপক-কোমলতা (Fluctuation) বিশিষ্ট এবং জড় প্রকৃতির সন্ধিস্ফীতিতে ইহা উপকারী। সন্ধির কাঠিন্য জন্মে এবং সন্ধিতে জলশোথ (Hydrathrosis) প্রবণতা থাকে।

রক্তস্রাব বা হিমরেজ।—জরায়ুর বহুপদার্ব্বুদ বা পলিপাস হইতে রক্তস্রাব হইলে **লিডাম** উপকারী। এস্থলে ইহা **ভিঙ্কা মাইনর** ও **ফস্‌** সহ তুলনীয়। মদ্যপায়ী এবং রসবাতধাতুগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের রক্তকাসিতে উজ্জ্বল লোহিত ও সফেন রক্ত নিষ্ঠ্যূত হইলে ইহা দ্বারা ফলাশা করা যায়। মদ্যপায়ীর রোগে **ওপিয়াম** ইহার সহিত তুলনীয় ঔষধ।

আঘাতজ রোগ বা ইঞ্জুরিজ।— সূক্ষ্মাগ্র, অস্ত্রবিদ্ধ ক্ষত এবং কোষময় ঝিল্লিহীন শরীরাংশের ক্ষত আরোগ্যে **লিডাম** উপযোগী। বৃহজ্জাতীয় মশা (Mosquito) এবং অন্যান্য কীটপতঙ্গের দংশন ও হুলবেধ বশতঃ পীড়ার উপশমেও ইহা উপকারী। **আর্ণি, ক্যালেণ্ডুলা, ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া** এবং **হাইপিরিকাম্‌** প্রভৃতি ঔষধ দ্বারা চিকিৎসার অনুপযোগী স্থলে ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যেমন ছেঁচালাগা ক্ষতে **আর্ণি**, ছিন্ন ক্ষতে **হাইপিরিকাম্‌** এবং **ক্যালেণ্ডু**, ছুরিকাদি ধারাল অস্ত্রের কর্ত্তনে **ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া**; তদ্রূপ সড়কি, পেরেক প্রভৃতি সূক্ষ্মাগ্র অস্ত্রের বেঁধা জন্য ক্ষতে **লিডাম** দ্বারা প্রকৃষ্টতর উপকার হয়। ক্ষুরের ক্ষত এবং তজ্জন্য সর্ব্বাঙ্গীন আক্ষেপ ইহা দ্বারা আরোগ্য হইয়াছে। জ্বরের তাপকালেও শীতলতার বর্ত্তমানতা ইহার প্রদর্শক হইতে পারে। সূচির খোঁচা ও নেক্‌ড়ে ইন্দুর প্রভৃতি ক্ষুদ্র জন্তুর দংশন নিবন্ধন কঠিন বিষাক্ত ক্ষত ইহা দ্বারা আরোগ্য হইয়াছে।

ডাঃ ন্যাস্‌ বলেন—"মুষ্ট্যাঘাত জন্য চক্ষুর কালশিরা "ব্ল্যাক আই" আরোগ্যে কোন ঔষধই **লিডাম** ২০০র সমকক্ষ নহে।"

banglabooks.in

লেক্‌চার ৮২ (LECTURE LXXXII)

উফর্ব্বিয়েসি জাতিভুক্ত ঔষধশ্রেণী।

১। ক্রোটন। ২। উফর্ব্বিয়াম্ রেজিনিফেরা।
৩। উফর্ব্বিয়া করলেটা। ৪। ষ্টিলিঞ্জিয়া।
৫। একুযালিফা ইণ্ডিকা।

১। ক্রোটন টিগ্‌লিয়াম (Croton Tiglium)।

সম্বন্ধ।—ক্রোটন কার্য্যপ্রতিষেধ করে—রাস বিষক্রিয়ার।

সাধারণ ক্রিয়া।—ক্রোটনের সর্ব্বপ্রধান ক্রিয়া অন্ত্রপথে ও ত্বকে লক্ষিত হইয়া থাকে। অন্ত্রপথ হইতে প্রভূত রক্তাম্বু নিঃসারণ দ্বারা ইহা প্রচুর, জলবৎ উদরাময় এবং ত্বকে ইহা সুস্পষ্ট পামা বা একৃজিমার উদ্‌ভেদবৎ উদ্‌ভেদ উৎপন্ন করে।

উদর, বিষ্ঠা এবং মলদ্বার।—পূর্ণ এবং স্ফীত উদরের নাভির চতুষ্পার্শ্বে কামড়ানি বেদনা। উদরে অস্বস্তিপ্রদ শূন্যতা ও অতি ক্ষুধাবোধ ; উদরের ডাক। অন্ত্রে, বিশেষতঃ উদরের বাম পার্শ্বে, গড়গড় করায় বোধ যেন অন্ত্রে কেবলই জল রহিয়াছে। অন্ত্রমধ্যে জলপতনবৎ শব্দ। অনেক বায়ু সহ হঠাৎ বিষ্ঠার নিঃসরণ। নাভিতে চাপ দিলে নিম্নে মলদ্বার পর্য্যন্ত একরূপ বেদনার অনুভব এবং মলদ্বারে একরূপ অবিশ্রান্ত বহিরাভিমুখীন চাপ। অবিশ্রান্ত মলবেগ থাকার পরে **দুর্গন্ধি ও মলিন সবুজ বর্ণের লেইর ন্যায় মল হঠাৎ বেগের সহিত সরলান্ত্র হইতে দূরে নিক্ষিপ্ত হয়।** অতিশয় পাতলা ও ঈষৎ হরিদ্রাভ বিষ্ঠা বেগে নির্গত। বেদনাহীন জলবৎ উদরাময়।

banglabooks.in

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—কঠিন এবং স্ফীত স্তনাগ্রবেদনা অংশ-ফলকাস্থিতে যায়। স্তনাগ্র স্পর্শে টাটানিযুক্ত স্তনদানকালে স্তনাগ্র ভেদ করিয়া যন্ত্রণাপ্রদ বেদনা ঐ পার্শ্বেরই অসংফলকাস্থিতে যায়।

ত্বক্।—অণ্ডকোষবেষ্টের বাম পার্শ্বের বিপরীত উরুতে স্পর্শে ও ভ্রমণে বেদনা ও টাটানিযুক্ত, লোহিত বর্ণ এবং সিক্ত ত্বকস্থান হইতে দুর্গন্ধ রসের নিঃসরণ। রক্তিমাবিশিষ্ট ত্বকে চুলকনা ও বেদনাযুক্ত জ্বালা এবং রসবিম্বিকা ও পূয়গুটিকা জন্মে; পূয়গুটিকা শুষ্ক হইয়া যায় এবং তাহা হইতে উপত্বকস্খলন হয়। কণ্ডূযুক্ত পূয়গুটিকা।

চিকিৎসা।

উদরাময় ও উদরশূল।—হোমিওপ্যাথি মতে **ক্রোটন** উদরাময়ের সন্তোষফলপ্রদ এবং প্রায় নিত্যপ্রয়োজনীয় ঔষধমধ্যে গণ্য। **ঈষৎ পীতবর্ণ জলবৎ মল কলের মুখ হইতে সবেগে দূরে নিক্ষিপ্ত হওয়ার ন্যায় সরলান্ত্র হইতে দূরে নিক্ষেপ হওয়া**, ইহার বিশেষ প্রকারের **উপসর্গ স্বরূপ বিবমিষা ও বমনের বর্ত্তমানতা** এবং **আহারে ও পানান্তেই মলত্যাগের বৃদ্ধি**, এ রোগে **ক্রোটনের** প্রদর্শক। উদরশূল বর্ত্তমান থাকিলে তাহা **কলসিন্থর** উদরশূল সহ তুলনীয়। উদরাময়ে ইহার প্রয়োগস্থল নির্ণয় করিতে হইলে নিত্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য কতিপয় ঔষধ সহ ইহার তুলনা করা আবশ্যক। তাহাতে প্রথমেই **ইলেটেরি** আমাদিগের স্মরণপথারূঢ় হয়। এই ঔষধের বুদবুদযুক্ত প্রচুর অতিসারের বিষ্ঠা অতি বেগের সহিত নির্গত হয় এবং তাহার পূর্ব্বে উদরে কর্ত্তনবৎ বেদনা, শীতভাব, অত্যন্ত দুর্ব্বলতা ও উদরশূল উপস্থিত হইয়া থাকে। এই উদরাময় সর্ব্বদাই বেগে নিঃসরণশীল এবং কখন

banglabooks.in

কখন জলপাইর বর্ণের ন্যায় সবুজ। দ্বিতীয় ঔষধ **গ্র্যাটিয়োলার** বেগে নিঃসরণশীল জলবৎ উদরাময়ের বিষ্ঠা কলের মুখ হইতে জল পড়ার ন্যায় সরলান্ত্র হইতে হড়হড় করিয়া পড়ে, বিষ্ঠা পীতাভসবুজ ও বুদবুদযুক্ত থাকে এবং আনুষঙ্গিকরূপে উদরমধ্যে শৈত্যের অনুভূতি জন্মে। তৃতীয় **জ্যাট্রফার** জলবৎ উদরাময়ে জলবৎ বিষ্ঠা ও প্রভূত বায়ু বেগে নিঃসরণ হয় এবং তাহার সহিত উদর স্ফীতি এবং দুর্ব্বলতা থাকে। চতুর্থ স্থানীয় **গ্যাম্বোজ**বিষ্ঠা বেগের সহিত এককালীন বা এক দমে নিঃসরণ হওয়ার পরে রোগীর কষ্টের বিলক্ষণ উপশম বোধ হয়। বিষ্ঠা পাতলা ও জলবৎ।

সংক্ষেপতঃ পীতবর্ণ জলবৎ বিষ্ঠা হঠাৎ দূরে নিক্ষিপ্ত হওয়া এবং আহারে ও পানে রোগের বৃদ্ধি **ক্রোটনের**; উদরে কর্ত্তনবৎ বেদনা, শীতের অনুভূতি এবং দুর্ব্বলতা ও উদরশূল হওয়ার পর বুদ-বুদযুক্ত ও প্রভূত তরল বিষ্ঠার বেগে নিঃসরণ **ইলেটের**; পীতাভ-সবুজ, জলবৎ ও বুদবুদযুক্ত বিষ্ঠা যেন কলের মুখ হইতে বেগে ত্যাগ হওয়া, উদর মধ্যে শীতল বোধ এবং অত্যধিক পরিমাণ, অপেক্ষাকৃত উষ্ণ জলপান রোগের কারণরূপে বর্ত্তমান থাকা **গ্র্যাটিয়োলার**; অতি বেগবান্ জলস্রোতের ন্যায় মলনিঃসরণ, জলবৎ ও শ্বেত লালার ন্যায় প্রভূত পরিমাণ জলবৎ বমন এবং বোতল হইতে উদর মধ্যে জল ঢালার ন্যায় শব্দ **জ্যাট্রফার**; এবং কথঞ্চিৎ প্রলম্বিত একমাত্র চেষ্টায় এক যোগে সম্পূর্ণ বিষ্ঠার নিঃসরণ এবং নিঃসরণের পরে উদর হইতে কোন কষ্টদায়ক বস্তু বহির্নিষ্ক্রান্ত হইয়া যাওয়ার অনুভূতি **গ্যাম্বোজের** প্রদর্শক।

ত্বকরোগ—কাউর, পামা বা একজিমা; দুগ্ধপীড়কা বা মিল্কক্রাষ্টস্‌।—লোহিত বর্ণ ত্বক্‌ভূমির উপরি অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রসবিম্বিকা উৎপন্ন হইলে ও তাহাতে ভয়ঙ্কর

banglabooks.in

চুলকনা থাকিলে **ক্রোটন** দ্বারা উপকার হয়। এই সকল উদ্‌ভেদ অণ্ডকোষবেষ্ট ত্বক ও উরুমধ্যবর্ত্তী স্থানে উৎপন্ন হইলে মূত্রসম্বন্ধীয় কষ্ট থাকে। **ক্রোটনের** রসবিম্বিকার কোন কোনটি বৃহদায়তন হয়, অপরগুলি গলিয়া যাওয়ায় ত্বকস্থান লোহিতবর্ণ ও আর্দ্র থাকিয়া যায়। ক্কচিৎ রসবিম্বিকা পূয়গুটিকায় পরিণত হইলে অবশেষে তাহাতে ধূসরবর্ণ মামড়ি জন্মে। **ক্রোটন** সদৃশ উদরাময় বর্ত্তমান থাকিলে ঈষৎ পীত মামড়িযুক্ত **দুগ্ধপীড়কা** ইহা আরোগ্য করিতে পারে।

উফর্ব্বিয়াম রেজিনিফেরা।

(Euphorbium Resinifera)

সাধারণ ক্রিয়া—ইহার সমক্রিয় ক্রোটন ও জ্যাট্রফা প্রভৃতি প্রভৃত অতিসারোৎপাদক বস্তুর ন্যায় উফর্ব্বিয়াম্ রেজিনিফেরাও পরিপাকপথে ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া বমন ও বিরেচনাদি যাবতীয় কলেরা সদৃশ লক্ষণ উৎপন্ন করে। ইহা মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য উৎপন্ন করিলে প্রবল উন্মাদলক্ষণ উপস্থিত হয়। ডাং হেম্পেলের মতে আমাশয় ও অন্ত্রের যতই উত্তেজনা থাকুক না কেন উপরি উক্ত প্রকৃতির মস্তিষ্ক লক্ষণ এবং মস্তিষ্কের রক্তাধিক্য অথবা উত্তেজনার অভাবে ইহা রোগ-চিকিৎসায় ফলপ্রদ হয় না। ইহা শ্বাসযন্ত্রপথের শ্লৈষ্মিকঝিল্লিতে প্রবল উত্তেজনা ও প্রদাহ উৎপন্ন করে এবং ত্বকে ক্রিয়া প্রকাশ করিলে হাম, বসন্তাদি এবং বিসর্পিকাবৎ উদ্ভেদ জন্মে।

লক্ষণ।

মন—বিষাদবায়ু; উৎকণ্ঠা; আশঙ্কা। মস্তিষ্কে প্রচণ্ড রক্তাধিক্য বশতঃ প্রবল উন্মাদবৎ লক্ষণ উৎপন্ন হয় : এবং নাড়ী অনিয়মিত ও দ্রুত থাকে।

নাসিকাদি শ্বাসযন্ত্র।—পুনঃ পুনঃ হাঁচি; স্রাবযুক্ত নাসিকা-

banglabooks.in

সর্দ্দি। কণ্ঠা অথবা বক্ষের শুড়শুড়ি জন্য হক্ হক্ করিয়া শুষ্ক কাসি। কষ্টকর শ্বাসপ্রশ্বাস। বক্ষের বাম পার্শ্বে সূচিবেধবৎ বেদনা।

মুখগহ্বরাদি পরিপাকযন্ত্র ;—শূন্যগর্ভ দন্তে যেন স্ক্রু বসানের ও ঝাঁকির ন্যায় বেদনায় তাহা উৎপাটিত হওয়ার অনুভূতি। শীতল জলের তৃষ্ণা। উদ্গার ; পুনঃ পুনঃ হিক্কা। বিবমিষা ও বমন। আমাশয়ে জ্বালা। আমাশয়ে আক্ষেপিক সংকোচন এবং কামড়ানি। উদর বসিয়া যায়। পেট ডাকিলে বায়ুনিঃসরণ। বায়ু কর্তৃক প্রচণ্ড ও আক্ষেপিক উদরশূল। প্রচুর উদরাময় ও বমন। বিষ্ঠা প্রচুর, উদরাময়ের ন্যায়, আমরক্তরোগের ন্যায়, উচ্ছলিত এবং পাতলা ও জলবৎ ; বিষ্ঠা লেইর ন্যায়, ঈষৎ পীত এবং কর্দ্দমাকার।

ত্বক্ ;—বিসর্পবৎ প্রদাহ ; বৃহৎ ফোস্কা ঈষৎ পীত রসপূর্ণ। ত্বক ও তদধঃকোষময় ঝিল্লির প্রচণ্ড প্রদাহ। ত্বকে পূয়গুটিকা ও পামা প্রভৃতির ন্যায় উদ্ভেদ ; তাহাতে পচাক্ষত বা গ্যাংগ্রিণ। জ্বালাযুক্ত চুলকনা হইতে নিঃসৃত রসে ত্বক খাইয়া যায়।

চিকিৎসা ;—**আমাশয়ান্ত্রিক প্রদাহ ; অতিসার ও অব্যাপক** (Sporadic) **কলেরা** প্রভৃতি রোগে উপসর্গ স্বরূপ **মস্তিষ্কের উত্তেজনা ও প্রবল রক্তাধিক্য,** এবং **প্রচণ্ড প্রলাপ** ও **উন্মাদবৎ লক্ষণ** বর্ত্তমান থাকিলে **উফর্ব্বিয়াম** দ্বারা তাহার উপকার হয়। **দেশব্যাপী সর্দ্দি বা ইনফ্লুয়েঞ্জারোগে** অত্যন্ত হাঁচি, চক্ষুর জলস্রাব, হাজাকর নাসিকাস্রাব এবং হক্ হক্ শব্দের কাসি হইলে ইহা তাহার ঔষধ। পূর্ব্ববিবৃত লক্ষণযুক্ত **দন্তশূল** ইহা আরোগ্য করিয়াছে। গণ্ডস্থলের **বিসর্পরোগে রসবিম্বিকা জন্মিলে** ও **অত্যন্ত জ্বরতাপ থাকিলে** তাহার পক্ষে ইহা উপকারী বলিয়া কথঞ্চিৎ খ্যাতি লাভ করিয়াছে। **পূয়শোথ, বিসর্প-**

banglabooks.in

জাতীয় প্রদাহ, পুরাতন ও জড়ভাবাপন্ন ক্ষত এবং পচাক্ষত বা গ্যাংগ্রিণেও ইহা কার্য্যকারী। কর্কট বা ক্যান্সাররোগে ইহার বহিঃপ্রয়োগ উপকারী। কথিত আছে ইহা বিশেষ প্রকারের এপিথিলিয়োমা বা কর্কটরোগ সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়াছে।

৩। উফর্ব্বিয়া কর্‌লেটা (Euphorbia Corolata)।

সাধারণ ক্রিয়া এবং লক্ষণ।—**উফর্ব্বিয়া করলেটা** প্রধানতঃ পরিপাক যন্ত্রের শ্লৈষ্মিকঝিল্লিতে এবং ত্বকেও ন্যূনাধিক ক্রিয়া প্রকাশ করে। প্রথমে ভুক্ত বস্তু এবং আমাশয়স্থ অন্যান্য বস্তু, পরে প্রভূত পরিমাণ শ্লেষ্মামিশ্রিত জল এবং কলেরার বিষ্ঠার ন্যায় পরিষ্কার (তণ্ডুল ধৌত) জলের ন্যায় পদার্থের প্রবল বমন এবং তাহার অব্যবহিত পরেই অল্প সময় ব্যবধানবিশিষ্ট পর্য্যায়ক্রমিক প্রভূত উদরাময় ও বমন হইয়া থাকে ; তাহার আনুষঙ্গিক লক্ষণস্বরূপ অন্ত্রের বেদনাযুক্ত আক্ষেপ, প্রভূত উৎকণ্ঠা এবং মৃত্যুর অনুভূতিপ্রযুক্ত মূর্চ্ছা ও দৌর্ব্বল্যের ভার উৎপন্ন হয়।

চিকিৎসা।—উপরি উক্ত লক্ষণ থাকায় **উফর্ব্বিয়া** অব্যাপক বা স্থানিক ও ব্যক্তিবিশেষের **কলেরা**, বিশেষতঃ **শিশু-কলেরা** আরোগ্য করিয়াছে। ইহা আমাশয়ে থামচানির অনুভূতি এবং শীতল ঘর্ম্মযুক্ত ও মৃত্যুকল্প **বমনোদ্বেগ**, এবং **বমন** আরোগ্য করে। ঈষৎ নীলাভ **ক্ষত** শেষাবস্থায় কাল অথবা পচা ক্ষতে পরিণত হইলে লক্ষণানুসারে তাহার **উফর্ব্ব কর, আর্স, সিকেলি, সিলিক, ল্যাক্স**, এবং **কার্ব্ব ভে** প্রভৃতির অন্যতম দ্বারা উপকার হয়।

৪। ষ্টিলিঞ্জিয়া সিল্‌ভ্যাটিকা (Stilingia Sylvatica.)।

উপচয়।—অপরাহ্নকালে ; সিক্ত বায়ুতে ; শরীর চালনায়।

সাধারণ ক্রিয়া।—অস্থিবেষ্টঝিল্লি এবং তাণ্ডবোপাদান ষ্টিলি-

banglabooks.in

ঞ্জিয়া দ্বারা অতি গুরুতর রূপে আক্রান্ত হওয়ায় যে বেদনাযুক্ত কঠিন গুটিকা (Node), অস্থিবেদনা এবং রসবাত লক্ষণ উৎপন্ন হয় তাহা পুরাতন উপদংশ এবং রসবাত সংশ্রবীয় লক্ষণসহ তুল্য এবং এই উভয় প্রকার রোগে ইহা উপকার প্রদান করিয়াছে। স্বরযন্ত্রের উপাস্থি এবং শ্বাসযন্ত্রপথের শ্লৈষ্মিকঝিল্লিতেও ইহার ক্রিয়া আছে এবং তৎ ফল স্বরূপ ইহা স্বরযন্ত্র এবং বায়ুনলীর উত্তেজনা ও প্রদাহ উৎপন্ন করে। ইহা লসীকাগ্রন্থি আক্রমণ করিলে তাহার আকার এবং স্রাব বর্দ্ধিত হয় ও স্রাবের গুণের কলুষতা জন্মে। ত্বক কাউরবৎ উদ্‌ভেদ্‌যুক্ত হয় এবং তাহাতে যে ক্ষত জন্মে তাহা হইতে প্রভূত স্রাব নির্গত হয়।

লক্ষণ।

স্নায়ু ;—শারীরিক অস্বস্তির ভাব; নিদ্রালুতা; সাধারণ কষ্টানুভূতি। স্নায়ুশূল।

শ্বাস যন্ত্র ;—স্বরযন্ত্রপ্রদেশের সংকোচনে গলগহ্বরে হুল বেধবৎ বেদনা ও জ্বালা। শ্বাসনলীর শুড়শুড়ি জন্য সন্ধ্যার প্রাকালে অত্যন্ত শুষ্ক কাসি। বোধ যেন শ্বাসনলীর উপাস্থিতে অকর্ম্মণ্যতার অনুভূতি হইতেছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, হক্ হক্ শব্দবিশিষ্ট, গভীর, সরল এবং আক্ষেপিক কাসি।

মূত্রযন্ত্র ;—কিড্‌নিপ্রদেশে কঠিন ও অনুগ্র বেদনা। আমূল মূত্রনালীতে প্রচণ্ড ও তীব্র চন্‌চনি সহ জ্বালাময় এবং জ্বালাকর বেদনার মুত্রত্যাগে বৃদ্ধি, মূত্র-ত্যাগ কঠিন হইয়া পড়ে এবং কিড্‌নিতে মৃদু বেদনা উপস্থিত হয়; মূত্রনালীর বেদনা এতাদৃশ কঠিন যে, তাহাতে রোগীর ঘর্ম্ম বাহির হইয়া পড়ে।

অঙ্গাদি ;—সন্ধ্যাকালে দক্ষিণ কনুইসন্ধিতে এবং দক্ষিণ জঙ্ঘায় কন্‌কনানি এবং দপদপানি প্রকৃতির বেদনা ও টাটানি। হস্তে হস্তাঙ্গুলি পর্য্যন্ত বিস্তারশীল তীব্র তীরবেধবৎ বেদনা। প্রগণ্ডের

banglabooks.in

উপরিভাগে এবং আভ্যন্তরীণ একতৃতীয়াংশে তীরবেধবৎ বদনা। হিপ্ বা বঙ্ক্ষণসন্ধি, জঙ্ঘা এবং পদে ও অধিকাংশরূপে শরীরের দক্ষিণ পার্শ্বে কন্‌কনানি বেদনা। জানুসন্ধি নিম্নস্থ জঙ্ঘায় জ্বালা ও চুলকনা। অঙ্গাদিতে উদ্ভেদ, ক্ষত এবং অস্থিবেষ্টঝিল্লি হইতে প্রবর্দ্ধন।

চিকিৎসা ;—দ্বিতীয়াবস্থায় বা সেকেণ্ডারি উপদংশ জনিত দীর্ঘাস্থির রোগের চিকিৎসায় **ষ্টিলিঞ্জিয়া সিল্‌ভ্যাটিকা** বিশেষ সুখ্যাতি লাভ করিয়াছে। ইহার **বেদনা রজনীতে** এবং **সিক্ত দিবসে** বৰ্দ্ধিত হইয়া থাকে। লক্ষণগত সাদৃশ্যানুসারে **সেকেণ্ডারি সিফিলিস** বা **দ্বিতীয়াবস্থার উপদংশ** এবং তৎফল স্বরূপ **অস্থিবেষ্টের উপদংশ রসবাত**, অস্থিগুটিকা বা **নোড্, পুরাতন রসবাত**, উপদংশরোগগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের **গৃধ্রসী** বা **সাইয়াটিকা, স্বরযন্ত্রপ্রদাহ** বা **ল্যারিঞ্জাইটিস্**, বিশেষতঃ তাহা যদি উপদংশ দোষসংসৃষ্ট হয়, **পারদ ঘটিত অস্থিবেষ্টপ্রদাহ** এবং পূয়মেহ প্রভৃতি রোগ ইহা আরোগ্য করিতে সক্ষম।

৪। একালিফা ইণ্ডিক (Acalypha Indica)।

সাধারণ ক্রিয়া, লক্ষণ এবং চিকিৎসা ;—শ্বাসযন্ত্রই **একালিফার** ক্রিয়ার একমাত্র লক্ষণ। এই ক্রিয়ার ফলস্বরূপ **শুষ্ক কাসি হইলে তাহাতে শোণিত নিষ্ঠ্যূত হয়** এবং তাহাই ইহার একমাত্র প্রদর্শক বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে।

ডাং আর্থার ক্লিফোর্ডের মতে রক্তকাসি বা ফুসফুসের রক্তস্রাবে কোন ঔষধই **একালিফা** সহ তুলনীয় নহে ; শুষ্ক কাসির আক্রমণের পরে বেগে রক্ত নিষ্ঠ্যূত হয়, শ্বাসপ্রশ্বাস ঘন ঘন বহে এবং রক্ত উজ্জ্বল থাকে। ডাং হেলের মতে প্রাতঃকালে পরিষ্কার এবং সন্ধ্যাকালে কৃষ্ণবর্ণ চাপ চাপ রক্ত নিষ্ঠ্যূত হইলে ইহা উপকারী।

banglabooks.in

লেক্‌চার ৮৩ (LECTURE LXXXIII.)

ক্যাপ্রিফলিয়েসি জাতিভুক্ত ঔষধ।

১। স্যাম্বুকাস। ২। ভাইবার্ণাম্ অপুলাস্।

১। স্যাম্বুকাস নাইগ্রা (Sambucus Nigra)

উপচয় ;—বিশ্রামকালে। **উপশম** ;—শরীর চালনায়; শয্যা হইতে উত্থান করিয়া উপবেশন করিতে।

সম্বন্ধ ;—স্যাম্বুকাসের কার্য্যপ্রতিষেধক—আর্স, ক্যাম্ফর। স্যাম্বুকাস্ যাহার কার্য্যপ্রতিষেধক—আর্সেনিকের অপব্যবহারের। স্যাম্বু যাহার পরে সুফলপ্রদ—ওপিয়ামের।

সাধারণ ক্রিয়া ;—স্যাম্বুকাস বিশেষরূপে শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি, শ্বাস-যন্ত্র এবং ত্বকে ক্রিয়া প্রকাশ করিলে শ্বাসযন্ত্রে অবরোধক প্রতিশ্যায় এবং ত্বকে প্রচুর এবং দুর্ব্বলকর ঘর্ম্ম উৎপন্ন হয়।

লক্ষণ ;—শ্বাসযন্ত্র-ক্রিয়াতে স্বরযন্ত্রে অনেক আটা ও গঁদের ন্যায় শ্লেষ্মা জন্মিলে স্বরভঙ্গ। আমাশয়ের চাপ, বিবমিষা ও দুর্ব্বলতা জন্য বক্ষের কষ্ট। বাম বক্ষের স্তনাগ্রনিম্নে কষ্ট ও সূচিবেধবৎ বেদনা। মধ্য রজনীর পর শ্বাসরোধের আক্রমণ হইলে হঠাৎ নিদ্রাভঙ্গ হওয়ায় রোগী উপবেশন করে, নীলবর্ণ হইয়া যায় এবং খাবিখাওয়ার ন্যায় শ্বাসপ্রশ্বাস হয়। শিশুদিগের ঘন ঘন শাঁই শাঁই শব্দের শ্বাসপ্রশ্বাস ও শ্বাসরোধকর কাসি হওয়ায় তাহারা ক্রন্দন করিতে থাকে। স্যাম্বুকাসের মূত্রযন্ত্রক্রিয়ায় পুনঃ পুনঃ মূত্রত্যাগেচ্ছা হইলে প্রচুর মূত্র-ত্যাগ হয়। মূত্রের অধঃদেশে শুক্ল তলানি পড়ে।

banglabooks.in

চিকিৎসা ;—শ্বাসযন্ত্ররোগই **স্ট্যাম্বুকাসের** প্রধান কার্য্য-স্থল। ইহার **প্রকৃতিবিশিষ্ট শ্বাসরোধক কাসির মধ্য রজনীর পরে এবং মস্তক নত অবস্থায় রক্ষা করিয়া শয়নে** বৃদ্ধি। উপরি উক্ত লক্ষণযুক্ত **স্বরযন্ত্রপ্রদাহরোগে আক্ষেপ** হইলে **স্ট্যাম্বুকাস** উপকারী। কিন্তু রোগে **স্বরযন্ত্রের** জলশোথ বশতঃ শ্বাসকৃচ্ছ্র, এমন কি শ্বাসরোধের উপক্রম হইলে **এপিসের** প্রয়োজনীয়তা জন্মে। ফলতঃ স্বরযন্ত্রে শোথ জন্য সাংঘাতিক শ্বাসরোধের **ক্লোরিণ** একমাত্র অমোঘ ঔষধ বলিয়া বিবেচিত। **স্বরযন্ত্রের যক্ষ্মারোগে** স্বরভঙ্গ, চিম্‌সে শ্লেষ্মাস্রাব এবং রজনীর শেষভাগে কাসির আক্রমণ থাকিলে **ড্রসেরা** তাহার ঔষধ। কাসির প্রকৃতি এবং তাহার বৃদ্ধির কাল উপরি লিখিত রূপ থাকিলে **ক্রুপ** বা **ঘুংরী কাসি** ও **হুপশব্দক কাসি** প্রভৃতি নানাবিধ শ্বাসযন্ত্ররোগে এবং বিশেষ প্রকৃতির মূত্র ও ঘর্ম্ম থাকিলে কিড্‌নি বা বৃক্ককের তরুণ প্রদাহ ঘটিত **জলশোথ** বা **ড্রপসিরোগে স্ট্যাম্বুকাস** ফলপ্রদ।

২। ভাইবার্ণাম্ অপুলাস (Viburnum Opulus.)

উপচয় ;—সন্ধ্যাকালে ও রজনীতে ; উষ্ণ গৃহে ; আক্রমণ বাম পার্শ্বে অধিকতর। **উপশম** ;—মুক্ত বায়ুতে ; গাত্র চালনায় ; চাপিত করিলে।

সাধারণ ক্রিয়া ;—মস্তিষ্কমেরুমজ্জের স্নায়ুমণ্ডল দ্বারা স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ে ভাইবার্ণাম গভীর ক্রিয়া প্রকাশ করিলে জরায়ুতে শোণিত সঞ্চয় বশতঃ, অথবা তাহার স্নায়ুশূল জন্য রজঃকৃচ্ছ্রবৎ অবস্থা উৎপন্ন হয়।

লক্ষণ ;—ঋতুস্রাবকালে শিরঃশূল এবং পুনঃপুনঃ প্রচুর ও পরিষ্কার মূত্রত্যাগান্তেও রোগীর বোধ হয় যেন মূত্রস্রোত বহিতেছে।

banglabooks.in

ঋতুস্রাবের পূর্ব্বে জরায়ুতে কঠিন ঠেলমারাবেদনা, উরুর সমুখের পেশীতে আকৃষ্টতা ও কটিদেশে এবং স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ের কেশযুক্ত স্থানের ঊর্দ্ধে কনকনানি; অণ্ডাধারে কখন কখন তীর বেঁধার ন্যায় তীব্র বেদনা; বেদনার জন্য রোগিণী এতদূর উত্তেজিত হয় যে স্থির হইয়া বসিয়া থাকিতে পারে না; নিম্নোদরে এবং জরায়ু ভেদ করিয়া অত্যন্ত যন্ত্রণাকর, খল্লীবৎ এবং উদরশূলের ন্যায় বেদনা; বেদনা পৃষ্ঠে আরম্ভ হইলে পৃষ্ঠ বেড়িয়া যায় ও জরায়ুতে খল্লী হইয়া শেষ হয়; সন্ধ্যার প্রথম ভাগে এবং গুম্‌সা গৃহে বেদনার বৃদ্ধি ও মুক্ত বায়ুতে এবং শরীর চালনাকালে হ্রাস।

ঋতুস্রাবকালে বিবমিষা। খল্লীবৎ বেদনা এবং অত্যন্ত স্নায়বিক অস্থিরতা; বোধ যেন প্রাণবায়ু শরীর পরিত্যাগ করিবে ও হৃৎস্পন্দনের রোধ ঘটিবে; বেদনায় বোধ যেন পৃষ্ঠ ভগ্ন হইবে; ঋতুস্রাব অনেক সময় বন্ধ থাকে ও চাপের আকারে পুনরারম্ভ হয়; অত্যল্প, পাতলা এবং সাদাটে ঋতুস্রাব হইলে মস্তক শূন্য বোধ। উপবেশন করিবার চেষ্টা করিলে মূর্চ্ছা। বস্তিযন্ত্রে রক্তাধিক্য হওয়ার অনুভূতি জন্মিলে বোধ যেন ঋতুস্রাব উপস্থিত হইবে। শ্বেতপ্রদর সাধারণতঃ পাতলা, পীতশুভ্র অথবা বর্ণহীন, মলত্যাগকালে নিঃসৃত হইলে ঘন, শুভ্র এবং শোণিত-রেখাযুক্ত।

চিকিৎসা।

রজঃকৃচ্ছ্র, বাধকবেদনা বা ডিসমেনরিয়া;—**ভাইবার্ণামের** রোগে ঋতুস্রাবের পূর্ব্বে হঠাৎ জরায়ুপ্রদেশে বেদনা এবং ঋতুস্রাবকালে পৃষ্ঠ বেদনা হয়। স্নায়ুশূলঘটিত এবং আক্ষেপিক বাধকবেদনায় ইহা সুখ্যাতি লাভ করিয়াছে, এজন্য চিকিৎসকদিগের মনোযোগ আকর্ষণযোগ্য। ডাঃ হেল উপরি উক্ত রজঃকৃচ্ছ্র রোগে ইহাকে অমোঘ ঔষধ বলিয়া বিবেচনা করেন।

banglabooks.in

আক্ষেপিক প্রকৃতির বেদনাই ইহার প্রদর্শক বলিয়া গণ্য। গুল্মবায়ুর রোগীর **আক্ষেপিক** মূত্রকৃচ্ছ্র জন্মিলেও ইহা ফলপ্রদ।

কটিতে এবং কটিসম্মুখে ঠেলমারা এবং কনকনানি বেদনা, আমাশয়াধঃপ্রদেশে যন্ত্রণাপ্রদ, খল্লীবৎ এবং উদরশূলের ন্যায় বেদনা, অত্যন্ত স্নায়বিক উত্তেজনার ভাব এবং মধ্যে মধ্যে অণ্ডাধারে তীরবেধবৎ বেদনার আক্রমণ, এ রোগে ইহার প্রদর্শক লক্ষণ বলিয়া বিবেচিত।

সিপিয়ার ন্যায় **ভাইবার্ণামের** বেদনাও বস্তিদেশ বেড়িয়া যায়, ইহাতেও আমাশয়ে শূন্য ও খালি খালি বোধ আছে, কিন্তু ইহার ঠেলমারা অধিকতর প্রচণ্ডতাযুক্ত, এবং তাহার চরম বৃদ্ধিতে জরায়ুর তীব্র খল্লী হইয়া থাকে। রোগচিকিৎসায় বহুদর্শিতাই ইহার প্রয়োগ-সম্বন্ধে প্রধান অবলম্বন বলিয়া জানিতে হইবে।

গর্ভপাত বা মিস্‌ক্যারেজ্‌।—গর্ভস্রাবের উপক্রমে যদি বেদনা পৃষ্ঠ বেড়িয়া ও নিম্নোদর ভেদ করিয়া উরুমধ্যে যায় তাহাতে **ভাইবার্ণাম** অনেক সময়েই বেদনা নিবারণ করিয়া গর্ভস্রাবের রোধ করে। যাহাদিগের অন্তঃসত্ত্বার প্রথমাবস্থায় পুনঃ পুনঃ গর্ভস্রাব হয় ইহা তাহাদিগের পক্ষে উপযোগী।

সিপিয়া—রোগিণীর উত্তেজনাপ্রবণ প্রকৃতি, স্ত্রীজননেন্দ্রিয়োপাদানের শিথিলতা এবং মলদ্বারে গুরুত্বের অনুভূতি থাকিলে গর্ভপাত নিবারণে ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া গণ্য।

বেলেডনা—গর্ভপাতের উপক্রমে প্রচুর, উজ্জ্বল ও উষ্ণ রক্তস্রাব, পৃষ্ঠবেদনা, শিরঃশূল, শরীরের প্রচণ্ড কনকনানি এবং এই ঔষধিতে জরায়ুর যে, বিশেষ প্রকারের কুন্থন, তাহার বর্ত্তমানতায় ইহা গর্ভপাতের বাধা জন্মাইতে পারে।

banglabooks.in

লেক্‌চার ৮৪ (LECTURE LXXXIV.)

পলিগণেসিজাতীয় ঔষধ।

১। রিয়াম। ২। রুমেক্‌স্‌।

১। রিয়াম অফিসিনেলিস (Rheum officinalis)

সম্বন্ধ। রিয়ামের কার্য্যপ্রতিষেধক—ক্যাম, ক্যাম্ফ, কলসি, মার্ক, নাক্‌স্‌ ভ, পাল্‌স্‌। রিয়াম যাহার কার্য্যপ্রতিষেধক—ক্যাম্ভা, ম্যাগ্নেকা।

সাধারণ ক্রিয়া।—রিয়াম প্রধানতঃ যকৃৎ এবং অন্ত্রপথে ক্রিয়া প্রকাশ করিলে পিত্তস্রাবের ও অন্ত্রপেশীর ক্রিয়োত্তেজনার বৃদ্ধি হওয়ায় বিষ্ঠাসংযুক্ত উদরাময় জন্মে, তাহাতে প্রদাহলক্ষণ উৎপন্ন হয় না। **অত্যধিক অম্লঘ্রাণযুক্ত মলের উদরাময়** ইহার প্রদর্শক।

লক্ষণ।—রোগী বহুবিধ বস্তু চাহে কিন্তু তাহা ভক্ষণ করিতে পারে না, দেখিলে ঘৃণা জন্মে। প্রচণ্ড উদরশূলে রোগী দ্বিভাঁজ হইতে বাধ্য। উদরের আতত ভাব। উদরে কামড়ানি বশতঃ অত্যন্ত মলবেগ হইলে মলত্যাগে তাহার নিবৃত্তি এবং আহার করিলে বৃদ্ধি হয়। পুনঃ পুনঃ নিষ্ফল মলবেগের শরীরচালনায় ও ভ্রমণে বৃদ্ধি। প্রত্যেকবার মলত্যাগের পূর্ব্বে উদরশূল। আহারের পর মলত্যাগেচ্ছা। **পাতলা লেইর ন্যায় এবং অম্লঘ্রাণযুক্ত মলত্যাগের পূর্ব্বে কুন্থন, মলত্যাগকালে কম্প** এবং **তাহার পরে উদরশূলবৎ** এবং **সংকোচনযুক্ত কর্ত্তনবৎ বেদনা;** পুনঃ পুনঃ বেগের সহিত অর্দ্ধতরল বিষ্ঠার নির্গমন;

banglabooks.in

কটা মল সহ শ্লেষ্মা মিশ্রিত থাকে ; মলত্যাগের পরে কুন্থন হয় এবং সরলান্ত্র ও মলদ্বার অত্যন্ত জ্বালা করে।

চিকিৎসা।—উদরাময়ই একমাত্র রোগ যাহাতে আমরা রিয়ামের প্রয়োগ দেখিতে পাই এবং তাহাতেও ইহার "বিষ্ঠার এবং সম্পূর্ণ শরীরের অত্যন্ত অম্লঘ্রাণ" এই মাত্র লক্ষণ দ্বারা আমরা পরিচালিত হই। রিয়াম উদরাময়ের অন্যান্য লক্ষণমধ্যে কামড়ানি উদরশূলের পরে কুন্থন ও বুদ্‌বুদ্‌-যুক্ত, কটাবর্ণ এবং অম্ল বিষ্ঠাত্যাগের শরীর চালনায় ও আহারান্তে বৃদ্ধি প্রভৃতি প্রধান। মলত্যাগ-কালে শীতবোধ এবং তাহার পরে উদরশূলের নিবৃত্তি না হওয়া ইহার প্রদর্শক মধ্যে গণ্য। রিয়াম বিষ্ঠায় অম্লঘ্রাণ থাকে, কিন্তু অন্যান্য কতিপয় ঔষধেও তাহা দেখিতে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে ক্যাল্কে কা, ম্যাগ্নে কা এবং হিপার সাল্‌ফ উল্লেখযোগ্য। ম্যাগ্নে কা রিয়ামের পরে সুফলপ্রদ। তাহার অম্লবিষ্ঠার উপরে ব্যাঙ্গপুকুরের জলের উপরি ভাসমান বুদ্‌-বুদ্‌যুক্ত সবুজ পাজলার ন্যায় থাকে। দুর্ব্বলতা তাহার অন্য প্রধান লক্ষণ।

২। রুমেক্‌স্ ক্রিস্পাস্ (Rumex crispus)

উপচয়। সন্ধ্যাকালে শয়ন করিলে ; শীতল বায়ুতে ; অপক্ক, শীতল আবহাওয়ায়।

সাধারণ ক্রিয়া।—শ্লৈষ্মিকঝিল্লি, লসীকাগ্রন্থি এবং ত্বকে রুমেক্সের ক্রিয়া হইলেও স্বরযন্ত্র এবং শ্বাসনলীর শ্লৈষ্মিকঝিল্লির আক্রমণদ্বারাই ইহা পরিচয় লাভ করিয়াছে। ইহা তাহার স্রাবের হ্রাস জন্মায় এবং চৈতন্যের অস্বাভাবিক প্রাখর্য্য উৎপন্ন করিলেও তাহা প্রদাহে পরিণত হয় না।

banglabooks.in

লক্ষণ।

শ্বাসযন্ত্র।—স্বরযন্ত্রাভ্যন্তরে আটা শ্লেষ্মা থাকায় রোগী অবিশ্রান্ত হক্ হক্ করে, কিন্তু তাহাতে উপশম পায় না, রজনীতে তাহার বৃদ্ধি। আহারকালে স্বরযন্ত্রের উত্তেজনা হওয়ায় কাসি পায়। স্বরযন্ত্রে বেদনা ও স্বরভঙ্গ। বারম্বার অনুভব যেন রোগিণী আর শ্বাস গ্রহণ করিতে পারিবে না; যেন বক্ষে বায়ু প্রবেশ করে নাই। কণ্ঠার কোটরবৎ স্থানে গুড়গুড়ি হওয়ায় অবিশ্রান্ত শুষ্ক ও শ্রান্তিজনক কাসির, চাপে শয়নে সন্ধ্যাকালে, বিশেষতঃ শীতল বায়ুর শ্বাস গ্রহণে বৃদ্ধি। গলায় গুড়গুড়ি হইলে হুপ্‌শব্দক কাসির প্রথমাবস্থার কাসির ন্যায় শুষ্ক আক্ষেপিক কাসি। স্বরযন্ত্রে এবং বুকের মধ্যে (Behind the Sternum) টাটানি ও কাঁচা ভাব। বাম ফুসফুসের উপাদানাভ্যন্তরে সূচিবেধবৎ বেদনা। উভয় ফুস্‌ফুসের সম্মুখেই কনকন করে। হৃৎপিণ্ডসন্নিহিত বক্ষস্থানে তীব্র সূচিবেধবৎ বেদনা অথবা জ্বালা গভীর শ্বাস গ্রহণে এবং রজনীতে শয়নে বৰ্দ্ধিত।

আমাশয়।—আহারের অব্যবহিত পরেই আমাশয়দেশে গুরুত্ব। পুরচার ভোজনের অনুভূতি। আমাশয়োর্দ্ধ কোটরস্থানে চাপ দিলে পূর্ণতার অনুভূতি কণ্ঠা পর্য্যন্ত বিস্তৃত, গলাধঃকরণের চেষ্টায় অধঃ হইলেও তখনই পুনরাবর্ত্তন করে। আমাশয়োর্দ্ধের কোটর হইতে বেদনা তীর বেগে বক্ষে ধাবিত হয়।

মল।—প্রাতঃকালে উদরের বেদনার সহিত পুনঃপুনঃ বেগের পর কটা ও জলবৎ উদরাময়। কোষ্ঠবদ্ধ।

চিকিৎসা।—গলনলী অধঃ কোটর অথবা সুপ্রাষ্টার্ন্যাল ফসায় গুড়গুড়ি জন্য শুষ্ক কাসি হইলে **রুমেক্স্ ক্রস্পাস** উপকার করিয়া থাকে। স্বরযন্ত্র ও শ্বাসনলী এই কাসির উৎপত্তি স্থান;

banglabooks.in

ইহা অদম্য ভাবের উৎপাতিক কাসি; শীতল বায়ুতে ইহার বৃদ্ধি। গাত্রবস্ত্র দ্বারা মুখ আবৃত করায় বায়ু উষ্ণ হইলে কাসির নিবৃত্তি। গভীর শ্বাসগ্রহণেও কাসির বৃদ্ধি হইয়া থাকে। বুকের মধ্যে টাটানি থাকিলে যে অবিশ্রান্ত কাসি হয় এবং যাহাতে স্বরযন্ত্রাভ্যন্তরীণ আটা শ্লেষ্মা গলা খাঁকর দিয়া উঠাইতে পারা যায় না, তাহাতে ইহা উপযোগী। ক্ষয়কাশের রোগীর প্রথমাবস্থার ফুস্‌ফুস্‌ভেদকারী সূচিবেধবৎ বেদনা সহ কাসির ইহা উপযোগী ঔষধ। উপযুক্ত-লক্ষণ থাকিলে ইহা ক্ষয়কাসির রোগীর শ্বাসকৃচ্ছ্র বা হাঁপানির উপশম করে। সিলিসিয়াতেও এইরূপ কাসি হয় এবং তাহা কথা কহিলে ও রজনীতে শয়ন করিলে বৃদ্ধি পায়।

উপরি লিখিত লক্ষণ সাদৃশ্য থাকিলে আমাশয়িক কাসি, সর্দ্দিজস্বরভঙ্গ এবং আমাশয়শূল বেদনা বক্ষ অথবা পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইলে রুমেক্স্‌ তাহা আরোগ্য করিতে পারে।

---

banglabooks.in

লেক্‌চার ৮৫ (LECTURE LXXXV.)

লরেসিজাতীয় ঔষধ।

১। ক্যাম্ফর। ২। সিনামমাম্।

১। ক্যাম্ফরা (Camphora.)।

উপচয়।—রজনীতে; অন্ধকারে; শরীর চালনায়; শৈত্যে অথবা শীতল বায়ুতে। **উপশম**।—মুক্ত বায়ুতে; প্রচুর ঘর্ম্মে; বেদনার বিষয় চিন্তা করিলে তাহা অন্তর্দ্ধান করে।

সম্বন্ধ।—ক্যাম্ফরের কার্য্যপ্রতিষেধক—ওপি, স্পিরিট অব নাইট্রিক ইথর। ক্যাম্ফর যাহার কার্য্যপ্রতিষেধ করে—ক্যান্থা, কুপ্রাম্ স্কুইলা, এবং উদ্ভিদ্ বিষ মাত্রই।—চা, কাফি এবং লেমনেড ক্যাম্ফরের কার্য্যের বাধা জন্মায় না।

তুলনীয় ঔষধ।—একন, আর্স, বেল, ক্যান্থা, কুপ্রাম, ককুল, কার্ব্ব ভে, হায়সা, ওপি, টেরিবি, সিকেলি, ষ্ট্র্যাম, ভিরেট এ।

সাধারণ ক্রিয়া।—ক্যাম্ফর মস্তিষ্কমেরুমজ্জেয় স্নায়ুমণ্ডলে প্রভৃত ক্রিয়া প্রকাশ করে, এবং তাহার ফলস্বরূপ গতিপ্রদ স্নায়ুকেন্দ্র এবং জ্ঞানশক্তির উৎসস্বরূপ স্নায়ুমূলের অবসাদ বশতঃ শারীরিক দৌর্ব্বল্য ও দৌর্ব্বল্য ঘটিত উত্তেজনাপ্রবণতালক্ষণ, শিরোঘূর্ণন, এবং মস্তিষ্কের কষ্ট প্রভৃতি উপস্থিত হয়। ইহার মস্তিষ্কাদি আক্রমণের সমবায় লক্ষণের ফলস্বরূপ সর্ব্বাঙ্গীন আক্ষেপ, গুল্মবায়ু ও মৃগীবৎ আক্ষেপ এবং অন্যান্য বিষলক্ষণ উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহা শ্লৈষ্মিকঝিল্লি আক্রমণ করিলে নাসিকা

banglabooks.in

সর্দ্দি ও সর্দ্দিজ উদরাময় উৎপন্ন হয়। মুখ, আমাশয় এবং অন্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিতে ইহার আক্রমণ হওয়ায় তাহার জড়তা ও শীতলতা জন্মে এবং তাহারই গৌণ ফলস্বরূপ ত্বকের বরফবৎ শীতলতা, স্বরবদ্ধ এবং নাড়ীর ক্ষীণতা প্রভৃতি পতন বা কোলাপ্‌স্‌ লক্ষণ উপস্থিত হয়। জননেন্দ্রিয় এবং মূত্রযন্ত্রও গৌণভাবে ইহার ক্রিয়ার অবশ্যম্ভাবী ফল প্রকাশ করায় জননেন্দ্রিয় শীতল ও শিথিল হইয়া যায় এবং মূত্রযন্ত্র লক্ষণে মূত্রকৃচ্ছ্র উপস্থিত হয়। ইহা একটি উড্ডিয়নশীল বস্তু এবং ইহার ক্রিয়াও ক্ষণস্থায়ী। শৈত্য সংস্পর্শ নিবন্ধন রোগে ও কলেরার ন্যায় উদররোগেই ইহার বিশেষ ক্রিয়া হইয়া থাকে।

লক্ষণ।

মন ;—অত্যন্ত উৎকণ্ঠা এবং যাহার পর নাই অস্থিরতা। চৈতন্যের লোপ। একা থাকিতে, বিশেষতঃ রজনীতে অন্ধকারে একা থাকিতে ভীত। বর্ণনার অতীত দুরবস্থা। ত্রাস। কম্পিতভাব। ত্বরান্বিতভাব।

স্নায়ু ;—আক্ষেপের সহিত চক্রাকার গতি (হস্তের চক্রবৎগতি)। পেশী কম্প। সাধারণ অস্বস্তির ভাব। অস্থিরতা। রোগী নিদ্রাভঙ্গে চমকিয়া উঠে এবং পরে হৃৎপিণ্ডের কম্প ও দপদপানি অনুভব করে। অত্যন্ত বলক্ষয়। হঠাৎ অত্যন্ত শক্তিহানি। সম্পূর্ণ শরীর বরফের ন্যায় শীতল। রোগী বোধ করে যেন গাত্রোপরি শীতল বায়ু বহিতেছে। মৃগীবৎ এবং অন্যান্য প্রকারের আক্ষেপ। শারীরিক প্রতিক্রিয়া শক্তির অভাব, স্পর্শে চেতনাহীনতা। শীতল, চটচটে ও দুর্ব্বলকর ঘর্ম্ম। বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ খল্লী।

নাসিকা ;—হঠাৎ বায়ুর পরিবর্ত্তনে স্রাবযুক্ত সর্দ্দি। হাঁচি। নাসিকার রোধ। ভ্রমণকালে গৃহের বায়ু নাসিকায় শীতলতর বোধ হয়।

শ্বাসযন্ত্র ;—বায়ুপথে শ্লেষ্মা থাকে। শ্বাসপ্রশ্বাসের প্রায়

banglabooks.in

সম্পূর্ণ রোধ। আমাশয়োর্দ্ধ কোটরস্থানে চাপ নিবন্ধন যেন শ্বাসরোধকর শ্বাসকৃচ্ছ্র। কণ্ঠায় চাঁছা বোধ হওয়ায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাসি। হক্‌হক্‌ করিয়া শুষ্ক কাসি এবং ভ্রমণকালে বাম বক্ষে সূচিবেধবৎ বেদনা।

পরিপাকযন্ত্র এবং মল ;—জিহ্বা শীতল। স্বর ক্ষীণ, ভগ্ন ও বসা। আহারান্তে উদ্‌গার। গলগহ্বরে ও আমাশয়ে জ্বালা, আমাশয়ে শীতলতা। আমাশয়োর্দ্ধ কোটরস্থানে চাপবৎ বেদনা। ঊর্দ্ধ ও নিম্নোদরে শীতলতার পরে জ্বালাযুক্ত তাপ। শৈত্যসংস্পর্শ জন্য উদরশূল ও উদরাময়। কলেরারোগে বিরেচনের অভাব। সরলান্ত্রের ক্রিয়াহীনতা বশতঃ কোষ্ঠবদ্ধ।

মূত্রযন্ত্র ;—মূত্রের হ্রাস। মূত্ররোধ জন্য মূত্রস্থালী পরিপূর্ণ; মূত্রকৃচ্ছ্র। জ্বালাযুক্ত মূত্র। অত্যল্প মূত্র।

জননেন্দ্রিয় ;—পুংরোগীর কামেচ্ছার অভাব হয় ও অণ্ডকোষ ঝুলিয়া পড়ে। ধ্বজভঙ্গ। স্ত্রীরোগীর সঙ্গমেচ্ছার বৃদ্ধি।

ত্বক ;—ঘামের ন্যায় উদ্ভেদ্‌। উদ্ভেদে বেদনাযুক্ত টাটানি ও হুলবেধবৎ বেদনা।

চিকিৎসা।

নাসিকা সর্দ্দি বা করাইজা ;—সর্দ্দিরোগের পক্ষে **ক্যাম্ফর** একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ মধ্যে গণ্য। সর্দ্দির প্রথমাবস্থায় নাসিকা রুদ্ধ ও শুষ্ক থাকিলে এবং শ্বাসগ্রহণে **নাসিকায় বায়ু শীতল-ভব** বোধ হইলে ইহা উপযোগী। প্রথমেই শীত বোধ হইলে ইহা সর্দ্দি অঙ্কুরেই দূর করিতে পারে। ইহা পুরাতন সর্দ্দি যাহা প্রত্যেক বায়ুর পরিবর্ত্তনেই কাঁচা হইয়া উঠে তাহার ঔষধ ; **ক্যাম্ফরের** ঘ্রাণ লইলেও চলিতে পারে। রোগী শীত বোধ করে, তাহার ললাটগহ্বর আক্রান্ত হওয়ায় মৃদু শিরঃশূল জন্মে ; হাঁচি থাকুক বা না থাকুক জলবৎ

banglabooks.in

শ্লেষ্মা স্রাবেও ইহা উপকারী। ইহা **একর** সমকক্ষ ঔষধ, তাহার পূর্ব্বেও ব্যবহৃত হইতে পারে। **নাসিকা হইতে রক্তস্রাবে** শরীর শীতল হইলেও মুখ এবং চক্ষু বসিয়া যাইলে ইহা উপকারী। এস্থলে ইহা **কার্ব্ব ভেজ** ও **মার্ক সায়া** সহ তুলনীয়।

কলেরা বা ওলাউঠা ;—অতি সাংঘাতিক প্রকৃতির বা এসিয়াটিক কলেরার প্রথমাবস্থায় ডাং হানিমান স্বয়ং **ক্যাম্ফর** ব্যবহারের উপদেশ প্রদান করিয়াছেন ও তাহার উপকারও স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। তিনি **ক্যাম্ফরের** মূল অরিষ্টের সেবন ও মালিস রূপে বহিঃ প্রয়োগের ব্যবস্থা করিতেন। ইহার রোগে বমন ও বিরেচন হয় না অথবা কখন কখন অতি অল্প মাত্রায় হয় বলিয়া তাহাকে "ড্রাই কলেরা" বলিয়াও অভিহিত করা হয়। ফলতঃ ইহার কলেরার সাংঘাতিক ও প্রবল বিষাঘাতে স্নায়ুশক্তির অভিভূতি ঘটায় শরীর যন্ত্রের ক্রিয়া স্তব্ধ হইয়া যায়। বমন রেচনাদি হয় না, যাহা কিছু স্রাব হয় তাহা উদরে থাকিয়া যায় এবং হঠাৎ দেহ ও জিহ্বার বরফবৎ শীতলতা, দুর্ব্বলতা, পেশীকাঠিন্য এবং স্বর বসিয়া যাওয়া প্রভৃতি পতন লক্ষণ এবং অন্ননলী ও আমাশয়ে জ্বালা উপস্থিত হয়। ফলতঃ **শীতলতা স্রাবাদির শুষ্কতা এবং শরীরের নীলাভা ইহার প্রদর্শক** বলিয়া বিবেচিত। ডাং এলেন ঘর্ম্ম থাকিলে অথবা ঘর্ম্ম আরম্ভ হইলে ইহার প্রয়োগ নিষেধ করেন। **তাপে উপশম** ইহার অন্যতম প্রদর্শক।

হাইড্রসা এসি—স্পষ্টতর পতন বা কল্যাপ্স্‌লক্ষণ এবং হঠাৎ বিরেচনের অভাব। কলেরার শেষাবস্থার মূর্চ্ছা ও ধনুষ্টঙ্কারবৎ আক্ষেপ।

সাল্‌ফার—কলেরার প্রতিষেধক রূপে **ফ্লাউয়ার অব সাল্‌ফার** (গুড়িকা) ষ্টকিং মধ্যে ব্যবহৃত হয়।

banglabooks.in

লক্ষণসাদৃশ্য থাকিলে হাঁপানি, শুষ্ক কাসি, ফুসফুসের রক্তাধিক্য ও বায়ুস্ফীতি প্রভৃতি শ্বাসযন্ত্র রোগে পতন বা কল্যাপ্‌স্ লক্ষণ উপস্থিত হইলে, প্রলাপ, উন্মাদ-রোগ ও সর্ব্বাঙ্গীন আক্ষেপে এবং হামাদি বসিয়া যাওয়ায় কল্যাপ্‌স লক্ষণে ক্যাম্ফর সুফলপ্রদ। কলেরা ও অন্যান্য কারণ ঘটিত মূত্রকৃচ্ছ্র ও মূত্ররোধেও ইহা ব্যবহৃত হয়। ফলতঃ ক্যাম্ফর প্রতিক্রিয়া পুনরানয়নে সক্ষম বলিয়া যে কোন কারণেই হঠাৎ পতন বা কল্যাপ্‌সলক্ষণ উৎপন্ন হওয়ায় রোগী দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে যদি উপযুক্ত লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে তাহাতে ক্যাম্ফর প্রয়োগের উপযুক্ত।

২। সিনামমাম্, (Cinnamomum), সিনামন।

তুলনীয় ঔষধ ;—ইরিজিরণ, ইপিকা, মিলিফ, স্যাবাই।

সাধারণ ক্রিয়া ;—মস্তিষ্ক মেরুমজ্জেয় স্নায়ু দ্বারা সিনামন ধমনীপেশীর শিথিলতা উৎপন্ন করায় প্রভূত পরিমাণ উজ্জ্বল ও লোহিতবর্ণ রক্তস্রাব ;

চিকিৎসা ;—পদস্খলন প্রভৃতি সামান্য কারণে জরায়ু হইতে প্রচুর এবং উজ্জ্বল লোহিত রক্তস্রাব ও গর্ভপাত হইলে হোমিওপ্যাথি মতে সিনামন উপকারী; এলপ্যাথি মতে ইহা দ্বারা গর্ভপাত সম্পাদন করা হইয়া থাকে।

banglabooks.in

লেক্‌চার ৮৬ (LECTURE LXXXVI.)

আর্টিকেসি জাতীয় ঔষধ।

১। ক্যানাবিস্ ইণ্ডিকা। ২। ক্যানাবিস স্যাটিভা।

১। ক্যানাবিস্ ইণ্ডিকা (Cannabis Indica)।

উপচয় ;—কফিয়ায় ; আহারকালে ; মদ্যে এবং তাম্রকুটে। রোগ দক্ষিণ পার্শ্বে অধিকতর থাকে। **উপশম ;**—নির্ম্মল বায়ুতে ; শীতল জলে ; বিশ্রামে।

সাধারণ ক্রিয়া ;—ক্যানাবিস্ ইণ্ডিকা বা গঞ্জিকা স্নায়ু-মণ্ডলের প্রবল উত্তেজনাকারী বস্তু। মস্তিষ্কক্রিয়ার বিভ্রাট ঘটাইয়া ইহা মানসিক বৃত্তি এবং গতিশক্তি উভয়েরই ক্রিয়োত্তেজনা উৎপন্ন করিলে যে মানসিক স্ফূর্ত্তি, উল্লাস ও আনন্দানুভূতি জন্মে, তজ্জন্যই গঞ্জিকার জন্মভূমি ভারতবর্ষে অধিকাংশ মত্ততাপ্রিয় ব্যক্তি গঞ্জিকাসেবক হয়। ফলতঃ মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ প্রকৃত্যনুসারে ইহার ক্রিয়ার তারতম্য এবং অবস্থা-ভেদ হইয়া থাকে। উপযুক্ত কার্য্যক্ষেত্রে ইহার সম্পূর্ণ উল্লাস ভাবের স্ফূর্ত্তি পাইলে রোগী নিরবচ্ছিন্ন আনন্দসাগরে ভাসমান হয়, অশেষ সুখস্বপ্ন দেখে এবং দূরত্ব ও সময় বিষয়ে তাহার অসীমত্বের অনুভূতি জন্মে। স্থল বিশেষে রোগীর মানসিক ভাবের অবস্থানুসারে সে অতল-স্পর্শ দুঃখসাগরে নিমজ্জিত হয়। ফলতঃ রোগীর সুস্থাবস্থার সদসৎ মানসিক বৃত্তিরই অস্বাভাবিক স্ফূর্ত্তি জন্মে। কোন ব্যক্তি ভয়াবহ উন্মত্তবৎ প্রচণ্ডতা ও ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে, কেহ বা দুঃখ এবং অবসাদের গভীরতমদেশে নিমজ্জিত হয়। কালব্যাপী গঞ্জিকাসেবীদিগের মধ্যে ইহার প্রতিক্রিয়া বশতঃ বুদ্ধিহীনতা ও জড়ভাব উৎপন্ন হয়। কখন কখন আক্ষেপ হইয়া থাকে।

banglabooks.in

লক্ষণ।

মন।—মানসিক বৃত্তিনিচয়ের উত্তেজনা, রোগী অত্যধিক কথা বলে। ভ্রমদৃষ্টি এবং বহু বিধ কল্পনা। রোগী কল্পনায় গীতবাদ্য শ্রবণ করে, চক্ষু মুদ্রিত করে এবং অসীম সুখচিন্তায় নিমগ্ন থাকে। রোগী মনে করে সে স্থূল হইতেছে। অবক্তব্য যন্ত্রণা ও অত্যন্ত কষ্টের মুক্ত বায়ুতে উপশম। রোগী উন্মত্ত হইবে বলিয়া সর্ব্বদাই ভীত। দূরত্ব ও সময়ের অসীমতা বোধ। স্থির কল্পনা। দূর দৃষ্টি। প্রচণ্ডতা ও উন্মাদবৎ ব্যবহার।

মস্তক।—মস্তক পশ্চাতে অজ্ঞানকর শিরঃশূলে গাত্রোত্থান করিতে শিরোঘূর্ণন বশতঃ রোগী পতিত হয়। মস্তকের পুনঃ পুনঃ অনৈচ্ছিক কম্প; মস্তিষ্কের মধ্য দিয়া প্রচণ্ড ধাক্কা। ললাটে, বিশেষতঃ চক্ষূর্দ্ধপ্রদেশে মৃদু ও আকৃষ্টবৎ বেদনা। ললাটে দপদপানি ও কন্‌কনানি বেদনা। ললাটের উভয় পার্শ্বেই কন্‌কনানি বেদনা থাকিলেও দক্ষিণ পার্শ্বে অধিকতর।

স্নায়ু।—অল্প দূর ভ্রমণেই সম্পূর্ণ দুর্ব্বলতা। রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল বোধ করায় প্রায় কথা কহিতে অশক্ত এবং শীঘ্রই গভীর নিদ্রাগ্রস্ত। নিস্পন্দবায়ুরোগবৎ লক্ষণ (Hysterical catalepsy)। অজ্ঞানাবস্থায় আক্ষেপে সম্মুখদিকে শরীরের বক্রতা।

মূত্রযন্ত্র।—হাঁসিতে কিড্‌নিতে বেদনা এবং জ্বালা, কনকনানি ও সূচিবেধবৎ অনুভূতি। চাপ দিলে, মূত্রনালী হইতে শুভ্র, চক্‌চকে শ্লেষ্মা নির্গত হইতে পারে। প্রচণ্ড ও বেদনাযুক্ত লিঙ্গোত্থান। মূত্রস্রাবের পূর্ব্বে, সময়ে ও পরে মূত্রনলীতে জ্বালা এবং ঝলসান বোধ অথবা হুলবেধবৎ বেদনা। কুন্থন, কিন্তু এক ফোঁটা মূত্রস্রাবও হয় না। প্রচুর ও বর্ণহীন মূত্র। কিয়ৎকাল বিলম্বে মূত্রস্রাব। হস্তের

banglabooks.in

চাপ দিয়া শেষ কতিপয় ফোঁটা মূত্র বাহির করিতে হয়। মূত্রস্রোতের শেষ হইলে মূত্র ঝরিতে থাকে।

পৃষ্ঠ ;—স্কন্ধ এবং মেরুদণ্ডের আড়াআড়ি ভাবের বেদনায় রোগী ঋজু ভাবে চলিতে পারে না, সম্মুখে নত হইতে বাধা।

অঙ্গনিচয় ;—দক্ষিণ হস্তের ও নিম্নাঙ্গের পক্ষাঘাত।

চিকিৎসা ;—হোমিওপ্যাথিক মতে **ক্যানাবিস ইণ্ডিকার** অধিক ব্যবহার দৃষ্টি হয় না। মানসিক রোগমধ্যে কখন কখন **উন্মাদ ও মদাত্যয়রোগে** ইহার প্রয়োগ হইতে পারে। এই সকল রোগের লক্ষণ উপরে বিবৃত হইয়াছে। মদাত্যয়রোগে **অত্যধিক বাগ্মিতা** এবং **দূরত্ব ও সময় সম্বন্ধে অসীমভাবের অনুভূতিই** ইহার বিশিষ্ট লক্ষণ।

অনিদ্রা বা স্লিপ্লেসনেস্ ;—অদম্য নিদ্রাহীনতার পক্ষে **ক্যানাবিস ইণ্ডিকা** অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া বিবেচিত। অবস্থা বিশেষে ৫ হইতে ১৫ ফোঁটা মূল অরিষ্ট জলের সহিত প্রয়োগ করিলে স্নায়বিক উত্তেজনা এবং স্নায়ুশূল প্রভৃতির উপশম করিয়া ইহা অতি শীঘ্র শান্তিময় নিদ্রা আনয়ন করে। নিদ্রাভঙ্গে কোন অস্বস্তি থাকিয়া যায় না।

প্যাসিফ্লরা ইন্কার্ণেটা—৩০ হইতে ৬০ ফোঁটা মূল অরিষ্ট মানসিক উত্তেজনা অথবা বেদনা নিবারণ করিয়া সুনিদ্রা আনয়ন করে। প্রয়োজন হইলে ঔষধ পুনঃ প্রদান করা যায়।

কাম্ফরা মন ব্রোমেটা—অতিরিক্ত চা পান জন্য অনিদ্রায়।

কোকা—মানসিক দৌর্ব্বল্য বা রক্তহীনতা নিবন্ধন অনিদ্রা; অতিরিক্ত পরিশ্রম এবং রাত্রিজাগরণ বশতঃ অনিদ্রা।

এভিনা স্যাটিভা—বাতপ্রকৃতিবিশিষ্ট ও দুর্ব্বলীভূত ব্যক্তিদিগের অনিদ্রায় ১০ হইতে ১৫ ফোঁটা মূল অরিষ্ট প্রয়োগে শান্তি

banglabooks.in

জনক ও স্বপ্নহীন নিদ্রা আনয়ন করে। আর্ণিকা এবং জেল্‌সিমিয়ামও নিদ্রাকারক ঔষধ।

২। ক্যানাবিস স্যাটিভা (Cannabis Sativa.)।

সম্বন্ধ।—ক্যানাবিস স্যাটিভার কার্য্যপ্রতিষেধক—ক্যাম্ফর। অধিক মাত্রায় লেবুর রস।

সাধারণ ক্রিয়া।—ক্যানাবিস্ স্যাটিভা প্রধানতঃ মূত্রপথ এবং লিঙ্গাগ্রবেষ্টত্বকের শ্লৈষ্মিকঝিল্লি আক্রমণ করিলে অত্যধিক উত্তেজনা বশতঃ তাহাতে প্রদাহ জন্মে ও তাহার সম্পূর্ণ শ্লৈষ্মিকঝিল্লিপথ হইতে শ্লেষ্মাস্রাব হয়। উপরি উক্ত লক্ষণাদি পূয়মেহরোগের অতি নিকট সাদৃশ্য বলিয়া বিবেচিত। ইহার মস্তিষ্কলক্ষণের ক্যানাবিস্ ইণ্ডিকার মস্তিষ্ক লক্ষণের ন্যায় কোন বিশেষতা দৃষ্ট হয় না।

লক্ষণ—মূত্রযন্ত্র।—কিড্‌নি বা বৃক্ককপ্রদেশ হইতে কুচকির গ্রন্থি পর্য্যন্ত আকৃষ্টবৎ বেদনা এবং আমাশয়োর্দ্ধকোটরস্থানে বিবমিষার ভাব সহ উৎকণ্ঠা বোধ। মূত্রপথের সম্মুখ হইতে পশ্চাদভিমুখে জ্বালা এবং জ্বালাযুক্ত চনচনি ; মূত্রত্যাগকালে মূত্রপথের পশ্চাদংশে সূচিবেধবৎ বেদনা। সম্পূর্ণ মূত্রপথ প্রদাহিত বোধ হয় এবং তাহা স্পর্শে বেদনাযুক্ত থাকে ; লিঙ্গোত্থান হইলে তাহাতে আততভাবের বেদনা। মূত্রত্যাগকালে, বিশেষতঃ তাহার অব্যবহিত পরে মূত্রপথে জ্বালা। মূত্রত্যাগের প্রথমে এবং শেষে মূত্রপথ বাহিয়া জ্বালা। মূত্র-ত্যাগ না করার সময়ে মূত্রপথের অগ্রভাগে জ্বালাযুক্ত বেদনায় রোগী ক্রমাগত মূত্রত্যাগে বাধ্য। মূত্রত্যাগ না করার সময়ে মূত্রপথের অগ্রভাগে মূত্রত্যাগেচ্ছার ন্যায় চাপবোধ। মূত্রত্যাগ না করার সময়ে মূত্রপথ বাহিয়া সূচিবেধবৎ বেদনা। দণ্ডায়মানাবস্থায় মূত্রপথের পশ্চাৎভাগে ঝাঁকিযুক্ত সূচিবেধবৎ বেদনা। মূত্রস্রোত ছড়াইয়া পড়ে, লিঙ্গ স্ফীত থাকে, কিন্তু লিঙ্গোত্থান হওয়া বুঝিতে পারা যায় না। পুনঃ পুনঃ লিঙ্গোত্থান

banglabooks.in

হওয়ার পর মূত্রপথে সূচিবেধবৎ বেদনা। ভ্রমণকালে লিঙ্গের ক্ষত অথবা দগ্ধবৎ বেদনা, এবং লিঙ্গমুণ্ড ও লিঙ্গমুণ্ডবেষ্টত্বকের কাল্‌চে লোহিতবর্ণ। দণ্ডায়মানাবস্থায় অণ্ডকোষে চাপের ও আকৃষ্টতার অনুভূতি।

চিকিৎসা।—পূয়মেহ বা গণরিয়ার চিকিৎসা জন্যই **ক্যানাবিস্ স্যাটিভার** সুখ্যাতি। কোন কোন চিকিৎসক এ রোগে ইহাকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া গণ্য করিয়া থাকেন। ডাং ন্যাস রোগের তরুণাবস্থার প্রথম হইতেই ইহার ব্যবস্থা করেন এবং ন্যূনাধিক ৪ দিবসে রোগের প্রবলতার হ্রাস হওয়ায় স্রাব ঘন ও ঈষৎ সবুজ হইয়া আসিলে **মার্ক সল৩×ট্রিটু** দ্বারা আরোগ্য সম্পূর্ণ করেন। ব্যবসার প্রথমাবস্থায় তিনি মূল অরিষ্ট ব্যবস্থা করিতেন, এক্ষণে ১০০০০০ (cm.) ক্রমই অধিকতর উপকারী বলিয়া বোধ করেন। ডাং ফ্রষ্ট ইহার ৩ হইতে ৬ ক্রম ব্যবস্থা করেন এবং তাহাই অনেকে কার্য্যোপযোগী বলিয়া বিশ্বাস করিয়া থাকেন। **একর** পরে ইহা প্রযোজ্য। **ক্যানা সাটে** স্রাব স্বল্পতর এবং **আর্জেন্ট নাইট্রে** অধিকতর থাকে। রোগের তরুণ ও প্রবল অবস্থায় স্রাবের বর্ত্তমানতা, অত্যন্ত জ্বালা, মূত্রত্যাগান্তে মূত্রপথ বাহিয়া চাপিলে বেদনা এবং লিঙ্গমুণ্ডের কাল্‌চে লোহিত বর্ণ প্রভৃতি লক্ষণ ইহার প্রদর্শক।

পেট্রোসিলিনাম—হঠাৎ মূত্রত্যাগেচ্ছা, লিঙ্গমূলে বেদনা এবং মূত্রপথে তীব্র চুলকনা হওয়ায় তাহা ঘর্ষণ করিবার প্রবৃত্তি।

ইহাতে "মস্তকোপরি এবং মলদ্বার ও হৃৎপিণ্ড হইতে ফোঁটায় ফোঁটায় শীতল জল পড়ার অনুভূতি" লক্ষণ থাকায় ডাং ন্যাস হৃৎপিণ্ড-প্রদেশে ফোঁটায় ফোঁটায় জলপড়ারূপ বিরক্তিকর লক্ষণ ইহা দ্বারা আরোগ্য করিয়াছেন।

---

banglabooks.in

লেক্‌চার ৮৭ (LECTURE LXXXVII.)।

এপসাইনেসিজাতীয় ঔষধশ্রেণী।

১। এপসাইনাম্ কেনাবিনাম্। ২। ওলিয়েণ্ডার।

১। এপসাইনাম্ কেনাবিনাম্।

(Apocynum Cannabinum.)

সাধারণ ক্রিয়া।—এপসাইনাম্ কিড্‌নি বা বৃক্ক, রসঝিল্লি এবং ত্বক আক্রমণ করায় নানাবিধ জলশোথরোগ উৎপন্ন হয়। পরিপাকযন্ত্রপথের, বিশেষতঃ অন্ত্রের শ্লৈষ্মিকঝিল্লিতে ইহার ন্যূনাধিক আক্রমণ বশতঃ তাহার স্রাবের বৃদ্ধি হইলে জলবৎ উদরাময় জন্মে। ইহা সরলান্ত্রের ও মূত্রস্থালীর দ্বাররক্ষক চক্রাকার পেশীর দুর্ব্বলতা এবং অর্শ সংস্রবীয় রক্তবহানাড়ীর রক্তাধিক্য উৎপন্ন করে। হৃৎপিণ্ডে ইহার দুর্ব্বলতা জনক ক্রিয়াফলে নাড়ীস্পন্দনের দুর্ব্বলতা ও অনিয়ম হয়। ইহার ক্রিয়ায় প্রায় স্রাবমাত্রেরই স্বল্পতা ঘটে।

লক্ষণ।

মস্তক।—মস্তকে জলশোথ—সুপ্তি; অন্যতর চক্ষুর দৃষ্টিহীনতা ও আংশিক দৃষ্টি; এক হাত ও এক পদের ক্রমাগত অনৈচ্ছিক চালনা হইতে থাকে; মস্তকমধ্যে স্রাব আরম্ভ হইলে ললাটদেশ উচ্চতর হয় এবং মস্তকাস্থি নিচয়ের জোড় ফাঁক হইয়া যায়।

শ্বাসযন্ত্র।—কাসি কখন কখন ক্ষুদ্র ও শুষ্ক এবং কখন তরল ও ঘড়ঘড়িযুক্ত হইলে শ্বাসকষ্ট হয়। অল্প আহারেও আমাশয়দেশে ও বক্ষে কষ্টানুভূতি জন্মে। ক্ষুদ্র শ্বাসপ্রশ্বাসে স্বস্তি হয় না। **হৃৎপিণ্ডের** দুর্ব্বলতা। নাড়ীর মন্থর গতি।

banglabooks.in

আমাশয় ;—অত্যন্ত তৃষ্ণা, কিন্তু জলপান করিলে আমাশয়ের বেদনা, অথবা জলের তৎক্ষণাৎ বমন। নিদ্রাভঙ্গে তৃষ্ণা। আমাশয়োর্দ্ধকোটর-স্থানে দমিয়া যাওয়ার ন্যায় বোধ।

মল ও মূত্র ;—জলবৎ উদরাময়। অল্প মূত্রত্যাগ, কিন্তু রোগী তাহাতে কষ্ট বোধ করে না। কখন কখন পাতলা রঙ্গের প্রচুর মূত্রত্যাগ, কোন তলানি পড়ে না।

অঙ্গ ;—উভয় জানুসন্ধিতে কঠিন কনকনানি বেদনা।

চিকিৎসা ;—উদরী, বক্ষঃশোথ, মস্তিস্ক্রোদক, ত্বকশোথ বা এনাসার্কা এবং যান্ত্রিক রোগ ভিন্ন অন্য যে কোন কারণোদ্ভূত এবং শরীরের যে কোন স্থানের জল-শোথে নিম্নলিখিত লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিলে এপাসাইনাম দ্বারা উপকার প্রত্যাশা করা যায়। লক্ষণ—১। আমাশয়োর্দ্ধকোটরস্থানে শূন্য-ভাবের অনুভূতি ; ২। আহারান্তে কষ্ট, ভুক্ত বস্তুর বমনও হইতে পারে ; ৩। অত্যন্ত তৃষ্ণা, কিন্তু জলপানে কষ্ট হয় বা বমনে জল উঠিয়া যায় ; ৪। হৃৎপিণ্ডের দুর্ব্বলতা ও অনিয়মিত ক্রিয়া এবং নাড়ীগতির মন্থরতা।

মস্তিস্ক্রোদক বা হাইড্রকেফেলাস্ ;—রসঝিল্লি হইতে রসের স্রাবাবস্থায় ইহা উপযোগী। মস্তক বৃহত্তর ও ললাট উচ্চ হইয়া উঠে ; শিশুর মস্তকের রন্ধ্রাদি অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায় ; বক্রদৃষ্টি, কিন্তু **এপিসের** ন্যায় কর্কশ চীৎকার থাকে না। ইহা সহজ প্রকারের রোগের ঔষধ ; মূত্রাঘাত (Suppression of urine) থাকে। এক হস্তে ও এক পদের অবিশ্রান্ত অনৈচ্ছিক গতি।

হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া দুর্ব্বল ও অনিয়মিত, এবং নাড়ীর স্পন্দন ধীর থাকায় জলশোথ জন্মিলে **হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়াগতরোগে** ইহা উপকারী। মূত্রের সম্পূর্ণ অভাব বা স্বল্পতা জন্মে।

banglabooks.in

কিড্নি বা বৃক্ককের ক্রিয়াদৌর্ব্বল্য বশতঃ মূত্রের হ্রাস হওয়ায় জলশোথ জন্মিলে এপসা উপকারী। এপসার ঔষধ পরীক্ষায় প্রথমে মূত্রের পরিমাণের বৃদ্ধি হয়, কিন্তু তাহা স্থায়ী হয় না, শীঘ্রই মূত্র স্বল্পতর ও তাহার বর্ণ ঈষৎ পীত বা শেরিমদ্য-বৎ হইয়া যায়। হৃৎপিণ্ড দুর্ব্বল ও অনিয়মিত ক্রিয়াযুক্ত এবং নাড়ী ধীরগতি ও বিশৃঙ্খল থাকে। আমাশয়োর্দ্ধকোটরস্থানের "খালি খালি ভাব" ইহার একটি প্রধান লক্ষণ। এ রোগে ইহা দ্বারা উপকার প্রাপ্ত হইতে দুই প্রকারে ইহার প্রয়োগ করা যাইতে পারে। স্থূল মাত্রায় ব্যবহারে ইহা হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়োত্তেজনা দ্বারা মূত্রের বৃদ্ধি করিলে জল-শোথের যে উপকার হয় তাহা হোমিওপ্যাথি সম্মত নহে এবং তাহাতে ইহার রোগজ লক্ষণের (Pathogenitic symptoms) প্রতি লক্ষ্য রাখাও আবশ্যক হয় না। এই প্রণালীরই অনেকে অনুসরণ করিয়া থাকেন বলা বাহুল্য হোমিও নিয়মানুসারে ইহা দ্বারা ফল কামনা করিলে ইহার রোগজ লক্ষণানুসরণ করা অপরিহার্য্য বলিয়াই জানিতে হইবে। ইহাতে অতর্পণীয় তৃষ্ণা থাকে ও রোগী এক ঢোগে অধিক পরিমাণ জল পান করে; আর্সের অতর্পণীয় পিপাসায় রোগী অল্প অল্প জল বারে বারে পান করে। এপিসে তৃষ্ণা থাকে না।

২। ওলিয়েণ্ডার (Oleander.)।

সম্বন্ধ।—ওলিয়েণ্ডারের কার্য্য প্রতিষেধক—ক্যাম্ফর।

সাধারণ ক্রিয়া।—ওলিয়েণ্ডার মস্তিষ্কমেরুমজ্জেয় স্নায়ুমণ্ডল আক্রমণ করিলে শারীরিক পক্ষাঘাতিক দুর্ব্বলতা এবং দুর্ব্বল ও অনিয়মিত নাড়ীস্পন্দন হয়; কিন্তু ত্বকের, বিশেষতঃ মস্তকত্বকের, রোগ আরোগ্য জন্যই ইহা হোমিওপ্যাথিতে সাদরে গৃহীত হইয়াছে।

banglabooks.in

লক্ষণ।

মস্তক।—মস্তকে উৎকুণ থাকার ন্যায় চর্ব্বণযুক্ত প্রচণ্ড চুলকণা; চুলকাইলে প্রথমে স্বস্তি, কিন্তু পরে জ্বালাযুক্ত চন্‌চনি এবং অবদারণবৎ ক্ষতের অনুভূতি হয়। মাথার খোলোস উঠিতে থাকে। মস্তকত্বকে সিক্ত ও কামড়ানিযুক্ত শল্ক এবং চুলকনাযুক্ত উদ্‌ভেদ; মস্তকপশ্চাতেই উদ্‌ভেদ অধিকতর জন্মে।

আমাশয়।—কাকের ক্ষুধার ন্যায় অস্বাভাবিক ক্ষুধা হইলে আহার কালে হস্তের কম্প। ভুক্ত বস্তু এবং ঈষৎ সবুজ জল বমন করার পর পুনঃ ক্ষুধা এবং দুর্ব্বলতা জন্মে। আমাশয়োর্দ্ধকোটর প্রদেশে স্পন্দন হইলে তথায় হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন হইতেছে বলিয়া বোধ।

বিষ্ঠা এবং মলদ্বার।—মলত্যাগের পূর্ব্বে, পরে ও তদতিরিক্ত সময়েও মলদ্বার জ্বালা করে। **পূর্ব্বদিনের ভুক্তবস্তু পর দিন প্রাতে অজীর্ণাবস্থায় বিষ্ঠা সহ নির্গত হয়।**—তরল, নরম এবং পীতবর্ণ বিষ্ঠা। অনৈচ্ছিক মলত্যাগ। শিশুর বাতকর্ম্ম সহ মলের নিঃসরণ।

ত্বক।—শরীরের অনেকানেক স্থানে প্রচণ্ড চুলকনা; উদ্‌ভেদ হইতে রক্ত পড়ে, রস ঝরে এবং তাহাতে মামড়ি জন্মে। অনাবৃত করিলে গাত্র কামড়ায়।

চিকিৎসা।—শিরোঘূর্ণন সহ **স্মরণশক্তির দুর্ব্বলতা** জন্য রোগীর কিছুই মনে না থাকিলে এবং সে সহজে প্রশ্নের মর্ম্ম গ্রহণ করিতে না পারিলে **ওলিয়েণ্ডার** তাহার উপকার করে। উপরি উক্ত রূপ স্মরণশক্তির বিকার ও শিরোঘূর্ণনলক্ষণযুক্ত পক্ষাঘাতরোগ ইহা আরোগ্য করিতে পারে। **পার্শ্বের দিকে তাকাইলে যে শিরঃশূলের উপশম হয়,** এরূপ **শিরঃশূলের** একটি স্ত্রীরোগীকে **ওলিয়েণ্ডার** আরোগ্য করিয়াছে।

banglabooks.in

শিশুকলেরা, উদরাময় এবং শিশুক্ষয়রোগে শিশু পূর্ব্ব দিন যাহা আহার করে পরদিন অজীর্ণাবস্থায় তাহাই যদি মল সহ নির্গত এবং প্রত্যেকবার বায়ু নিঃসরণের সঙ্গে যদি মল নিঃসরণ হয় তাহাতে ওলিয়েণ্ডার উপযোগী। ফলতঃ রোগ ওলাউঠাই হউক আর উদরাময় অথবা শিশুক্ষয়রোগই হউক উপরি উক্ত লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিলে ওলিয়েণ্ডার তাহার উপকার করিবে। ফেরাম, আর্স, আর্জে নাই এবং সিঙ্কভেও বিষ্ঠা সহ অজীর্ণ ভুক্ত বস্তু নির্গত হইয়া থাকে। কিন্তু ওলিয়েণ্ডারের ন্যায় অধিকতর পূর্ব্বের ভুক্ত বস্তুর মলত্যাগের সিংকোর সহিত কথঞ্চিৎ সাদৃশ্য ভিন্ন অন্য কোন ঔষধে তাহা দৃষ্টিগোচর হয় না।

ত্বক্‌রোগ—আমবাত বা আর্টিকেরিয়া, দুগ্ধ পীড়কা বা ক্রাষ্টা ল্যাক্‌টিয়া।—আমাশয়ান্ত্রিক বিকার নিবন্ধন আমবাত প্রভৃতি ত্বগুদ্‌ভেদ আরোগ্যে ওলিয়েণ্ডার উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া বিবেচিত। ত্বক অত্যন্ত স্পর্শাসহিষ্ণু থাকে, অল্প চুলকাইলেই গরম হইয়া উঠে এবং বেদনা করে। গ্রীবা, অণ্ডকোষবেষ্টক এবং উরু প্রভৃতি স্থানেই ইহার বিশেষ আক্রমণ দৃষ্ট হয়। মস্তকের এবং কর্ণপৃষ্ঠের ত্বকে ইহার দুগ্ধপীড়কা জন্মে।

ভিঙ্কা মাইনর—মুখমণ্ডল ও মস্তকত্বকে কাউর বা একজিমা জন্মিলে কেশ জুড়িয়া চাপ বাঁধে এবং তাহা হইতে দুর্গন্ধ নির্গত হয়। মামড়ির নিম্নে স্রাব আটক থাকে, কেশ স্খলিত হয় অথবা তাহাতে চাপ বাঁধে (Plica polonica)।

ভায়লা ট্রাই‌কলর—ডাং হিউজের মতে শিশুদিগের দুগ্ধপীড়কা এবং চর্ম্মদল বা ইম্পিটিগোর ইহা ঔষধ। ইহার মামড়ি হইতে প্রচুর রস ঝরে এবং আনুষঙ্গিক লক্ষণে রোগী দুর্গন্ধ মূত্রত্যাগ করে।

banglabooks.in

লেক্চার ৮৮ (LECTURE LXXXVIII.)

গ্র্যামিনেসিজাতিভুক্ত ঔষধ।

১। এভিনা স্যাটিভা। ২। ষ্টিগ্মেটা মেডিস।

১। এভিনা স্যাটিভা (Avena Sativa)।

সাধারণ ক্রিয়া এবং চিকিৎসা।—এভিনা সাক্ষাৎ ভাবে মস্তিষ্ক আক্রমণ করিলে পুষ্টিক্রিয়ার বৃদ্ধি হওয়ায় স্নায়ুশক্তির উৎকর্ষ এবং সম্পূর্ণ শরীরের পুষ্টি সাধিত হয়। ইহা একটি ত্বরিত ক্রিয়াশীল ঔষধ এবং অন্যান্য উত্তেজক বস্তু অপেক্ষা ইহার ক্রিয়ার স্থায়িত্ব অধিকতর। স্নায়বিক শক্তির ক্ষয় নিবন্ধন রোগে সাধারণতঃ মূল অরিষ্ট ২ হইতে ৩০ ফোঁটা পর্য্যন্ত প্রয়োগ করিলে ইহার সাক্ষাৎ বা প্রাথমিক ক্রিয়া প্রাপ্ত হওয়া যায়। অতিরিক্ত মানসিক শ্রম অথবা দুশ্চিন্তা এবং মানসিক ক্লেশ বশতঃ মস্তিষ্কীয় দুর্ব্বলতা (Brain fag) ও অত্যধিক কামসেবা অথবা হস্তমৈথুন প্রভৃতি হইতে স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য অপনয়নে উপরি উক্ত মাত্রায় প্রয়োগে ইহা অতি আশ্চর্য্য ফল প্রদান করে। বহুদিন স্থায়ী কামবিষয়ক অপরিমিত অত্যাচার ঘটিত ধ্বজভঙ্গ রোগে ইহা উপকারী; মদ্যপায়ীদিগের স্নায়বিক অসহিষ্ণুভাব এবং অনিদ্রা প্রভৃতি আশঙ্কিত মদাত্যয়লক্ষণ নিরাকরণেও ইহা বিশেষ ফলপ্রদ। মর্ফিয়া, অহিফেণ এবং তাম্রকুটাদির অভ্যস্ত সেবীদিগের পক্ষেও ইহা উপকারী ঔষধ।

২। ষ্টিগ্মেটা মেডিস (Stigmata Maydis)।

সাধারণ ক্রিয়া এবং চিকিৎসা।—মূত্রপথে ষ্টিগমেটার সাক্ষাৎ ক্রিয়া হওয়ায় ইহা তাহার উত্তেজনা ও প্রতি-

banglabooks.in

শ্যায়িক প্রদাহ উৎপন্ন করে। ইহা সেবনে মূত্রের অত্যধিক ক্ষারদোষের সমতা জন্মে। মূত্রস্রাবের ইহা পরিমাণাধিক্য জন্মায়। রোগ চিকিৎসায় আমরা ইহার উপরি উক্ত স্থূল ক্রিয়ারই সাহায্য গ্রহণ করিয়া থাকি। এইরূপে স্থূল মাত্রায় ইহার প্রয়োগ দ্বারা মূত্রের পরিমাণের বৃদ্ধি, ক্ষারদোষের প্রশমন এবং তাহার ফলস্বরূপ মূত্রের উগ্রতার দূরীকরণ ও স্নিগ্ধতা আনয়ন করিয়া আমরা **ষ্টিগ্‌মেটা** দ্বারা নিম্নলিখিত রোগের শান্তি করিয়া থাকি, যথা—**মূত্রের লিথিক এসিড ও ফস্‌ফেটিক রেণু—পাথরিরোগ; মূত্রস্থালী প্রদাহ; মূত্রাঘাত মূত্ররোধ** (Retention), **মূত্রকৃচ্ছ্র, মূত্র শূল** এবং **পূয়মেহ** প্রভৃতি। **জলশোথরোগেরও** সাময়িক উপকার প্রত্যাশায় ইহা ব্যবহার করা যাইতে পারে।

---

banglabooks.in

লেক্‌চার ৮৯ (LECTURE LXXXIX.)।

ব্যাপ্টিসিয়া (Baptisia Tinctoria.)।

(লেগুমিনসি জাতি)

সাধারণ ক্রিয়া।—শোণিতে ব্যাপ্টিসিয়ার অতি গভীর ও বিশেষ প্রকারের ক্রিয়া প্রকাশিত হয়। এই ক্রিয়াকালে শোণিতের যে বিশ্লেষিত ও পচিত অবস্থা ঘটে, দৌর্ব্বল্যপ্রধান ও সাংঘাতিক জ্বরাদি এবং টাইফইড্ অবস্থাপন্ন রোগীদিগের শোণিতে আমরা তদ্রূপ দুরবস্থাই লক্ষ্য করিয়া থাকি। উপরি উক্ত দুর্দ্দশাগ্রস্ত শোণিত পোষিত শ্লৈষ্মিকঝিল্লিতে, বিশেষতঃ মুখ, গলা এবং অন্ত্রপথের শ্লৈষ্মিকঝিল্লিতে ইহার রোগজ লক্ষণ প্রকাশ পায়। ইহা দ্বারা গতিদ এবং অনুভূতিদ স্নায়ুশক্তির অপচয় বশতঃ উভয় প্রকার স্নায়ুশক্তিরই দুর্ব্বলতা ও হানি ঘটায়, উভয় প্রকার পক্ষাঘাত জন্মে। ইহাতে পরোক্ষ ভাবে মস্তিষ্ক আক্রান্ত হওয়ায় অতীব দুর্ব্বল ও বিশেষ প্রকারের প্রলাপলক্ষণ উৎপন্ন হয়।

শরীরস্থ যাবতীয় তরল পদার্থের পচনশীলতা জন্মে এবং অত্যন্ত বল-ক্ষয় ঘটে। সন্ধিনিচয়ের টানটান ভাব হওয়ার ন্যায় কাঠিন্য জন্মে। সর্ব্ব শরীর টাটায়। স্রাব এবং শরীরোত্থিত বাষ্প পূতিগন্ধযুক্ত। শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি, বিশেষতঃ মুখগহ্বরস্থ শ্লৈষ্মিকঝিল্লিতে, ক্ষত জন্মে এবং তাহার দুর্গন্ধ হইতে থাকে।

লক্ষণ।

মন।—চিন্তায় অপ্রবৃত্তি ও শক্তিহীনতা; মানসিক দৌর্ব্বল্য ও বিশৃঙ্খলভাব; মদ্যপানবৎ মানসিক অস্থৈর্য্য। রোগী কোন বিষয়ে মনঃসংযোগ করিতে পারে না; মনে এক রূপ বৈষম্যের ভাব জন্মে,

banglabooks.in

মানসিক অসংযত ভাব। শরীরাংশাদি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত থাকার ন্যায় বোধ হওয়ায় রোগী তাহাদিগকে একত্রিত করিবার জন্য অস্থির-ভাবে চতুর্দ্দিকে শরীর চালনা করে; রোগী শরীরাংশগুলি একত্রিত করিতে পারে না বলিয়া নিদ্রা হয় না।

নিদ্রা।—প্রলাপসংযুক্ত সুপ্তি; রোগী কোন প্রশ্নের উত্তর করিতে করিতেই নিদ্রাগ্রস্ত হয়, অথবা তাহাকে কিছু বলিতে বলিতে নিদ্রিত হইয়া পড়ে। শেষ রজনী ২।৩টা পর্য্যন্ত নিদ্রা যায়, পরে সকাল পর্য্যন্ত অস্থির থাকে। রোগী নিদ্রালু, জড়বৎ ও ক্লান্ত বোধ করে; চক্ষু অর্দ্ধনিমিলিতভাবযুক্ত হয়। ভয়াবহ স্বপ্ন দেখায় অস্থির থাকে।

স্নায়ু।—রোগী অস্থির ও সুপ্তিহীন থাকে; কোন বিষয়েই মন আকৃষ্ট রাখিতে পারে না; সন্ধ্যাকালে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে শরীর চালনা করিতে চাহে। সম্পূর্ণ শরীরে, অধিকতর নিম্নাঙ্গে, দুর্ব্বলতা থাকে। অবসাদ, শয়নে প্রবৃত্তি। সম্পূর্ণ বাম পার্শ্বের পক্ষাঘাত; বাম হস্ত এবং বাহু শক্তিহীন। রোগী শয্যার নিম্নদিকে গড়াইয়া যায়, বোধ করে যেন শরীরের শক্তি লোপ হইয়া যাইতেছে। সম্পূর্ণ শরীরে অবক্তব্য রুগ্নভাব।

শ্বাসযন্ত্র।—দক্ষিণ ফুসফুসে টাটানি। বক্ষের সংকোচন ও কষ্ট।

পরিপাকযন্ত্র, মল ও মলদ্বার।—ওষ্ঠ ও দন্তে মল (sordes) সঞ্চয়। জিহ্বার মধ্য বাহিয়া হরিদ্রাবর্ণ; জিহ্বা প্রথমে শুভ্র থাকে এবং শুভ্র লেপের মধ্যে মধ্যে লোহিতবর্ণ জিহ্বাকণ্টক (papillae) দৃষ্ট হয়, পরে তাহার মধ্যভাগে হলদেকটা লেপ জন্মে, পার্শ্ব লোহিতবর্ণ ও চক্ চকে হয়; জিহ্বার মধ্য বাহিয়া শুষ্ক ও কটাবর্ণ। কটা, টাটানিযুক্ত ও ক্ষত জিহ্বা। মুখের দুর্গন্ধ। মুখে পচা ক্ষত ও মুখ হইতে লালা স্রাব। মুখে মামুরকির ঘা এবং মুখ হইতে লালাস্রাব। মুখ ও জিহ্বা শুষ্ক। মুখলালার যেন বৃদ্ধি, আটাভাব ও স্বাদহীনতা।

banglabooks.in

ক্ষত জন্য গলাভ্যন্তরে সংকুচিত বোধ, বারম্বার গেলার চেষ্টা। গলগহ্বর কাল্‌চে লাল; তাহাতে কৃষ্ণবর্ণ পচা ক্ষত; টনসিল ও হনুনিম্নগ্রন্থি স্ফীত; অসাধারণ বেদনাহীনতা। গলায় শুড়্‌শুড়ি হইলে কাসির উদ্রেক হয়; উপজিহ্বা প্রলম্বিত থাকে। কেবল তরল বস্তু পান করিতে পারে, কঠিন বস্তু আহারের চেষ্টায় গলরোধ ঘটে। গলমধ্যে অনেক আটা শ্লেষ্মা থাকে, তাহা উঠাইতে বা গিলিতে পারে না। অন্ননালী হইতে আমাশয় পর্য্যন্ত অত্যন্ত সংকুচিত বোধ; কেবল জল গিলিতে পারে।

আমাশয়স্থলে দমিয়া যাওয়ার ন্যায় অথবা তদভ্যন্তরে কিছু না থাকার অনুভূতি; উদরের দক্ষিণ পার্শ্বে (Iliac region) স্পর্শাসহিষ্ণু বেদনা। উদরপেশী চাপে বেদনাযুক্ত। পুনঃ পুনঃ অল্প, পাতলা, কৃষ্ণবর্ণ, দুর্গন্ধ এবং উগ্র মলত্যাগ। অত্যন্ত পূতিগন্ধযুক্ত ও দুর্ব্বলকর উদরাময়। বেদনাহীন, লেইর ন্যায় বিষ্ঠা সহ প্রচুর শ্লেষ্মা থাকে। কৃষ্ণাভ কটা শ্লেষ্মা ও রক্তসংযুক্ত মলত্যাগে কুন্থন থাকে এবং মলের পচনশীলতা দৃষ্ট হয়। প্রাতঃকালীন উদরাময়।

ত্বক।—ত্বকে অতিশয় তাপ ও জ্বালা। হাম ও আমবাতের ন্যায় উদ্ভেদ। সম্পূর্ণ শরীর এবং অঙ্গের উপরিভাগে কাল্‌চেলোহিত কলঙ্ক, শরীরোপরি তাহা স্থূলতর থাকে।

চিকিৎসা।

মুখক্ষত, জাড়ি ঘা বা এফ্‌থি।—শরীরের অতি শোচনীয় দুর্ব্বল অবস্থায় এই মুখক্ষত জন্মে। দন্তমাড়ি শিথিল ও তাহার শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি রুগ্ন থাকে এবং তাহা হইতে কৃষ্ণলোহিত ও দুর্গন্ধ রক্ত ক্ষরিত হয়; মুখে পূতিগন্ধ থাকে এবং মুখ হইতে লালা ঝরে। দন্তমাড়ি ক্ষতযুক্ত ও জিহ্বা ফাটা। উপরি উক্ত রূপ অবস্থান্বিত পারদ ঘটিত

banglabooks.in

সাধারণ ও প্রসূতিদিগের এবং যক্ষ্মাকাশ ও মূত্রমেহ প্রভৃতি সাংঘাতিক রোগগ্রস্ত রোগীর মুখক্ষতও ইহাদ্বারা আরোগ্য হয়।

হাইড্রাষ্টিস্—পুষ্টিহীনতা বশতঃ মুখক্ষতের অন্যতম উৎকৃষ্ট ঔষধ। শ্লৈষ্মিকঝিল্লি উন্নত ও ক্ষতনিচয় দ্বারা খচিত এবং জিহ্বা লেপ-যুক্ত থাকে; পচা ক্ষত।

যক্ষ্মাকাশ বা থাইসিস্।—যক্ষ্মাকাশের শেষাবস্থায় জ্বরের, বিশেষতঃ তাহার সন্ধ্যাকালে বৃদ্ধি হইলে এবং তাহাতে অল্প নিদ্রালুতা, জড়িত কথা, এবং মানসিক বিহ্বলভাব থাকিলে **ব্যাপ্টিসিয়া** দ্বারা উপকার হয়।

টাইফয়েড জ্বর।—আমরা ইতিপূর্ব্বে **ব্যাপ্টি-সিয়ার** লক্ষণ সম্বন্ধে যাহা বিবৃত করিয়াছি তাহাতে বোধগম্য হইবে যে, টাইফয়েড জ্বরলক্ষণ সহ ইহার বিশেষ ও ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য আছে। তথাপি এই জ্বর চিকিৎসায় ইহার প্রকৃত স্থান নিরূপণ করিতে হইলে তাহার অন্যান্য ঔষধ সহ ইহার অতি পুঙ্খানুপুঙ্খ তুলনা করার আবশ্যক। ইহার নিদ্রালু ও বুদ্ধির জড়তা **আর্ণিকায়** এবং কাল অথবা ঈষৎ কটা জিহ্বালেপ **রাসটক্সে** আছে। **আর্ণিকার** ন্যায়ই ইহার রোগী প্রশ্নের উত্তর করিতে করিতে নিদ্রাগত হয় ও শয্যা অতি কঠিন বোধ করে। ফলতঃ উপরি উক্ত দুই ঔষধ সহই ইহার বিশেষ তুলনার প্রয়োজন। শোণিতের বিষাক্ত ও পচিত অবস্থার ঔষধ হইলেও যথোপযুক্ত স্থলে প্রয়োগ করিলে অনেক স্থলে রোগের প্রথমাবস্থাতেও **ব্যাপ্টিসিয়া** রোগ অঙ্কুরে বিনাশ করিতে সক্ষম। ইহার বিশেষ বিশেষ লক্ষণ—**বুদ্ধির জড়ভাবব্যঞ্জক এবং মদ্যপান প্রযুক্ত মত্তবৎ ও কৃষ্ণবর্ণ মুখাকৃতি** (ইহাকে ব্যাপ্টিসিয়ারোগীর অতি বিশেষ লক্ষণ বলিয়া জানিতে হইবে); রোগী অতীব ক্লান্ত এবং সম্পূর্ণ শরীর ঘৃষ্টবৎ অনুভূত; **আর্ণিকার**

banglabooks.in

ন্যায় রোগী অস্থির থাকে এবং কোন কোমল স্থানের অনুসন্ধানে শয্যার চতুষ্পার্শ্বে ঘুরিতে থাকে। চক্ষু নিদ্রার ভাবযুক্ত ও বুদ্ধিহীনতার পরিচায়ক। প্রলাপ উপস্থিত থাকিলে তাহার প্রকৃতি বিলক্ষণ স্বাতন্ত্র্য জ্ঞাপন করে; তাহাতে রোগী মনে করে যেন তাহার **শরীরাংশ নিচয় শয্যাময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে,** সে তাহা একত্র করিবার জন্য শয্যার চতুষ্পার্শ্বে ঘুরিতে থাকে; রোগীর প্রভূত বলক্ষয় হয়; জিহ্বার মধ্য বাহিয়া কটাবর্ণের রেখা থাকিতে পারে ও দন্ত কাল্‌চে মল বা "সডিস" আবৃত থাকে; প্রশ্বাসে দুর্গন্ধ নির্গত হয় এবং শরীরোত্থিত সর্ব্বপ্রকার বাষ্প এবং স্রাব পূতিগন্ধযুক্ত থাকে। জ্বর তাপ অধিক এবং নাড়ী দ্রুত; উদরের দক্ষিণ ও নিম্নতর পার্শ্ব বা "ইলিয়-সিকেল" প্রদেশে চাপ দিলে বেদনা করে। ফলতঃ স্রাবাদির পচা ঘ্রাণ, রোগীর মত্তভাবের মুখাকৃতি এবং তাহার মানসিক অবসাদ উপস্থিত থাকিলেও অধিকাংশরূপে ইহার প্রলাপলক্ষণের বিশেষত্বের প্রতি দৃষ্টি করিলে **ব্যাপ্টিসিয়ার** রোগ নির্ব্বাচনে ভ্রান্তি হওয়ার সম্ভাবনা সুদূর বলিয়াই বোধ হয়।

---

banglabooks.in

লেক্‌চার ৯০ (LECTURE XC)

হেমামেলিস।

(হেমামিলেসি জাতি)।

হেমামেলিস ভার্জিনিকা (Hemamelis varginica)।

সম্বন্ধ।—হেমামেলিস্ যাহার কার্য্য প্রতিষেধ করে—পাল্‌স্।

সাধারণ ক্রিয়া।—ব্যবহারদুষ্ট শোণিতবাহী নাড়ী বা শিরা-মণ্ডলে, বিশেষতঃ সরলান্ত্র এবং জননেন্দ্রিয়শিরামণ্ডলে বিশেষ ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া হেমামেলিস্ শিরার বিস্তৃতি, শিরাশোণিতাধিক্য, শোণিতস্রাব এবং পরোক্ষভাবে উপাদান বিশ্লেষণ পর্য্যন্ত উৎপন্ন করে। ডাঃ হেলের মতে হেমামেলিস্ শিরামণ্ডলের **একনাইট** স্বরূপ ; অর্থাৎ **একনাইট** ধমনীমণ্ডলে যে প্রকৃতির ক্রিয়া প্রকাশ করে ইহাদ্বারা শিরামণ্ডলে তজ্জাতীয় ক্রিয়াই হইয়া থাকে। ইহার প্রাথমিক ক্রিয়ায় শিরামণ্ডলের গতিদ স্নায়ুর আক্ষেপ্ উপস্থিত হয়। ইহা উপরি উক্ত রক্তবহা নাড়িতে যে উত্তেজনা উপস্থিত করে কার্য্যতঃ তাহা প্রদাহ উৎপন্ন না করিলেও তাহার সাহায্য করিয়া থাকে। ইহার ক্রিয়ার গৌণ ফলস্বরূপ (প্রতিক্রিয়ায়) উপরি উক্ত গতিদ স্নায়ুর পক্ষাঘাতিক দুর্ব্বলতা বশতঃ শিরার ঝিল্লিস্তরাদির পক্ষাঘাত প্রযুক্ত শিথিলতা হওয়ায় শিরাশোণিতাধিক্য, শিরাশোণিতস্রাব এবং তাহার উপাদানগত পরিবর্ত্তন পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। শরীরের যে কোন অংশ হইতে **শিরাশোণিতস্রাব** ইহার প্রদর্শক।

।

স্নায়ু।—শিরা, পেশী ও ত্বকে চিমটিকাটা এবং হুল বেঁধার ন্যায় অনুভূতি। ঘৃষ্টবৎ ও টাটানি বেদনা।

banglabooks.in

শ্বাসযন্ত্র।—নাসিকোপরি কশাভাব এবং চক্ষুদ্বয়মধ্যস্থ ললাট স্থানে চাপ হইলে নাসিকা হইতে রক্তস্রাব। মৃদু রক্তস্রাব। গুড়গুড়ি যুক্ত কাসিতে শোণিত অথবা গন্ধকের স্বাদ, রক্তের নিষ্ঠীবনের পূর্ব্বগমী।

পরিপাকযন্ত্র এবং বিষ্ঠা।—কাল রক্ত বমন হইলে রোগী কম্পান্বিত, দুর্ব্বল, শীতল এবং প্রচুর ঘর্ম্মসিক্ত হয়; দ্রুত নাড়ীস্পন্দন হইতে থাকে। আমরক্তের বিষ্ঠায় অসাধারণরূপ অধিক পরিমাণ কাল কাল রক্তের চাপ থাকে। অন্ত্র হইতে অত্যধিক পরিমাণ আল্‌কাতরার ন্যায় কাল রক্ত নির্গত। বেদনাযুক্ত অর্শ হইতে কৃষ্ণবর্ণ রক্তস্রাব। মলদ্বার চুলকায়।

পুংজননেন্দ্রিয়।—অণ্ডকোষে তীব্র স্নায়ুশূল। বেদনা দ্রুত-বেগে অণ্ডকোষরজ্জু বাহিয়া অণ্ডকোষাভ্যন্তরে যায়; একশিরা জন্মে; আক্রান্ত অংশ টাটায় ও স্ফীত হয়। শিরাস্ফীতি জন্মে।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়। জরায়ু হইতে প্রবল, উজ্জ্বললোহিত শোণিতস্রাব; শোণিত জমাট বাঁধে না। জরায়ুর রক্তস্রাবে শিরাশোণি-তের মৃদু প্রবাহ। যোনির আক্ষেপ হইলে তাহাতে তীব্র টাটানি থাকে এবং যোনিকপাটে চুলকনা জন্মে। **অনুকল্প ঋতুস্রাব**, অণ্ডাধারে বেদনা ও টাটানি। **সূতিকাতঙ্ক**।

প্রদর্শক লক্ষণ।—**থেঁতো হওয়ার ন্যায় টাটানি-বেদনার বর্ত্তমানতা** ইহার প্রদর্শক হওয়ায় ইহা **আর্ণিকা** সহ তুলনীয়।

চিকিৎসা।

অর্শরোগ বা পাইল্‌স্।—অত্যধিক রক্তস্রাবযুক্ত অর্শ-রোগে **হেমামেলিস্** বিশেষ প্রশংসালাভ করিয়াছে। ডাঃ হিউজ ইহাকে অর্শের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঔষধ বলিয়া বিবেচনা করেন; কার্য্য ক্ষেত্রেও তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। তিনি ইহার দ্বিতীয় ক্রমের ব্যবস্থা

banglabooks.in

করেন। ফলতঃ তপ্তই হউক আর শীতলই হউক ইহার নির্য্যাসের বহিঃপ্রয়োগ অতি শীঘ্র অর্শের প্রদাহ এবং টাটানিবেদনার উপশম করে। অর্শে **অত্যধিক টাটানিবেদনা হেমার** সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রদর্শক।

সাল্‌ফার—কোষ্ঠবদ্ধলক্ষণযুক্ত অর্শরোগে মলদ্বারের চুলকনা ইহার বিশেষ লক্ষণ মধ্যে গণ্য। তাহা রজনীতে বর্দ্ধিত হয়।

অন্তঃসত্ত্বাবস্থার এবং প্রসবান্তিক রোগ—গর্ভপাত বা এবর্ষণ; প্রসববেদনা; প্রসবান্তিক বেদনা, ভ্যাদালির ব্যথা বা আফ্‌টার পেইন্‌স্‌; সূতিকাস্তম্ভ বা ফ্লেগ্‌ম্যাশিয়া ডলেন্‌স্‌।—অন্তঃসত্ত্বাবস্থায় উদরে টাটানিবেদনা, অলীক প্রসববেদনায় (False labour pains) উদরে টাটানি, টাটানি-বেদনাযুক্ত জরায়ু-রসবাতরোগে এবং সূতিকাস্তম্ভরোগেও উপরিউক্ত প্রকৃতির বেদনা রোগিণীর বিশেষ কষ্টের কারণ হইলে **হেমামেলিস্‌** তাহার শ্রেষ্ঠ ঔষধ বলিয়া গণ্য। ইহার ঈষদুষ্ণ অরিষ্টের বহিঃপ্রয়োগ অতি সত্বর বেদনার নিবারণ করে। ফলতঃ **আক্রান্ত শরীরাংশে অত্যন্ত টাটানি বেদনার বর্ত্তমানতা** এই সকল স্থলে ইহার প্রকৃষ্টতর প্রদর্শক।

শোণিতস্রাব বা হিমরেজ।—শিরারক্তের মৃদু স্রাবে **রুগ্ন শরীরাংশে টাটানি ও থেঁৎলানবৎ বেদনা থাকিলে** এবং রোগীর অত্যন্ত বলহানি ঘটিলে **হেমামেলিস্‌** অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া বিবেচিত। ডাঃ ডাইস্‌ ব্রাউন জরায়ুর রক্তস্রাবে ইহাকে অন্যতম উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া মনে করেন এবং রোগারোগ্যেও তাহার ভূয়ো নিদর্শন আছে। **শীতাদ বা পার্পুরা** (উপত্বক অধঃদেশে রক্তস্রাব জনিত ত্বকে ক্ষুদ্র ও লোহিত কলঙ্ক) এবং

banglabooks.in

রক্ত-মেহ বা **হিমেচুরিয়ারোগে** ইহা বিশেষ প্রশংসা লাভ করিয়াছে। নাসিকার মধ্যাংশে চাপবোধ সহ **নাসিকার রক্তস্রাবে** ইহা বিশেষ উপকারী। রক্ত সাধারণতঃ কৃষ্ণবর্ণ।

পাল্‌সেটিলা—নাসিকা হইতে মৃদু রক্তস্রাব এবং নাসিকা হইতে অনুকল্প ঋতুস্রাব।

মার্কুরিয়াস—নাসিকারক্তস্রাব; প্রচুর, কৃষ্ণবর্ণ রক্তের চাপ বাঁধে।

আর্ণিকা—আঘাত জন্য রক্তস্রাব ব্যতীতও ইহা বর্দ্ধমান শিশু-দিগের নাসিকার রক্তস্রাবে উপকারী।

বসন্তরোগ বা স্মলপক্স্।—রক্তস্রাবী বসন্তরোগে **হেমা** উপকারী ঔষধ।

শিরাপ্রসারণ বা ভেরিকোজ ভেইন্‌স্‌রোগ।—আক্রান্ত শরীরাংশ **অত্যন্ত টাটানিবেদনাযুক্ত থাকিলে হেমা** দ্বারা রোগ আরোগ্য হয়; এস্থলে ইহার বহিঃ-প্রয়োগ বিশেষ উপকারী।

banglabooks.in

লেক্‌চার ৯১ (LECTURE XCI.)

এরাম্ ট্রিফিলাম্ (Arum Triphilum.)

(এরাকেসি জাতি।)

সম্বন্ধ।—মাখনতোলা দুগ্ধ বা ঘোল ইহার বিষক্রিয়ার প্রতিষেধক।

সাধারণ ক্রিয়া।—শ্লৈষ্মিকঝিল্লি, বিশেষতঃ মুখ, গলগহ্বর এবং কিয়ৎ পরিমাণে স্বরযন্ত্র এবং বায়ুনালীর শ্লৈষ্মিকঝিল্লি আক্রমণ করায় এরাম ট্রিফিলাম তাহাদিগের প্রদাহ, স্ফীতি এবং ক্ষত জন্মাইয়া থাকে।

লক্ষণ।

মন।—প্রলাপের অবস্থায় রোগী **নাসারন্ধ্রে অঙ্গুলি প্রবেশ করায়**; এবং **কোন শরীরাংশ** অথবা **নাসিকা খোঁটায়** তাহা হইতে **রক্তও বাহির হইতে পারে।** উত্তেজনা প্রবণতা।

নাসিকা।—অপরাহ্ণে স্রাবযুক্ত সর্দ্দি হইলে মস্তক এবং মুখের তাপ। বাম নাসিকা হইতে অবিশ্রান্ত সর্দ্দিস্রাব। প্রাতঃকালের সর্দ্দিতে শোণিতরেখা এবং শ্লেষ্মার কঠিন চাপ; দিবসে পীতবর্ণ ও ঘন; জলবৎ অথবা নাসিকার রোধকারী সর্দ্দি প্রাতঃকালে বৃদ্ধি পায়। জ্বালাযুক্ত, উগ্র ও তরল নাসিকাস্রাব নাসারন্ধ্র ও উর্দ্ধোষ্ঠে ক্ষত উৎপন্ন করে। নাসিকা রুদ্ধ থাকায় মুখদ্বারা শ্বাসপ্রশ্বাস চালাইতে হয়। জলপান করিতে তাহা নাসিকাপথে বাহির হইয়া যায়। নাসারন্ধ্র টাটানিযুক্ত ও ফাটা। রোগী অনবরত নাসিকা খোঁটে।

banglabooks.in

স্বরযন্ত্র ও শ্বাসনলী ;—অত্যধিক গীত করায় অথবা কথা বলায় স্বরভঙ্গ ঘটে। স্বরের পুনঃ পুনঃ পরিবর্ত্তন। শ্বাসনালীতে শ্লেষ্মার সঞ্চয়। চিমসা শ্লেষ্মা উঠে। ফুস্‌ফুস্‌ টাটায়।

মুখগহ্বর ও গলাভ্যন্তর ;—ওষ্ঠ ফাটে। ওষ্ঠ খুঁটিতে খুঁটিতে রক্ত বাহির হয়। মুখের কোণ ক্ষতযুক্ত, ফাটিয়া রক্ত পড়ে। জিহ্বামূল ও তালু অবদারিত বোধ। অবদরণভাব ও টাটানিযুক্ত মুখগহ্বর হইতে রক্তস্রাব। মুখ জ্বালা করে ও টাটায় বলিয়া শিশু কিছু পান করিতে চাহে না এবং কিছু পান করিতে দিলেও ক্রন্দন করিতে থাকে। প্রচুর ও উগ্র মুখলালাস্রাব। মুখের শুষ্কতা। হনুনিম্নগ্রন্থি, বিশেষতঃ বাম পার্শ্বের গ্রন্থি স্ফীত। কণ্ঠায় সংকোচন বশতঃ হাঁচি। গলাধঃকরণক্রিয়াকালে তালুর বাম পার্শ্বে স্ফীত বোধ। তালু এবং গলমধ্যে টাটানি, শুষ্কভাব, জ্বালাযুক্ত বেদনা এবং ক্ষত।

ত্বক্‌ ;—(Exanthema) আরক্তজ্বরবৎ জ্বরসংযুক্ত উদ্ভেদ চুলকায় ; পরে তাহার উপত্বক স্খলন হয়।

প্রদর্শক লক্ষণ ;—নাসিকা অথবা **ওষ্ঠ প্রভৃতি স্থানে পুনঃ পুনঃ চিমটাইয়া বা খুঁটিয়া অধিকাংশ সময়ে রক্ত বাহির করা** ইহার অনেক রোগে দেখা যায় বলিয়া তাহা **এরামের** প্রদর্শক বলিয়া গণ্য।

চিকিৎসা।

মস্তিষ্কপ্রদাহ এবং মূত্রক্ষয় বা উরিমিয়া-রোগ ;—**এরাম ট্রিফিলাম** এই সকল রোগের প্রচলিত ও প্রসিদ্ধ ঔষধ নহে ; **তবে নাসিকাদিতে চিমটিকাটা** প্রভৃতি উপরি উক্ত প্রদর্শক লক্ষণের স্পষ্ট প্রকাশ থাকিলে ইহা নিশ্চিত উপকার করে।

banglabooks.in

নাসিকাসর্দ্দি বা করাইজ।—**এরাম ট্রি ফিলাম** সর্দ্দিতে নাসিকা হইতে উগ্র স্রাব নির্গত হওয়ায় নাসিকারন্ধ্র ও ওষ্ঠে ক্ষত জন্মে এবং রোগীর সর্ব্বদাই নাসিকারন্ধ্রমধ্যে অঙ্গুলি প্রবেশ করাইবার ইচ্ছা হয়। কখন কখন চক্ষু এবং নাসিকা উভয় হইতেই পীতবর্ণ ও উগ্র স্রাব প্রবাহিত হয়। তৃষ্ণা থাকে, কিন্তু জলপান করিতে বেদনা লাগে। উগ্র ও তরল স্রাব প্রবাহিত হইলেও নাসিকার সম্পূর্ণ রোধ ঘটিতে পারে। আনুষঙ্গিক লক্ষণ স্বরূপ নিদ্রালুতা এবং হাঁচি-বার প্রবৃত্তি উপস্থিত থাকে। **লাইকতে** দিবারাত্রি নাসিকার রোধ সহ সামান্য ও হাজাকর স্রাব হয়। নাসারন্ধ্রের পশ্চাতের শুষ্কতা এবং অগ্রভাগের স্রাব থাকাও **লাইকর** বিশেষ লক্ষণ মধ্যে গণ্য।

স্বরযন্ত্ররোগ—স্বরভঙ্গ।—গায়ক এবং বক্তাদিগের স্বরভঙ্গ হইলে **এরাম ট্রি** উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহাতে হঠাৎ স্বরের পরিবর্ত্তন হওয়ায় তাহা উচ্চ মাত্রায় উঠে। অধিকতর ব্যবহারে স্বর ছিন্ন হয় ও বসিয়া যায়। **সিলিনিয়ামেরও** সর্ব্বদা স্বর পরিষ্কার করার প্রয়োজন হইয়া থাকে; গীতের আরম্ভেই অথবা বহুক্ষণ স্বরের ব্যবহারের পরেও স্বরভঙ্গ হয়; প্রাতঃকালে স্বরযন্ত্র হইতে প্রচুর ও স্বচ্ছ শ্লেষ্মা নিঃসৃত হওয়া **সিলিনিরা** বিশেষ প্রকৃতি।

গ্র্যাফাইটিস্—স্বর আয়ত্তাধীন থাকে না, গান করিতে আরম্ভ করিলেই স্বর ছিন্ন হইয়া ও গলা বসিয়া যায়।

আর্জেণ্ট মেট।—স্বরযন্ত্রের জ্বালা ও কাঁচাভাব, কথা কহিলে ও স্বরের অত্যবিধ ব্যবহার করিলে বৰ্দ্ধিত হয়। গায়ক এবং বক্তাদিগের স্বরের পরিবর্ত্তন হইলে ইহা উপকারী। স্বরযন্ত্রে প্রচুর ও সিদ্ধ করা শ্বেতসারবৎ নির্য্যাস থাকে ও তাহা সহজে উঠে।

ব্যারা কার্ব্ব—কণ্ঠার পেশীউপাদানের শিথিলতা বশতঃ স্বরভঙ্গ।

---

banglabooks.in

লেক্‌চার ৯২ (LECTURE XCII.)

এলান্থাস্ (Ailanthus glandulosa.)

(সিমারুবেসিজাতি ।)

সাধারণ ক্রিয়া।—মস্তিষ্ক এবং মস্তিষ্ক মেরুমজ্জের স্নায়ুকেন্দ্রে এলান্থাসের সাক্ষাৎ ক্রিয়া হওয়ায় ইহা যে, দুর্ব্বল ও সাংঘাতিক অবস্থা উৎপন্ন করে তাহা অনেকাংশে দুর্ব্বলতামূলক নানাপ্রকার জ্বর ও আরক্ত জ্বরের সমপ্রকৃতি বিশিষ্ট। ত্বক্ সহও ইহার অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকায় তাহাতে ইহা আরক্তজ্বর বা স্কার্লেটিনাবৎ উদ্ভেদ উৎপন্ন করে।

লক্ষণ।

মন।—অর্দ্ধচৈতন্যাবস্থা; রোগীকে কিছু বলিলে সে তাহা বুঝিতে পারে না। সুষুপ্তি, প্রলাপ এবং চৈতন্যহীনতা। নিদ্রাহীন ও অস্থির রোগীর অবিশ্রান্ত ও অস্ফুট প্রলাপ কথন।

নাসিকা।—নাসিকা হইতে প্রচুর, পাতলা, উগ্র এবং রক্ত সংযুক্ত স্রাব। নাসারন্ধ্রে রক্তাধিক্য; স্রাব বসিয়া যায়।

মুখগহ্বর ও গলাভ্যন্তর।—ওষ্ঠ কাল্‌চেলোহিত। দন্তে মল বা সর্ডিস সঞ্চয়। জিহ্বা শুষ্ক, পার্চমেণ্টকাগজের ন্যায় ও ফাটা। গলমধ্য কৃষ্ণাভলোহিত, প্রায় বেগুনে; স্ফীত; টন্‌সিলগ্রন্থি স্ফীত এবং বহুতর, গভীর ও উগ্রলোহিত ক্ষত দ্বারা খচিত এবং তাহা হইতে অত্যন্ত দুর্গন্ধ নিঃসরণ; গলবহির্দ্দেশ স্ফীত ও স্পর্শে অসহিষ্ণু। গলা খাঁকর দিলে শ্লেষ্মা উঠে।

চিকিৎসা।—সাধারণতঃ অতিশয় দুর্ব্বলতা জনক ও সাংঘাতিক প্রকৃতির তরুণ রোগে রোগী হঠাৎ ভয়াবহ দুর্ব্বল ও চৈতন্যহীন হইয়া

banglabooks.in

পড়িলে **এলান্থাস্** প্রযুক্ত হইতে পারে; রোগীর গাত্র কৃষ্ণাভ-লোহিত। লক্ষণগত সাদৃশ্য থাকিলে ডাঃ ফ্যারিংটন ইহা হে-ফিবার বা ওষধিগন্ধজ জ্বরে প্রয়োগ করিবার উপদেশ দিয়াছেন।

ফলতঃ অতি সাংঘাতিক প্রকৃতির **আরক্তজ্বর** বা **স্কার্লেট ফিবারের** চিকিৎসা জন্যই ইহা প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। অতীব সাংঘাতিক আরক্তজ্বরের অতি কঠিন অবস্থায় ইহা উপযোগী। রোগী অজ্ঞানাবস্থায় পতিত থাকে, উদ্ভেদ সম্পূর্ণ বাহির হয় না এবং যাহা বাহির হয় তাহাও কৃষ্ণবর্ণ অথবা কৃষ্ণাভলোহিত; গলাভ্যন্তর স্ফীত ও কৃষ্ণলোহিত এবং গ্রীবাদেশের কোষময় ঝিল্লি প্রদাহিক রসপূর্ণ ও স্ফীত। নাসিকা হইতে ক্ষতকর স্রাবের নির্গম হয়। চরম দৌর্ব্বল্যগ্রস্ত এবং নিদ্রালু রোগী পাতলা, রক্তসংযুক্ত ও দুর্গন্ধ মলত্যাগ করে এবং তাহার সর্ব্ববিধ স্রাব নিঃসরণেই পূতিগন্ধ ছাড়ে। উপরি উক্ত রূপ লক্ষণ থাকিলে ইহা **দোষযুক্ত গলক্ষত** বা **ডিফথিরিয়া রোগেরও** অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া বিবেচিত।

---

banglabooks.in

লেক্‌চার ৯৩ (LECTURE XCIII.)

স্যাঙ্গুইনেরিয়া (Sanguinaria Canadensis)

(প্যাপাভিরেসি জাতি ।)

সম্বন্ধ ।—স্যাঙ্গুইনেরিয়া যাহার কার্য্যপ্রতিষেধক—ওপি, রাস্‌।

সাধারণ ক্রিয়া ।—প্রধানতঃ শ্বাসযন্ত্রশ্লৈষ্মিকঝিল্লির আক্রমণ দ্বারা স্যাঙ্গুইনেরিয়া তাহার উত্তেজনা এবং প্রতিশ্যায়িক অবস্থা প্রকাশ করে। নিউমগ্যাষ্ট্রিক্‌স্নায়ুতে ইহার সুস্পষ্ট ক্রিয়া বশতঃ ইহাদ্বারা যকৃৎ ও পরিপাকপথ বিকারগ্রস্ত হয়। ইহার ক্রিয়াফল স্বরূপ শোণিত গতির মন্থরতা প্রযুক্ত অঙ্গনিচয় শীতল এবং ত্বক রক্তহীন ফেকাসে হইলে তাহা পরিবর্ত্তনশীল বায়ুতে অসহিষ্ণু হইয়া থাকে। শিরা প্রসারিত ও ঘৃষ্টবৎ অনুভূত হয়।

লক্ষণ।

মন ।—উৎকণ্ঠা এবং ভীতি। ক্রোধ বশতঃ উত্তেজনাপ্রবণতা ; বিষাদ।

মস্তক ।—প্রাতঃকালে উপবেশন অথবা নত অবস্থা হইতে উত্থান করিতে এবং ত্বরিত মস্তক ফিরাইলে অথবা উর্দ্ধে তাকাইলে শিরোঘূর্ণন। মস্তকে রক্ত ধাবিত হওয়ায় কর্ণে হুস্‌ হুস্‌ শব্দ এবং শোণিতোচ্ছ্বাস। থাকিয়া থাকিয়া মাথার ব্যথা। শিরঃশূল মস্তকপশ্চাতে আরম্ভ হইলে উর্দ্ধে বিস্তৃত এবং দক্ষিণ চক্ষুর উর্দ্ধে স্থায়ী হয়। অধিকাংশ সময়ে ললাটের দক্ষিণপার্শ্বে মস্তক ফাটিয়া যাওয়ার ন্যায় শিরঃশূলের মুক্ত বায়ুতে উপশম। অপরাহ্ণকালে মস্তক ও গ্রীবা পশ্চাতে বেদনা। শিরঃশূল, বিবমিষা এবং শীতানুভূতি হওয়ার পর

banglabooks.in

তাপোচ্ছ্বাস হইলে তাহা মস্তক হইতে আমাশয়ে বিস্তার করে। দপ দপানি শিরঃশূলের তিক্ত বমনে, শরীর চালনায় অথবা নত অবস্থায় বৃদ্ধি।

স্নায়ু ;—দক্ষিণ বাহুর খঞ্জতা। দক্ষিণ পার্শ্বের পক্ষাঘাত। আলস্য, জড়ভাব ও ক্লান্তি; মানসিক অথবা শারীরিক শ্রমবিমুখতা, সিক্ত বায়ুতে বর্দ্ধিত। মুক্ত বায়ুমধ্যে ভ্রমণকালে অঙ্গনিচয়ের দুর্ব্বলতায় রোগী বোধ করে যেন বক্ষ হইতে উদরে তপ্ত জল প্রবাহিত হইতেছে।

কর্ণ ;—কর্ণশূলে কর্ণে হুল বেধবৎ বেদনা, শিরঃশূল এবং শিরোঘূর্ণন। ঋতুসন্ধিকালে কর্ণে উচ্চ রব ও গুণ গুণ শব্দ এবং আকস্মিক শব্দে কর্ণ অসহিষ্ণু।

নাসিকা ;—সর্দ্দিতে পুনঃ পুনঃ হাঁচি, নাসিকা হইতে জলবৎ ও তীব্র সর্দ্দি নিঃসরণ, নাসিকামূলে ভারিবোধ সহ বেদনা এবং নাসিকা রন্ধ্রে চন্‌চানি ও হুলবেধবৎ বেদনা।

শ্বাসযন্ত্র ;—সন্ধ্যাকালে শয়নের পর শুষ্ক কণ্ঠায় শুড়শুড়ি হইলে শুষ্ক, থ্যাঁক্ থ্যাক্ কাসি এবং কীটবিচরণবৎ অনুভূতি নিম্নাভিমুখী হইয়া বক্ষাভ্যন্তরে যায়। নিদ্রাভঙ্গের পর শুষ্ক কাসি উঠিয়া না বসিলে এবং ঊর্দ্ধাধপথে বায়ু নিঃসরণ না হইলে নিবৃত্তি হয় না। সর্দ্দি সহ কাসি হইলে গণ্ডদেশ লোহিত এবং বক্ষ বেদনাযুক্ত কঠিন শ্বাসকৃচ্ছ্র এবং বক্ষের সংকোচনে গভীর শ্বাসগ্রহণের ইচ্ছা। বক্ষের ঊর্দ্ধভাগে অবিশ্রান্ত চাপ ও গুরুত্ব বশতঃ শ্বাস প্রশ্বাসের কষ্ট। বুকাস্থি বা ষ্টার্ণাম এবং দক্ষিণ স্তনাগ্রের মধ্যবর্ত্তী স্থানে তীব্র, চিমটিকাটার ন্যায় এবং পেশীশূলবৎ বেদনা। মধ্যবক্ষে এবং তাহার দক্ষিণ পার্শ্বে কঠিন বেদনা ও জ্বালা। অপরাহ্ণ ৪ টার সময় দক্ষিণ বাহু এবং কণ্ঠাস্থির নিম্ন হইতে জ্বালা নিম্নাভিমুখে স্রোত বহিয়া

banglabooks.in

যকৃৎ প্রদেশে যায়। দক্ষিণ বক্ষের স্তনাগ্রের নিম্নে তীব্র সূচিবেধবৎ বেদনা। চিমসা গয়ার কষ্টে নিষ্ঠ্যূত; লৌহমরিচার বর্ণযুক্ত গয়ার ও অত্যধিক শ্বাসকৃচ্ছ্র। দক্ষিণ বক্ষ হইতে স্কন্ধ পর্য্যন্ত বেদনায় হস্ত কষ্টে মস্তকোপরি লইতে পারা যায়; অপরাহ্নে উভয় স্তনের ব্যবধানস্থলে জ্বালাযুক্ত বেদনা দক্ষিণ পার্শ্বে অধিক। প্রশ্বাস বায়ু ও গয়ার যাহার পর নাই দুর্গন্ধযুক্ত।

গলাভ্যন্তর ;—গলাধঃকরণক্রিয়ায় গলমধ্য স্ফীত বোধ হওয়ায় যেন শ্বাস রোধের উপক্রম এবং দক্ষিণ পার্শ্বে তাহা অধিকতর থাকে। গিলিতে বেদনা লাগে। কণ্ঠদেশ শুষ্ক বোধ হইলে জল পানেও তাহার উপশম হয় না। কণ্ঠার ছাল ওঠা ও অবদারভাব জন্য তাহাতে টাটানি বেদনা।

অঙ্গনিচয় ;—দক্ষিণ বাহু ও স্কন্ধে রসবাতজ বেদনা নিবন্ধন রোগী হস্ত উত্তোলন করিতে পারে না এবং রজনীতে তাহার বৃদ্ধি।

ত্বক ;—যুবতী স্ত্রীলোকদিগের, বিশেষতঃ তাহাদিগের ঋতুস্রাব অত্যল্প হইলে মুখে উদ্ভেদ জন্মে।

চিকিৎসা।

শিরঃশূল বা হেডেক ;—বমনযুক্ত শিরঃশূল বা "সিক্ হেডেকের" **স্যাঙ্গুইনেরিয়া** অন্যতম প্রধান ঔষধ। ইহার বেদনা প্রাতঃকালে মস্তকপশ্চাতে আরম্ভ এবং মস্তকোপরি দেশ বাহিয়া আসিয়া দক্ষিণ চক্ষুতে স্থায়ী হয়। যে পর্য্যন্ত ভুক্ত বস্তু এবং পিত্তের বমন না হয় বেদনার বৃদ্ধি হইতে থাকে এবং বমন হইলে কখন কখন তাহার উপশম হইয়া যায়। গোলমালে ও আলোকে বেদনার বৃদ্ধি এবং নিদ্রায় উপশম। বেদনার অত্যন্ত বৃদ্ধি হইলে উপশম জন্য রোগী ক্ষিপ্তের ন্যায় উপাধানমধ্যে মস্তক প্রবিষ্ট করাইবার চেষ্টা করে। যে সকল

banglabooks.in

স্ত্রীলোকের অত্যধিক ঋতুস্রাব হয় তাহাদিগের শিরঃশূলের পক্ষে ইহা বিশেষ উপযোগী।

মস্তকে তাপ ও অধিকতর দপদপানি, মুখের রক্তিমা এবং পদের শীতলতা এবং বেদনা, মস্তক পশ্চাৎ হইতে ঊর্দ্ধগামী হইয়া চক্ষুতে স্থায়ী হওয়া প্রভৃতি লক্ষণ **বেলাডনাতে** সুস্পষ্ট না থাকায় তাহা **স্যাঙ্গু** হইতে বিলক্ষণ প্রভেদিত হয়। **স্যাঙ্গুশিরঃশূল** শয়নে এবং **বেলের** তাহা রোগীকে শয্যায় উঠাইয়া বসাইলে উপশমিত হয়; মস্তকে রক্তাধিক্য জন্য **বেলের** এবং আমাশয়বিকার জন্য **স্যাঙ্গুর** শিরঃশূল জন্মে। অনেক সময় **স্যাঙ্গু, জেলস্** ও **ইগ্নের** এবং ন্যূনাধিক রূপে অন্য কতিপয় ঔষধের শিরঃশূলের প্রচুর মূত্রত্যাগে উপশম।

ঘুংরিকাসি বা ক্রুপ;—স্যাঙ্গুইনেরিয়ার ক্রুপ রোগে স্বরযন্ত্রমধ্যে অলীক ঝিল্লি (False membrane) জন্মে এবং স্বরযন্ত্র শুষ্ক, জ্বালাযুক্ত ও স্ফীত বোধ হয় এবং তাহাতে সাঁই সাঁই, হুস্‌হুস্ শব্দযুক্ত কাসি থাকে। **শুষ্কতা ও জ্বালাই ইহার প্রদর্শক;**

নিউমনিয়া;—জ্বর, বক্ষের ঊর্দ্ধাংশে জ্বালা এবং পূর্ণতা, শুষ্ককাসি ও বক্ষে এবং তাহার দক্ষিণ পার্শ্বে তীব্র খোঁচানিবেদনা, শ্বাসকৃচ্ছ্র, এবং **ফসফরাসের** ন্যায় লৌহ মরিচার বর্ণের গয়ার থাকিলে নিউমনিয়া রোগে **স্যাঙ্গুইনেরিয়া** উপযোগী। ইহাতে, বিশেষতঃ অপরাহ্নে গণ্ডদেশের সীমাবদ্ধ স্থানে জ্বালাযুক্ত তাপ ও রক্তিমা থাকে। হস্তপদ অত্যন্ত তপ্ত অথবা অত্যন্ত শীতল এবং হৃৎপিণ্ড অত্যন্ত দুর্ব্বল ও অনিয়মিত স্পন্দনবিশিষ্ট। ফুস্‌ফুসের স্ফীতি ও রক্তাধিক্যে ইহা **ভেরেট্রাম ভিরিডির** সমান হইলেও নাড়ীর উত্তেজনা শেষোক্ত ঔষধে অধিকতর থাকে। রোগ সহজে আরোগ্য না হইলে **সাল্‌ফারের** ন্যায় **স্যাঙ্গুতেও**

banglabooks.in

পূয়যুক্ত গয়ার নিষ্ঠ্যূত হয়, কিন্তু ইহার গয়ার অধিকতর দুর্গন্ধ থাকায় রোগী তাহা স্বয়ংও অনুভব করে।

যক্ষ্মাকাস বা থাইসিস্।—স্যাঙ্গুইনেরিয়ার যক্ষ্মাকাসরোগের প্রলেপক বা হেকটিক্ জ্বর অপরাহ্ণ ৪টার সময় বর্দ্ধিত হয় এবং তাহাতে গণ্ডদেশের সীমাবদ্ধ স্থানে রক্তিমা, স্বরযন্ত্র ও বক্ষের উর্দ্ধাংশের শুড়শুড়ি জন্য শুষ্ক কাসি এবং ইহার বিশেষ লক্ষণ স্বরূপ যেন শোণিত পূর্ণতা বশতঃ বক্ষের উর্দ্ধাংশে জ্বালা ও পূর্ণভাব (Phthisis florida) থাকে। দক্ষিণ বক্ষের স্তনাগ্র সন্নিহিত স্থানে তীব্র, সূচিবেধবৎ বেদনার বর্ত্তমানতা এবং বক্ষপেশীর টাটানি ও শ্বাসকৃচ্ছ্র ইহার অন্যতর শ্রেষ্ঠ লক্ষণ। টুবার্কল বা গুটিকা সংস্থাপনের পূর্ব্ববর্ত্তী রোগারম্ভকালে এবং রোগের দ্বিতীয় ও তৃতীয় অবস্থায় ইহা উপযোগী; পুরাতন শুষ্ক কাসি থাকে এবং কাসি সরলও থাকিতে পারে, কিন্তু তাহার নিষ্ঠীবন কষ্টকর; শয়নে কাসি বৃদ্ধি পায়। রোগের পরিণত অবস্থায় গয়ার এবং প্রশ্বাসবায়ু দুর্গন্ধযুক্ত, এমন কি রোগীর নিজের নিকটেও দুর্গন্ধ বলিয়া প্রতীয়মান হইলে ইহার প্রয়োগের সময় উপস্থিত হয়। এই সময়ে ইহার প্রয়োগে গয়ার নিষ্ঠীবন ও শ্বাসপ্রশ্বাস অপেক্ষাকৃত সহজ হইয়া থাকে। **অঙ্গসীমায় অদম্য শীতলতা** এবং **বক্ষমধ্যে জ্বালা** ইহার বিশেষ লক্ষণ বলিয়া গণ্য।

ফেরাম মেট—যক্ষ্মাকাসের (Phthisis florida) প্রারম্ভিক অবস্থার রক্তস্রাব।

ল্যাকেসিস্—নিউমনিয়া হইতে যক্ষ্মাকাস জন্মিলে।

রসবাত বা রিউম্যাটিজম্।—স্যাঙ্গুইনেরিয়া পেশীর প্রদাহ উৎপন্ন করায় তাহাতে যে বেদনা ও স্ফীতি প্রভৃতি জন্মে তাহা রসবাতরোগবৎ প্রতীয়মান হয়। টাটানিযুক্ত ও কঠিন পেশীতে চঞ্চল অথবা সূচিবেধবৎ বেদনা জন্মে। ইহাতে গ্রীবা এবং পৃষ্ঠের

banglabooks.in

পেশী বিশেষরূপে আক্রান্ত। স্কন্ধের ডেল্টইড-পেশীর রসবাতরোগে ইহার বিশেষ আরোগ্যশক্তি প্রকাশিত। এই বেদনার রজনীতে ও শয্যায় পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিতে বৃদ্ধি। বেদনা এতই কঠিন যে, রোগী হস্ত উত্তোলন করিতে পারে না।

ম্যাগ্নে কার্ব্ব—ইহার দক্ষিণ স্কন্ধের বেদনার তাপে উপশম এবং শয্যায় বৃদ্ধি।

ফেরাম—স্কন্ধ এবং হস্তের ঊর্দ্ধ অর্দ্ধাংশের পেশীর ছিন্নবৎ বেদনায় রোগী হস্ত উত্তোলন করিতে পারে না ; কিন্তু হস্তের মৃদু চালনায় বেদনা ক্রমে অন্তর্দ্ধান করে।

ফেরাম ফস—স্কন্ধের, বিশেষতঃ দক্ষিণ স্কন্ধের রসবাতরোগে ইহা ফলপ্রদ।

নাক্স্ মস্কেটা—বাম স্কন্ধপেশীর আক্রমণ।

বয়োব্রণ বা একনি।—বয়োব্রণরোগের, বিশেষতঃ যে সকল স্ত্রীলোকের অত্যল্প ঋতুস্রাব এবং শোণিত সঞ্চলনের বিশৃঙ্খলা থাকে তাহা-দিগের বয়োব্রণরোগে **স্যাঙ্গুইনেরিয়া** উপকার করে।

আমরা উপরে **স্যাঙ্গুইনেরিয়ার** যে কতিপয় প্রধান রোগের বিষয় উল্লেখ করিলাম অবস্থানুসারে তৎব্যতীতও অনেক রোগে ইহা দ্বারা উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়। তন্মধ্যে কতিপয় রোগের বিষয় নিম্নে উল্লিখিত হইল।

স্ত্রীলোকদিগের ঋতুসন্ধিকালীন শোণিত সঞ্চলনের বিশৃঙ্খলা নিবন্ধন **বেদনাদি কর্ণ বিকারে** ইহা উপকারী। এস্থলে ইহা **গ্লনইনের** তুল্য। **গুল্মবায়ুরোগে** ঘ্রাণে অসহিষ্ণুতা থাকিলে ইহা তাহার ঔষধ। তাহাতে **স্যাঙ্গু** সহ **ফস, ইগ্নে, ভ্যালেরি** এবং **নাক্স্ ভ** তুলনীয়। উপরি উক্ত শোণিত সঞ্চলনবিশৃঙ্খলা বশতঃ মস্তকের বিশৃঙ্খলভাব সহ শিরোঘূর্ণনে রোগী

banglabooks.in

উপবেশনাবস্থা হইতে গাত্রোত্থান করিতে বিবমিষা ও মূর্চ্ছা যাওয়ার ন্যায় বোধ করে। ঋতুসন্ধিকালীন নানা প্রকার **শোণিতস্রাবেও স্যাঙ্গুইনেরিয়া** উপযোগী ঔষধ, তন্মধ্যে **জরায়ু রক্তস্রাবই** প্রধান। শোণিতোচ্ছ্বাস বশতঃ মুখের রক্তিমা ও তাপোচ্ছ্বাস। ইহার সহিত বমনযুক্ত শিরঃশূল বর্ত্তমান থাকে এবং **রক্ত উজ্জ্বল লোহিতবর্ণ, চাপ চাপ** ও কখন বা **দুর্গন্ধযুক্ত ; প্লনইন, এমিল নাই** এবং **ল্যাকেসিস** তুলনায় ঔষধ। শোণিতসঞ্চলন বিশৃঙ্খলাই ইহাদিগের অধিকাংশ রোগের কারণ। এজন্য শরীরযন্ত্রবিশেষে রক্তাধিক্য ঘটিলে বিশেষ বিশেষ রোগ জন্মে। তরুণ **নাসিকাসর্দ্দিতে** পুনঃ পুনঃ হাঁচি, চক্ষুর উপরি, চক্ষু অভ্যন্তরে এবং নাসিকামূলে বেদনা হইলে এবং **কাসিতে** রজনীতে রোগী উঠিয়া বসিতে বাধ্য হইলে এবং ঊর্দ্ধাধঃ পথে বায়ু নির্গত হওয়ায় কাসির উপশম হইলে ইহা উপকারী। এই সকল রোগে রোগী বোধ করে যেন বক্ষ হইতে উষ্ণ স্রোত উদরে যাইতেছে। **ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা** রোগেরও অবস্থানুরে ইহা ঔষধ।

স্বরযন্ত্রে রক্তাধিক্য বশতঃ **স্বরলোপ** জন্মিলে, ইহা দ্বারা তাহা আরোগ্য হইতে পারে। কর্ণের এবং জরায়ুর **বহুপাদার্ব্বুদ বা পলিপাস্‌** ইহা আরোগ্য করিয়াছে।

লেক্‌চার ৯৪ (LECTURE XCIV.)

গুয়াইয়াকাম (Guaiacum offinale.)।

(জাইগোফিলিজাতি।)

সাধারণ ক্রিয়া ;—গুয়াইয়াকামের ক্রিয়ায় ঘর্ম্ম, মূত্র এবং ঋতুস্রাবের বৃদ্ধি হয় এবং তান্তবোপাদানে ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া ইহা রসবাতিক ও সন্ধিবাতিক বেদনা উৎপন্ন করে। রসবাতাক্রান্ত ও বেদনাযুক্ত অঙ্গে তাপের অনুভূতি হয়। রোগী শীর্ণ হইয়া যায়। রসবাতরোগ নিবন্ধন স্ফীত ও বেদনাযুক্ত সন্ধিতে তাপ সহ্য হয় না। স্রাবমাত্রই দুর্গন্ধযুক্ত থাকে।

লক্ষণ ;—অত্যধিক পরিশ্রম করার ন্যায় রোগীর, বিশেষতঃ উরু ও বাহুতে বলক্ষয় ঘটে। সংকুচিত অঙ্গের কাঠিন্য বশতঃ তাহা চালনার অনুপযুক্ত হইয়া যায়। বেদনার প্রকৃতি আকৃষ্ট ও ছিন্নবৎ এবং অনেক সময়েই তাহা, বিশেষতঃ মস্তক বেদনা, সূচিবেঁধার ন্যায় বেদনায় পর্য্যবসিত হয়।

বোধ হয় যেন চক্ষু স্ফীত হইয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছে, চক্ষুপুট ক্ষুদ্রতর হওয়ায় তাহা আবৃত করিতে পারিতেছে না। বাম বক্ষের বস্তিঝিল্লিতে বেঁধাবৎ বেদনায় (Pluritic stitches) দীর্ঘশ্বাস গ্রহণে বৃদ্ধি এবং যক্ষ্মাকাসরোগে ইহা বিশেষরূপে লক্ষ্য হইয়া থাকে। মস্তক চালনা করিলে ফুসফুসে তীব্র বেদনা এবং তাহা হইতে দুর্গন্ধ পূয নিষ্ঠ্যূত হয়। মুখে প্রদাহ জন্মে এবং গলদেশ জ্বালা করে ও টন্‌সিল গ্রন্থির আশঙ্কিত প্রদাহভাব লক্ষিত হয়।

রসবাতরোগগ্রস্ত স্ত্রীলোকদিগের অণ্ডাধারপ্রদাহ হইবার বিশেষ সম্ভাবনা থাকে।

banglabooks.in

অঙ্গনিচয়ে ছিন্ন ও হুলবেধবৎ বেদনা সামান্য চালনায় বৰ্দ্ধিত। সন্ধিবাতে ছুরিকাঘাতের ন্যায় বেদনায় অঙ্গ সঙ্কুচিত অবস্থা প্রাপ্ত। উপবেশন করিলে উরুতে চুলকণার, তাহা চাপিত করার এবং তাহাতে কীট বিচরণবৎ কষ্টের অনুভূতি। বাহু এবং উরুতে ক্লান্তি জন্য বেদনার ন্যায় বেদনা হওয়ায় রোগী তাহা চালনা করিতে ভীত।

চিকিৎসা।

টনসিলাইটিস বা টনসিলগ্রন্থিপ্রদাহ।—প্রতিশ্যায়িক টন্‌সিলগ্রন্থিপ্রদাহের আরম্ভক অবস্থায় **গুয়াইয়াকাম** অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া গণ্য। প্রচণ্ড জ্বালা, শিরঃশূল, গলদেশের তাপ, পৃষ্ঠ এবং অঙ্গে শীত ও কনকনানি ইহার প্রধান লক্ষণ; গ্রন্থিতে অতি শীঘ্র পূয় জন্মে। শীঘ্র শীঘ্র **গুয়াইয়াকাম** ১× প্রয়োগ করিলে রোগ অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইতে পারে।

গলক্ষত বা সোরথ্রোট।—গলাধঃগহ্বরদেশের সাধারণ প্রদাহ বা ফ্যারিঞ্জাইটিনরোগ দক্ষিণ পার্শ্বে অধিকতর থাকিলে **গুয়াইয়াকাম** প্রায় অবার্থ ঔষধ বলিয়া বিবেচিত হয়। ইহার অন্যান্য প্রদর্শক লক্ষণমধ্যে টনসিলগ্রন্থির স্ফীতি এবং কণ্ঠের শুষ্কতা বশতঃ গেলার কষ্ট হওয়ায় তাহার সাহায্য জন্য জলপানের আবশ্যকতা বৰ্ত্তমান থাকে; কণ্ঠায় হুলবেধবৎ বেদনা অথবা মরিচসংস্পর্শবৎ জ্বালা উষ্ণ ও সিক্ত বায়ুতে বৰ্দ্ধিত।

পাল্‌সেটিলা—কাল্‌চেলোহিত অথবা ঈষৎ নীলকৃষ্ণের আভাযুক্ত হওয়ায় গলগহ্বর দেখিতে বিস্তৃত শিরাবৃত বলিয়া বোধ; গলগহ্বরে চাঁছা, কাঁচা ও শুষ্কভাব থাকে কিন্তু তৃষ্ণা থাকে না।

রসবাতরোগ বা রিউম্যাটিজম্।—**গুয়াইয়াকামে** বহুতর রসবাতিক লক্ষণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। সন্ধির পুরাতন রসবাতে

banglabooks.in

সন্ধিতে পিণ্ড বা বর্ত্তুলের সংস্থাপন বশতঃ তাহার বক্রতাদি আকার-ভ্রষ্টতা জন্মিলে **গুয়েইয়াকাম** অত্যুপকারী; রোগের প্রথমাবস্থায় প্রয়োজিত হইলে ইহা উপরি উক্ত বর্ত্তুলাদি জমাট পদার্থ উৎপন্নের বাধা জন্মাইয়া থাকে। **কষ্টিকামের** পরে প্রথমেই ইহার নির্দ্দিষ্ট স্থান। ইহার অন্যতর বিশিষ্ট লক্ষণ স্বরূপ কণ্ডরা বা টেণ্ডনের সংকোচন বশতঃ আকৃষ্ট অঙ্গের আকার ভ্রষ্টতা জন্মে এবং কোন প্রকার চালনায় বেদনার বৃদ্ধি হয়। অন্যান্য কতিপয় ঔষধেও সন্ধিতে ঘনীভূত রস জন্য গুটিকার সঞ্চয় হয়, কিন্তু তাহাদিগের কোনটিতেই ইহার ন্যায় অঙ্গের সংকোচনাবস্থা ঘটে না। সন্ধিতে কাঠিন্য ও টাটানি এবং পেশীতে টাটানি ও পারদ এবং উপদংশ ঘটিত রসবাতেও ইহার কার্য্য হইয়া থাকে। পূয়মেহের রসবাতে বহু সন্ধি আক্রান্ত হইলে তাহারা কঠিন, তপ্ত, স্ফীত, বেদনাযুক্ত এবং সংকুচিত হয় এবং সন্ধি সংস্পৃষ্ট পেশীবৃন্দ খর্ব্ব হইয়া যায়।

ফুস্ফুস্‌বেষ্টঝিল্লিপ্রদাহ বা প্লুরিসি।—যক্ষ্মা-কাসির দ্বিতীয়াবস্থায় পূয়যুক্ত শ্লেষ্মার গয়ার থাকিলে যদি প্লুরিসি হয় তাহাতে **গুয়েইয়াকাম** উপকারী।

লেক্‌চার ৯৫ (XCV.)

সার্সা পেরিলা (Sarsa Parila) ।

(স্মিলেসি জাতি ।)

সম্বন্ধ ;—সার্সা যাহার কার্য্যপ্রতিষেধক—বেল, মার্ক।

সাধারণ ক্রিয়া ;—সার্সা পেরিলা শোণিতে অতি প্রগাঢ় ক্রিয়া প্রকাশ করিলে ত্বকে দদ্রুবৎ এবং অন্যান্য নানাবিধ উদ্‌ভেদ উৎপন্ন হয়। মূত্রযন্ত্রে ইহার বিশেষ ক্রিয়ার ফল স্বরূপ মূত্ররেণুরোগের লক্ষণের ন্যায় লক্ষণ দেখা দেয়। বস্তুতঃও ইহা শেষোক্ত রোগের অন্যতম ঔষধ বলিয়াই গৃহীত হইয়াছে ; ইহার ক্রিয়ায় রোগী বড় শীর্ণ হইয়া যায় এবং লোল ও সংকুচিত ত্বক জন্য অকালবৃদ্ধবৎ প্রতীয়মান হয়। রোগী গণ্ডমালা ও পূয়ধাতু প্রকৃতি বিশিষ্ট থাকে। কৃষ্ণকেশ ব্যক্তি ইহার উপযুক্ত কার্য্যক্ষেত্র।

লক্ষণ ;—প্রত্যেক বক্ষচালনায় পৃষ্ঠ হইতে সূচিবেধবৎ বেদনা বক্ষ ভেদ করিয়া যায়। বক্ষের আক্ষেপিক কষ্ট। পুনঃ পুনঃ মূত্র-ত্যাগের ইচ্ছার সহিত অল্প মূত্রত্যাগে জ্বালা। দিবস এবং রজনীতে পুনঃ পুনঃ, প্রচুর এবং ফেকাসে মূত্রত্যাগ। মূত্রে মূত্ররেণু অথবা ক্ষুদ্র মূত্রশিলা। অত্যল্প এবং ঘোলাটে মূত্রত্যাগ মাত্র কর্দ্দম মিশ্রিত জলের ন্যায় হইয়া যায়। মূত্রস্রাব শেষ হওয়ার পর কঠিন বেদনা এবং মূত্রের শেষ অংশে রক্ত। কামবিষয়ক স্বপ্ন হইলে রেতঃক্ষরণ, পৃষ্ঠবেদনা, দৌর্ব্বল্য এবং শিরোঘূর্ণন হয়। কামের অনুভূতি ব্যতীত সামান্য উত্তেজনাতেই শুক্রস্খলন। স্বপ্নদোষে শোণিতক্ষরণ হয়। লিঙ্গ-মুণ্ডত্বকে দদ্রুবৎ উদভেদ।

সম্পূর্ণ গাত্রেই দদ্রুবৎ উদ্‌ভেদ। ত্বকে গভীর জ্বালা ও বেদনাযুক্ত বিদারণ। কখন কখন, বিশেষতঃ সন্ধ্যাকালে শয্যায় এবং প্রাতঃকালে গাত্রোত্থানে সম্পূর্ণ শরীরে চুলকনা। সিক্ত উদ্‌ভেদ হইতে হাজাকর

banglabooks.in

স্রাব। শুষ্ক এবং লোহিতবর্ণ কুস্কুড়ি কেবল তাপের সংস্রব হইলে চুলকায়। কোঁচকান ত্বক।

চিকিৎসা ;—মূত্রযন্ত্ররোগের চিকিৎসায় **সার্সা পেরিলা** কিঞ্চিৎ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। **কিড্‌নির স্নায়ুশূলরোগের** ইহা অন্যতম ঔষধ। বৃক্ককে মূত্ররেণু জন্মিলে অথবা তাহা হইতে **ক্ষুদ্র মূত্রশিলার** গমনকালে **বৃক্ককশূল** হয়। ডাং হেরিং উপরি উক্ত রোগে, বিশেষতঃ রোগী রসবাতরোগগ্রস্ত থাকিলে, ইহা দ্বারা অনেক স্থলে উপকার পাওয়ার বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। **লাইকর** পরিষ্কার মূত্রে **লোহিত মূত্ররেণু** এবং **সার্সার** অত্যল্প ও ক্লেদযুক্ত অথবা স্তরবিশিষ্ট **শুভ্র মূত্ররেণু** থাকে। কথিত মূত্রলক্ষণ থাকিলে উভয় ঔষধই পুরাতন রসবাত আরোগ্যে সক্ষম। **মূত্রত্যাগ শেষ হইলে অত্যন্ত, প্রায় অসহনীয় বেদনার আক্রমণ সার্সার** সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রদর্শক বলিয়া গণ্য। এই বেদনা সহ অনেক সময়েই যে প্রচণ্ড কুন্থন হয় তদ্বৎ প্রবলকুন্থন অন্য ঔষধে বিরল। কখন কখন উপরি উক্ত লক্ষণ সহ **রক্তযুক্ত মূত্রস্রাব** হয়। **লিঙ্গবেষ্টত্বকের দদ্রুরোগে** ইহা উপকারী। গ্রীষ্মের দিনে ইহার উদ্‌ভেদ ক্ষতে পরিণত হয়। পারদ ঘটিত **অস্থিবেদনা** সিক্তবায়ু বর্দ্ধিত হইলে এবং পারদ, উপদংশ ও অন্তঃপ্রবিষ্ট পূয়ধাতু হইতে উৎপন্ন শিরঃশূল মস্তক পশ্চাৎ হইতে চক্ষুতে বিস্তৃত হইলে **সার্সা** তাহা আরোগ্য করিতে সক্ষম। উল্লেখিত মূত্রপ্রকৃতি, শারীরিক, বিশেষতঃ গ্রীবার শীর্ণতা এবং ত্বকের কুঞ্চিতভাব থাকিলে **শিশুক্ষয়রোগে** ইহা উপকার করিতে পারে। এস্থলে ইহা **আয়ডিন, নেট মিউ** এবং **এব্রটেন** সহ তুলনীয়। কামোত্তেজনা অথবা রজনীতে রেতঃক্ষরণ জন্য অণ্ডকোষরজ্জুর স্ফীতি ও নিম্নপৃষ্ঠ হইতে অণ্ডকোষরজ্জু বাহিয়া নিম্নগামী বেদনা **সার্সা** আরোগ্য করিয়া থাকে।

banglabooks.in

লেক্‌চার ৯৬ (LECTURE XCVI.)

ভ্যালেরিয়ানা (Valeriana.)।

(ভ্যালেরিয়ানেসিজাতি।)

সম্বন্ধ ;—ভ্যালেরিয়ানের কার্য্যপ্রতিষেধক—ক্যাম্ফার, কফিয়া, পাল্‌স্‌।

সাধারণ ক্রিয়া ;—মস্তিষ্কমেরুমজ্জায় ক্রিয়া দ্বারা ভ্যালেরিয়ান সাক্ষাৎভাবে স্নায়ুকেন্দ্রনিচয় আক্রমণ করিলে প্রবল স্নায়বিক উত্তেজনা উপস্থিত হয়। এই ক্রিয়ার ফল স্বরূপ যে স্নায়বিক উত্তেজনাপ্রবণতা, বেদনা এবং আক্ষেপ উৎপন্ন হয় তাহাতে ভ্যালেরিয়ান-ক্রিয়ার প্রধান অঙ্গ গুল্মবায়ুরোগলক্ষণের আভাস পাওয়া যায়।

লক্ষণ ;—অসাধারণ আনন্দানুভূতি। বুদ্ধির অস্পষ্টভাব। ভ্রান্তি-মূলক চিন্তা বশতঃ রোগী মনে করে সে অন্য কোন ব্যক্তি, তাহার স্থান করিবার জন্য শয্যার পার্শ্বে সরিয়া যায় ; রোগিণী মনে করে তাহার নিকট কোন জন্তু শয়ন করিয়া আছে, তাহাকে আঘাত করিতে পারে। মৃদু প্রলাপকালে অত্যন্ত উত্তেজনা ও কম্প উপস্থিত হয়। সম্পূর্ণ স্নায়ুমণ্ডলের কম্পান্বিতভাব, ঝাঁকি, আনর্ত্তন ও কম্প। শরীরের অনেক স্থানে ক্ষণস্থায়ী ঝাঁকির ন্যায় আকৃষ্টতা।

চিকিৎসা ;—গুল্মবায়ুরোগেই ভ্যালেরিয়া-নের প্রধান প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। এলোপ্যাথিমতে এরোগ চিকিৎসায় ইহা প্রধান অবলম্বন বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি দোষ ঘটে না। হোমিওপ্যাথি মতে স্থলবিশেষে ইহা বিলক্ষণ উপযোগী বলিয়া বিবেচিত হয়।

আমাশয় হইতে কোন উষ্ণবস্তু উত্থিত হওয়ার অনুভূতি

banglabooks.in

ইহার রোগের একটি প্রকৃষ্ট প্রদর্শক। স্নায়বিক উত্তেজনাপ্রবণতালক্ষণে ইহা ট্যারেণ্টুলা সহ তুলনীয়। **ট্যারেণ্টুলার** ন্যায়ই **ভ্যালেরিয়ানরোগী** সর্ব্বদা চঞ্চল থাকে বা শরীর চালনা করে; কিন্তু এই শ্রম বশতঃ শিরঃশূল জন্মে ও সামান্য বেদনাতেই রোগী মূর্চ্ছা যায়। উপরিউক্ত "আমাশয় হইতে কোন উষ্ণ বস্তু উত্থিত হওয়ার অনুভূতি" লক্ষণে শ্বাসকষ্ট উপস্থিত হয়; ভীতি, কম্পভাব এবং হৃৎ-কম্পও বর্ত্তমান থাকে। **ভ্যালেরিয়ানরোগীর** স্নায়ুমণ্ডল অত্যন্ত উত্তেজিত থাকায় রোগীর মনোভাবের আনন্দময়তা, উল্লাস এবং গল্প-প্রিয়তার দিকে গতি থাকে। ইহাতে গুল্মবায়ুরোগের "গুল্ম বা গ্লোবাস হিষ্টেরিকাস" এবং রসবাতিক বেদনার প্রতিকৃতিবৎ নানাবিধ বেদনা উপস্থিত হয়। **সুস্পষ্ট স্নায়বিক চাঞ্চল্য** বা **কম্পান্বিত ভাব** এবং **আমাশয় হইতে উষ্ণ বস্তু উত্থিত হওয়ার অনুভূতিই** ইহার বিশেষ প্রভেদক লক্ষণ। মানসিক ভাবের পর্য্যায়ক্রমিকতাও ইহার প্রধান স্থানীয় লক্ষণমধ্যে গণ্য। আক্ষেপ অপেক্ষা গুল্মবায়ু ঘটিত অভ্যাসগত মানসিক ও স্নায়বিক লক্ষণের পক্ষেই ইহা বিশেষ উপযোগী। কখন কখন রোগীর ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের ঘ্রাণে অস্বাভাবিক অসহিষ্ণুতা থাকায় ঘ্রাণে মূর্চ্ছার ভাব জন্মে। **অ্যাঙ্গ্, ফস্, ইগ্নে** এবং **নাক্স ভ** তুলনীয়।

লাম্বেগো বা গৃধ্রসী রোগবৎ লক্ষণও **ভ্যালেরিয়ানায়** দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহার প্রচণ্ড, আকৃষ্টবৎ, তীরবিদ্ধবৎ এবং ঝাঁকি লাগার ন্যায় অঙ্গবেদনা হঠাৎ উপস্থিত হইলে উপবেশনে বর্দ্ধিত ও চালনায় উপশমিত হয়। রোগীর কটিদেশে টান লাগার অনুভূতি থাকে। ইহার হ্রাস-বৃদ্ধির কারণও অন্যান্য অঙ্গবেদনার অনুরূপ। ফলতঃ এই সকল বেদনা গুল্মবায়ু লক্ষণ বলিয়াই বিবেচিত হইয়া থাকে।

banglabooks.in

লেক্‌চার ৯৭ (LECTURE XCVII.)

ককুলাস ইণ্ডিকাস্ (Cocculus Indicus.)।

(মিনস্পার্মেসি জাতি।)

সম্বন্ধ।—ককুলাসের কার্য্যপ্রতিষেধক—ক্যাম্ফর, ক্যাম, কুপ্রাম্, ইগ্নে, নাক্স্ ভ। ককুলাস্ যাহার কার্য্যপ্রতিষেধক—এল্‌কহল, ক্যাম, কুপ্রাম, ইগ্নে, নাক্স ভ।

সাধারণ ক্রিয়া।—জৈবক্রিয়াসাধক যন্ত্রমণ্ডলে ককুলাস প্রগাঢ় ক্রিয়া প্রকাশ করিলে গতিদ-স্নায়ুমণ্ডলের বিকার বশতঃ প্রথমে ইচ্ছানুগ পেশীমণ্ডলী এবং পরে চৈতন্যবিধায়িনী স্নায়ুশক্তি আক্রান্ত হইয়া থাকে। উপরি উক্ত উভয় প্রকার স্নায়ুশক্তির বিকলতার ফলস্বরূপ যথাক্রমে পক্ষাঘাত ও ধনুষ্টঙ্কারবৎ আক্ষেপ এবং শিরোঘূর্ণন ও মস্তিষ্কের বিশৃঙ্খলা উৎপন্ন হয়। স্নায়বিক উত্তেজনা বশতঃ যে বিশেষ প্রকারের বিবমিষা ও মূর্চ্ছার ভাব উপস্থিত হয়, উপরি উক্ত শিরোঘূর্ণন সহ তাহা "আর্ণব-বমন বা সামুদ্রিক বিবমিষার" সাদৃশ্য প্রকাশ করে এবং তাহার সহিত শিরোঘূর্ণন থাকুক বা না থাকুক তাহা নানাবিধ স্নায়বিক এবং গুল্মবায়ুলক্ষণের প্রতিকৃতি স্বরূপ প্রতীয়মান হয়; ককুলাসক্রিয়ার ইহাই বিশেষতা বলিয়া জানিতে হইবে। ইহা অধিকাংশ সময়ে স্ত্রীলোক ও শিশুরোগে উপযোগী।

লক্ষণ।

মন। অবিশ্রান্ত দুঃখবিষয়ক চিন্তা, গীত গাহিতে অদম্য ইচ্ছা। স্মরণশক্তির অভাব। উৎকণ্ঠা, রোগী যেন কোন পাপকার্য্য করিয়াছে। রোগী সহজেই চমকিয়া উঠে।

মস্তক।—মত্ততাবৎ শিরোঘূর্ণন; অথবা শয্যা হইতে উত্থান-

banglabooks.in

কালে বমনেচ্ছাযুক্ত শিরোঘূর্ণন ; শিরোঘূর্ণনকালে মস্তকের জড়তা নিবন্ধন বোধ যেন ললাটদেশের পাশাপাশিভাবে এক খানি তক্তা রহিয়াছে, তাহাতে রোগী শয়ন করিতে বাধ্য। মস্তকে শূন্য ও ফাঁপাভাবের অনুভূতি। মস্তকের বিশৃঙ্খলা ও অজ্ঞানভাব। বমনেচ্ছাযুক্ত শিরঃশূল।

চাপবৎ শিরঃশূলে বোধ যেন মস্তক ফিতা দ্বারা চাপিয়া বাঁধা অথবা স্ক্রু বসাইয়া কশা হইতেছে। শিরঃশূলে বোধ যেন চক্ষু ছিঁড়িয়া বাহির করা হইতেছে।

নিদ্রা ;—রাত্রি পাহারা, কার্য্যসম্বন্ধীয় চিন্তা, উৎকণ্ঠা এবং অস্থিরতা প্রযুক্ত অনিদ্রা। শান্তিহীন নিদ্রা।

স্নায়ু।—সামান্য শ্রমে অত্যন্ত দুর্ব্বলতা নিবন্ধন কষ্টে স্থিরভাবে দণ্ডায়মান হইলে রোগীর দুর্ব্বলকর ঘর্ম্ম। রোগী সহজেই চমকিয়া উঠে ও কম্পনে প্রবণতা জন্মে। অস্থিরতা। উষ্ণই হউক, শীতলই হউক মুক্তবায়ুতে অসহিষ্ণুতা। রোগী এতই দুর্ব্বল যে, বড় করিয়া কথা কহিতে পারে না। শরীরের বাম পার্শ্বের অর্দ্ধাঙ্গ। অস্থিতে আঘাতিত হওয়ার ন্যায়, ছিন্নবৎ ও গর্ত্ত করার ন্যায় পক্ষাঘাতিক বেদনা। শরীরের চালনায় মূর্চ্ছার ভাব এবং মুখমণ্ডলপেশীর আকারভ্রষ্টতা।

গ্রীবাপেশীর দুর্ব্বলতা নিবন্ধন মস্তক ধারণের অক্ষমতা। পদের এবং হস্তের পর্য্যায়ক্রমিক ঝিন্‌ঝিনি। আহারকালে হস্তের কম্প। জানু ভাঙ্গিয়া পড়ে বলিয়া রোগী হাঁটিতে টলে। উপবেশনকালে পদতলের ঝিন্‌ঝিনি।

পরিপাকযন্ত্র।—অত্যধিক উদর স্ফীতি। আমাশয়স্থানে সংকুচিতবৎ খোঁচানিতে শ্বাসাভাব ঘটে। প্রায় মধ্য রজনীতে বায়ু জন্য আক্ষেপিক উদরশূলের বায়ুনিঃসরণে উপশম হয় না, এবং কাসিলে বৃদ্ধি। কুচকিদেশে অন্ত্রবৃদ্ধি হওয়ার ন্যায় বেদনাযুক্ত ঠেলমারা।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—অতি শীঘ্রাগত ঋতুস্রাবকালে উদরে খল্লী, স্ফীতি এবং শূল। ঋতুরোধ বশতঃ বক্ষে খল্লী এবং মূর্চ্ছাজনক বিবমিষা।

banglabooks.in

ঋতুস্রাবকালে এত দূর দুর্ব্বলতা জন্মে যে রোগিণী কষ্টে দাঁড়াইতে বা কথা কহিতে পারে। ঋতুস্রাবের স্থলে সিরামরসের ন্যায় শ্বেতপ্রদরে পূর্ব্ববৎ, হাজাকর ও তরল পদার্থ মিশ্রিত।

চিকিৎসা।

শিরঃশূল বা হেডেক।—মস্তকপশ্চাতের শিরঃশূলে **ককুলাস্** অন্যতম উৎকৃষ্ট ঔষধ। এই শিরঃশূলের কণকণানি অতি তীক্ষ্ণ, ইহার সহিত প্রায়ই **শিরোঘূর্ণন** থাকে এবং ইহা মস্তক-পশ্চাতের নিম্নাংশে আরম্ভ হইয়া গ্রীবাপশ্চাতে যায়। মস্তক অসাড়, শূন্য এবং জড়ভাবাপন্ন বোধ হয় ও শিরোঘূর্ণন সহ অবিশ্রান্ত **বিবমিষা** থাকে। কোন প্রকার শকটারোহণ এই শিরঃশূলের কারণ। **ককুলাস্ শিরঃশূলের** একটি বিশেষ লক্ষণ "মস্তকপশ্চাতের অস্থি বা অকৃসিপাট উন্মুক্ত ও বন্ধ হওয়ার অনুভূতি" **ক্যানাবিস্ ইণ্ডিকা**ও প্রদর্শক, কিন্তু **ক্যানাবিস ইণ্ডিকার** শিরঃশূলের উপস্থিত-কালের অবিশ্রান্ত ভাবপ্রবণতাদি মানসিক লক্ষণ ইহাতে দৃষ্ট হয় না। ইহার শিরঃশূল প্রায় অবিশ্রান্তভাব ধারণ করে এবং তাহাতে বামচক্ষু ও ললাটের উচ্চতর স্থানে বেদনা থাকে। **ককুলাস্** শিরঃশূলের মানসিক শ্রমে বৃদ্ধি এবং গৃহমধ্যে ও বিশ্রামে উপশম হয়; রোগী অনবরত পশ্চাদ্দিকে মস্তক টানটান করে।

স্পাইন্যাল ইরিটেশন বা মেরুমজ্জার উত্তেজনা।—**ককুলাস্ রোগে** কটিদেশে পক্ষাঘাতিক কণকণানি হয়; রোগী উদরে শূন্য ও কিছু নাই নাই ভাব বোধ করে। ইহার অন্যান্য লক্ষণমধ্যে গ্রীবার কাঠিন্য, মস্তকে বেদনা, অনিদ্রা, ইন্দ্রিয়গ্রামের চৈতন্যাধিক্য, পুনঃ পুনঃ শিরোঘূর্ণন, অঙ্গনিচয়ের কম্প এবং চাপে মেরুদণ্ডের বেদনা প্রভৃতি প্রধান বলিয়া গণ্য।

banglabooks.in

সিকেলি—ইহাতে মেরুদণ্ড বা তাহার কণ্টকপ্রবর্দ্ধন চাপিলে বেদনা হয়।

দুর্ব্বলতা (Debility)।—অনিদ্রা বা রাত্রিজাগরণ বশতঃ মস্তিষ্ক-মেরুমজ্জের স্নায়ুমণ্ডলের দুর্ব্বলতায় **ককুলাস** উপকার করিয়া থাকে। নিদ্রার অভাবে রোগী অবসাদগ্রস্ত ও শক্তিহীন হইয়া পড়ে। রোগীর শুশ্রূষার জন্য রাত্রিজাগরণের সহিত দুশ্চিন্তা থাকায় যে সকল ব্যক্তির দুর্ব্বলতা জন্মে তাহাদিগের পক্ষেই **ককুলাস** বিশেষ উপযোগী।

কল্‌চিকাম—দুর্ব্বলতা সহ অজীর্ণ থাকিলে।

সিলিনিয়াম—অপরিমিত কামসেবা জন্য ক্লান্তি ও বলহানি জন্মে, রোগী শারীরিক বা মানসিক শ্রমে অশক্ত হয়। ত্বরিত বলহানি ঘটে।

এনাকার্ড—অপরিমিত কামসেবা ও পাঠ জন্য স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য। শরীর চালনা করিলেই রোগীর কম্প হয়, সে শয়ন করিয়া অথবা সর্ব্বদা বসিয়া থাকিতে চাহে, এক খানি হাত নাড়িতেও কষ্ট বোধ করে।

সি-সিক্‌নেস্‌ বা আর্ণব-বমন।—অত্যন্ত বিবমিষা **ককুলাস** বমনের অন্যতম বিশেষতা। শরীর চালনা, শরীরাবস্থানের পরিবর্ত্তন, বিশেষতঃ শকট অথবা নৌ-আরোহণে ভ্রমণ ইহার বমনের উত্তেজক। বিবমিষা সহ শিরোঘূর্ণন থাকে ও মূর্চ্ছার উপক্রম হয়।

উদরশূল বা কলিক্।—**উদর স্ফীত** হইলে রজনীতে যে স্নায়বিক উদরশূল জন্মে তাহাতে **ককুলাস** উপকারী। ইহার ঋতুসংশ্রবীয় উদরশূল নিম্নোদর আক্রমণ করে এবং তাহাতে পুনরাক্রমণের প্রবণতা থাকে। গুল্মবায়ু ঘটিত উদরশূলেও ইহা ফলপ্রদ।

ইগ্নেসিয়া—গুল্মবায়ুরোগীর উদরশূলে নিদ্রা ভঙ্গ হয়; মানসিক দুঃখ জন্য উদরশূল।

banglabooks.in

রজঃকৃচ্ছ্র, বাধক বা ডিস্‌মেনরিয়া ;—অত্যল্প, অনিয়মিত এবং কষ্টকর ঋতুস্রাবে **ককুলাস** অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া গণ্য। জরায়ুর থল্লী। প্রচুর ও চাপ চাপ রক্তস্রাবকালে কঠিন শিরঃশূল হইলে এবং সমুদ্রবিবমিষার ন্যায় আমাশয় স্ফীত ও সংকুচিত হইতে থাকিলে ইহা উপকারী। এই রজোকৃচ্ছ্র রোগে কিঞ্চিৎ স্নায়ুশূল ও রক্তসঞ্চয়ের লক্ষণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। আক্ষেপিক রজঃশূলে **জেল্‌স** ১× ফলপ্রদ। **ইগ্নেসিয়ার** বাধকবেদনা সহ রজোকৃচ্ছ্র ঘটিত উদরশূল হয় অথবা নিম্নোদরে ঠেলমারা থাকে এবং ইহার গুল্মবায়ু ঘটিত প্রসববেদনাবৎ বেদনা চাপে উপশম পায়।

প্রসবান্তিক বেদনা, ভ্যাদালির ব্যথা বা আফ্‌টার পেইন্‌স ;—বেদনা জরায়ু অপেক্ষা উদরে অধিকতর থাকিলে **ককুলাস্‌**, বেদনাকালে সরলান্ত্র ও মূত্রস্থালীতে চাপ হওয়ায় নিষ্ফল মলমূত্রবেগ হইলে **নাক্‌স্‌**, জরায়ুর টাটানির নিবারণ জন্য প্রচলিত নিয়মানুসারে **আর্ণিকা** এবং আরোগ্যলব্ধ জ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়া এ রোগে **জ্যান্থক্সিলম** প্রদত্ত হইয়া থাকে।

banglabooks.in

লেক্‌চার ৯৮ (LECTURE XCVIII).

ডায়স্করিয়া (Dioscoria.)।

(ডায়স্করিয়েসি জাতি।)

সাধারণ ক্রিয়া ;—গ্রন্থিল স্নায়ুমণ্ডল দ্বারা নাভিদেশ আক্রমণ করিয়া ডায়স্করিয়া তাহাতে পিত্তশূলবৎ কঠিন উদরশূল উৎপন্ন করে। এই বেদনায় রোগীর দ্বিভাঁজ হইবার প্রবৃত্তি এবং চাপে উপশমনের ধারণা থাকিলেও বস্তুতঃ তাহাতে বেদনার বৃদ্ধি এবং শরীর অধিকতর রূপে প্রসারিত করিলে তাহার বিশেষ উপশম হওয়ায় ইহা ইহার সমক্রিয় **কলসিন্থ** হইতে প্রভেদিত হয়।

লক্ষণ ;—মুখ হইতে জল স্রাব। অম্ল ও তিক্ত উদ্‌গার। প্রভূত পরিমাণ স্বাদহীন উদ্‌গার উঠিলে আমাশয়ের কষ্টের উপশম। বিবমিষা। আমাশয়ের অস্বস্তি প্রযুক্ত মূর্চ্ছার ভাব। আমাশয়ে পুনঃ পুনঃ তীক্ষ্ণ বেদনা বশতঃ পরিহিত বস্ত্র শিথিল করিতে হয়। আমাশয়ে জ্বালা। আমাশয়স্থানে তীক্ষ্ণ কর্ত্তনবৎ বেদনা।

যকৃৎ স্থানে কর্ত্তনবৎ বেদনা। যকৃৎপ্রদেশে মৃদু ও গুরুত্ববোধক চূর্ণ করার ন্যায় বেদনার সন্ধ্যাকালে বৃদ্ধি। পিত্তকোষপ্রদেশে মৃদু ও কঠিন বেদনা। নাভি ও আমাশয়নিম্নদেশে অবিশ্রান্ত কষ্ট হইলে আমাশয় এবং ক্ষুদ্রান্ত্রে কতিপয় মিনিট পর পর কঠিন কর্ত্তনবৎ ও উদরশূলের ন্যায় বেদনা। নাভিদেশে কামড়ানি এবং খল্লীবৎ বেদনা। অন্ত্রাভ্যন্তরে গড়্‌গড় করিয়া ডাকিয়া প্রভূত পরিমাণ বায়ুনিঃসরণ। আহারান্তে উদরের বায়ুশূল জন্মে, কিন্তু প্রায় যকৃৎবিকার হয় না দুর্গন্ধ বায়ু নিঃসরণ। অন্ত্রে মোচড়ানি ও তীক্ষ্ণ কর্ত্তনবৎ বেদনা। অন্ত্র চাপে

banglabooks.in

বেদনাযুক্ত থাকে এবং টাটায়। কুচকির বেদনা অণ্ডকোষ পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

প্রাতঃকালীন উদরাময়ে তাড়াতাড়ি শয্যাত্যাগ করিয়া যাইতে হয়। প্রাতঃকালে অত্যধিক পাতলা এবং পীতবর্ণ মলত্যাগ।

অবিশ্রান্ত উত্তেজনা বশতঃ পুনঃ পুনঃ লিঙ্গোত্থান। পুংজননেন্দ্রিয় শীতল ও শিথিল। অণ্ডবেষ্টত্বকে ও জননেন্দ্রিয়ের কেশময় স্থানে দুর্গন্ধ ঘর্ম্ম। কামেচ্ছার হ্রাস। নিদ্রাকালে শুক্রক্ষরণ।

চিকিৎসা।

উদরশূল বা কলিক;—নাভিদেশের ও তৎসন্নিহিত স্থানের অবিশ্রান্ত বেদনার আবেশে অত্যন্ত তীক্ষ্ণ প্রকোপে **ডায়স্করিয়া** উপকারী; বায়ুর সঞ্চয় নিবন্ধন এই আক্ষেপিক উদরশূল জন্মে এবং **দেহ কঠিন রূপে বিস্তৃত করিলে তাহার উপশম হয়; কলসিন্থ উদরশূল শরীর দ্বিভাঁজ করিলে** উপশমিত হইয়া থাকে। বেদনার উপরি উক্ত প্রকৃতি থাকিলে **পিত্তশূল, রসবাতিক শূল এবং স্নায়ুশূল** প্রভৃতি উদরের সর্ব্ব প্রকার শূলেই ইহা ফলপ্রদ। বেদনা বিকীর্ণ হইয়া বক্ষ এবং পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত যায়। অত্যধিক উদরশূল বর্ত্তমান থাকিলে ইহা বিশেষ প্রকারের **উদরাময়ও** আরোগ্য করিয়া থাকে।

banglabooks.in

লেক্চার ৯৯ (LECTURE XCIX.)

লবেলিয়া ইন্‌ফ্লেটা (Lobelia Inflata.)। ইণ্ডিয়ান টুব্যাক।

(লবেলিয়েসি জাতি।)

সম্বন্ধ।—লবেলিয়ার কার্য্যপ্রতিষেধক—ইপিকা।

সাধারণ ক্রিয়া।—মস্তিষ্ক মেরুমজ্জের স্নায়ুমণ্ডলে, বিশেষতঃ নিউমোগ্যাষ্ট্রিক স্নায়ুতে ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া লবেলিয়া প্রগাঢ় শক্তিহীনতা, বিশেষ প্রকারের সর্ব্বাঙ্গীণ শিথিলতা, বক্ষের কষ্ট, এবং শ্বাসপ্রশ্বাস ও গলাধঃকরণক্রিয়ার প্রতিবন্ধকতা উৎপন্ন করে। উপরি উক্ত লক্ষণনিচয়ের সঙ্গে সঙ্গেই আমাশয়স্থানে কষ্টানুভূতি, বিবমিষা এবং বমন উপস্থিত হয়; অবশেষে নিউমোগ্যাষ্ট্রিক স্নায়ুর পক্ষাঘাত বশতঃ হৃৎপিণ্ড এবং শ্বাস ক্রিয়ার অভাব ঘটিলে কোল্যাপ্‌স্ বা পতনলক্ষণ এবং মৃত্যু হইয়া থাকে। স্বল্পমাত্রায় সেবন করিলে স্বরযন্ত্র ও বায়ুনলীর আক্ষেপ উৎপন্ন হয় বলিয়া উপরি উক্ত যন্ত্রের আক্ষেপিক রোগে, বিশেষতঃ তাহার সহিত বিবমিষা বর্ত্তমান থাকিলে ইহা প্রয়োগোপযুক্ত।

লক্ষণ।—বক্ষের সংকোচন বশতঃ অত্যন্ত কষ্টকর শ্বাসপ্রশ্বাস। শ্বাস-কৃচ্ছ্র। আমাশয়দেশে দুর্ব্বলতা ও চাপের অনুভূতির সহানুভূতি প্রযুক্ত হৃৎপিণ্ডের ঐরূপ কষ্ট। হৃৎপিণ্ডদেশের গভীর স্থানে সামান্য বেদনা। ক্ষণস্থায়ী অনুভূতি যেন হৃৎপিণ্ডের নিষ্ক্রিয় অবস্থা ঘটিবে, হৃৎপিণ্ডের উর্দ্ধাংশের গভীর দেশে বেদনা। সন্ধ্যাকালে নাড়ী দ্রুত, কিন্তু ক্ষুদ্র ও দুর্ব্বল; নাড়ী স্বাভাবিক হইতে ধীরতর।

অবিশ্রান্ত ও প্রচণ্ড বিবমিষা। প্রাতঃকালীন বিবমিষা এক ঢোক জলপানেই দমন। বিবমিষাকালে মস্তকোপরি শীতল ঘর্ম্ম।

banglabooks.in

আমাশয়ে অম্ল জন্মে এবং আমাশয়োর্দ্ধকোটরস্থান কশিয়া ধরে। বুক-জ্বালা করে ও মুখে জল উঠে।

চিকিৎসা।—নানা প্রকার **আক্ষেপিক শ্বাসযন্ত্র-রোগে,** বিশেষতঃ **হাঁপানিতে** বিবমিষা, বমন, অত্যন্ত বল-হীনতা এবং বক্ষের কষ্ট প্রভৃতি উপসর্গ থাকিলে **লবেলিয়া** ফলপ্রদ। ইহার **হাঁপানি রোগ** অনেক বিষয়ে **ইপিকারোগের** তুল্য। ইহাতে বক্ষে যে কষ্ট ও দুর্ব্বলতা থাকে আমাশয়োর্দ্ধকোটরস্থানের চাপানুভূতি তাহার মূল বলিয়া অনুমিত। বিবমিষা ও প্রচুর মুখলালার স্রাব। রোগাক্রমণের পূর্ব্বে সম্পূর্ণ শরীরের মধ্যদিয়া এক প্রকার বেঁধাবৎ অনুভূতি। ইহা বায়ুনলীসম্বন্ধীয় বা ব্রংকিয়াল পচা-শ্লেষ্মাযুক্ত বা **সেপ্টিক** (Septic) **হাঁপানিরোগের** বিশেষ উপকারী ঔষধ। ইহার অতিশয় কষ্টজনক শ্বাসপ্রশ্বাস শরীর চালনায় উপশমিত হয়। **ইপিকার** প্রশ্বাস অতীব কষ্টকর থাকে এবং বমন হইলে তাহার উপশম হয়। **আর্সেনিকের** হাঁপানি রজনী দ্বিতীয় প্রহরের পরে আক্রমণ করে।

অতি কঠিন প্রকৃতির **বমনরোগে লবেলিয়া** আমাদিগের সাহায্য করিয়া থাকে। বমনকালে মুখমণ্ডল প্রচুর ও শীতল ঘর্ম্মসিক্ত হয় ও প্রভূত মুখলালা ঝরে। গর্ভাবস্থার কথিত প্রকারের বমন ইহা আরোগ্য করিয়াছে। বিবমিষা, প্রচুর ঘর্ম্ম এবং সুস্পষ্ট দুর্ব্বলতা সহ পুরাতন বমন-রোগে ক্ষুধা ভাল থাকিলে ইহা উক্ত বমন আরোগ্য করিয়া থাকে।

banglabooks.in

লেক্চার ১০০ (LECTURE C.)

ফাইটলেক্কা ডিকেণ্ড্রা (Phytolacca Decandra.)।

(ফাইটল্যাক্কেসি জাতি।)

উপচয়।—সর্ব্বস্থলেই রজনীতে ও সিক্তদিনে বেদনার বৃদ্ধি।

উপশম।—অধিকাংশ লক্ষণেরই শয়নাবস্থায় উপশম; মুক্ত বায়ুতে বেদনার হ্রাস হয়। **সম্বন্ধ**।—ফাইটলেক্কার কার্য্যপ্রতিষেধক—দুগ্ধ:এবং লবণ; ইগ্নে, সাল্ফ। বিষমাত্রার—ওপিয়াম ও কাফি।

সাধারণ ক্রিয়া।—ফাইটলেক্কার প্রধান ক্রিয়া গ্রন্থিমণ্ডলে, বিশেষতঃ গলাভ্যন্তরের গ্রন্থি ও স্তনে এবং রসঝিল্লি, তন্তু এবং শ্লৈষ্মিকঝিল্লি-উপাদানে হইয়া থাকে। কিডনিতে ইহার ক্রিয়া হওয়ায় শরীরে লিথিক এসিডের বৃদ্ধি হয়। অস্থিবেষ্টঝিল্লি ও ত্বকে ইহা যে ক্রিয়া প্রকাশ করে তাহার ফল পারদ, আয়ডাইড অব পট্যাসিয়াম এবং উপদংশ ক্রিয়াফলের সমান। উপরিউক্ত ক্রিয়া মূলতঃ প্রদাহিক অবস্থা উৎপন্ন করে; এই প্রদাহ তন্তুউপাদানে রসবাতের প্রকৃতি প্রাপ্ত হয়, শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি এবং গ্রন্থিউপাদানে ক্ষত ও পূয়োৎপাদনপ্রবণতা বিশিষ্ট হয়। আমাশয় এবং অন্ত্রে ইহার গভীর ক্রিয়া নিবন্ধন বমন এবং বিরেচন হইয়া থাকে। ইহাতে শরীরের বসাউপাদানের ক্ষয় হয়, পূয়জননক্রিয়া দ্রুত হইতে থাকে এবং পূয় জলবৎ, দুর্গন্ধময় ও রসানির ভাব ধারণ করে; অস্থি প্রদাহযুক্ত এবং স্ফীত হয়।

লক্ষণ।

স্নায়ু।—পেশীর পক্ষাঘাতিক অবস্থা নিবন্ধন অত্যন্ত বলক্ষয় ও শয্যাগতভাব। জঙ্ঘার দৌর্ব্বল্য ও গুরুত্ব জন্মিলে রোগী চলিতে টলে।

banglabooks.in

পর্য্যায়ক্রমিক ধনুষ্টঙ্কারবৎ আক্ষেপ এবং শিথিলতা পেশীমণ্ডল অনমনীয়।

নাসিকা।—নাসারবন্ধ্র রুদ্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত জলবৎ তরল স্রাবের ক্রমে বৃদ্ধি হইতে থাকে। উগ্র স্রাবে হাজা জন্মে।

হৃৎপিণ্ড ও নাড়ী।—হৃৎশূলে হৃৎপিণ্ড প্রদেশে হঠাৎ বেদনার আক্রমণ; বেদনা দক্ষিণ বাহুমধ্যে যায়। হৃৎপিণ্ড সন্নিহিত স্থানের চালনাশক্তির অভাব বশতঃ নিদ্রা ভঙ্গ হয়, আর নিদ্রা হয় না। বক্ষে, বিশেষতঃ হৃৎপিণ্ডপ্রদেশে অত্যন্ত উত্তেজনা হওয়ায় নাড়ী ক্ষুদ্র, অনিয়মিত, কখন বা পূর্ণ কিন্তু কোমল থাকে।

মুখগহ্বর ও গলমধ্য।—জিহ্বা অত্যন্ত কর্কশ; শুভ্র এবং রসবিম্বিকাযুক্ত পার্শ্ববিশিষ্ট; তাহার **অগ্রভাগ লাল থাকে**। গলাধঃকরণক্রিয়াকালে জিহ্বামূলে অত্যন্ত বেদনা। **প্রচুর লালাস্রাব**; লালা আটা ঈষৎ পীত, দড়ি দড়ি ও ধাতুবৎ স্বাদবিশিষ্ট থাকে। গলা ক্ষতবিশিষ্ট, গলগহ্বর রক্তাধিক্যযুক্ত, কৃষ্ণলোহিত ও শুষ্ক; টন্‌সিলগ্রন্থি স্ফীত। গলক্ষত জন্মিলে প্রাতঃকালে উপজিহ্বা স্ফীত হয় এবং গলগহ্বরে ঘন, শুভ্র এবং পীতবর্ণ শ্লেষ্মা জমে। গিলিবার সময় বোধ হয় যেন গলদেশে কোন বস্তুখণ্ড আছে, মস্তক বামপার্শ্বে ফিরাইতেও ঐ রূপ বোধ। গলদেশ ও টন্‌সিলগ্রন্থিতে কাঁচা ও চাঁছাবোধ। গলমধ্যে শুষ্কতা, টাটানি ও জ্বালা সহ চন্‌চনি এবং কর্কশভাব। গলমধ্যে কর্কশভাব বশতঃ কাসির উদ্রেক ও গলা পরিষ্কার করার জন্য গলাখাঁকর দিবার ইচ্ছা। গিলিতে কষ্ট হয় এবং প্রত্যেক বার গিলিবার চেষ্টাকালে অতি যন্ত্রণাপ্রদ বেদনা তীরবেগে উভয় কর্ণ ভেদ করিয়া ধাবিত হয়।

গ্রীবা ও পৃষ্ঠ।—গ্রীবার দক্ষিণ পার্শ্বের গ্রন্থিতে কাঠিন্য। রজনী দুই প্রহরের পর গ্রীবার কাঠিন্য জন্মিলে দক্ষিণ পার্শ্বে তাহা

banglabooks.in

অধিকতর থাকে এবং শয্যায় তাহা বৰ্দ্ধিত হয়। প্রত্যেক দিন প্রাতঃকালেই পৃষ্ঠ অত্যন্ত অনমনীয় থাকে। কটি এবং কটিপশ্চাতে অবিশ্রান্ত, মৃদু ও গুরু বেদনা। কটিপশ্চাৎ হইতে তীরবেধবৎ বেদনা দুই হিপসন্ধি বহিয়া নিম্নে যায়।

অঙ্গাদি।—বাহু এবং হস্তে রসবাতিক বেদনা। উভয় উরুর বহিঃপার্শ্বে স্নায়ুশূলের বেদনা। নিম্নাঙ্গে রসবাতিক বেদনা। জঙ্ঘায় ক্ষত ও গুটি বা নোড। প্রত্যেক রজনীতে জঙ্ঘার বৃহদস্থি বা টিবিয়ার অস্থিবেষ্টঝিল্লিতে বেদনা। শরীরের নানা অংশে সূচিবেধবৎ বেদনা সকল সময়েই বাহু হইতে অভ্যন্তর পার্শ্বে যায় ও বহির্দ্দেশে অবস্থিতি করে। বেদনা সৰ্ব্বদাই বহিরাংশে থাকে।

ত্বক।—অনতিপুরাতন ও পুরাতন (সেকেণ্ডারি ও টার্শিয়ারি) উপদংশজ উদ্ভেদ এবং ক্ষত। শল্কযুক্ত উদ্ভেদ; মস্তকত্বকে কীটজ উদ্ভেদ; লুপাস্ বা বিশেষপ্রকারের দূষিত ক্ষত; ক্ষত।

চিকিৎসা।

ধনুষ্টঙ্কার বা টিটেনাস।—**ফাইটলেক্কার** ধনুষ্টঙ্কাররোগে হস্ত দৃঢ় মুষ্টিবদ্ধ এবং পদাঙ্গুলি সঙ্কুচিত হয়; ওষ্ঠ উল্টাইয়া যায় এবং তাহার কোণ উৰ্দ্ধে আকৃষ্ট হওয়ায় দন্ত বাহির হইয়া পড়ে; এ লক্ষণে ইহা **ক্যাম্ফর** ও **ষ্ট্রীক্নিয়া** সহ তুলনীয়। মুখমণ্ডলপেশীর পর্য্যায়ক্রমিক আক্ষেপ ও শিথিলতা।

টন্‌সিল্‌গ্রন্থিপ্রদাহ বা টন্‌সিলাইটিস্।—কৌষিক বা ফলিকুলার টন্‌সিলগ্রন্থিপ্রদাহে **ফাইটলেক্কা** বিশেষ উপকারী ঔষধ। ইহাতে জিহ্বামূলে বেদনা থাকে অথবা গিলিবার সময় তাহা কর্ণ পর্য্যন্ত যায়। টন্‌সিল্‌গ্রন্থি বিবৰ্দ্ধিত ও নীলবর্ণ সন্নিহিত শরীরাংশ

banglabooks.in

কৃষ্ণনীল এবং গলমধ্য অত্যন্ত শুষ্ক, জ্বালাময় চন্‌চনিযুক্ত ও জ্বালা-বিশিষ্ট থাকে।

ইগ্নেসিয়া।—ডাং র ইগ্নেশিয়াকে কৌষিক টন্‌সিলগ্রন্থিপ্রদাহের অমোঘ ঔষধ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইহাতে টন্‌সিলের উপরিভাগে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ও ঈষৎ পীতাভশুভ্র ক্ষত জন্মে এবং গলমধ্যে ছিপি থাকার অনুভূতি গলাধঃকরণাতিরিক্ত সময়ে বর্দ্ধিত হয়।

গলক্ষত বা সোরথ্রোট।—**ফাইটলেক্কার** গল-ক্ষতে গলা কাল্‌চেবর্ণ ও টনসিল কৃষ্ণলোহিত হয়, গলা টাটায় এবং গলাধঃ-করণে জিহ্বামূলে বেদনা লাগে; আনুষঙ্গিক লক্ষণরূপে পৃষ্ঠ এবং অঙ্গনিচয় কনকন করে। অনেক সময়েই ইহাতে গলার দক্ষিণ পার্শ্ব আক্রান্ত হয়। গলনলীর পুরাতন কৌষিক প্রদাহ বা ফলিকুলার ফ্যারিঞ্জাইটিস্‌রোগে সর্ব্বদা গলা খাঁকর দিয়া গলা পরিষ্কার করিবার প্রয়োজন হইলে অথবা গলায় উষ্ণ পিণ্ড থাকার অনুভূতি তপ্ত পানীয় পানে বর্দ্ধিত হইলে ইহা উপকারী। তরুণ গলক্ষত রোগে ঈষদুষ্ণ দুগ্ধ পান করিতে গলমধ্যে অগ্নির গোলা প্রবেশের অনুভূতি থাকায় আমরা রোগ **ফাইটল** দ্বারা আরোগ্য করিয়াছি।

গ্র্যাফাইটিস্।—পুরাতন গলক্ষতরোগে গলমধ্যে পিণ্ড থাকার অনুভূতি।

ব্যাপ্টিসিয়া।—ক্ষতযুক্ত গলপ্রদাহের রুগ্ন স্থান হইতে দুর্গন্ধ নির্গত হইলে। ক্ষতের অত্যন্ত পচিতাবস্থাই ইহার প্রদর্শক।

নেট্রাম্ আর্স।—শবচ্ছেদগৃহের বাষ্প ঘটিত গলক্ষত।

ডিফ্‌থিরিয়া বা মারাত্মক গলক্ষত।—নিম্নলিখিত লক্ষণযুক্ত ডিফ্‌থিরিয়া রোগে **ফাইটলেক্কা** ফলপ্রদান করে,—গলমধ্য অত্যন্ত প্রদাহযুক্ত ও স্ফীত; গলদেশ এতাদৃশ টাটানিযুক্ত ও স্পর্শাসহিষ্ণু যে, কোন বস্তু গলাধঃকরা অসম্ভব হইয়া পড়ে; বেদনা তীব্রবেগে কর্ণে

banglabooks.in

প্রবেশ করে; জিহ্বা পুরু লেপযুক্ত থাকে; দুর্গন্ধ প্রশ্বাস বায়ু; স্ফীত গ্রন্থি; নাড়ী দুর্ব্বল, দ্রুত ও উষ্ণতাযুক্ত; এবং গলদেশে ঈষৎ ধূসরবর্ণের ঝিল্লি। পৃষ্ঠবেদনা, সম্পূর্ণ শরীরের কনকনানি এবং প্রগাঢ় দুর্ব্বলতা ইহার আনুষঙ্গিক ও বিশেষ লক্ষণ রূপে বর্ত্তমান থাকে। রোগের আরম্ভে **ঈষৎ শীত** এবং **গলমধ্যে জ্বালা** ইহার প্রদর্শক। ডাং বার্ট ও ডাং বেজ্ ইহার মূল অরিষ্ট আভ্যন্তরীণ এবং কুলকুচারূপে বাহ্য প্রয়োগের জন্য ব্যবহার করিতে বলেন। উপরি উক্ত লক্ষণ থাকিলে ইহা অমোঘ ঔষধ বলিয়া বিবেচিত হয়।

স্তনরোগ বা ম্যামারি ডিজিজ্।—স্তনের উত্তেজনা-প্রবণ **অর্ব্বুদ রোগে ফাইটল** উপকারী; স্তন্য পান করাইতে স্তন অত্যন্ত স্পর্শাসহিষ্ণু, এবং অত্যধিক দুগ্ধের ক্ষরণ। সহজেই স্তন চাপ বাঁধিয়া কঠিন (cake) হইয়া যায় ও থাকে; এরূপাবস্থায় কোন ঔষধই ইহার সমকক্ষ নহে; স্তনাগ্র হইতে বেদনা সম্পূর্ণ শরীরে প্রসারিত হইয়া পড়ে। স্তনাগ্রের টাটানিযুক্ত ফাটা রোগে ইহা **গ্র্যাফা** ও **হিপার** সহ তুলনীয়। স্তনের রোগে সম্পূর্ণ শরীরের কনকনানি ইহার প্রদর্শক স্থানীয়।

ক্রটন টি—স্তনাগ্র হইতে বেদনা স্কন্ধমধ্যে যায়।

ফেলাণ্ড্রিয়াম্—স্তনাগ্রে সূচিবেধবৎ বেদনা এবং দুগ্ধবহা নলী বহিয়া বেদনা।

সিউরেক্স—ডাং জসেট্ ইহা দ্বারা স্তনের অর্ব্বুদের বেদনা, বিশেষতঃ তাহার ঋতুস্রাবকালে বৃদ্ধি হইলে আরোগ্য করিয়াছেন।

রসবাতরোগ বা রিউম্যাটিজম্।—উপদংশদোষযুক্ত রসবাতরোগেই **ফাইটলের** বিশেষ ক্রিয়াক্ষেত্র। জানুসন্ধি ও কনুইসন্ধির অধঃদেশের বেদনাতেই ইহা বিশেষ উপকারী ঔষধ। পেশী

banglabooks.in

কঠিন ও অকর্ম্মণ্য; বেদনা ছুটিয়া বেড়ায় এবং রজনীতে, বিশেষতঃ আর্দ্র দিবসে বর্দ্ধিত হয়। স্নায়ুবেষ্টঝিল্লির এবং অস্থিবেষ্টঝিল্লির, ফলতঃ তন্তুউপাদান মাত্রেরই রসবাতরোগে **ফাইটল** ফলপ্রদ ঔষধ। স্কন্ধ এবং বাহুর রসবাতরোগে, বিশেষতঃ তাহা উপদংশ সংসৃষ্ট হইলে ইহা উপযোগী।

কেলি হাই—ইহাও সন্ধির, বিশেষতঃ জানুসন্ধির রসবাতরোগে উপকারী। জানু স্ফীত হয়, টিপিলে লেইর ন্যায় অনুভূতি দেয় এবং বেদনা রজনীতে বৃদ্ধি পায়। সাধারণতঃ রোগসহ উপদংশ অথবা পারদের সংসৃষ্টতা থাকে।

মার্কুরিয়াস—ইহার রসবাতরোগে প্রচুর ঘর্ম্ম হয় এবং তজ্জন্য এবং রজনীতে রোগ বৃদ্ধি পায়।

সিলিসিয়া—ইহা বংশানুক্রমিক রসবাতরোগের ঔষধ। বেদনার রজনীতে ও রুগ্ন শরীরস্থান অনাবৃত করিলে বৃদ্ধি এবং তাপে হ্রাস হয়।

উপদংশ বা সিফিলিস।—অনেক লক্ষণ দ্বারা **ফাইটলের** উপদংশ সংস্রব প্রকাশিত হয়, কিন্তু উপদংশজ রসবাতরোগেই ইহার বিশেষ উপকারিতা দৃষ্ট হইয়া থাকে; অস্থি সহ পেশীর সংযোগস্থান বেদনাক্রান্ত হয় ও বেদনার রজনীতে এবং আর্দ্র দিবসে বৃদ্ধি হয়। **ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়ার** উপদংশলক্ষণ জননেন্দ্রিয় সন্নিহিত স্থানে কোমল ও সিক্ত উপমাংস এবং শুষ্ক চর্ম্মকীল দ্বারা, **সিলিসিয়ার** তাহা জননেন্দ্রিয়দেশে পূয়জনক রোগ দ্বারা, এবং **থুজা** পূয়মেহনাশক ঔষধ হইলেও উপদংশরোগগ্রস্ত লিঙ্গমুণ্ড ও লিঙ্গবেষ্টত্বকে স্রাবী উপমাংস অথবা শুভ্র ও কোমল ক্ষত দ্বারা প্রকাশিত হয়।

banglabooks.in

লেক্চার ১০১ (LECTURE CI.)

ইস্কুলাস্ হাইপক্যাষ্টেনাম (Æsculus Hypocastanum.)

(স্যাপিণ্ড্যাসি জাতি।)

সাধারণ ক্রিয়া।—ইস্কুলাসের মৌলিক ক্রিয়ায় যকৃৎ এবং যকৃচ্ছিরা বা পোর্টালশিরামণ্ডলী আক্রান্ত হওয়ায় তাহাদিগের রক্তাধিক্য উৎপন্ন হয়। গৌণভাবে ইহাতে কোলন, সরলান্ত্রপথ এবং মলদ্বারের প্রাতিশ্যায়িক প্রদাহ জন্মে। অর্শ সংক্রান্ত রক্তবহানাড়ী অতিশয় রক্তপূর্ণ হইলে অতীব গুরুতর অবস্থার অর্শের উৎপত্তি হয়। **নিম্নপৃষ্ঠ এবং কটি-পশ্চাতে কঠিন কনকনানি বেদনা** ইহার বিশেষ লক্ষণ মধ্যে গণ্য।

লক্ষণ।

স্নায়ু। বাহু, জঙ্ঘা এবং মেরুদণ্ডে পক্ষাঘাতিক অনুভূতি। রোগী মূর্চ্ছার ভাব এবং দুর্ব্বলতা বোধ করে; ক্লান্তি এবং আমাশয়ে মূর্চ্ছার ভাব। স্নায়ুশূলের বেদনা ত্বরিত স্থান পরিবর্ত্তনশীলতা প্রকাশ করে।

স্বরযন্ত্র।—স্বরযন্ত্রদ্বারের এবং স্বরযন্ত্র-গলগহ্বরের শ্লৈষ্মিকঝিল্লির শুষ্কতা বোধ। স্বরভঙ্গ।

গলমধ্য।—গলমধ্যে শৈত্যসংস্পর্শবৎ শুষ্কতা ও কর্কশতা বা অবদারণভাব এবং জ্বালা। গলগহ্বরে সংকোচন বোধ। গলাধঃকরণ কষ্টকর; গলমধ্যে শুষ্কতা জন্মিলে গেলার ইচ্ছা হয়।

মল এবং মলদ্বার।—সরলান্ত্রে সূক্ষ্ম ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শলাকা-পূর্ণবৎ এবং শুষ্কভাবের অস্বাস্থ্য। সরলান্ত্রে টাটানি এবং তাহাতে ও মলদ্বারে জ্বালা, চুলকনা এবং পূর্ণতা বোধ। অর্শ চীনেবাদামের ন্যায় ও বেগুণে রঙের; অর্শে জ্বালাযুক্ত বেদনা; তাহা সাধারণতঃ অস্রাবী; পৃষ্ঠে কনকনানি এবং খঞ্জতা বা তীরবেধবৎ বেদনা; মলদ্বার স্খলিত বোধ।

banglabooks.in

মলত্যাগান্তে সরলান্ত্রে জ্বালা। নিষ্ফল মলবেগ। স্থূল, কঠিন এবং শুষ্ক বিষ্ঠার কষ্টে ত্যাগ; মলত্যাগান্তে মলদ্বার স্খলিত বোধ।

পৃষ্ঠ :—পৃষ্ঠের অবিশ্রান্ত কনকনানি, কটিপশ্চাৎ এবং হিপসন্ধি আক্রমণ করে, ভ্রমণে ও সম্মুখে নত হইলে তাহার অত্যন্ত বৃদ্ধি হয় এবং রোগী উপবেশন করিলে কচিৎ উঠিতে পারে। ভ্রমণকালে পৃষ্ঠ শক্তিহীন হইয়া পড়ে। ভ্রমণকালে নিম্নপৃষ্ঠে এবং হিপ্‌সন্ধিতে ছিন্নবৎ বেদনা। স্কন্ধদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থানে কনকনানি।

চিকিৎসা :—**অর্শ**—যকৃৎ শিরার অথবা উদরের শোণিতাধিক্য বশতঃ অর্শরোগে **ইস্কুলাস** বিশেষ উপযোগী ঔষধ। এই অর্শ হইতে রক্তস্রাব হউক বা না হউক **সরলান্ত্রে সূক্ষ্ম ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শলাকা থাকার অনুভূতি** সর্ব্বস্থলেই প্রদর্শক স্থানীয়। ইহার অন্যান্য লক্ষণ মধ্যে কটিদেশের কনকনানি, বহির্নিষ্ক্রান্ত, বেগুণে রঙ্গের অর্শ সহ নিম্নপৃষ্ঠ ও কটিপশ্চাতে বেদনা এবং যকৃৎপ্রদেশে পূর্ণতা প্রধান স্থান অধিকার করে। পোর্টালশিরামণ্ডলীর রক্তাধিক্য নিবন্ধন অর্শরোগ-চিকিৎসায় ডাং হিউজ **নাক্স ভ** এবং **সাল্‌ফারের** পক্ষপাতী।

পাল্‌স—ইস্কুলাসের পরে প্রযোজ্য। **মৃদু রক্তাধিক্য ও অজীর্ণ** ইহার অস্রাবী অর্শের কারণ। উচ্চ ক্রমে ফলপ্রদ।

পুরাতন কোষ্ঠবদ্ধ জন্য অর্শ **ইস্কুলাস** আরোগ্য করিতে পারে।

পৃষ্ঠশূল বা ব্যাকেক্ :—অনেক সময় **ইস্কুলাস** দ্বারা পৃষ্ঠবেদনার উপকার হইয়া থাকে। ইহার বেদনারও **সিপিয়ার** বেদনার ন্যায় ভ্রমণে বৃদ্ধি হয়। অন্তঃসত্ত্বাবস্থায় পৃষ্ঠবেদনাও ভ্রমণে এবং দেহ সম্মুখে নত করায় বর্দ্ধিত হইলে অনেক সময়ে ইহা দ্বারা আরোগ্য হয়।

লক্ষণানুসারে **ইস্কুলাস স্বরযন্ত্রের প্রাতিশ্যায়িক প্রদাহ** এবং **গলনলীপ্রদাহে** উপকারী।

---

banglabooks.in

লেক্‌চার ১০২ (LECTURE CII.)

ড্রসিরা রটাণ্ডিফলিয়া (Drosera Rotandifolia.)।

(ড্রসিরেসি জাতি।)

সম্বন্ধ।—কার্য্যপ্রতিষেধক—ক্যাম্ফর।

সাধারণ ক্রিয়া।—নিউমগ্যাষ্ট্রিকস্নায়ুতে ক্রিয়া প্রকাশ দ্বারা ড্রসিরা অতি প্রবলরূপে শ্বাসযন্ত্র আক্রমণ করিলে বিশেষ ফলস্বরূপ যে, আক্ষেপিক কাসি উৎপন্ন হয় তাহা হুপ্‌শব্দককাসির প্রতিকৃতি বলিয়া অনুমিত হইয়া থাকে। ইতর জন্তুতে ইহা গুটিকোৎপাদক-রোগ বা টুবার্কুলসিস্ উৎপন্ন করিয়াছে।

লক্ষণ—শ্বাসযন্ত্র।—স্রাবী অথবা অস্রাবী নাসিকাসর্দ্দিতে বারম্বার হাঁচি; শ্বাসপ্রশ্বাসকালে স্বরযন্ত্রে ঘৃষ্টবোধ। স্বরভঙ্গ এবং অতি মৃত স্বর। শ্বাসযন্ত্রে কষ্টানুভূতি; কথা কহিলেই কণ্ঠার সংকুচিতভাব; ভ্রমণকালে শ্বাসকচ্ছ্র হয় না। কথা কহিলে বক্ষ ও কণ্ঠ লক্ষণের বৃদ্ধি। **কাসির আক্রমণপরম্পরা এত প্রচণ্ডতা সহ হইতে থাকে যে রোগী কচিৎ শ্বাস গ্রহণে সমর্থ হয়।** স্বরযন্ত্রে বিড়্‌বিড়্ বশতঃ কাসির উদ্রেক হইলে স্বরযন্ত্রে কোন কোমল বস্তু থাকার অনুভূতি হয় এবং খোঁচার ন্যায় বেদনা গলনিম্নগহ্বরের দক্ষিণ পার্শ্বে যায়। সন্ধ্যাকালে শয়নের অব্যবহিত পরে এবং রজনীতে কাসি হওয়ায় ২টা রজনীতে নিদ্রাভঙ্গ। শুষ্ক আক্ষেপিক কাসিতে বমনের ইচ্ছা। কাসির সময়ে এবং পরে ভুক্ত বস্তুর বমন। কাসিলে পূযবৎ অথবা রক্তময় গয়ার উঠে।

গলগহ্বরের গভীর দেশে এবং উপজিহ্বায় কর্কশ ও শুষ্ক বোধ জন্য

banglabooks.in

হক্ হক্ কাসি হইলে পীতবর্ণ শ্লেষ্মা নিষ্ঠ্যূত হয় এবং স্বরভঙ্গ থাকিলে, গভীর স্বরে কথা কহিলে এবং কাসিলে বক্ষের কষ্ট হওয়ায় বোধ হয় যেন তাহাতে বায়ু বন্ধ হওয়ায় নিশ্বাস ফেলিতে পারা যাইতেছে না। কাসিলে ও শ্বাসপ্রশ্বাসে বক্ষপেশীতে সূচিবেধবৎ বেদনায় **চাপে উপশম।** রক্ত কাসি।

চিকিৎসা—হুপ্ শব্দককাসি বা হুপিং কফ্।—**ড্রসিরা** হুপশব্দককাসির অন্যতম প্রধান ঔষধ বলিয়া বিবেচিত। ইহাতে খেউ খেউ করিয়া এত শীঘ্র শীঘ্র কাসি হইতে থাকে যে রোগী শ্বাস গ্রহণের সময় পায় না। সন্ধ্যাকালে কাসির বৃদ্ধি। রোগী গয়ার উঠাইবার যতই চেষ্টা করুক না কেন তাহা বমনবেগ ও বমনে পর্য্যবসিত হয়। বিশেষ করিয়া মধ্যরজনীর পরে কাসির বৃদ্ধি হইলে শিশু কাসির সময় আমাশয়দেশ চাপিয়া ধরে। ডাং বেজ বলেন, "হুপিংকাসির চিকিৎসোপযোগী আমাদিগের যত ঔষধ আছে তন্মধ্যে **ড্রসিরা** সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর উপকারী।" মহাত্মা হানিমান বলিয়াছেন, "**ড্রসিরা** ৩০ দ্বারাই প্রায় প্রত্যেক হুপিংকাসিরোগ আরোগ্য হইতে পারে।" ফলতঃ তাহা প্রমাণিত হয় নাই। কিন্তু ডাং বেজের মতানুসারে ইহার ১x প্রয়োগে আমরা সর্ব্বোচ্চ ফল পাইতে পারি। উপসর্গহীন রোগে ইহা কার্য্যকরী। ইহা দেশব্যাপী (epidemic) রোগে সর্ব্বত্র ফলপ্রদ নহে।

যক্ষ্মাকাসির রোগীদিগের **আক্ষেপিক কাসির** সন্ধ্যাকালে, সম্ভবতঃ পুনর্ব্বার মধ্য রজনীর পরে বৃদ্ধি হইলে এবং গয়ার তুলিবার চেষ্টা করিলেই তাহা বমনের বেগে ও বমনে শেষ হইলে **ড্রসিরা** উপকারী।

banglabooks.in

লেক্‌চার ১০৩ (LECTURE CIII.)

আর্জেণ্টাম্ মেটালিকাম্ (Argentum Metalicum.)

সম্বন্ধ।—আর্জেণ্টাম্ যাহার কার্য্যের প্রতিষেধক—মার্কারির। আর্জেণ্টামের কার্য্যের প্রতিষেধক—মার্ক, পাল্‌স্।

সাধারণ ক্রিয়া।—পরিপাকযন্ত্রপথ, শ্বাসযন্ত্রপথ এবং জননেন্দ্রিয়-মূত্রপথের শ্লৈষ্মিকঝিল্লি, ও সন্ধিতে এবং তাহাদিগের গঠনোপাদান—অস্থি, উপাস্থি ও বন্ধনী প্রভৃতিতে, উপাস্থির উপরিভাগে, কর্ণের উপাস্থিতে এবং ইউষ্টেচিয়ান টিউব বা নলী, নাসিকা ও উপপর্শুকা প্রভৃতিতে আর্জেণ্টাম্ মেট্যালিকাম্ প্রধান ক্রিয়া প্রকাশ করে। ইহা মেরুমজ্জেয় স্নায়ু আক্রমণ করায় শরীরের বহুবিধ স্থানে বেদনা এবং পেশীর আক্ষেপপ্রবণতা উৎপন্ন হয়। ইহা গ্রন্থিল যন্ত্র ও হৃৎপিণ্ডেও ক্রিয়া প্রকাশ করে।

লক্ষণ।—ভ্রমণের পর শক্তিহানি ঘটে ; অসাধারণ ক্লান্তি জন্মে। অত্যন্ত শ্রান্ত হওয়ায় রোগী শয়ন করিতে ও নিদ্রা যাইতে বাধ্য। শরীরাভ্যন্তরীণ যন্ত্রনিচয়ে টাটানি ও আবদারণভাব। প্রাতঃকালে নিদ্রা ভঙ্গে দৌর্ব্বল্য বোধ। রোগী রজনীতে অস্থির থাকে। মৃগীবৎ সর্ব্বাঙ্গীণ আক্ষেপের পর **প্রলাপযুক্ত ক্রোধ, লম্ফঝম্প, এবং নিকটস্থ ব্যক্তিকে প্রহার।** রোগাক্রমণ প্রতিদিন অপরাহ্নে প্রত্যাবর্ত্তন করে। পদের ক্ষুদ্রাস্থিনিচয়ে ছিন্নবৎ বেদনা।

কাসিলে স্বরযন্ত্রের ঊর্দ্ধাংশে অবদারণভাব এবং টাটানি, গলাধঃকরণ কালে তদ্রূপ হয় না। ইহার স্বরভঙ্গ প্রধানতঃ গীতব্যবসায়ী ও বক্তা প্রভৃতির মধ্যেই অধিকতর দেখিতে পাওয়া যায়। স্বরযন্ত্রে শ্বেতসার

banglabooks.in

(এরারুট আদি) সিদ্ধবৎ প্রচুর স্রাব থাকিলে সহজে উঠান যায়। শ্বাস-নলীদ্বিশাখাস্থলে (at the bifurcation of the trachea) অবদারণভাব এবং স্বরভঙ্গ, স্বরের ব্যবহারে বর্দ্ধিত।

পুনঃপুনঃ মূত্রত্যাগেচ্ছার সহিত **প্রচুর, ঘোলাটে ও মিষ্ট-ঘ্রাণযুক্ত** মূত্রস্রাবের রজনীতে বৃদ্ধি।

বাম অণ্ডাধার ও কটিতে ঘৃষ্টবৎ **বেদনা ;** বোধ যেন বাম **অণ্ডাধার বৃহত্তর হইতেছে ;** পীতবর্ণ, হাজাকর, কল্‌-তানির ন্যায় এবং অসহনীয় দুর্গন্ধ শ্বেতপ্রদররোগগ্রস্ত জরায়ু নিম্নাভিমুখে ঠেল মারিলে ও **বাম অণ্ডাধারে অত্যন্ত বেদনা থাকিলে** জরায়ুস্খলন জন্মে। জরায়ুরোগে সম্পূর্ণ উদরে ক্ষত থাকার ন্যায় টাটানির শকটারোহণে বৃদ্ধি।

চিকিৎসা ;—উপরি লিখিত লক্ষণ অনুসারে **মৃগী, স্নায়ু-শূল** (বেদনা যে স্থানেই হউক তাহার সহিত হৃৎপিণ্ডের পেশীতে আক্ষেপিক নর্ত্তন থাকিলে), **স্বরযন্ত্রের পুরাতন প্রদাহ** ও **স্বরভঙ্গ, বহুমূত্র** এবং **অণ্ডাধারের রক্তাধিক্য** ও **বেদনা** এবং তাহার সহিত **জরায়ুস্খলন** প্রভৃতি রোগে **আর্জেণ্টাম্ মেটালিকাম্** উপকারী।

---

banglabooks.in

লেক্‌চার ১০৪ (LECTURE CIV.)

কার্ব্ব এনিমেলিস (Carbo Animalis.)।

সম্বন্ধ ;—কার্ব্ব এনিম্যালিসের কার্য্যপ্রতিষেধক—আর্স, ক্যাম্ফর, নাক্স্ ভ, ভাইনাম্।

সাধারণ ক্রিয়া ;—কার্ব্ব এনিমেলিস্ প্রধানতঃ গ্রন্থিমণ্ডল আক্রমণ করায় তাহাদিগের বেদনাযুক্ত স্ফীতি, প্রদাহ, দড়কচড়াভাব ও ক্ষত এবং পরিপাকযন্ত্রে ক্রিয়া প্রকাশ করিলে অজীর্ণলক্ষণ উৎপন্ন হয়। গ্রন্থি-মণ্ডলে ইহার ক্রিয়ায় অধিকাংশ সময়ে তাহাদিগের যে স্কিরাস্ ক্যান্সার-প্রকৃতির পরিবর্ত্তন সংসাধিত হয় তাহাই কার্ব্ব এনিমেলিসের বিশেষতা বলিয়া পরিগণিত।

লক্ষণ ;—দৌর্ব্বল্য এবং কার্য্যকরী শক্তির অভাব ; শিরোদেশে বেদনা হওয়ায় বোধ যেন মাথার খুলি ফাটিয়া ফাঁক হইয়া গিয়াছে ; রজনীতেও ঐরূপ হয় এবং রোগী হস্ত দ্বারা মস্তক ধারণ করে ; সিক্ত দিবসে তাহার বৃদ্ধি।

শ্রবণশক্তির বিশৃঙ্খলা ঘটে ; কোন্ দিক হইতে শব্দ আইসে রোগী তাহা বুঝিতে পারে না ; বধিরতা।

প্রাতঃকালে গাত্রোত্থানানন্তর স্বরযন্ত্রের কাঁচাভাব ও স্বরভঙ্গ। স্বরভঙ্গ সন্ধ্যাকালে বর্দ্ধিত। বক্ষ ও স্বরযন্ত্রের সংকোচন প্রযুক্ত গুড়্গুড়িযুক্ত কাসি। সকালবেলা গাত্রোত্থান করিলে এবং প্রায় সম্পূর্ণ দিন কঠিন কাসি হইলে উদরে ঝাঁকি লাগায় বোধ হয় যেন উদর স্খলিত হইবে, রোগী তাহা ধারণ করিতে বাধ্য হয় এবং যে পর্য্যন্ত কিছু নিষ্ঠ্যূত না হয়, আল্‌গা শ্লেষ্মার শব্দ হইতে থাকে। বক্ষে জ্বালা ও

banglabooks.in

চাপবৎ বেদনা। **বক্ষে শৈত্যানুভূতি।** সবুজ; পূয়বৎ এবং ভয়ানক দুর্গন্ধ গয়ার। **শ্বাসরোধকারী গলা ভাঙ্গা। কাসিতে মস্তিষ্কে ঝাঁকি লাগায় বোধ হয় যেন মস্তকমধ্যে মস্তিষ্ক শিথিলভাবে রহিয়াছে।**

উদ্গারে বহুক্ষণ পূর্ব্বের ভুক্ত বস্তুর আস্বাদ পাওয়া যায়। বুকজ্বালা। মাংস ভক্ষণ করিলে অনেক সময় পর্য্যন্ত বিবমিষা থাকে। **আমাশয়োর্দ্ধ্ব কোটরস্থানে "কিছু নাই নাই ভাবের অনুভূতির" আহার করিলেও উপশম হয় না।**

সরলান্ত্র এবং মলদ্বারে জ্বালা ও টাটানি। মলদ্বার হইতে আটা রস ঝরে। অর্শ অত্যন্ত স্ফীত হয় এবং ভ্রমণকালে জ্বালা করে। বিলম্বে অত্যল্প বিষ্ঠাত্যাগ। কোমল বিষ্ঠা। মলত্যাগকালে রক্তের নির্গমন।

মূত্রস্রাবকালে মূত্রনলীতে জ্বালাযুক্ত টাটানি। রজনীতে বারম্বার মূত্রস্রাব।

রেতঃক্ষরণ; জননেন্দ্রিয়ের দুর্ব্বলতা; মানসিক ও শারীরিক শক্তিহানি। উপদংশ; বাঘি। অণ্ডকোষবেষ্টত্বকের পশ্চাতে আটা ও গন্ধহীন আর্দ্রতা।

অতি শীঘ্রাগত ও অতি প্রচুর ঋতুস্রাব। **ঋতুস্রাবকালে রোগিণী এতাদৃশ দুর্ব্বল যে কষ্টে কথা কহিতে পারে।** জরায়ুগ্রীবার দড়কচড়াভাব ও ক্ষত হইলে জ্বালা করে। জ্বালা ঊরুমধ্যে যায়; বস্তিদেশে ও কটিপশ্চাতে প্রসববেদনাবৎ বেদনা হইলে ক্লেদবৎ ও রক্ত সংযুক্ত স্রাব; কর্কটরোগ। স্তনের স্কিরাস্‌ক্যান্‌সার বা কর্কট।

চিকিৎসা—ব্রংকাইটিস বা নলৌষ; নিউমোনিয়া; এবং **যক্ষ্মাকাস** প্রভৃতি বক্ষরোগের শেষাবস্থায় ফুস্‌ফুস্‌উপাদানের ধ্বংস এবং গয়ারের পচন আরম্ভ হইলে **কার্ব্ব এনি** এবং

banglabooks.in

কার্ব্ব ভেজ, অবস্থাভেদে এই উভয় ঔষধেরই উপযোগিতা দৃষ্ট হয়, এজন্য যত্নপূর্ব্বক তাহাদিগের প্রভেদ নিরূপণের আবশ্যক। শ্বাসরোধ-কর গলাভাঙ্গাকাসিতে মস্তিষ্ক আন্দোলিত হওয়ায় শিথিল থাকার অনুভূতি, বক্ষ মধ্যে শীতল বোধ (ব্রমিণ) এবং সাধারণতঃ দক্ষিণ ফুস্ফুসের ধ্বংসাবশেষ গহ্বর হইতে সবুজ, পূয়বৎ ও ভয়াবহ দুর্গন্ধযুক্ত গয়ার নিষ্ঠীবন কার্ব্ব এনির, এবং আক্ষেপিক কাসি ও গভীর, কর্কশ অথবা বসা স্বর, বক্ষে স্পষ্টতর জ্বালা, প্রচুর, পীতবর্ণ এবং কার্ব্ব এনি হইতে অধিকতর দুর্গন্ধ শ্লেষ্মার নিষ্ঠীবন (বিশেষতঃ বৃদ্ধদিগের ব্রংকাইটিসে), ও রোগীর পার্শ্ব পরিবর্ত্তনে এবং নিদ্রাবেশে বর্দ্ধিষ্ণু শ্বাসকৃচ্ছ্রের বর্ত্তমানতা কার্ব্ব ভেজিটেবিলিসের প্রভেদক। চক্ষু মুদ্রিত করিলেই কার্ব্ব এনি রোগীর শ্বাসরোধের অনুভূতি জন্মে।

অজীর্ণ এবং অর্শ।—স্তন্যদাত্রী স্ত্রীলোকদিগের দুর্ব্বলতা ঘটিত অজীর্ণরোগে রোগিণী কিছু মাত্র আহারেই আমাশয়ের কষ্ট হইলে উভয় কার্ব্বই প্রদর্শিত হইতে পারে। কিন্তু এই অজীর্ণের উপসর্গ "আমাশয় সন্নিহিত স্থানে শৈত্যানুভূতি হস্তের চাপে বা ঘর্ষণে উপশমিত হইলে" কার্ব্ব এনি; এবং "আমাশয় সন্নিহিত স্থানে গুরুত্ব নিবন্ধন ঝুলিয়া পড়ার ন্যায় অনুভূতি" থাকিলে কার্ব্ব ভেজি উপযোগী। আমাশয়োর্দ্ধ কোটরস্থানে "কিছু না থাকার অনুভূতি আহারে উপশমিত না হওয়া" কার্ব্ব এনির বিশেষ লক্ষণ সিপিয়া সহ তুলনীয়।

উপরি উক্ত দুর্ব্বল ও জীর্ণশক্তি রোগীর অর্শরোগে সরলান্ত্র হইতে গন্ধহীন রস ঝরিলে কার্ব্ব এনি এবং রসস্রাবের অভাব থাকিলে কার্ব্ব ভেজি প্রযোজ্য।

banglabooks.in

উপদংশ বা সিফিলিস্; বাঘী বা বিউবো; এবং অন্যান্য প্রকার গ্রন্থিরোগ।—পারদের অপব্যবহার বশতঃ উপদংশরোগ ধাতুগত অবস্থা প্রাপ্ত হইলে স্থল বিশেষে **কার্ব্ব এনি** উপযোগী। শরীরে, বিশেষতঃ মুখমণ্ডলে তাম্রবর্ণ কলঙ্ক এবং কুচকি ও বগলে দড়কচড়াভাবযুক্ত এবং প্রস্তরবৎ কঠিন গ্রন্থির বর্ত্তমানতা ইহার বিশেষ লক্ষণ বলিয়া গণ্য। উপরি উক্ত কাঠিন্য রুগ্ন গ্রন্থির চতু-স্পার্শ্বস্থ উপাদানেও বিস্তৃত হয়। এরূপ কাঠিন্যযুক্ত পূয়মেহজ বাঘীতেও ইহা উপকারী। কাঁচা বাঘী কাটিলেও তাহার এই রূপ দুরবস্থা হয় ও তাহার ক্ষত স্থান বিস্তৃত হইয়া থাকে। এস্থলেও **কার্ব্ব এনি** উপকারী।

ক্যান্‌সার, কর্কট বা মারাত্মক অর্ব্বুদ।—স্তনের স্কিরাসক্যান্‌সাররোগে স্তনমধ্যে কঠিন গুটিকা উৎপন্ন হওয়ায় তাহার দড়কচড়াভাব ও প্রস্তরবৎ কাঠিন্য হইলে এবং ত্বক ঈষৎ নীল ও বৈচিত্র্য-বিশিষ্ট থাকিলে **কার্ব্ব এনি** দ্বারা উপকার দর্শে। বগলের গ্রন্থি স্ফীত হয় এবং স্তনে আকৃষ্টবৎ বেদনা থাকে। **জরায়ুগ্রীবার ক্যান্‌সাররোগে** তাহা দড়কচড়াভাব ও জ্বালাময় বেদনা যুক্ত থাকিলে এবং যোনি হইতে পাতলা ও দুর্গন্ধ স্রাব নির্গত হইলে ইহা প্রয়োজ্য।

কার্ব্বলিক এসিড—ক্যান্‌সাররোগে ইহার আভ্যন্তরিক প্রয়োগ বিশেষ রূপে প্রশংসিত হইয়াছে।

সিড্রন—ক্যান্‌সারের ছুরিকাঘাতবৎ বেদনায় ডাঃ হেল্‌মাথ ইহার সুখ্যাতি করেন।

banglabooks.in

লেক্‌চার ১০৫ (LECTURE CV.)।

আইয়ারণসল্টস্।

১। ফেরাম মেটালিকাম। ২। ফেরাম আয়-ডেটাম্। ৩। ফেরাম্ ফসফরিকাম।

১। ফেরাম্ মেটালিকাম্ (Ferrum Metalicum.)।

সম্বন্ধ।—ফেরামের কার্য্য প্রতিষেধক—আর্স, সিংক, হিপার সা, ইপিকা, পাল্‌স্, ভিরেট এ, থিয়া। ফেরাম যাহার কার্য্যপ্রতিষেধক—কপার, মার্কারি, প্রাসিক এসিড, আর্স, আয়ডি, সিংক।

সাধারণ ক্রিয়া।—ফেরামের প্রাথমিক ক্রিয়ায় শোণিতের সজীবতার ও লোহিত কণিকার বৃদ্ধি হইলেও ইহা অচিরাৎ শোণিত নির্ম্মাপক যন্ত্রমণ্ডলে এরূপ বৈকারিক শক্তি প্রকাশ করে যে, তাহাতে তাহার লৌহ সমীকরণক্রিয়া (Assimilation of Iron.) বিধ্বস্ত হইয়া যায়। তাহার ফলস্বরূপ. সম্পূর্ণ শরীরযন্ত্র এবং শরীরোপাদানের পুষ্টিহানি হওয়ায় শরীরোপাদানের বিশ্লেষিত অবস্থা বশতঃ শোণিতের জলীয়াংশের বৃদ্ধি এবং তাহার শ্বেতলালা বা এল্‌বুমেনের ও লোহিত কণিকার সঙ্খ্যার হ্রাস হইলে রক্তহীনতা এবং তদানুষঙ্গিক দৌর্ব্বল্যাদি নিম্নবর্ণিত লক্ষণ উৎপন্ন হয়।

শোণিতেয় উপরি উক্ত অবস্থায় শরীর শীর্ণ হইয়া যায়। লোহিত-বর্ণ শরীর স্থান পাণ্ডুর হয়। যন্ত্রাদি হইতে ফেকাসে আকারে শোণিত-স্রাব হইলে তাহা সহজেই থানা থানা জমাট বাঁধে। শোণিতবহা নাড়ী, বিশেষতঃ মস্তক, মুখ এবং পদের শোণিতবহা নাড়ী স্ফীত হয়। রোগী প্রকৃত পক্ষে রক্তহীন থাকিলেও অসমান শোণিতসঞ্চালন হওয়ায় শারীর

banglabooks.in

যন্ত্রবিশেষে অলীক রক্তাধিক্য চিহ্ন জন্মে। শোণিতপূর্ণ ধাতু বিশিষ্ট, উগ্রস্বভাব এবং ব্যগ্র ব্যক্তিদিগের মুখমণ্ডল লোহিতাভ থাকে, কিন্তু স্নায়ু শক্তি দুর্ব্বল হয়।

লক্ষণ।

মন।—আমাশয়োর্দ্ধ কোটরস্থানে দপদপানি হওয়ায় উৎকণ্ঠা; কার্য্যাদিতে সামান্য বাধা পাইলেই রোগী উত্তেজিত; প্রত্যেক ঘটনাই তাহাকে উত্তেজিত অথবা অবসাদিত করে। মানসিক বিশৃঙ্খলা।

মস্তক।—নিম্নে নামিতে; স্রোত জলের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে; এবং ভ্রমণ কালে শিরোঘূর্ণন। মস্তকে রক্ত ধাবিত হওয়ায় শিরার স্ফীতি এবং মুখে তাপোচ্ছ্বাস। মস্তকে হাতুড়ির আঘাতবৎ ও দপদপানি বেদনায় রোগী শয়ন করিতে বাধ্য।

স্নায়ু।—অত্যন্ত দৌর্ব্বল্য, রোগী সহজেই ক্লান্ত হইয়া পড়ে। শারীরিক উত্তেজনাপ্রবণতা বশতঃ রোগী অসহিষ্ণু থাকে। অস্থিরতা; রোগী ধীরে ভ্রমণ করিতে বাধ্য। রসক্ষয় হইতে পক্ষাঘাত। বেদনার সাময়িক আক্রমণ।

শ্বাসযন্ত্র।—নাসিকাস্রাব রক্তময়, পূয়বৎ, ঈষৎ সবুজ, ক্লেদের ন্যায় এবং উগ্রতাবিশিষ্ট। রক্তহীন রোগী প্রাতঃকালে মস্তক নত করিলে নাসিকা হইতে রক্তস্রাব। কঠিন শ্বাসপ্রশ্বাস এবং বক্ষে কষ্ট বোধ যেন কেহ হস্ত দ্বারা বক্ষ চাপিয়া ধরিয়াছে। বক্ষের আড়াআড়ি ভাবে বেদনা থাকায় অস্বস্তিকর শ্বাসপ্রশ্বাস। প্রাতঃকালে শয্যোত্থিত রোগীর কাসিতে রক্ত উঠে। অত্যল্প, পাতলা ও বুদবুদযুক্ত গয়ারে শোণিত রেখা থাকে; অথবা প্রভূত, পূয়বৎ, পচা, ঈষৎ সবুজ কিম্বা বুদবুদ যুক্ত গয়ারের প্রাতঃকালে বৃদ্ধি।

---

banglabooks.in

হৃৎপিণ্ড ও নাড়ী।—হৃৎপিণ্ডের দ্রুত ক্রিয়া। পরম্পরাগত হৃৎরোগ। সমস্ত শোণিতবহা নাড়ীতেই দপদপানি; হৃৎপিণ্ডের চূড়াস্থানে ফুৎকারবৎ শব্দ। নাড়ী ক্ষুদ্র ও দুর্ব্বল এবং ধীরগতি।

পরিপাক যন্ত্র।—কখন কখন পেটুকের ন্যায় ক্ষুধা, অধিকাংশ সময়ে অরুচি; সর্ব্বদাই উদরের পূর্ণভাব, সর্ব্বপ্রকার খাদ্যেই অনিচ্ছা। দ্বিতীয় প্রহর রজনীতে অথবা প্রাতরাশের পরে ভুক্ত বস্তুর বমন। পুনঃ পুনঃ জলবৎ **উদরাময়ে** কুন্থন হয় এবং মলত্যাগের পূর্ব্বে বেদনা থাকিতেও পারে নাও পারে, কিন্তু উদরের কাঁপ সর্ব্বদাই থাকে; আহারে অথবা পানে উদরাময়ের বৃদ্ধি। হঠাৎ বেদনা ও গন্ধহীন উদরাময়। আহারকালে অজীর্ণ ভুক্ত বস্তুর বেদনাহীন ও অনৈচ্ছিক উদরাময়। সরলান্ত্রে সূত্রবৎ কৃমি।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—ঋতুস্রাব অতি বিলম্বাগত, দীর্ঘস্থায়ী এবং প্রচুর। উদরে প্রসববেদনার ন্যায় বেদনা হইলে জরায়ু হইতে রক্তস্রাব এবং মুখে শোণিতাভাযুক্ত তাপ। কামেচ্ছার হ্রাস; বন্ধ্যাত্ব। যোনি অত্যন্ত শুষ্ক; তাহাতে সঙ্গমে অত্যন্ত বেদনা। ঋতুস্রাবের পূর্ব্বে মস্তকে হুলবেধবৎ বেদনা ও কর্ণে ঘণ্টাধ্বনিবৎ শব্দ হইলে জরায়ু হইতে দীর্ঘাকার শ্লেষ্মাসূত্রের নির্গমন। ঋতুস্রাবের পরে এবং ঋতুরোধ ঘটিলে গুল্মবায়ুলক্ষণ। শ্বেতপ্রদর দুগ্ধবৎ ও স্নিগ্ধ থাকে অথবা স্ত্রীঅঙ্গে টাটানিযুক্ত চুলকনার উৎপন্ন করে।

অঙ্গনিচয়।—হস্তের এবং জঙ্ঘার জানুপর্য্যন্ত স্ফীতি। প্রতি রজনীতেই হস্তে ও পদে ছিন্নবৎ বেদনা। স্কন্ধ এবং বাহুর পেশীতে অবশকর ও ছিন্নবৎ বেদনায় হস্তোত্তোলন অসাধ্য, কিন্তু মৃদু চালনায় ক্রমশঃ তাহা দূর হইয়া যায়।

চিকিৎসা।—**শিরঃশূল—ফেরামের** রোগীর পুনঃ পুনঃ শোণিতসঞ্চয়িক শিরঃশূল হইলে মস্তকে **দপ্‌দপানিবেদনা**

banglabooks.in

সাধারণতঃ **রজনীতে বর্দ্ধিত**। আক্রান্তাবস্থায় মুখ অগ্নিবৎ লোহিতাভ হয় এবং পদ শীতল থাকে। এস্থলে ইহা **বেল্** সহ তুলনীয় হইলেও তাহা প্রকৃত শোণিতসম্পন্ন রোগীর এবং **ফেরাম্** মিথ্যা শোণিতাধিক্যব্যঞ্জক রক্তহীন রোগীর পক্ষে উপযোগী। রক্তহীন, কিন্তু আভ্যন্তরীণ উত্তেজনাপ্রবণতাবিশিষ্ট রোগীর **উপবেশনাবস্থা হইতে হঠাৎ গাত্রোত্থান, জলস্রোত দর্শন** এবং শকটারোহণ প্রযুক্ত **শিরোঘূর্ণনের ফেরাম** উপকার করে।

যক্ষ্মাকাস বা থাইসিস্ফ্লরিডারোগে ফেরাম্ মেট অনেক বিষয়ে **ফস্ফরাসের** তুল্য বলিয়া বিবেচিত। **ফেরামের** শোণিতহীনতায় শোণিতের উত্তপ্ত ও ফুটন্তভাব (Ebulition) রূপ বিশেষতা থাকে এবং তাহার অসম সঞ্চলন বশতঃ যক্ষ্মারোগগ্রস্ত যুবক যুবতীর সামান্য শ্রমেই বক্ষে শোণিত গতির বৃদ্ধি ও কষ্ট হয়। কঠিন শ্বাসপ্রশ্বাস প্রযুক্ত নাসাপুটের বিস্তৃতি ও দ্রুত ক্রিয়া হইতে থাকে। **নাসিকা হইতে পুনঃ পুনঃ উজ্জ্বল-লোহিত ও জমাট রক্তস্রাব** এবং **রক্তকাসি** হয়। ইহার শুষ্ক ও বিরক্তিকর **কাসি উষ্ণ বস্তু পানে বৃদ্ধি পায়;** রোগের অন্যান্য লক্ষণমধ্যে **বক্ষে দ্রষ্টবৎ ও টাটানি বেদনার** অনুভূতি প্রধানতম বলিয়া গণ্য। রোগের অপেক্ষাকৃত শেষাবস্থায় পূয়ের ন্যায়, ঈষৎ সবুজ, দুর্গন্ধযুক্ত এবং শোণিতমিশ্রিত গয়ার নিষ্ঠ্যূত হইলেও **ফেরাম** উপকার করে।

ঋতুরোধরোগের অবস্থাবিশেষে **ফেরাম** উপকারী। রক্তহীন ও মৃৎপাণ্ডু বা ক্লরসিসরোগগ্রস্ত স্ত্রীলোকদিগের ঋতুরোধের অবস্থায় দুর্ব্বলতা, অবসাদ, হৃৎকম্প, শারীরিক বিবর্ণতা এবং গুল্ফ-দেশের শোথিতভাবাদি লক্ষণ থাকিলে ইহা প্রযুক্ত হয়। রোগিণীর মুখমণ্ডল শোণিচ্ছটাযুক্ত বা পাণ্ডুর ও কালচেলোহিত এবং চক্ষুপার্শ্ব

banglabooks.in

নীলাভ। অধিক পরিমাণ কুইনাইন ও স্নায়বিক বলকারক ঔষধ সেবনে ভগ্নস্বাস্থ্য ব্যক্তির পক্ষে ইহা বিশেষ উপযোগী ঔষধ।

রক্তহীনতা ও মৃৎপাণ্ডুরোগেরও অবস্থাবিশেষে **ফেরাম্ মেট্** বিশেষ উপকারী ঔষধ। এলপ্যাথিমতে রোগের অবস্থা নির্ব্বিশেষে রক্তহীনতায় প্রভূত পরিমাণ আইয়ারণের ব্যবস্থা করায় যে সর্ব্বস্থলে রোগের উপকার হয় না কেবল তাহাই নহে; পরে ঐ সকল রোগে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাও কিঞ্চিৎ কঠিন সাধ্য হয়। যাহা হউক যে সকল বিশেষ লক্ষণ থাকিলে হোমিওপ্যাথিমতে **ফেরাম** সুব্যবস্থিত হয় তাহা আমরা নিম্নে বিবৃত করিতেছি, যথা,—রোগীর আকারে ক্ষণিক ও অলীক রক্তাধিক্য দৃষ্ট হয়; পরেই উপরিউক্ত শোণিতপূর্ণ আকৃতির পরিবর্ত্তে মুখের পাণ্ডুরতা, মৃৎবর্ণ এবং অঙ্গের শোথবৎ স্ফীতি প্রভৃতি রোগীর প্রকৃত রক্তশূন্য অবস্থা প্রকটিত করে। **রক্তপূর্ণ স্থান বিশেষে চাপ দিলে তাহা রক্তশূন্য হইয়া তৎক্ষণাৎ পুনঃ রক্তপূর্ণ হয়।** চায়না এবং **নেট মিউর** ন্যায় ইহা শুক্র, শোণিতাদি রসাপচয় নিবন্ধন রক্তহীনতার ঔষধ নহে। ইহার রোগীর শ্লৈষ্মিকঝিল্লি পাণ্ডুর থাকে, রোগী সহজেই ক্লান্তি ও অবিশ্রান্ত ভাবে ঈষৎ শীত বোধ করে, আহারান্তে বমন করিতে পারে এবং অপরাহ্ণ অথবা সন্ধ্যাকালে প্রলেপক জ্বরবৎ জ্বর (Hectic fever) হয় ও গ্রীবাশিরায় রক্তাল্পতার ফুৎকারবৎ শব্দ শ্রুত হওয়া যায়। রোগ অত্যন্ত কঠিনসাধ্য হইলে **ফেরাম্ ফস** তাহার উৎকৃষ্টতর ঔষধ বলিয়া বিবেচিত। ডাঃ সুস্‌লার প্রথমে **ক্যাল্কে ফস**, পরে **ফেরাম ফস** ব্যবস্থা করেন। ডাঃ হ্যাস সহজ ও উপসর্গহীন রোগে **ফেরাম মেটের** প্রশংসা করেন। ডাঃ হিউজ **ফেরাম রিডাকট** ট্রি ১x বা ২x পক্ষপাতী। ডাঃ লেড্‌লামের মতে **ফেরম্ এট ষ্ট্রীক্‌নিয়া সাইট্রেট** সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঔষধ। ডাঃ জসেট্

ফেরাম্ এসেট অথবা **ফেরাম প্রটক্জ্যালেটের** এবং ডাং হল্‌কুম্ব্ **ফেরাম ফসের** ব্যবহার করিতেন। ফলতঃ হোমিওপ্যাথিকমতে এরূপ কোন স্থির ঔষধ থাকিতে পারে না। কেননা সাক্ষাৎভাবে আবশ্যকীয় পরিমাণ লৌহ পূরণ করা চিকিৎসার উদ্দেশ্য নহে। লক্ষণানুসারে স্থলবিশেষে ইহার যে কোনটি প্রদর্শিত হইতে পারে।

কুইনাইনের অপব্যবহার নিবন্ধন **সবিরাম জ্বরের** তাপের অবস্থায় শোণিতবহা নাড়ীর, বিশেষতঃ মুখমণ্ডল ও ললাটপার্শ্বের শোণিত-বহা নাড়ীর স্ফীতি ও দপ্‌দপানি শিরঃশূল এবং প্লীহার বিবৃদ্ধি, এমন কি জলশোথ পর্য্যন্ত থাকিলেও **ফেরাম মেট** উপকারী।

সাধারণ ক্রিয়া, লক্ষণ, ও চিকিৎসা।—**ফেরাম আয়ডেটাম** রোগীতে **ফেরামের** শোণিতাপ-কৃষ্টতা ও দুর্ব্বলতা এবং **আয়ডিনের** বিশেষ গণ্ডমালা ও শীর্ণতা প্রভৃতির মিশ্র লক্ষণ দৃষ্টিগোচর হয়। রোগীর মুখ শোণিতপূর্ণ ও লোহিত-বর্ণ থাকে; অথবা তাহার মুখাকৃতি মৃৎপাণ্ডুরোগবৎ দৃশ্যযুক্ত হয়; **ফেরাম আয় রোগীর** মূত্র কৃষ্ণবর্ণ, এবং ঘন ও শুভ্র তলানি-যুক্ত। মূত্রের বিদাহী গুণ ইহার বিশেষ লক্ষণ এজন্য হাম ও আরক্তজ্বর ইত্যাদি উদ্ভেদিক জ্বরের পরিণাম **প্রবল বৃক্কপ্রদাহ বা নেফ্রাইটিস্‌রোগে** ইহা দ্বারা উপকার দর্শে।

নিম্নলিখিত লক্ষণ থাকিলে **ফেরাম আয়** শক্তিহীন ও শোণিতাধিক্যযুক্ত **জরায়ুর স্থানচ্যুতি, শ্বেতপ্রদর, রজোলোপ** এবং **স্ত্রীঅঙ্গের চুলকনা** প্রভৃতি রোগে উপকার করিয়া থাকে। লক্ষণ:—নিম্নাভিমুখে অবিশ্রান্ত ঠেলমারার অনুভূতি প্রযুক্ত রোগিণী মনে করে যেন বস্তিকোটর হইতে কিছু বাহির হইতেছে এবং উপবেশন করিলে বোধ হয় যেন জরায়ুর ঊর্দ্ধে কিছু চালিত হইতেছে; রোগিণী জরায়ু-

banglabooks.in

গ্রীবা স্পর্শ করিতে পারে। **জরায়ুর পশ্চাৎবক্রতা ;** সিদ্ধ শ্বেত-সারবৎ শ্বেতপ্রদর ও মলত্যাগকালে তন্তুবৎ স্রাব। যোনি এবং যোনিকপাটের চুলকনা ও টাটানি। স্ত্রীঅঙ্গের স্ফীতি। গণ্ডমালা ধাতুর স্ত্রীলোকদিগের **মৃৎপাণ্ডুরোগে, পূয় জন্মিলে গুটিকোৎপাদক রোগে,** এবং সাধারণ **গণ্ডমালা রোগেও** ইহা উপকারী।

৩। ফেরাম ফস্ফরিকাম্ (Ferrum Phosphoricum.)।

সাধারণ ক্রিয়া, লক্ষণ, ও চিকিৎসা।— **ফেরাম ফস** একটি যৌগিক পদার্থ। ফেরাম এবং ফস্ফরাস্ এই উভয় মূল পদার্থের রাসায়নিক সংমিলনে ইহা উৎপন্ন। মনুষ্যশরীরে ইহার ক্রিয়ায় এই উভয় ঔষধেরই কিঞ্চিৎ নিদর্শন দৃষ্ট হইলেও সাধারণতঃ ইহার ক্রিয়া সম্পূর্ণ স্বাধীন বলিয়াই অনুমিত, অথবা ইহাদিগের ক্রিয়ার স্বাতন্ত্র্য সহজে বোধগম্য করা যায় না। এই ঔষধকে সুস্লার তাঁহার টিস্যুরেমিডিভুক্ত করিয়াই হোমিওপ্যাথিচিকিৎসাশাস্ত্রে ইহার স্থান নির্ণয়ের এবং প্রতিপত্তি স্থাপনের কারণ হইয়াছেন। ডাং সুস্লার প্রদাহিক রোগের চিকিৎসায় ইহাকে **একনাইটের** স্থলাভিষিক্ত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। কিন্তু হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকগণ তরুণ প্রদাহিক রোগে ইহার আরোগ্যশক্তি স্বীকার করিলেও তাহার প্রকৃত অধিকারানুসারে প্রয়োগ দ্বারা যথাযোগ্য ফললাভ করিয়া থাকেন।

ফেরাম ফসের প্রদাহিক জ্বরও **একন** জ্বরের ন্যায় শৈত্য, বিশেষতঃ ঘর্ম্মাক্ত শরীরে শৈত্য সংস্পর্শে হয়; **একন**রোগী সবল, শোণিতসম্পন্ন এবং সুস্থ ও অল্পবয়স্ক, এবং জ্বরাক্রমণে অস্থির, উৎকণ্ঠাযুক্ত ও মৃত্যুভীতিকাতর। নাড়ী সবল, পূর্ণ ও কঠিনস্পর্শ। প্রদাহিক জ্বরের প্রথম রক্তাধিক্যের অবস্থায় ইহা ঔষধ। **ফেরাম ফস**ও প্রদাহিক রোগের প্রথম ও রক্তস্রাবাবস্থার পূর্ব্বের ঔষধ। কিন্তু ইহার রোগীতে

banglabooks.in

আইয়ারণের রক্তহীনতা ও দৌর্ব্বল্য প্রভৃতির নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। জ্বরকালে **শিথিল, কোমলস্পর্শ এবং দ্রুত নাড়ীর বর্ত্তমানতা** এবং **একরূ ন্যায় উৎকণ্ঠাদির অভাব** ইহার বিশেষ লক্ষণ; সাধারণ লক্ষণমধ্যে জ্বরকালে ঘর্ম্ম হয়, কিন্তু বেদনাদির উপশম হয় না এবং তৃষ্ণা ইহার প্রধান লক্ষণ। **ফেরাম ফসের** শ্লৈষ্মিকঝিল্লি প্রদাহে শিথিল কৈশিকধমনী হইতে সহজে শোণিত ক্ষরণ হেতু ও **একনেরূ** প্রদাহে প্রবল শোণিতসঞ্চলনের চাপে কঠিন কৈশিক ধমনীর বিদারণ বশতঃ শ্লেষ্মা শোণিতচিহ্নযুক্ত হয়।

তরুণ, প্রাতিস্যায়িক যোজকঝিল্লিপ্রদাহ বা কঞ্জাংটি-ভাইটিস।—রোগের প্রথমাবস্থায় যোজকঝিল্লির শিথিলতা, রক্তপূর্ণতা, লোহিতবর্ণ, জ্বালা এবং স্রাবাভাব থাকিলে ও চক্ষু চালনায় কষ্টের বৃদ্ধি হইলে **এক** অপেক্ষা **ফেরাম ফস্** উৎকৃষ্টতর।

অধিকাংশ সময়ে রক্তহীন ব্যক্তিদিগের **কর্ণরোগে**, বিশেষতঃ কর্ণের **রক্তাধিক্য ও প্রদাহে, ফেরাম ফস** উপকারী। কর্ণের প্রবল কনকনানি হয়। ডাং কোপল্যাণ্ডের মতে আর্দ্রতাসংশ্রব নিবন্ধন কর্ণবেদনায় ইহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহাতে **পালসের** ন্যায় কর্ণনাদ থাকে, কিন্তু বধিরতা থাকে না। **বোরাক্সের** ন্যায় শব্দে অসহিষ্ণুতা থাকে। দপ্‌দপানি ও তীক্ষ্ণ সূচিবেধবৎ বেদনা আবেশে আবেশে হয়। ডাং ওয়ান্‌স্টলের সংক্ষিপ্ত প্রদর্শক লক্ষণ:—১। প্রদাহের বিস্তারপ্রবণতা। ২। আক্রান্ত স্থানের গোমাংসবৎ বর্ণ। ৩। স্রাবে কষ্টের উপশমাভাব। ৪। পূয়বৎ শ্লেষ্মা ও রক্তস্রাবপ্রবণতা। ৫। আবেশে আবেশে বেদনার প্রকোপ।

কেলি মিউরিয়েটিকাম।—য়ুষ্টেচিয়ান নলীর ও কর্ণমধ্যের সর্দ্দিরোগে ইহা উপকারী। নলী পরিষ্কার করিয়া ইহা বধিরতা, কর্ণনাদ এবং পটহের আকৃষ্টতা দূর করে ও পুরাতন কানপাকা

banglabooks.in

আরোগ্য করে। ক্রমবর্দ্ধিষ্ণু বধিরতার ইহা ঔষধ। আমাশয়-বিকার সংশ্রবীয় কর্ণের পামা বা একজিমারোগে ইহা ফলপ্রদ।

ম্যাগ্নি ফস—স্নায়বিক কর্ণশূলের শীতল বায়ুতে বৃদ্ধি এবং তাপে হ্রাস হইলে।

কেলি ফস—মধ্যকর্ণ পাকার ঔষধ।

নাসিকাসর্দ্দিতে ফেরাম ফস একনাইটের তুল্য হইলেও ইহার আক্রমণ তাদৃশ হঠাৎ এবং প্রবল হয় না এবং তাহার ন্যায় ইহাতে উৎকণ্ঠা ও অস্থিরতা জন্মে না। নাকস ভ ও ক্যাল্কে কার্ব্বের ন্যায় ইহা সর্দ্দিপ্রবণতা দূর করিয়া থাকে।

পূর্ব্বকথিত রূপ জ্বর ও নাড়ীর অবস্থাদি থাকিলে এবং রোগের প্রাথমিক রক্তসঞ্চয়িক অবস্থাতেই রক্তরেখাকলঙ্কিত শ্লেষ্মাস্রাব হইলে ফেরাম ফস ব্রঙ্কাইটিস বা নলৌষ, ক্রূপ বা ঘুংরিকাসি, স্বরযন্ত্রপ্রদাহ এবং নিউমোনিয়া প্রভৃতি শ্বাসযন্ত্ররোগে উপকার করে।

অন্ত্রের ইলিয়সিক্যালপ্রদেশ ও অন্ধান্ত্রের প্রদাহরোগে ফেরাম্ ফস্ এবং কেলি মিউ বিলক্ষণ সুখ্যাতি লাভ করিয়াছে। ইহাদিগের প্রয়োগ কেবল বহুদর্শিতার উপর নির্ভর করে। শৈত্যসংস্পর্শ প্রযুক্ত অন্ত্রবেষ্টঝিল্লিরপ্রদাহেও ইহা উপকারী।

গ্রীষ্মকালে শিশুর হঠাৎ শৈত্যসংস্পর্শ নিবন্ধন ঘর্ম্মরোধ বশতঃ প্রদাহিক উদরাময়ে, এবং শিশু কলেরারোগে জলবৎ বিষ্ঠা সহ অজীর্ণ ভুক্ত বস্তু ও শোণিতযুক্ত মলত্যাগে একনের অস্থিরতাদি ও মার্কের কুন্থন না থাকিলে ফেরাম ফস প্রযোজ্য। তরুণ প্রদাহিক আমরক্তরোগে একনাইটের অপেক্ষা অধিক রক্ত থাকিলে ও কুন্থন না থাকিলে ইহা উপকারী।

---

banglabooks.in

লেক্‌চার ১০৬ (LECTURE CVI.)

প্ল্যাটিনাম্ (Platinum.)।

সম্বন্ধ। প্ল্যাটিনামের কার্য্যপ্রতিষেধক—পাল্‌স্ স্পি, নাই, ডাল। প্ল্যাটিনাম যাহার কার্য্যপ্রতিষেধক—লেড্ বা সীসক বিষক্রিয়ার।

সাধারণ ক্রিয়া।—প্ল্যাটিনাম প্রধানতঃ স্নায়ুকেন্দ্রে ক্রিয়া প্রকাশ করায় মস্তিষ্ক এবং জ্ঞানস্থানের অবসাদ, সর্ব্বাঙ্গীণ স্পর্শজ্ঞানের লোপপ্রবণতা, জড়ত্ব এবং পক্ষাঘাত উৎপন্ন হয়। উপরি উক্ত ক্রিয়াবশতঃ অধিকাংশ স্থলে স্ত্রীলোকদিগের জননেন্দ্রিয় বিকার, গুল্মবায়ুলক্ষণ এবং বিষাদবায়ু জন্মে।

লক্ষণ।

মন।—ভ্রান্তি; রোগিণী সকল বস্তুই অতি ক্ষুদ্র দেখে এবং সকল ব্যক্তিকেই কি বুদ্ধি কি শরীর উভয়তঃ তাহার অপেক্ষা নিকৃষ্টতর মনে করে; সকলকেই নীচ মনে করিয়া তাহাদিগকে অবজ্ঞাসূচক দয়ার চক্ষে দেখে। রোগিণী মনে করে পৃথিবীতে তাহার কেহ নাই এবং জীবন ভারবহ, কিন্তু তথাপি **মৃত্যু নিকট বিবেচনা করিয়া তজ্জন্য ভীত হয়।** সামান্য কারণেও অসহিষ্ণুতা থাকে। পর্য্যায়-ক্রমিক আনন্দ ও বিমর্ষভাব।

মস্তক।—মস্তকে, বিশেষতঃ ললাটপ্রদেশে, অসাড়তার অনুভূতিতে বোধ যেন থাকিয়া থাকিয়া খল্লীবৎ সংকোচন হইতেছে। ললাটপার্শ্বে, গণ্ডে এবং কর্ণপশ্চাদ্দেশে আততভাব ও অসাড়তার অনুভূতি প্রযুক্ত বোধ যেন স্ক্রুর পাক দ্বারা মস্তক চাপিয়া একত্র করা অথবা কশিয়া বাঁধা হইতেছে। মস্তকশীর্ষে অসাড়তা উৎপাদক বেদনা।

banglabooks.in

অন্যতর ললাটপার্শ্বে শীতলতার অনুভূতি সহ বিড়বিড়ি নিম্নচুয়াল পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

স্নায়ু।—ক্ষুদ্র ও বৃহৎ নানা প্রকার আক্ষেপ। চীৎকার সহ ধনুষ্টঙ্কারবৎ আক্ষেপ ও নিষ্পন্দবায়ুলক্ষণ (catalepsy) পর্য্যায়ক্রমে হয়। আক্ষেপ এবং শ্বাসকৃচ্ছ্র পর্য্যায়ক্রমে হইলে শ্বাসরোধের উপক্রম। একৈক পেশীর আনর্ত্তন ও কম্প। সবল ও স্থায়ী আক্ষেপে জ্ঞানের অভাব হয় না। পক্ষাঘাতিক দুর্ব্বলতার বিশ্রামে বৃদ্ধি; অসাড়তা, অনমনীয়তা এবং শীতলতা। বেদনার ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি ও তদ্রূপেই হ্রাস ; বেদনা সহ আক্রান্ত শরীরাংশের অসাড়তা। রোগী বোধ করে যেন শরীর প্রত্যেক দিকেই বৃদ্ধি পাইতেছে।

স্বরযন্ত্র।—শুষ্ক ও স্নায়বিক কাসিতে শ্বাসকৃচ্ছ্র এবং হৃৎকম্প জন্মে।

পরিপাক যন্ত্র।—অস্বাভাবিক ক্ষুধা বশতঃ অবজ্ঞাসূচক মানসিক ভাব সহ রাক্ষসের ন্যায় দ্রুত আহার করিলে আমাশয়দেশে বায়ু জন্মে। উদরে চাপিতবৎ এবং ঠেলামারার ন্যায় অনুভূতি বস্তিদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়।

মল ও মলদ্বার।—কোষ্ঠবদ্ধে উদরে দুর্ব্বলতাবোধ সহ পুনঃ পুনঃ মল বেগ নিবন্ধন অল্প বিষ্ঠার ত্যাগ। দড়কচড়াভাবের, যেন দগ্ধবৎ বিষ্ঠা। নরম কাদার ন্যায় বিষ্ঠা মলদ্বারে লাগিয়া যায়।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—জননেন্দ্রিয়ে ও তাহার কেশযুক্ত স্থানে বেদনাযুক্ত স্পর্শাসহিষ্ণুতা এবং অবিশ্রান্ত চাপ হইলে শরীরাভ্যন্তরে শীতভাব ও মুখ ব্যতীত শরীরের অন্যান্য বহির্দ্দেশে শীতলতা থাকে। বারম্বার ঋতুস্রাবের অনুভূতি। অতি প্রচুর এবং কৃষ্ণবর্ণ ও চাপ চাপ ঋতুস্রাব অতি শীঘ্রাগত হইলে উদরে অত্যন্ত ঠেলমারা ও আকৃষ্টবৎ বেদনা। দক্ষিণ অণ্ডাধারপ্রদেশে সূচিবেধবৎ বেদনা। অণ্ডলালার (Albumen) ন্যায় শ্বেতপ্রদর।

banglabooks.in

বিশেষ লক্ষণ।—১। অহঙ্কার ও আত্মগরিমা; রোগিণী অন্য ব্যক্তিকে ঘৃণার চক্ষে দেখে; তাহার নিকট বস্তু সকল অতি ক্ষুদ্রতর প্রতীয়মান হয়।

২। রোগিণীর জননেন্দ্রিয় অত্যন্ত স্পর্শাসহিষ্ণু হইলেও অত্যন্ত সঙ্গমেচ্ছা জন্মে; অণ্ডাধাররোগ প্রযুক্ত কামোম্মত্ততা, জরায়ুভ্রংশ অথবা প্রচুর ঋতুস্রাব।

৩। বেদনার যে রূপ ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি সেইরূপেই হ্রাস (ষ্ট্র্যাম); কখন কখন বেদনা সহ অসাড়তা (ক্যাম)।

চিকিৎসা।

মানসিক বিকার—কামোম্মত্ততা; গুল্মবায়ু।—প্ল্যাটিনাম রোগীর মানসিক অবস্থা বড়ই আশ্চর্য্য প্রকৃতি ধারণ করে। ইহার অহঙ্কারাদি মানসিক ভাবের বিষয় ইতিপূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। তাহার অতি বৃদ্ধিতে রোগী যখন মনুষ্যের প্রতি কার্য্যতঃও তদনুরূপ ব্যবহার করে তখন তাহাকে এক রূপ উন্মাদগ্রস্তই বলা যাইতে পারে। রোগীর অত্যন্ত মৃত্যুভীতি জন্মে এবং সে মৃত্যু নিকট বলিয়া মনে করে। ইহাকে **গুল্মবায়ু ঘটিত উন্মাদরোগ** বলা যায়। ইহাতে রোগীর নিকট সকলই ভয়াবহ প্রতীয়মান হয় এবং সে কোন গুরুতর বিষয়ে চিন্তা অপ্রীতিকর বলিয়া মনে করে।

ইহার **গুল্মবায়ুরোগী** আত্মশ্লাঘার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে, তাহার দর্পের সীমা থাকে না, সর্ব্ববিষয়েই সে সকলকে নীচ বলিয়া মনে করে। রোগিণীর চলাফেরাতেও তাহাই প্রকাশ পায়, যেন মহারাজ্ঞীর ন্যায় হাব ভাব প্রকাশ করে। এ বিষয়ে ইহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঔষধ। কখন কখন

banglabooks.in

রোগী হো হা প্রভৃতি গোলমালের সহিত অতি উচ্চ হাস্য করে। জননেন্দ্রিয় অত্যন্ত বেদনাযুক্ত থাকিলেও তাহাতে শুড়শুড়ি হওয়ায় কামপ্রবৃত্তির অসহনীয় উত্তেজনা হইলে রোগিণী উন্মত্তবৎ হইয়া অতি অশ্লীল ব্যবহার করিতে পারে। তাহার **কামোন্মাদরোগ** জন্মে। **হায়সায়ামাসের** কামোন্মাদের রোগীর উলঙ্গ হইবার প্রবল ইচ্ছা হয়, **প্ল্যাটিনা** রোগীর অহঙ্কার প্রভেদক থাকে। ইহার সহিত **প্যালাডিয়াম** রোগীর অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য থাকিলেও দাম্ভিকতার অভাব, তাহাকে অবজ্ঞা করিতেছে বলিয়া সহজেই মনে করা, সহজেই দোষগ্রহণ ও ভৎর্সনা করা এবং গীতবাদ্যে উত্তেজিত হওয়া প্রভৃতি তাহাকে প্রভেদ করিয়া থাকে।

প্ল্যাটিনামের অপস্মাররোগে স্নায়বিক উত্তেজনা হইলে অম্ননলীর আক্ষেপ এবং শ্বাসরোধের অনুভূতি জন্মে। **ইগ্নেসিয়া**-রোগী সাদাসিদে এবং **প্ল্যাটিনাম** রোগী অত্যন্ত গর্ব্বিত থাকে। **টিনামের** রোগ, সময়ে **বিষাদ বায়ুর** প্রকৃতি ধারণ করিলে রোগী দুঃখিত ও অসন্তুষ্ট থাকে এবং ক্রন্দন করে। স্নায়বিক উত্তেজনার অতি বৃদ্ধিতে রোগীর **নিদ্রাহীনতা** জন্মে।

স্নায়ুশূল বা নিউরেল্‌জিয়া ;—খল্লীর ন্যায় ও সংকুচিতবৎ বেদনায় আক্রান্ত শরীরাংশে অসাড়তা এবং চন্‌চনি জন্মিলে **প্ল্যাটিনাম্** উপকারী ; রোগীর চক্ষু হইতে প্রচুর জলস্রাব হয়। নাসিকামূলে অথবা শরীরের যে কোন অংশে বেদনা হইলে বোধ হয় যেন আক্রান্ত শরীরস্থান সাঁড়াসি দ্বারা চাপিত হইতেছে। বেদনার রজনীতে ও বিশ্রামে বৃদ্ধি এবং **ষ্টেনামের** বেদনার ন্যায় ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি ও ক্রমে ক্রমেই উপশম হয়। পারদমিশ্রিত ধাতু (Amalgum.) দ্বারা ক্ষত দন্ত পূরণ করিলে **মার্কুরিয়াসের** স্নায়ুশূল জন্মে এবং তাহা রজনীতে বর্দ্ধিত হয়। গর্ত্তযুক্ত দন্তের, বিশেষতঃ বৃদ্ধদিগের

banglabooks.in

বহু গর্ত্তযুক্ত দন্তের স্নায়ুশূল সময়ে অতি প্রচণ্ড হইলে **ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া** তাহার ঔষধ। গুল্মবায়ুরোগিণীর প্রচুর, ঘন, কাল এবং দুর্ব্বলকর ঋতুস্রাব থাকিলে স্নায়ুশূলরোগে **প্ল্যাটিনাম** উপযোগী হয়।

কোষ্ঠবদ্ধ।—সম্পূর্ণ অন্ত্রপথের জড়ত্ব নিবন্ধন বৃথা মলবেগ ও সরলান্ত্রের অত্যন্ত শুষ্কতা জন্মিলে **প্ল্যাটিনাম** উপকারী। বোধ হয় যেন বিষ্ঠা সরলান্ত্রে গঁদের ন্যায় লাগিয়া থাকে। দুর্ব্বল উদরে ভারি চাপিয়া থাকার ন্যায় বোধ হয়, তাহা দূর করা যায় না। ইহা দেশান্তরিত ব্যক্তি ও পথিকদিগের পক্ষে উপকারী বলিয়া বিবেচিত হয়; এজন্য অনুমান করা যাইতে পারে স্বস্থান ত্যাগে যাহাদিগের দৈনন্দিন অভ্যস্ত ব্যবহারের ব্যতিক্রম ঘটে ইহা তাহাদিগের কোষ্ঠবদ্ধে ফলপ্রদ। সীসকবিষ কর্ত্তৃক কোষ্ঠবদ্ধ ইহা আরোগ্য করে। উদরের দুর্ব্বলতা, পুনঃ পুনঃ মলবেগ এবং শুষ্ক ও অত্যল্প মলত্যাগ ইহার লক্ষণ। **ইগ্নেসিয়ার** ন্যায় ইহাতেও সরলান্ত্রে সূচিবেধবৎ তীক্ষ্ণ বেদনা থাকে।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়রোগ—আর্ত্তবাধিক্য; রজোকৃচ্ছ্র; সঙ্গমে বেদনা; অণ্ডাধারের প্রদাহ, পুরাতন স্ফীতি ও কাঠিন্য—**প্ল্যাটিনামের** গর্ব্বিত মানসিক ভাব সর্ব্বস্থলেই এবং এস্থলেও বিশেষ প্রভেদক বলিয়া স্মরণ থাকিলে অনায়াসেই ইহার স্ত্রীরোগ নির্ণয় করা যায়। ইহার আর্ত্তবাধিক্যে প্রচুর, কৃষ্ণবর্ণ এবং চাপ চাপ ঋতুস্রাব অতি শীঘ্রাগত হয় ও জননেন্দ্রিয়ে স্পর্শাসহিষ্ণু বেদনা জন্মে। জননেন্দ্রিয়ের বহিরাভ্যন্তরে অবিশ্রান্ত উত্তেজনা হওয়ায় অনেক সময়ে কামোন্মত্ততা উপস্থিত হইলেও **সিপিয়া, বেল, ক্রিয়জোট** এবং **এপিসের** ন্যায় পুরুষসংসর্গ বেদনাযুক্ত হয়। ঋতুস্রাবকালে জরায়ুপ্রদেশে ঠেলমারা উপস্থিত থাকে।

banglabooks.in

ক্যামমিলার ঋতুস্রাবও ইহারই ন্যায় প্রকৃতিবিশিষ্ট; কিন্তু মানসিক লক্ষণে উভয়কে প্রভেদ করিয়া দেয়। **প্ল্যাটিনামে** জরায়ুর দড়কচড়াভাব ও জরায়ু **ভ্রংশরোগ** জন্মে এবং কুচকি ও পৃষ্ঠে অবিশ্রান্ত চাপ এবং স্ত্রীঅঙ্গে স্পর্শাসহিষ্ণু বেদনা। **সিপিয়া** ও **প্ল্যাটিনামের রজোকৃচ্ছ্রের** বেদনা বস্তি বেড়িয়া হয়, **বেলাডনার** তাহা বস্তি ভেদ করিয়া যায়। স্ত্রীঅঙ্গ শুষ্ক ও বেদনাযুক্ত থাকে। **অণ্ডাধারের প্রদাহে** জ্বালাযুক্ত বেদনা ও নিম্নাঙ্গে অসাড়তা জন্মিলে **প্ল্যাটিনাম** উপকারী; ইহা অণ্ডাধারের **পুরাতন দড়কচড়াভাবেরও** অন্যতম ঔষধ।

প্ল্যাটিনামের শিরঃশূলরোগে ট্যারেণ্টুলার ন্যায় মস্তক সংকুচিত বোধ হয়; কিন্তু অধিকন্তু ইহাতে মস্তক নিষ্পেষিতবৎ বোধ হয় এবং খল্লীবৎ বেদনা এবং অসাড়তা থাকে। বেদনার ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি এবং ক্রমে ক্রমেই হ্রাস হয়।

প্ল্যাটিনামের ফিসার অব দি এনাস্ বা **মলদ্বারবিদারণরোগে** প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে মলদ্বারে কীট বিচরণবৎ অনুভূতি এবং চুলকনা জন্মে।

banglabooks.in

লেক্‌চার ১০৭ (LECTURE CVII.)

জিঙ্কাম্ মেটালিকাম (Zincum Metallicum.)।

সম্বন্ধ।—জিঙ্কামের কার্য্যপ্রতিষেধক—ক্যাম্ফর, হিপার সা, ইগ্নে। জিঙ্কাম্ যাহার কার্য্যপ্রতিষেধক—ব্যারা কা, ক্যাম, নাক্স্ ভ।

সাধারণক্রিয়া।—জিঙ্কাম দ্বারা মস্তিষ্কমেরুমজ্জের স্নায়ুমণ্ডলে অতি গভীর ক্রিয়া হইলে মস্তিষ্ক, মেডুলাঅবলঙ্গেটা এবং মেরুমজ্জায় উত্তেজনার অবস্থা উৎপন্ন হয়। ইহার ফলস্বরূপ প্রলাপ, নানা প্রকার আক্ষেপিক লক্ষণ, স্নায়ুশূল এবং অত্যন্ত চৈতন্যাধিক্য জন্মিলে প্রতি-ক্রিয়ায় মস্তিষ্কের অবসন্নতা এবং অন্যান্য স্নায়ু-কেন্দ্রের বলক্ষয় [পক্ষাঘাত] হয়। এই শেষোক্ত ক্রিয়া থাকাতেই জিঙ্কাম হোমিও প্যাথি চিকিৎসায় প্রযুক্ত হইয়া থাকে। ইহার ক্রিয়ায় রক্তহীনতা (লোহিত রক্ত কণিকার হ্রাস) জন্মে।

লক্ষণ।—স্মরণশক্তির দুর্ব্বলতা। উৎকণ্ঠা। মানসিক ক্রিয়ার কাঠিন্য; চিন্তার অভাব ঘটে এবং **মন যেন ঘুমন্ত অবস্থায় থাকে।** অধিকাংশ সময়ে সন্ধ্যাকালে খিটখিটে ভাব, বিষণ্ণতা ও রুষ্ট-ভাব জন্মে। শিশুকে যাহা বলা যায় সে পুনর্ব্বার বলে। অর্দ্ধশিরঃশূল হইলে মস্তকের ছিন্ন ও হুলবিদ্ধবৎ বেদনা মধ্যাহ্ন আহারের পর বর্দ্ধিত হয়। মস্তকশীর্ষের অথবা ললাটদেশের বেদনা চক্ষুপর্য্যন্ত বিস্তৃত। মৃদু অথবা তীক্ষ্ণ, সবিরাম কিন্তু অদম্য শিরঃশূল। মস্তকশীর্ষে চাপের মধ্যাহ্নভোজ-নান্তে বৃদ্ধি হয় এবং রোগী বিষাদোন্মত্তভাব ধারণ করে। **মস্তক-**

banglabooks.in

পশ্চাতে গুরুত্ব ও জড়ত্ব। সর্ব্বপ্রকার শিরঃশূলই অম্ল ওয়াইন মদ্য পানেই বৰ্দ্ধিত হয়।

স্নায়ু।—মস্তিষ্কীয় ও স্নায়বিক বলক্ষয়; **জীবনীশক্তির অসম্পূর্ণতা**; রোগী এতাদৃশ দুর্ব্বল থাকে যে হাম, বসন্তাদি উদ্ভেদ পুষ্ট হয় না, ঋতুস্রাবের রোধ ঘটে, মূত্র আসে না এবং কিছু বুঝিতে অথবা স্মরণ রাখিতে পারে না। স্নায়বিক অস্থিরতা বশতঃ **পদের বা নিম্নাঙ্গের চাঞ্চল্য** (Fidgetiness); **রোগী অবিরত তাহার চালনা করিতে বাধ্য হয়**; আক্ষেপ-কালে মুখমণ্ডল পাণ্ডুর হয়, মস্তকপশ্চাদ্দেশ ভিন্ন অন্য কোন শরীরাংশ তপ্ত হয় না, শারীরিক তাপেরও বৃদ্ধি হয় না, চক্ষুর ঘূর্ণন এবং দন্তকিড়ি-মিড়ি থাকে। হস্তদ্বয় এবং মস্তকের অথবা এক হস্ত ও মস্তকের গতি-শীলতা। সম্পূর্ণ মেরুদণ্ডের জ্বালা; পৃষ্ঠে বেদনা। অত্যন্ত দুর্ব্বলতা। রোগী পৃষ্ঠ স্পর্শ করা সহ্য করিতে পারে না। একৈক পেশীর আনর্ত্তন ও ঝাঁকি। অঙ্গনিচয়ের দুর্ব্বলতা ও কম্প; ঋতুকালে এবং লিখিতে হস্তের কম্প।

নিদ্রা।—শিশু নিদ্রাকালে চীৎকার করিয়া উঠে; তাহার সমুদয় শরীরের ঝাঁকি হয়; ভীত অবস্থায় নিদ্রাভঙ্গ হইলে চমকিয়া উঠে; **মস্তক এ পার্শ্বে ও পার্শ্বে গড়াইতে থাকে** এবং মুখ পর্য্যায়ক্রমে পাণ্ডুর ও লাল হয়।

চক্ষু।—যোজকঝিল্লির (Conjunctiva) প্রদাহ এবং রক্তিমা চক্ষুর অভ্যন্তর কোণে অধিকতর থাকে, চক্ষুতে বালুকা পড়ার ন্যায় বেদনা ও তাহার জলস্রাব সন্ধ্যায় এবং রজনীতে বৃদ্ধি পায়; ঋতুস্রাবসময়েও ঐ রূপ হয়।

শ্বাসযন্ত্র।—শুষ্ক এবং আক্ষেপিক কাসিতে শোণিতযুক্ত গয়ারের

banglabooks.in

নিষ্ঠীবন সন্ধ্যা ও প্রাতঃকালে বর্দ্ধিত হয় এবং ঋতুস্রাবের পূর্ব্বে এবং সময়ে কাসির আক্রমণ দেখা যায়। সন্ধ্যাকালে আহারান্তে উদরে বায়ু জন্মিলে শ্বাসকৃচ্ছ্র হওয়ায় গয়ার উঠা বন্ধ হইলে তাহার বৃদ্ধি এবং গয়ার উঠিতে আরম্ভ হইলে হ্রাস হয়।

পরিপাকযন্ত্র।—জীবনীশক্তির দুর্ব্বলতা বশতঃ দন্তোদ্ভেদ না হইলে স্নায়বিক উত্তেজনা ও পেশী আনর্ত্তন প্রভৃতি আক্ষেপলক্ষণ দেখা দেয়। কাকের ক্ষুধার ন্যায় অতি ক্ষুধায় পেটুকের ন্যায় আহার করে তথাপি যেন শীঘ্র শীঘ্র আহার করা হয় না। বায়ু জন্য উদরশূল, বিশেষতঃ সন্ধ্যাকালে অধিক হয়, উদর ডাকে ও গড় গড় করে এবং পুনঃ পুনঃ দুর্গন্ধ বায়ু নিঃসরণ হয়। অনৈচ্ছিক উদরাময় ও অচৈতন্য। উদরাময়।

মূত্রযন্ত্র।—ভ্রমণ করিতে, কাসিতে এবং হাঁচিতে অনৈচ্ছিক মূত্রত্যাগ। রোগী কেবল বসিয়া পশ্চাদ্দিকে বক্র হইলে মূত্রত্যাগ করিতে পারে।

পুংজননেন্দ্রিয়।—সহজে কামোত্তেজনা ঘটে; স্ত্রীসঙ্গমকালে অতি শীঘ্র শুক্রক্ষরণ হয় অথবা অতি কষ্টে হয় অথবা প্রায় হয় না। কোন কারণ ব্যতীতই অতি প্রচুর শুক্রস্রাব হয় এবং জননেন্দ্রিয়ের উত্তেজনা বশতঃ অণ্ডকোষ আকৃষ্ট থাকে।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—রজোরোধ অথবা রজোকৃচ্ছ্র। ঋতুস্রাব আরম্ভ হওয়া মাত্রই রোগিণী সর্ব্বপ্রকারে সুস্থ বোধ করে; কিন্তু ঋতুস্রাব বন্ধ হইলে সকল অসুস্থতাই পুনরাবর্ত্তন করে। ঋতুস্রাবকালে ভ্রমণ করিলে বৃহৎ শোণিতচাপ নির্গত হয়। ঋতুস্রাব হইলে অণ্ডাধারের বেদনা উপশম পায়।

নিম্নাঙ্গ।—পদ ঘর্ম্মসিক্ত এবং পদাঙ্গুলী হাজাবিশিষ্ট থাকে; পদের দুর্গন্ধ ঘর্ম্মের রোধ হইলে স্নায়বিক উত্তেজনা জন্মে।

banglabooks.in

প্রদর্শক লক্ষণ।—পদের অথবা নিম্নাঙ্গের অবিশ্রান্ত এবং প্রচণ্ড চাঞ্চল্যের অনুভূতি এবং রোগীর অবিরত পদচালনা।

চিকিৎসা।

শিরঃশূল।—পূর্ব্ববর্ণিত নানাপ্রকার শিরঃশূলে **জিঙ্কাম** দ্বারা উপকার হয়। কিন্তু ইহার শিরঃশূল অতীব বিরল। **সামান্য ওয়াইনমদ্যপানে তাহার বৃদ্ধি** ইহার প্রদর্শক।

মস্তিষ্করোগ—পুরাতন রক্তহীনতা; মস্তিষ্কের কোমলতা।—মস্তিষ্কের পুরাতন রক্তহীনতা, বিশেষতঃ তাহা অপরিমিত ব্রোমাইড অব পটাসিয়াম্ সেবন জন্য হইলে **জিঙ্কাম মেট** ফলপ্রদ ঔষধ। **আরক্তজ্বর ও শিশুকলেরাকালীন** মস্তিষ্ক বিকারেও ইহা উপকার করিয়া থাকে। মস্তিষ্ককোমলতা নিবন্ধন **পক্ষাঘাতিক অবস্থাতে জিঙ্কাম** কার্য্যকারী।

রাসটক্স্—বৃদ্ধদিগের মস্তিষ্কের উপাদানগতবিকারে উপকারী। মস্তক চালনা করিলে মস্তিষ্কে জলপতনবৎ অনুভূতি। মস্তিষ্করোগ বশতঃ পক্ষাঘাতিক কষ্টেও ইহা ফলপ্রদ।

মস্তিষ্কোদক বা হাইড্রকেফালাস্।—অধিকাংশ সময়ে শিশুকলেরারোগান্তিক মস্তিষ্কোদকরোগে নিম্নলিখিত লক্ষণ উপস্থিত হইলে **জিঙ্কাম** প্রযুক্ত হয়ঃ—শিশুর শিরোলুণ্ঠন এবং যেন ভীতি বশতঃ নিদ্রাভঙ্গ; মস্তকপশ্চাদ্দেশ তপ্ত ও ললাটের শীতলতা; দন্তকিড়িমিড়ি; চক্ষু আলোকে অসহিষ্ণু ও স্থির দৃষ্টিবিশিষ্ট এবং পলকহীন; নাসিকার শুষ্কতা; নিদ্রাকালে পেশীর ঝাঁকি এবং **পদের চঞ্চল গতি;** বিবর্দ্ধিত মস্তকে অত্যন্ত বাহ্যাভিমুখীন চাপের অনুভূতি; শিশু দুর্ব্বল এবং শীতল, মস্তক আবর্ত্তিত করিয়া বালিসের মধ্যে প্রবেশ করায় এবং মধ্যে

banglabooks.in

মধ্যে চীৎকার করে। ইহা ক্যাল্‌কে ফস সহ তুলনীয়। স্বগুচ্ছেদের অন্তঃপ্রবেশ প্রযুক্ত রোগ।

স্পাইন্যাল ইরিটেশন বা মেরুমজ্জের উত্তেজনা।—জিঙ্কামের মেরুদণ্ডের উত্তেজনা প্রভৃত লক্ষণের বিষয় আমরা ইতিপূর্ব্বে বিবৃত করিয়াছি। তাহাতে বিশেষতঃ পৃষ্ঠের সর্ব্বনিম্ন কশেরুকা কনকন করিয়া বেদনা করে এবং ভ্রমণাপেক্ষা উপবেশনেই রোগের বৃদ্ধি হয়। মেরুদণ্ড বাহিয়া জ্বালা ও অঙ্গের কম্প থাকে। প্রতিক্ষিপ্ত কারণে মেরুমজ্জার উত্তেজনা হইলে জিঙ্কাম ভ্যালেরিয়ানেট তাহার ঔষধ।

সিপিয়া—ইহাতেও সর্ব্বনিম্ন পৃষ্ঠকশেরুকাতে বেদনা হয়, কিন্তু উপচয় কারণ বিভিন্ন থাকে।

ফসফরাস্‌—মেরুদণ্ড স্পর্শে বেদনাযুক্ত; তাহার দুর্ব্বলতা; অঙ্গাদি দুর্ব্বল; রোগী হাঁটিতে ঠোক্কর লাগিয়া পড়ে।

চাইনি সাল্‌ফ—মেরুদণ্ডের পৃষ্ঠাংশে স্পর্শাসহিষ্ণু বেদনা। গ্রীবার সর্ব্বনিম্ন এবং পৃষ্ঠের প্রথম কশেরুকায় চাপ দিলে বেদনা।

তাণ্ডবরোগ বা কবিয়া।—তগুচ্ছেদ বসিয়া যাইয়া অথবা ভীতি নিবন্ধন তাণ্ডবরোগে যদি সাধারণ স্বাস্থ্যভঙ্গ হয় এবং পদের অবিশ্রান্ত চঞ্চল গতি থাকে তাহাতে জিঙ্কাম মেট উপকারী। ইহার পদচাঞ্চল্য নিদ্রাবস্থাতেও থাকিতে পারে, রোগ শরীরের দক্ষিণ পার্শ্বই অধিকতর আক্রমণ করে এবং রোগীর মানসিক অবসাদ ও উত্তেজনাপ্রবণতা ওয়াইনমদ্য পানে বর্দ্ধিত হয়। রোগ পুরাতন হইলে ইহা অধিকতর কার্য্যকারী। জিঙ্কাম ভ্যালেরিয়ানেটও ইহার ঔষধ। মানসিক ভাববিকারপ্রযুক্ত রোগে ওপিয়াম ফলপ্রদ; তাহাতে শরীরের কম্প ও আকুঞ্চক পেশীর ঝাঁকি হওয়ায় বাহু বহির্দ্দিকে নিক্ষিপ্ত হইলে শরীর সহ সমকোণ নির্ম্মাণ করে।

banglabooks.in

স্নায়ুমণ্ডলের ক্রিয়াদৌর্ব্বল্য বা নিউরিস্থিনিয়া।—অতিশয় দুর্ব্বলকর রোগ বশতঃ অবসন্ন জীবনীশক্তি প্রতিক্রিয়াহীন হওয়ায় স্বাস্থ্য পুনঃস্থাপনে অশক্ত হইলে **জিঙ্কাম** উপকার করে। সর্ব্বনিম্ন পৃষ্ঠকশেরুকাদেশে পৃষ্টবেদনা দ্বারা স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য প্রকটিত হয় এবং **পদের অত্যন্ত চঞ্চল গতি** ইহার প্রদর্শক থাকে। মেরুদণ্ডে জ্বালা, জঙ্ঘাপশ্চাতে কীটবিচরণের অনুভূতি এবং অঙ্গাদির দৌর্ব্বল্য ইহার অন্যান্য লক্ষণ। মেরুদণ্ডলক্ষণ ও দৌর্ব্বল্যের প্রাধান্য থাকিলে **জিঙ্কাম পাইক্রেটাম** অধিকতর উপযোগী। বিষয়ী ব্যক্তিদিগের মস্তিষ্ক-দুর্ব্বলতায় (Brain fag) রোগীর রোগজীর্ণ আকৃতি, পাণ্ডুরতা এবং নিদ্রাহীনতা, মানসিক অবসাদ ও দুশ্চিন্তাগ্রস্তভাব থাকিলে **জিঙ্কাম ফসফাইড** তাহার ঔষধ।

পক্ষাঘাত বা প্যারালিসিস্।—পদের ঘর্ম্মরোধ বশতঃ মস্তিষ্ককোমলতা নিবন্ধন পক্ষাঘাতরোগে শিরোঘূর্ণন ও আক্রান্ত অঙ্গের কম্প, অসাড়তা এবং বিড়বিড়ি জন্মিলে **জিঙ্কাম** প্রযোজ্য হইয়া থাকে। ঘর্ষণে রোগ লক্ষণের উপশম এবং ওয়াইনমদ্য পানে তাহার অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়। রোগ সহ স্পষ্ট **চক্ষুপুটপতন থাকিতে** পারে।

ইহার রোগে স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, মস্তিষ্ককোমলতা এবং কম্প থাকায় ইহা **ফসের** তুল্য হইলেও তাহার রোগ ওয়াইনমদ্যে বৃদ্ধি পায় না। **প্লাম্বাম** সহও ইহাকে তুলনা করা যাইতে পারে। **প্লাম্বামে** রুগ্ন অঙ্গ শুষ্কতা প্রাপ্ত হয়, তাহার অন্যান্য লক্ষণ **জিঙ্কামের** সমান দেখা যায়। **প্লাম্বামে** ক্ষয়প্রাপ্ত অঙ্গের বেদনা ও উদরশূল পর্য্যায়ক্রমে হইতে থাকে।

কাসি বা কফ।—**জিঙ্কামের** আক্ষেপিক কাসিতে বোধ হয় যেন বক্ষ খণ্ড খণ্ড হইয়া জড়সড় হইতেছে। গয়ার রক্তময় থাকিতে পারে। এরূপ কাসি প্রায়শঃই ঋতুস্রাবের পূর্ব্বে বা সময়ে দেখিতে

banglabooks.in

পাওয়া যায়। মিষ্ট বস্তু আহারে কাসির বৃদ্ধি হয়। শিশুদিগের **জিঙ্কাম** কাসির প্রত্যেক আক্রমণে তাহারা **জননেন্দ্রিয়ে হস্ত প্রদান করে।**

চক্ষুরোগ—দৃষ্টিমালিন্য বা এম্বিয়পাইয়া; কর্ণিয়ার অস্বচ্ছতা; টেরিজিয়াম্ বা মাংসবৃদ্ধি; অঙ্গপক্ষরোগ বা গ্র্যানুলার অফ্থ্যাল্মিয়া প্রভৃতি।—তীক্ষ্ণ শিরঃশূল, চক্ষুতারকার সংকোচন এবং প্রত্যেক চক্ষুর অভ্যন্তর কোণে অধিকতর তীক্ষ্ণতা বিশিষ্ট বেদনায় এবং **এম্বিয়পাইয়ারোগে জিঙ্ক মেট** উপকারী। চক্ষুর পুনঃ পুনঃ প্রদাহ হওয়ায় **কর্ণিয়ার অস্বচ্ছতা** জন্মিলে **জিঙ্কাম্ সাল্ফ** অধিকতর উপযোগী ঔষধ। চক্ষুর অভ্যন্তর কোণে জালাযুক্ত চনচনি ও হুলবেধবৎ বেদনা থাকিলে **জিঙ্ক মেট** টেরিজিয়াম আরোগ্য করিতে পারে। চক্ষুপত্রের **দানাযুক্ত** প্রদাহে **জিঙ্কাম মেট্** অপেক্ষা তাহার **সাল্ফেটই** উৎকৃষ্টতর ঔষধ।

মুখমণ্ডলস্নায়ুশূল বা প্রসপ্যাল্জিয়া।—ইহার অতি তীক্ষ্ণ বেদনাকালে চক্ষুপত্রের নীলাভা জন্মিলে **জিঙ্কাম** উপকার করিয়া থাকে।

পরিপাকযন্ত্ররোগ—উদরশূল; শিশুকলেরা।—**জিঙ্কামের** উদররোগ অনেকাংশে **প্লাম্বামের** তুল্য। উভয়েই নাভিদেশে কামড়ানি ও অদম্য কোষ্ঠবদ্ধ উৎপন্ন করে। **প্লাম্বামের** উদর-শূলের প্রচণ্ড বেদনা চতুষ্পার্শ্বে বিকীরিত, এবং উদরপ্রাচীর অভ্যন্তরাভিমুখে আকৃষ্ট হয়; **জিঙ্কামের ঐরূপ বেদনা ও আকৃষ্টতা উদরের উভয় পার্শ্বে থাকে।** অনেক রোগীর মূত্রে **রক্ত** দেখা যায়; কখন বা মূত্র ঘোলাটে, পচা ও মৃৎবর্ণ হয় এবং তাহাতে ঈষৎ পীত তলানি পড়ে। মূত্রস্থলী পূর্ণ

banglabooks.in

থাকিলেও রোগী দাঁড়াইয়া পায়ে চাপ না দিলে মূত্রত্যাগ করিতে পারে না। পূর্ব্ববর্ণিত মস্তিষ্কলক্ষণ থাকিলে **শিশুকলেরার** পরিণাম মস্তিষ্কোদকরোগে ইহা ব্যবহৃত হয়। ইহাতে **শিশু তাড়াতাড়ি জল পান করে।**

শুক্রমেহ বা স্পার্ম্মাটরিয়া।—বহুকালব্যাপী অপরিমিত ও অযথা কামসেবা নিবন্ধন শুক্রমেহ ও বিষাদোন্মত্ততায় **জিঙ্কাম** উপকারী। রোগীর পাণ্ডুবর্ণ মুখ বসিয়া যায়, চক্ষু বেড়িয়া নীলবর্ণ রেখা পড়ে এবং জননেন্দ্রিয়প্রদেশে অত্যন্ত উত্তেজনা থাকায় অণ্ডকোষ উর্দ্ধে আকৃষ্ট হয়। **কস্টিকামে** স্থানিক উত্তেজনা থাকে না, **অরামরোগী** অধিকতর বিমর্ষ থাকে।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়রোগ—ঋতুবিকার; জরায়ু-গ্রীবাক্ষত; অণ্ডাধারশূল।—জরায়ুর গ্রীবাক্ষত সহ ঋতুস্রাবের বিশৃঙ্খলা ও বাম অণ্ডাধারের বেদনায় **জিঙ্কাম** উপকারী। **ঋতুস্রাবের আরম্ভে সকল লক্ষণেরই উপশম হয়।** অণ্ডাধার ও জরায়ুর উত্তেজনা, বহু দিন ব্যাপী দুশ্চিন্তা, শিশুপালন জন্য বিশ্রামাভাব বশতঃ স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য এবং অস্থিরতা প্রশমনে **জিঙ্কাম্ ভ্যালেরিয়ানেট** অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া গণ্য। বেদনাহীন জরায়ুর গুরুত্ব জন্মে। অণ্ডাধার স্পর্শে অত্যন্ত বেদনাযুক্ত থাকে। সম্ভবতঃ জরায়ু ও অণ্ডাধার উভয়েরই স্খলন হয় এবং উদরাময় জন্মে। মস্তিষ্কের ক্লান্তি ও বুদ্ধির বিশৃঙ্খলা এবং অঙ্গচাঞ্চল্য প্রভৃতি দেখা যায়। ইহার ২× এবং ৩× ক্রম ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

---

banglabooks.in

লেক্‌চার ১০৮ (LECTURE CVIII.)

ক্রিয়জোট (Kreosotum.)

সম্বন্ধ ;—ক্রিয়জোটের কার্য্যপ্রতিষেধক—একন, আর্স, সিংক, ইপিকা, নাক্‌স্ ভ।

সাধারণ ক্রিয়া ;—লসীকামণ্ডলে ক্রিয়জোটের ক্রিয়া হইলেও পরিপাকযন্ত্র ও স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ের শ্লৈষ্মিকঝিল্লি এবং ত্বকে ক্রিয়ার প্রাধান্য প্রকাশ পায়। শ্লৈষ্মিকঝিল্লিতে ইহার বিশেষ ক্রিয়ার ফল স্বরূপ আক্রান্ত শরীরাংশের প্রাতিশ্যায়িক অবস্থা ঘটিলে তাহার বিশ্লেষণপ্রবণতা ও ধ্বংসের পরিণাম স্বরূপ ক্ষত উৎপন্ন হয়। ইহাতে যে **উগ্র ও ক্ষতকর স্রাব** জন্মে তাহাই ইহার বিশেষতা বলিয়া গণ্য। ইহার রোগী ধাতুগত রক্তস্রাবপ্রবণতাবিশিষ্ট; মৃদু রক্তস্রাব হয়।

লক্ষণ ;—বৃদ্ধা স্ত্রীলোক এবং দীর্ঘাকার, ও শীর্ণকায় ব্যক্তিদিগের পক্ষে ক্রিয়জোট উপযোগী ঔষধ। রোগীর সাধারণ দুর্ব্বলতা থাকে। প্রাতঃকালে অভ্যস্ত সময়ের পূর্ব্বে গাত্রোত্থান করিলে মূর্চ্ছার ভাব হয়। অসাড়তা; স্পর্শজ্ঞানের অভাব। দ্রুত শরীরক্ষয়।

চক্ষু ;—চক্ষুতে জ্বালা এবং তাপ; প্রাতঃকালে চক্ষু হইতে তপ্তজল স্রাব।

পরিপাকযন্ত্র।—দন্তে আকৃষ্টবৎ বেদনা। আহারের তিন বা চারি ঘণ্টা পরে অজীর্ণাবস্থায় সম্পূর্ণ ভুক্ত বস্তুর বমন বশতঃ দৃষ্টিমালিন্য। গর্ভাবস্থায় যেরূপ হয় তদ্রূপ বিবমিষা। তাহাতে মুখ জ্বালা করে, থু থু উঠে এবং সম্পূর্ণ শরীরের শীতকম্প হয়, কিন্তু তাপ ও তৃষ্ণা হয় না।

banglabooks.in

মূত্রযন্ত্র ;—রোগীর মূত্রবেগে নিদ্রাভঙ্গ হয়, কিন্তু মূত্র ধারণ করিতে না পারায় শয্যায় মূত্রত্যাগ হয় ; অথবা মূত্রত্যাগ করিতেছে বলিয়া স্বপ্ন দেখে।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয় ;—ঋতুস্রাব অতি শীঘ্রাগত, অতি প্রচুর এবং অতি দীর্ঘস্থায়ী। অতীব দুর্ব্বলকর, বিশেষতঃ জঙ্ঘার দুর্ব্বলকর, পীতবর্ণের এবং শ্বেতপ্রদর থাকায় বস্ত্রে হরিদ্রাবর্ণ দাগ লাগে এবং তাহার উগ্রতা নিবন্ধন বাহ্য স্ত্রীঅঙ্গ চুলকায় ও কামড়াইয়া উঠে। শুভ্র শ্বেতপ্রদরে কাঁচা শস্যের ঘ্রাণ থাকে। বাহ্য স্ত্রীঅঙ্গের উভয়ার্দ্ধ মধ্যবর্ত্তী স্থানে টাটানি ; বাহ্য স্ত্রীঅঙ্গ ও উরুর মধ্যবর্ত্তী স্থানে টাটানি সহ জ্বালা ও কামড়ানি বেদনা। যোনিকপাটের এবং যোনির প্রচণ্ড চুলকনায় রোগিণী শরীরাংশ ঘর্ষণ করিতে বাধ্য হয়, বাহ্য স্ত্রীঅঙ্গ স্ফীত এবং উষ্ণ, কঠিন ও টাটানিযুক্ত। বাহ্য স্ত্রী-অঙ্গ ও যোনিকপাটের মধ্যবর্ত্তী স্থানে, টাটানি ও জ্বালাযুক্ত চনচনি।

ত্বক্ ;—চুলকনা হইলে সন্ধ্যাগমে তাহা অতি প্রচণ্ডভাব ধারণ করে। সম্পূর্ণ গাত্রোপরি পূয়পূর্ণ উদ্ভেদ।

চিকিৎসা ;—**দন্তোদ্গমবিকার** উপশম করিতে **ক্রিয়জোট** অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। অতিশয় বেদনাদায়ক এবং কষ্টকর দন্তোদ্গম দন্তমাড়ি স্পঞ্জের ন্যায় ও বেদনাযুক্ত ; শিশুর দন্তোদ্ভেদ অত্যন্ত কষ্টকর হয় এবং শিশু সম্পূর্ণ রজনী ছটফট ও এ পাশ ও পাশ করে ; দন্ত কাটিয়া বাহির হইলে তদুপরি ধ্বংস চিহ্ন দৃষ্ট হয়। কোষ্ঠবদ্ধ থাকে অথবা শিশু অজীর্ণ মলত্যাগ করে॥ **জিঙ্কামরোগী** দন্তোদ্গমকালে নিদ্রালু থাকে ও তাহার মুখ পাণ্ডুর দেখায় ; মস্তিষ্কলক্ষণ প্রকাশ পায়। অন্যান্য যন্ত্রের উত্তেজনা বশতঃ বা সহানুভূতি প্রতিক্ষিপ্ত প্রযুক্ত বমনে **ক্রিয়জোট** উপকার করে।

banglabooks.in

আহারান্তে অনেক সময় পরে অজীর্ণ ভুক্ত বস্তুর **বমন** হয়। **যক্ষ্মাকাসি, কর্কটরোগ বা ক্যান্সার এবং কিডনিরোগ ও গুল্মবায়ুর** বমনে ইহা ফলপ্রদ। **ক্রিয়জোটের শয্যামূত্রস্রাবে** রোগী প্রস্রাব করিতেছে বলিয়া স্বপ্ন দেখে এবং শয্যায় মূত্রস্রাব করে।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়রোগ—রজোবাহুল্য; শ্বেতপ্রদর জননেন্দ্রিয়ের স্থানচ্যুতি; জননেন্দ্রিয়ের ক্ষত ও ক্যানসারক্ষত।—ক্রিয়জোটরোগীর সাধারণতঃ প্রচুর ঋতুস্রাব হয় এবং তজ্জন্য মস্তকে গুনগুন ও উচ্চ শব্দ হইতে থাকে, স্রাবের পূর্ব্বে উদরের স্ফীতি জন্মে। শোণিতস্রাব সবিরাম হইতে থাকে এবং তাহার সহিত পৃষ্ঠের অধোভাগে আকৃষ্টভাব থাকিতে পারে। ইহার স্রাব শীঘ্রাগত ও প্রচুর, **সিপিয়ার** তাহা বিলম্বাগত ও অত্যল্প। ঋতুস্রাবের পরে ঘোর কটা এবং দুর্গন্ধ শ্বেতপ্রদর দেখা দেয়। **ক্রিয়জোট** শ্বেতপ্রদরের বিশেষতা এই যে, তাহার অত্যন্ত দুর্গন্ধ এবং উগ্রগুণ স্রাব সংস্পর্শে স্ত্রীঅঙ্গপ্রদেশে হাজা ক্ষত জন্মে; ইহার পূর্ব্বকথিত পীতবর্ণ স্রাব পূর্ব্বোক্ত রূপ চুলকনা প্রভৃতি উৎপন্ন করে এবং তাহাতে আক্রান্ত শরীরাংশ স্ফীত, তপ্ত, কঠিন ও টাটানিযুক্ত হয় এবং রোগী দুর্ব্বল হইয়া যায়। এ প্রকার রোগারোগ্যে ইহা বিশেষ সুখ্যাতি লাভ করিয়াছে। স্রাব অনেক দিন থাকিলে তাহাতে কাঁচা শস্যের গন্ধ হয়। স্রাবের উগ্রতা থাকায় **ক্রিয়জোট সিপিয়া** ও **মিউরেক্স** হইতে প্রভেদিত হয়। জননেন্দ্রিয়ের স্থানচ্যুতির, বিশেষতঃ **জরায়ুভ্রংশের,** ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া গণ্য। পৃষ্ঠে আকৃষ্টতা থাকে এবং ইহার নিম্নাভিমুখীন আকৃষ্টতার শরীর চালনায় উপশম হওয়ায় ইহা **সিপিয়া** এবং **নাক্স্‌ ভ** হইতে প্রভেদিত হয়। জননেন্দ্রিয়ের ক্ষত রোগে দুর্গন্ধ ও ক্ষতকর স্রাব

banglabooks.in

হইলে এবং জননেন্দ্রিয়ে তাপ, জ্বালাযুক্ত বেদনা ও টাটানি জন্মিলে ক্রিয়জোট তাহার ঔষধ।

ক্রিয়জোটের ত্বকরোগে সন্ধির প্রসারণপার্শ্বে (Extensor side) **পূয়গুটিকা** জন্মে।

সিলিনিয়াম্—ত্বকের ভাঁজে ও গুল্‌ফ সন্ধিদেশে চুলকনা। কাউরোদ্ভেদযুক্ত স্থানের কেশস্খলন।

বরাক্স্—ডাং ম্যাকক্ল্যাচ ইহাকে বিচর্চ্চিকা বা সরায়াসিস্‌রোগের নিরাময়িক ঔষধ বলিয়া বিবেচনা করেন।

পেট্রলিয়াম্—ইহা অমিশ্র পামা বা একজিমার ঔষধ। স্থূল বিম্বিকা জন্মে। পূয় ঝরে। ত্বক ও হস্তাঙ্গুলির মস্তক ফাটে। ত্বক কর্কশ ও শুষ্ক থাকে, করতল পার্চমেণ্টের ন্যায় হয়। ইহা কাণের পিঠের উদ্ভেদে বিশেষ উপকারী।

banglabooks.in

লেক্‌চার ১০৯ (LECTURE CIX.)

প্লাম্বাম মেটালিকাম্ (Plumbum Metalicum.)।

সম্বন্ধ।—সিসকবিষক্রিয়ার প্রতিষেধক—এলাম্, এলুমিনা, বেল্, ককুল্, হায়সা, নাক্স্ ভ, ওপি, প্ল্যাটি, ষ্ট্র্যাম, জিঙ্ক, বিদ্যুৎস্রোতের প্রয়োগ, এল্‌কহল, দুগ্ধ।

সাধারণ ক্রিয়া।—প্লাম্বাম্ মেরুমজ্জাতে অতি প্রবল এবং বিশেষ ক্রিয়া প্রকাশ করে। এই ক্রিয়ার প্রথমাবস্থায় মেরুমজ্জার উত্তেজনা বশতঃ চৈতন্যাধিক্য, স্নায়ুশূলঘটিত আক্ষেপ এবং সর্ব্বাঙ্গীন আক্ষেপ বা কন্‌ভাল্‌সন উৎপন্ন হয়। স্নায়ু-কেন্দ্রের এইরূপ অবস্থার ফল স্বরূপ মেরুমজ্জার ও মস্তিষ্কের ক্রমশঃ ঘনীভূততা এবং কোমলতা জন্মে, অথবা এই প্রক্রিয়ার ফলস্বরূপ চৈতন্যাভাব, পক্ষাঘাত, পেশীক্ষয় এবং মানসিক ও শারীরিক ক্রিয়াজড়ত্ব ঘটে, এবং ইহার সঙ্গে সঙ্গে স্বল্পাধিক সময় অন্তর অন্তর স্নায়ুশূল এবং মৃগী বা তাহাদিগের ন্যায় অন্যবিধ স্নায়ুবিকারলক্ষণ উপস্থিত হয়। কিড্‌নিতেও ইহার সাক্ষাৎ ক্রিয়া হওয়ায় তাহাদিগের দানাযুক্ত পরিবর্ত্তন উৎপাদক অপকৃষ্টতা (Granular degeneration.) উৎপন্ন করিলে ফল স্বরূপ লালামেহ প্রভৃতি কিড্‌নিরোগ উৎপন্ন হয়। হৃৎপিণ্ড ও যকৃৎ প্রভৃতি যন্ত্রেরও ইহা অপকৃষ্টতা জন্মাইতে পারে। ডাং এলেন বলেন, "ইহা যন্ত্রের উপাদান মধ্যবর্ত্তী তান্তব পদার্থের প্রদাহ উৎপন্ন এবং পরিমাণ বৃদ্ধি করে না।

লক্ষণ।—মন—অনুভূতির ধীরতা; ঔদাস্য। স্মরণশক্তির অভাব হওয়ায় রোগী কোন বিষয় বলিতে উপযুক্ত কথা সংগ্রহ করিতে

banglabooks.in

পারে না। প্রচণ্ড প্রলাপকালে মুখের বিকৃতভাব। গোপনে বিষদানে তাহাকে হত্যা করিবে বলিয়া প্রলাপকালে ভীতি ; রোগী তাহার নিকটস্থ প্রত্যেক ব্যক্তিকে হত্যাকারী বলিয়া মনে করে। **মস্তক**—শিরোঘূর্ণন ; কনকনানি। মস্তকে, বিশেষতঃ তাহার নিম্নাংশে গুরুত্ব। **স্নায়ু।**—পক্ষাঘাত হইবার পূর্ব্বে মানসিক বিকার, কম্প, আক্ষেপ, অথবা বৃহৎ বৃহৎ স্নায়ুপথে তীরবেধবৎ, তীক্ষ্ণ এবং ছিন্নবৎ বেদনা হয় ; রোগাক্রান্ত শরীরাংশ শীর্ণ হইয়া যায় ; মণিবন্ধপতন (Wrist-drop—মণিবন্ধের পক্ষাঘাত বশতঃ কর ঝুলিয়া পড়ে)। পুরাতন মৃগীবৎ আক্ষেপ ; ফিটের পূর্ব্বে জঙ্ঘায় গুরুত্ব এবং অসাড়তা জন্মে, জিহ্বা স্ফীত হয়। ফিটের পরে মস্তকে অনেক সময় স্থায়ী জড়ভাব জন্মে। **চক্ষু**—পীতাভ যোজক ঝিল্লি। **মুখমণ্ডল**—মৃত ব্যক্তির ন্যায় মলিন ও ফেকাসে বর্ণ। অত্যন্ত উৎকণ্ঠা ও ক্লেশব্যঞ্জক মুখাকৃতি। হনুস্তম্ভ। **গলমধ্য**—গলাধঃকরণক্রিয়ায় গলার সংকোচন। **পরিপাকযন্ত্র**—মিষ্টস্বাদ। ক্ষুধার অভাব। হিক্কা। বিবমিষা। ভুক্ত বস্তু, বিষ্ঠা এবং ঈষৎ কটা অথবা ঈষৎ কাল পদার্থের অবিশ্রান্ত বমন ; বমিত পদার্থে শোণিতরেখা থাকিতে পারে। **উদর**—প্রচণ্ড উদরশূল ; উদর মেরুদণ্ডাভিমুখে আকৃষ্ট থাকায় বোধ যেন তাহা দড়ি দ্বারা টানিয়া মেরুদণ্ডে আবদ্ধ করা হইয়াছে। নাভিদেশের অতি যন্ত্রণাপ্রদ বেদনা তীরবেগে উদরের ও শরীরের অন্যাংশে যায় এবং চাপে তাহার কিঞ্চিৎ উপশম হয়। **মল ও মলদ্বার**—মলদ্বারের সংকোচন হওয়ায় তাহার উর্দ্ধে আকৃষ্ট হয়। কোষ্ঠবদ্ধে বিষ্ঠা অত্যল্প, কঠিন, চাপ চাপ অথবা বলের ন্যায় এবং ছাগলের নাদির ন্যায় থাকে ; তাহার বর্ণ কাল্‌চে অথবা সবুজ হয় এবং তাহা কষ্টে ত্যাগ করা যায়। **মূত্রযন্ত্র**—মূত্রকৃচ্ছ্র ; কেবল বিন্দু বিন্দু মূত্রত্যাগ ; নিষ্ফল মূত্রবেগ ; কষ্টে মূত্রত্যাগ। ঘোরবর্ণ ও অত্যল্প মূত্র ; মূত্রে শ্বেতলালা বা এল্বুমেন

banglabooks.in

থাকে এবং তাহা কটাসে, লাল ও ঘোলাটে হয়; অম্লাক্ত মূত্রে রক্তের লোহিত কণিকা এবং দীর্ঘ জমাট পদার্থের তলানি থাকে।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়—যোনির আক্ষেপ। স্তন্যদুগ্ধ অত্যল্প হইয়া যায়।

প্রদর্শক লক্ষণ ;—**উদর মেরুদণ্ডাভিমুখে আকৃষ্ট থাকায় রোগী এবং দর্শক উভয়ের নিকটেই বোধ হয় যেন তাহা দড়ি দিয়া টানিয়া মেরুদণ্ডে আবদ্ধ করা হইয়াছে।** প্লাম্বামের অধিকাংশ রোগে এই লক্ষণ উপস্থিত থাকায় ইহা তাহার শ্রেষ্ঠ প্রদর্শক। **দন্তমাড়ির পার্শ্ব বাহিয়া স্পষ্ট নীলবর্ণ রেখাকার কলঙ্ক।** **"মণিবন্ধ-পতন,"** প্রসারক পেশীর পক্ষাঘাত।

চিকিৎসা ;—কথন কথন পূর্ব্ববর্ণিতরূপ প্রচণ্ড **প্রলাপ** উপস্থিত হইলে **প্লাম্বাম** দ্বারা তাহার উপশম পাওয়া যায়। ইহার প্রলাপ **বেলাডনার** ন্যায়ই প্রবলতা বিশিষ্ট এবং নিকটস্থ ব্যক্তিদিগকে প্রহার ও দংশন করিতে চাহে। প্রভেদ এই যে ইহাতে মস্তক এবং হস্তের কম্প থাকে, মুখ ও দন্ত প্রভৃতিতে হলুদবর্ণ শ্লেষ্মা সঞ্চিত হয় এবং প্রলাপ ও উদরশূল পর্য্যায়ক্রমে হইতে থাকে। **প্লাম্বামের** ক্রিয়ায় **মৃগীর লক্ষণ** উৎপন্ন হয়। তাহাতে প্রথমে পদের প্রায় পক্ষাঘাতিক গুরুত্ব হইলে রোগের আক্রমণ হয় এবং আবেশের পরে পদের পক্ষাঘাত ও নাসিকাধ্বনি সহ নিদ্রা অনেক সময় থাকিয়া যায়। মস্তিষ্কপদার্থের ঘনীভূততা নিবন্ধন স্থূলত্ব ও মস্তিষ্কের অর্ব্বুদ ইহার রোগের কারণ। ইহা পুরাতন **মৃগীরোগের** ঔষধ। **ধীরে জ্ঞানের পুনঃ সঞ্চার হওয়া** অন্যতম প্রদর্শক। কোষ্ঠবদ্ধ ও উদরশূল থাকে। **কশেরুকামজ্জেয় ক্ষয় বা লোকোমটর এটাক্সিয়ারোগের** মেরুমজ্জেয় রোগজ পরিবর্ত্তনে আমরা **প্লাম্বাম** লক্ষণের অতি স্পষ্ট সাদৃশ্য দেখিতে পাই। ইহাতে অঙ্গের

banglabooks.in

পক্ষাঘাতের আনুসঙ্গিক রূপে তাহার ক্ষয়, সামঞ্জস্যীভূত ক্রিয়ার অভাব ও চৈতন্যহানি এবং ধ্বজভঙ্গ হয়। ইহার অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সংস্পর্শানুভূতিবৎ বেদনার রজনীতে বৃদ্ধি হইলে কখন কখন এতাদৃশ তীক্ষ্ণতা জন্মে যে, রোগী চীৎকার করিয়া উঠে। ডাং লিলিয়েন্থাল এ রোগে **প্লাম্বাম ফস্ফরিকাম** অধিকতর ফলপ্রদ বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। **পক্ষাঘাতরোগে** আনুষঙ্গিক লক্ষণ স্বরূপ **অঙ্গের ক্ষয়** বা **শীর্ণতা** থাকাই **প্লাম্বামের** প্রকৃষ্ট প্রদর্শক লক্ষণ বলিয়া গণ্য।

মণিবন্ধ-পতন, অঙ্গ-সংকোচন সহ পক্ষাঘাত, চক্ষুপুট-পতন, জিহ্বার গুরুত্ব বা **পক্ষাঘাত, অন্ত্রের পক্ষাঘাতিক দুর্ব্বলতা** বশতঃ কোষ্ঠবদ্ধ এবং ত্বকের পাণ্ডুর, শুষ্ক ও শীতল অবস্থা উৎপাদক **সন্ন্যাসরোগ নিবন্ধন পক্ষাঘাত** প্রভৃতি নানাবিধ ও নানা অঙ্গের পক্ষাঘাত-রোগে ইহা প্রযুক্ত হইয়া থাকে। ডাং বেজ বলেন নিম্নাঙ্গের পক্ষাঘাত-রোগে ইহা দ্বারা তিনি কোন উপকার হইতে দেখেন নাই। ফলতঃও ইহা অধিকতর সময়েই উর্দ্ধাঙ্গেরই পক্ষাঘাত উৎপন্ন করে। **সকম্প-পক্ষাঘাতে** ইহা **মার্কুরিয়াসের** তুল্য। **প্লাম্বাম** এবং **হায়সায়ামাস্** এ রোগের প্রধান ঔষধ বলিয়া গণ্য। মেরুমজ্জার ঘনীভূততাযুক্ত স্থূলতা অথবা বসাপকৃষ্টতা **প্লাম্বামের** পক্ষাঘাতের কারণ। **কুপ্রামের** পক্ষাঘাত অনেক বিষয়ে **প্লাম্বাম-পক্ষাঘাতের** তুল্য হইলেও তাহার রোগে অধিকতর খল্লী থাকে।

প্লাম্বামের কোষ্ঠবদ্ধরোগ অতি স্পষ্টতর লক্ষণ দ্বারা প্রকটিত হয়। লক্ষণ—পুনঃ পুনঃ মলবেগ সহ উদরশূল, উদরের আকৃষ্টতা বশতঃ শারিন্দার পেটের ন্যায় খোল হইয়া যাওয়া, মলদ্বার-সংকোচক পেশীর বেদনাযুক্ত আক্ষেপ বশতঃ তাহার উর্দ্ধ আকৃষ্টতা

banglabooks.in

এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, কাল, শুষ্ক এবং কঠিন বিষ্ঠার গোলা অতিকষ্টে ত্যাগ হওয়া প্রভৃতি। ইহার রোগে পেশীশক্তি ও অন্ত্রের স্রাবের অভাব ঘটিত হয়।

নেফ্রাইটিস বা বৃক্কপ্রদাহরোগেও অবস্থা বিশেষে প্লাম্বাম উপযোগী ঔষধ বলিয়া গণ্য। ইহার বৃক্ক বা কিডনিতে দানাযুক্ত অবস্থা উৎপন্নকারী প্রদাহ জন্মে। মূত্ররোধ বশতঃ কন্‌ভালসন হয়। অন্যান্য লক্ষণমধ্যে জলশোথ, মলিনতাযুক্ত ফেকাসে মুখ এবং গুল্ফ-সন্ধিদেশের শোথিতভাব প্রধান। এইরূপ পুরাতন রোগে আর্স এবং মার্কারি ও প্রযোজ্য। ডাঃ গুড্‌নো মূত্রাঘাত ঘটিত লক্ষণে কুপ্রাম আর্সের বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন। মূত্ররোধ নিবন্ধন আক্ষেপের কুপ্রাম অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। গাউট বা ক্ষুদ্রবাত, পুয়স্রাব অথবা উপদংশরোগ নিবন্ধন লালামেহ-রোগের অরাম উপযুক্ত ঔষধ বলিয়া পরিগণিত। অবস্থাবিশেষে গর্ভপাত নিবারণে প্লাম্বাম সাহায্যকারী ঔষধ। কোন কোন স্থলে ভ্রূণের আয়তনের বৃদ্ধি সহ জরায়ু শরীরের বৃদ্ধি না হওয়ায় জরায়ু ভ্রূণধারণে অক্ষম হইলে গর্ভপাত হইয়া থাকে। যে সকল স্ত্রীলোকের ইহা অভ্যাস-গত দোষ রূপে উপস্থিত হয় পূর্ব্ব হইতে প্লাম্বাম ব্যবহারে তাহার সংশোধন হইতে পারে।

banglabooks.in

লেক্‌চার ১১০ (LECTURE CX.)

ট্রিলিয়াম (Trillium.)

(ট্রিলিয়েসি জাতি ।)

সাধারণ ক্রিয়া। মস্তিষ্ক-মেরুমজ্জের স্নায়ুমণ্ডল দ্বারা ট্রিলিয়াম্ শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি এবং কৈশিক রক্তবহা নাড়ী, বিশেষতঃ জরায়ুর উপরি-উক্ত নাড়ী, আক্রমণ করিলে শরীরস্থ ভিন্ন ভিন্ন যন্ত্র হইতে প্রবল এবং মৃদু উভয় প্রকার রক্তস্রাব হয়।

লক্ষণ এবং চিকিৎসা। ট্রিলিয়ামে নাসিকা, দন্তমাড়ি, আমাশয়, অন্ত্র এবং শ্বাসযন্ত্র, বিশেষতঃ জরায়ু হইতে সাধারণতঃ প্রচুর ও **উজ্জ্বল লোহিতবর্ণ রক্তস্রাব হয়।** রক্তস্রাবে বোধ হয় যেন **কটির উভয় পার্শ্বের সংযোগের** (Sacro-iliac synchondrosses) **অস্থিদ্বয় সংযোগচ্যুত হওয়ার ফাঁক হইয়া যাইতেছে,** রোগী তাহা **কশিয়া বাঁধিয়া রাখিতে চাহে।** প্রচুর রক্তস্রাব হইলে অস্থিনিচয় ভগ্ন হওয়ার অনুভূতি জন্মে। আক্রান্ত শরীরাংশ কশিয়া বাঁধার ন্যায় শিরাতে রাশিকৃত শোণিত সঞ্চিত হওয়ার অনুভূতি জন্মে এবং তাহা জঙ্ঘা ও গুল্‌ফসন্ধিতে অধিকতর থাকে।

প্রবল এবং মৃদু উভয় প্রকার **শোণিতস্রাব** নাসিকা, দন্তমাড়ি, আমাশয়, অন্ত্রপথ এবং বিশেষরূপে জরায়ু প্রভৃতি যে কোন শরীরগর্ভ হইতেই হউক বহুতর চিকিৎসকের মতেই **ট্রিলিয়াম** তাহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঔষধ। ডাং হেল এবং ডাং বার্ট ইহাকে **স্যাবা-ইনা, সিকেলি** এবং **হেমামেলিস** অপেক্ষাও উৎকৃষ্টতর বলিয়া বিশ্বাস করেন। **প্রবল নাসিকাশোণিতস্রাবে এবং**

banglabooks.in

রুগ্ন দন্তমাড়ি অথবা **দন্তোৎপাটন জনিত ক্ষত দন্তমাড়ি হইতে রক্তস্রাবে** ইহার মূল অরিষ্ট দ্বারা সিক্ত তুলার স্থানিক প্রয়োগ বিশেষ ফলপ্রদ। **আমরক্তরোগ** বশতঃ প্রভৃত শোণিত স্রাবে এবং **রক্তসংযুক্ত উদরাময়ে** ইহা উপকারী। সুস্পষ্ট ধাতুগত দোষ ব্যতীতই **নিয়মিত ঋতুস্রাব অত্যধিক পরিমাণ হইলে** ডাঃ ফ্যারিংটনের মতে ইহা তাহার উৎকৃষ্ট ঔষধ। তিনি সর্ব্বপ্রকার রক্তস্রাবেই ৬ ক্রমের ঔষধ যথেষ্ট বলিয়া মনে করেন। **ট্রিলিয়ামের** রোগ নির্ণয়ার্থ কোন প্রদর্শক দৃষ্ট হয় না। আরোগ্যলব্ধ বহুদর্শিতাই ইহা প্রয়োগের মূল ভিত্তি। প্রসবান্তিক অত্যন্ত জরায়ু রক্তস্রাবে, পরিশ্রম এবং সৌত্রিক অর্ব্বুদ (fibroid) জনিত জরায়ু হইতে রক্তস্রাবে পূর্ব্বকথিত কটিসন্ধি বিকার বর্ত্তমান থাকিলে ইহা ফলপ্রদ। রোগীর আমাশয়ের ভাবান্তর হেতু মূর্চ্ছার ভাব অঙ্গসীমার শীতলতা এবং নাড়ীর দৌর্ব্বল্য থাকে।

banglabooks.in

লেক্‌চার ১১১ (LECTURE CXI.)

সাল্‌ফুরিকাম্ এসিডাম্ (Sulphuricum Acidum.)।

সাল্‌ফুরিক এসিড।

সম্বন্ধ।—সাল্‌ফুরিক এসিডের কার্য্যপ্রতিষেধক—পাল্‌স্। সাল্‌ফুরিক এসিড যাহার কার্য্য প্রতিষেধক—লেড্ ওয়াটারের।

সাধারণ ক্রিয়া।—শ্লৈষ্মিকঝিল্লি মাত্রই সাল্‌ফুরিক এসিডের প্রধান কার্য্যক্ষেত্র হইলেও, পরিপাকযন্ত্রপথ এবং শ্বাসযন্ত্রপথের শ্লৈষ্মিকঝিল্লিতেই ইহার ক্রিয়ার বিশেষ প্রকৃতি দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহা ত্বকও আক্রমণ করে। ইহা দ্বারা শক্তির অত্যন্ত অপচয় সংঘটিত হওয়ায় রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। দৃষ্টতঃ কম্প না থাকিলেও রোগীর আভ্যন্তরীণ কম্পভাব জন্মে। বৃদ্ধব্যক্তি, বিশেষতঃ স্ত্রীলোক এবং তাহাদিগের ঋতুসন্ধিকাল ইহার উপযুক্ত কার্য্যক্ষেত্র।

লক্ষণ ও চিকিৎসা।

দৌর্ব্বল্য।—উপরিউক্ত লক্ষণযুক্ত দৌর্ব্বল্য রোগে **সাল্‌ফ এসি** উপকারী।

মদাত্যয়।—বহুকালের অভ্যস্ত মদ্যপায়ীদিগের রোগে বারম্বার **নাক্স ভ** দ্বারা উপকার হওয়ার পর অবশেষে তাহার আর ক্রিয়া হয় না। রোগীর শোচনীয় স্বাস্থ্যভঙ্গের লক্ষণ স্বরূপ লোলচর্ম্ম, রক্তহীনতা, শীর্ণতা এবং জৈবতাপাল্পতা বশতঃ শরীরের শীতলতা উপস্থিত হয়। ইহাতে **সাল্‌ফ এসি** আমাদিগের প্রায় এক মাত্র অবলম্বনীয় ঔষধ। রোগী সম্পূর্ণ ভুক্ত বস্তু বমন করে এবং হুইস্কিমদ্য মিশ্রিত না করিলে জল পর্য্যন্তও পান করিতে পারে না। রোগী অত্যন্ত ত্রস্ত প্রকৃতিবিশিষ্ট এবং **সাল্‌ফ, নাক্স ভ ও আর্সেনি** রোগীর ন্যায় ব্রাণ্ডিমদ্যে প্রবল আকাঙ্ক্ষাযুক্ত হয়।

এণ্টিম টার্ট—আমাশয়ের শ্লৈষ্মিকঝিল্লির বিকারের প্রাধান্য

৩৫

banglabooks.in

এবং নিউমনিয়ারোগপ্রবণতা থাকিলে, প্রধানতঃ বিয়ারমদ্যপানজনিত রোগে; শীতল ঘর্ম্ম হয়।

ক্যাপ্‌সিকাম—ইহার মূল অরিষ্টের ১০ ফোঁটা মাত্রায় প্রাতঃকালীন বমন, আমাশয়স্থানে দমিয়া যাওয়ার ভাব এবং মদ্যে অদম্য ইচ্ছা প্রভৃতি লক্ষণের দমন দ্বারা ইহা ক্ষুধার বৃদ্ধি করে। ত্রাসিতভাব ও কম্পের উপশম করিয়া ইহা সুনিদ্রা আনয়ন করে।

এফ্‌থাস্‌ সোর মাউথ্‌ বা 'জাড়ী ঘা'।—কঠিন ও স্থায়ী রোগ জন্য জীর্ণদেহ এবং দুর্ব্বল রোগীর অথবা ক্ষয় বা কলেরারোগজীর্ণ দুর্ব্বলীকৃত শিশুদিগের মুখের জাড়ী ঘা ইহা দ্বারা আরোগ্য হইতে পারে। ক্ষতের বর্ণ ঈষৎ পীত থাকে এবং মুখ হইতে প্রচুর লালা ঝরে। শিশুর গাত্র হইতে অম্লঘ্রাণ নির্গত হয়। ভগ্ন অণ্ডের ন্যায় ঈষৎ পীত বা ক্লেদময় মল-ত্যাগ হয়; অনেক সময় শিশুর কাসি থাকে ও উদ্‌গারে তাহার উপশম হয়।

ডিফ্‌থিরিয়া বা দূষিত গলক্ষত।—ঝিল্লির প্রাচুর্য্যহেতু শিশুর কষ্টে শ্বাসপ্রশ্বাস চলে, সে কথা কহিতে কি কোন শব্দ করিতে পারে না। টন্‌সিলগ্রন্থি স্ফীত ও উজ্জ্বললোহিত এবং শিশু মৃতবৎ পাণ্ডুর হয় এবং কিছু আহার করিলে তাহার নাসিকাপথে বাহির হইয়া যায়।

টাইফয়েড জ্বর।—অত্যন্ত অবসাদগ্রস্ত রোগী **ফস্‌ এসিড রোগীর** ন্যায় ধীরে ও কষ্টে প্রশ্নের উত্তর করে; কম্প থাকে না, কিন্তু কম্পের অনুভূতি থাকে; মুখমণ্ডল সঙ্কুচিত ও পাণ্ডুর এবং চক্ষু নীলরেখাবেষ্টিত; আমাশয়ে শীতলতা ও শিথিলতার অনুভূতিতে উগ্রমদ্যে ইচ্ছা যায়। এইরূপ লক্ষণে **সাল্‌ফ এসিডর** উপযোগিতা দৃষ্ট হয়।

শোণিতস্রাব।—রক্তস্রাব নিবারণে **সাল্‌ফ এসিড** অন্যান্য এসিড হইতে উৎকৃষ্টতর। ইহা প্রত্যেক শরীরদ্বার হইতে রক্তস্রাব উৎপন্ন করে; রক্ত তরল ও কৃষ্ণাভ থাকে।

banglabooks.in

লেক্‌চার ১১২ (LECTURE CXII.)

ক্যাক্‌টাস্ (Cactus Grandi florus.)।

(ক্যাক্‌টাসিজাতি।)

সম্বন্ধ।—ক্যাক্‌টাসের কার্য্যপ্রতিষেধক—একন, ক্যাম্ফর, সিঙ্ক।

সাধারণ ক্রিয়া।—ক্যাক্‌টাস বিশেষরূপে হৃৎপিণ্ড এবং ধমনীর চক্রাকার পেশীসূত্রে ক্রিয়া প্রকাশ করায় হৃৎপিণ্ডের উত্তেজনা-প্রবণতা, স্নায়ুশূল, আক্ষেপ, এবং কম্প উপস্থিত হয়। নিউমগ্যাষ্ট্রীকস্নায়ু দ্বারা ইহা হৃৎপিণ্ড, ফুস্‌ফুস্ এবং আমাশয় আক্রমণ করিলে ফুস্‌ফুসের সংকোচনে এবং আমাশয় লক্ষণে অজীর্ণ ও অম্ল জন্মে। ইহার সবিরাম জ্বরাক্রমণে সাময়িকতার অনিয়ম ঘটে (বিপরীত—সিড্রণ)। দেহের বিভিন্ন অংশে **সংকুচিত ভাবের**, বিশেষতঃ হৃৎপিণ্ডপ্রদেশ **লৌহ-পত্তর দ্বারা আবদ্ধ থাকার অনুভূতি** ইহার প্রদর্শক বলিয়া গণ্য।

লক্ষণ ও চিকিৎসা।

স্নায়ুশূল।—ইহা এবং ম্যালেরিয়া ঘটিত হে কোন প্রকারের বেদনা অভ্যস্তকালে আহার না করিলে যদি বৃদ্ধি পায় **ক্যাক্‌টাস্** তাহার ঔষধ।

হৃৎরোগ- হৃৎশূল বা এঞ্জাইনা পেক্টরিস; হৃৎবিবৃদ্ধি; হৃৎপিণ্ডপ্রদাহ; হৃৎবহির্বেষ্ট-ঝিল্লিপ্রদাহ; হৃৎপিণ্ডের থরথরকম্পভাব (Fluttering.)।—**ক্যাক্‌টাস্**, লক্ষণ হৃৎপিণ্ডরোগের বিশেষ প্রকাশক। "হৃৎপিণ্ড যেন লৌহহস্ত দ্বারা দৃঢ়রূপে ধৃত থাকার অনুভূতি"

banglabooks.in

শীতলতা এবং মুখমণ্ডলপেশীর আক্ষেপ থাকে। **হাইড্র-সাইয়ানিক এসিডের মৃগীরোগে** জ্ঞানের লোপ, মুষ্টিবদ্ধ কর, হনুস্তম্ভ, মুখে ফেন উঠা ও গলাধঃকরণক্রিয়ার অসামর্থ্য থাকিলে এবং ফিটের পরে অত্যন্ত নিদ্রালুতা ও দৌর্ব্বল্য আসিলে ডাঃ হিউজ ইহাকে অমোঘ ঔষধ বলিয়া গণ্য করেন। শিশু খেলা করিতে চাহে না এবং তাহার কিছুই ভাল লাগে না। **ধনুষ্টঙ্কারের** অবিশ্রান্ত ও প্রবল আক্রমণে **হাইড্র এসি** উপকারী। মুখমণ্ডল, চুয়াল এবং পৃষ্ঠের পেশীতে আক্ষেপ। হনুস্তম্ভ, মুখের অলীক হাস্যভাব এবং শ্বাস-প্রশ্বাসের বাধা জন্য শরীরের নীলাভা এবং মুখে ফেনোদ্গীরণ প্রভৃতি লক্ষণ থাকে। হঠাৎ শরীরের কাঠিন্য জন্মিলে তাহা পশ্চাৎ দিকে বক্র হয়। **ষ্ট্রীক্নিয়ার** ন্যায় ইহাতে স্পর্শাসহিষ্ণুতা বা প্রক্ষিপ্ত কারণের উত্তেজনাপ্রবণতা থাকে না। ফুস্ফুস্রোগনিবন্ধন অত্যধিক **দুর্ব্বলতা** বশতঃ প্রতিক্রিয়াশক্তির অভাব হইলে **লরসিরেসাস্** তাহা পুনরুত্তেজিত করিতে সক্ষম। **ক্ষুদ্রকাসরোগের** শুষ্ক ও বিরক্তিকর কাসির পক্ষে ইহা উপকারী।

---

banglabooks.in

লেক্‌চার ১১৪ (LECTURE CXIV.)

কফিয়া ক্রুডা (Coffea Cruda.)।

(রুবিয়েসিজাতি।)

সম্বন্ধ।—কফিয়ার কার্য্যপ্রতিষেধক—একন, ক্যাম, ইগ্নে, নাকস্ ভম, পাল্‌স্। কাফির অপব্যবহার নিবন্ধন পুরাতন রোগে ক্যাম, ইগ্নে, মার্ক, নাকস্ ভ, সাল্‌ফ্। কফি যাহার কার্য্যপ্রতিষেধক—ক্যাম, কলসি, নাক্‌স্ ভ।

সাধারণ ক্রিয়া, লক্ষণ ও চিকিৎসা।—কফিয়া মস্তিষ্ক মেরুমজ্জের স্নায়ুমণ্ডল উত্তেজিত করে, ইন্দ্রিয়জ্ঞানের এবং জৈব ক্রিয়োদ্দীপনা হওয়ায় ইন্দ্রিয়জ্ঞানের অত্যন্ত তীক্ষ্ণতা এবং অসহিষ্ণুভাব এবং জৈবক্রিয়াশক্তির রোগজ উত্তেজনা সংঘটিত হয়। এ কারণ রোগীর মানসিক ও শারীরিক অবস্থা এবং তাহার মস্তিষ্কীয় এবং দৈহিক কার্য্যকারিতা অত্যন্ত উত্তেজিত ও উন্নত ভাব ধারণ করে। নিম্নে ইহার বিশেষ বিশেষ লক্ষণ ও রোগের বিষয় উল্লেখ করা যাইতেছে, যথা—

১। ইন্দ্রিয়জ্ঞান মাত্রেরই তীক্ষ্ণতা ; রোগী সহজে ক্ষুদ্র অক্ষর পাঠ করিতে পারে ; ঘ্রাণ, রসনা এবং স্পর্শেন্দ্রিয়ের তীক্ষ্ণতা জন্মে ; মানসিক এবং শারীরিক ক্রিয়োত্তেজনা ঘটে ; রোগী কল্পনাপূর্ণ থাকে, ত্বরিত-কর্ম্মা হয় এবং উপরিউক্ত উত্তেজনা বশতঃ তাহার নিদ্রা হয় না।

২। রোগী অত্যন্ত মানসিক ভাবোত্তেজনাপ্রবণ থাকে ; হঠাৎ কোন আশ্চর্য্য সংবাদে, বিশেষতঃ হঠাৎ আনন্দোৎপাদক সংবাদে সে রোগগ্রস্ত হয়।

banglabooks.in

৩। রোগী বেদনা সহ্য করিতে পারে না, তাহাতে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠে; বেদনায় অসহনীয় হইয়া পড়ে; ক্রন্দন করে; যন্ত্রণায় গড়াগড়ি দেয়; অত্যন্ত **নিদ্রাহীনতা** জন্মে।

৪। অত্যন্ত মানসিক শ্রম, চিন্তা ও গল্প করা প্রভৃতি নিবন্ধন **শিরঃশূল**; বোধ যেন মস্তক ছিন্ন অথবা ঠোক্কর লাগিয়া টুকরা টুকরা হইতেছে; **অর্দ্ধশিরঃশূলে** মস্তিষ্কাভ্যন্তরে পেরেক বসানের ন্যায় বোধ; মুক্ত বায়ুতে শিরঃশূলের বৃদ্ধি।

৫। ঝাঁকি লাগার ন্যায় **দন্তশূল**; বরফ দেওয়া শীতল জল মুখে রাখিলে তাহার উপশম এবং মুখে ঐ জল তপ্ত হইয়া উঠিলে বৃদ্ধি।

৬। **কফিয়ার গুল্মবায়ুরোগে** মস্তক পশ্চাতে পেরেক ঠুকিয়া দেওয়ার ন্যায় বেদনা (Clavus Hystericus) থাকে। **থুজা** সহ তুলনীয়।

৭। অত্যন্ত ইন্দ্রিয়বোধাধিক্য এবং দৌর্ব্বল্য থাকিলে **সায়্যাটিকা বা গৃধ্রসীরোগে কফিয়া** প্রদর্শিত হয়। রোগ সহ রোগীর যন্ত্রণায় সামঞ্জস্য থাকে না, সে অসহনশীল হইয়া পড়ে।

৮। উত্তেজনাপ্রবণ ও বাসপ্রকৃতির স্ত্রীলোকদিগের **প্রসব বেদনা** অসহনীয় হইলে **কফিয়া** উপকারী। প্রসব বেদনা হয়, কিন্তু কোন ফল হয় না।

মানসিক লক্ষণে ইহ **একন, ক্যাম, ইগ্নে** এবং **নাক্স ভ** সহ তুলনীয়।

মস্তকে পেরেক ঠুকিয়া বসানের ন্যায় শিরঃশূলে **কফিয়া, থুজা** এবং **ইগ্নে**; গুল্মবায়ুর "ক্লেভাস" বা পেরেক বসানের ন্যায় বেদনা মস্তকপশ্চাতে থাকিলে **থুজা**; এবং প্রসববেদনার অসহনীয়তায় ইহা **ক্যাম** সহ তুলনীয়।

banglabooks.in

লেক্‌চার ১১৫ (LECTURE CXV.)

নাকস্‌ মস্কেটা (Nux Moschata.)।

সম্বন্ধ।—নাক্‌স্‌ মস্কেটার কার্য্যপ্রতিষেধক—ক্যাম্ফর, জেল্‌স্‌, নাক্‌স্‌ ভ। ইহা যাহার কার্য্যপ্রতিষেধক—আর্স, রড, লর।

সাধারণ ক্রিয়া।—নাক্‌স্‌ মস্কেটা স্নায়ুমণ্ডলের দ্বারা বিশেষ রূপে পরিপাকযন্ত্রপথ, অণ্ডাধার এবং জরায়ু আক্রমণ করিলে কেবল কতিপয় অবিমিশ্র স্নায়বিক লক্ষণ উৎপন্ন হয়। স্নায়বিক উত্তেজনা বশতঃ কথঞ্চিৎ রক্তাধিক্য ব্যতীত ইহার ক্রিয়ার যন্ত্রনিচয়ে কোন প্রকার উপাদানগত পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয় না; কিন্তু হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া-নাশ বশতঃ রোগীর মৃত্যু ঘটিতে পারে। সর্ব্ববিধরোগ সহই আলস্য এবং **নিদ্রালুতার বর্ত্তমানতা** ইহার প্রকৃষ্ট প্রদর্শক বলিয়া গণ্য। ইহা বাত প্রকৃতির ও গুল্মবায়ুরোগপ্রবণ স্ত্রীলোক এবং শিশুদিগের পক্ষে উপযোগী।

লক্ষণ।—মানসিক ভাব পরিবর্ত্তনশীল। এই মুহূর্ত্তেই হাস্য এবং পর মুহূর্ত্তেই ক্রন্দন। সকল বিষয়েই হাস্যপ্রবণতা। স্মরণশক্তি হীনতা, চিন্তার অক্ষমতা, নিদ্রার ভাব। ক্ষণিক অচৈতন্য। বাম ললাটের উচ্চতর স্থানে অল্প স্থূল ব্যাপক চাপবৎ শিরঃশূল। দৃষ্ট বস্তু বৃহত্তর প্রতীয়মান হয়। বস্তুনিচয় অতি বৃহৎ অথবা অতি দূরবর্ত্তী বা অতি ক্ষুদ্র দেখায়। মুখ, ওষ্ঠ এবং জিহ্বার শুষ্কতা থাকে, কিন্তু তৃষ্ণা থাকে না। মুখলালা তুলার ন্যায়। জিহ্বার পক্ষাঘাত। অতিশয় ক্ষুধা ও তৃষ্ণা হীনতা। উদরের অত্যধিক স্ফীতি ও ডাক। বিষ্ঠা কোমল থাকিলেও সহজে ত্যাগ হয় না। সিক্ত শীতল বায়ুতে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বেদনা।

banglabooks.in

রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল থাকে ও ক্লান্ত বোধ করে; সামান্য পরিশ্রম করিলেই নিদ্রালুতা বশতঃ শয়ন করার আবশ্যকতা বোধ করে। পেশী-কম্প; সোয়াস্তি হীনতা; মূর্চ্ছার উপক্রম; সামান্য বেদনাতেও ঐরূপ। স্থানে স্থানে, চঞ্চল, সবিরাম ও খনন করার ন্যায় বেদনা। গুল্মবায়ুবৎ এবং মৃগীর ন্যায় সর্ব্বাঙ্গীন আক্ষেপে জ্ঞান থাকে; শিশু-দিগের উদরাময়ে আক্ষেপ; নিস্পন্দবায়ু বা ক্যাটালেপসি। ত্বক শীতল বায়ুতে অসহিষ্ণু। রক্তহীনতা।

চিকিৎসা।—**নাক্স মস্কেটার** স্বরযন্ত্ররোগ ও অজীর্ণ প্রভৃতির বিষয় আমরা স্থানান্তরে বর্ণনা করিয়াছি। কিন্তু **গুল্ম-বায়ু** রোগ চিকিৎসাতেই ইহা বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছে। যে সকল অপস্মাররোগগ্রস্ত রোগী ত্বরিৎ গাম্ভীর্য্য হইতে আনন্দের ভাব প্রকাশ করে, তাহাদিগের পক্ষে ইহা উপযোগী। **নিদ্রালুতা, অত্যন্ত উদর স্ফীতি এবং মুখের শুষ্কতা** ইহার প্রদর্শক। রোগীর মধ্যে মধ্যে মূর্চ্ছার উপক্রম হয় এবং সে অল্প শ্রমেই ক্লান্ত বোধ করে। সাধারণতঃ আহারান্তে উদরাধ্মান হইলে **লাইক** এবং **কার্ব্ব ভেজ** আমাদিগের স্মরণ পথে আইসে, কিন্তু শেষোক্ত ঔষধদ্বয়ে গুল্মবায়ুর লক্ষণ না থাকায় তাহারা প্রভেদিত হয়। **নাক্স্ মস্কেটার** শুষ্ক ও স্নায়বিক কাসিতে বক্ষের কষ্ট এবং মূর্চ্ছার উপক্রম হয় এবং গুল্মবায়ুর সংশ্রব থাকে। **মূর্চ্ছার উপক্রম** হওয়া ইহার অতি সাধারণ লক্ষণ। ডাং বেজ বলেন "গুল্মবায়ু, বিশেষতঃ তাহার গুল্ম বা **গ্লোবাস হিষ্টিরিকাস্** নিবারণে অল্প ঔষধই **নাক্স্ মসের** ন্যায় আশু ফলপ্রদ।" তিনি ৩ হইতে ৬ ক্রমে ঔষধ প্রয়োগ করিতে বলেন। তিনি আরও বলেন "১০ কি ৫ মিনিট পর পর ডাং রুবিনির ক্যাম্ফর চিনির সঙ্গে সেবন করাইলে প্রবল গুল্মবায়ুর ফিট নিবারণ হয়"।

banglabooks.in

লেক্‌চার ১১৬ (LECTURE CXVI.)

টেরিবিন্থিনা (Terebinthina.)।

সাধারণ ক্রিয়া, লক্ষণ ও চিকিৎসা।—সম্পূর্ণ শ্লৈষ্মিকঝিল্লিতে টেরিবিন্থিনার ক্রিয়া হইলেও, মূত্রযন্ত্রের, বিশেষতঃ কিড্‌নির শ্লৈষ্মিকঝিল্লিতেই তাহার প্রাধান্য দৃষ্ট হয়। ক্রিয়ার অগভীরতা বশতঃ উপাদান ধ্বংসকরা তরুণ বা পুরাতন রোগে ইহা ফলপ্রদ হয় না। কিড্‌নিপ্রমুখ মূত্র যন্ত্রের ইহা প্রভূত উত্তেজনা ও প্রদাহ উৎপন্ন করিলে **কিড্‌নিদেশে প্রচণ্ড জ্বালা ও আকৃষ্টবৎ বেদনা, ক্লেশকর মূত্রকৃচ্ছ্রের পর মূত্রযন্ত্রের টাটানি, রক্ত মেহ, অত্যল্প মূত্রত্যাগ এবং যন্ত্রণাপ্রদ লিঙ্গোত্থান** প্রভৃতি ইহার মৌলিক এবং অতি শ্রেষ্ঠ প্রদর্শক উপস্থিত থাকে। ফলতঃ সর্ব্বপ্রকার রোগেই উপরি-উক্ত মূত্রযন্ত্রলক্ষণের বর্ত্তমানতা ইহার প্রদর্শক। অতএব উপরিউক্ত লক্ষণের প্রাধান্য থাকিলে **নেফ্রাইটিস্, ঔপসর্গিক লালা-মেহ, মূত্রস্থলীপ্রদাহ** এবং **মূত্রনালীপ্রদাহ** প্রভৃতি মূত্রযন্ত্ররোগে এবং **জলশোথে** ইহা প্রয়োজ্য। ইহার শ্বাসযন্ত্র পথের রক্তাধিক্য ও প্রতিশ্যায়িক প্রদাহে তাহার শুষ্কতা ও শ্বাসকৃচ্ছ্র হয় এবং শোণিতরেখাযুক্ত শ্লেষ্মা উঠে। পরিপাক যন্ত্রপথ আক্রান্ত হইলে জিহ্বার উপত্বক স্খলন হওয়ায় তাহা মসৃণতা প্রাপ্ত হয় এবং অতি প্রধান লক্ষণ স্বরূপ **প্রভূত উদরাধ্মান** জন্মে। ক্ষুধা থাকে না। মধ্যে মধ্যে পেশী আনর্ত্তন হয়। শরীর শীতল ও চটচটে ঘর্ম্মসিক্ত এবং নাড়ী দ্রুত, ক্ষুদ্র, সূত্রবৎ ও দুর্ব্বোধ্য থাকে। উপরিউক্ত উদরাধ্মান ও মূত্র-লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিলে ইহা **পেরিটনাইটিস ও টাই-ফয়েড্ জ্বর** প্রভৃতি রোগে প্রযোজ্য। অন্ত্রের **রক্তস্রাবের** ইহা অতি প্রধান ঔষধ। মূত্রযন্ত্রের উত্তেজনা লক্ষণ না থাকিলে, কলেরার মূত্রাঘাতে ইহার ২ x ক্রম দ্বারা মূত্র আনয়নে আমরা কখনই নিষ্ফল হই নাই।

banglabooks.in

লেক্‌চার ১১৭ (LECTURE CXVII.)

বোরাক্‌স্‌ (Borax)।

সম্বন্ধ।—বোরাক্‌সের কার্য্যপ্রতিষেধক—**কফিয়া, ক্যাম।**

সাধারণ ক্রিয়া ও লক্ষণ।—সম্পূর্ণ শ্লৈষ্মিকঝিল্লিপথে, বিশেষতঃ মুখগহ্বর, অন্ত্র, জরায়ু এবং যোনিপথের শ্লৈষ্মিকঝিল্লিতে উপক্ষত উৎপন্ন করাই বোরাক্‌সের প্রধান কার্য্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। শ্বাস-যন্ত্রপথ এবং ত্বকেও ইহার ক্রিয়া বিস্তৃত হয়।

"দোল খেলার ন্যায় অথবা **শিঁড়ি বাহিয়া অবতরণের ন্যায় নিম্নাভিমুখে গতি হইলে উৎকণ্ঠা সহ ভীতিব্যঞ্জকতা"** বোরাক্‌সের অতি বিশেষ প্রদর্শক বলিয়া গণ্য; কেননা এরূপ লক্ষণ অন্য কোন ঔষধেই দৃষ্টিগোচর হয় না।

ইহার অন্যান্য লক্ষণ মধ্যে প্রধান গুলির বিষয় নিম্নে উল্লেখ করা যাইতেছে, যথা—জিহ্বা, মুখগহ্বর এবং গণ্ডের অভ্যন্তর পার্শ্বে উপক্ষত বা "জাড়ী ঘা" থাকায় মুখগহ্বরে অত্যন্ত তাপ ও শুষ্কতা। শিশু স্তন্য পান করিতে ক্রন্দন করে। আহার করিতে ক্ষত হইতে রক্তস্রাব হয়। কোমল, ফেকাসে পীত ও শ্লেষ্মাময় বিষ্ঠাত্যাগ করিলে অত্যন্ত দুর্ব্বলতা জন্মে। শিশু তপ্ত মূত্রত্যাগ করে। মূত্রে তীব্র ও কটু গন্ধ থাকে। শিশু প্রায় ১০।১২ মিনিট পরে পরেই মূত্রত্যাগ করে। এবং তাহার পূর্ব্বে পুনঃ পুনঃ ক্রন্দন ও চীৎকার করে। স্ত্রীজননেন্দ্রিয়রোগে অণ্ডলালাবৎ শ্বেতপ্রদরস্রাবকালে তপ্ত জলের স্রোত বহিয়া পড়ার ন্যায় অনুভূতি। ঋতুস্রাব অতি শীঘ্রাগত ও অতি প্রচুর এবং তাহার পূর্ব্বে আমাশয় হইতে কটি পর্য্যন্ত বেদনা। প্রচণ্ড ও থ্যাক্‌থ্যাকে কাসিতে

banglabooks.in

পচাটে আস্বাদ ও গন্ধযুক্ত গয়ারের নিষ্ঠীবন। প্রত্যেক কাসি ও গভীর শ্বাসগ্রহণে বক্ষে সূচিবেধবৎ বেদনা।

চিকিৎসা।—ট্রিকিস্নেসিস্ বা বক্র চক্ষু-পত্র-কেশ বা পক্ষ্মের সংশোধনে বোরাক্স্ গ্র্যাফা সহ তুলনীয়। নাসারন্ধ্রের ক্ষতরোগে নাসিকাগ্র স্ফীত ও বেদনাযুক্ত থাকিলে বোরাক্স্ উপকারী। বক্ষে সূচিবেধবৎ বেদনাযুক্ত কাসিতে ইহা ঔষধ। দক্ষিণ বক্ষের ঊর্দ্ধাংশে বেদনা অধিকতর থাকে। এরূপ লক্ষণ থাকিলে যক্ষ্মাকাসেও বোরাক্সের প্রয়োগ হইতে পারে।

শিশুদিগের মুখের উপক্ষত বা "জাড়ী ঘা"র বোরাক্স অতি শ্রেষ্ঠ ঔষধ বলিয়া গণ্য। জিহ্বা প্রভৃতি মুখের অন্যান্য অংশে ক্ষত থাকিলেও গণ্ডাভ্যন্তরপার্শ্বেই তাহার অধিকতর আক্রমণ। মুখ তপ্ত ও শুষ্ক থাকে এবং ক্ষত হইতে সহজেই রক্ত পড়ে। শিশু শীর্ণ, পাণ্ডুর ও কাল্‌চে বর্ণ হইয়া যায় এবং নিদ্রাকালে চমকিয়া উঠে ও হাত ছোড়ে। স্তন্যপায়ী শিশুদিগের জাড়ী ঘায় মুখের শুষ্কতা জন্য মুখ সিক্ত না করিলে শিশু স্তনে মুখ দিতে চাহে না—ব্রায়ঃ এরাম ট্রির মুখক্ষতে মুখের প্রচণ্ড প্রদাহ হয়, নাসারন্ধ্রের চতুষ্পার্শ্বে টাটানি, মামড়ি ও স্পর্শাসহিষ্ণু বেদনা জন্মে। প্রতি-শ্যায়িক মুখক্ষত। ইহার উদরাময়ে শিশু সবুজ অথবা হরিদ্রাভ ও নরম মলত্যাগ করে এবং মলত্যাগের পূর্ব্বে উদর-শূল হয়।

মুখমণ্ডলের, বিশেষতঃ গণ্ডের বিসর্প বা ইরিসিপেলাস রোগে মুখোপরি মাকড়সার জালের অনুভূতি থাকিলে বোরাক্স ফলপ্রদ। বিচর্চ্চিকা বা সোরায়াসিস্‌রোগে ডাঃ ম্যাক্‌ক্ল্যাচি ইহার প্রশংসা করিয়াছেন।

banglabooks.in

লেক্‌চার ১১৮ (LECTURE CXVIII.)

সিড্রন (Cedron.)।

(সিমারুবেসিজাতি)।

সাধারণ ক্রিয়া ও চিকিৎসা।—মস্তিষ্ক-মেরুমজ্জের এবং সহানুভূতিক বা সিম্প্যাথেটিক স্নায়ু মণ্ডলের আক্রমণ দ্বারা **সিড্রন** মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য উৎপন্ন করিলে যে জ্বরাক্রমণ হয় কার্য্যক্ষেত্রে **সবিরাম জ্বরে** আমরা তাহার প্রতিকৃতি দেখিতে পাই। এই জ্বর অতি বিশেষ লক্ষণ দ্বারা প্রকাশিত হয় এবং **সিড্রন** তাহাতে অমোঘ রূপে কার্য্য করে। নিম্ন ও জলাভূমির সিক্তোষ্ণবায়ু এই জ্বরের উৎপত্তির কারণ এবং **ঘড়ির কাঁটার নিয়মানুযায়ী জ্বরাক্রমণের সাময়িকতা** ইহার প্রদর্শক। এই জ্বর বড়ই অদম্য প্রকৃতির, শীঘ্র শীঘ্র পুনরাবর্ত্তন করে এবং ইহাতে প্রচণ্ড মস্তিষ্করক্তাধিক্য থাকে। রোগী অত্যন্ত রক্তহীন হয় এবং তাহার **যকৃৎ ও প্লীহার বিবৃদ্ধি জন্মে। সবিরাম স্নায়ুশূল, গুল্মবায়ু এবং তাণ্ডবরোগ** চিকিৎসাতেও ইহা কথঞ্চিৎ খ্যাতিলাভ করিয়াছে।

---

banglabooks.in

লেক্‌চার ১১৯ (LECTURE CXIX.)

পেট্রলিয়াম (Petroleum.)।

সম্বন্ধ।—পেট্রলিয়ামের কার্য্যপ্রতিষেধক—ককুল, নাক্‌স্ ভ। পেট্রলিয়াম যাহার কার্য্যপ্রতিষেধক—সিসকবিষক্রিয়ার।

সাধারণ ক্রিয়া ও লক্ষণ। শ্লৈষ্মিকঝিল্লি এবং ত্বকে পেট্রলিয়ামের মূল ক্রিয়া। ইহা তাহাদিগের উদ্দীপনা উপস্থিত করে এবং তাহার ফল স্বরূপ যে সকল লক্ষণ উপস্থিত হয় তাহা আমরা নিম্নে সংক্ষেপে বর্ণনা করিতেছি, যথা,—রোগী অত্যন্ত উত্তেজনাপ্রবণ ও প্রচণ্ড, সহজে দোষ গ্রহণ করে এবং কলহ করে। প্রলাপ বশতঃ মনে করে তাহার পার্শ্বে অন্য কোন ব্যক্তি শয়ন করিয়া আছে অথবা সে দুই ব্যক্তি কিম্বা তাহার এক অঙ্গ দুইটা হইয়াছে। মস্তকপশ্চাতে সিসকের চাপের ন্যায় চাপ ও গুরুত্বের অনুভূতি। চক্ষুপত্রপার্শ্বের এবং ল্যাক্রিম্যালকোষের প্রদাহ ও তাহাতে পূয় সঞ্চার। আমাশয়লক্ষণে প্রাতঃকালে অবিশ্রান্ত বিবমিষা এবং মুখে জল সঞ্চয়; গাড়ির ঝাঁকিতে অথবা নৌকার চালনায় তাহার বৃদ্ধি। প্রচণ্ড বমন। মলত্যাগান্তে অতি ক্ষুধার নিবৃত্তি। কেবল দিবসে উদরাময় থাকে ও তাহার পূর্ব্বে উদরশূল হয়। স্বরবদ্ধ। রজনীতে শুষ্ক কাসি। হৃৎপিণ্ড-প্রদেশে শীতলতার অনুভূতি। হস্তাঙ্গুলির অগ্রভাগ কর্কশ, বিদীর্ণ ও ফাটযুক্ত; তাহাতে খোঁচা ও কর্ত্তনবৎ বেদনা।

সামান্য আঘাতেই ত্বকে ক্ষত জন্মে ও তাহা বিস্তৃত হইতে থাকে। পুরাতন ও সিক্ত কাউর, আক্রান্ত শরীরাংশের হাজাভাব। সম্পূর্ণ ত্বকের স্পর্শাসহিষ্ণু বেদনা, বস্ত্রাবৃত হইলেও বেদনা লাগে। ক্ষত হুলবেধবৎ বেদনা করে ও তাহাতে মাংস বৃদ্ধি হয়। অনেক সময়ে গভীর ক্ষত জন্মে ও তাহার পার্শ্ব উচ্চ থাকে।

সাধারণ লক্ষণে অঙ্গ নিচয়ের ঝিন্‌ঝিনি এবং কাঠিন্য। সন্ধি কড়্ কড়্

banglabooks.in

করে ও তাহাতে সন্ধিবাতের কাঠিন্য জন্মে। মুক্তবায়ুতে অনিচ্ছা। সহজেই সর্দ্দির আক্রমণ। প্রাতঃকালে শয্যায় থাকিতে দুর্ব্বলতা বোধ।

চিকিৎসা।—চক্ষুপুটপার্শ্বপ্রদাহ বা ব্লেফারাইটিস এবং ল্যাক্রিম্যালকোষপ্রদাহরোগে পূয় সঞ্চার ও তাহাতে নালীক্ষত জন্মিলে পেট্রলিয়াম দ্বারা উপকার হয়। মস্তকপশ্চাতে দপদপানি বেদনায় ইহা উপকারী। রোগী রজনীতে শয়ন করিলে পেট্রলিয়ামের শুষ্ক কাসির আক্রমণ। ইহা শিশুদিগের মধ্যে অধিকতর।

আর্ণব-বমন বা সি-সিক্‌নেসরোগের পেট্রলিয়াম অতি শ্রেষ্ঠ ঔষধ বলিয়া বিবেচিত। ডাং বেজ্‌ এ রোগে ইহাকে একমাত্র উপকারী ঔষধ বলিয়া বিবেচনা করেন। তিনি ইহার ৩× ব্যবহার করিয়া থাকেন। ডাং ডিউই এবং ডাং হিউজের মতেও ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহার আনুষঙ্গিক লক্ষণ--উৰ্দ্ধদিকে দৃষ্টি করিলে শিরোঘূর্ণনের বৃদ্ধি; শকট ও অশ্বারোহণে রোগ বৰ্দ্ধিত এবং যদিও কখন কখন পিত্তের বমন হইতে পারে কিন্তু অবিশ্রান্ত বিবমিষা ও মুখ হইতে জলোদ্গীরণই ইহার বিশেষ লক্ষণ বলিয়া পরিগণিত। সমুদ্রযাত্রার কিছুকাল পূর্ব্ব হইতে ইহার প্রয়োগ আরম্ভ করিলে ইহা রোগের প্রতিষেধকরূপে কার্য্য করিয়া থাকে। উপরি উক্তরূপ বিশেষ লক্ষণ থাকিলে ইহা গর্ভাবস্থার প্রাতঃকালীন বমনেও উপকারী। রসবাতরোগগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের সন্ধি মচ্‌কাইলে ইহা দ্বারা উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়। জানুসন্ধির রসবাতরোগে সন্ধির কাঠিন্য ও সংশ্রবীয় খোঁচানিবৎ বেদনা, গ্রীবার অনমনীয়তা এবং মস্তক চালনায় কড়্‌কড়্‌ ভাবের অনুভূতির পক্ষে ইহা উপকারী। সহজে নিম্ন চুয়ালের সন্ধিভ্রষ্টতায় ইহা ফলপ্রদ।

banglabooks.in

লেক্‌চার ১২০ (LECTURE CXX.)

রিসিনাস্ কমুনিস্।

প্রতিনাম ;—পাগা ক্রিষ্টাই, এরণ্ড।

সাধারণ নাম ;—ভ্যারেণ্ডা।

প্রয়োগরূপ।—তৈলজ অরিষ্ট বা "ওলিয়াম্ রিসিনি" এবং বীজসারোৎপন্ন অরিষ্ট বা "রিসিনাস"।

মাত্রা বা ব্যবহার ক্রম ;—সাধারণতঃ ৩ x, ৬ x এবং ৩০।

তুলনীয় ঔষধ ;—জ্যাট্রফা, ক্রটন টিগ্, আইরিস্, ভিরেট্রাম, আর্স, রুফর্ব্ব।

সাধারণ ক্রিয়া ও লক্ষণ ;—ক্যাষ্টর অইল বা রেঢ়ির তৈল আমাদিগের বিশেষ পরিচিত বস্তু। কেননা বেদনাদি ক্লেশরহিত মৃদু বিরেচক বলিয়া অনেকেই ইহা সহজ কোষ্ঠবদ্ধরোগে সাধারণতঃ ব্যবহার করিয়া থাকেন। এরণ্ডবীজ নিষ্পেষণ দ্বারাই এই স্থায়ী তৈল প্রস্তুত হইয়া থাকে এবং ইহা হইতেই "ওলিয়াম রিসিনি" প্রস্তুত হয়। "রিসিনাস" এরণ্ডবীজের শাস হইতে প্রস্তুত হইয়া থাকে। রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা এরণ্ডবীজ-সার হইতে "রিসিনিন্" বলিয়া একটি উপক্ষার এবং "রিসিনিক, ইলায়ডিক ও মার্গারিষ্টিক এসিড" নামে তিনটী অতি উগ্রগুণ অম্ল প্রাপ্ত হওয়া যায়। শেষোক্ত তিনটী এসিড-উপাদান-বিশিষ্ট হওয়াতেই এরণ্ডবীজ সেবনে বিষলক্ষণ প্রকাশ পায়। উপরি উক্ত বিষের স্থানিক ক্রিয়া বশতঃ কখন কখন আমাশয়ান্ত্রিক উদ্দীপনা ও

banglabooks.in

রক্তাধিক্য উৎপন্ন হইলে তদানুষঙ্গিকরূপে প্রাদাহিক উদরাময়রোগবৎ লক্ষণ এবং বমন ও উদরশূলাদি উপস্থিত হইয়া থাকে। আমাশয়োর্দ্ধ-বেদনা বিকীর্ণ হইয়া নাভি ও কুক্ষিদেশে যায়। উদরোপরি বেদনা চাপে বৃদ্ধি হয়।

ফলতঃ পরিপাক-যন্ত্র-পথ সহ এরণ্ডবিষের কলেরাবিষবৎ নির্দ্দিষ্ট সম্বন্ধ বশতঃ যে কলেরা সদৃশ লক্ষণ উৎপন্ন হয় তজ্জন্যই ইহা হোমিওপ্যাথি মতে কলেরা চিকিৎসায় সাদরে গৃহীত হইয়াছে। ডাং এলেন-উদ্ধৃত এরণ্ড-বীজের বিষ-লক্ষণ হইতে নিম্নে আবশ্যকানুসারে কতিপয় লক্ষণ বিবৃত হইল :—জ্বালাযুক্ত তৃষ্ণা ও মুখলালাস্রাব। গলমধ্যে ও আমাশয়ে জ্বালা। প্রথমে পরিমাণে ও সংখ্যায় অল্প থাকিয়া ক্রমে আমমিশ্রিত সিরামরসের প্রচণ্ড ও প্রচুর ভেদ বমন। পুনঃ পুনঃ জলবৎ মলত্যাগ। বমন এবং বিরেচনে বেদনাহীনতা। অবশেষে ভেদ অবিশ্রান্ত ভাব ধারণ করে এবং কলেরা সদৃশ লক্ষণ উপস্থিত হয়। মূত্রাঘাত (suppression of urine)। অতিরঞ্জিত, স্বল্প, গাঢ় ও প্রচুর এলবুমেনপূর্ণ মূত্র। স্বরবদ্ধ। নাড়ী স্বাভাবিক গতিবিশিষ্ট কিন্তু অতি ক্ষুদ্র এবং মণিবন্ধদেশে কখন কখন দুর্ব্বোধ্য। বিষ্ঠা রক্তময় হইতে পারে। ভেদ ও বমনকালে গভীর পতন-লক্ষণ বা কোল্যাপ্স। দেহের অঙ্গ ও কাণ্ডভাগের পেশীর খল্লী। চক্ষু আক্ষেপযুক্ত ও উর্দ্ধে আকৃষ্ট। শীতলতা; ললাট শীতল ঘর্ম্মাবৃত। মুখমণ্ডল পাণ্ডুর ও বসা। রিসিনাসের যকৃতাক্রমণের লক্ষণ স্বরূপ ভেদ ও বমন কালে কখন কখন পাণ্ডুরোগচিহ্ন দৃষ্ট হইয়া থাকে।

প্রদর্শক লক্ষণ :—ভেদ এবং বমনকালে উদরশূলের অভাব রিসিনাসের প্রকৃষ্ট প্রদর্শক। পতনাবস্থা বা কোল্যাপস্ লক্ষণ উপস্থিত হইলে সাধারণতঃ ভেদ ও বমনের স্বল্পতা বা অভাব ঘটে; কিন্তু **রিসিনাস**রোগীর তাহা সমভাবে চলিতে থাকে অথবা বর্দ্ধিত হয়। এজন্য **হীমাঙ্গ বা কোল্যাপস্ অব-**

banglabooks.in

স্থায় ভেদ ও বমন পূর্ব্ববৎ সমভাবে হইতে থাকা অথবা বর্দ্ধিত হওয়া অনেক স্থলেই রিসিনাসের অন্তত্তর প্রদর্শক বলিয়া গণ্য করিতে হইবে।

চিকিৎসা ;—উদরাময় ; প্রাদাহিক উদরাময় এবং কলেরা বা ওলাউঠা ;—আমরা ইতিপূর্ব্বে ক্যাষ্টর অইলের লক্ষণ সম্বন্ধে যাহা বিবৃত করিয়াছি তাহাতে বোধগম্য হইবে যে বেদনাহীন উদরাময়ে ওলিয়াম রিসিনি দ্বারা উপকার প্রত্যাশা করা যায়। ফলতঃ উদরাময়ে বেদনার অভাব ও বিষ্ঠার প্রাচুর্য্যই ইহার প্রদর্শক স্থানীয়।

প্রাদাহিক উদরাময়ে স্থলবিশেষে রিসিনাস আমাদিগের সাহায্য করিয়া থাকে। মৃত্যুভীতি ও অস্থিরতাদি লক্ষণ দ্বারা একনাইট, এবং ভয়াবহ কুন্থনের বর্ত্তমানতায় মার্ক কর ইহা হইতে প্রভেদিত হয়।

রিসিনাসের প্রদর্শক লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিলে কলেরার সকল অবস্থাতেই ইহা প্রয়োগোপযুক্ত। ফলতঃ রোগের "পূর্ব্বরূপ অবস্থায়" অন্য কোন ঔষধ প্রদর্শিত না হইলে অনেক চিকিৎসকই ইহা প্রয়োগ করিতে উপদেশ দিয়া থাকেন। কলেরার "বিকাশ" ও "হিমাঙ্গাবস্থায়" ও বেদনার অভাব, বিষ্ঠার প্রাচুর্য্য এবং ক্রমে ক্রমে ভেদ ও বমনের পরিমাণ ও সংখ্যার বৃদ্ধি এবং রোগের শেষ বা পতনাবস্থায় তাহাদিগের অত্যাধিক্য বা অবিরাম ভাব ইহার বিশেষ প্রদর্শক বলিয়া জানিতে হইবে। জ্যাট্রোফার উদরের প্রচণ্ড ডাক এবং প্রভূত পরিমাণ এলবুমেন সদৃশ তরল পদার্থের বমন, আইরিসের অত্যন্ত অম্ল পদার্থের বমন ও পরিপাক-

banglabooks.in

পথের অগ্নিদাহবৎ জ্বালা, ভিরেট্রামের উদর বেদনার বর্ত্তমানতা এবং যুফর্ব্বিয়মের হঠাৎ এক-যোগে প্রভূত পরিমাণ ভেদ ও বমন রিসিনাস হইতে যথেষ্ট প্রভেদক বলিয়া গণ্য।

রক্তভেদযুক্ত বা ব্লাডি কলেরায় এবং কলেরায় ন্যাবা (Jaundice) লক্ষণ উপস্থিত হইলে ইহা দ্বারা উপকার পাওয়া যাইতে পারে।

প্লাম্বাম—কোষ্ঠবদ্ধের সহিত চক্ষু আদিতে ন্যাবারোগ লক্ষণ উৎপন্ন হইলে যদি প্লাম্বামবৎ উদরশূলাদি লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে তাহাতে ইহা ফলপ্রদ। পিত্তশিলারোগের আনুষঙ্গিকরূপে উপরিউক্ত ন্যাবা, কোষ্ঠবদ্ধ এবং উদরশূলাদি থাকিলে প্লাম্বাম দ্বারা তাহার স্থায়ী উপকার প্রত্যাশা করা যায়।

ভ্যারেণ্ডাপত্র ২।৩ ঘণ্টা জলে সিদ্ধ করিয়া ঐ জল দ্বারা কতিপয় বার স্তন প্রক্ষালন এবং অবশেষে সিদ্ধ পত্র পুলটিসের আকারে স্তনে প্রয়োগ করিলে রুদ্ধ স্তন্য পুনরানয়ন করিয়া থাকে। উভয়ই ঈষদুষ্ণ থাকিতে প্রযোজ্য।

banglabooks.in

হানিম্যান ব্যবহৃত ঔষধ ও তাহার মাত্রা।

অরাম মেট। ১২, ৩০
আয়ডিয়ম। ৩০
আর্জেন্টাম। ২৪
আর্ণিকা মণ্ট। ৬, ১২, ৩০।
আর্সেনিকাম এল। ৯, ১৮, ৩০
ইগ্নেসিয়া। ১২
ইণ্ডিগো। ৩০
ইপিক্যাক। ১২
একনাইট। ১২, ৩০
এগারিকাস। ৩০
এগ্নাস। ১৮
এঙ্গাষ্টুরা। ৩০
এনাকার্ডিয়াম। ১৮
এণ্টিম ক্রু। ২৪
এণ্টিম টার্ট। ১২
এমন কার্ব্ব। ২৪
এম্ব্রাগ্রিসিয়া। ২৪
এরানিয়া ডায়া। ৩০
এলুমিনা। ৩০
এসাফিটিডা। ৩০
এসিডাম নাই। ৩০
এসিডাম ফস। ৩০
এসিডাম মিউ। ৩০
এসেরাম ইউ। ৩০
ওপিয়াম। ১২, ৩০
ওলিয়াম এনি। ৩০
ওলিয়াম টেরি। ৩০
ওলিয়েণ্ডার। ২৪
ককুলাস। ১২
কনায়াম মেকু। ২৪
কফিয়া ক্রু। ৩০
কল্‌চিকাম্। ১৮
কলসিন্থ। ৩০
কার্ব্ব এনি। ২৪
কার্ব্ব ভেজ। ১২, ৩০
কুপ্রাম মেট। ৩০
কপেবা। ২৪
করেলিয়াম। ৩০
ক্যানাবিস স্যাট। ১২, ৩০
ক্যান্থারিস। ৩০
ক্যাপ্স ফ্রুক্টা। ১২
ক্যাপ্‌সিকাম। ৩০
ক্যামমিলা। ১২
ক্যাম্ফর। ৬, ২৪
ক্যালাডি সেগু। ২৪
কেলি কার্ব্ব। ৩০
কেলি হাই। ২৪
ক্যাল্কেরিয়া এসেট। ২৪
ক্যাল্কেরিয়া কার্ব্ব। ৩০
ক্যাষ্টরিয়াম। ২৪
ক্রকাস স্যাট। ১৮
ক্লিমেটিস। ১২
গুয়েইয়াকাম। ৩০
গ্র্যাটিয়লা। ২৪
গ্র্যাফাইটিস। ২৪
চায়না। ৩০
চেলিডন মেজ। ৩০
জিঙ্কাম মেট। ৩০
জ্যাসিয়া। ২৪
টিং সালফ। ২৪
টুক্রিয়াম মে। ১৮
টেবেকাম। ১২
ডাল্‌কামারা। ২৪
ডিজিট্যালিস। ২৪
ড্রসিরা। ১৮
থুজা। ১২।
নাইট্রাম। ২৪
নাক্‌স্ ভমিকা। ১২, ৩০

banglabooks.in

নিকলাম। ২৪
নেট্রাম কার্ব্ব। ২৪
নেট্রাম মিউ। ৩০
পাল্‌সেটিলা। ৯, ৩০
পেট্রলিয়াম। ২৪
পেট্রসিলিনাম। ১৮
প্যারিস কোয়া। ২৪
প্লাম্বাম্‌ মেট। ২৪
প্ল্যাটিনাম। ২৪
ফস্‌ফরাস। ১৮
ফিলিক্স মাস। ১৮
ফেরাম মেট। ২৪
ফ্যালাণ্ডিয়াম। ২৪
বভিষ্টা। ২৪
বিসমাথ। ১৮
বেলাডনা। ১২, ৩০
বরাক্স্‌। ১৮
ব্যারাইটা এসেট। ৩০
ব্যারাইটা কার্ব্ব। ৩০
ব্রায়নিয়া। ৬, ১৮, ৩০
ভায়লা ওড। ১৮
ভার্ব্বেস্কাম। ১৮
ভিরেট্রাম। ৩০
ভ্যালেরিয়ানা। ১৮
মস্কাস। ২৪
মার্কুরিয়াস কর। ২৪
মার্কুরিয়াস ভাই। ২৪
মার্কুরিয়াস সল। ৩০
মিনিয়েন্থিস ট্রিফ। ২৪
মিলিফলিয়াম। ১২
মিলেপ। ২৪
মিজিরিয়াম। ২৪
ম্যাগ্নিসিয়া কার্ব্ব। ২৪
ম্যাগ্নিসিয়া মিউ। ২৪
য়ুফর্ব্বিয়াম। ২৪
য়ুফ্রেসিয়া। ১২
য়ুভা আর্স। ৩০
রাস্‌টক্স্‌। ১২
রিয়াম। ১৮
রুটা। ১২
রেনাঙ্কুলাস বাল্‌। ১৮
লাইকপোড। ৩০
লিডাম। ২৪
ল্যাকেসিস্‌। ৩০
ল্যামিয়াম এল্‌। ২৪
ষ্টেনাম। ৩০
ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া। ২৪
ষ্ট্রনসিয়ানা। ৩০
ষ্ট্রামনিয়াম। ২৪
সাইক্লেমেন। ২৪
সার্সাপেরিলা। ২৪
সালফার। ৩০
সিকুটা। ২৪
সিকেলি কার্ণ। ১৮
সিনা। ৩০
সিনাবার। ২৪
সিপিয়া। ৩০
সিলিকা। ৩০
সিলিনিয়াম। ১৮
স্কুইলা। ৩০
স্পঞ্জিয়া। ৩০
স্পিজিলিয়া। ২৪
স্যাবাইনা। ২৪
স্যাবাডিলা। ১৮
স্যাম্বুকাস। ১৮
হায়সায়ামাস। ১২
হিপার সাল্‌ফ। ১৮
হেলিবারাস নাই। ২৪

banglabooks.in

ভৈষজ্য-সূচীপত্র

স্থান সঙ্কেপার্থ সূচীপত্রে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, এবং পরিশিষ্ট খণ্ড যথাক্রমে (১), (২), (৩), (৪) ও (৫) সংজ্ঞায় লিখিত হইল।

অক্‌জ্যালিক এসিড।

অণ্ডকোষপ্রদাহ অর্কাইটিস্। (২)

অরাম। (৪) ৪৪৮

উপযোগী ধাতু ইত্যাদি। (৪) ৪৫০, ৪৫১।
চিকিৎসা। (১) ৩৬ ২২৭। (২) ৪৯, ২১০, ২৫৩, ৩০৩। (৩) ২৭৬। (৪) ৪৬১—৪৬৮। (৫) ১৫, ১০২, ২২০, ২২৭, ২৬৬, ৪১৫, ৫৩৩, ৫৪২।
প্রদর্শক লক্ষণ। (৪) ৪৬০, ৪৬১।
বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ। (৪) ৪৫২, ৪৬০।
রোগকারণ। (৪) ৪৫১, ৪৫২।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৪) ৪৪৮, ৪৪৯।
সাধারণ ক্রিয়া। (৪) ৪৫২।

আয়ডিয়াম। (৫) ৪২। ৫০

চিকিৎসা। (১) ১৭, ২২৮, ২৩৯। (৩) ৪৫৭। (৪) ১১৬, ১১৯, ২৭৯, ৩১০, ৪১৯। (৫) ৭, ৪৭, ৫৫—৫৯, ৭৮, ১৭৮।
প্রদর্শক লক্ষণ। (২) ২৪৪, ২৪৫। (৫) ৫৪, ৫৫।
লক্ষণ। (৫) ৫১—৫৪।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ৫০।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ৫০, ৫১।

আয়ডফর্ম।

চিকিৎসা। (৪) ১১৯। (৫) ৩৯।

আইরিস ভার্সিকলার।

(৫) ৩৯১। ৩৯৪।

চিকিৎসা। (২) ২৫৩, ২৯৮। (৩) ৪৩৮। (৪) ১৪৮, ৩৭১। (৫) ৩৮৯, ৩৯৫, ৩৯৬।
লক্ষণ। (৫) ৩৯৫।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ৩৯৪।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ৩৯৪।

আর্জেণ্টাম্ নাইট্রিকাম্। (৪) ৪২১

উপযোগী ধাতু ইত্যাদি। (৪) ৪২২—৪২৫।
চিকিৎসা। (১) ১০৭, ১৬৯। (২) ৫৬, ৫৭, ৯২, ২০০, ২০৮। (৩) ৪০, ২১২, ২১৮, ২১৯। (৪) ৫৯, ৮১, ৮৫, ২০১, ৩৩৩, ৪৩৮—৪৪৭। (৫) ৫৯, ৭৯, ৮০, ১০৪, ১৮৬. ৪৫০, ৪৫৫
প্রদর্শক লক্ষণ। (১) ৩৯২। (৪) ৪৩৬—৪৩৮।
বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ। (৪) ৪২৫—৪৩৬।
রোগকারণ। (৪) ৪২৫।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৪) ৪২১, ৪২২।
সাধারণ ক্রিয়া। (৪) ৪২৫।

আর্জেণ্টাম্ মেটালিকাম।

(৫) ৫০৫।

চিকিৎসা। (৪) ৫৮। (৫) ৪৬৯, ৫০৬।

banglabooks.in

লক্ষণ। (৫) ৫০৫, ৫০৬।
সংজ্ঞাদি। (৫) ৫০৫।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ৫০৫।

আর্টিকা ইয়ুরেন্‌স।

চিকিৎসা। (২) ২১৬। (৫) ৩০১।

আর্টিমিসিয়া ভালগারিস।

(৫) ১০০।

চিকিৎসা। (২) ২৫৭, ৪০৭। (৫) ১০০, ১০১, ২১৫।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ১০০।

আর্ণিকা। (৩) ১০৯।

উপযোগী ধাতু ইত্যাদি। (৩) ১১২, ১১৩।
চিকিৎসা। (১) ১৪১, ১৪২, ১৬৭। (২) ৭৮। (৩) ৭০, ১০৪, ১২৫—১৩৮, ২১৫, ৩২০, ৩৩৯, ৩৪১, ৩৪২, ৩৭৩, ৪৩৯। (৪) ২৭, ৩৯, ৫১, ৫২, ১২৩, ৩৩৫, ৩৩৬, ৩৪১, ৩৪৫, ৩৪৭, ৩৫৫। (৫) ১৯, ৪০, ৮৯, ৯৫, ২৫৭, ২৬০, ৪০৭, ৪৪৯, ৪৬১, ৪৬৬, ৪৯০, ৫৪৮।
প্রদর্শক লক্ষণ। (১) ২২। (৩) ৯১, ১২৩—১২৫।
বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ। (৩) ১১৪—১২৩।
রোগকারণ। (৩) ১১৩।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৩) ১০৯—১১২।
সাধারণ ক্রিয়া। (৩) ১১৩—১১৪। (৪) ২৯৭, ৩৩১।

আর্সেনিকাম আয়ডটাম।

চিকিৎসা। (২) ৯০। (৫) ৫৮, ৫৯।
বিশেষ ক্রিয়া। (২) ৮।

আর্সেনিকাম এলবাম্। (২) ১।

উপযোগী ধাতু ইত্যাদি। (২) ৪—৬।
চিকিৎসা। (১) ২৫, ২৯, ৩০, ৪৩, ৪৪, ৪৬, ৮২, ৯৯, ১০৭, ২২৯, ২৪২, ২৯৯, ৩৩৮, ৩৫৪। (২) ৪৮—৯৪, ১৪৪, ১৫৪, ১৫৬, ২০৫, ২০৭, ২৯৯, ৩১৪, ৩০৯, ৩৬৮, ৩৯১, ৩৯২। (৩) ৯৩, ৯৮, ১০৩, ১০৫, ১১০, ১৩০, ১৯২, ২৪৭, ২৫৫, ৩০৭, ৩০৯, ৩৭৮, ৪০১, ৪০৬—৪০৮, ৪১১, ৪১২, ৪১৩। (৪) ৩৫, ৪৩, ৪৪, ৪৫, ৫২—৫৫, ৬০, ৬২, ৭৩, ৬৪, ৯১, ১২২, ১৪৪—১৪৭, ১৭১, ১৮৪, ১৮৬, ২০৭, ২৫৪, ২৫৭, ২৭৮, ৩০১, ৩০৩, ৩০৫, ৩১৮, ৩১১, ৩৪৫, ৩৫৩, ৩৫৬, ৩৭৩, ৩৭৫, ৩৯২, ৩৯৫, ৪১৪, ৪৪৫, ৪৬২। (৫) ২১, ৫৯, ৬৬, ১৪৫, ১৯৪, ১৯৫, ২৪৯, ৩০৯, ৩২৪, ৩২৫, ৩৭৪, ৩৭৫, ৩৭৬, ৩৮৮, ৪০২, ৪৩০, ৫৫৩, ৩৯৩, ৫৪২, ৫৪৫।
প্রদর্শক লক্ষণ। (১) ১৯, ২৩১, ২৩২, ৩৭০। (২) ৩৯—৪৮, ১৩৬, ১৮৮, ২৪৪, ২৫১, ৩৬৬, ৪৪২। (৩) ২৭, ৬৩, ৬৫, ৩১৬, ২৯১, ২০, ৩৯, ৪১, ৩৯৬, ৩৯৮। (৪) ৭৬, ১৭৯, ১৮০, ১৮১, ২২৭, ২২৮, ২১৬।
বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ। (২) ৮—৩৯।
রোগকারণ। (২) ৬।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (২) ১—৬।
সাধারণ ক্রিয়া। (২) ৬—৮।

আষ্টিলেগ। (৫) ৩৫৭। ৩৬৬।

চিকিৎসা। (২) ২১৩। (৫) ২৬১, ৩৫২, ৩৬৭, ৩৬৮।
লক্ষণ। (৫) ৩৫৯, ৩৬০।
সংজ্ঞা ইত্যাদি—(৫) ৩৬৬।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ৩৬৬।

ইউ (য়ু)পেটেরিয়াম পার্পুরিয়াম।

(৫) ১০০। ১১৭।

চিকিৎসা। (১) ৩৭০, ৩৭১। (৩) ৩১৫। (৫) ১১৭, ১১৮।

banglabooks.in

প্রদর্শক লক্ষণ। (১) ৩৭০, ৩৭১
লক্ষণ। (৫) ১১৭।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ১১৭।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ১১৭।

ইউ(য়ু পেটরিয়াম্ পার্ফলিয়েটাম্।
(৫) ১০০। ১১৩।

চিকিৎসা। (৩) ১০৩, ৪০০। (৪) ৩৩৯, ৩৫০। (৫) ১১৫, ১১৬, ১১৮।
প্রদর্শক লক্ষণ। (৫) ১১৪।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ১১৩, ১১৪।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ১১৪।

ইউ(য়ু)ফর্ব্বিয়া করলেটা।
(৫) ৪২৫। ৪৩০।

চিকিৎসা। (৫) ৪৩০।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ৪৩০।

ইউ(য়ু ফর্ব্বিয়াম রেজিনিফেরা।
(৫) ৪২৫। ৪২৮।

চিকিৎসা। (৩) ৩২০। (৪) ৩১৪। (৫) ১৬২, ৪২৯, ৪৩০।
লক্ষণ। (৫) ৪২৮, ৪২৯।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ৪২৮।

ইউ(য়ু)ফ্রেসিয়া অফিসিন্যালিস।
(৫) ২৪৫।

চিকিৎসা। (১) ১৬৬। (৩) ১২৮। (৪) ৩৭৬, ৪১৪, ৪৪৩। (৫) ১৯৪, ১৯৫, ২৪৭—২৪৯।
লক্ষণ। (৫) ২৪৫—২৪৭।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ২৪৫।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ২৪৫।

ইউ(য়ু)ভা আসাই।

মূত্রযন্ত্ররোগ—মূত্রশিলাদি। (৩) ৩১৮।

ইকুইসিটাম হাইমেল।

মূত্রযন্ত্ররোগ—মূত্রপথের উদ্দীপনাদি। (৩) ৩১৫।

ইগ্নেসিয়া। (২) ৩১৬।

উপযোগী ধাতুআদি। (২) ৩১৮—৩২০।
চিকিৎসা। (২) ১৪৪, ১৪৭, ১৯৪, ১৯৫, ২৪৬, ৩০৫, ৩৩৪—৩৪৮। (৪) ৪৯, ১১২, ২০০, ২৪০, ২৪১, ২৭৪, ২৭৫, ৩৪৯, ৪৪০, ৪৪৫। (৫) ৩৫, ৪৬, ২৮১, ৩০৯, ৩৮৮, ৩৯৩, ৪০২, ৪৭৭, ৪৮৫, ৪৮৯, ৪৯০, ৫২৩, ৫২৪, ৫৫২।
প্রদর্শক লক্ষণ। (১) ২১। (২) ১৩২, ১৮৭, ২৪৬, ৩২৫—৩২৮। (৪) ১৯৯, ২২৮, ২২৯।
বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ। (২) ৩১৫—৩২৫। (৩) ২৪।
রোগকারণ। (২) ৩১৪।
সংজ্ঞাদি। (২) ৩১০—৩১২।
সাধারণ ক্রিয়া। (২) ৩১৪, ৩২৫।

ইণ্ডিগো।

চিকিৎসা। (২) ৩৪৮। (৫) ২১৫, ২৯৪, ৪০২।

ইথুসা সাইনেপিয়াম। (৫) ২১১।

চিকিৎসা। (২) ২৫২, ৩৮৮। (৩) ১৫৪, ২৯৪, ২৯৬। (৫) ২১২, ২১৩।
লক্ষণ। (৫) ২১২।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ২১১।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ২১১।

ইন্থাম্থি ক্রকেটা।
(৫) ২১১। ২১৩।

চিকিৎসা। (৩) ২১২। (৫) ২১৪, ২১৫।

banglabooks.in

ইপিক্যাকুয়ান্হা। (২) ৩৭৭।

উপযোগী ধাতুআদি। (২) ৩৭৯, ৩৮০।
চিকিৎসা। (১) ১১৪, ১৫০, ২৬৮। (২) ৭৮, ৮০, ৮১, ১৪৮, ১৫৫, ৩৮৮—৩৯৩। (৩) ৪০, ৪২, ৯৬-গ, ৯৭, ১৫৪, ১৭০, ১৭১, ১৭৪, ৩৭৩, ৪১২, ৪৫৮। (৪) ৯২, ৩০৩। (৫) ১১, ৪৬, ৩৯০, ৪০৯, ৪৯৪।
প্রদর্শক লক্ষণ। (২) ৩৮৭।
বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ। (২) ৩৮১—৩৮৬।
রোগকারণ। (২) ৩৭২।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (২) ৩৬৯—৩৭১।
সাধারণ ক্রিয়া॥ (২) ৩৮১।

ইপমিয়া নিল্।

মূত্রশূল। (৩) ৩১৮।

ইরিজিরণ। (৫) ১০০। ১১৩।

চিকিৎসা। (৫) ১১৩, ২৬১।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ১১৩।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ১১৩।

ইরিঞ্জিয়াম একোয়াটিকাম। (৫) ২১১। ২১৫।

চিকিৎসা। (৫) ২১৬।
লক্ষণ। (৫) ২১৬।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ২১৫, ২১৬।

ইলেটেরিয়াম।

চিকিৎসা। (২) ৩৯২। (৪) ১৪৮। (৫) ২৫১, ৩৮৯, ৪২৬, ৪২৭।

ইল্যাপ্‌স্ করেলিনাস্। (৫) ২৭২। ২৭৭।

চিকিৎসা। (৪) ৩১। (৫) ২৭৭।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ২৭৭।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ২৭৭।

ইস্কুলাস হাইপকাষ্টেনাম। (৫) ৫০১।

চিকিৎসা। (১) ১০৯। (২) ২০৭, ২৬১ (৪) ৪৪১। (৫) ৫০২।
লক্ষণ। (৫) ৫০১, ৫০২।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ৫০১।

একনাইটাম। (১) ১।

উপযোগী ধাতুআদি। (১) ৩, ৪।
চিকিৎসা। (১) ২২—৪৮, ৫৭, ৫৮, ৭৫, ৭৭, ১০৯ ১১ ১৩৬, ১৩৭, ১৫৮, ১৭১, ২৬৪, ২৬৫, ২৬৭, ৩২৬, ৩৪৮, ৩৫৪। (২) ৪৯, ৬৩, ৭৪, ১৫০, ১৫১, ১৫৭, ১৯৮, ২১৯, ২৬৪, ৩৬৯, ৩৭০, ৩৭৪। (৩) ২৮, ৩২, ৩৬, ৪৯, ৪৩, ১০৬, ১২৬, ১৯৪, ২৮৭, ৩২৬, ৩৩৮, ৪০৭, ৪৫৮। (৪) ৫৭, ৮২—৮৬, ৮৮, ৯০, ৯২, ১৪৪, ১৪৫, ১৪৬, ৩০৪, ৩১১ ৩৩৬, ৩৪১, ৩৯৪, ৪১৪, ৪৪৫। (৫ ১০, ১১, ২০, ৫৬, ৬৪, ৬৬, ১১০, ১২৬, ১৪২, ১৬৬, ১৬৭, ১৬৮, ২৩৮, ২৩৯, ২৪৮, ৩৯৩, ৪০২, ৪১৮, ৪৪৪, ৪৫০, ৫১৭, ৫১৮, ৫১৯, ৫৪৮, ৫৫২।
প্রদর্শক লক্ষণ। (১) ১৬—২২, (২) ৪০, ৪১, ৪২, ৪৫, ৩৩১, ৩৬৪, ৩৬৬। (৩) ১২৪, ১৪৯; ৪৩৫, ৪৫২। (৪) ১৩৯।
বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ। (১) ৪—১৬।
রোগ কারণ। (১) ৪।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (১) ১—৩।

banglabooks.in

একালিকা ইণ্ডিকা ।
(৫) ৪২৫ । ৪৩২ ।
প্রদর্শক লক্ষণ । (৫) ৪৩১ ।
সাধারণ ক্রিয়া লক্ষণ ও চিকিৎসা । (৫) ৪৩২ ।

একৃটিয়া রেসিমসা (সিমিসিফিউগা) । (৫) ১ ।
চিকিৎসা । (১) ১৪১, ১৪২, ১৫০ । (২) ১৪৮, ২৫৫, ২৬৪ । (৩) ২৮৮ । (৪) ১৭, ৮৭, ৩৯১ । (৫) ৫—১০, ১৩১, ২৪৪, ৩৫২, ৩৬২, ৩৮৪ ।
প্রদর্শক লক্ষণ । (৫) ৫ ।
লক্ষণ । (৫) ২—৫ ।
সংজ্ঞা ইত্যাদি । (৫) ১ ।
সাধারণ ক্রিয়া (৫) ২ ।

একৃটিয়া স্পাইকেটা ।
(৫) ১ । ১২ ।
চিকিৎসা । (১) ১৪৪ । (৩) ৭০, ৭১, ২৮৭ । (৫) ১২, ১৩ ।
লক্ষণ । (৫) ১২ ।
সংজ্ঞা ইত্যাদি । (৫) ১২ ।
সাধারণ ক্রিয়া । (৫) ১২ ।

এগারিকাস মাস্কেরিকাস ।
(৫) ৩৫৭ ।
চিকিৎসা । (১) ২৯৬, ৩৩২ । (২) ১৪৮, ১৫৫ । (৪) ২৭ । (৫) ৩৬১—৩৬৩, ৩৯৩ ।
প্রদর্শক লক্ষণ । (১) ৩৩২ । (২) ১৩৬ । (৪) ২১ ।
লক্ষণ । (৫) ৩৫৯, ৩৬০ ।
সংজ্ঞা ইত্যাদি । (৫) ৩৫৭ ।
সাধারণ ক্রিয়া । (৫) ৩৫৭, ৩৫৮

এগ্নাস ক্যাষ্টাস । (৫) ৪০৩ ।
চিকিৎসা । (১) ৩৪৬ । (২) ২১৭ । (৪) ৮৭ । (৫) ১৪৫, ৪০৩, ৪০৪ ।
লক্ষণ । (৫) ৪০৩ ।
সাধারণ ক্রিয়া । (৫) ৪০৩ ।

এঙ্গাষ্টিউরা ।
ধনুষ্টঙ্কার বা টিটেনাস । (৫) ১৬৬ ।

এট্রোপিয়া ।
চিকিৎসা । (১) ৫৯, ৯৫ । (৪) ৮৬ ।

এডনিস ভার্ণেলিস্ । (৫) ১ । ১৬ ।
চিকিৎসা । (৫) ১৬, ২০১ ।
লক্ষণ । (৫) ১৬ ।
সংজ্ঞা ইত্যাদি । ১৫ ।

এনাকার্ডিয়াম ওরিএণ্টাল ।
(১) ৩৮৩ ।
উপযোগী ধাতুআদি । (১) ৩৮৫—৩৮৭ ।
চিকিৎসা । (১) ১৮২, ১৮৩, ৩৮২, ৩৯৩—৪০০ । (২) ১৩৬, ২০৪ । (৪) ২৭, ১৬৫, ২২৯, ২৩৮, ৩৪৭, ৮১৬ । (৫) ৬৫, ১৪৫, ৪৮৯ ।
প্রদর্শক লক্ষণ । (১) ৩৯১—৩৯৩ । (২) ১৩৬, ১৯১ । (৪) ২২৯ ।
বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ । (১) ৩৮৭—৩৯১ ।
রোগকারণ । (১) ৩৮৭ ।
সংজ্ঞা ইত্যাদি । (১) ৩৮৩—৩৮৫ ।
সাধারণ ক্রিয়া । (১) ৩৮৭ ।

এনিসাম ষ্টিলেটাম ।
যক্ষ্মাকাশ বা থাইসিস্ । (৫) ৩১৬

banglabooks.in

এণ্টিমনিয়াম ক্রুডাম
(৩) ১৩৯ ।

উপযোগী ধাতু ইত্যাদি । (৩) ১৪১, ১৪২ ।
চিকিৎসা । (২) ২০৫, ৩৯০, ৩৯১ । (৩) ১৫০—১৫৬, ২৮৩, ২৮৪, ৪৫৯ । (৪) ৪১৫ । (৫) ২১, ২৭, ৫৯, ৯৭ ।
প্রদর্শক লক্ষণ । (১) ২৩০ । (২) ২৪৮, ৪০২, ৪০৩ । (৩) ২৫, ১৪৯, ১৫০ ।
বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ । (৩) ১৪৩—১৪৯ ।
রোগকারণ । (৩) ১৪২ ।
সংজ্ঞা ইত্যাদি । (৩) ১৩৯—১৪১ ।
সাধারণ ক্রিয়া । (৩) ১৪২, ১৪৩ ।

এণ্টিমনিয়াম টার্টারিকাম ।
(৩) ১৫৭ ।

উপযোগী ধাতু ইত্যাদি । (৩) ১৫৯, ১৬০ ।
চিকিৎসা । (১) ১১০, ১৩০, ১৪০, ১৪১, ১৫০, ১৭২, ৩৮০, ৩৮১ । (২) ৩৮৮, ৩৯০ । (৩) ১৫৬, ১৬৯—১৭৭, ৩৭১, ৩৭২ । (৪) ৩৩৬ । (৫) ৪৭, ৮৯, ৯৮, ১৭৬, ৫৪৫ ।
প্রদর্শক লক্ষণ । (২) ৩৮৭ । (২) ১৬৭—১৬৯ ।
বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ । (৩) ১৬১—১৬৭ ।
রোগকারণ । (৩) ১৬০ ।
সংজ্ঞা ইত্যাদি । (৩) ১৫৭—১৫৯ ।
সাধারণ ক্রিয়া । (৩) ১৬০, ১৬১ ।

এস্থ্রাসিনাম । (৫) ৩১৯ । ৩২৩ ।

চিকিৎসা । (২) ৮৯, ৯১ । (৪) ১২৩ । (৫) ৩২৪, ৩২৫, ৩৮১ ।
সংজ্ঞা ইত্যাদি । (৫) ৩২৩ ।
সাধারণ ক্রিয়া । (৫) ৩২৩, ৩২৪ ।

এপমর্ফিয়া ।
আর্ণব বমন (Sea-sickness).

(৫) ৩১৫

প্রদর্শক লক্ষণ । (২) ৩৮৭ ।

এপসাইনাম কেনাবিনাম ।
(৫) ৪৫১ ।

চিকিৎসা । (২) ৮৬ । (৪) ৩০৪, ৩৫৮ । (৫) ২০২, ৪৫২, ৪৫৩ ।
প্রদর্শক লক্ষণ । ৪৫২ ।
লক্ষণ । (৫) ৪৫১, ৪৫২ ।
সাধারণ ক্রিয়া । (৫) ৪৫১ ।

এপিস্ মেলিফিকা ।
(৪) ২৮১ ।

উপযোগী ধাতু আদি । (৪) ২৮৩, ২৮৪ ।
চিকিৎসা । (১) ২৫, ২৮, ২৯, ৮৩, ৮৫, ৯৮, ১০৭, ১২৫, ১৩৭, ১৩৯, ২৪৭ । (২) ৮৬, ২৫২ । (৩) ৩৬, ২৮৯, ৩০৮, ৩১৩, ৩৭০, ৩৮০ । (৪) ৩৯, ৫২, ৫৩, ৫৪, ৫৯, ২৫০, ২৯৭—৩১৪, ৩৩৯, ৩৫৪, ৩৫৬, ৩৫৭, ৩৯৪, ৪১৯ । (৫) ২০. ৯৫, ১১৬, ১৩৩, ১৪৩, ৩২৮, ৪৩৪, ৪৫৩, ৫২৪ ।
প্রদর্শক লক্ষণ । (২) ১৮৭, ১৯১, ৪০৩ । (৩) ১৬৯ । (৪) ২০, ৭৭, ২৯৫—২৯৭ ।
বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ । (৪) ২৮৫—২৯৫
রোগকারণ । (৪) ২৮৪, ২৮৫ ।
সংজ্ঞা ইত্যাদি । (৪) ২৮১—২৮৩ ।
সাধারণ ক্রিয়া । (৪) ২৮৫ ।

banglabooks.in

এবিস্ ক্যানাডেন্সিস্। (৫) ২৫৫।

চিকিৎসা। (৫) ২৫৫, ২৯১।
লক্ষণ। (৫) ২৫৫।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ২৫৫।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ২৫৫।

এবিস্ নাইগ্রা। (৫) ২৫৫। ২৫৬।

চিকিৎসা। (২) ১৫৮, ২০৫। (৩) ৯৬। (৫) ২৫৭।
প্রদর্শক লক্ষণ। (৫) ২৫৬।
লক্ষণ। (৫) ২৫৬।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ২৫৬।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ২৫৬।

এব্রটেনাম্ (৫) ১০০। ১০১।

চিকিৎসা। (৫) ১০২—১০৪, ১৭৮, ৪৮৩।
প্রদর্শক লক্ষণ। (২) ২৪৪, ২৪৫।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ১০১।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ১০১, ১০২।

এব্সিন্থিয়াম্ (৫) ১০০। ১০৪।

চিকিৎসা। (৫) ১০৫, ২১৫।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ১০৪।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ১০৪, ১০৫।

এভিনা স্যাটিভা। (৫) ৪৫৬।

সাধারণ ক্রিয়া এবং চিকিৎসা। (৫) ৫৬।

এমনিয়াম কষ্টিকাম। (৫) ৮৩।৯৭।

চিকিৎসা। (৫) ৮৮, ৯৭, ৯৮।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ৯৭।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ৯৭।

এমনিয়াম কার্ব্বনিকাম (৫) ৮৩। ৮৪।

চিকিৎসা। (২) ২০৭। (৩) ৪১০, ৫০৭। (৪) ৪৬৯। (৫) ৮৭—৯০, ৯৪, ৯৫।
প্রদর্শক লক্ষণ। (৫) ৮৬, ৮৭।
লক্ষণ। (৫) ৮৫, ৮৬।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ৮৪।

এমনিয়াম গামাই।

চক্ষুরোগ। (২) ২৫৮, ৪০৭।

এমনিয়াম ফসফরিকাম।

চিকিৎসা। (৫) ২৯, ৯৮।

এমনিয়াম বেঞ্জোইকাম।

মূত্র ও মূত্রযন্ত্র রোগ। (৪) ৫২।

এমনিয়াম ব্রোমেটাম। (৫) ৮৩। ৯৮।

চিকিৎসা। (৫) ৯৯।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ৯৮, ৯৯।

এমনিয়াম মিউরিয়েটিকাম। (৫) ৮৩। ৯০।

চিকিৎসা। (১) ১৩৪। (২) ২৬১। (৩) ২৪৮, ৩৭৬, ৪৪১। (৫) ৮৯, ৯৩—৯৭, ১০৪।
প্রদর্শক লক্ষণ। (১) ২৪৯। (৫) ৯১।
লক্ষণ। (৫) ৯০—৯৩
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ৯০।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ৯০।

এমিল নাইট্রাস।

চিকিৎসা। (১) ৯৬। (৪) ৫৭। (৫) ৪৭৮

এম্ব্রা গ্রিসিয়া (৫) ৩১৯।

চিকিৎসা। (২) ৩৪৫। (৩) ৩৭৮। (৪) ৮০, ২০৬। (৫) ৮৭, ২২৬, ৩২১—৩২৩।

banglabooks.in

প্রদর্শক লক্ষণ । (৫) ৭৮ ।
লক্ষণ । (৫) ৩২০, ৩২১ ।
সংজ্ঞা ইত্যাদি । (৫) ৩১৯ ।
সাধারণ ক্রিয়া । (৫) ৩১৯, ৩২০ ।

এরানিয়া ডায়াডেমা ।
(৫) ৩০৮ । ৩১৬ ।

চিকিৎসা । (৩) ১০৪ । (৪) ৩৪৫ । (৫) ৩১৮ ।
প্রদর্শক লক্ষণ । (২) ৪৪ । (৫) ৩১৭ ।
লক্ষণ । ৩১৭ ।
সংজ্ঞা ইত্যাদি । (৫) ৩১৬ ।
সাধারণ ক্রিয়া । (৫) ৩১৬, ৬১৭ ।

এরাম ট্রিফিলাম ।
(৫) ৪৬৭ ।

চিকিৎসা । (৩) ১৫১, ৩০৯ । (৪) ১৬৮, ৩১৬, ৬১৫ । (৫) ১৯, ১৯৫, ২৪৯, ৭৬৮, ৪৬৯, ৫৫৭ ।
প্রদর্শক লক্ষণ । (৫) ৪৬৮ ।
লক্ষণ । (২) ৪৬৭, ৪৬৮ ।
সংজ্ঞা ইত্যাদি । (৫) ৪৬৭ ।
সাধারণ ক্রিয়া । (৫) ৪৬৭ ।

এরালিয়া রেসিমসা ।
শ্বাসযন্ত্ররোগ । (৩) ৩৭২ ।

এইরিজিরণ ।
চিকিৎসা । (৩) ৯৭, ৩১৭ ।

এলান্থাস গ্ল্যাণ্ডুলোসা ।
(৫) ৪৭০ ।

চিকিৎসা । (৪) ৩৫৫, ৩৫৬ । (৫) ৪৭০, ৪৭১ ।
প্রদর্শক লক্ষণ । (৩) ১৪৯ ।
লক্ষণ । (৫) ৪৭০ ।
সাধারণ ক্রিয়া । (৫) ৪৭০ ।

এলাম ।
চিকিৎসা । (৩) ২৪, ২৬১ ।

এলিয়াম সেপা ।
(৫) ১৯২ ।

চিকিৎসা । (১) ১১০, ১১২ । (২) ৫৪ । (৪) ২৪২ । (৫) ৯৭, ১৯৪, ১৯৫, ২৪৮, ২৪৯, ৩৫০ ।
লক্ষণ । (৫) ১৯৩, ১৯৪ ।
সংজ্ঞা ইত্যাদি । (৫) ১৯২ ।
সাধারণ ক্রিয়া । (৫) ১৯২ ।

এলুমিনা । (৫) ৭৩ ।
চিকিৎসা । (১) ১৬৯ । (২) ৩০১ । ৪০৭ । (৩) ২১৬, ২৯০, ৩৭৩, ৩৭৫, ৪১০, ৪১৩, ৪৪০ । (৪) ২৭, ১৪২, ১৪৯, ২০১, ২৩৬, ৪১৫ । (৫) ৬, ৭৮, —৮২, ১৮৭
প্রদর্শক লক্ষণ । (৫) ৭৭, ৭৮ ।
লক্ষণ । (৪) ৭৪—৭৭ ।
সংজ্ঞা ইত্যাদি । (৫) ৭৩ ।
সাধারণ ক্রিয়া । (৭) ৭৩, ৭৪ ।

এলেষ্ট্রিস্ ফ্যারিনসা
স্ত্রীজননেন্দ্রিয় রোগ । (৫) ২৯১ ।

এলো । (৫) ১৯২ । ১৯৫ ।
চিকিৎসা । (৩) ৪২, ৬৬, ৪৪০ । (৪) ২০৩, ২৫০ । (৫) ১০৭, ১৯৮, ১৯৯, ৩৮৮ ।
প্রদর্শক লক্ষণ । (৩) ৩৭৬ ।
লক্ষণ । (৫) ১৯৬, ১৯৭ ।
সংজ্ঞা ইত্যাদি । (৫) ১৯৫ ।
সাধারণ ক্রিয়া । (৫) ১৯৬ ।

এসাফিটিডা । (৫) ২১১ । ২১৬ ।
চিকিৎসা । (২) ২১৭ । (৩) ২৪ । (৪)

banglabooks.in

১২২, ১৭১। (৫) ২১৯—২২২, ২৮১, ২৮৮।
লক্ষণ। (৫) ২১৭—২১৯।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ২১৬, ২১৭।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ২১৭।

এসেটিক এসিড।

প্রদর্শক লক্ষণ। (২) ২৪৪
শিশুক্ষয়রোগ। (৫) ১০৪।

এসেরাম।

অস্ত্র চিকিৎসাস্তিক চক্ষুবেদনা। (২) ১৪৪ (৫) ৩৯৩।

এস্পারেগাস্।

হৃৎপিণ্ডরোগ। (৪) ৩০৫।

ওপিয়াম। (৩) ৩৬।

উপযোগী ধাতু ইত্যাদি। (৩) ৩৪৮—৩৫০।
চিকিৎসা। (১) ৭২, ৭৪, ২৯৯, ৩০০, ৩০৫, ৩৩৩, ৩৩৪, ৩৩৮, ৩৫০, ৩৫৪। (২) ১৪২, ১৬০, ১৬১, ৩০০, ৩৩৭, ৩৩৯। (৩) ১২৬, ১৩৮, ২০৪, ২১৬, ৩৬৫—৩৮০—৪০৮।
(৪) ৫২, ৫৯, ৮৫, ১৪৩, ১৪৯, ৪৪৬। (৫) ৩৯, ৩৪৭, ৩৯০, ৫৩০।
প্রদর্শক লক্ষণ। (১) ২১, ২৯৪, ৩৩৩, ৩৩৪। (৩) ১৬৮, ১৬৯, ৩৬৪—৩৬৫।
বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ। (৩) ৩৫১—৩৬৩।
রোগ কারণ। (৩) ৩৫০।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৩) ৩৪৬—৩৪৮।
সাধারণ ক্রিয়া। (৩) ৩৫১।

ও(অ)নস্মডিয়ম।

শিরঃশূল। (৪) ৭৮

ওলিয়েণ্ডার। (৫) ৪৫১।৪৫৩।

চিকিৎসা। (৩) ৯৬গ। (৫) ৪৫৪, ৪৫৫।

ওসাইনাম।

পূয়ধাতু বা গণোরিয়া। (৩) ৩১৮।

ককুলাস্ ইণ্ডিকাস। (৫) ৪৮৬।

চিকিৎসা। (২) ১৬০, ১৯৩, ২১১, ২৫৫, ৩৩১, ৩৩৬, ৩৪০। (৩) ৩০, ১৯৫, ২১১। (৪) ৪৫, ৭৮, ২৩৪, ৫৩৪। (৫) ১৪৫, ২৮১, ৪৮৮—৪৯০।
প্রদর্শক লক্ষণ। (৩) ৬৪, ২১০।
লক্ষণ। (৫) ৪৮৬—৪৮৮
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ৪৮৬।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ৪৮৬।

ককুলাস ভিসিকুলোসা।

মুখ ও গল গহ্বরে রোগ। (৫) ১৭৬।

ককুলিয়ারিয়া আর্মো।

মূত্র ও মূত্রযন্ত্র রোগ। (৩) ৩১৮।

কন্ভ্যালেরিয়া মেজাস্। (৫) ১৯২। ২০০।

চিকিৎসা। (৫) ২০০—২০২।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ২০০।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ২০০।

কফিয়া ক্রুডা। (৫) ৫৫১।

প্রদর্শক লক্ষণ। (১) ১৯। (২) ১৩৩, ১৩৪, ৩৩৪।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ৫৫১।
সাধারণ ক্রিয়া, লক্ষণ ও চিকিৎসা। (১) ৩২, ৩৫৪। (২) ২১৫, ৩৩৪, ৩৭৪। (৪) ৪৪০। (৫) ২৭, ৩০২, ৫৫১, ৫৫২।

banglabooks.in

কর্ণাস ফ্লরিডা।

জ্বররোগ। (৩) ১০২।

কলফাইলাম। (৫) ৩। ৭। ৩৮২।

চিকিৎসা। (১) ১৪৪। (৩) ৭০, ৭১, ২৮৮। (৪) ৮৭। (৫) ১০, ১২, ১৪৫, ২৯১, ৩৮৩—৩৮৫, ৪২২।
লক্ষণ। (৫) ৩৮২, ৩৮৩।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ৩৮২।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ৩৮২।

কলসিন্থ। (৩) ১৭৮।

উপযোগী ধাতু ইত্যাদি। (৩) ১৮০।
চিকিৎসা। (১) ১০৭, ২৬৮। (২) ৩৬৮। (৩) ১৯০—১৯৬, ৩১০, ৩৪৫। (৪) ২৭৮, ৩৪৩, ৩৯৭। (৫) ২৭, ১০৭, ৩৪৫, ৩৫১, ৩৫২, ৩৮৮, ৪২৬, ৪৯২।
প্রদর্শক লক্ষণ। (৩) ১৮৮, ১৮৯।
বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ। (৩) ১৮১—১৮৮।
রোগ কারণ। (৩) ১৮১।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৩) ১৭৮—১৮০।
সাধারণ ক্রিয়া। (৩) ১৮১।

কলিন্সনিয়া।

চিকিৎসা। (২) ২৬১, ৩৪২। (৫) ১৯৯, ২০১।

কল্চিকাম। (৩) ৫৩।

উপযোগী ধাতু ইত্যাদি। (৩) ৫৫।
চিকিৎসা। (১) ১৪৪, ১৪৫। (২) ৬৮, ৭১, ৭৩, ৭৪, ২২০, ৩০৮। (৩) ৬৪—৭২, ৯৫, ৯৬ ক, ৩১০। (৪) ৪৭, ৪৮, ৫০, ৫১, ৫২, ১৪২, ২০৭, ৩৪৮। (৫) ৪১, ১২৫, ৪০১, ৪১৯, ৪২২, ৪২৩, ৪২৪, ৪৮৯।
প্রদর্শক লক্ষণ। (৩) ৬৩, ৬৪। (৪) ১৮০।
বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ। (৩) ৫৬—৬২।
রোগ কারণ। (৩) ৫৬।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৩) ৫৩—৫৫।
সাধারণ ক্রিয়া। (৩) ৫৬।

কষ্টিকাম (৩) ৩২১।

উপযোগী ধাতু ইত্যাদি। (৩) ৩২৩, ৩২৪।
চিকিৎসা। (১) ১১০, ১১২, ৩৫৪। (২) ১৪০, ২১৭, ২৫৯। (৩) ৩৫, ১৯৪, ২৮৯, ২১৯, ২১৫, ৩৩৫—৩৪৫, ৩৭৮। (৪) ৪৯, ৫৪, ১১৮, ২০৮, ২৪০, ৩৩২, ৩৩৪, ৩৩৪, ৩৩৭, ৩৩৯। (৫) ৯৫, ৯৭, ১৭৫, ২৪৮, ৩০৬, ৩৩৪।
প্রদর্শক লক্ষণ। (১) ২০। (২) ১৩৬, ১৩৭।
(৩) ৩৩৪, ৩৩৫। (৪) ২৭৩।
বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ। (৩) ৩২৫—৩৩৩।
রোগকারণ। (৩) ৩২৪।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৩) ৩২১,—৩২৩।
সাধারণ ক্রিয়া। (৩) ৩২৫।

কাণ্ডুরেঙ্গ।

কর্কট বা ক্যান্সার। (৫) ২২৬।

কার্ডাস্ মেরিয়ানাস্। (৫) ১০০।১০৫।

চিকিৎসা। (৫) ১০৬, ১০৭।
লক্ষণ। (৫) ১০৬।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ১০৫।
সাধারণ ক্রিয়া (৫) ১০৫, ১০৬।

কার্ব্ব এনিমেলিস্। (৫) ৫০৭।

চিকিৎসা (১) ২৪৯। (২) ১৯৩। (৩) ২৪। ৪১২। (৪) ৩৩৩। (৫) ৪৮, ৩০২, ৫০৮—৫১০।
লক্ষণ। (৫) ৫০৭—৫০৮।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ৫০৭।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ৫০৭।

banglabooks.in

কার্ব্ব ভেজিটেবিলিস। (৩) ৩৮১।

উপযোগী ধাতু ইত্যাদি। (৩) ৩৮৩—৩৮৫।
চিকিৎসা। (১) ৪৬, ১০০। (২) ৫৬, ৫৭, ৬৮, ৭২, ৭৩, ৭৪, ৭৮, ৭৯, ৮৯, ১৫৯, ২০৪। (৩) ৩৯, ৯৩, ৯৪, ৯৫, ৯৬-ক, ৩৯৮—৪১৪। (৪) ৪৫, ৪৬, ৪৭. ৫২, ৫৫, ৬০, ৬৩. ৬৪, ১২২, ২৫৭, ৩৫৩, ৩৫৬, ৪১৫। (৫) ৮৮, ৮৯, ৩৩৭, ৩৮৮, ৫০৯, ৫৫৪।
প্রদর্শক লক্ষণ। (২) ৯২। (৩) ২৩৬, ২৩৭, ৩৯৪—৩৯৮, ৪৩০। (৪) ১৮০, ২২৯, ৪৩৭।
বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ। (৩) ২০৪, ৩৮৫—৩৯৪।
রোগকারণ। (৩) ৩৮৫।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৩) ৩৮১—৩৮৩।
সাধারণ ক্রিয়া। (৩) ৩৮৫।

কার্ব্বন বাইসাল্‌ফাইড।

কর্ণরোগ। (৩) ৩৩৯।

কার্ব্বলিক এসিড।

চিকিৎসা। (৩) ৩১, ৩২০। (৪) ৩৯, ৫২ (৫) ৩২৫, ৫১০।
প্রদর্শক লক্ষণ। (১) ৩৯৩।

কিউবেবা।

মূত্র ও মূত্রযন্ত্ররোগ। (৩) ৩১৬।

কিউরেয়ার।

ত্বক্‌রোগ। (২) ৩১৫।

কুইলারিয়া।

নাসিকারোগ। (৪) ৮৩।

কুপ্রাম আর্সেনিকোসাম

চিকিৎসা। (৩) ২১৩, ২১৬, ২১৮।

কুপ্রাম এসেটিকাম।

পরিপাকযন্ত্রসংসৃষ্ট রোগ। (৩) ২১৮

কুপ্রাম মেটালিকাম। (৩) ১৯৭

উপযোগী ধাতু ইত্যাদি। (৩) ১৯৯, ২০
চিকিৎসা। (১) ৭৭, ৮২, ১৫০, ৩০৩। (২) ১৪৭, ৩৩৯, ৩৮৯। (৩) ১৭৫, ২১০,—২২০, ২৪১, ২৫৩, ৩৪১। (৪) ১৪২, ১৪৪। (৫) ৪৬, ২৩৪, ৫৪১, ৫৪২।
প্রদর্শক লক্ষণ। (৩) ২০৯, ২১০, ৩৪৫, ৪০০, ৪০১। (৪) ১৩৯, ১৪০।
বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ। (৩) ২০১—২০৯।
রোগকারণ। (৩) ২০০।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৩) ১৯৭—১৯৯।
সাধারণ ক্রিয়া। (৩) ২০০, ২০১।

কুপ্রাম সাল্‌ফেট।

বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ। (৩) ২০২।

কেঞ্চালাগুয়া।

জ্বররোগ। (৩) ১০৩।

ককা

চিকিৎসা। (৪) ২৩৮। (৫) ৪৪৮।

কোকাস ক্যাক্টাই। (৫) ৩০৩।

চিকিৎসা। (৩) ২৫৩। (৪) ৩৭৫। (৫) ৩০৪, ৩০৫, ৩৮০।
লক্ষণ। (৫) ৩০৩, ৩০৪।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ৩০৩।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ৩০৩।

banglabooks.in

কডিন।

অক্ষিপুটআনৰ্ত্তন। (৫) ৩৯৩।

কোনায়াম ম্যাকুলেটাম।

(৫) ২১১। ২২২।

চিকিৎসা। (২) ২১০, ২৬৪, ৩০৮। (৩) ১০৫, ৩১৬, ৩৭২, ৪৫৭। (৪) ২৮, ৮১, ২৮০, ২৫৩, ৩৪৭। (৫) ২২৬—২৩০, ৩৪৪।

প্রদর্শক লক্ষণ। (২) ২৪৭।

লক্ষণ। (৫) ২২২—২২৫।

সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ২২২।

সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ২২২।

কোপেবা।

পূয়মেহ বা গনোরিয়া। (৩) ৩১৬।

কোবাল্ট।

চিকিৎসা। (২) ১৪৮, ১৬২, ১৯৭।

কোব্রা।

কলেরা বা ওলাউঠা। (৩) ৪০৭।

কোরেলিয়াম রুব্রাম। (৫) ২৯৯।

চিকিৎসা। (৩) ২১৪। (৫) ২৮৪, ৩০০, ৩০১।

লক্ষণ। (৫) ২৯৯, ৩০০।

সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ২৯৯।

সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ২৯৯।

ক্যাক্টাস গ্র্যাণ্ডি। (৫) ৫৪৭।

প্রদর্শক লক্ষণ। (১) ৩৯৩। (৫) ৫৪৭।

লক্ষণ ও চিকিৎসা। (১) ৩৬। (৩) ১৩০. ২১৫, ২৪৮। (৫) ২১, ১৪৫, ৫৪৭, ৫৪৮।

সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ৫৪৭।

সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ৫৪৭।

ক্যাড্‌মিয়াম্।

চিকিৎসা। (৪) ৪৪। (৫) ২৭৪।

ক্যানাবিস ইণ্ডিকা (৫) ৪৪৬।

চিকিৎসা। (১) ৩৪। (২) ১৯৭। (৩) ৩২২। (৫) ৪৪৮, ৪৪৯, ৪৮৮।

লক্ষণ। (৫) ৪৪৭, ৪৪৮।

সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ৪৪৬।

সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ৪৪৬।

ক্যানাবিস্ স্যাটিভা।

(৫) ৪৪৬। ৪৪৯।

চিকিৎসা। (৩) ৩১৪, ৩১৫। (৪) ৪৪৭। (৫) ১৩৪, ৪৫০।

লক্ষণ। (৫) ৪৪৯, ৪৫০।

সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ৪৪৯।

সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ৪৪৯।

ক্যান্থারিস্। (৩) ২৯৩।

উপযোগী ধাতু ইত্যাদি। (৩) ২৯৫, ২৯৬।

চিকিৎসা। (১) ৩০৬, ৩২৬, ৩৪৭, ৩৪৯। (২) ৫৬, ২১৫, ২৬৪। (৩) ৬৭. ১৯৬, ৩০৪—৩২০। (৪) ১৪২, ৩০৭-০৮, ৩১৪, ৩৫৭। (৫) ১৩৯, ৪০৪।

প্রদর্শক লক্ষণ। (১) ৩০৩, ৩০৪।

বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ। (৩) ২৯৬—৩০৩।

রোগকারণ। (৩) ২৯৬।

সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৩) ২৯৩—২৯৫।

সাধারণ ক্রিয়া। (৩) ২৯৬।

ক্যাপ্‌সিকাম। (৫) ২৬২।

চিকিৎসা। (২) ৫২। (৩) ৯৪, ১০৩, ১০৩০৮, ৩১০, ৩১৬, ৩৭১।

banglabooks.in

(৪) ১১৬, ৪৬৪। (৫) ১৯৯, ২৬৫—২৬৬, ৫৪৬।
প্রদর্শক লক্ষণ। (৩) ৯১। (৫) ২৬৫।
লক্ষণ। (৫) ২৬৩—২৬৫।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ২৬২।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ২৬২, ২৬৩।

ক্যামোমিলা (২) ৩৪৯।

উপযোগী ধাতু ইত্যাদি। (২) ৩৫১—৩৫৩।
চিকিৎসা। (১) ৯৪, ১০৩, ১৬৬, ২৫৫। (২) ১৫৩, ১৫২, ১৫৬, ১৯৮, ২১৫, ২১৬, ৩৩৯, ৩৬৬—৩৭৬। (৩) ১৯০, ১৯৩, ১৯৫। (৪) ৩০৫। (৫) ১০, ২৭, ২৮, ৩৪৫, ৩৪৬, ৫৫২।
প্রদর্শক লক্ষণ। (১) ১৯। (২) ১২৯, ১৩১, ২৯৫, ৩৩১, ৩৬৩—৩৬৬, ৪০২, ৪০৩। (৩) ২৭, ৯০।
বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ। (২) ৩৫৩—৩৬৩।
রোগকারণ। (২) ৩৫৩।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (২) ৩৪৯—৩৫১।
সাধারণ ক্রিয়া। (২) ৩৫৩।

ক্যাম্ফরা। (৫) ৪৪১।

চিকিৎসা। (১) ৪৩, ৪৫। (২) ৫৯, ১৫৭। (৩) ২১৮, ৩১২। (৪) ৬১, ৯২, ১৪৪, ১৪৫। (৫) ১৯৫, ২৭১, ৩৩৭, ৪৪৩—৪৪৫, ৪৯৭।
প্রদর্শক লক্ষণ। (২) ৩৯৩। (৪) ১৩৯, ১৪০।
লক্ষণ। (৫) ৪৪২, ৪৪৩।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ৪৪১।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ৪৪১, ৪৪২।

ক্যালাডিয়াম।

চিকিৎসা। (২) ৪০৯। (৩) ৪৫। (৪) ৫৭, ৮৭। (৫) ২৮।

ক্যাকেলি আয়ডেটাম।

(৫) ১২০। ১২১।

চিকিৎসা। (৩) ৪, ১৭। (৪) ৩৩, ১৬৬, ১৭১, ৩১০। (৫) ৩০, ১২৪—১২৮।
প্রদর্শক লক্ষণ। (৫) ১২৪।
লক্ষণ। (৫) ১২১—১২৪।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ১২১।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ১২১।

ক্যাকেলি কার্ব্বনিকাম।

(৫) ১২০। ১২৮।

চিকিৎসা। (১) ১৩৮, ১৪৬, ৩৮১। (২) ৩০২, ৩৪৬। (৩) ৯৬, ১৭৪, ৩৪২, ৩৪৩, ৪০৩। (৪) ৫২, ১১৬, ১১৯, ৩৭৪। (৫) ১৩২—১৩৬, ১৪৭।
প্রদর্শক লক্ষণ। (১) ১২৮। (২) ২৪০। (৫) ১৩২।
লক্ষণ। (৫) ১২৯—১৩২।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ১২৮, ১২৯।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ১২৯।

ক্যাকেলি ক্লরিকাম।

(৫) ১২০। ১৩৬।

চিকিৎসা। (৫) ১৩৮, ১৩৯
লক্ষণ। (৫) ১৩৬—১৩৮।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ১৩৬।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ১৩৬।

ক্যাকেলি নাইট্রিকাম।

(৫) ১২০। ১৩৯।

চিকিৎসা। (৩) ৩১১। (৫) ১৪১, ১৪২।
লক্ষণ। (৫) ১৪০, ১৪১।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ১৩৯।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ১৩৯।

banglabooks.in

ক্যাকেলি পার্ম্মাঙ্গ্যানিকাম।

(৫) ১২০। ১৪২।

চিকিৎসা। (৪) ১৮৬। (৫) ১৪৩।

ক্যাকেলি ফস্‌ফরিকাম।

(৫) ১২০। ১৪৩।

চিকিৎসা। (২) ২৫৪। (৪) ৩৭৫।
(৫) ১৪৫, ১৪৬, ৫১৯।

লক্ষণ। (৫) ১৪৪।

সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ১৪৩।

সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ১৪৩, ১৪৪।

ক্যাকেলি ফেরোসাইয়ানিকাম।

(৫) ১২০। ১৪৬।

চিকিৎসা। (৫) ১৪৬, ১৪৭।

ক্যাকেলি বাইক্রমিকাম।

(৪) ৩৫৮।

উপযোগী ধাতু ইত্যাদি। (৫) ৩৫৮—৩৬০।

চিকিৎসা। (২) ৫৬, ৫৮, ১৫৯, ২১৯, ২২০, ২৫, ২৫৪, ৩০৮। (৩) ৪১, ৬৭, ১, ৭৫, ২, ৭৬, ৩, ৪। (৪) ২৯। ৩৭, ৪৭, ৭৮, ৩০২, ৩৭০—৩৭৮, ৪৬৪। (৫) ১২৫, ১২৮।

প্রদর্শক লক্ষণ। (২) ২৮৪, ২৮৬। (৪) ৩৬৯—৩৭০।

বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ। (৪) ৩৬১—৩৬৯।

সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৪) ৩৫৮।

সাধারণ ক্রিয়া। (৪) ৩৬০, ৩৬১।

ক্যাকেলি ব্রোমেটাম।

(৫) ১২০। ১৪৭।

চিকিৎসা। (৩) ৪৫৯। (৫) ১৫১—১৫৩।

প্রদর্শক লক্ষণ। (৫) ১৫০, ১৫১।

লক্ষণ। (৫) ১৪৮—১৫০

সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ১৪৭

সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ১৪৭, ১৪৮

ক্যাকেলি মিউরিয়েটিকাম।

(৫) ১২০। ১৫৩।

বিবরণ ও চিকিৎসা। (৩) ৩৩৬। (৫) ১৫৩, ৫১৮, ৫১৯

ক্যাকেলি সাল্‌ফরিকাম

(৫) ১২০। ১৫৪।

বিবরণ ও চিকিৎসা। (২) ২২০। (৫

ক্যালেণ্ডুলা।

চিকিৎসা। (৩) ১৩৪। (৪) ১২২, ৩৫৫
(৫) ৪২৪।

ক্যাল্কেরিয়া আইওডেটাম।

(৫, ১৮০। ১৯০।

চিকিৎসা। (৩) ২৮১। (৪) ১২২, ১৫১।
(৫) ৫৮, ১৭৭, ১৮৭, ১৯০, ৫০০।

ক্যাল্কেরিয়া আর্সেনিকোসাম।

বিশেষ ক্রিয়াদি। (২) ৮।

ক্যাল্কেরিয়া এসেটিকা।

(৫) ১৮০। ১৮৮।

সাধারণ ক্রিয়া ও চিকিৎসা। (৩)। ২৮৩।
(৫) ১৮৮।

ক্যাল্কেরিয়া কার্ব্বনিকা। (৩) ২৫৬।

উপযোগী ধাতু ইত্যাদি। (৩) ২৫৭—২৫৯।

চিকিৎসা। (১) ৭৪, ৮০, ৮৫, ১০০, ১০৪, ১১০, ১১২, ১১৫, ১১৮, ১৮৫, ২৩৯, ২৪৬, ২৬৩, ২৯৯। (২) ১৪৬, ১৬২,

banglabooks.in

২১৩, ২৬৫, ৩৭১, ৪০৯। (৩) ৩০, ৩২, ৩৫, ৪৪, ৪৭, ৪৮, ১৫১, ২৭২—২৯২, ৪৫৪, ৪৫৭। (৪) ১১৩, ১২০, ১২২, ১২৩, ১৬৭, ২৪৬, ২৪৭, ২৫০, ২৫৬, ৩৪২, ৩৪৮, ৪১৫, ৪১৯, ৪৬৪। (৫) ৬, ৫৯, ৭৮, ১৩৪, ১৭৬, ১৮৬, ১৮৭, ২৯৪, ৩১৬, ৩৪৭, ৩৮৯, ৫১৯।

প্রদর্শক লক্ষণ। (২) ১৩৭। (৩) ২৬৯—২৭২। (৪) ১০৯, ২২৬, ২২৭।

বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ। (৩) ২৬১—২৬৯।

রোগকারণ। (৩) ২৫৯।

সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৩) ২৫৬, ২৫৭।

সাধারণ ক্রিয়া। (৩) ২৫৯, ২৬০।

ক্যাল্কেরিয়া ফস্ফরিকা।

(৫) ১৮০।

চিকিৎসা। (৩) ৯, ১, ২৮১, ২, ২৩৮, ২, ২, ৪। (৪) ১৭১, ৩৭৭, ৪৪৫। (৫)

১৫, ৫৩০

প্রদর্শক লক্ষণ। (৩) ২৭০। (৫) ১৮৪, ১৮৫।

লক্ষণ। (৫) ১৮১—১৮৪।

সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ১৮০।

সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ১৮০, ১৮১

ক্যাল্কেরিয়া ফ্লুয়োরিকা।

(৫) ১৮০। ১৮৯।

চিকিৎসা। (৩) ২৯১। (৪) ১১৭, ৩৪৯ (৫) ৭১, ১৮৯, ১৯০।

সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ১৮৯।

ক্যাল্কেরিয়া সাল্ফুরিকা।

(৫) ১৮০। ১৯১।

চিকিৎসা। (৫) ১৯১।

সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ১৯১।

ক্যাল্কেরিয়া হাইপোফস্ফরিকা।

(৫) ১৮০। ১৯০।

পুয়শোথ বা এব্সেস। (৫) ১৯০।

ক্যাল্মিয়া ল্যাটিফোলিয়া।

(৫) ৪১৩। ৪১৬।

চিকিৎসা। (১) ৩৬। (২) ২১৫। (৩) ৭০, ৭১, ২। (৪) ৩৩৭, ৩৪১, ৩৪৮, ৩৯৪। (৫) ২৫২, ৪১৭—৪২০।

লক্ষণ। (৫) ৪১৬, ৪১৭।

সংজ্ঞাদি। (৫) ৪১৬।

সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ৪১৬।

ক্যাষ্টার ইকুই। (৫) ২৭৮। ২৮০।

চিকিৎসা। (৫) ২৮০।

ক্যাষ্টরিয়াম। (৫) ২৭৮।

চিকিৎসা। (৫) ২৭৯, ২৮২।

লক্ষণ। (৫) ২৭৮, ২৭৯।

সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ২৭৮।

ক্যাস্কারিয়া।

প্রদর্শক লক্ষণ। (১) ৩৭০, ৩৭১।

ক্রিয়োজোট। (৫) ৫৩৪।

চিকিৎসা। (১) ২৫৫। (২) ১৫৫। (৩) ২৮৩, ২৮৪। (৪) ৩৬, ৪৪২। (৫) ২৭, ৯৬, ২০৬. ২৪৮, ১৯৭, ২৯৮, ৪১৮, ৫২৪, ৫৩৫—৫৩৭।

banglabooks.in

প্রদর্শক লক্ষণ। (২) ৩৫৭।
লক্ষণ। (৫) ৫৩৪, ৫৩৫।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ৫৩৪।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ৫৩৪।

ক্রোকাস্ স্যাটিভাস্। (৫) ৩৯১

চিকিৎসা। (২) ৩৩৭, ৩৩৮। (৪) ৪১৫। (৫) ২৬১, ২৮৭, ৩৯২—৩৯৪।
লক্ষণ। (৫) ৩৯১, ৩৯২।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ৩৯১।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ৩৯১।

ক্রোটন টিগ্লিয়াম্। (৫) ৪২৫।

চিকিৎসা। (৪) ১৪৮, ৩৫৭। (৫) ২৫১,

লক্ষণ। (৫) ৪২৫, ৪২৬।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ৪২৫।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ৪২৫।

ক্রোটেলাস্ হরিডাস্। (৫) ২৭২।

চিকিৎসা। (২) ৮৯। (৪) ২৭, ২৮, ৩৯, ৫২, ৬২। (৫) ২৭৩—২৭৫, ২৭৭, ৩২৫।
লক্ষণ। (৫) ২৭৩।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ২৭২।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ২৭২।

ক্র্যাটিগাস অক্সিরিয়াক্যান্থা।

হৃৎপিণ্ডরোগ। (৫) ২০২।

ক্লিমেটিস্ ইরেক্টা। (৫) ১। ১৩।

চিকিৎসা। (৩) ৩১৬। (৫) ১৪—১৬, ২২৭।
লক্ষণ। (৫) ১৩, ১৪।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ১৩।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ১৩।

ক্লোরিণ। (৫) ৪২। ৪৯।

চিকিৎসা ও বিবরণ। (৪) ৩০২। (৫) ৮৬, ৪৯, ৪৩৪।

গল্‌থেরিয়া।

বক্ষশূল। (৩) ১২৭। (৫) ১৯।

গুয়েইয়াকাম। (৫) ৪৭৮

চিকিৎসা। (৩) ১৯৬, ৩৫৯। (৪) ৩১৯। (৫) ৮, ৩০৬, ৩৫২, ৪৮০—৪৮১।
লক্ষণ। (৫) ৪৭৯, ৪৮০।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ৪৭৯।

গ্যাম্বোজিয়া।

উদরাময়। (৫) ৪২৭।

গ্রিণ্ডেলিয়া রোবাষ্টা

হৃৎপিণ্ড রোগ। (৪) ৮৪।

গ্র্যাটিয়োলা (৫) ২৪৫। ২৪৯।

চিকিৎসা। (৫) ২৫০, ২৫১, ৪২৭
লক্ষণ। (৫) ২৫০।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ২৪৯।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ২৪৯, ২৫০।

গ্র্যাফাইটিস্ (৪) ৩৯৯।

উপযোগী ধাতু ইত্যাদি। (৪) ৪ —৪০২।
চিকিৎসা। (১) ১০৭, ৩৮২, ৩৯৭। (২) ১৩৮, ১৯২, ২০৯, ২১০। ৩০২, ৩০৩, ৩০৫। (৩) ২৮, ৩, ৩, ৪, ৪, ৪। (৪) ৩৩, ৫৮, ১১৮, ১২৩, ৩৭৬, ৪১৩, —৪২০। (৫) ৯৭, ৪৬৯, ৪৯৮, ৪৯৯, ৫৫৭।
প্রদর্শক লক্ষণ। (২) ১৩৫, ২৩৯, ২৪০। (৩) ৪৪৯, ৪৫০। (৪) ১১১, ৪১১—৪১৩।

banglabooks.in

বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ। (৪) ৪০২—৪১১।
রোগকারণ। (৪) ৪০২।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৪) ৩৯৯, ৪০০।
সাধারণ ক্রিয়া। (৪) ৪০২।

গ্রনইন্‌।

চিকিৎসা। (১) ৩১, ৭০। (২) ২৫৩, ৩৩৯। (৩) ১২৬, ২৮৭। (৪) ৫৭, ৭৯, ৩০০, ৩৯৫, ৪৬৩। (৫) ৪০০, ৮৭৮।
প্রদর্শক লক্ষণ। (৩) ১৪৯।

চাইনিনাম আর্সেনিকোসাম।

চিকিৎসা। (৩) ১০৬। (৫) ২৩৪।

চাইনিনাম সাল্‌ফুরিকাম (কুইনাইন)।

চিকিৎসা। (২) ৫১, ৫২, ৭৬—৮০। (৩) ৭৮, ৯৩, ১০০—১০৪। (৪) ২৩৬, ২৩৭ (৫) ৫৩০।
প্রদর্শক লক্ষণ। (২) ৪৮।

চিমাফিলা। (৫) ৪১৩। ৪১৫

চিকিৎসা। (৩) ৩১৭। (৫) ৪১৫, ৪১৬।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ৪১৫।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ৪১৫।

চেনপোডিয়াম।

কর্ণরোগ। (৩) ৩৩৯।
প্রদর্শক লক্ষণ। (১) ৩৬৮।

চেলিডনিয়াম। (১) ৩৫৬।

উপযোগী ধাতু আদি। (১) ৩৫৮—৩৬০।
চিকিৎসা। (১) ১৪১, ১৪৬, ২৬৯, ২৭০, ৩৭৪—৩৮২, ৩৯৭। (৩) ১০৫, ২১৪, ২৪৯। (৫) ৩০১।
প্রদর্শক লক্ষণ। (১) ২৩১, ৩৬৭—৩৭৪। (২) ১৯১।

বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ। (১) ৩৬১—৩৬৭
রোগকারণ। (১) ৩৬০।
সংজ্ঞাদি। (১) ৩৫৬, ৩৫৭।
সাধারণ ক্রিয়া। (১) ৩৬০, ৩৬১।

জিঙ্কাম। (৫) ৫২৬।

চিকিৎসা। (১) ৮২, ১০৭, ১৫০, ৩০৩, ৩০৪। (২) ১৯৭, ৩০৮। (৩) ২৪১, ২৫৩। (৪) ৫৮, ২০১, ২৩৭, ২৮০, ৩০০। (৫) ১০৩, ১৮৫, ২২৬, ২২৭, ৫২৯—৫৩৩, ৫৩৫।
প্রদর্শক লক্ষণ। (৪) ১৮১। (৫) ৫২৯।
লক্ষণ। (৫) ৩২৬-৩২৮।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ৫২৬।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ৫২৬।

জিঙ্কাম পাইক্রেটাম্‌

স্নায়ুশূল। (৫) ৫৩১।

জিঙ্কাম ফস্‌ফাইড।

স্নায়ুশূল। (৫) ৫৩১।

জিঙ্কাম ভ্যালেরিয়ানাস্‌।

চিকিৎসা। (৫) ৩১১, ৫৩০।

জিঙ্কাম সাল্‌ফুরিকাম।

চিকিৎসা। (৩) ৩১১।
প্রদর্শক লক্ষণ। (১) ৩৮৭

জিজিয়া।

তাণ্ডব রোগ বা কোরিয়া। (৫) ৩০৯—৩১০

জিঞ্জিবেরিস্‌।

মূত্রাঘাত (Suppression of urine)। (৩) ৩৭৮।

জেল্‌সিমিয়াম্‌। (৪) ৬৫।

উপযোগী ধাতুআদি। (৪) ৬৬, ৬৭

banglabooks.in

চিকিৎসা। (১) ২৫, ২৮, ২৯, ১১১, ২৪২, ৩৫৪। (২) ২১০, ২৫৩, ৩০১, ৩৩৬, ৩৬৮। (৩) ৩১, ৪৪, ১৭০, ২৮৭, ৪০০। (৪) ২৩, ৬০, ৭৭—৯২, ১১২, ১৪৩, ৩৩৩, ৩৩৭, ৩৯৩, ৪৪৬। (৫) ৩৯৬, ৪০০, ৪৭৫।
প্রদর্শক লক্ষণ। (২) ৪৮। (৩) ১৪৯ (৪) ৭৫—৭৭।
বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ। (৪) ৬৮—৭৮।
রোগকারণ। (৪) ৬৭।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৪) ৬৫, ৬৬।
সাধারণ ক্রিয়া। (৪) ৬৮।

জ্যাট্রফা।

পরিপাক-যন্ত্র-সংসৃষ্ট রোগ। (৪) ১৪৪, ১৪৫, ১৪৭। (৫) ৪২৭।

জ্যান্থক্সাইলাম্। (৫) ৪০৫। **৪০৯।**

চিকিৎসা। (৫) ৪১০, ৪১১, ৪৯০।
লক্ষণ। (৫) ৪১০।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ৪০৯।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ৪০৯, ৪১০।

জ্যাবরেণ্ডাই। (৫) ৪০৫। **৪১১।**

চিকিৎসা। (২) ৩০২। (৫) ৪১১।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ৪১১।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ৪১১।

টুক্রিয়াম্।

চিকিৎসা। (২) ৪০৯। (৩) ২৯০। (৪) ২৫৬

টিটেনিয়াম্।

অৰ্দ্ধ দৃষ্টি। (২) ২৫৮। (৪) ৪৬৩।

টিলিয়া ট্রিফলিয়েটা। (৫) ৪০৫। **৪০৭।**

চিকিৎসা। (৫) ৩৫৬, ৪০৯।

টুবাকুর্লিনাম—ব্যাসিলিনাম। (৫) ৩১৯। **৩২৫।**

চিকিৎসা। (১) ১৮০। (৩) ৩২, ২৮১ (৪) ২৪৫। (৫) ১০৪, ৩২৮, ৩২৯।
প্রদর্শক লক্ষণ। (১) ১৬১।
বিবরণ। (৫) ৩২৫।
লক্ষণ। (৫) ৩২৭, ৩২৮।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ৩২৬, ৩২৭।

টুসিলেগো।

পূয়মেহ বা গণোরিয়া। (৫) ৪০৪।

টেবেকাম্। (৫) ২৬২। **২৬৭।**

চিকিৎসা। (৩) ২১৫। (৫) ২৭০ ২৭১।
তাম্রকূট-কুফল-প্রতিষেধক। (৫) ২৬৭।
প্রদর্শক লক্ষণ। (৩) ১৬৮। (৫) ২৭০।
লক্ষণ। (৫) ২৬৮—২৭০।
সংজ্ঞা ইত্যাদি (৫) ২৬৭।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ২৬৮।

টেরাপাইনি।

গৃধ্রসী বা সাইয়াটিকা। (৩) ১৯৩।

টেরিবিন্থিনা। (৫) **৫৫৫।**

প্রদর্শক লক্ষণ। (৫) ৫৫৫।
সাধারণ ক্রিয়া, লক্ষণ ও চিকিৎসা। (৩) ১৯৩, ২৯৫, ৩৭৭, ৪৫৯। (৪) ৫২, ৫৩, ১৮৫, ৩৩৯, ৩৪৩। (৫) ৪০, ৫৫৫।

টেলুরিয়াম্।

চিকিৎসা। (১) ৯৪। (২) ৩১৫।

ট্যারাক্সেকাম্। (৫) ১০০। **১১৮।**

চিকিৎসা। (৪) ৩৫৪। (৫) ১১৯।
প্রদর্শক লক্ষণ। (২) ২৫১।

banglabooks.in

লক্ষণ। (৫) ১১৯।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ১৮৮।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ১১৯।

ট্যারেণ্টুলা। (৫) ৩০৮।

চিকিৎসা। (২) ৩৪৩। (৪) ৬৩, ১২৩।
(৫) ১৩৩, ৩০৯—৩১১, ৩১৫, ৩২৫, ৩৬১, ৩৯৩, ৪৮৫, ৫২৫।
প্রদর্শক লক্ষণ। (৪) ২২৮।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ৩০৮।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ৩০৮, ৩০৯।

ট্রাইফলিয়াম প্র্যাটেন্স্।

পার্শ্ববেদনা (Plurodynia.)। (৩) ১২৭।

ট্রিলিয়াম। (৫) ৫৪৩।

লক্ষণ এবং চিকিৎসা। (৩) ৯৭, ২৮৭। (৫) ২৬১, ৫৪৩, ৫৪৪।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ৫৪৩।

ডরিফোরা। (৫) ৩০৩। ৩০৭।

চিকিৎসা। (৩) ৩১৬। (৫) ৩০৭।

ডলিকস্। (৫) ২৩৮।

চিকিৎসা। (৪) ৩৫৭। (৫) ২৩৮, ২৩৯।
প্রদর্শক লক্ষণ। (১) ৩৯২।
লক্ষণ। (৫) ২৩৮।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ২৩৮।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ২৩৮।

ডাইওস্করিয়া। (৫) ৪৯১।

চিকিৎসা। (৩) ৪১, ৪৪, ১৯৪। (৪) ৮৬, ৪৪৫। (৫) ৪৯২।
লক্ষণ। (৫) ৪৯১, ৪৯২।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ৪৯১।

ডল্‌কামারা। (৩) ৪৪২।

উপযোগী ধাতু ইত্যাদি। (৩) ৪৪৩—৪৪৪।
চিকিৎসা। (২) ২১২, ৩৬৯। (৩) ৩৩৮। ৪০১, ৪৫২—৪৫৯। (৪) ৩০, ৮৯, ৩৩৪। (৫) ৪২০।
প্রদর্শক লক্ষণ। (১) ২০, ২১। (৩) ৪৫১,—৪৫২।
বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ। (৩) ৪৪৫—৪৫১।
রোগকারণ। (৩) ৪৪৪, ৪৪৫।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৩) ৪৪২, ৪৪৩।
সাধারণ ক্রিয়া। (৩) ৪৪৫।

ডিক্টেমাস।

শ্বেতপ্রদর। (৫) ৩৭৫।

ডিজিট্যালিস্। (৪) ৩৭৯।

উপযোগী ধাতু ইত্যাদি। (৪) ৩৮০, ৩৮১।
চিকিৎসা। (২) ৩০৬। (৩) ২৫৩, ৩১৮। (৪) ৫২, ৫৩, ৮৪, ৮৬, ২৭৮, ৩৯১—৩৯৮। (৫) ৪১৮।
প্রদর্শক লক্ষণ। (২) ৩৮৭। (৪) ৩৮৯, ৩৯০।
বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ। (৪) ৩৮২—৩৮৮।
রোগকারণ। (৪) ৩৮১।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৪) ৩৭৯, ৩৮০।
সাধারণ ক্রিয়া। (৪) ৩৮১, ৩৮২।

ডিফেনবেকিয়া।

ডিফ্‌থিরিয়া। (৩) ৩০৯।

ড্রসিরা। (৫) ৫০৩।

চিকিৎসা। (২) ২০২। (৩) ১৭৭, ২১৩, ২১৫, ৩৪২। (৪) ২৫৮। (৫) ১০৮, ১১৫, ২৮৪, ৪৩৪, ৫০৪।
লক্ষণ। (৫) ৫০৩, ৫০৪।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ৫০৩।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ৫০৩।

থিরিডিয়ন্। (৫) ৩০৮। ৩১৩।

চিকিৎসা। (২) ২৯৮, ২৯৯। (৪) ৩৩৩। (৫) ২৪২, ৩১০, ৩১৪—৩১৬।

banglabooks.in

লক্ষণ। (৫) ৩১৩, ৩১৪।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ৩১৩।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ৩১৩।

থুজা (৪) ২৫৯।

উপযোগী ধাতু আদি। (৪) ২৬১—২৬৩।
চিকিৎসা। (১) ১০৭, ৩০৪। (২) ২২১, ৩০৩, ৩৪৪। (৩) ৪৬, ৩১৭, ৪৪০। (৪) ৩৬, ১২১, ১৬৯, ২৭৪—২৮০, ৩৩৯, ৩৭৮, ৪৪০। (৫) ৫৯, ১২৭, ১৬২, ১৯৮, ৩৪০, ৩৯৪, ৫০০, ৫৫২।
প্রদর্শক লক্ষণ। (১) ২৯৩। (৪) ১১১, ২৭৩, ২৭৪।
বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ। (৪) ২৬৪—২৭৩।
রোগকারণ। (৪) ২৬৩।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৪) ২৫৯—২৬০।
সাধারণ ক্রিয়া। (৪) ২৬১, ২৬৪।

থ্লাস্পিবার্সা প্যাষ্টরিস।

।ায়ু রক্তস্রাব। (৫) ৩৬৬।

নাইট্রিকাম এসিডাম। (৪) ১৫০।

উপযোগী ধাতু আদি। (৪) ১৫৩—১৫৪
চিকিৎসা। (১) ১৬৯, ২২৬, ২৫৩, ২৫৪ (২) ৩৪৬। (৩) ৪৬, ২৭৬, ২৭৮, ৪১০। (৪) ২৯, ৩৫, ৩৬, ৪৯, ৫৬, ১২৩, ১৬৫—১৭১, ১৮৫, ২৮০, ৩০ ৪১৭, ৪৪৬, ৪৬৪। (৫) ৫৯, ৮ ১২৭, ১৩৪, ২৬৬।
প্রদর্শক লক্ষণ। (১) ১৯২। (২) ২৪৮, ২৪৯ (৪) ১৬৩—১৬৫, ১৮২, ৪৬১।
বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ। (৪) ১৫৫—১৬৩।
রোগ কারণ। (৪) ১৫৪।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৪) ১৫০—১৫২।
সাধারণ ক্রিয়া। (৪) ১৫৪।

নাইট্র-মিউ এসিড।

চিকিৎসা। (৪) ১৮৩।

নাক্স ভমিকা। (২) ৯৫।

উপযোগী ধাতু আদি। (২) ১০১—১০৪।
চিকিৎসা। (১) ৪৮, ১৩০, ১৩২, ১৩৯, ১৪৫—১৪৮, ১৮৩, ২৫২, ২৬৮, ৩৫৪, ৩৯৮, ৩৯৯। (২) ৫০, ৯২, ১৩৯—১৬৩, ১৯৬, ২০৫, ২০৮, ২৫১, ২৬০, ২৯৭, ২৯৯, ৩০০—৩১১, ৩৪৫, ৩৪৭, ৩৭০, ৩৭২। (৩) ৩৯, ৪০, ৪৩, ৪৪, ৪৬, ৬৫, ৭০, ৯৬-৭,
১৯১, ১৯৩, ১৯৬, ২১৩, ২১৫, ২১৬, ২৪১, ২৪৬, ২৫০, ২৯০, ৩৩৭, ৩৭৩, ৩৭৭, ৩৭৮, ৩৯৯, ৪০২, ৪০৯, ৪১০। (৪) ৮১, ১১৩, ১৬৯, ২০৫, ২৩৫, ২৩৬, ২৩৭, ২৭২, ৩০৫, ৩৩৯, ৩৭৫, ৪১৬, ৪৪৫। (৫) ১১, ৭৮, ৮০, ১২৭, ১৮৭, ২২৭, ২৮৭, ২৯৪, ৩৪৬, ৪০৯, ৪৭৭, ৪৮২, ৪৯০, ৫০২, ৫১৯, ৫৩৬, ৫৪৫।
প্রদর্শক লক্ষণ। (১) ১৩০। (২) ১২৯—১৩৯, ১৮৫, ১৮৬, ১৮৯, ২৪৭, ৩৩০, ৩৩১, ৩৬৪। (৩) ১৪৯, ২১০, ২৩৮। (৪) ২২৮, ৪৬১।
বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ। (২) ১০৬—১২৯।
রোগকারণ। (২) ১০৪।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (২) ৯৫—১০
সাধারণ ক্রিয়া। (২) ১০৪—১০৬।

নাক্স মস্কেটা। (৫) ৫৫৩।

চিকিৎসা। (২) ১৫৮। (৩) ৪০০, ৪০৩, ৪৪০। (৫) ২৮১, ৪৭৭, ৫৫৪।
প্রদর্শক লক্ষণ। (২) ১৮৮, ১৯১, ২৪৬, ৩৩৩। (৫) ৫৫৩।

banglabooks.in

লক্ষণ। (৫) ৫৫৩, ৫৫৪।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ৫৫৩।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ৫৫৩।

নাকার লুটিয়া।

শুক্রমেহ বা স্পার্ম্মাটোরিয়া। (৫) ৪০৪।

নিকোটিনাম।

ধনুষ্টঙ্কার বা টিটেনাস। (৫) ২৭০।

নেট্রাম্ আর্সেনিকোসাম।

চিকিৎসা। (৪) ১৮৬। (৫) ৪৯৮।

নেট্রাম্ কার্ব্বনিকাম্।

চিকিৎসা। (২) ২৫৩। (৩) ৪০। (৪) ৪১৫। (৫) ৯৭, ৩০০।
প্রদর্শক লক্ষণ। (২) ২৯৩। (৩) ১৪৯

নেট্রাম্ ফস্‌ফরিকাম্।

শুক্রমেহ। (২) ২৬২।

নেট্রাম্ মিউরিয়েটিকাম্ (২)। ২২২।

উপযোগী ধাতু আদি। (২) ২২৬—২২৮।
চিকিৎসা। (১) ১৪৮, ১৪৯। (২) ৫১, ৭৮, ৭৯, ৮১, ৮২, ৮৮, ১৪০, ১৪৪, ২৫১—২৬৭, ২৬২, ৩০২, ৩১১, ৩১৩, ৩৪২, ৩৪৬। (৩) ১০৫, ১০৬, ২৫১, ৩৪২, ৪১০, ৪৩৮, ৪৫৭। (৪) ৩৩, ৬৯, ৮১, ২৪৯, ৩৩৪, ৩৩৬, ৩৫০, ৩৭১, ৪১৫, ৪৬৩। (৫) ৫৮, ৫৯, ১০৪, ১২৫ ১৩৩, ১৫৯, ২০৭, ২৬৬, ২৯১, ৩০৬ ৩৪৪, ৩৯৩, ৪০০, ৪৮৩, ৫১৫।
প্রদর্শক লক্ষণ। (২) ১৩৭—১৩৮, ১৮৮ ২৪৩—২৫১।
বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ। (২) ২২৯—২৪৩
রোগকারণ। (২) ২২৮।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (২) ২২২—২২৬।
সাধারণ ক্রিয়া। (২) ২২৮, ২২৯।

নেট্রাম্ সাল্‌ফুরিকাম্।

চিকিৎসা। (১) ১৪২, ১৭৩, ১৭৪, ১৭৫, ১৭৬। (৩) ৪১, ২৫০। (৪) ২৭৮, ৪১৫। (৫) ১০৩।
প্রদর্শক লক্ষণ। (২) ১৯১। (৪) ৩৭০

নেট্রাম্ স্যালিসিলিকাম্

শিরোঘূর্ণন। (৪) ৩৩৩

নেট্রাম্ হাইপক্লরিকাম।

চিকিৎসা। (৪) ৩৬। (৫) ২৯১।

ন্যাজা ট্রিপুডিয়ানস্। (৫) ২৭২। ২৭৫।

চিকিৎসা। (১) ১০৭। (৩) ৪০৭। (৪) (৫) ২৭৬, ২৭৭।
প্রদর্শক লক্ষণ। (৪) ৪৬১।
লক্ষণ। (৫) ২৭৫, ২৭৬।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ২৭৫।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ২৭৫।

ন্যাপ্‌থ্যালিন্।

হুপ্ শব্দক কাসি। (৫) ২৮৪।

ন্যাফালিয়াম্। (৫) ১০০। ১০৭।

চিকিৎসা। (২) ৩৬৮। (৩) ১৯৩। (৫) ১০৭, ১০৮।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ১০৭।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ১০৭।

পডফাইলাম। (৫) ৩৭৭। ৩৮৫।

চিকিৎসা। (১) ১০৭। (২) ৩৯২। (৩) ৪১, ৬৮, ৯৬—ক, ১৯৬। (৪) ১৪৭, ১৪৮, ২০৩, ২৭৯। (৫) ২৫১, ৩৮৭—৩৯০।
প্রদর্শক লক্ষণ। (১) ২৩১।
লক্ষণ। (৫) ৩৮৫—৩৮৭।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ৩৮৫।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ৩৮৫।

banglabooks.in

পলিনিয়া।

বমনযুক্ত শিরঃশূল। (৫) ৩৯৬।

পিক্রিক এসিড।

চিকিৎসা। (৪) ২০০, ২০৫, ২৩৫।

পাইনাস্ সিল্‌ভেষ্ট্রিজ্।

পদের বক্রতা। (৩) ২৯১।

পাইরজিনিয়াম্।

চিকিৎসা। (৫) ৩২৫।

পাল্‌সেটিলা। (২) ১৬৪।

উপযোগী ধাতু আদি। (২) ১৬৮—১৭২।
চিকিৎসা। (১) ১৪৫, ১৪৬, ১৪৭, ১৪৯, ১৬৬, ১৮৪, ২৫২, ৩৯৮। (২) ১৫০, ১৫৩, ১৫৪, ১৬৩, ১৯২—২২১, ২৫২, ২৫৬, ২৫৮, ২৯৮, ৩৯০, ৩৯১। (৩) ৩০, ৪৬, ৪৭, ৭০, ৯৫, ১৫৫, ২৪৬, ৩১৭, ৩৭৮, ৪৫৭, ৪৫৮। (৪) ২৩, ২৭, ৮৫, ৮৯, ১৪৩, ১৪৮, ১৬৭, ১৭১, ৩৪৮, ৩৯৪, ৪১৬, ৪১৮, ৪১৯, ৪৪২, ৪৬৩। (৫) ১১, ২০, ৬৭, ৭৮, ৯৭, ১০২, ১৫৪, ১৫৭, ৩৫৫, ৩৮৪, ৪৬৬, ৪৮০, ৫০২, ৫১৮।

প্রদর্শক লক্ষণ। (১) ১২৯, ২৩২, ৩৭৩। (২) ১৮৫—১৯১, ২৪৫, ২৪৭, ৩৮৭। (৪) ৭৭, ১১০।
বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ। (২) ১৭৩—১৮৫।
রোগকারণ। (২) ১৭২।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (২) ১৬৪—১৬৮।
সাধারণ ক্রিয়া। (২) ১৭২, ১৭৩।

পিওনিয়া।

চিকিৎসা। (২) ২০৭। (৪) ৪১৭।

পিক্‌স্ লিকুইডা।

যক্ষ্মাকাস বা থাইসিস্। (৫) ৩১৬।

পিণ্ডেরিয়া রোবাষ্টা।

প্লীহারোগ। (৩) ১০৪।

পেট্রলিয়াম। (৫) ৫৫৯।

চিকিৎসা। (১) ৩০৪, ৩৮২, ৩৯৭। (৩) ৪১। (৪) ৩৩, ৩৩৬, ৩৪৯, ৪১৪, ৪১৬। (৫) ৫৩৭, ৫৬০।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ৫৫৯।
সাধারণ ক্রিয়া ও লক্ষণ। (৫) ৫৫৯, ৫৬০

পেট্রোসিলিনাম। (৫) ২১১। ২৩০

চিকিৎসা। (৩) ৩১৫। (৪) ৩৯৭। (৫) ২৩১, ৪৫০।
লক্ষণ। (৫) ২৩০।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ২৩০।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ২৩০।

পেন্থরাম সিডইড্।

নাসিকাসর্দ্দি। (৩) ২০১।

প্যারিরা ব্রাভা।

মূত্ররোগ। (৩) ৩১৯। (৫) ৩৮০।

প্যারিস্ কোয়াড্রিফোলিয়া।
(৫) ১৯২। ২০৮।

চিকিৎসা। (৪) ২৭, ১১২, ৪৪৩। (৫) ২০
লক্ষণ। (৫) ২০৮, ২০৯।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ২০৮।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ২০৮।

প্যালাডিয়াম্।

চিকিৎসা। (৫) ২৮২, ৫২৩।

প্যাসিফ্লোরা।

অনিদ্রা। (৫) ৪৪৮।

banglabooks.in

প্লাম্বাম্ ফস্‌ফরিকাম্।

লোকোমোটর এট্যাক্সি। (৫) ৫৪১।

প্লাম্বাম্ মেটালিকাম্। (৫) ৫৩৮।

চিকিৎসা। (৩) ২১৬, ৩৭৫। (৪) ৪৯, ২০৪, ২৩৭, ৪৬৭। (৫) ১৮৭, ৩৫১, ৫৩১, ৫৩৯, ৫৪০—৫৪২।

প্রদর্শক লক্ষণ। (৫) ৫৪০।

লক্ষণ। (৫) ৫৩৮—৫৪০।

সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ৫৩৮।

সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ৫৩৮।

প্লাটিনাম্। (৫) ৫২০।

চিকিৎসা। (১) ৩৪৭, ৩৫৩। (২) ২৬৪, ৩১২, ৩১৩, ৩৪০, ৩৭৩। (৩) ২৪১, ৩৭৩, ৪০০, ৪৫৭। (৪) ১৪২। (৫) ২৮, ৩০, ২৯৭, ২৯৮, ৩৬৬, ৫২২—৫২৫।

বিশিষ্ট লক্ষণ। (৫) ৫২২।

লক্ষণ। (৫) ৫২০—৫২১।

সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ৫২০।

সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ৫২০।

প্লাণ্টেগো মেজর।

চিকিৎসা। (২) ১৯৮।

ফর্ম্মিকা রুফা ও ভেস্পা।

(৫) ৩০৩। ৩০৬।

চিকিৎসা। (৫) ৩০৭।

বিবরণ। (৫) ৩০৬।

ফস্‌ফরাস্। (৪) ২০৮।

উপযোগী ধাতু আদি।। (৪) ২১০—২১২।

চিকিৎসা। (১) ১০৮, ১১০, ১১২, ১৪০, ১৪৯, ২৩৯, ৩৪৭। (২) ৫৪, ৮৫, ১৪২, ১৪৮, ১৫৬, ২১২, ২৫৪, ৩১০, ৩৪২, ৩৪৫, ৩৯০। (৩) ৪১, ৪৮, ১০৮, ১৭৭, ২৭৫, ২৭৯, ২৮০, ২৮৯, ২৯০, ৩৪১, ৩৯৯, ৪৫৪, ৪৫৭। (৪) ২৭, ১৭১, ২০৫, ২০৭, ২৩১—২৫৮, ২৭৬, ৩৫৩। (৫) ৫৯, ৬৬, ১৯৪, ২৯১, ৩০২, ৪৭৫, ৪৭৭, ৪৮৫, ৫১৪, ৫৩০, ৫৩১।

প্রদর্শক লক্ষণ। (২) ৪৫, ৪৭। (৩) ২৭, ২৭১। (৪) ২২৬—২৩১, ২৯৬।

বিশেস ক্রিয়া ও লক্ষণ। (৪) ২১৩—২২৬।

রোগকারণ। (৪) ২১২।

সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৪) ২০৮—২১০।

সাধারণ ক্রিয়া। (৪) ২১২, ২১৩।

ফস্ফরিকাম্ এসিডাম্। (৪) ১৮৭।

উপযোগী ধাতু ইত্যাদি। (৪) ১৮৮—১৯০।

চিকিৎসা। (২) ৬৮, ৭১, ৭৬। (৩) ৯৬—ক, ৯৬—গ, ১০৮, ২৮৩। (৪) ১২০, ১৮৪, ১৯৯—২০৭, ২৫৭, ৩৫৪। (৫) ১৯৮, ৩৮৯, ৫৪৬।

প্রদর্শক লক্ষণ। (২) ২৪৫, ২৯৬। (৪) ১৯৮, ১৯৯।

বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ। (৪) ১৯১—১৯৭।

রোগকারণ। (৪) ১৯১।

সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৪) ১৮৭, ১৮৮।

সাধারণ ক্রিয়া। (৪) ১৯১।

ফাইজষ্টিগ্মা। (৫) ২৩৮। ২৩৯।

চিকিৎসা। (৫) ২৪১, ২৪২।

লক্ষণ। (৫) ২৪০, ২৪১।

সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ২৩৯।

সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ২৩৯, ২৪০

ফাইটলেক্কা ডিকেণ্ড্রা। (৫) ৪৯৫।

চিকিৎসা। (৪) ৩৬, ১২৩। (৫) ১২৫, ৩৮১, ৪১৮, ৪৯৭, ৫০০।

banglabooks.in

প্রদর্শক লক্ষণ। (৩) ১২৪।
লক্ষণ। (৫) ৪৯৫—৪৯৭।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ৪৯৫।
সাধারণ ক্রিয়া। ৪৯৫।

ফেরাম আয়ডেটাম।

(৫) ৫১১। ৫৩৬।

সাধারণ ক্রিয়া, লক্ষণ ও চিকিৎসা। (৫) ৫১৬, ৫১৭।

ফেরাম্ আর্সেনিকোসাম্।

উদরাময়। (৩) ৯৬—খ।

ফেরাম্ এট্ ষ্ট্রীক্‌নিয়া সাইট্রেট।

রক্তহীনতা বা এনিমিয়া। (৩) ১০৭। (৫) ৫১৫।

ফেরাম্ এসেটিকাম্।

রক্তহীনতা। (৩) ১০৭। (৫) ৫১৬।

ফেরাম্ প্রোটাক্‌জ্যালেট।

রক্তহীনতা। (৩) ১০৭। (৫) ৫১৬।

ফেরাম্ ফস্‌ফরিকাম্।

(৫) ৫১১। ৫৩৭।

সাধারণ ক্রিয়া, লক্ষণ ও চিকিৎসা (১) ২৫, ২৬, ১০৯, ১১০, ১১১, ১৩৬, ১৩৮। (২) ৩৭০, ৩৭১। (৩) ১০৭, ৩১৭, ৩৪৩। (৪) ৮৩। (৫) ৮০, ১৬৭, ১৮৬, ৫১৬, ৫১৭—৫১৯।

ফেরাম্ মেটালিকাম্। (৫) ৫১১।

চিকিৎসা। (১) ৭০। (২) ৫৮, ৮৮, ১৯৭, ২২১, ৩৭৬। (৩) ৯৬—খ, ১০৩, ১০৫, ১০৭। (৪) ৩৪৮, ৪১৯। (৫) ৩৮৮, ৪৫৫, ৪৭৬, ৪৭৭, ৫১৩—৫১৬।

প্রদর্শক লক্ষণ। (২) ২৪৪।
লক্ষণ। (৫) ৫১২, ৫১৩।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ৫১১।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ৫১১, ৫১২।

ফেরাম্ রিডাক্টাম।

রক্তহীনতা। (৩) ১০৭। (৫) ৫১৫।

ফেলাণ্ড্রিয়াম্। (৫) ২১১। ২৩৯।

চিকিৎসা। (৪) ১১৬। (৫) ২৩১, ৪৯৯।

ফ্লুয়োরিকাম এসিডাম। (৫) ৪০। ৬৭।

চিকিৎসা। (২) ২৬০। (৪) ১২২। (৫) ৭১, ৭২।
প্রদর্শক লক্ষণ। (৫) ৭০—৭১।
লক্ষণ। (৫) ৬৮—৭০।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ৬৭, ৬৮।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ৬৮।

বভিষ্টা। (৫) ৩৫৭। ৩৬৩।

চিকিৎসা। (১) ৩০৫। (২) ২৫২। (৩) ১৯৬, ৩৭৩, ৪৫৯। (৪) ৩০৯। (৫) ৩৬৫, ৩৬৬।
প্রদর্শক লক্ষণ। (৩) ১৮৯।
লক্ষণ। (৫) ৩৬৩, ৩৬৪।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ৩৬৩।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ৩৬৩।

বাফ রেণা। (৫) ২৯৩।

চিকিৎসা। (২) ১৪৬। (৪) ১১৩। (৫) ২৯৩, ২৯৪
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ২৯৩।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ২৯৩।

বার্ব্বেরিস্ ভল্‌গারিস। (৫) ৩৭৭।

চিকিৎসা। (১) ১৪৭। (৩) ৪০, ৯৬—গ, ৩১৯। (৪) ৪১৫। (৫) ৩৭৯—৩৮১

banglabooks.in

প্রদর্শক লক্ষণ। (২) ২৯৫।

লক্ষণ। (৫) ৩৭৭—৩৭৯।

সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ৩৭৭।

সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ৩৭৭।

বালসাম পেরু।

ব্রঙ্কাইটিস্। (৩) ৩৬।

বিসমাথ্।

চিকিৎসা। (২) ১৫৮। (৪) ২৪৯, ২৫০, ৪৮৫।

প্রদর্শক লক্ষণ। (২) ৪৫, ৪৬।

বেঞ্জইকাম এসিডাম।

চিকিৎসা। (৩) ২৫২। (৪) ৫২। (৫) ২৯।

প্রদর্শক লক্ষণ। (৪) ১৬৪।

বেলাডনা। (১) ৪৯।

উপযোগী ধাতু ইত্যাদি। (১) ৫১—৫৪।

চিকিৎসা। (১) ২৫, ২৬, ২৭, ৩১, ৪৫, ৪৮, ৬৮—১২০, ১৩৩, ১৩৪, ১৩৫, ১৩৬, ১৩৭, ১৩৮, ১৫৮, ১৬১, ১৬৬, ১৬৭, ২৩৬, ২৪০, ২৪২, ২৬৭, ২৬৪, ২৬৫, ২৯৫, ২৯৭, ২৯৯, ৩০০, ৩০৩, ৩০৫, ৩০৭, ৩০৮, ৩৩৫, ৩৩৯—৩৪৪, ৩৪৮—৩৫১, ৩৫৪। (২) ১৯৭, ১৯৮, ২৬৪, ৩১১, ৩১২, ৩৩৮, ৩৩৯, ৩৪২, ৩৭১, ৩৭৬, ৪০৭। (৩) ৩২, ৯২, ৯৩, ৯৭, ১২৬, ২১০, ২৪১, ২৫৩, ২৯১, ৩০৮, ৩৭০, ৩৭৩, ৩৭৮, ৪৫৮। (৪) ২৩, ২৪, ৪৮, ৪৯, ৭৮, ৮৯, ৯০, ৯২, ১৪০, ১৮৫, ২৪৩, ২৫৫, ২৯৯, ৩০৬, ৩১১, ৩১২, ৩১৩, ৩৩৩, ৩৭৫, ৪১৪, ৪৬৪। (৫) ৭, ৪৬, ৫৯, ১২৭, ১৬৬, ১৭৬, ২৪৮, ৩৫১, ৪০০, ৪৩৬, ৪৭৫, ৫১৪, ৫২৪, ৫২৫, ৫৪০।

প্রদর্শক লক্ষণ। (১) ৬৫—৬৮, ১২৮, ১২৯, ২৯১, ২৯৩, ২৯৪, ৩৩১, ৩৩২, ৩৭৩, ৩৭৪। (২) ১৩৩, ১৯০। (৩) ৬৬, ৯২, ২৩৮, ২৩৯, ৩৭৮। (৪) ২০।

বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ। (১) ৫৬—৬৫। (৩) ২০৪।

রোগকারণ। (১) ৫৪

সংজ্ঞা ইত্যাদি। (১) ৪৯—৫১।

সাধারণ ক্রিয়া। (১) ৫৪—৫৬।

বেলিস পেরিনিস।

চিকিৎসা। (৩) ১০৫। (৫) ১৫৯, ২৬৬।

বোরাক্স্। (৫) ৫৫৬।

চিকিৎসা। (২) ৩৬৯। (৪) ৪১৪। (৫) ৩৫২, ৫১৮, ৫৩৭, ৫৫৭।

প্রদর্শক লক্ষণ। (৫) ৫৫৬।

সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ৫৫৬।

সাধারণ ক্রিয়া ও লক্ষণ। (৫) ৫৫৬, ৫৫৭।

ব্যাডিয়াগা। (৫) ২৯৯। ৩০১।

চিকিৎসা। (৩) ৪১৩। (৫) ৩০২।

লক্ষণ। (৫) ৩০২।

সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ৩০১।

সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ৩০২।

ব্যাপ্টিসিয়া। (৫) ৪৫৮।

চিকিৎসা। (১) ৩০৪। (৩) ৪২, ১৩৬, ১৩৭, ৪৩৯। (৪) ৩৪, ৪০, ৮৩, ৯২, ২০৭, ২৭৬, ৩৫৩। (৫) ৪৬০—৪৬২, ৪৯৮

প্রদর্শক লক্ষণ। (১) ২৯২, ২৯৩। (৩) ৯১, ১২৪।

লক্ষণ। (৫) ৪৫৮—৪৬০।

সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ৪৫৮।

banglabooks.in

ব্যারাইটা আয়ডেটা।

চিকিৎসা। (৫) ৫৮, ১৭৬, ১৭৭।

ব্যারাইটা এসেটিকা। (৫) ১৬৯।

১৭৮।

চিকিৎসা। (৫) ১৭৯।

সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ১৭৮।

ব্যারাইটা কার্ব্বনিকা। (৫) ১৬৯।

ক্রিয়া। (৫) ১৬৯, ১৭০।

চিকিৎসা। (৩) ২৭৮, ৩৯৯। (৪) ১১৩, ৪৬৪। (৫) ১৭৪—১৭৮, ১৮৬, ২৩০, ৪৬৯।

প্রদর্শক লক্ষণ। (৩) ৪৫১। (৪) ১১১। (৫) ১৭২—১৭৪।

লক্ষণ। (৫) ১৭০—১৭২।

সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ১৬৯।

ব্যারাইটা মিউরিয়েটিকা (৫) ১৬৯। ১৭৯।

চিকিৎসা। (৫) ১৭৪, ১৭৬, ১৭৭, ১৭৯।

সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ১৭৯।

ব্রায়নিয়া। (১) ১২১।

উপযোগী ধাতু আদি। (১) ১২৩—১৩৫।

চিকিৎসা। (১) ২৫, ২৮, ৪৬, ৮৩, ৮৫, ৮৬, ৯১, ১০১, ১০২, ১০৮, ১১০, ১১১, ১১২, ১৩০—১৫০, ২৪২, ২৪৭, ৩৩৬। (২) ১৪০, ১৫০, ১৫১, ১৫২, ১৬০. ২০৭, ২১৩, ২২০, ২৫৯, ৩১০, ৩৭২। (৩) ৩৬, ৪১, ৪৩, ৭০, ৯৬, ১২৭, ১৭৬, ৪৫৪। (৪) ২৩, ৮০, ৯২, ১৪৩, ১৮৫, ২৩৪, ২৪৩, ২৪৪, ২৪৯, ২৫৩, ২৫৮, ৩. ৩১০, ৩১১, ৩৩৫, ৩৩৭, ৩৪০, ৩৪২, ৩৪৫, ৩৪৬, ৩৭৫। (৫) ২০, ৬৬, ৮০, ৮১, ১১৫, ১২৬, ১৩৪. ২৪৪, ৩৯০, ৩৯৩, ৪০৯, ৪২৩, ৫৫৭।

প্রদর্শক লক্ষণ। (১) ১২৮—১৩০, ৩৬৮, ৩৬৯, ৩৭৩, ৩৭৪। (২) ১৩৮, ১৭২, ১৯০, ২৪৮, ২৯৫, ৩৬৩, ৩৬৪ ৬৩, ১৪৯, ১৮৯। (৪) ৩৩২।

বিশেষ ক্রিয়া। (১) ১২৬—১২৮।

রোগকারণ। (১) ১২৫।

সংজ্ঞা ইত্যাদি। (১) ১২১—১২৩

সাধারণ ক্রিয়া। (১) ১২৬

ব্রমিয়াম। (৫) ৪২

চিকিৎসা। (১) ১৭০। (৩) ১৩১। ২১ ৩০২, ৩০৩, ৩৪১। (৫) ৮৫—৮৯, ৫৬, ১৮৬, ২৮৭।

প্রদর্শক লক্ষণ। (৩) ২৩৯। (৫) ৪৫

লক্ষণ। (৫) ৪৩—৪৫।

সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ৪২, ৪৩।

ব্ল্যাটা অরিয়েণ্টেলিস। (৫) ৩০৩।

৩০৭।

চিকিৎসা। (৫) ৩০৭।

ভায়লা ওডরেটা।

সন্ধিবাত। (১) ১৪৪।

ভাইবার্ণাম অপুলাস। (৫) ৪৩৩।

৪৩৪।

চিকিৎসা। (২) ৩১১, ৩৭৪। (৫) ৩৫২, ৪৩৫, ৪৩৬।

লক্ষণ। (৫) ৪৩৪, ৪৩৫।

সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ৪৩৪।

সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ৪৩৪।

ভায়লা ট্রিকলর।

ত্বক রোগ। (৫) ৪৫৫।

banglabooks.in

ভার্ব্বিনা হেষ্টেটা

মৃগীরোগ বা এপিলেপ্‌সি। (৫) ২১৫।

।। (৫) ২৪৫। ২৫১।

চিকিৎসা। (৫) ২৫২, ৪১৮।
লক্ষণ। (৫) ২৫১, ২৫২।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ২৫১।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ২৫১।

ভিঙ্কা মাইনর।

চিকিৎসা। (৫) ৪২৪, ৪৫৫।

ভেরিওলিনাম।

বসন্ত রোগ। (৪) ২৮০।

ভিরেট্রাম এল্‌বাম। (৪) ১২৪।

উপযোগী ধাতু ইত্যাদি। (৪) ১২৬—১২৮।
চিকিৎসা। (১) ২৯৭, ২৯৮, ৩২৫, ৩৩৮, ৩৪৭। (২) ৪৯, ৬৩, ৬৪, ৬৫, ১৬০, ১৯৩, ৩৩৭, ৩৭৬। (৩) ১৭৫, ১৭৬, ১৯৪, ২১৯, ২৪১, ২৮৭। (৪) ৬০, ৮৫, ১৪০—১৪৯, ১৮৬, ৪৪৬। (৫) ২৭১, ৩২২, ৩৯০।
প্রদর্শক লক্ষণ। (১) ২১, ৩৩৪। (২) ৪০২। (৩) ১৮৯। (৪) ১৩৮—১৪০।
বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ। (৪) ১২৯—১৩৮।
রোগ কারণ। (৪) ১২৮।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৪) ১২৪—১২৬।
সাধারণ ক্রিয়া। (৪) ১২৯।

ভিরেট্রাম ভিরিডি।
(৫) ১৫৫, ১৬৩।

চিকিৎসা। (১) ২৫, ২৭, ৮০, ৮১, ৯৯, ১১০, ১১১, ৩৫৩। (৪) ৫৭, ৬৩, ৮৪। (৫) ১৬৫—১৬৮, ৪৭৫।
প্রদর্শক লক্ষণ। (৫) ১৬৫।
লক্ষণ। (৫) ১৬৪, ১৬৫।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ১৬৩।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ১৬৩, ১৬৪।

ভেস্পা।
(৫) ৩০৩। ৩০৬।

চিকিৎসা। (৫) ৩০৭।
বিবরণ। (৫) ৩০৬।

ভ্যালেরিয়ানা। (৫) ৪৮৪।

চিকিৎসা। (২) ৩৪১, ৩৪৫। (৩) ৩৭৮ (৪) ২৪১। (৫) ২৯৬, ৪৭৭, ৪৮৪—৪৮৫।
লক্ষণ। (৫) ৪৮৪।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ৪৮৪।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ৪৮৪

ভ্যালেরিয়ানেট অব্‌ জিঙ্ক।

গুল্মবায়ু বা হিষ্টিরিয়া। (২) ৩৪২, (৫) ৩১১।

মস্কাস্‌। (৫) ২৭৮। ২৮০।

চিকিৎসা। (২) ৩৪১। (৩) ১৭২, ৩৭৩। (৫) ২৮১—২৮৩
লক্ষণ। (৫) ২৮০, ২৮১।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ২৮০।

মাইগেল। (৫) ৩০৮। ৩১২।

চিকিৎসা। (৫) ৩১০, ৩১২।
সাধারণ ক্রিয়া ও লক্ষণ। (৫) ৩১২।

মার্কুরিয়াস্‌ করসাইভাস্‌।

চিকিৎসা। (১) ১০২, ২৫০, ২৫২, ২৫৬, ২৬১, ২৬৩—২৬৭, ২৭৩। (২) ২০০। (৩) ৩০৯, ৩১৭। (৪) ৩৯৭। (৫) ১৪, ১২৫, ১৩৯।

মার্কুরিয়াস্‌ ডালসিস্‌।

চিকিৎসা। (১) ২৪২, ২৫০, ২৬৩, ২৭৩।

মার্কুরিয়াস্‌ প্রোটো-আইওডেটাস্‌।

চিকিৎসা। (১) ১৭৮, ২৫০, ২৫৬, ২৫৮,

banglabooks.in

২৫৯, ২৬০, ২৭১, ২৭২। (৪) ৩৭৪।
(৫) ১৯।
প্রদর্শক লক্ষণ। (৩) ২৩৯। (৪) ৩৭০।

মার্কুরিয়াস্ বিন্-আয়ডেটাস্।

চিকিৎসা। (১) ২৫০, ২৫৬—২৬০, ২৭১,
।

মার্কুরিয়াস্ ভাইবাস্।

চিকিৎসা। (১) ১৩৮, ১৭৭, ২৪৬, ২৫১,
২৬০, ২৬৩, ২৬৭, ২৭০।

মার্কুরিয়াস্ সলুবিলিস। (১) ১৮৮।

উপযোগী ধাতু ইত্যাদি। (১) ১৯৩—১৯৭
চিকিৎসা। (১) ৪১, ৯৮, ৯৯, ১০২,
১০৮, ১৩৬, ১৫৮, ১৬২—১৬৯, ২৩৩
—২৭৩, ৩০৮, ৩৮০, ৩৮১। (২) ৫৪
৫৬, ১৪৪, ১৫৬, ২০৮, ২৬৪, ৩৭১
২৭৬, ৩১১, ৩১২, ৩১৬, ৩১৭, ৪৩৮।
(৪) ২৯, ৩৩, ৩৪, ৩৭, ৪৩, ৪৮, ২৮০,
৩৭৫, ৩৯৭, ৪১৪, ৪৪২, ৪৬৪। (৫)
২৯, ১৯৫, ২৬৬, ৩১৮, ৩৪৭, ৩৫৫,
৩৫৬, ৩৮৮, ৩৮৯, ৪০৯, ৪৫০, ৪৬৬,
৫০০, ৫২৩, ৫৪১, ৫৪২।
প্রদর্শক লক্ষণ। (১) ২৩০—২৩৩। (২)
১৮৮, ১৯১। (৩) ১৪৯। (৪) ১৮২।
বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ। (১) ১৯৮—২১০।
মার্কারির প্রতিষেধক। (১) ২২২—২৩০।
রোগকারণ। (১) ১৯৭।
সংজ্ঞা ইত্যাদি—(১) ১৮৮ ১৯১।
সাধারণ ক্রিয়া—(১) ১৯৭, ১৯৮।

মার্টাস্ কমুনিস্।

যক্ষ্মাকাস। (৫) ৩১৬।

মিউরিয়েটিকাম্ এসিডাম্।
(৪) ১৭২।

উপযোগী ধাতু ইত্যাদি। (৪) ১৭২—১৭৪।
চিকিৎসা। (১) ২৪২, ৩৩৮। (৪) ৩৫, ৬১,
১৬৭, ১৬৮, ১৮২—১৮৬, ৩১৩, ৩৫৩,
৩৯৮, ৪৬৩। (৫) ১৯৯।
প্রদর্শক লক্ষণ। (৩) ৩৯৬। (৪) ১৮০—
১৮২।
বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ। (৪) ১৭৪—১৮০।
রোগকারণ। (৪) ১৭৪।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৪) ১৭২।
সাধারণ ক্রিয়া। (৪) ১৭৪।

মিডরেক্স্ পার্পুরিয়া। (৫) ২৯৫।

চিকিৎসা। (২) ३०৫। (৫) ২০৭, ২৯৬—
২৯৮, ৪৯৯, ৫৩৬।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ২৯৫।

মিশ্চলা।

জরায়ু-রক্তস্রাব। (৫) ৩৬৬।

মিনিয়াস্থিস্ (Menyanthes tri.)

চিকিৎসা। (২) ১৯৩, ২১৮। (৩) ১০২।
(৪) ৬০, ১১২।

মেলিফোলিয়াম। (৫ ১০০। ১০৯।

চিকিৎসা। (১) ৪০। (২) ২১৩। (৩)
৯৭। (৪) ১৮৫। (৫) ১১০।
লক্ষণ। (৫) ১০৯, ১১০।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ১০৯।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ১০৯।

মেজিরিয়াম।

চিকিৎসা। (১) ২২৮। (২) ৩১৫। (৪) ৪৯,
১৬৮। (৫) ২২১।

banglabooks.in

মেডুসা। (৫) ২৯৯। ৩০১।

চিকিৎসা। (৫) ৩০১।

মেডোরাইনাম। (৫) ৩১৯। ৩২৯।

চিকিৎসা। (৫) ৩৩৫—৩৩৭।
প্রদর্শক লক্ষণ। (৩) ২৭।
লক্ষণ। (৫) ৩৩১—৩৩৫।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ৩২৯, ৩৩০।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ৩৩০, ৩৩১।

মেফিটিস্। (৫) ২৭৮। ২৮৩।

চিকিৎসা। (৩) ২১৪। (৫) ২৮৪, ২৮৫, ৩০১।
লক্ষণ। (৫) ২৮৩, ২৮৪।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ২৮৩।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ২৮৩।

মেলিলোটাস্। (৫) ২৩৮। ২৪২।

চিকিৎসা। (৫) ২৪৪।
লক্ষণ। (৫) ২৪৩, ২৪৪।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ২৪২, ২৪৩।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ২৪৩।

ম্যাগ্নিসিয়া কার্ব্বনিকা। (৫) ৩৪২।

চিকিৎসা। (১) ১৮৫। (৩) ১৯৪, ১৯৫। (৫) ৯৬, ১৮৬, ৩৪৪—৩৪৭, ৪৩৮, ৪৭৭।
লক্ষণ। (৫) ৩৪২—৩৪৪।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ৩৪২।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ৩৪২।

ম্যাগ্নেসিয়া ফস্ফরিকা। (৫) ৩৪২। ৩৪৭।

চিকিৎসা। (২) ২৫৪। (৩) ১৯৪। (৫) ৩৪৯—৩৫২, ৫১৯।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ৩৪৭, ৩৪৮।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ৩৪৮, ৩৪৯।

ম্যাগ্নিসিয়া মিউরিয়েটিকা। (৫) ৩৫২। ৩৫৩।

চিকিৎসা। (২) ২৬১। (৪) ১১৯। (৫) ১২০, ৩৫৪, ৩৫৬, ৩৮৪, ৪০৯।
প্রদর্শক লক্ষণ। (৪) ১১০।
লক্ষণ। (৫) ৩৫৩, ৩৫৪।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ৩৫৩।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ৩৫৩।

ম্যাঙ্গানাম্।

চিকিৎসা। (৪) ১৭১, ৪৪৩। (৫) ৯৬।

যাকা ফিলামেণ্টোসা।

চিকিৎসা। (১) ১৪৭। (৫) ৩৮৮।

রডডেণ্ড্রন। (৫) ৪১৩।

চিকিৎসা। (২) ১৪৮। (৩) ৭০, ৭১। (৪) ৩১৬, ৩৪৬। (৫) ৪১৫, ৪১৯, ৪২০।
প্রদর্শক লক্ষণ। (২) ২৪৭। (৫) ৪১৪।
লক্ষণ। (৫) ৪১৩, ৪১৪।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ৪১৩।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ৪১৩।

রাফেনাস্।

উদরাধ্মান। (৩) ২৪৯, ৩৭৭।

রাস্টক্সিকোডেণ্ড্রন। (৪) ৩১৫।

উপযোগী ধাতু ইত্যাদি। (৪) ৩১৮, ৩১৯।
চিকিৎসা। (১) ২৫, ২৯, ৩০, ৩৬, ৪৬, ৯০, ৯৯, ১০০, ১১৫, ১১৭, ১১৯, ১২০, ১৩৩—১৩৬, ১৪৪, ২৪২, ২৬৪, ২৬৬, ২৬৮। (২) ৬৮, ৬৯, ৭০, ৭২, ৮৯, ১৯৯, ৩৪৪, ৩৭৬। (৩) ৩৩, ৩৫, ৪২,

banglabooks.in

১৩০, ১৩৪, ১৩৭, ১৯১, ২৫৫, ২৭৭, ২৯১, ৩৩৮, ৩৪৪, ৩৪৫, ৪৫৩, ৪৫৯।
(৪) ৪০, ৪৮, ৫০, ৬১, ৬৪, ১৮৪, ১৮৫, ২০৭, ২৫৭, ৩০১, ৩১৩, ৩১৪, ৩৩২—৩৫৭, ৩৯৪, ৪৪২। (৫) ..., ২১, ৩১, ১১৬, ১৫৭, ২৪৮, ৩৮৮, ৩৯৩, ৪১৮, ৪২০, ৪৬১, ৫২৯।
প্রদর্শক লক্ষণ। (১) ১৭, ১৯, ২০, ২১, ২৩১, ৩৭৩। (২) ১৯০, ২৪৭, ৩৬৬। (৩) ২৪, ১৩৬, ১৫০, ৪৫১। (৪) ২০, ৩৩১, ৩৩২। (৫) ৪১৪।
বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ। (১) ১২৭। (৪) ৩২০—৩৩০।
রোগকারণ। (৪) ৩১৯।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৪) ৩১৫—৩১৭।
সাধারণ ক্রিয়া। (৪) ৩১৯—৩২০।

রাস্ ভেনিক্যান্স্।

বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ। (৪) ৩২

রাস্ রেডিক্যান্স্।

চিকিৎসা। (১) ১৪১, ১৪২। (৪) ৩৩৯, ৩৪৮। (৫) ১৯।
বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ। (৫) ৩২০।

রিয়াম। (৫) ৪৩৭।

চিকিৎসা। (৩) ২৮৪। (৫) ৩৪৫, ৪৩৮।
লক্ষণ। (৫) ৪৩৭, ৪৩৮।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ৪৩৭।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ৪৩৭।

রিসিনাস্ কমুনিস্। (৫) ৫৬১।

চিকিৎসা। (৫) ৫৬৩, ৫৬৪।
প্রদর্শক লক্ষণ। (৫) ৫৬২, ৫৬৩।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ৫৬১।
সাধারণ ক্রিয়া ও লক্ষণ। (৫) ৫৬১, ৫৬২।

রুটা গ্রাভিয়লেন্স্। (৫) ৪০৫।

চিকিৎসা। (২) ২৫৭, ৪০৭। (৫) ৩৩৫, ৩৩৬, ৪১৫। (৫) ৪০৭।
প্রদর্শক লক্ষণ। (৩) ১২৪।
লক্ষণ। (৫) ৪০৫—৪০৭
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ৪০৫।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ৪০৫।

রুমেক্স্ ক্রু। (৫) ৪৩৭, ৪৩৮।

চিকিৎসা। (১) ১১০, ১১২, ১৪১, ১৪২ (৩) ৪১, ১৭৭। (৪) ১১৫, ১১৬, ২৫৮। (৫) ২৮৫, ৪৩৯, ৪৪০।
লক্ষণ। (৫) ৪৩৯।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ৪৩৮।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ৪৩৮।

রেটানিয়া।

চিকিৎসা। (২) ২৬১। (৪) ১৬৯, ২০ ৪১৭। (৫) ১৯৯, ৩৪৬।

রেড সাল্ফুরেট অব মার্কারি।

চিকিৎসা। (১) ২৫১। (৪) ৩৯৮।

রেণাঙ্কুলাস্ বাল্বসাস্।

(৫) ১। ১৭।

চিকিৎসা। (১) ১৪১। (২) ১৯৩। (৩) ১২৭, ৩৭১। (৫) ১২, ১৮—২১।
লক্ষণ। (৫) ১৭, ১৮
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ১৭।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ১৭, ৩৫৮

রেণাঙ্কুলাস্ স্কিলিরেটাস্।

(৫) ১। ৩০।

চিকিৎসা। (২) ১৯৩। (৫) ৩১, ৩২।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ৩০, ৩১।

banglabooks.in

লরসিরেসাস্।

(হাইড্রোসায়ানিক এসিড। ,

চিকিৎসা। (১) ৭৮, ৭৯, ৮০। (২) ১৪৭, ১৪৩। (৩) ১৭১, ৩৭২। (৪) ৬১, ১৮৬, ২০৬। (৫) ৬৬, ৮৮, ২৭০, ২৭১, ৩১০, ৪৪৪।

লাইকপাস ভার্জিনিকাস।

চিকিৎসা। (৫) ২০১।

লাইকপোডিয়াম। (৩) ২২১।

উপযোগী ধাতু ইত্যাদি। (৩) ২২৪—২২৬।

চিকিৎসা। (১) ৯৯, ১০০, ১৭৮, ১৮৩ ৩৭৯। (২) ৫৬, ১৪৪, ১৫৮, ১৬০, ২০৩, ২০৮, ২২১, ২৫৮, ৩০৬, ৬১৫। (৩) ৩৭, ৩৯, ৪৫, ৯৫, ২৪০—

৪০৩, ৪৫৫। (৪) ৩৬, ৩৯, ৫৬, ৬১, ১১৬, ১৬৭, ১৭০, ২৩৬, ৩৪২, ৩৪৮, ৩৯৬, ৪১৬, ৪৬৩, ৪৬৪। (৫) ১১, ২৯, ৪১, ১০৪, ১৭৭, ১৮৬, ২৮৭, ৩১৬, ৩৮১, ৪৬৯, ৪৮৩, ৫৫৪।

প্রদর্শক লক্ষণ। (১) ৩৬৯, ৩৭১, ৩৭২। (২) ১৩৯, ২৪৮, ৪০৪। (৩) ২৭, ৬৪, ১৬৮, ২৩৬—২৪০, ৩৯৭। (৪) ২০, ৪৩৭। (৫) ৯৩।

বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ। (৩) ২২৭—২৩৬।

রোগকারণ। (৩) ২২৬।

সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৩) ২২১—২২৩।

সাধারণ ক্রিয়া। (৩) ২২৬, ২২৭।

লাইনেরিয়া।

প্রমেহ বা গণরিয়া। (৩) ৩১৫।

লাইসিন।

(৫) ৩৪১।

চিকিৎসা। (৫) ৩৪১।

প্রদর্শক লক্ষণ। (৪) ৩৭০।

লিডাম। (৫) ৪১৩। ৪২০।

চিকিৎসা। (১) ৪০, ১৪৪। (৩) ৭০, ১২৮, ১৭৪, ১৯৬, ৩৪৫। (৪) ১২০, ৩৩৫, ৩৩৬, ৩৪৮। (৫) ১০২, ২৮৪, ৪১৯, ৪২০, ৪২২—৪২৪।

লক্ষণ। (৫) ৪২০—৪২২।

সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ৪২০।

সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ৪২০।

লিথিয়াম্ কার্ব্বনিকাম্।

চিকিৎসা। (৪) ৪৬৩। (৫) ৪১৯।

লিলিয়াম্ টাইগ্রিণাম্

(৫) ১৯২। ২০২।

চিকিৎসা। (২) ২৬৪, ৩০২, ৩১২, ৩১৩। (৩) ২১৬। (৫) ৯৬, ১৫৯, ১৯২, ২০৫—২০৮, ২৯৭, ২৯৮।

প্রদর্শক লক্ষণ। (১) ৩৯২। (২) ১৮৪।

লক্ষণ। (৫) ২০৩—২০৫।

সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ২০২, ২০৩।

সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ২০৩।

লেপ্টাণ্ড্রা। (৫) ২৪৫। ২৫২।

চিকিৎসা। (১) ২৬১। (৫) ২৫৩, ২৫৪।

লক্ষণ। (৫) ২৫৩।

সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ২৫২, ২৫৩।

লবেলিয়া ইন্ফ্লেটা।

(৫) ৪৯৩।

চিকিৎসা। (২) ৩৮৯। (৫) ৪৯৪।

প্রদর্শক লক্ষণ। (২) ৩৮৭।

বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ। (৪) ৩৮২। (৫) ৪৯৩, ৪৯৪।

সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ৪৯৩।

সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ৩৫৮, ৪৯৩।

লবেলিয়া সিফিলিটিকা

প্রদর্শক লক্ষণ। (১) ৩৬৮।

banglabooks.in

ল্যাক্ কেনিনাম্ ।
(৫) ২৭৮ । **২৮৫** ।

চিকিৎসা । (১) ১৭৮ । (২) ২১৭ । (৩) ৩০৯ । (৪) ২৯, ৩৯, ৩০৬, ৩০৭ । (৫) ২৮৬—২৮৮ ।
প্রদর্শক লক্ষণ । (১) ৩৯১ ।
সংজ্ঞা ইত্যাদি । (৫) ২৮৫ ।
সাধারণ ক্রিয়া । (৫) ২৮৫, ২৮৬ ।

ল্যাক্ ডিফ্লোরেটাম্ ।
(৫) ২৭৮ । **২৮৮** ।

চিকিৎসা । (২) ২১৭ । (৫) ২৮৮, ২৯০—২৯১, ৩৪০ ।
লক্ষণ । (৫) ২৮৯, ২৯০ ।
সাধারণ ক্রিয়া । (৫) ২৮৮, ২৮৯ ।

ল্যাকেসিস্ । (৪) **১** ।

উপযোগী ধাতু ইত্যাদি । (৪) ৩—৫ ।
চিকিৎসা । (১) ৯০, ৯৯, ১০২, ১০৭, ১১০, ১১৩, ১১৫, ১১৬, ১৩৯, ১৭৮, ২৯৬, ২৯৯, ৩৩৮ । (২) ৫৬, ৫৭, ৭৮, ৮১, ৮৯, ৯১, ২১৮, ২৬০ । (৩) ৪০, ৬২, ১০৩, ১৩০, ১৩৬, ১৩৭, ১৭২, ২৪৪, ২৪৭, ২৫৫, ৩৪২, ৩৭০, ৩৮০, ৪০১ । (৪) ২১—৬৪, ৮৩, ১১৩, ১৪২, ৩০৬, ৩০৯, ৩১৩, ৩১৪, ৩৪২, ৩৪৫, ৩৫৫, ৩৫৬, ৩৭৪, ৩৭৬, ৩৯২ । (৫) ৪০, ৬৬, ৭৮, ১৪৩, ২৭৪, ২৭৬, ২৭৭, ২৮৬, ৩২৫, ৩১৭, ৪৭৬, ৪৭৮ ।
প্রদর্শক লক্ষণ । (১) ২৯৩, ৩৩৩ । (২) ১৩৯, ২৮৯, ২৯০ । (৩) ৯১, ৪৩৪ । (৪) ১৮—২১, ১৮১, ১৯৯ ।
বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ । (১) ২২৮ । (৪) ৬-১৮ ।
রোগকারণ । (৪) ৬ ।
সংজ্ঞা ইত্যাদি । (৪) ১—৩ ।
সাধারণ ক্রিয়া । (৪) ৬ ।

ল্যাক্ট্রকা ভিরোসা ।
(৫) ১০০ । **১০৮** ।

চিকিৎসা । (৪) ৩৭৬ । (৫) ১০৮ ।
সংজ্ঞা ইত্যাদি । (৫) ১০৮ ।
সাধারণ ক্রিয়া । (৫) ১০৮ ।

ষ্টিক্টা পালমনেরিয়া ।

চিকিৎসা । (২) ২৫৬, ৩৪৫, ৩৭০ । (৩) ১৭৬, ৪০৫ । (৪) ২৫৮ । (৫) ১৪৫, ২৮৫ ।

ষ্টিগ্‌মেটা মেডিস্ । (৫) **৪৫৬** ।

সাধারণ ক্রিয়া ও চিকিৎসা । (৫) ৪৫৬, ৪৫৭ ।

ষ্টিলিঞ্জিয়া । (৫) ৪২৫ । **৪৩০** ।

চিকিৎসা । (৫) ৪২৯, ৪২১ । (১) ২২৯ ।
লক্ষণ । (৫) ৪৩১, ৪৩২ ।
সংজ্ঞা ইত্যাদি । (৫) ৪৩০ ।
সাধারণ ক্রিয়া । (৫) ৪৩০, ৪৩১ ।

ষ্টেনাম ।

চিকিৎসা । (২) ৩৪২, ৪০৬ । (৩) ৩৮, ১৯১, ২১৬ । (৪) ২৯৪, ৫২৩ ।
প্রদর্শক লক্ষণ । (৩) ১৮৯ । (৪) ২২৯ ।

ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া । (৫) ১ । **২১** ।

চিকিৎসা । (১) ৩৪ । (২) ১৪৮, ১৬২, ২১০ । (৩) ৪৫, ১৩৪, ১৯৫, ২১৫, ৪৩৯ । (৪) ৩৫, ২৮০, ৩৩৬ । (৫) ২৬—৩০, ৪১৫, ৪২৪, ৫০০, ৫২৪ ।
প্রদর্শক লক্ষণ । (২) ১৩০, ৩৫৭, ৩৯৪ । (৩) ১৩০ । (৫) ২৬ ।
লক্ষণ । (৫) ২২—২৬ ।
সংজ্ঞা ইত্যাদি । (৫) ২২ ।
সাধারণ ক্রিয়া । (৫) ২২ ।

banglabooks.in

ষ্ট্রন্‌সিয়ানা কার্ব্বনিকাম্‌।

চিকিৎসা। (২) ৩৪৪। (৪) ৫৭, ১১২। (৫) ৩০, ২২১, ৩৯৪।

ষ্ট্রফ্যান্থাস্‌।

চিকিৎসা। (৪) ২০৪। (৫) ২০২।

ষ্টীক্‌নিয়া।

চিকিৎসা। (১) ১৪৫, ১৪৬, ১৪৭, ১৬২। (৫) ২৩৪, ২৭০, ৪৯৭, ৫৫০।

বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ। (২) ১০৯।

ষ্টীক্‌নিয়া ফস্‌ফরিকাম্‌।

চিকিৎসা। (৫) ১৩৩, ৩১১।

ষ্ট্রামনিয়াম। (১) ২৭৪।

উপযোগী ধাতু ইত্যাদি। (১) ২৭৭—২৮১।

চিকিৎসা। (১) ৭৩, ৭৪, ৭৮—৮২, ২৯৪—৩০৯, ৩১২—৩২৬, ৩২৮, ৩২৯, ৩৩১—৩৩৩, ৩৩৫, ৩৩৯—৩৪৪, ৩৪৭—৩৫০, ৩৫৩, ৩৯১, ৩৯৫। (২) ৫০, ৩৩২। (৩) ২১১, ২৪১, ২৫৩, ৩৭৮, ৩৮০। (৪) ২৭, ৬৩, ১৪২, ২০৭, ২৭৬। (৫) ৩৪৯, ৩৮৮, ৩৯৩।

প্রদর্শক লক্ষণ। (১) ২৯১—২৯৪, ৩৪১, ৩৩২, ৩৩৩, ৩৯১। (২) ১৩১। (৩) ৩৬৪। (৪) ২১।

বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ। (১) ২৮২—২৯০।

রোগকারণ। (১) ২৮১।

সংজ্ঞা ইত্যাদি। (১) ২৭৪—২৭৬।

সাধারণ ক্রিয়া। (১) ২৮১, ২৮২।

সাইকুটা ভিরোসা। (৫) ২১১। ২৩১।

চিকিৎসা। (১) ৩৫৮। (২) ১৪১, ৩৪৭। ৪০৬। (৩) ২১২। (৪) ৩০০। (৫) ১৬৬, ২৩৪, ২৩৫, ৩৬২, ৩৯৩।

লক্ষণ। ২৩২, ২৩৩।

সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ২৩১।

সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ২৩১, ২৩২।

সাইক্লেমেন।

চিকিৎসা। (২) ২০১, ২১১, ৩০২। (৩) ৯৭, ১০৬।

সায়ানাইড অব্‌ মার্কারি।

চিকিৎসা। (১) ২৫৮। (৪) ১৮৬। (৫) ৪৪৪।

সিলিসিয়া। (৪) ৯৩।

(সিলিকন্‌।)

উপযোগী ধাতু ইত্যাদি। (৪) ৯৫—৯৭।

চিকিৎসা। (১) ১৬১, ১৬৮, ২৪৫, ২৪৬, ২৪৮, ২৬৩, ৩০৮। (২) ১৪৪, ১৪৯, ৩৩০। (৩) ২৪, ২৫০, ২৭৬, ২৮৭, ২৮৯, ৩৪৪, ৪৩৮, ৪৫৭। (৪) ৩৬, ১১১—১২৩, ২৫৪, ২৫৫, ৩৭১, ৪১৭, ৪১৮, ৪১৯। (৫) ১৯, ৭১, ১৭৮, ১৮৮, ২৬৩, ২৯৪, ৩৪৪, ৩৪৯, ৩৫৫, ৪৩০, ৪৪০, ৫০০।

প্রদর্শক লক্ষণ। (১) ৩৯২। (৪) ১০৮—১১১। (৫) ৪১৪।

বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ। (৪) ৯৮—১০৮।

রোগকারণ। (৪) ৯৭।

সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৪) ৯৩—৯৫।

সাধারণ ক্রিয়া। (৪) ৯৭, ৯৮।

সার্সা পেরিলা। (৫) ৪৮২।

চিকিৎসা। (৩) ২৫২, ৩১৮। (৪) ৩৭৮। (৫) ১০৪, ৪৮৩।

banglabooks.in

লক্ষণ। (৫) ৪৮২, ৪৮৩।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ৪৮২।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ৪৮২।

সাল্‌ফার। (৩) ১।

উপযোগী ধাতু ইত্যাদি। (৩) ৩—৭।
চিকিৎসা। (১) ৩০, ৩১, ৮০, ৮৩, ৮৫, ৯৮, ১১৫, ১১৭, ১১৮, ১৩৭, ১৩৯, ১৫৮, ১৬১, ১৭৩—১৭৬, ২৪৬, ৩০৮। (২) ৫০, ৮৪, ৯০, ১৪২, ১৪৬, ১৫৬—১৫৯, ১৯২, ২০৭, ২১৫, ২১৬, ২৪৯, ৩০০, ৩০৯, ৩৬৪। (৩) ২৮—৫২, ১০৫, ১৭০, ২০৩, ২৪১, ২৪৭, ২৪৯, ২৭২—২৭৫, ২৭৭, ২৭৯, ২৮২, ২৮৩, ২৮৮, ২৮৯, ৩১০, ৩১৮, ৩২৬, ৩৩৬, ৩৪৪, ৩৬৫, ৪০০, ৪৩৬, ৪৩৭, ৪৪০, ৪৪১। (৪) ৩১, ৬৩, ৭৯, ১২১, ১২৩, ১৭০, ২১৪, ২৪৬, ২৪৭, ২৪৯, ২৫৪, ৩০৩, ৩০৪, ৩১৪, ৩৩৪, ৩৩৬, ৩৫০, ৩৭৩, ৩৯৭, ৪১৪, ৪১৯। (৫) ৭, ৭৮, ১৭৭, ১৮৮, ১৯৮, ২০৬, ৩১৬, ৩২৮, ৩৮১, ৪৪৪, ৪৬৫, ৪৭৫, ৫০২, ৫৪৫।
প্রদর্শক লক্ষণ। (১) ৩৯৩। (২) ৪৭, ১৩৮, ২৮৯, ২৯৪। (৩) ২৪—২৭, ১৪৯, ১৫০, ২৭১, ৩৬৫, ৪৩০—৪৩৪। (৪) ১১১, ২২৬, ২২৭, ২২৮, ২৯৬, ৪১২। (৫) ৩৩৯।
বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ। (১) ১৫৮। (৩) ৯—২৪, ৪৩৬।
রোগকারণ। (৩) ৭, ৮।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৩) ১—৩।
সাধারণ ক্রিয়া। (৩) ৮, ৯।

সাল্‌ফুরিক এসিড। (৫) ৫৪৫।

প্রদর্শক লক্ষণ। (২) ২৮৯।
লক্ষণ ও চিকিৎসা। (২) ৩৩৫। (৩) ১৩৫, ১৪৪, ৩৭১, ৪০৩। (৪) ৩৬, ৫৯, ১৮৬, ৩৩৩, ৩৪৫। (৫) ৮৯, ৩২২, ৩৩৯, ৫৪৫, ৫৪৬।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ৫৪৫।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ৫৪৫।

সিকেলি কর্ণুয়েটাম্।
(৫) ৩৫৭ ; ৩৬৮।

চিকিৎসা। (২) ৬৩, ৬৪, ৯১। (৩) ৯৭, ২১৮, ২১৯। (৪) ৫৫, ১৪৫, ২৩৬। (৫) ৫৯, ৭৯, ২৭১, ৩৩৭, ৩৬৫, ৩৬৮, ৩৭২—৩৭৬, ৪৩০, ৪৮৯, ৫৪৩।
প্রদর্শক লক্ষণ। (২) ৪৭। (৫) ৩৭২।
লক্ষণ। (৫) ৩৭০।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। ৩৬৮, ৩৬৯।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ৩৬৯, ৩৭০।

সিঙ্কনা। (৩) ৭৩।

(চায়না।)

উপযোগী ধাতু ইত্যাদি। (৩) ৭৩—৭৭।
চিকিৎসা। (১) ৪৮, ৭০, ১০০, ২২৬। (২) ৫২, ৫৮, ৬০, ৬৭, ৬৯, ৭০, ৭১, ৭৩, ৭৯, ৮৮, ৯২। (৩) ৪০, ৭৮—৮১, ৯২—১০৮, ২০৩, ২০৪, ২৩৬, ২৩৭, ২৭৫, ৩৬৯, ৪০৩, ৪১১, ৪৩৫। (৪) ২৩, ৪১, ৪২, ৫৫, ১৮৫, ১৯১, ২০২, ২০৫, ২৩৪, ২৯৭, ৩৩৩, ৩৫০, ৩৯১, ৪১৬, ৪৩৭। (৫) ১৫২, ১৮৫, ৩৮৮, ৪৫৫, ৫১৫।
প্রদর্শক লক্ষণ। (১) ১৬০। (২) ১৩৩, ১৩৪, ২৪৫। (৩) ৮৯—৯১, ১২৫, ৩৯৭। (৪) ২৯৭, ৪৩৭।
বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ। (৩) ৭৮—৮৯।
রোগকারণ। (৩) ৭৭।

banglabooks.in

সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৩) ৭৩—৭৫।
সাধারণ ক্রিয়া। (৩) ৭৭, ৭৮।

সিড্রন। (৫) ৫৫৮।

প্রদর্শক লক্ষণ। (১) ৩৭০, ৩৭১। (৫) ৫৫৮।
সাধারণ ক্রিয়া ও চিকিৎসা। (২) ৫২ (৩) ৯৩, ১৯৩। (৫) ৫১০, ৫৪৭, ৫৫৮।

সিনা—স্যাণ্টোনাইন্। (২) ৩৯৪।

উপযোগী ধাতু ইত্যাদি। ৩৯৬।
চিকিৎসা। (১) ১৪৭, ১৪৮। (২) ১৫৪, ২৫৭, ২৫৮, ৩৪৮, ৩৮৯, ৪০৪, ৪১০। (৪) ৩৯১।
প্রদর্শক লক্ষণ। (২) ১৩১, ৩৬৪, ৪০২, ৪০৪।
বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ। (২) ৩৯৭—৪০২।
রোগ কারণ। (২) ৩৯৬।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। ৩৯৪, ৩৯৫।
সাধারণ ক্রিয়া। (২) ৩৯৬, ৩৯৭।

সিনাবেরিস্।

চিকিৎসা। (১) ২৫৩, ২৭৩।
বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ। (৪) ২৬৬।

সিনামমাম্। (৫) ৪৪১, ৪৪৫।

চিকিৎসা। (৩) ১০৬। (৫) ২৬০, ৪৪৫।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ৪৪৫।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ৪৪৫।

সিনিসিয় অরিয়াস্। (৫) ১০০, ১১০।

চিকিৎসা। (২) ২১৩। (৫) ১১১, ১১২।
প্রদর্শক লক্ষণ। (৫) ১১১।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ১১০।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ১১০।

সিপিয়া। (২) ২৬৮।

উপযোগী ধাতু আদি। (২) ২৭০, ২৭৪।
চিকিৎসা। (১) ৩৯৮, ৩৯৯। (২) ১৪২, ১৬৩, ১৯৫, ১৯৭, ২০৯, ২৫৮, ২৬১, ২৬৪, ২৯৬—৩১৫। (৩) ৪৬, ৫২, ২৫১, ২৫২, ২৫৭, ৩৪২, ৩৭০, ৩৯৯, ৪৪০। (৪) ২৭, ৮৩, ১৬৪, ২৪৯, ৩১৪, ৩৩৯, ৩৯৫, ৪৬২। (৫) ৬, ৩৫, ৭৮, ১৩৩, ১৪৬, ১৪৭, ১৫৯, ১৯৯, ২০৬, ২০৭, ২০৮, ২২৮, ২৬০, ২৯৭, ২৯৮, ৩১০, ৪৪৭, ৪০৪, ৪৩৬, ৫০২, ৫২৪, ৫২৫, ৫৩০, ৫৩৬।
প্রদর্শক লক্ষণ। (২) ২৮৮—২৯৬। (৩) ২৭, ৯০। (৪) ১৯, ১৬৪, ২২৯।
বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ। (২) ২৭৫—২৮৮।
রোগ কারণ। ২৭৪।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (২) ২৬৮—২৭০।
সাধারণ ক্রিয়া। (২) ২৭৪, ২৭৫।

সিফিলিনাম্। (৫) ৩১৯, ৩৩৭

প্রদর্শক লক্ষণ। (৫) ৩৩৯।
রোগ ইত্যাদি। (৫) ৩৩৯—৩৪১।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ৩৩৭, ৩৩৮।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ৩৩৮, ৩৩৯।

সিমেক্স্ ল্যাক্টুলেরিয়াস্। (৫) ৩০৩। ৩০৫।

চিকিৎসা। (৫) ৩০৫, ৩০৬।
প্রদর্শক লক্ষণ। (৫) ৩০৫।

সিস্কাইটাম্।

চিকিৎসা। (৩) ১৩৫। (৫) ১৮৮।

সিয়ানথাস্ আমেরিকানাস।

প্লীহারোগ। (৩) ১০৫।

banglabooks.in

সিলিনিয়াম্।

চিকিৎসা। (৩) ৩০, ৪০, ৪৫, ৩৪১। (৪) ৪৪৩। (৫) ৪৬৯, ৪৮৯, ৫৩৭।

সিলেপিস্ নাইগ্রো।

কৃমিরোগ। (২) ৪১০।

সুইট্ স্পিরিট অব্ নাইটার।

টাইফয়েড ফিবার। (৪) ২০৭।

সেনেগা।

চিকিৎসা। (১) ১৪১, ১৪২। (২) ৩৪৪। (৩) ৪০০, ৪০১, ৪৫৫। (৫) ১৯, ৩৯৪।

সোরিনাম। (৩ ৪১৫।

উপযোগী ধাতু ইত্যাদি। (৩) ৪১৫—৪১৮।
চিকিৎসা। (৩) ৩০, ৩৪, ২০৩, ২০৪, ২৭৫, ৩৭৮, ৪৩৫—৪৫১। (৪) ২০৬, ৩৭১। (৫) ১৯, ১০৪, ৩৩১।
প্রদর্শক লক্ষণ। (১) ১৬১, ১৩২। (৩) ২৫, ২৬, ৪৩০—৪৩৫। (৪) ১১১। (৫) ৩৩৯।
বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ (১) ১৫৯। (৩) ২০৩, ২০৪, ৪২১—৪৩০।
রোগকারণ। (৩) ৪১৮, ৪১৯।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৩) ৪১৫।
সাধারণ ক্রিয়া। (৩) ৪১৯।

সোলেনাম কেরো।

মৃগীরোগ বা এপিলেপ্‌সি। (৫) ৪১৫।

স্কুইলা, সিলা ম্যারিটীমা।

(৫) ১৯২, ২০৯।

চিকিৎসা। (৩) ১৭১, ৪০১। (৪) ২০৪। (৫) ২১০।
লক্ষণ। (৫) ২০৯, ২১০।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ২০৯।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ২০৯।

স্পঞ্জিয়া। (৫) ৫৯।

চিকিৎসা। (১) ৪০, ১৭১। (২) ২১০। (৫) ৬৬, ৬৭।
প্রদর্শক লক্ষণ। (৫) ৬৩।
লক্ষণ। (৫) ৬০—৬৩।
। (৫) ৫৯, ৬০।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ৬০

স্পাইজিলিয়া। (৫) ৩৯৭।

চিকিৎসা। (১) ৯৬। (২) ১৯৩, ২০২, ৪১০। (৩) ৬৫, ১৯০। (৪) ১৭৫, ৩৩৩। (৫) ৫৭, ৫৯, ৬৬, ৪০০—৪০২।
লক্ষণ। (৫) ৩৯৮, ৩৯৯।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ৩৯৭।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ৩৯৭, ৩৯৮।

স্প্যার্টিন সাল্‌ফেট।

হৃদ্রোগ। (৫) ২০২।

স্যাকেরাম অফিসিন্যালিস্।

চক্ষুরোগ। (৩) ২৭৭।

স্যাঙ্গুইনেরিয়া। (৫ ৪৭২।

চিকিৎসা। (১) ৭০, ৭১, ১৪১। (২) ২৯৮, ৩৩৬। (৩) ৩৭, ৯৪, ১৭৫, ২৯০, ৩৩৯, ৪৫৪। (৫) ১৬৭, ২৮৭, ৩৪৯, ৪০০, ৪৭৪—৪৭৮, ৪৮৫।
প্রদর্শক লক্ষণ। (৪) ১৯।
লক্ষণ। (৫) ৪৭২—৪৭৪।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ৪৭২।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ৪৭২।

স্যাঙ্গুইনেরিয়া নাইট্রেট্।

চিকিৎসা। (৪) ১৬৯। (৫) ৩৫০।

banglabooks.in

স্যানিকুলা।

চিকিৎসা। (৪) ১১১। (৫) ১০৪।

স্যাবাইনা। (৫) ২৫৭। **২৫৮।**

চিকিৎসা। (৩) ৯৭। (৫) ৯৬, ২৫৯—২৬১, ৩৬৫, ৩৪৩।
প্রদর্শক লক্ষণ। (৫) ২৫৭।
লক্ষণ। (৫) ২৫৮, ২৫৯।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ২৫৭।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ২৫৭।

স্যাবাডিলা। (৫) ১৫৫। **১৬০।**

চিকিৎসা। (২) ৪১০। (৫) ১৬২, ১৬৩, ৪০২।
লক্ষণ। (৫) ১৫৫।
প্রদর্শক লক্ষণ। (৫) ১৫৬।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ১৫৫।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ১৫৫।

স্যাম্বুকাস্। (৫) **৪৩৩।**

চিকিৎসা। (১) ৪০। (২) ৩৭০। (৪) ৩০২। (৫) ৪৬, ৬৪, ৪৩৪।
লক্ষণ। (৫) ৪৩৩।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ৪৩৩।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ৪৩৩।

স্যালিসিলিক এসিড।

চিকিৎসা। (৩) ৩৩৯। (৪) ৩৬।

হাইড্রকোটাইল।

(৫) ২১১। **২৩৫।**

লক্ষণ। (৫) ২৩৬।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ২৩৫।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ২৩৫।

হাইড্রফবিনাম।

(৫) ৩১৯। **৩৪১।**

হাইড্রাঞ্জিয়া।

পূয়মেহ। (৩) ৩১৮।

হাইড্রাষ্টিস্ ক্যানাডেন্সিস্।

(৫) ১। **৩২।**

চিকিৎসা। (২) ১৫৯, ১৯৮, ২০২, ৩০৫। (৩) ২৪, ৪০, ৪৬, ৯৬—গ। (৪) ২৮০। (৫) ৩৫, ৩৬, ১০৭, ৪৬১।
প্রদর্শক লক্ষণ। (৪) ৩৬৯।
লক্ষণ। (৫) ৩৩—৩৫।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ৩২।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ৩২, ৩৩।

হাইপেরিকাম্।

চিকিৎসা। (৩) ১৩৫। (৪) ৩৩৬। (৫) ১৬৬, ৩৫০, ৪২৪।

হায়সায়ামাস্। (১) **৩১০।**

উপযোগী ধাতু আদি। (১) ৩১৩—৩১৪।
চিকিৎসা। (১) ৪৬, ৭৪, ৭৬—৮০, ৮২, ৯০, ১১৫, ১১৭, ১৩৪, ১৭৯, ২৯৭, ২৯৯, ৩০০, ৩৩৪—৩৩৫। (২) ৩৩৮, ৩৩৯। (৩) ১৩৭, ৩১৬, ৩৮০,। (৪) ২৭, ৫৯, ১৪২, ২৪৫, ৩৫২। (৫) ১৫১, ১৭৫, ৩০৭, ৩৯৩, ৫২৩, ৫৪১।
প্রদর্শক লক্ষণ। (১) ২৯১, ৩৩১—৩৩৪। (৩) ৩৬৪। (৪) ২১।
বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ। (১) ৩১৫—৩৩১।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (১) ৩১০—৩১৩।
সাধারণ ক্রিয়া। (১) ৩১৫।

banglabooks.in

হিপমেন্স। (৫) ২৭৮। ২৮০।

চিকিৎসা। (৫) ২৮০।
লক্ষণ। (৫) ২৮০।

হিপার সাল্‌ফার।

উপযোগী ধাতু ইত্যাদি। (১) ১৫৩—১৫৬।
চিকিৎসা। (১) ২৩, ৪০, ৯৩, ৯৪, ৯৮, ৯৯, ১০৮, ১৬১—১৮৭, ২২৩,—২২৫, ২৪৪, ২৪৫, ২৪৮, ২৫৭, ৩০৮। (২) ২৬০, ৩৪৫। (৩) ১৭১, ২৭৬, ৩৩৬, ৪৩৮। (৪) ২৮, ৩৩, ৩৭, ৪১, ৫৬, ১১৭, ১২২, ১২৩, ১৬৮, ৩০৪, ৩৭৩, ৩৭৫, ৪১৪। (৫) ৪৭, ৫৬, ৬৬, ৮০, ১৭৭, ২৬৬, ৪৩৮, ৪৯৯।
প্রদর্শক লক্ষণ। (১) ২০, ১৬০, ১৬১, ৩৯২। (৩) ৩৩৪, ৪৩৪। (৪) ১১০, ৪৬১।
বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ। (১) ১৫৭—১৬০। (৩) ২৪।
রোগকারণ। (১) ১৫৬।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (১) ১৫৬, ১৫৭।
সাধারণ ক্রিয়া। (১) ১৫৬, ১৫৭।

হেমমেলিস্। (৫) ৪৬৩।

চিকিৎসা। (২) ২১০, ২১৩, ২১৫, ২১৬। (৩) ৪২, ৯৭, ১২৮, ১২৯। (৪) ৬২, ১৮৫, ২৭৮, ২৭৯। (৫) ১১, ৬৭, ১০৭, ৩৪৭, ৩৬৫, ৩৮৮, ৪৬৪—৪৬৬ ৫৪৩।
প্রদর্শক লক্ষণ। (৫) ৪৬৪।
লক্ষণ। (৫) ৪৬৩, ৪৬৪।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ৪৬৩।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ৪৬৩।

হেলিবোরাস্। (৫) ১। ৩৬।

চিকিৎসা। (১) ১৩৭। (৪) ৩৬, ৫২, ২৯৯। (৫) ৩৮—৪১, ৩২৮।
প্রদর্শক লক্ষণ। (২) ২৪৭।
লক্ষণ। (৫) ৩৭, ৩৮।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ৩৭।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ৩৭।

হেলোনিয়াস্। (৫) ১৫৫।

চিকিৎসা। (৫) ১৫৭—১৬০, ২৯১।
প্রদর্শক লক্ষণ। (৫) ১৫৬।
লক্ষণ। (৫) ১৫৫, ১৫৬।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ১৫৫।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ১৫৫।

banglabooks.in

চিকিৎসা-নির্ঘণ্ট

১। অস্থি এবং অস্থি-সংস্পৃষ্ট রোগ।

১। অস্থি-অর্ব্বুদ বা এক্‌জষ্টসিস্ অব দি বোন্‌স্।

অরাম (৪) ৪৬৮।
অরাম মিউ। (৪) ৪৬৮।
কেলি আয়ডি। (৫) ১২৭।
ক্যাল্কে ফ্লুয়রিকা। (৫) ৭১।
ষ্টিলিঞ্জিয়া। (৫) ৪৩২।
সিফিলিনাম। (৫) ৩৪১।

২। অস্থি ও অস্থিবেষ্ট ঝিল্লিসংস্পৃষ্ট নানাবিধ রোগ।—বালাস্থিবিকার বা রেকাইটিস্ ইত্যাদি, অস্থিবেষ্ট প্রদাহ বা পেরি-অষ্টাইটিস্, অস্থিক্ষত বা কেরিজ এবং অস্থি-ধ্বংস বা নিক্রোসিস্ অব দি বোন্‌স্ প্রভৃতি।

অরাম (৪) ৪৬৫, ৪৬৮। (৫) ২৬৬।
অরাম মিউ। (৪) ৪৬৮।
এরানিয়া ডায়াডেমা। (৫) ৩১৮।
এসাফিটিডা। (৫) ২২১।
কেলি হাই। (৫) ২৯, ১২৭।
ক্যাপ্‌সিকাম। (৫) ২৬৫, ২৬৬।
ক্যাল্কেরিয়া কার্ব্ব। (৩) ২৯১। (৪) ১২০। (৫) ৩১৬।
ক্যাল্কেরিয়া ফস্। (৫) ১৮৮।
ক্যাল্কেরিয়া ফ্লুয়া। (৩) ২৯১। (৫) ১৮৯।
থিরিডিয়ন। (৫) ৩১৬।
নাইট্রিক এসিড। (৫) ২৬৬।
পাইনাস সিল্‌। (৩) ২৯১।
প্লাটিনাম। (৫) ৩০।
ফস্‌ফরাস্। (৪) ২৫৪, ২৫৫।
ফস্‌ফরিক এসিড। (৪) ১২০, ২০৫, ২০৬।
ফ্লুয়রিক এসিড। (৫) ৭১।
মার্কুরিয়াস্। (৫) ২৯।
লাইকপোডিয়াম। (৫) ৩১৬।
ষ্টিলিঞ্জিয়া। (৫) ২৯, ২২১, ৪৩২।
ষ্টাফিসেগ্রিয়া। (৫) ২৯।
ষ্ট্রন্‌সিয়ানা কার্ব্ব। (৫) ৩০, ২২১।
ষ্ট্রামনিয়াম। (১) ৩০৭।
সাইলিসিয়া। (৪) ১১৯, ১২০, ২৫৪, ২৫৫। (৫) ৭১।
সার্সাপেরিলা। (৫) ৪৮৩।
সাল্‌ফার। (৪) ২৫৫। (৫) ১৮৮, ৩১৬।
সিফিলিনাম। (৫) ৩৪১।
সিম্ফাইটাম। (৫) ১৮৮।

২। কর্ণ এবং কর্ণ-সংস্পৃষ্ট রোগ।

১। ইউষ্টেচিয়ান টিউব্ ও কর্ণের সর্দ্দি। (৫) ৫১৮।

২। কর্ণশূল, কর্ণ-প্রদাহ এবং অটরিয়া বা কানপাকা প্রভৃতি।

অরাম্। (৩) ২৭৬। (৪) ৪৬৪।
আর্য়ডিয়াম। (৩) ২৭৬। (৪) ৪১৫।
আর্সেনিকাম্। (২) ৫৩, ৭৮।
ইলাপস্। (৫) ২৭৭।
একনাইট। (২) ১৯৮, ৩৬৯।
কার্ব্ব এনি। (১) ২৪৯।

কার্ব্ব ভেজ। (১) ২৪৮। (৪) ৪১৫।
ক্যাপ্‌সিকাম। (৪) ৪৬৪। (৫) ২৬৫, ২৬৬।
ক্যামমিলা। (১) ৯৪, ১৬৬। (২) ১৯৮, ৩৬৯।
কেলি ফস্‌ফরিকাম। (৫) ৫১৯।
কেলি বাই-ক্রমিকাম। (৩) ২৭৬। (৪) ৩৭২, ৪৬৪
ক্যাল্কেরিয়া আয়। (৫) ১৯০।
ক্যাল্কেরিয়া কার্ব্ব। (৩) ২৭৫, ২৭৬। (৪) ৪৬৪
ক্যাল্কেরিয়া ফস। (৩) ৪৩৮।
ক্রটেলাস্‌। (৫) ২৭৭।
গ্র্যাফাইটিস্‌। (৪) ৪১৫।
টেলুরিয়াম্‌। (১) ৯৪।
ডাল্‌কামরা। (২) ৩৬৯। (৩) ৪৫৪।
নাইট্রিক এসিড। (৩) ২৭৬। (৪) ৪৬৪।
পাল্‌সেটিলা। (১) ১৬৬। (২) ১৯৭। (৫) ৫১৮।
প্ল্যাণ্টেগো। (২) ১৯৮।
ফেরাম ফস্‌ফরিকাম্‌। (৫) ৫১৮।
বেলাডনা। (১) ৯৩, ৯৪, ১৬৬। (২) ১৯৮।
বর‍্যাক্‌স। (২) ৩৬৯। (৫) ৫১৮।
ব্যারাইটা কার্ব্বনিকা। (৪) ৪৬৪।
মার্কুরিয়াস্‌। (১) ২৪৮। (৩) ২৭৬, ৪৩৮। (৪) ৪৬৪। (৫) ২৬৬।
ম্যাগ্নিসিয়া ফস্‌। (৫) ৫১৯।
ল্যাকেসিস্‌। (৫) ২৭৭।
সাইলিসিয়া। (১) ২৪৮। (৩) ২৭৬। (৪) ১১৫। (৫) ২৬৬।
সাল্‌ফার। (৩) ৩৪, ৪৩৮।
সরিণাম। (৩) ৩৪।
স্যাঙ্গুইনেরিয়া। (৩) ৪৫৪। (৫) ৪৭৮।
হাইড্রাষ্টিস্‌। (২) ১৯৮।
হিপার সাল্‌ফার। (১) ৯৪, ১৬৬, ২৪৮। (৩) ২৭৬, ৪৩৮। (৪) ৪৬৪। (৫) ২৬৬।

৩। কর্ণ থইল।

কনায়াম। (৪) ২৮।

৪। কর্ণনাদ বা টিনিটাস অরিয়াম।

আর্ণিকা। (৩) ৩৩৯।
কনায়াম। (৪) ২৮।
কষ্টিকাম। (৩) ৩৩৯।
কার্ব্বন বাইসাল্‌ফ। (৩) ৩৩৯।
ক্রটেলাস্‌। (৪) ২৮।
ব্যারাইটা মিউ। (৫) ১৭৯।
ল্যাকেসিস্‌। (৪) ২৮।
সিঙ্কনা। (৩) ৩৩৯।
স্যাঙ্গুইনেরিয়া। (৩) ৩৩৯।
স্যালিসিলিক এসিড। (৩) ৩৩৯।
হিপার সাল্‌ফার। (৪) ২৮।

৫। বধিরতা, ডেফ্‌নেস্‌ অব হিয়ারিং এবং কর্ণরোধ।

আয়ডিন। (৩) ২৭৬। (৪) ৪১৫।
আর্ণিকা। (৩) ৩৩৯।
ইগ্নেসিয়া। (৪) ২৪০।
কার্ব্বন বাই-সাল্‌ফ। (৩) ৩৩৯।
ক্রটেলাস। (৪) ২৮।
গ্রাফাইটিস। (৪) ৪১৫।
চেনোপোডিয়াম। (৩) ৩৩৯।
ফস্‌ফরাস। (৪) ২৪০।
স্যালিসিলিক এসিড। (৩) ৩৩৯।

৩। গ্রন্থি এবং গ্রন্থি-সংসৃষ্ট রোগ।

১। অণ্ডকোষ গ্রন্থিরোগ।

(পুং জননেন্দ্রিয়রোগ দেখ।)

২। ওভারি-গ্রন্থি-রোগ

(স্ত্রীজননেন্দ্রিয়রোগ দেখ।)

banglabooks.in

৩। কর্ণমূলগ্রন্থি বা প্যারটিড গ্ল্যাণ্ড-প্রদাহ, প্যারটাইটিস বা মাম্পস্

অরাম। (৪) ৪৬৫। (৫) ১৫, ২২৭।
কনায়াম। (৫) ২২৭।
কাল্কে কার্ব্ব। (৪) ৩৪২।
ক্লিমেটিস ইরেক্টা। (৫) ২২৭।
জ্যাবরেণ্ডাই। (৫) ৪১২।
পাল্‌সেটিলা। (২) ২০৩। (৫) ১০২।
বেলাডনা। (১) ৯৬।
মার্কুরিয়াস্। (১) ২৫৫।
রাস্‌টকস। (৪) ৩৪১, ৩৪২।
লাইকপোডিয়াম। (৪) ৩৪২।
ল্যাকেসিস্। (৪) ৩৪২।

৪। গণ্ডমালা-রোগ বা স্ক্রফুলা।

আয়ডিন। (৪) ১১৯। (৫) ৪৭, ৫৮।
আয়ডফরম্। (৪) ১১৯।
আর্সেনিকাম আয়। (৫) ৫৮।
কষ্টিকাম। (৩) ২৮৯, ৩৪৩।
কার্ব্ব এনি। (৫) ৪৮।
ক্যাল্কে আয়ডেটাম। (৫) ৫৮।
কাল্কে কার্ব্ব। (৩) ৪৭, ৪৮, ২৮৮।
(৪) ৪১৯।
ক্যাল্কে ফস্। (৩) ২৮৯।
গ্র্যাফাইটিস। (৩) ২৮৯। (৪) ৪১৯।
থুজা। (৪) ২৭৯।
ফস্‌ফরাস। (৩) ৩০১।
ফেরাম। (৪) ৪১৯।
ফেরাম আই। (৫) ৫৮, ৫১৭।
ব্যারাইটা আই। (৫) ৫৮। (৫) ১৭৭।
ব্যারাইটা কার্ব্ব। (৩) ২৮৯।
ব্রোমিন। (৪) ১১৯। (৫) ৪৮।
মার্ক সল। (১) ২১৭।
ম্যাগ্নেসিয়া মিউ। (৩) ২৮৯। (৪) ১১৯।
সাইলিসিয়া। (৩) ২৮৯, ৩৪৪। (৪) ১১৮, ১১৯, ৪১৯
সাল্‌ফার। (৩) ৪৭, ৪৮, ২৮৯, ৩৪৪।
(৪) ৪১৯।
সাল্‌ফুরিক এসিড। (৩) ৩৪৪।

৫। গলগণ্ডরোগ বা গয়টার।

আয়ডিন। (৫) ৫৭।
এপিস। (৩) ২৮৯।
ক্যাল্কে কার্ব্ব। (৩) ২৮৯।
ব্রোমিন। (৫) ৪৮।
সাইলিসিয়া। (৩) ২৮৯।
স্পঞ্জিয়া। (৫) ৬৭।

৬। গ্রন্থিরোগ বা ডিজিজেস্ অব দি গ্ল্যাণ্ডস্।

এলুমিনা। (৩) ৪১৩। (৫) ৮১।
কার্ব্ব এনি। (৩) ৪১৩। (৫) ৪৮, ৩০২, ৫১০।
কার্ব্ব ভেজ। (৩) ৪১৩।
কনায়াম। (৫) ২২৮, ২২৯।
ক্যালি মিউ। (৫) ১৫৩।
ক্যাল্কেরিয়া। (১) ২৪৬। (৪) ৪১৯।
ক্যাল্কে আই। (৫) ১৯০।
ক্লিমেটিস্। (৫) ২২৭।
গ্র্যাফাইটিস। (৪) ৪১৯।
জ্যাবরেণ্ডাই। (৫) ৪১২।
ফাইটলেকা। (৫) ৪৯৭, ৪৯৮।
ফেরাম। (৪) ৪১৯।
ফেরাম কস। (৫) ৫১৯।
ব্যাডিয়াগা। (৩) ৪১৩। (৫) ৩০২।
ব্যারইটা আই। (৫) ১৭৭।
ব্যারাইটা কার্ব্ব। (৫) ১৭৬, ১৭৭।
ব্যারাইটা মিউ। (৫) ১৭৭।
ব্রোমিন। (৫) ৪৮।

banglabooks.in

মার্ক ভাইভাস। (১) ২৪৬।
মার্কুরিয়াস। (১) ২৪৬, ২৪৭।
সাইলিসিয়া। (১) ২৪৬। (৪) ১১৯, ৪১৯।
সাল্‌ফার। (১) ২৪৬, ২৪৭। (৪) ৪১৯।
(৫) ১৭৭।
স্পঞ্জিয়া। (৫) ৬৭।

৭। টন্‌সিলগ্রন্থিপ্রদাহ বা টন্‌সিলাইটিস্‌।

অরাম। (৪) ৪৬৫।
ইগ্নেসিয়া। (২) ৩৪৫। (৫) ১৭৬, ৪৯৮।
এপিস মেল। (১) ৯৮। (৪) ৩০৫।
এমন মিউ। (৫) ৯৪।
ককুলাস ভিসি। (৫) ১৭৬।
কনায়াম। (৫) ১৭৭।
ক্যাল্কেরিয়া আই। (৫) ১৭৭, ১৮৬।
ক্যাল্কেরিয়া কার্ব্ব। (৫) ১৭৬।
ক্যাল্কেরিয়া ফস্‌। (৫) ১৭৬, ১৮৬।
ক্যাল্কেরিয়া সাল্‌ফ। (৫) ১৯১।
ফাইটলেক্কা। (৫) ৪৯৭, ৪৯৮।
ফেরাম ফস। (৫) ১৮৬।
বেলাডোনা। (১) ৯৬—৯৯, ২৫৬, ২৫৭।
(৪) ৩০৬। (৫) ১৭৬।
ব্যারাইটা আই। (৫) ১৭৬।
ব্যারাইটা কার্ব্ব। (৫) ১৭৬, ১৭৭, ১৮৬।
ব্যারাইটা মিউ। (৫) ১৭৬, ১৭৯।
ব্রোমিন। (৫) ১৮৬
মার্ক বিন-আই। (১) ২৫৭।
মার্কুরিয়াস। (১) ৯৮, ৯৯, ২৫৭।
(৪) ৩৭।
লাইকোপোডিয়াম। (১) ৯৯। (৫) ১৭৭,
১৮৬।
ল্যাকেসিস্‌। (১) ৯৯। (৪) ৩৭।
সাইলিসিয়া। (৪) ১১৭।
সাল্‌ফার। (১) ৯৮।
হিপার সাল্‌ফ। (১) ৯৮, ৯৯, ২৫৭।
(৪) ১১৭। (৫) ১৭৭।

৮। টেবস্‌ মেসেণ্টারিকা বা অন্ত্র-বেষ্ট ঝিল্লি-গণ্ডমালা।

আইওডিন। (৫) ১৭৮।
ব্যারাইটা কার্ব্ব। (৫) ১৭৭, ১৭৮।
সাইলিসিয়া। (৫) ১৭৮।

৯। প্রষ্টেটগ্রন্থিরোগ।

(পুং জননেন্দ্রিয় রোগ দেখ।)

১০। বাঘী বা বিউবো।

(রতিজ বা ভিনিরিয়েল রোগ দেখ।)

১১। লসীকাগ্রন্থি বা লিম্ফ্যাটিক গ্ল্যাণ্ডের প্রদাহ।

এপিস। (৩) ২৮৯।
ক্যাল্কেরিয়া কার্ব্ব। (৩) ২৮৯।
বাফোরেনা। (৫) ২৯৪।
মেডোরাইনাম। (৫) ৩৩৬।
সাইলিসিয়া। (৩) ২৮৯
সাল্‌ফার। (৩) ২৮৯।
মার্কুরিয়াস। (১) ২২৭
সাল্‌ফুরেটেড্‌ হাইড্রজেন। (৫) ৪৯

৪। চক্ষুরোগ বা ডিজিজেজ্‌ অব্‌ দি আইজ্‌।

১। অঞ্জনিকা, আজনাই বা ষ্টাই।

ইউফ্রেসিয়া। (১) ১৬৬।
গ্র্যাফাইটিস। (৪) ৪১৩।
পাল্‌সেটিলা। (২) ১৯৮, ১৯৯
ফস্‌ফরাস্‌। (১) ১৬৬।

banglabooks.in

মার্কুরিয়াস। (১) ১৬৬।
লাইকোপডা। (৪) ৪৬৪।
ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া। (৫) ২৭।
সাইলিসিয়া। (৪) ১১৪।
হিপার সাল্ফার। (১) ১৬৬।

২। অনুপেক্ষরোগ বা টেরিজিয়াম।

জিঙ্কাম। (৪) ২৪০। (৫) ৫৩২।
রেট্যানিয়া। (৪) ২৪০।

৩। অন্ধত্বাদি বিবিধ দৃষ্টিবিপর্য্যয়।

—অন্ধত্ব, দৃষ্টিমালিন্য বা ঘোরদৃষ্টি বা গ্লকোমা, দৃষ্টিদৌর্ব্বল্য বা এস্থেনপাইয়া, বিষমদৃষ্টি, অর্দ্ধদৃষ্টি, দ্বিত্বদৃষ্টি, দূরদৃষ্টি বা প্রেস্বাইওপাইয়া, নিকটদৃষ্টি বা মাইও-পাইয়া প্রভৃতি।

অরাম। (২) ২৫৮। (৪) ৪৬৩।
আর্জ্জেন্ট নাই। (৪) ৪৪৩।
আর্টিমিসিয়া। (২) ২৫৭, ৪০৭। (৫) ১০১।
আর্সেনিক। (২) ৫২, ৫৩।
ইগ্নেসিয়া। (২) ৩৪৬।
এপিস। (৪) ৩০০, ৩০১, ৩০২, ৩৩৯।
এমন গাম। (২) ২৫৮, ৪০০।
এলুমিনা। (৪) ৪১৫।
এসাফিটিডা। (৫) ২২০।
কষ্টিকাম। (৩) ৩৪০।
কনায়াম। (৪) ২৪০।
গ্র্যাফাইটিস। (৪) ৪১৪।
চেলিডোনিয়াম। (১) ৩৭৮।
জিঙ্কাম। (৫) ৫৩২।
জেলসিমিয়াম। (৫) ৮০।
জ্যাবরেণ্ডাই। (২) ৩০২। (৫) ৪১২।
টিটেনিয়াম। (২) ২৫৮। (৪) ৪৬৩।
থুজা। (২) ৩০৩।
নাক্স্ ভমিকা। (১) ৩০৩।
নেট্রাম মিউ। (২) ২৫৭, ২৫৮, ৩০২। (৪) ৪১৫।
পাল্সেটিলা। (২) ১৯৯।
ফস্ফরাস্। (৪) ২৩৮, ২৩৯।
ফাইজষ্টিগ্মা। (৫) ২৪২।
ব্যারাইটা কার্ব্ব। (৫) ১৭৫।
ব্রাইওনিয়া। (১) ১৪৯।
মিউরিয়েটিক এসিড। (৪) ৪৬৩।
রাস্টক্স্। (৪) ৩৩৭।
রুটা। (২) ২৫৭, ৪০৭।
লাইকোপোডিয়াম। (২) ২৫৮। (৪) ৪৬৩, ৪৬৪।
লিথিয়াম কার্ব্ব। (৪) ৪৬৩।
লিলিয়াম। (২) ২৫৮, ২৩২।
ল্যাকেসিস। (৪) ২৭।
সাইক্লেমেন। (২) ৩০২।
সাইলিসিয়া। (৪) ২৪০।
সিঙ্কোনা। (৩) ৯৩।
সিনা। (২) ২৫৭, ৪০৭।
সিপিয়া। (২) ৩০০—৩০৩।
সিফিলিনাম। (৫) ৩৪০।
স্যাণ্টোনাইন। (২) ২৫৮, ৪০৭।

৪। অফথ্যালমিয়া কঞ্জাংটিভাইটিস্। বা যোজকঝিল্লি প্রদাহ—সহজ

বা সিম্পল, পুয়ধাতুজ বা গণোরিয়েল, গণ্ডমালীয় বা স্ক্রফুলাস, দানাযুক্ত বা গ্র্যান্যুলার, পুয়জনক বা পুরুলেণ্ট, পুয়-গুটিকাযুক্ত বা পাশ্চুলার এবং যোজক ঝিল্লিসহ রসবিম্বিকাযুক্ত বা ফ্লাক্টি-নিউলার প্রভৃতি।

অরাম। (৪) ৪৬৩।
আর্জেণ্টাম নাই। (২) ২০০। (৪) ৪৪১, ৪৪২, ৪৪৩।

banglabooks.in

আর্ণিকা। (৩) ১২৮।
আর্সেনিক। (২) ৫২, ৫৩। (৪) ৩০১।
ইউফ্রেসিয়া। (১) ১৬৬। (৩) ১২৮।
(৪) ৪১৪, ৪৪৩। (৫) ২৪৭, ২৪৮
একোনাইট। (১) ৩০, ৯৫। (৫) ২৪৮, ৫১৮।
এন্টিম ক্রু। (৩) ১৫১।
এপিস। (৪) ৩০০, ৩০১, ৩৩৯
এলুমিনা। (৪) ৪১৫।
কষ্টিকাম। (৩) ৩৪০।
ক্যালি কার্ব্ব। (৪) ৩৩৯।
ক্যালি বাই। (৪) ৩০২, ৩৭১, ৩৭২।
ক্যাল্কেরিয়া কার্ব্ব। (৩) ২৭৬, ২৭৭।
ক্রিয়োজোট। (৪) ৪৪২।
ক্রোটেলাস। (৪) ২৮।
গ্রাফাইটিস। (৩) ১৫১। (৪) ৪১৩।
জিঙ্কাম। (৫) ৫৩২।
জিঙ্কাম সাল্ফ। (৫) ৫৩২।
থুজা। (৪) ২৮০।
নাইট্রিক-এসিড। (৩) ২৭৮।
নাক্স ভম। (২) ১৫৫।
নেট্রাম মিউ। (২) ২৫৮, ৩০১। (৪) ৪১৫।
পালসেটিলা। (২) ১৯৯, ২০০, ২৫৮। (৪) ৪৪২, ৪৬৩।
ফস্ফরাস। (১) ১৬৬।
ফেরাম ফস। (৫) ৫১৮।
বেলাডোনা। (১) ৯৫।
মার্কুরিয়াস। (১) ১৬৬, ২৪৯। (৩) ১৫১। (৪) ২৮০, ৪৪২।
মার্কুরিয়াস কর। (২) ২০০।
রাসটক্স। (২) ১৯৯। (৪) ৩০১, ৩৩৭, ৩৩৮, ৪৪২।
রুটা। (৪) ৪১৫।
ল্যাকেসিস। (৪) ২৮।
ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া। (৫) ২৭।
সালফার। (১) ৩০। (২) ১৯৯। (৩) ৩৪, ৩৫
সিপিয়া। (২) ২৫৮, ৩০১।
হিপার সাল্ফ। (১) ১৬৬।

৫। অফথ্যাল্মিয়া নিওনেটোরাম বা নবজাত শিশুর চক্ষুঃপ্রদাহ।

আর্জেন্টাম নাই। (৪) ৪৪১, ৪৪২
পালসেটিলা। (২) ২০০। (৪) ৪৪২
মার্কুরিয়াস। (৪) ৪৪২।
সিফিলিনাম। (৫) ৩৪০।

৬। অশ্রু-যন্ত্র-রোগ বা ডিজিজেজ্ অব্ দি ল্যাক্রিম্যাল এপারেটাস্।

পেট্রোলিয়াম। (৫) ৫৬০।
বেলাডোনা। (১) ৯৫।

৭। অস্ত্র চিকিৎসান্তে বেদনাদি চক্ষু বিকার।

আর্ণিকা। (৩) ১৩৯।
ইগ্নেসিয়া। (২) ৩৪৩, ৩৪৪। (৫) ৩৯৩।
একোনাইট। (১) ৩০। (৫) ৩৯৩।
এসেরাম। (২) ৩৪৪। (৫) ৩৯৩।
ক্রোকাস। (৫) ৩৯৩, ৩৯৪।
জ্যাবরেণ্ডাই। (৫) ৪১২।
থুজা। (২) ৩৪৪। (৫) ৩৯৪।
ব্রাইওনিয়া। (৫) ৩৯৩।
রাসটক্স। (২) ৩৪৪। (৫) ৩৯৩।
ষ্ট্রনসিয়ানা কার্ব্ব। (২) ৩৪৪। (৫) ৩৯৪।
সেনেগা। (২) ৩৪৪। (৫) ৩৯৪।

৮। আগন্তুক বস্তু বা ফরেন বডি সংস্রবে চক্ষুঃপ্রদাহ।

একোনাইট। (১) ৩০। (৩) ৩৪।
ফেরাম ফস। (৩) ৩৪।
সালফার। (১) ৩০। (৩) ৩৪।

banglabooks.in

৯। আঘাতজ চক্ষুপ্রদাহ।

আর্ণিকা। (৩) ১২৮। (৫) ২৪৮
ইউফ্রেসিয়া। (৫) ২৪৭, ২৪৮।

১০। উপতারারোগ বা ডিজিজেজ্ অব্ দি আইরিস।

অরাম। (৪) ৪৬৩, ৪৬৪। (৫) ২২০।
আর্ণিকা। (৩) ১২৮।
ইউফ্রেসিয়া। (৫) ২৪৭, ২৪৮।
এট্রপিয়া। (১) ৫৯, ৯৫, ২৫১।
এসাফিটিডা। (৪) ৪৬৪। (৫) ২২০।
কালি আই। (৫) ১২৫, ১২৬।
ক্যালি বাই। (৪) ৩৭১।
ক্লিমেটিস। (৫) ১৫।
জেলসিমিয়াম। (৪) ৮২।
টেরিবিন্থ। (৪) ৩৩৯।
থুজা। (৪) ২৭৬, ৩৩৯।
ফাইজষ্টিগ্মা। (৫) ২৪১।
বেলাডোনা। (১) ৫৯, ৬৭, ৯৬।
মার্ক কর। (১) ২৫০। (৫) ১৪, ১২৫।
মার্ক ডাল বা ক্যালমেল। (১) ২৫০।
মার্ক প্রোটো-আই। (১) ২৫০।
মার্করিস্-বিন আই। (১) ২৫০
মার্কুরিয়াস্। (১) ২৪৯, ২৫০, ২৫১।
রাস্টক্স্। (৪) ৩৩৭, ৩৩৮।
রেড্ সাল্ফুরেট অব্ মার্কারি বা সিনাবেরিস্। (১) ২৫১।
হেমামেলিস। (৩) ১২৮, ১৭৯।

১১। করইডাইটিস বা চক্ষুর রক্তনাড়ীময়-ঝিল্লিপ্রদাহ।

ক্যালি আই। (৫) ১২৫।
জেল্সিমিয়াম। (৪) ৮২।
ফস্ফরাস্। (৪) ২৩৮।

১২। কর্ণিয়া বা চক্ষুর কালক্ষেত্রের অস্বচ্ছতা বা ওপেসিটি।

অরাম। (৪) ৪৬৩।
এপিস। (৪) ৩০০, ৩০২।
ক্যালি বাই। (৪) ৩৭১।
ক্যাল্কেরিয়া কার্ব্ব। (৩) ৩৫, ২৭৬।
চেলিডোনিয়াম। (১) ৩৭৭, ৩৭৮।
জিঙ্কাম। (৪) ২৪০। (৫) ৫৩২।
জিঙ্কাম সাল্ফ। (৫) ৫৩২।
ফাইজষ্টিগ্মা। (৫) ২৪২।

১৩। কর্ণিয়া বা চক্ষুর স্বচ্ছাবরকের প্রদাহ বা কিরাটাইটিস্ ও ক্ষত।

অরাম। (৪) ৪৬৩, ৪৬৪।
আর্সেনিক। (২) ৫৩।
কষ্টিকাম। (৩) ৩৪০।
ক্যালি আই। (৫) ১২৫, ১২৬।
ক্যালি বাই। (৪) ৩৭১।
ক্যাল্কেরিয়া কার্ব্ব। (৩) ৩৫, ২৭৬।
ক্রোটেলাস্। (৪) ২৮।
গ্রাফাইটিস্। (৪) ৪১৩।
নাইট্রিক এসিড। (৩) ২৭৮।
পাল্সেটিলা। (২) ২০০।
ফাইজষ্টিগ্মা। (৫) ২৪২।
মার্কুরিয়াস কর। (২) ২০০।
রাস্টক্স্। (৩) ৩৫।
লাইকোপোডিয়াম। (৪) ৪৬৪।
সাইলিসিয়া। (৪) ১১৪।
সাল্ফার। (৩) ৩৪, ৩৫।
সিফিলিনাম। (৫) ৩৪১।

banglabooks.in

১৪। কর্ণিয়ার এব্‌সেস্, হাইপপিয়ন বা কর্ণিয়ার পশ্চাৎনিম্নে অর্দ্ধ-চন্দ্রাকারে পূয়সংগ্রহ।

ক্যাল্কেরিয়া সাল্‌ফ। (৫) ১৯১।
মার্কুরিয়াস। (১) ২৪৯
মার্কুরিয়াস কর। (১) ২৫০।

১৫। গ্লকোমা বা চক্ষু-রসের অস্বচ্ছতা বশতঃ ঘোরদৃষ্টি।

অরাম। (৪) ৪৬৩।
জেলসিমিয়াম। (৪) ৮২।
ব্রাইওনিয়া। (১) ১৪৯।
রাস্‌টক্‌স। (৪) ৩৩৭, ৩৩৮।

১৬। চক্ষুপুট আনর্ত্তন (Twitching) বা চোক নাচা, চক্ষু মিটিমিটি।

ইগ্নেসিয়া। (২) ৩৪৪।
এগারিকাস্। (১) ৮২। (২) ১৫৫, ২৫৮।
এগারিসিন। (৫) ৩৬২।
কোডিন। (৫) ৩৯৩।
ক্রোকাস। (৫) ৩৯৩।
ডাল্‌কামরা। (৩) ৪৫৮।
নাক্স ভমিকা। (২) ১৫৫।
নেট্রাম মিউ। (২) ২৫৭।
ফাইজষ্টিগ্‌মা। (৫) ২৪২।
সিপিয়া। (২) ৩০০।

১৭। চক্ষুপুট পতন বা টৌসিস।

ইউফ্রেসিয়া। (৫) ২৪৭, ২৪৮।
এলুমিনা। (২) ৩০১।
কষ্টিকাম। (২) ৩০১। (৩) ৩৩৮, ৩৩৯
(৪) ৩৩৭। (৫) ২৪৮।
ক্যাল্মিয়া। (৩) ৩৩৮। (৪) ৩৩৭।
জিঙ্কাম। (৫) ৫৩১, ৫৩২।
জেলসিমিয়াম। (২) ৩০১। (৪) ৮১, ৩৩৭।
নাকস্ ভমিকা। (৪) ৩৩৯।
নেট্রাম মিউ। (২) ৩০১।
প্লাম্বাম। (৫) ৫৪১।
রাস্‌টক্‌স্। (৪) ৩৩৭। (৫) ২৪৮
সিপিয়া। (২) ৩০০। (৪) ৩৩৭, ৩
সিফিলিনাম। (৫) ৩৪০।

১৮। চক্ষুপুটপ্রদাহ বা ব্লেফারাইটিস্।

আর্জেণ্টাম নাই। (৪) ৪৪১, ৪৪২।
ইউফ্রেসিয়া। (৫) ২৪৭, ২
ক্রিয়োজোট। (৫) ২৪৮।
গ্র্যাফাইটিস্। (৪) ৪১৩।
থুজা। (৪) ২৭৬।
পালসেটিলা। (২) ১৯৮।
পেট্রোলিয়াম। (৪) ৪১৪। (৫) ...
বোরাক্‌স্। (৪) ৪১৪।
মার্কুরিয়াস। (১) ২৪৯। (৪) ৪৪২।
সালফার। (৪) ৪১৪।

১৯। চক্ষুপুটবিপর্য্যাস বা এক্ট্রোপিয়াম ও ট্রিকইয়াসিস্ চক্ষুপুট বক্র হওয়া ও চক্ষুকেশ উল্টান।

ক্যাল্‌কেরিয়া ফস। (৩) ৪৩৮।
গ্র্যাফাইটিস। (৪) ৪১৩, ৪১৪।
বোরাক্‌স্। (৫) ৫৫৭।
মার্ক সল। (৩) ৪৩৮।
সাল্‌ফার। (৩) ৪৩৮।
সিলিকন। (৩) ৪৩৮।
সরিণাম। (৩) ৪৩৮।
হিপার সাল্‌ফ। (৩) ৪৩৮।

banglabooks.in

২০। চক্ষুপুটের বিবিধ রোগ।

আর্সেনিক। (৪) ৪১৪।
গ্র্যাফাইটিস। (৪) ৪১৩, ৪১৪।
থুজা। (২) ৩০৩।
নেট্রাম মিউ। (২) ২৫৭।
পেট্রোলিয়াম। (৪) ৪১৪।
বোরাক্স্। (৪) ৪১৪।
সাল্ফার। (৪) ৪১৪।
সিপিয়া। (২) ৩০১।

২১। চক্ষুমণি, তারা বা পিউপিলের ডাইলেটেশন বা প্রসারণ।

বেলাডোনা। (১) ৬৭, ২৯৩।
ষ্ট্র্যামোনিয়াম। (১) ২৯৩, ২৯৪।

২২। চক্ষুর কালশিরা বা একিমোসিস্।

আর্ণিকা। (৩) ১২৮।
লিডাম। (৩) ১২৮। (৫) ৪২৪।
হেমামেলিস্। (৩) ১২৮।

২৩। চক্ষুর স্নায়ুশূল।

এমিল নাইট্রাস। (১) ৯৬।
চেলিডোনিয়াম। (১) ৩৫৮।
বেলাডোনা। (১) ৯৬।
স্পাইজিলিয়া। (১) ৯৬।

২৪। চক্ষুরোগ বা ডিজিজেজ্ অব দি আইজ্।

অরাম। (৪) ৪৬৩।
আর্টিমিসিয়া। (৫) ১০১।
আর্ণিকা। (৩) ১২৮, ১২৯।
আর্সেনিক। (২) ৫২। (৪) ৪১৪।
ইউফ্রেসিয়া। (৪) ৪১৪। (৫) ২৪৭, ২৪৮।
ইগ্নেসিয়া। (২) ৩৪৩, ৩৪৪।
একোনাইট। (৪) ৪১৪।
এপিস। (৪) ৩০০, ৩০১, ৩০২।
এলুমিনা। (৪) ৪১৫।
এসাফিটিডা। (৫) ২২০।
কষ্টিকাম। (৩) ৩৩৯, ৩৪০।
কনায়াম। (৪) ৪১৫
ক্যালি আই। (৫) ১২৫, ১২৬।
ক্যালি বাই। (৪) ৩৭১, ৩৭২
ক্যাল্কেরিয়া কার্ব্ব। (৩) ৩৫, ২৭৬—২৭৮।
ক্যাল্কেরিয়া ফস। (৩) ৪৩৮
ক্রোকাস। (৪) ৪১৫। (৫) ৩৯৩, ৩৯৪।
গ্র্যাফাইটিস। (৪) ৪১৩, ৪১৪।
চেলিডোনিয়াম। (১) ৩৭৭, ৩৭৮।
জিঙ্কাম। (৫) ৫৩২।
জেলসিমিয়াম। (৪) ৮১, ৮২।
জ্যাবরেণ্ডাই। (৫) ৪১২।
থুজা। (৪) ২৭৬।
নাইট্রিক এসিড। (৩) ২৭৮।
নাক্স ভমিকা। (২) ১৫৪, ১৫৫।
নেট্রাম কার্ব্ব। (৪) ৪১৫।
নেট্রাম মিউ। (২) ২৫৩—২৫৮। (৪) ৪১৫।
পাল্সেটিলা। (২) ১৯৮—২০০।
পেট্রোলিয়াম। (৪) ৪১৪।
ফস্ফরাস্। (৪) ২৩৮, ২৩৯, ২৪০।
ফাইজষ্টিগ্মা। (৫) ২৪২।
বার্বেরিস। (৪) ৪১৫।
বেলাডোনা। (১) ৯৪—৯৬। (৪) ৪১৪।
বোরাক্স্। (৪) ৪১৪।
ব্রায়নিয়া। (১) ১৪৯।
মার্কুরিয়াস। (১) ২৪৯—২৫১। (৩) ৪৩৮। (৪) ৪১৪।

banglabooks.in

ম্যাগ্নেসিয়া কার্ব্ব। (৫) ৩৪৪।
রাস্টক্স্। (২) ১৯৯। (৩) ৩৫, ২৭৭।
(৪) ৩৩৭, ৩৩৮।
রুটা। (৪) ৪১৫। (৫) ৪০৭।
ল্যাকেসিস্। (৪) ২৭।
ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া। (৫) ২৭।
ষ্ট্র্যামোনিয়াম। (১) ৩০৮।
সাল্ফার। (৩) ৩৪, ৩৫, ২৭৭, ৪৩৮।
(৪) ৪১৪।
সিপিয়া। (২) ৩০০—৩০৩।
সিলিকন। (৩) ৪৩৮।
স্যাকেরাম অফি। (৩) ২৭৭।
হিপার সালফ। (৪) ৪১৪।
হেমামেলিস। (৩) ১২৯।

২৫। দৃষ্টিদৌর্ব্বল্য বা এম্বেনোপাইয়া।

অরাম। (২) ২৫৮।
আর্জেণ্টাম নাই। (৪) ৪৪৩।
আর্টিমিসিয়া। (২) ২৫৭, ৪০৭। (৫) ১০১
এগারিকাস। (২) ২৫৮।
এপিস। (৪) ৩০২, ৩৩৯।
এমনিয়াম গামাই। (২) ২৫৮, ৪০৭।
ক্যালি কার্ব্ব। (২) ৩০২।
জেল্সিমিয়াম। (৪) ৮২।
জ্যাবরেণ্ডাই। (২) ৩০২।
টিটেনিয়াম। (২) ২৫৮।
থুজা। (২) ৩০৩।
নাক্স্ ভমিকা। (২) ৩০৩।
নেট্রাম মিউ। (২) ২৫৭, ২৫৮, ৩০২।
(৪) ৪১৫।
পাল্সেটিলা। (২) ৩০২।
ফস্ফরাস্। (৪) ২৩৮, ২৩৯।
রুটা। (২) ৪০৭। (৪) ৪১৫। (৫) ৪০৭।
লাইকোপোডিয়াম। (২) ২৫৮।
লিলি ?) কার্ব্ব। (২) ২৫৮
লিলিয়াম টাই। (২) ৩০২।
সাইক্লেমেন। (২) ৩০।
সিঙ্কোনা। (৩) ৯৩।
সিনা। (২) ২৫৭, ৪০৭।
সিপিয়া। (২) ৩০২, ৩০৩।
স্যাণ্টোনাইন। (২) ২৫৮, ৪০৭।

২৬। বক্রদৃষ্টি বা ষ্ট্র্যাবিস্মাস।

এলুমিনা। (২) ৪০৭।
জ্যাবরেণ্ডাই। (৫) ৪১২।
মা। (৫) ২৪২।
বেলাডোনা। (২) ৪০৭।
সাইক্লেমেন। (২) ৪০৭।
সিনা। (২) ৪০৭।
স্পাইজিলিয়া। (২) ৪১০।
স্যাণ্টোনাইন। (২) ৪০৭।

২৭। মতিয়াবিন্দু বা ক্যাটারাক্ট

াম। (৩) ৩৪০। (৪) ২৪০। (৫)
৩৪৪।
কনায়াম। (৪) ২৪০। (৫) ৩৪৪।
চেলিডোনিয়াম। (১) ৩৭৮।
জ্যাবরেণ্ডাই। (৫) ৪১২।
নেট্রাম মিউ। (২) ২৩০। (৫) ৩৪৪।
ফস্ফরাস্। (৪) ২৩৮, ২৪০
ম্যাগ্নেসিয়া কার্ব্ব। (৫) ৩৪৪
সাইলিসিয়া। (৪) ২৪০। (৫) ৩৪৪।
সিকেলি। (৪) ২৪০।

২৮। মতিয়াবিন্দু বা ক্যাটারাক্ট প্রভৃতি চক্ষুরোগের অস্ত্র-চিকিৎসান্তিক জ্বর।

আর্ণিকা। (৩) ১৩৩।
ইগ্নেসিয়া। (২) ৩৪৪।
একনাইট। (১) ৩০। (২) ৩৪৪। (৫)
৩৯৩।

banglabooks.in

এসেরাম। (২) ৩৪৪।
ক্রোকাস। (২) ৩৪৪।
চেলিডনিয়াম। (১) ৩৭৮।
থুজা। (২) ৩৪৪।
নেট্রাম মিউ। (২) ২৩০। (৪) ২৪০।
ব্রায়নিয়া। (২) ৩৪৪।
রাস্‌টক্‌স্। (২) ৩৪৪।
ষ্ট্রুন্‌সিয়ানা। (২) ৩৪৪।
সিপিয়া। (২) ৩০০।
সেনেগা। (২) ৩৪৪।
স্যাণ্টনাইন। (১) ২৫৮।

রেটিনা বা চিত্রপত্ররোগ—রেটিনাইটিস বা চিত্রপত্রপ্রদাহ, রেটিনার বা চিত্রপত্রের শোণিতাধিক্য, রেটিন্যাল এট্রফি বা চিত্রপত্রের ক্ষয়, রেটিন্যাল এপপ্লেকসি বা চিত্রপত্রে রক্তস্রাব এবং রেটিনা বা চিত্রপত্রের স্খলন বা ডিটাচ্‌মেণ্ট প্রভৃতি।

অরাম। (৪) ৪৬৩, ৪৬৪।
আর্ণিকা। (৩) ১২৮, ১২৯। (৪) ২৭।
ক্যাল্কেরিয়া ফস। (৪) ২৭।
ক্রোটেলাস্। (৪) ২৭।
জেল্‌সিমিয়াম। (৪) ৮২।
নাক্স ভমিকা। (২) ১৫৫।
ফস্‌ফরাস্। (৪) ২৭, ২৩৮, ২৩৯।
বেলাডোনা। (১) ৯৫, ৯৬। (৪) ৪৬৪।
মার্কুরিয়াস্ কর। (১) ১৫১।
ল্যাকেসিস্। (৪) ২৭।
সাল্‌ফার। (৪) ৪৬৪।
হেমামেলিস্। (৩) ১৩৫।

৫। ত্বকরোগ বা ডিজিজেজ্ অব দি স্কিন।

১। অরণিকা, ত্বক্‌রক্তিমা বা ইরিথিমা

বেলাডোনা। (১) ১১৩।

২। আঙ্গুলহাড়া বা হুইট্‌লো, প্যানারিটাম।

আর্সেনিক। (৫) ৩২৫।
এন্‌থ্রাসিনাম। (৫) ৩২৪।
এপিস। (৪) ৩১০।
কার্ব্বলিক এসিড। (৫) ৩২৫।
ল্যাকেসিস্। (৫) ৩২৫।
সিলিসিয়া। (৪) ১২১।

৩। আমবাত, শীতপিত্ত বা হুইলস, হাইডস্ নেটলরেস।

আর্টিকা ইউরেনস। (৩) ৪৫৯। (৫) ৩০১।
আর্সেনিকাম। (২) ৩১৪।
ইপিকাক। (৩) ৪৫৮।
একোনাইট। (৩) ৪৫৮।
এণ্টিম ক্রু। (৩) ৪৫৯।
এপিস। (৪) ৩১৪।
ওলিয়েণ্ডার। (৫) ৪৫৫।
ক্যালি ব্রোমেটাম। (৩) ৪৫৯। (৫) ১৫৩।
ক্যাল্কেরিয়া কার্ব্ব। (৩) ২৯২, ৪৫৯।
ক্রোকাস। (৫)
ক্লোরাল। (৩) ৪৫৯।
টেরিবিন্থ। (৩) ৪৫৯।
ডাল্কামারা। (৩) ৪৫৮।
নেট্রাম মিউ। (২) ২৬৭।
পাল্‌সেটিলা। (৩) ৪৫৮।
বভিষ্টা। (৩) ৪৫৯। (৫) ৩৬৬।
বেলাডোনা। (৩) ৪৫৮।
মেডুসা। (৫) ৩০১।
রাস্‌টক্‌স। (৩) ৪৫৯।
সাল্‌ফার। (৪) ৩১৪।
সিপিয়া। (২) ৩০৮, ৩০৯। (৪) ৩১৪।

banglabooks.in

৪। ইম্পেটিগো বা চর্ম্মদল—গোলাকার ও চেপ্টা পূয়পূর্ণ উদ্ভেদ।

এণ্টিম টার্টা। (৩) ১৭৭।
নেট্রামমিউ। (২) ২৬৭।
ভায়োলা ট্রিক্। (৫)। ৪৫৫।
সিপিয়া। (৩) ৫১, ৫২।

৫। এডিসন্স ডিজিজ—ত্বক্‌কলঙ্ক বিশেষ দ্বারা স্পষ্টীকৃত স্নায়বীয় ও যান্ত্রিক ক্রিয়াবসাদঘটিত দুশ্চিকিৎস্য রোগবিশেষ।

আর্জেণ্টাম নাই। (৫) ৫৮, ৫৯।
আর্স আইওডেটাম। (৫) ৫৯।
আর্সেনিকাম। (৫) ৫৯।
এণ্টিম ক্রু। (৫) ৫৯।
ক্যাল্কেরিয়া কার্ব্ব। (৫) ৫৯।
(৫) ৫৯।
নাইট্রিক এসিড। (৫) ৫৯
নেট্রাম মিউ। (৫) ৫৯।
ফরফরাস। (৫) ৫৯।
বেলাডোনা। (৫) ৫৯।
নিকেলি। (৫) ৫৯।
স্পাইজিলিয়া। (৫) ৫৯।

৬। কচ্ছুরোগ, পাঁচড়া বা স্কেবিজ্, ইচ্, সোরা।

কষ্টিকাম। (৩) ৫২।
মার্কুরিয়াস। (৩) ৫১।
সাল্‌ফার। (২) ৩০৯। (৩) ৫১, ৫৩।
সিপিয়া। (২) ৩০৯। (৩) ৫১, ৫২।
সোরিনাম। (৩) ৪৪১।
হিপার সাল্‌ফ। (১) ১৮৬।

৭। কণ্ডু, সাধারণ চুলকনা বা প্রুরাইটিস্।

ফ্লুয়োরিক এসিড। (৫) ৭২।
রাস্‌টক্স। (৪) ৩৫৭।
সিলিনিয়াম। (৫) ৫৩৭।

৮। কাউর, পামা বা একজিমা।

আর্সেনিকাম। (২) ৯১, ৩০৯।
এণ্টিম ক্রু। (৩) ১৫৬।
ক্যালি ব্রোমেটাম। (৫) ১৫৩।
ক্যাল্কেরিয়া কার্ব্ব। (৩) ২৯২।
ক্রোটোন টিগ্। (৪) ৩৫৭। (৫) ৪২৭, ৫২৮
ক্লিমেটিস। (৫) ১৫, ১৬।
গ্র্যাফাইটিস। (৪) ৪২০।
টুবাকুলিনাম। (৫) ৩২৯।
নেট্রাম মিউ। (২) ১৬৭।
নেট্রাম সাল্‌ফ। (১) ১৭৪।
পেট্রোলিয়াম। (৫) ৫৩৭।
ব্যারাইটা কার্ব্ব। (৫) ১৭৮।
ভিঙ্কা মাইনর। (৫) ৪৫৫
মার্ক সল। (৩) ৫১।
মেজিরিয়াম। (২) ৩১৫।
রাস্‌টক্স। (৪) ৩৫৭।
রেণাঙ্কু বাল্বো। (৩) ১৫৬।
রেণাঙ্ক স্কি। (৫) ৩২।
ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া। (৫) ৩০।
সিপিয়া। (২) ৩১৪।
সিলিনিয়াম। (৫) ৫৩৭।
সরিনাম। (৩) ৪৪১।
হাইড্রকোটাইল। (৫) ২৩৬।
হিপার সাল্‌ফ। (১) ১৮৬।

৯। কেশস্খলন; টাক বা এলোপেসিয়া, বল্ডনেস।

গ্র্যাফাইটিস। (৪) ৪২০।
নেট্রাম মিউ। (২) ২২৭, ২৬৫।

banglabooks.in

ফ্লুয়োরিক এসিড। (৫) ৭২।
লাইকোপোডিয়াম। (২) ২২৭।
সিপিয়া। (২) ২২৭।

১০। চর্ম্মকীলক বা ওয়ার্টস্

কষ্টিকাম। (৩) ৩৪৫
থুজা। (৪) ২৮০।
নাইট্রিক এসিড। (৪) ২৮০।
মার্কুরিয়াস্। (৪) ২৮০।
ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া। (৪) ২৮০।

১১। ত্বক্‌রোগ বা ডিজিজেজ্ অব দি স্কিন।

আর্সেনিকাম। (২) ৯২, ৯২, ৯৪, ৩১৪।
ইউ ফর্ব্বিয়াম্ রেজি। (৫) ৪২৯।
এনাকার্ডিয়াম্। (১) ৪০০। (৪) ৩৫৭।
এন্টিম ক্রু। (৩) ১৪২, ১৫৬।
এপিস। (৪) ৩৫৭।
এলুমিনা। (৫) ৮২।
ওলিয়েণ্ডার। (৫) ৪৫৫।
কষ্টিকাম। (৩) ৫২।
কিউরেয়ার। (২) ৩১৫।
ক্যান্থারিস। (৪) ৩৫৭।
ক্যালি আই। (৫) ১২৮।
ক্যালি ব্রোমেটা। (৫) ১৫৩।
ক্যাল্কে কার্ব্ব। (৩) ২৯২।
ক্রিয়োজোট। (৫) ৫৩৭।
ক্রোটন টিগ। (৪) ৩৫৭। (৫) ৪২৭, ৪২৮।
গ্র্যাফাইটিস। (৪) ৪২০।
টুবার্কুলিনাম। (৫) ৩২৯।
টেলুরিয়াম। (২) ৩৭৯।
ডলিকস। (৪) ৩৫৭।
ডাক্কামারা। (৩) ৪৫৮।
থুজা। (৪) ২৮০।
নাক্স ভমিকা। (২) ৩১৪।
নেট্রাম মিউ। (২) ২২৮, ২৬৭।
ন্যাফালিয়াম। (৫) ১০৮।
পেট্রোলিয়াম। (২) ২২৮।
ফর্ম্মিকা রুফা। (৫) ৩০৭।
ফেরাম আই। (৫) ৫১৬, ৫১৭
ফ্লুয়োরিক এসিড। (৫) ৭২।
বেলাডোনা। (১) ৫৪, ১১৩।
বোরাকস। (২) ৩১৪।
ব্যারাইটা কার্ব্ব। (৫) ১৭৮।
মার্কুরিয়াস। (৩) ৫১।
মেজিরিয়াম। (২) ৩১৫।
রাসটক্স। (৪) ৩৫৭।
রেণাঙ্ক বাল্বো। (৫) ২১।
রেণাঙ্কু স্কি। (৫) ৩২।
লাইকোপোডিয়াম। (২) ৩১৫।
ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া। (৫) ৩০।
সাইকুটা। (৫) ২৩৫
সাইলিসিয়া। (৪) ১২১।
সাল্‌ফার। (২) ২৭৫, ৩১৫। (৩) ৬, ৭, ৫১, ৫২।
সিপিয়া। (২) ২৭৪, ৩১৩, ৩১৪ (৩) ৫১, ৫২।
সিলিনিয়াম। (৫) ৫৩৭।
সরিণাম। (৩) ৪৪১।
হাইড্রকোটাইল। (৫) ২৩৬, ২৩৭।
হিপার সাল্‌ফ। (১) ১৮৬।

১২। ত্বকের কড়া বা করণ, কাঠিন্য, কর্কশতা এবং পূয়গুটিকা প্রভৃতি ক্ষুদ্ররোগ।

এন্টিম ক্রু। (৩) ১৫৬। (৫) ২১।
ক্রিয়োজোট। (৫) ৫৩৭।
থুজা। (৪) ২৮০।
রেণাঙ্কু স্কি। (৫) ৩২।
হাইড্রোকোটাইল। (৫) ২৩৬।

banglabooks.in

১৩। দদ্রু বা রিংওয়ারম, হার্পিস্ সার্সিনেটাস।

কষ্টিকাম। (৩) ৫২।
টবাকুলিণাম। (৫) ৩২৯।
টেলুরিয়াম। (২) ৩১৫।
ব্যারাইটা কার্ব্ব। (৫) ১৭৮।
মার্কুরিয়াস। (৩) ৫১।
সার্সাপেরিলা। (৫) ৪৮৩।
সাল্‌ফার। (৩) ৫১, ৫২।
সিপিয়া। (২) ৩১৩, ৩১৪। (৩) ৫১, ৫২।
সরিণাম। (৩) ৪৩২, ৪৩৩, ৪৩৪, ৪৪১।

১৪। দুগ্ধপীড়কা বা ক্রাষ্টা ল্যাক্টিয়া।

ওলিয়েণ্ডার। (৫) ৪৫৫।
ক্রোটোন টিগ্। (৫) ৪২৭, ৪২৮।
গ্র্যাফাইটিস। (৪) ৪২।
ভায়োলা ট্রিক। (৫) ৪৫৫।
ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া। (৫) ৩০।

১৫। নখরোগ বা ডিজিজেজ অব দি নেল্‌স্।

এণ্টিম ক্রু। (০) ১৫৬।
ফ্লুয়োরিক এসিড। (৫) ৭২।

১৬। পাদমূলের (Heels) ক্ষতাদি।

এণ্টিম ক্রু। (৫) ৯৭।
এমনিয়াম মিউ। (৫) ৯৬, ৯৭।
এরানিয়া ডাই। (৫) ৩১৮।
এলিয়াম সেপা। (৫) ৯৭।
কষ্টিকাম। (৫) ৯৭।
নেট্রাম কার্ব্ব। (৫) ৯৭।
পালসেটিলা। (৫) ৯৭।
ম্যাঙ্গ্যানাম। (৫) ৯৬।
সিকিলিনাম। (৫) ৩৪১।
স্যাবাইনা। (৫) ৯৬।

১৭। পাঁকুই, শীতস্ফোটক বা চিল্‌ব্লেন।

এগ্যারিকাস। (৫) ৩৬২।

১৮। পৃষ্ঠব্রণ, দাহিকা বা কার্ব্বাঙ্কল; আঙ্গুলহাঁড়া বা হুইট্‌লো, প্যানারিটাম, প্যানারিস; দুষ্টব্রণ বা ম্যালিগন্যাণ্ট পাশ্চুল; শবচ্ছেদ-সংস্রবীয় বা ডিসেক্‌টিং উণ্ডস্ বা ক্ষত এবং বিষধর কীটদংশন জনিত ক্ষত প্রভৃতি।

আর্ণিকা। (৪) ১২৩।
আর্সেনিকাম। (২) ৮৯। (৩) ৪১৩। (৫) ৩২৪, ৩২৫।
এন্থ্রাসিনাম। (২) ৮৯। (৪) ১২৩। (৫) ৩২৪।
এপিস। (৪) ৩১০।
কার্ব্ব ভেজ। (২) ৮৯। (৩) ৪১৩। (৪) ৬৩।
কার্ব্বলিক এসিড। (৫) ৩২৫।
টারেণ্টুলা কু। (৪) ৬৩, ১২৩। (৫) ৩২৫।
নাইট্রিক এসিড। (৪) ১২৩।
ফাইটলেক্কা। (৪) ১২৩।
রাস্‌টক্স্। (২) ৮৯।
ল্যাকেসিস। (২) ৮৯।
(৪) ৬৩, ৬৪,
১২৩। (৫) ৩২৫।
ষ্ট্র্যামোনিয়াম। (১) ৩০৮।
সাইলিসিয়া। (৪) ১২৩।

১৯। পোড়া নারাঙ্গা বা পেম্ফিগাস।

রাস্‌টক্স্। (৪) ৩৫৭।
রেণাঙ্কুলাস্ বাল্বো। (৫) ২১।
রেণাঙ্কুলাস স্কি। (৫) ৩২।

banglabooks.in

২০। বয়োব্রণ, বয়সফোড়া বা একনি।

এণ্টিম ক্রু। (৩) ১৫৬।
এণ্টিম টার্ট। (৩) ১৫৬, ১৭৭।
ক্যালি ব্রোম। (৫) ১৫৩।
ক্যাল্কেরিয়া কার্ব্ব। (৩) ২৯২।
থুজা। (৫) ১৫৬।
ন্যাফালিয়াম। (৫) ১০৮।
স্যাঙ্গুইনেরিয়া। (৪) ৪৭৭।

২১। বিচর্চ্চিকা বা সোরিয়াসিস্।

আর্সেনিকাম। (২) ৩১৪।
আর্সেনিকাম আই। (২) ৩১৪।
বোরাক্স্। (২) ৩১৪। (৫) ৫১৭, ৫৫৭।
সিপিয়া।। (২) ৩১৪।

২২। বিসর্প বা ইরিসিপেলাস।

আইওডিয়াম। (৪) ৪১৯।
আর্ণিকা। (৪) ৩৫৫।
আর্সেনিকাম। (৪) ৬৩।
ইউফর্ব্বিয়াম রেজি। (৩) ৩২০। (৪) ৩১৪।
(৫) ৪২৯।
এপিস। (১) ১২০। (৪) ৩১৩, ৩১৪, ৩৫৪,
৪১৯।
ক্যান্থারিস্। (৩) ৩২০। (৪) ৩১৪।
ক্যাম্ফরা। (৪) ৩৫৫।
ক্যালেণ্ডুলা। (৪) ৩৫৫।
গ্র্যাফাইটিস। (৩) ৩২০। (৪) ৪১৯।
বেলাডোনা। (১) ৯৩, ১১৯, ১২০, ৩০৮।
(৪) ৩১৩। (৫) ৯০।
বোরাক্স্। (৫) ৫৫৭।
ভেরেট্রাম ভিরিডি। (৪) ৬৩।
রাসটক্স্। (১) ১১৯, ১২০, ৩০৮। (৪)
৩১৩, ৩১৪, ৩৫৪।
রেণাঙ্কুলাস বাল্বো। (৫) ২১।

ল্যাকেসিস। (৪) ৬২, ৩১৪।
ষ্ট্রামোনিয়াম। (১) ৩০৮। (৪) ৩২, ৬০।
সাল্ফার। (৩) ৫০। (৪) ৬৩।

২৩। মেছেতা, ছুলি প্রভৃতি নানাবিধ ত্বক্ কলঙ্ক।

কিউরেয়ার। (২) ৩১৫।
নাক্স ভমিকা। (২) ৩১৫।
ন্যাফালিয়াম। (৫) ১০৮।
লাইকোপোডিয়াম। (২) ৩১৫।
সাল্ফার। (২) ৩১৫।
সিপিয়া। (২) ৩১৪।

২৪। স্ফোটক বা বয়েল্স্।

আর্ণিকা। (৩) ১৩৮।
আর্সেনিকাম। (৪) ১২২।
একোনাইট। (১) ৯১, ৯২।
এন্থ্রাসিনাম। (৫) ৩৮১।
কার্ব্ব ভেজ। (৩) ৪১৩। (৪) ১২২।
ক্যাল্কে সাল্ফুরিকা।(৪) ১২২। (৫) ১৯১।
ফাইটলেক্কা। (৫) ৩৮১
বার্বেরিস। (৫) ৩৮১।
বেলাডোনা। (১) ৯১, ৯২।
লাইকোপোডিয়াম। (৫) ৩৮১
সাইলিসিয়া। (৩) ৩৪। (৪) ১২১, ১২২,
২৫৪।
সাল্ফার। (৩) ৩৪। (৫) ৩৮১।
হিপার সাল্ফ। (১) ১৮৬। (৪) ১২২।

২৫। হার্পিস্ জষ্টার বা বর্ত্তুলাকার বিসর্পিকা।

আর্সেনিকাম। (৫) ২১।
ডলিকস। (৫) ২০৯।
মিনিয়াস্থিস। (৫) ২১।
রাস্টক্স। (৫) ২১।
রেণাঙ্কু বাল্বো। (৫) ২১।

banglabooks.in

২৬। ক্ষতরোগ বা আলসার।

আর্সেনিকাম। (৫) ১৭৬, ৪৩০।
ইউফর্ব্বিয়া কর। (৪) ৪০০।
ইউফর্ব্বিয়াম রেজি। (৪) ৪৩০।
কার্ব্ব ভেজ। (৩) ৪১২। (৫) ৪৩০।
ক্যাঙ্কেরিয়া সাল্ফ। (৫) ১৯১।
ক্যাষ্টর ইকুই। (৫) ২৮০।
ক্রোটেলাস। (৫) ২৭৪।
বাফো রেণা। (৫) ২৯৪।
মার্কুরিয়াস। (১) ১৯৬।
সাইলিসিয়া। (৫) ৪৩০।
সিকেলি। (৫) ৩৭৬, ৪৩০।
সিপিয়া। (২) ৩১৪।
সিফিলিনাম। (৫) ৩৪১।
সিমেক্স ল্যাক্ট। (৫) ৩০৬।
হিপার সাল্ফ। (১) ১৮৬, ১৮৭।

২৭। ক্ষতাঙ্ক বা সিকেট্রিক্স।

ক্যালি আই। (৫) ১২৮।
গ্র্যাফাইটিস। (৪) ১২৩।
থ্যাফালিয়াম। (৫) ১০৮।
ফাইটলেক্কা। (৪) ১২৩।
ফ্লুয়োরিক এসিড। (৫) ৭২।
ব্রোমিয়াম। (৫) ৪৮, ৪৯।
সাইলিসিয়া। (৪) ১২৩।
সাল্ফার। (৪) ১২৩।

৬। নাসিকাদি শ্বাসযন্ত্ররোগ।

১। ইডিমা গ্ল্যাটিডিস্ বা স্বর যন্ত্র দ্বার-শোথ।

এপিস। (৪) ৩০২।
ক্লোরিণ। (৪) ৩০২।

২। ইডিমা পাল্মনাম বা ফুস্ফুসের শোথ।

ক্যালি আয়ওডিয়াম। (৫) ২২৬, ২২৭।

৩। ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা বা দেশব্যাপক প্রতিশ্যায়।

আর্সেনিকাম। (২) ৯১।
ইউপেটোরিয়াম পার্ফ। (৪) ৩৩৯। (৫) ১১৫।
ইউফর্ব্বিয়াম রেজি। (৫) ১৬২, ৪২৯।
এলিয়াম সেপা। (৫) ১৯৫।
কার্ডাস মেরি। (৫) ১০৭।
জেল্‌সিমিয়াম। (৪) ৮৩।
ডাক্কামারা। (৩) ৪৫৪।
ফস্ফরাস্। (৩) ৪৫৪।
ব্যাপ্টিসিয়া। (৫) ৮৩।
ব্রায়নিয়া। (৩) ৪৫৪।
ভেরেট্রাম এল। (৪) ১৪২
রাসটক্স্। (৪) ৩৩৯।
সাইক্লেমেন। (৫) ১৬২।
স্যাঙ্গুইনেরিয়া। (৫) ৪৭৮
স্যাবাডিলা। (৫) ১৬২।

৪। এম্ফিসিমা বা ফুস্ফুসের বায়ুস্ফীতি।

এমনিয়াম্ কার্ব্ব। (৩) ৮৭, ৮৮।
কার্ব্ব ভেজ্। (৩) ৪০০।
ক্যাম্ফর। (৪) ৪৪৫।
লাইকোপোডিয়াম। (৩) ২৪৩।

৫। এস্ফিক্সিয়া এবং স্প্যাজ্‌ম্ অব দি লাঙ্গস্ বা শ্বাসরোধ এবং ফুস্ফুস ও অন্ননালীর আক্ষেপ।

আর্ণিকা। (৩) ৩৭৩।
ইপিকাক। (৩) ৩৭৩।
ওপিয়াম। (৩) ৩৭৩।
প্ল্যাটিনাম্। (৫) ৫২৩।
বভিষ্ট। (৩) ৩৭৩।
মস্কাস। (৩) ৩৭৩।

banglabooks.in

৬। কাসি বা কফ।

আর্ণিকা। (৩) ৩৪২।
আর্সেনিকাম। (৪) ৩০৫।
ইউপেটোরিয়াম পার্ফ। (২) ৩৮০। (৫) ১১৫।
ইগ্নেসিয়া। (২) ৩২০, ৩২৮, ৩৪৫।
ইণ্ডিগো। (২) ৩৭২।
ইস্থাঙ্কি ক্রো। (৫) ২৮০।
ইপিক্যাক। (২) ৩৮০। (৩) ১৭০।
একটিয়া রেসি। (৫) ৮।
এন্টিম টার্ট। (৩) ১৭০।
এপিস। (৪) ৩০
এমোনিয়াম কার্ব্ব। (৫) ৮৭, ৮৮।
এমনিয়াম ব্রোম। (৫) ৯৯
এমনিয়াম মিউ। (৫) ৯৪।
এম্ব্রাগ্রিসিয়া। (২) ৩৪৫। (৫) ৩২২।
এরালিয়া রেসি। (৩) ৩৭২।
এলিয়াম সেপা। (৪) ২৪২।
এলুমিনা। (৫) ৭৯।
ওপিয়াম। (৩) ৩৭২।
কষ্টিকাম। (২) ২৫৯। (৩) ৩৪১, ৩৪২।
কুপ্রাম। (৩) ৩৪১।
কনায়াম। (৩) ৩৭২। (৫) ২২৬, ২২৭।
ক্যামমিলা। (২) ৩৬৯। (৪) ৩০৫।
কাম্ফর। (৫) ৪৪৫।
ক্যালি কার্ব্ব। (৩) ৩৪২। (৪) ৩৭৪। (৫) ১৩৩, ১৩৪।
ক্যালি ক্লোরি। (৫) ১৩৯।
ক্যালি বাই। (৪) ৩৭৪।
ক্যাঙ্কে আই। (৫) ১৯০।
চেলিডোনিয়াম। (১) ৩৫৯, ৩৬৭, ৩৭৯।
জিঙ্কাম। (৫) ৫২, ৫৩১।
টুবাকুলিনাম। (২) ৩৮০।
ডাস্কামারা। (৩) ৪৫৪, ৪৫৫, ৪৫৮। (৪)
।
ড্রসিরা। (৩) ৩৪২। (৫) ১০৮, ১১৫।
নাইট্রিক এসিড। (৪) ৩৭৪।
নাক্স ভমিকা। (৪) ২৪২, ৩০৫, ৩
নাক্স মস। (৫) ৫৫৪
নেট্রাম মিউ। (২) ২৫৯। (৩) ৩৪২
পেট্রোলিয়াম। (৫) ৫৬০।
ফসফরাস। (৪) ১১৬, ২৪২।
ফস্ফরিক এসিড। (৪) ২০২।
বেলাডোনা। (৪) ২৪২, ৩৭৪।
বোরাক্স। (৫) ৫৫৭।
ব্রায়নিয়া। (২) ২৫৯। (৪) ৩৭৫।
ভার্ব্বেস্কাম। (৫) ২৫২।
ভেরেট্রাম এল্। (৫) ৩২২।
মার্কুরিয়াস। (১) ১৯৫। (৪) ৩৭৫।
রুমেক্স ক্রি। (৪) ১১৫,১১৬। (৫) ৪৩৯,৪৪০।
লরসিরেসাস। (৩) ৩৭২।
লাইকোপোডিয়াম। (৪) ১১৬।
ল্যাক্ কেনিনাম। (২) ৩৮০।
ল্যাকেসিস। (৩) ৩৫৬। (৪) ২৯।
ল্যাক্টুকা। (৫) ১০৮।
ষ্টিক্টা। (২) ৩৪৫।
সাইলিসিয়া। (৪) ১১৫। (৫) ৪৪০।
সালফুরিক এসিড। (৫) ৩২২।
সিনা। (২) ৩৯৬।
সিপিয়া। (৩) ৩৪২।
সিলা। (২) ২৫৯। (৩) ১৭১,৩৪২। (৫)২১০।
স্পঞ্জিয়া। (৫) ৬৩, ৬৪।
স্যাঙ্গুইনেরিয়া। (৫) ৪৭৮।
স্যাম্বুকাস্। (৫) ৬৪, ৪৩৪।
হায়োসায়ামাস। (১) ৩১৪, ৩৫৫।
হিপার সালফ। (৩) ১৭১।

৭। ঘুংরিকাশি বা ক্রুপ্—সহজ ও পর্দ্দাজনক বা মেম্ব্রেনাস্।

আইওডিয়াম। (৫) ৪৭, ৫৫, ৫৬।
একোনাইট। (১) ৩৯, ৪০, ১৬৯, ১৭০, ১৭১। (৫) ৬৪, ১৬৭।

banglabooks.in

এণ্টিম টার্ট। (১) ১৭২। (৩) ১৭১। (৫) ৪৭।
এমনিয়াম কষ্ট। (৫) ৯৮।
কষ্টিকাম। (১) ১৭২।
ক্যালি বাই। (১) ২৫৯। (৪) ৩৭৩, ৩৭৪, ৩৭৭।
ফস্ফরাস। (৪) ২৪১, ২৪২।
ফেরাম্ ফস। (৫) ১৬৭, ৫১৯।
ব্রোমিয়াম। (১) ১৭০। (৫) ৪৬, ৪৭, ৫৬।
ভেরেট্রাম ভি। (৫) ১৬৬, ১৬৭
মার্ক প্রোটো-আই। (১) ২৫৯, ২৬০। (৪) ৩৭৪
মার্ক বিণ-আই। (১) ২৫৯, ২৬০।
ল্যাকেসিস। (৪) ৩৭৪।
সাইয়ানাইড অব মার্কারি। (১) ২৫৯।
স্পঞ্জিয়া। (১) ৪০, ১৭০, ১৭১।
স্যাঙ্গুইনেরিয়া। (৫) ৪৭৫।
স্যাম্বুকাস। (১) ৪০। (৫) ৪৩৪।
হিপার সাল্ফ। (১) ৪০, ১৬৯, ১৭ (৫) ৪৭, ৫৬।

৮। ঘ্রাণে অসহিষ্ণুতা ও মূর্চ্ছার ভাব।

ইগ্নেসিয়া। (২) ৩৪৪। (৫) ৪৭৭, ৪৮৫।
নাক্স ভমিকা। (২) ৩৪৫। (৫) ৪৭৭, ৪৮৫।
ফস্ফরাস। (২) ৩৪৫। (৫) ৪৭৭, ৪৮৫।
ভ্যালেরিয়ানা। (২) ৩৪৫। (৫) ৪৭৭, ৪৮৫।
স্যাঙ্গুইনেরিয়া। (৫) ৪৭৭, ৪৫৮।

৯। নাসিকাগ্রের স্ফীতি।

অরাম। (৪) ৪৬৪।

১০। নাসিকাপ্রদাহ ও ক্ষত।

বোরাকস্। (৫) ৫৫৭
হিপার সাল্ফ। (১) ১৬৭, ১৬৮।

১১। নাসিকারক্তস্রাব বা এপিষ্ট্যাক্সিস্।

আর্ণিকা। (৫) ৪৬৬।
এব্রোটেনাম। (৫) ১০২।
ক্যাম্ফর। (৫) ৪৪৪।
কার্ব্ব ভেজ। (৫) ৪৪৪
ট্রিলিয়াম। (৫) ৫৪৩।
পাল্‌সেটিলা। (২) ১৯০। (৫) ৪৬৬।
বভিষ্টা। (৫) ৩৬৫।
ব্রায়নিয়া। (১) ১৪৯। (২) ৩১০। (৪) ২৫৩।
মার্কুরিয়াস্। (৫) ৪৬৬।
সায়ানাইড অব মার্কারি। (৫) ৪৪৪।
সিপিয়া। (২) ৩১০।
হেমামেলিস্। (৫) ৪৬৬।

১২। নাসিকার নানাবিধ ক্ষুদ্র রোগ।

অরাম। (৪) ৪৬৪।
ইগ্নেসিয়া। (২) ৩৪৪।
ক্যাল্কে ফ্লুয়োরিকা। (৫) ১৮৯

নাসিকাসর্দ্দি বা করাইজা।

আর্জ্জেন্টাম নাই। (১) ১৬৯।
আর্সেনিকাম। (২) ৫৩, ৫৪, ১৫৬। (৫) ১৯৪, ১৯৫, ২৪৯।
ইউপে পার্ফ। (৫) ১১৫।
। (৫) ১৯৪, ১৯৫, ২৪৮, ২৪৯।
ইগ্নেসিয়া। (৪) ২৪১।
একোনাইট। (১) ৪৮। (২) ১৫৭।
এণ্টিম ক্রু। (৩) ১৫১। (৪) ৪১৫।
এপিস। (৫) ১৩৩।
এমনিয়াম কষ্ট। (৫) ৮৮।
এমনিয়াম কার্ব্ব। (৫) ৮৭, ৮৮।

banglabooks.in

এমনিয়াম মিউ। (৫) ৯৪।
এম্ব্রাগ্রিসিয়া। (৫) ৮৭।
এরাম ট্রি। (৩) ১৫১। (৪) ৪১৫। (৫) ১৯৫, ২৪৯, ৪৬৯।
এলিয়াম সেপা। (২) ৫৪। (৫) ১৯৪, ১৯৫, ২৪৮, ২৪৯।
এলুমিনা। (১) ১৬৯। (৫) ৭৯।
কার্ব্ব ভেজ। (৩) ৩৯৯।
(৫) ৮৮।
কুইলেরিয়া। (৪) ৮৩।
কোকাস ক্যাক্টি। (৫) ৩০৪।
কেরেলিয়াম রুব। (৫) ৩০০।
ক্যামমিলা। (২) ১৫৬, ৩৬৯।
ক্যাম্ফর। (২) ১৫৭। (৫) ১৯৫, ৪৪৩, ৪৪৪
ক্যালি আয়ডি। (৫) ১২৬।
ক্যালি বাই। (৪) ২৯, ৩৭২। (৫) ৮৭, ১২৬।
ক্যালি মিউ। (৫) ৫১৮।
ক্যাল্কে কার্ব্ব। (৩) ১৫১, ২৭৮, ৪৫৪।
(৪) ৪১৫। (৫) ৫১৯।
ক্লোরিণ। (৪) ৪৯।
গ্র্যাফাইটিস। (৩) ১৫১।
(৪) ৪১৫।
চায়না। (১) ৪৮।
জেলসিমিয়াম। (৪) ৮২, ৮৩।
ডাক্কামারা। (৩) ৪৫৪।
ড্রসিরা। (২) ২০২।
নাইট্রিক এসিড। (১) ১৬৯।
নাক্স ভমিকা। (১) ৪৮, ১৩৯, ১৪০, ২৫২। (২) ১৫৫, ১৫৬, ৩৭০। (৩) ২৭৮, ৪৫৪। (৪) ২৪১। (৫) ৫১৯।
নেট্রাম কার্ব্ব। (৫) ৩০০।
নেট্রাম মিউ। (২) ২৫৮, ২৫৯।
পালসেটিলা। (১) ২৫২। (২) ১৫৬, ২০০।
পেন্থোরাম সিড। (২) ২০১।
ফস্ফরাস। (২) ৫৩, ১৫৬। (৪) ২৪১। (৫) ১৯৪।
ফেরাম ফস। (৫) ৫১৯।
বেলাডোনা। (১) ৪৮, ১০৯, ১৬৭।
ব্যাপ্টিসিয়া। (৪) ৮৩।
ব্যারাইটা কার্ব্ব। (৩) ২৭৮।
ব্রায়নিয়া। (১) ১৩৯। (৫) ১১৫।
ব্রমিয়াম্। (৫) ৪৫।
ভ্যালেরিয়ান। (৪) ২৪১।
মার্ক কর। (১) ২৫২।
মার্ক ভাইভাস। (১) ২৫১।
মার্কুরিয়াস। (১) ১৬৭, ১৬৯, ২৫১। (২) ৫৩, ১৫৬। (৫) ১৯৫।
রাস্টক্স। (৪) ৩৩৯।
রেণাঙ্কুলাস স্কি। (৫) ৩২।
লরসিরেসাস। (৫) ৮৮।
লাইকোপোডি। (৩) ২৪১। (৫) ৪৬৯।
ল্যাকেসিস্। (১) ১৩৯। (৪) ২৮, ২৯, ৮৩।
ষ্টিক্টা। (২) ২৫৯. ৩৭০
সাইক্লেমেন। (২) ২০১।
সাইলিসিয়া। (৪) ১১৫।
সালফার। (৩) ৩৫।
সিনাবেরিস। (১) ২৫৩।
(রেড-আই মার্ক।)
সিনিসিও অরি। (৫) ১১১।
সিপিয়া। (২) ৩০৩। (৪) ৮৩।
স্পাইজিলিয়া। (২) ২০২।
স্ক্যাজুইনেরিয়া। (৪) ২৪১। (৫) ৪৭৮
স্ট্যাফ্যাস। (২) ৩৬৯।
হাইড্রাষ্টিস্। (২) ২০২।
হিপার সালফ। (১) ১৬৭, ১৬৯।

banglabooks.in

১৪। নিউমোনিয়া, প্লুরো-নিউমোনিয়া, বিলিয়াস নিউমোনিয়া, ব্রংকো-নিউমোনিয়া প্রভৃতি।

আয়োডিয়াম। (৫) ৫৩।
ইপিক্যাক। (৩) ১৭৪।
ইলাপ্স্। (৪) ৩১।
একনাইট। (১) ৩৯, ১৪০। (৫) ৫৬, ১৬৭, ১৬৮।
এন্টিম টার্ট। (১) ১৪০, ১৪১, ৩৮০, ৩৮১। (৩) ১৭৪। (৪) ২৪৫।
এমনিয়াম কার্ব্ব। (৫) ৮৮।
কার্ব্ব এনি। (৫) ৫০৮, ৫০৯।
কার্ব্ব ভেজ। (৫) ৫০৯।
কুপ্রাম। (৩) ২১৫।
ক্যালি আই। (৫) ১২৬, ১২৭।
ক্যালি কার্ব্ব। (১) ৩৮০, ৩৮১। (৩) ১৭৪।
ক্যালি নাই। (৫) ১৪১, ১৪২।
ক্যালি বাই। (৩) ১৭৫।
চেলিডোনিয়াম। (১) ১৪১, ২৬৯, ২৭০, ৩৬৩, ৩৬৭, ৩৭৩, ৩৭৪, ৩৭৯, ৩৮০।
জেল্‌সিমিয়াম। (৪) ৮৪।
টুবার্কুলিনাম। (৪) ২৪৫।
পাল্‌সেটিলা। (৫) ২০।
ফস্‌ফরাস। (১) ১৪০। (৪) ২৪৩, ২৪৪, ২৪৫। (৫) ৪৭৫।
ফেরাম ফস। (৫) ১৬৭, ৫১৯।
বেলাডোনা। (১) ৩৭৪। (৫) ১২৭।
ব্রায়োনিয়া। (১) ১৪০, ১৪১, ৩৭৪। (৩) ১৭৪। (৪) ২৪৩, ২৪৪।
ব্রমিয়াম। (৫) ৪৭।
ভেরেট্রাম ভিরি। (৫) ১৬৬, ১৬৭, ৪৭৫।
মার্কুরিয়াস। ১৯৬, ২৬৯, ৩৮০, ৩৮১।
রাস্‌টক্স্। (৪) ৩৫১, ৩৫২, ৩৫৩।
রেণাঙ্কুলাস্ বাল্বো। (৫) ২০।
লাইকোপোডিয়াম। (১) ১৪১, ৩৮০। (৩) ৩৭, ২৪২, ২৪৩।
ল্যাকেসিস্। (৪) ৩০, ৩১।
সাল্‌ফার। (৩) ৩৬, ৩৭। (৪) ৩১। (৫) ৪৭৫।
। (১) ১৭২।
স্যাঙ্গুইনেরিয়া। (১) ১৪১। (৩) ৩৭, ১৭৫। (৫) ১৬৭, ৪৭৫।
হায়সায়ামাস। (৪) ২৪৫।
হিপার সাল্‌ফ। (১) ১৭২।

১৫। পিনস, পূতিনস্য, পুরাতন সর্দ্দিরোগ বা অজিনা।

অরাম। (৪) ৪৬৪, ৪৬৫।
আর্সেনিকাম। (২) ৫৪।
ক্যালি আয়োডি। (৫) ১২৬।
ক্যালি বাই। (৪) ২৯, ৩৭২। (৫) ১২৬।
গ্র্যাফাইটিস। (৪) ৪১৫।
থিরিডিয়ন। (৫) ৩১৬।
থুজা। (৪) ২৭৬।
নাইট্রিক এসিড। (৪) ২৯।
ফস্‌ফরাস। (৪) ২৪১।
মার্ক কর। (১) ২৫২।
মার্কুরিয়াস। (৪) ২৯।
ম্যাগ্নেসিয়া মিউ। (৫) ৩৫৫।
ল্যাক্ কেনিনাম। (৪) ২৯। (৫) ২৮৭।
ল্যাকেসিস্। (৪) ২৮, ২৯।
সাইলিসিয়া। (৫) ৩৫৫।
সাল্‌ফার। (৩) ৩৫।
সিপিয়া। (২) ৩০৩।

১৬। প্লুরিসি, প্লুরাইটাস বা ফুস্‌ফুস্-বেষ্ট-ঝিল্লি-প্রদাহ।

আর্ণিকা। (৩) ১২৯।
আর্স আয়োডেটাম। (২) ৯০।

banglabooks.in

আর্সেনিকাম। (২) ৮৯।
একোনাইট। (১) ৩৯, ১৩৮। (৩) ৩৬।
(৪) ৩০৪।
এপিস। (৩) ৩৬। (৪) ৩০৩। (৫) ২০।
এব্রোটেনাম। (৫) ১০২, ১০৩।
ক্যান্থারিস। (৩) ৩০৬।
চেলিডনিয়াম। (১) ৩৭৩।
ফেরাম ফস্। (১) ১৩৮।
বেলাডনা। (১) ৩৭৪।
ব্রায়নিয়া। (১) ১২৬, ১৩৬, ১৩৮, ১৩৯।
(৩) ৩৬। (৪) ৩০৪। (৫) ২০, ২০২।
রেণাঙ্কুলাস বাল্বো। (৫) ২০, ২১।
সাল্ফার। (৩) ৩৬। (৪) ৩০৩।
হিপার সাল্ফ। (৪) ৩০৪।

১৭। ফুস্ফুস্ প্রদাহ বা ইন্ফ্লামেশন অব দি লাঙ্গ্স্।

আর্সেনিকাম। (৩) ৩০৭।
ক্যান্থারিস। (৩) ৩০৭।
মেলিলোটাস্। (৫) ২৪৪।

১৮। ফুস্ফুস্ হইতে রক্তস্রাব বা হিমরেজ ফ্রম দি লাঙ্গ্স্।

আট্রিলেগা। (৫) ৪৬৮।
ইপিক্যাক। (৩) ৪১২।
একালিফা ইণ্ড্। (৫) ৪৩২।

১৯। ফুস্ফুসে গুটিকাজনন বা টুবার্কুলোসিস্ অব দি লাঙ্গ্স্।

সিনিসিও অরি। (৫) ১১২।
ক্যাঙ্কে আই। (৩) ২৮১।

২০। ফুস্ফুসে পূয়সঞ্চার বা সাপুরেশন অব দি লাঙ্গ্স্।

ওপিয়াম। (৩) ৩৭২।
ক্যাপ্সিকাম। (৩) ৯৪।
কার্ব্ব ভেজিটেবিলিস্। (৩) ৯৩।
চাইনি সাল্ফ। (৩) ৯৩।
লাইকোপোডিয়াম। (৩) ২৪৩।
সিঙ্কনা। (৩) ৯৩।
স্যাঙ্গুইনেরিয়া। (৩) ৯৪।

২১। ফুস্ফুসে আক্ষেপ বা স্প্যাজ্ম অব দি লাঙ্গ্স্।

ইপিক্যাক। (৩) ৩৭৩।
মস্কাস। (৩) ৩৭৩।

২২। ফুস্ফুসের পচন, ধ্বংস বা গ্যাংগ্রিণ অব দি লাঙ্গ্স্।

আর্সেনিকাম্। (২) ৯০।
ল্যাকেসিস। (৪) ৯০।

২৩। ফুস্ফুসে পক্ষাঘাত বা প্যারালিসিস্ অব দি লাঙ্গ্স্।

ইপিকাক। (৩) ১৭১।
এণ্টিম টার্ট। (৩) ১৭১, ১৭২।
এমনিয়াম কার্ব্ব। (৩) ১৭২। (৫) ৮৯।
কার্ব্ব ভেজ। (৩) ১৭২, ৪০১।
ক্যালি আয়ড্। (৩) ১৭২।
ডাক্কামারা। (৩) ৪৫৬।
মস্কাস্। (৩) ১৭২। (৫) ২৮২, ২৮৩।
ল্যাকেসিস্ (৩) ১৭২।

২৪। ফুস্ফুসে পূয় বা ব্রণ-শোথ বা এব্সেস্ অব দি লাঙ্গ্স্।

আর্সেনিকাম। (৩) ৯৪।
কার্ব্ব ভেজ। (৩) ৯৩।
কুইনি সাল্ফ। (৩) ৯৩।
ক্যাপ্সিকাম। (৩) ৯৪।
ক্যালি কার্ব্ব। (১) ১৯৬।
ক্যাল্কেরিয়া সাল্ফ। (৫) ১৯১।
মার্কুরিয়াস। (১) ১৯৬।

banglabooks.in

ল্যাকেসিস্। (৪) ৩১।
সিঙ্কোনা। (৩) ৯৩।
স্যাঙ্গুইনেরিয়া। (৩) ৯৪।
হিপার সাল্‌ফ। (১) ১৭২।

২৫। ফুস্‌ফুসের প্রসারণ বা ডাইলেটেশন অব দি লাঙ্গ্‌স্।

লাইকোপোডিয়াম। (৩) ২৪৩।

২৬। ফুস্‌ফুসের রক্তাধিক্য বা কঞ্জেশ্চন।

ক্যাম্ফর; (৫) ৪৪৫।
সাল্‌ফার। (৬) ৩৫, ৩৮।

২৭। বক্ষরোগ বা ডিজিজেজ্ অব দি চেষ্ট্।

লাইকোপোডিয়াম। (৩) ২৪২, ২৪৩।
সিমিসিফুগা। (৫) ৮।

২৮। বক্ষ-শূল, বক্ষের বেদনা বা ।

আর্ণিকা। (১) ১৪১, ১৪২। (৩) ১২৭।
(৫) ১৯।
ক্যালি কার্ব্ব। (১) ১৯৫।
গল্‌থেরিয়া। (৩) ১২৭।
গুয়েইয়াকাম। (৪) ৩৩৯।
চেলিডোনিয়াম। (১) ১৪১, ১৯৫।
ট্রিফোলিয়াম প্র্যাটেন্‌স্। (৩) ১২৭।
ব্রায়নিয়া। (১) ১৩৮, ১৪১। (৩) ১২৭।
মার্কুরিয়াস। (১) ১৯৫।
রাসটক্‌স। (৩) ৩৩৯।
রাস্ রেডি। (১) ১৪১, ১৪২। (৪) ৩৩৯।
(৫) ১৯।
রুমেক্স্। (১) ১৪১, ১৪২।
রেণাঙ্কুলাস বাল্বো। (১) ১৪১। (৩) ১২৭।
(৫) ২০।
রেণাঙ্কুলাস স্কি। (৫) ৩২।
সিমিসিফুগা। (১) ১৪১, ১৪২। (৫) ৮।
সেনেগা। (১) ১৪১, ১৪২। (৫) ১৯।

২৯। বক্ষ-সর্দ্দি বা ক্যাটার্ অব দি চেষ্ট্।

সিপিয়া। (২) ৩০৪।

৩০। বায়ুনালী-প্রতিশ্যায় বা ক্যাটার্ অব দি ব্রংকাই।

ইরিঞ্জিয়াম। (৫) ২১৬।
কোকাস ক্যাক্‌টাই। (৫) ৩০৪, ৩০৫।

৩১। ব্রঙ্কাইটিস্ এবং ক্যাপালারি-ব্রঙ্কাইটিস্—তরুণ ও প্রবল; পুরাতন এবং বৃদ্ধের বা সিনাইল প্রভৃতি।

আর্সেনিকাম। (৩) ৪০১।
ইপিক্যাক্। (১) ১১০, ১১২, ১৫০।
(২) ৩৮১। (৩) ১৭৪।
একোনাইট। (১) ১১০, ১১১। (৪) ৮৩,
৮৪। (৫) ১৬৭।
টার্ট। (১) ১১০, ১১১। (২)
৩৯০। (৩) ১৭৩, ১৭৪। (৫) ৯৮,
১৭৬।
এমনিয়াম কষ্ট। (৫) ৯৮।
এমনিয়াম কার্ব্ব। (৫) ৮৭, ৮৮।
এমনিয়াম ফস্। (৫) ৯৮।
এমনিয়াম মিউ। (৫) ৯৪।
এলিয়াম সেপা। (১) ১১০, ১১২।
এলুমিনা। (৪) ১৪২।

banglabooks.in

কল্‌চিকাম। (৪) ১৪২।
কষ্টিকাম। (১) ১১০, ১১২। (৩) ৩৪১, ৩৪২। (৪) ১৪২।
কার্ব্ব এনি। (৫) ৫০৮, ৫০৯।
কার্ব্ব ভেজ। (৩) ১৭৩, ৪০০। (৫) ৫০৯।
কোকাস ক্যাক্টি। (৫) ৩০৪, ৩০৫।
ক্যালি বাই। (৪) ৩৭৬।
ক্যাল্কে এসেট। (৫) ১৮৮।
ক্যাল্কে কার্ব্ব। (১) ১১০, ১১২।
চেলিডোনিয়াম। (১) ৩৭৯।
জেল্‌সিমিয়াম। (১) ১১১। (৪) ৮৩, ৮৪।
টেরিবিন্থ। (৫) ৫৫৫।
ডাল্‌কামারা। (৩) ৪০১, ৪৫৪।
নেট্রাম সাল্ফ। (১) ১৪২।
পাল্‌সেটিলা। (২) ২০২।
পিকৃস্ লিকুইডা। (৩) ৩৬।
ফস্‌ফরাস্। (১) ১১০, ১১২। (২) ৩৯৯। (৪) ২৪৩।
ফেরাম ফস। (৪) ১১০, ১১১। (৪) ৮০। (৪) ১৬৭, ৫১৯।
বাল্‌সাম পেরু। (৩) ৩৬।
বেলাডোনা। (১) ১০৪, ১০৯, ১১০, ১১২, ১১৩। (৪) ২৪৩।
ব্যারাইটা কার্ব্ব। (৫) ১৭৫, ১৭৬।
ব্রায়নিয়া। (১) ১১০, ১১১, ১৪২।
ভেরেট্রাম এল্। (৪) ১৪২।
ভেরেট্রাম ভি। (১) ১১০, ১১১। (৪) ৮৪। (৫) ১৬৬, ১৬৭।
রিউমেক্‌স্। (১) ১১০, ১১২।
লাইকোপোডিয়াম। (১) ৩৭৯। (২) ৩০৩। (৩) ২৪২, ২৪৩।
ল্যাকেসিস্। (১) ১১০, ১১৩। (৩) ৪০১। (৪) ৩০।
সাল্‌ফার। (৩) ৩৬।
সিলা। (৩) ৪০১। (৫) ২১০।
সেনেগা। (৩) ৪০১।
হিপার সাল্ফ। (১) ১৭১।

৩২। ব্রঙ্কোরিয়া বা বায়ু-নালীর শ্লেষ্মা-স্রাবাধিক্য।

কার্ব্ব ভেজ। (৩) ৪০১

৩৩। যক্ষ্মাকাস বা থাইসিস্।

আয়ডিয়াম। (৫) ১১৭
আর্সেনিকাম। (৪) ২৪৬।
ইপিক্যাক। (২) ৩৯৩।
এক্টিয়া রেসি। (৫) ৮।
এনাকার্ডিয়াম। (৫) ৬৫।
এনিসাম ষ্টিল। (৫) ৩১৬।
এমনিয়াম মিউ। (৪) ২৪৮। (৫) ৯৪
কার্ব্ব এনি। (৫) ৫০৮, ৫০৯।
কার্ব্ব ভেজ। (৫) ৫০৯।
কোকাস ক্যাক্টি। (৫) ৩০৪, ৩০৫।
ক্যানাবিস ষ্যাটি। (৫) ১৩৪।
ক্যাপ্‌সিকাম। (৪) ১১৬।
ক্যালি আই। (৫) ১২৫, ১২৭, ১৩৪।
ক্যালি কার্ব্ব। (৫) ১৩৪।
ক্যালি নাই। (৫) ১৪১, ১৪২।
ক্যাক্কেরিয়া। (২) ২১৩, (৩) ২৭৮, ২৭৯, ২৮০। (৪) ১৬৭, ২৪৬, ২৪৭।
ক্যাল্কে আই। (৩) ২৮১।
ক্যাল্কে ফস। (৩) ২৮১।
টুবাকুলিনাম। (৩) ২৮১। (৫) ৩২৯।
ডাল্‌কামারা। (৩) ৪৫৫।
ড্রসিরা। (৪) ১১৭। (৫) ৫০৪।
থিরিডিয়ন। (৫) ৩১৫, ৩১৬।
নাইট্রিক এসিড। (৪) ১৬৬, ১৬৭। (৫) ১৩৪।
পাল্‌সেটিলা। (২) ২০২, ২১৩। (৩) ১৬৭।
পিক্‌স্ লিকুইডা। (৫) (ক্ষয়কাস)। ৫৫০।
ফস্‌ফরাস। (৩) ২৭৯, ২৮০, ২৮১। (৪) ২০২, ২৪৫—২৪৮।

banglabooks.in

ফস্ফরিক এসিড। (৪) ২০২।
ফেরাম মেট। (৫) ৪৭৬, ৫১৪।
ফেলাণ্ড্রিয়াম। (৪) ১১৬।
বোরাক্স্। (৪) ৫৫৭।
ব্যাপ্টিসিয়া। (৫) ৪৬১।
ব্রায়নিয়া। (৫) ১৩৪।
মার্টাস্ কম্। (৫) ৩১৬।
মিলিফোলিয়াম। (৫) ১১০।
মেডোরাইনাম। (৫) ৩৩৬।
লাইকোপোডিয়াম। (২) ২০২। (৩) ২৪৩, ৪৫৫। (৪) ১৬৭।
ল্যাক্ ডিফ্লো। (৫) ২৯২।
ল্যাকেসিস। (৪) ৩১, ৩২। (৫) ৪৭৬।
রুমেক্স্ ক্রু। (৫) (ক্ষয়কাস।) ৪৪০। । (৩) ৪৫৫।
ষ্টেনাম। (৩) ৩৮।
সাইলিসিয়া। (৪) ১১৬, ১১৭। (৫) ৪৪০।
সাল্ফার। (৩) ২৭৯, ২৮০। (৪) ২৪৬, ২৪৭।
সিনিসিও অরি। (৫) ১১২।
সিপিয়া। (২) ২৯৮, ২৯৯, ৩০৪।
সেনেগা। (৩) ৪৫৫।
স্পঞ্জিয়া। (৫) ৬৫, ৬৬।
স্যাঙ্গুইনেরিয়া। (৫) ৪৭৬।
হিপার সাল্ফ। (১) ১৭২। (৫) ১৬৫।

৩৪। রক্তকাস বা হিমপ্টিসিস্

একালিফা ইণ্ড। (৫) ৪৩২।
এণ্টিম টার্ট। (৩) ৩৭২।
ওপিয়াম। (৩) ৩৭২।
কার্ব্ব ভেজ। (৩) ৪১১।
ক্যাক্টাস গ্র্যাণ্ড। (৫) ৫৪৮।
পাল্সেটিলা। (২) ২১৩, ৩১০। (৪) ২৪৩।
ফস্ফরাস। (২) ২১৩, ৩১০। (৪) ২৪৩।
সাল্ফার। (৩) ৩৮।

৩৫। ল্যারিঞ্জিস্মাস্ ষ্ট্রাইডুলাস বা কণ্ঠনালী-দ্বার-আক্ষেপ।

আয়ডিয়াম। (৫) ৪৬।
ইগ্নেসিয়া। (৫) ৪৬।
ইপিক্যাক। (৫) ৪৬।
কুপ্রাম মেট। (৫) ৪৬।
ক্যাল্কেরিয়া ফস। (৫)
ফ্লোরিণ। (৫) ৪৬, ৪৯।
বেলাডোনা। (৫) ৪৬।
ব্রমিয়াম। (৫) ৪৩।
মস্কাস। (৫) ২৮২, ২৮৩।
স্যাম্বুকাস। (৫) ৪৬।

৩৬। শ্বাসকৃচ্ছ্র বা ডিফিকাল্ট রেস্পিরেশন।

আর্সেনিকাম। (১) ৮৫।
টেবেকাম। (৫) ২৭১।
সাল্ফার। (৩) ৭।

৩৭। শ্বাস-যন্ত্র-রক্ত-স্রাব।

ট্রিলিয়াম। (৫) ৫৪৩।

৩৮। শ্বাসযন্ত্ররোগ।

কোকাস ক্যাক্টাই। (৫) ৩০৪, ৩০৫।
চেলিডোনিয়াম। (১) ৩৭৮, ৩৭৯।
ফস্ফরাস। (৪) ২০২।
ফস্ফরিক এসিড। (৪) ২০২।
বেলাডোনা। (১) ১০৯।
লোবেলিয়া। (৫) ৪৯৪।
স্পঞ্জিয়া। (১) ১৭১।
হিপার সাল্ফ। (১) ১৬৮।

৩৯। শ্বাসরোধ—সাধারণ এবং নবজাত শিশুর (এস্ফিকসিয়া নিয়োনেটোরাম।

আর্ণিকা। (৩) ৩৭৩।
এণ্টিম টার্ট। (৩) ১৭১।

banglabooks.in

ওপিয়াম। (৩) ৩৭৩।
প্ল্যাটিনাম। (৫) ৫২৩।
বভিষ্টা। (৩) ৩৭৩।
লরসিরেসাস্। (৩) ১৭১।

৪০। সেনাইল ক্যাটার্ বা বৃদ্ধদিগের বায়ুনালীর সর্দ্দি।

লাইকোপোডিয়াম। (৩) ২৪৩।

৪১। স্বরভঙ্গ বা হোর্সনেস্।

আর্জেণ্টাম মেট। (৫) ৪৭৯, ৫০৬।
আর্ণিকা। (৩) ৩৪১।
ইউপে পার্ফোলি। (৩) ৪০০।
এরাম ট্রি। (৫) ৪৬৯।
ওপিয়াম। (৩) ৪০০।
কষ্টিকাম। (৩) ৩৫, ৩০০, ৩৪০, ৪৪১।
কার্ব্ব ভেজ। (৩) ৩৯৯, ৪০০।
গ্রাফাইটিস। (৩) ৩৪১।
জেলসিমিয়াম্। (৩) ৪০০।
নাক্স্ মস্কেটা। (৩) ৪০০।
প্ল্যাটিনাম। (৩) ৪০০।
ফস্ফরাস্। (৩) ৩৪১, ৩৯৯। (৪) ২৪১।
রুমেক্স্ কৃস্প। (৫) ৪৪০।
সালফার। (৩) ৩৫, ৩৪১, ৪০০।
সিলিনিয়াম। (৩) ৩৪১। (৫) ৪৬৯।
সেনেগা। (৩) ৪০০।

৪২। স্বর-যন্ত্র-প্রদাহ বা ল্যারিঞ্জাইটিস্—তরুণ ও পুরাতন; ল্যারিঞ্জিয়াল ক্যাটার বা স্বর-যন্ত্র-প্রতিশ্যায় এবং স্বর-যন্ত্র-যক্ষ্মা।

আর্জেণ্ট নাই। (৪) ৪৪৩।
আর্জেণ্টাম মেট। (৫) ৪৬৯, ৫৩৬।
আর্সেনিকাম। (৪) ৩৭৩।
ইউপে পার্ফো। (৫) ১১৫।
ইস্কুলাস হাই। (১) ১০৯। (৫) ৫০২।
একোনাইট। (১) ১০৯। (৫) ৬৪।
এপিস। (৪) ৩০২। (৫) ৪৩৪।
এমনিয়াম ব্রোম। (৫) ৯৯।
কোকাস ক্যাক্টাই। (৫) ৩০৪।
ক্যালি বাই। (৪) ৩৭৩।
ক্লোরিন। (৫) ৪৩৪।
টুবাকু। (১) ১৮০। (৫) ৩২৯।
ডাক্কামারা। (১) ১৮১। (৩) ৪৫৪।
ড্রসিরা। (৫) ৪৩৪।
প্যারিস কোয়া। (৪) ৪৪৩।
ফস্ফরাস্। (৪) ২৪১।
ফেরাম ফস। (১) ১০৯। (৫) ৫১৯।
বেলাডোনা। (১) ১০৯।
ব্রমিয়াম। (৪) ৩০২।
ম্যাঙ্গানিস। (৪) ৪৪৩।
ষ্টিলিঞ্জিয়া। (৫) ৪৩২।
সালফার। (৪) ৩৭৩।
সিলিনিয়াম। (৪) ৪৪৩।
স্পঞ্জিয়া। (৫) ৬৪, ৬৫।
স্যাম্বুকাস। (৪) ৩০২। (৫) ৪৩৪।
হিপার সালফ। (১) ১৬৮। (৪) ৩৭৩।

৪৩। স্বরযন্ত্র (ল্যারিঙ্স্) রোগ।

আর্জেণ্টাম। (৪) ৪৪৩।
এরাম ট্রি। (৫) ৪৬৯।
টুবাকুলিনাম। (১) ১৮০। (৫) ৩২৯।
ড্রসিরা। (ক্ষত) (৫) ৪৩৪।
ফসফরাস। (৪) ২৪১, ২৪২
সিফিলিনাম। (ক্ষত) (৫) ৩৪১।
স্যাম্বুকাস্। (যক্ষ্মা) (৫) ৪৩৪।

banglabooks.in

৪৪। স্বর লোপ (পক্ষাঘাতিক), এফনিয়া।

ইউপে পার্ফো। (৫) ১১৫।
এমনিয়াম কষ্টি। (৫) ৯৮।
কষ্টিকাম। (৩) ৩৩৮, ৩৩৯।
জেলসিমিয়াম। (৪) ৮১।
নেট্রাম মিউ। (৪) ৮১।
ফস্ফরাস্। (৪) ২৪১।
সালফার। (৩) ৩৫।
সিফিলিনাম। (৫) ৩৪১।
স্যাঙ্গুইনেরিয়া। (৫) ৪৭৮।
রুমেক্স ক্রি। (৫) ২৮৫।
লাইকোপাস। (৫) ২০১।
লোবেলিয়া। (২) ৩৮৯। (৫) ৪৯৪।
ল্যাকেসিস্। (৪) ৩০।
ষ্টিক্টা। (৫) ২৮৫।
ষ্ট্রামোনিয়াম। (১) ৩০৮।
সালফার। (১) ১৭৩—১৭৬।
হিপার সালফ। (১) ১৭২, ১৭৩, ১৭৪, ১৭৬।

৪৫। হাঁপানি, হাঁপ-রোগ বা এজ্‌মা।

আর্জেণ্টাম নাই। (৪) ৪৪৩।
আর্সেনিকাম। (২) ৫৫, ৩৮৯। (৪) ৩০৩। (৫) ৩৭৫। (৫) ৪৯৪।
ইপিক্যাক। (২) ৩৮৯। (৪) ৩০৩। (৫) ৪৯৪।
এপিস। (৪) ৩০৩।
এম্বাগ্রিসিয়া। (৫) ৩২২।
কার্ব্ব ভেজ। (৩) ৪০১।
কুপ্রাম। (২) ৩৮৯।
ক্যাপ্সিকাম। (৫) ২৬৬।
ক্যাম্ফর। (৫) ৪৪৫।
ক্যালি কার্ব্ব। (৪) ৩৭৫।
ক্যালি নাই। (৫) ১৪১, ১৪২।
ক্যালি ফস্। (৪) ৩৭৫।
ক্যালি বাই। (৪) ৩৭৫।
ড্রসিরা। (৫) ২৮৪।
নাক্স ভমিকা। (৩) ৪০২।
নেট্রাম সাল্ফ। (১) ১৭৩, ১৭৪, ১৭৬।
ব্রমিয়াম। (৪) ৩০৩।
ব্ল্যাটা অরি। (৫) ৩০৭।
মস্কাস। (৫) ২৮২, ২৮৩।
মেফিটিস্। (৫) ২৮৪, ২৮৫।

৪৬। হুপশব্দক কাসি বা হুপিং কফ।

আর্ণিকা। (৩) ১২৯।
ইপিক্যাক। (২) ৩৮৮।
কুপ্রাম। (২) ৩৮৪। (৩) ২১৩।
কোকাস ক্যাক্টি। (৪) ৩৭৫। (৫) ০৫।
কোরেলিয়াম রুব্। (৩) ২১৪, ২৮৫, ৩০
ক্যালি কার্ব্ব। (৫) ১৩৩, ১৩৪
ক্যালি বাই। (৪) ৩৭৫।
ক্যালি সাল্ফ। (৫) ৩৫০। (৩) ২১৪। (৫) ৩০১।
ড্রসিরা। (৩) ২১৩, ২১৫। (৫) ৫০৪।
ন্যাফ্থালিন। (৩) ২১৪। (৫) ২৮৪।
ব্রায়নিয়া। (৪) ১৪৩।
ভেরেট্রাম্ এল্। (৪) ১৪৩।
মস্কাস্। (৫) ২৮২, ৩৮৩।
মেফিটিস্। (৩) ২১৪। (৫) ২৮৪, ৩০১।
ম্যাগ্নেসিয়া ফস্। (৫) ৩৫০।
লিডাম। (৩) ২১৫। (৫) ২৮৪।
সিনা। (২) ৩৮৮, ৪০৭।
স্যাঙ্গুইনেরিয়া নাইট্রেট। (৫) ৩৫০।
স্যাম্বুকাস। (৫) ৪৩৪।
হিপার সাল্ফ। (৪) ৩৭৫।

banglabooks.in

৭। পরিপাক-যন্ত্র এবং মুখ-গহ্বরাদি উদর-যন্ত্র-রোগ।

১। অজীর্ণ, আমাশয়াজীর্ণ বা ডিস্‌পেপ্‌সিয়া, ইণ্ডিজেশ্চন।

আর্জ্জেণ্টাম নাই। (৩) ৪০। (৪) ৪৪৪, ৪৪৫
আর্ণিকা। (৩) ১৩১।
আর্সেনিকাম। (২) ২০৫, ৩৯১। (৩) ২৪৭।
ইগ্নেসিয়া। (২) ৩০৫, ৩৪৬। (৪) ৪৪৫। (৫) ৩৫।
ইপিক্যাক। (২) ২০৫, ৩৯১।
এরিষ্টয়া স্পাইকেটা। (৫) ১৩।
এনাকার্ডিয়াম। (১) ১৮২, ১৮৩। (৩) ২৪৬। (৪) ৪১৬।
এণ্টিম ক্রুড। (২) ৩৯১। (৩) ১৪১, ১৫২, ১৫৩।
এবিস্ কেনাডেন্‌সিস। (৫) ২৫৫।
এবিস্ নাইগ্রা। (২) ১৫৮, ২০৫। (৩) ৯৫, ৯৬। (৫) ২৫৭।
এলুমিনা। (৫) ৮৩।
কল্‌চিকাম। (৩) ৬৫, ৯৫।
কার্ব্ব এনিমেলিস। (৫) ৫০৯।
কার্ব্ব ভেজ। (২) ১৫৯, ২০৫। (৩) ৩৯, ৯৪, ৯৫, ৪০২, ৪০৩, ৪০৪। (৪) ৪১৬। (৫) ৫০৯।
ক্যাক্টাস গ্র্যাণ্ড্। (৩) ২৪৮।
ক্যামমিলা। (২) ৩৭২।
ক্যালি কার্ব্ব। (৩) ৯৬, ৪০৩।
ক্যালি ক্লোর। (৫) ১৩৯।
ক্যালি বাই। (২) ১৫৯। (৪) ৩৭৭।
ক্যাল্কে কার্ব্ব। (৩) ২৮২—২৮৪।
ক্রিয়োজোট। (২) ১৫৮।
চেলিডনিয়াম। (৪) ৪১৬।
টেবেকাম। (২) ৩৯০।
থেইন্। (২) ৩৯৬।
নাক্স ভমিকা। (১) ১৪৫, ১৮৩। (২) ১৫৮, ১৫৯, ২০৫। (৩) ৩৯, ২০৪, ৪০৩। (৪) ৪১৬।
নাক্স মস্কেটা। (২) ১৫৮। (৩) ২৪৬, ৪০৩।
নেট্রাম কার্ব্ব। (৩) ৪০।
নেট্রাম মিউ। (২) ২৬০। (৪) ২৪৯।
নেট্রাম সাল্‌ফ। (৩) ৪০।
পাল্‌সেটিলা। (১) ১৪৫, ১৮৩, ১৮৪। (২) ২০৪, ২০৫, ৩৯১। (৩) ৯৫, ২৪৬।
ফস্‌ফরাস্। (৪) ২৪৯।
ফেরাম। (৪) ৪১৬।
ফ্লুয়োরিক এসিড। (২) ২৬০।
বিস্‌মাথ্। (২) ১৫৮। (৪) ২৪৯।
ব্রায়নিয়া। (১) ১৪৫। (৪) ২৪৯। (৫) ৮০।
মিউরেক্‌স্। (২) ৩০৫।
ম্যাগ্নেসিয়া কার্ব্ব। (৫) ৩৪৪, ৩৪৫।
লাইকপডিয়াম। (১) ১৮৩। (২) ১৫৮, ৩০৬। (৩) ৩৯, ৯৫, ২৪৫—২৪৮, ৪০৩। (৪) ৪১৬।
লোবেলিয়া। (২) ৩৯০।
ল্যাকেসিস্। (২) ২৬০। (৩) ২৪৭। (৪) ৪০।
ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া। (২) ৩৯০।
সাল্‌ফার। (২) ১৫৯, ৩০৫, ৩০৬। (৩) ৩৮, ৩৯, ৪০, ২৪৭। (৪) ২৪৯।
সাল্‌ফুরিক এসিড। (৩) ৪০৩।
সিঙ্কনা। (৩) ৯৪, ৯৫, ২৪৭, ৪০৩। (৪) ৪১৬।
সিপিয়া। (২) ৩০৪, ৩০৫। (৩) ২৪৭। (৪) ২৪৯। (৫) ৩৫।
হাইড্র্যাষ্টিস্। (২) ৩০৫। (৫) ৩৬, ৩৭।
হিপার সাল্‌ফ। (১) ১৮৩, ১৮৫। (২) ২৬০।

banglabooks.in

২। অন্ত্র-প্রদাহ বা এণ্টারাইটিস্।

কল্‌চিকাম। (৪) ৪৮।
বার্বেরিস ভল্গারিস। (৫) ৩৮১।
বেলাডোনা। (৪) ৪৮।
মার্কুরিয়াস। (৪) ৪৮।
রাস্‌টক্স্‌। (৪) ৪৮।
ল্যাকেসিস্‌। (৪) ৪৮।
হিপার সাল্‌ফ। (১) ১৬৮।

৩। অন্ত্র-বেষ্ট-ঝিল্লি-প্রদাহ বা পেরিটনাইটিস।

আর্ণিকা। (৪) ৫১।
একনাইট। (১) ১০১। (৩) ৪৩।
কল্‌চিকাম। (৪) ৪৮, ৫০, ৫১।
টেরিবিন্থ। (৪) ১৪৩। (৫) ৫৫৫।
ডিজিট্যালিস্‌। (৫) ৩৮১।
প্লাম্বাম। (৪) ৫০।
ফেরাম ফস্‌। (৫) ৫১৯।
বার্বেরিস ভল্গারিস। (৫) ৩৮১।
বেলাডনা। (১) ১০৩, ১০১, ১১২, ২৬৮। (৪) ৪৮।
ব্রায়নিয়া। (১) ১০১, ১০২, ১৩৮। (৩) ৪৩। (৪) ৩৪২।
মার্কুরিয়াস। (১) ১০১, ১০২, ২৬৮। (৪) ৪৮।
মার্কুরিয়াস কর। (১) ১০১, ১০২।
রাস্‌টক্স্‌। (৪) ৪৮, ৫০, ৩৪২।
রেনাঙ্কুলাস বাল্বো। (৫) ২০।
ল্যাকেসিস। (১) ১০১, ১০২। (৪) ৪৮, ৫০, ৫১।
সাল্‌ফার। (৩) ৪৩।

৪। অন্ত্র-রক্তস্রাব বা ব্লিডিং ফ্রম দি বায়ুয়েলস্‌।

টেরিবিন্থ। (৫) ৫৫৫।
ট্রিলিয়াম। (১) ৫৪৩।

৫। অন্ত্রাবরোধ বা অবষ্টাকৃশন অব্‌ দি বায়ুয়েল্‌স্‌।

ওপিয়াম। (৩) ৩৭৩, ৩৭৪, ৩৭৫, ৩৭৬।

৬। অন্ত্রের পক্ষাঘাতিক দুর্ব্বলতা বা প্যারালিটিক উইকনেস্‌ অব দি বায়ুয়েল্‌স্‌।

প্লাম্বাম। (৫) ৫৪১।
সিকেলি। (৫) ৩৭৪।

৭। অন্ধান্ত্রাদি-প্রদাহ বা টাইফ্‌লাইটিস্‌ ও পেরিটাইফ্‌লাইটিস্‌ প্রভৃতি।

কালি মিউরিয়েটিকাম। (৫) ৫১৯।
ফেরাম ফস্‌ফরিকাম। (৫) ৫১৯।
রাস্‌টক্সিকোডেণ্ড্রন। (৪) ৩৪৩।

৮। অন্ন-নালী-প্রদাহ বা ইস্‌ফেগাইটিস্‌।

আর্সেনিকাম। (১) ৯৯।
বেলাডনা। (১) ৯৯।
ভেরেট্রাম ভিরিডি। (১) ৯৯।
রাস্‌টক্স্‌। (১) ৯৯।

৯। অর্শ-রোগ বা হিমরয়েডস্‌, পাইল্‌স্‌।

আর্সেনিকাম। (২) ২০৭।
ইগ্নেসিয়া। (২) ৩৩০।
ইস্কুলাস হাইপ। (২) ২০৩। (৫) ৫০২।
এনাকার্ডিয়াম। (১) ৩৯৯।
এণ্টিম ক্রুডাম। (৩) ১৫৫।
এটেনাম (৫) ১০২।
এমনিয়াম কার্ব্ব। (২) ২০৭। (৩) ৪১০।
এলুমিনা। (৩) ৪১০। (৫) ৮১।
এলো। (৫) ১৯৯।
কলিন্‌সনিয়া। (৫) ১৯৯।

banglabooks.in

কার্ব্ব এনি। (৫) ৫০৯।
কার্ব্ব ভেজ। (৩) ৪০৯, ৪১০। (৫) ৫০৯।
ক্যাপ্সিকাম। (৫) ১৯৯।
গ্র্যাফাইটিস। (৪) ৪১৬, ৪১৭।
নাইট্রিক এসিড। (৩) ৪১০।
নাক্সভমিকা। (২) ১৬০, ১৬১। (৩) ৪১০। (৫) ৫০২।
নেট্রাম মিউ। (৩) ৪১০।
পাল্‌সেটিলা। (২) ২০৭। (৫) ৫০২।
পিওনি। (২) ২০৭, ২০৮।
মিউরিয়েটিক এসিড। (৫) ১৮৩। (৫) ১৯৯।
মিলিফোলিয়াম। (৫) ১১০।
রেটান্যিয়া। (৫) ১৯৯।
লাইকপডিয়াম। (৩) ২৫১।
সাল্ফার। (২) ১৫৯। (৩) ৪৩, ৪৪।
সিপিয়া। (২) ৩০৭।
হিপার সাল্ফ। (১) ১৮৫।
হেমামেলিস্। (৫) ৪৬৪, ৪৬৫।

১০। অসাড় ও অনৈচ্ছিক বা ইন্‌ভলাণ্টারি মল-ত্যাগ।

আয়ডিনাম। (২) ২২৭।
এলো। (২) ২২৭।
ওলিয়েণ্ডার। (২) ২২৭।
নেট্রাম মিউ। (২) ২২৭।
পডফাইলাম। (২) ২২৭।
মিউরেয়েটিক এসিড। (২) ২২৭।
হায়সায়মাস। (১) ৩৫৪।

১১। আমরক্তরোগ, রক্তামাশয় বা ডিসেণ্টারি—তরুণ ও প্রবল বা একুট, নাতিপ্রবল বা সাব-একুট। পুরাতন বা ক্রনিক সন্নিপাতিক বা টাইফইড।

আর্ণিকা। (৩) ১৩১, ১৩২।
আর্সেনিকাম। (২) ৫৭। (৪) ৪৩, ৪৪, ৪৫।
ইপিক্যাক। (১) ২৬৮। (২) ৩৯২। (৩) ৪২।
একনাইট। (৪) ৪১, ২৬৪, ১৬৫, ২৬৭। (৫) ১৪২, ৫১৯।
এলো। (৩) ৪২, ৬৬।
ককুলাস ইণ্ড্। (৪) ৪৭।
কলসিন্থ। (১) ২৬৮। (৩) ১৯৬। ৩১০।
কলচিকাম। (২) ৩০৮। (৩) ৬৬, ৬৭, ৩১০। (৫) ৪৭।
। (১) ২৬৮।
কার্ব্ব ভেজ। (৩) ৪০৮, ৪০৯। (৪) ৪৫, ৪৬, ৪৭।
ক্যাড্‌মিয়াম। (৪) ৪৪।
ক্যান্থারিস। (১) ২৬৫। (৩) ৬৭, ১৯৬, ৩১০, ৩১১।
ক্যাপ্সিকাম। (৩) ৩১০।
ক্যালি ক্লোরিকাম। (৫) ১৩৯।
ক্যালি নাইট্রিকাম। (৫) ১৪১, ১৪২।
ক্যালি বাই। (২) ৩০৮। (৩) ৬৭, ৩১১। (৪) ৪৭।
ক্যাঙ্কেরিয়া। (১) ২৬৩।
জিঙ্কাম্ সাল্ফ। (৩) ৩১১।
ট্রিলিয়াম। (৫) ৫৪৪।
ডাক্কামারা। (৩) ৪৫৬।
নাইট্রিক এসিড। (৪) ১৬৮।
নাক্স ভমিকা। (১) ২৬৮। (৩) ৪২, ১৯৬।
পডফাইলাম। (৩) ১৯৬।
ফেরাম ফস্‌ফরিকাম। (৫) ৫১৯।
বেলাডনা। (১) ২৬৪, ২৬৫।
ব্যাপ্টিসিয়া। (৩) ৪২।
মার্কুরিয়াস্। (১) ৪১, ১০৪, ১৯৪, ২৬২—২৬৮। (২) ৩৯২। (৪) ৪৩।

banglabooks.in

মার্কুরিয়াস্ কর। (১) ২৬৩—২৬৭। (৫) ১৩৯।
মার্কুরিয়াস্ ডাল্‌সিস্। (১) ২৬৩।
মার্কুরিয়াস ভাইভাস। (১) ২৬৩, ২৬৭।
মেজিরিয়াম। (৪) ১৬৮।
রাসটক্স। (১) ২৬৪,২৬৬,২৬৮। (৩) ৪২। (৪) ৩৪৩, ৩৪৪। (৫) ৪৬১।
ল্যাকেসিস। (৩) ৪২। (৪) ৪১—৪৭।
সিলিসিয়া। (১) ২৬৩।
সালফার। (৩) ৪২, ৩১০।
সিঙ্কনা। (৪) ৪১, ৪২।
সিপিয়া। (২) ৩০৮।
হিপার সালফ। (৪) ৪১, ১৬৮।
হেমামেলিস। (৩) ৪২।

১২। আমাশয়-কর্কট রোগ বা ক্যান্‌সার অব দি ষ্টম্যাক্।

কাণ্ডুরেঙ্গো। (৫) ২২৯।
ক্যালি বাই। (৪) ৩৭৭।
ফসফরাস। (৫) ২৪৯।

১৩। আমাশয়-প্রদাহ ও ক্ষত বা গ্যাষ্ট্রাইটিস্ ও গ্যাষ্টিক্ আল্‌সার।

আর্জ্জেণ্টাম নাই। (২) ৫৬, ৫৭। (৪) ৪৪৪, ৪৪৫।
আর্সেনিকাম। (২) ১৪, ১৫, ৫৫, ৫৬, ৫৭। (৩) ৩০৯। (৪) ৩৭৮।
একনাইট। (১) ৪১।
কার্ব্ব ভেজ। (২) ৫৬, ৫৭।
ক্যাম্বারিস। (২) ৫৬, ৫৭। (৩) ৩০৯। (৫) ১৩৯।
ক্যালি বাই। (২) ৫৬, ৫৭। (৪) ৩৭৭।
ফস্‌ফরাস্। (৪) ২৪৯।
লাইকপডিয়াম। (২) ৫৬।
ল্যাকেসিস। (২) ৫৬, ৫৭।

১৪। আমাশয় রোগ বা গ্যাষ্ট্রিক্ ডিরেঞ্জমেণ্টস্।

আয়ডিয়াম। (১) ৩৮৬।
আর্জ্জেণ্টাম নাই। (৪) ৪৪৪, ৪৪৫।
ইগ্নেসিয়া। (২) ৩৪৬, ৩৪৭। (৪) ৪৪৫।
এনাকার্ডিয়াম। (১) ৩৮২, ৩৮৬। (২) ১৮৪।
ক্যালি বাই। (৪) ৩৭৭।
ক্যাল্‌কেরিয়া কার্ব্ব। (১) ১০০।
গ্র্যাফাইটিস। (১) ৩৮২।
চেলিডনিয়াম্। (১) ৩৮১, ৩৮২।
ডায়স্করিয়া। (৪) ৪৪৫।
নাক্স ভমিকা। (১) ৩৮৬। (২) ৩৪৭। (৪) ৪৪৫।
পাল্‌সেটিলা। (২) ২০৩, ২০৪।
পেট্রলিয়াম। (১) ৩৮২।
ফস্‌ফরাস্। (৪) ২৪৯।
বিস্‌মাথ। (৪) ২৪৯, ৪৪৫।
বেলাডনা। (১) ৯৯।
ব্রায়নিয়া। (৪) ২৪৯।

১৫। আমাশয়শুষ্কতা বা ড্রাইনেস্ অব দি ষ্টম্যাক।

নাক্স ভমিকা। (১) ১৪৫।
পালসেটিলা। (১) ১৪৫।
ব্রায়নিয়া। (১) ১৪৫।

১৬। আমাশয় হইতে রক্তস্রাব বা ব্লিডিং ফ্রম দি ষ্টম্যাক্।

ট্রিলিয়াম। (৫) ৫৪৩।

১৭। আমাশয়ান্ত্রিক প্রদাহ বা গ্যাষ্ট্র-ইণ্টেষ্টাইন্যাল ইন্‌ফ্লামেশন।

ইউফর্ব্বিয়াম্ রেজি। (৫) ৪২৯।

banglabooks.in

১৮। আমাশয়ের দুর্ব্বলতা বা উইক্‌নেস্ অব দি ষ্টম্যাক্।

এনাকার্ডিয়াম। (১) ৩৯৬, ৩৯৮।
গ্র্যাফাইটিস। (১) ৩৯৭।
চেলিডনিয়াম্। (১) ৩৯৭।
পাল্‌সেটিলা। (১) ৩৯৮।
পেট্রলিয়াম্। (১) ৩৯৭।

১৯। আমাশয়ের শূল বা গ্যাষ্ট্রাল্‌জিয়া।

আর্জেন্টাম্ নাই। (৪) ৪৪৪।
ইগ্নেসিয়া। (১) ৩৪০।
এব্রটেনাম। (৫) ১০৩।
ক্যামমিলা। (২) ৩৭২।
গ্রাফাইটিস্। (৪) ৪১৫।
চেলিডনিয়াম্। (৪) ৪১৬।
পেট্রলিয়াম্। (৪) ৪১৬।
ম্যাগ্নেসিয়া ফস্। (৫) ৩৫১।
রুমেক্‌স্। (৫) ৪৪০।

২০। উদরযন্ত্রাদিপ্রদাহ—অন্ত্র-বেষ্ট ঝিল্লিপ্রদাহ বা পেরিটনাইটিস্, অন্ত্রপ্রদাহ বা এণ্টারাইটিস, ডাইয়াফ্রামাইটিস এবং অন্ধান্ত্রাদি প্রদাহ বা টিফিলাইটিস প্রভৃতি।

আর্ণিকা। (৪) ৫১।
কলচিকাম। (৪) ৪৮, ৪৯, ৫১।
ক্যাক্টাস গ্র্যাণ্ড। (৫) ২১।
টেরিবিন্থ। (৪) ৩৪৩। (৫) ৫৫৫।
ডিজিট্যালিস। (৫) ৩৮১।
প্লাম্বাম। (৪) ৫০।
বার্ব্বেরিস ভল্। (৫) ৩৮১।
বেলাডনা। (১) ১০০, ১০২। (৪) ৪৮।
ব্রায়নিয়া। (১) ১০১, ১০২, ১৩৮, ১৪৬। (৩) ৪৩। (৪) ৩৪২।
মার্কুরিয়াস। (১) ১০২, ২৬৮। (৪) ৪৮।
মার্ক কর। (১) ১০২।
রাসটক্‌স। (৪) ৪৮, ৫০, ৩৪২, ৩৪৩, ৩৫১।
রেনাঙ্কু বাল্বো। (৫) ২১।
ল্যাকেসিস। (১) ১০২। (৪) ৪৮, ৫০, ৫১।
সাল্‌ফার। (৩) ৪৩, ৪৪

২১। উদর-রোগ বা ডিজিজেজ্ অব দি এব্‌ডমেন।

ইগ্নেসিয়া। (৫) ৪৮৯।
একনাইট। (১) ৪০।
এলুমিনা। (৫) ৮১।
ডাল্‌কামারা। (৩) ৪৫৬।
পাল্‌সেটিলা। (২) ২০৬।
প্লাম্বাম্। (৫) ৫১২

২২। উদরশূল, অন্ত্রশূল, শূলবেদনা বা কলিক।

ইগ্নেসিয়া। (২) ৩৪৭। (৫) ৪৮৯।
ইপিক্যাক। (২) ৩৯১।
একনাইট। (৩) ১৯৪।
এলাম। (৩) ৩৭৩।
এলুমিনা। (৩) ২১৭। (৫) ৮১।
ওপিয়াম্। (৩) ২১৬, ৩৭৩।
ককুলাস ইণ্ড্। (২) ৩৪১। (৩) ১৯৫। (৫) ৪৮৯।
কলসিন্থ। (১) ১০৩। (৩) ১৯৩, ১৯৪, ১৯৫। (৪) ২৭৮, ৩৪৩। (৫) ৩১৫, ৩৪১, ৪২৬, ৪৯২।
কষ্টিকাম্। (৩) ১৯৪।
কুপ্রাম আর্স। (৩) ২১৬।
কুপ্রাম মেট। ২১৬।
ক্যামমিলা। (২) ৩৬১। (৩) ১৯৫।
ক্যাষ্টরিয়াম্। (৫) ২৭৯।
ক্রোটন্ টিগ্। (৫) ৪২৬, ৪২৭।
জিঙ্কাম। (৫) ৫৩২।
ডায়স্করিয়া। (৩) ১৯৪। (৫) ৪৯২।
ডাল্কামারা। (৩) ৪৫৬।

নাক্স্ ভমিকা। (৩) ২১৬, ৩৭৩।
পাল্সেটিলা। (২) ২০৬।
প্লাম্বাম। (৩) ২১৬। (৫) ৩৫১, ৫৪০।
প্লাটিনাম। (৩) ৩৭৩
ভস্থা। (৫) ৩৬৫।
বেলাডনা। (৫) ১০১। (৩) ১৯৪, ২১৬, ৩৭৩।
বয়াক্স্। (৫) ৫৫৭।
ভেরেট্রাম এল্। (৩) ১৯৪।
ম্যাগ্নেসিয়া কার্ব্ব। (৩) ১৯৪, ১৯৫। (৫) ৩৪৫।
ম্যাগ্নেসিয়া ফস্। (৩) ১৯৪। (৫) ৩৫০, ৩৫১।
রাস্টক্স্। (৪) ৩৪৩।
ষ্টেনাম। (৩) ২১৬।
ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া। (৩) ১৯৫। (৫) ২৮।
সিঙ্কনা। (৩) ৭৬।
হায়সা। (১) ৩২৯।

২৩। উদরাধ্মান, উদর-স্ফীতি বা টিম্প্যানাইটিস।

ওপিয়াম। (৩) ৩৭৩, ৩৭৬।
কল্‌চিকাম। (৩) ৫৫, ৩৭৭।
কার্ব্ব ভেজ। (১) ১০০। (৩) ২৩৬, ২৩৭, ২৪৮, ৩৭৭। (৫) ৪৫৪।
গ্র্যাফাইটিস। (৩) ২৪৮।
চায়না। (১) ১০০।
টেরিবিস্থ। (৩) ৩৭৭। (৫) ৫৫৫।
নাক্স্ ভমিকা। (৫) ৫৫৪।
নাক্স্ মস্কেটা। (৫) ৫৫৪।
বেলাডনা। (১) ১০০, ১০৪।
রাফেনাস। (৩) ২৪৯, ৩৭৭।
রাস্টক্স্। (১) ১০০।
লাইকপডিয়াম। (১) ১০০। (৩) ২৩৬, ২৩৮, ২৪৮, ৩৭৭। (৫) ৫৫৪।
সাল্ফার। (৩) ২৪৯।
হায়সা। (১) ৩২৯।

২৪। উদরাময় বা ডাইয়ারিয়া—তরুণ এবং পুরাতন।

আয়ডিয়াম। (৫) ৫৭।
আইরিস্ ভাস। (৩) ৯৬।
আর্জেন্টাম নাই। (৪) ৮৫, ৪৪৫। (৫)

আর্ণিকা। (৩) ১৩১, ১৩২, ৪৩৯।
আর্সেনিকাম। (২) ৫৯, ১৬৮। (৩) ৯৬-খ।
(৪) ৪৩, ৪৪, ৪৫, ১৪৩, ৪৪৫। (৫) ৪৫৫।
ইউফর্ব্বিয়াম রেজি। (৫) ৪২৯।
ইথুসা সাই। (৩) ২৮৩, ২৮৪।
ইলেটেরিয়াম। (৫) ২৫১, ৪২৬, ৪২৭।
ইল্যাপ্স্ কর। (৪) ৪৭।
একনাইট। (৪) ৪৪৫।
এর্গটম ক্রুড। (৩) ১৫৩, ১৫৪, ২৮৩, ২৮৪।
এপিস। (৪) ২৫০।
এব্রটেনাম। (৫) ১০৩।
এরানিয়া ডাই। (৫) ৩১৮।
এলুমিনা। (৩) ৪৪০।
এলো। (৩) ৪১, ৪৪০। (৪) ২০৩, ২৫০।
(৬) ১৯৮, ১৯৯, ৩৮৮।
ওপিয়াম। (৩) ৩৭৭। (৪) ৮৫, ১৪৩।
ওলিয়াম রিসিনি। (৫) ৫৬৩।
ওলিয়েণ্ডার। (৩) ৯৬-খ, ৪৪০।
ককুলাস্ ইণ্ড। (৪) ৪৭।
কলসিন্থ। (৩) ১৯৫, ১৯৬। (৫) ৩৮৮।
কল্চিকাম। (২) ৩০৮। (৩) ৯৬-ক। (৪) ৪৭।

কার্ব্ব ভেজ। (৩) ৯৬-ক, ৪০৮, ৪০৯।
(৫) ৪৫, ৪৬, ৪৭।
কুপ্রাম। (৪) ১৪৪।
ক্যাড্‌মিয়াম। (৪) ৪৪।
ক্যামমিলা। (১) ১০৩। (২) ৩৬১। (৫) ২৮, ৩৪৫।
ক্যাম্ফরা। (২) ১৭২।
ক্যালি নাই। (৫) ১৪১, ১৪২।
ক্যালি ফস। (৫) ১৪৬।
ক্যালি বাই। (২) ৩০৮। (৩) ৪১, (৪) ৪৭।
ক্যাঙ্কেরিয়া। (২) ১৭১। (৩) ২৮২, ২৮৩, ২৮৪। (৪) ২০৩। (৫) ৩৮৯, ৪৩৮।
ক্যাঙ্কেরিয়া এসেট। (৩) ২৮৩, ২৮৪।
ক্যাল্‌কেরিয়া ফস্‌। (৩) ২৮৩। (৪) ৪৪৫।
ক্যান্থেরিয়াম। (৫) ২৭৯।
ক্রিয়োজোট। (৩) ২৮৩, ২৮৪।
ক্রোটন টিগ্‌। (৫) ২৫১, ৪১৬, ৪২৭।
গ্রাফাইটিস। (২) ৩০৮।
চেলিডনিয়াম। (১) ৩৫৯, ৩৬৭।
জিঙ্কাম। (৫) ১০৩।
জেল্‌সিমিয়াম। (৪) ৮৪, ১৪৩, ৪৪৬।
জ্যাট্রফা। (৪) ১৪৪। (৫) ৪২৭।
টুবাকুর্লিনাম। (৫) ৩২৯।
টেরিবিন্থ। (৩) ৯৬-ক।
ট্যারাক্সেকাম। (৫) ১১৯।
ট্রিলিয়াম। (৫) ৫৪৪।
ডায়স্করিয়া। (৩) ৪১। (৫) ৪৯২।
ডাল্‌কামরা। (৩) ৪৫৬।
থুজা। (৫) ১৯৮।
নাইট্রিক এসিড। (৪) ১৬৮।
নাক্স ভমিকা। (১) ১৪৭। (৩) ১৯৬, ৩৭৭।
নাক্স মস্কেটা। (৩) ৪৪০।
নিকোটিনা। (২) ১৭১।
নেট্রাম কার্ব্ব। (২) ১৭১।
নেট্রাম সাল্‌ফ। (৩) ৪১। (৫) ৩০৩।
পডফিলাম। (৩) ৪১, ৯৬-ক, ১৯৬। (৪) ২০৩। (৫) ২৫১, ৩৮৭, ৩৮৮, ৩৮৯।
পাল্‌সেটিলা। (১) ১৪৩। (২) ২০৬, ২০২। (৪) ৮৫, ১৪৩।
পেট্রলিয়াম। (৩) ৪১।
ফস্‌ফরাস্‌। (৩) ৪১। (৪) ২৫০।
ফসফরিক এসিড। (৩) ৯৬-ক, ২৮৩। (৪) ১৯৯, ২০২, ২০৩। (৫) ৩৮৯।
ফেরাম। (২) ৫৮। (৩) ৯৬-গ।
ফেরাম আর্স। (৩) ৯৬-খ।
ফেরাম ফস। (৫) ৫১৯।
ফেরাম মেট। (২) ৫৮।
(৫) ৩৮৮, ৪৫৫।
বেলাডনা। (১) ১০৩, ১০৪।
বরাক্স। (৫) ৫৫৭।
ব্রায়নিয়া। (১) ১৪৭। (২) ১৭১, ৩৫৭। (৩) ৪১, ৯৬, ৯৬-ক। (৫) ১৯৮।
ব্রমিয়াম। (২) ১৭১।
ভেরেট্রাম এল্‌। (২) ১৭১। (৪) ৮৫, ১৪৩, ১৪৪।
মার্কুরিয়াস। (১) ২৬১। (২) ৩৭২। (৫) ৩৮৯।
মার্কুরিয়াস কর। (১) ২৬১।
মার্কুরিয়াস্‌ কর। (১) ২৬১। (২) ৩৭২। (৫) ৩৮৯।
মেজিরিয়াম। (৪) ১৬৮।
ম্যাগ্নেসিয়া কার্ব্ব। (৫) ৩৪৫।
রাসটক্স। (৪) ৩৪৩, ৩৪৪।
রিয়াম। (৬) ২৮৪। (৫) ৪৩৮, ৩৪৫।
রুমেক্স ক্র। (৩) ৪১।
লাইকপডিয়াম। (২) ১৭১।
লিলিয়াম টাই। (৫) ২০৬।

banglabooks.in

লেপ্টাণ্ড্রা। (৫) ২৫৪
ল্যাক্‌ডিফ্লো। (৫) ২৯২
ল্যাকেসিস। (৪) ৪১—৪৭।
ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া। (৩) ৪৩৯। (৫) ২৮।
ষ্ট্রামনিয়াম। (১) ৩০৯।
সিলিসিয়া। (৩) ২৮৩। (৪) ১১৭, ১১৮।
সাল্‌ফার। (২) ১৭২, ৩৭২। (৩) ৪১, ২৮২, ২৮৩, ৪৪০। (৫) ১৯৮, ২০৬।
সিঙ্কনা। (৩) ৯৬, ৯৬-ক, ৯৬-খ, ১৯৬। (৪) ৪১, ৪২, ২০২। (৫) ৩০৮, ৪৫৫।
সিনা। (২) ৪০৫।
সিপিয়া। (২) ৩০৭।
সরিনাম। (৩) ৪৩৯, ৪৪০
হাইড্রফবিনাম। (১) ৩৪৯।
হিপার সাল্‌ফ। (৪) ৪১,১৬৮। (৫) ৪৩৮।

২৫। উদরাময়—প্রাত্যূষিক বা মর্ণিং ডাইয়ারিয়া।

এলো। (৩) ৪১। (৫) ১৯৮।
ক্যালি বাই। (৩) ৪১।
ডায়স্করিয়া। (৩) ৪১।
থুজা। (৫) ১৯৮।
নেট্রাম সাল্‌ফ। (৩) ৪১।
পডফিলাম। (৩) ৪১।
পেট্রলিয়াম। (৩) ৪১।
ফস্‌ফরাস্‌। (৩) ৪১।
ব্রায়নিয়া। (৩) ৪১।
রুমেক্স ক্রু। (৩) ৪১।
সাল্‌ফার। (৩) ৪১। (৫) ১৯৮।

২৬। উদরাময়—মানসিক বিকার বশতঃ।

আর্জেণ্টাম নাই। (৪) ৮৫।
ওপিয়াম। (৪) ৮৫, ১৪৩।
জেল্‌সিমিয়াম। (৪) ৮৪, ৮৫, ১৪৩।
পাল্‌সেটিলা। (৪) ৮৫, ১৪৩।
ভেরেট্রাম এল্‌। (৪) ৮৫, ১৪৩।

২৭। কলেরা বা ওলাউঠা—এসিয়াটিকা প্রভৃতি।

আইরিস ভার্স। (৫) ৩৮৯।
আর্জেণ্টাম নাই। (৩) ২১৮, ২১৯।
আর্ণিকা। (৩) ৪০৮।
আর্সেনিকাম। (১) ৪৩, ৪৪, ৪৬। (২) ৫৮—৬৫, ৩৯২। (৩) ২১৮, ৪০৬, ৪০৭, ৪০৮। (৫) ১৪৪—১৪৭। (৫) ৩৭৪।
ইউফর্বিয়া কর। (৫) ৪৩০।
ইউফর্বিয়াম রেজি। (৫) ৪২৯।
ইপিক্যাক। (২) ৩৯২। (৫) ৩৯০।
ইলেটেরিয়াম। (২) ৩৯২। (৫) ৩৮৯।
একনাইট। (১) ৪২—৪৬। (২) ৬২, ৬৩। (৩) ৪০৭। (৪) ১৪৪, ১৪৫, ১৪৬।
এণ্টিম টার্ট। (৩) ১৮২, ১৮৩।
এম্বা-গ্রিসিয়া।
ওপিয়াম। (৩) ৪০৮।
ওলিয়েণ্ডার। (৫) ৪৫৫।
ক্যান্থারিস্‌। (৩) ৩১২।
কল্‌চিকাম। (৩) ৬৭, ৬৮। (৪) ৪৮।
কার্ব্ব ভেজ। (১) ৪৬। (৩) ৯৬-খ, ৪০৪, ৪০৮।
কুপ্রাম আর্স। (৩) ২১৮।
কুপ্রাম এসেট। (৩) ২১৬।
কুপ্রাম মেট। (৩) ১৭৫, ২১৬—২২০, ৪০৬। (৪) ১৪৪।
কোবরা বা ন্যাজা। (৩) ৪০৭।
ক্যাম্ফরা। (২) ৫৯। (৩) ২১৮,৪০৬,৪০৭। (৪) ১৪৪, ১৪৫। (৫) ২৭১, ৪৪৪।

banglabooks.in

ক্যালি ব্রোম। (৫) ১৫২।
ক্যাঙ্কেরিয়া কার্ব্ব। (৫) ১৮৬।
ক্যাঙ্কেরিয়া ফস। (৫) ১৫২, ১৮৬।
ক্রোটন টিগ। (৫) ৩৯০।
জিঙ্কাম। (৫) ৫২৯, ৫৩২।
জ্যাট্রফা। (৪) ১৪৫, ১৪৭।
জ্যাবরেণ্ডাই। (৫) ৪১২।
টেবেকাম। (৫) ২৭১।
পডফিলাম। (২) ৩৯২। (৩) ৬৮। (৪) ১৪৭। (৫) ৩৮৯।
প্রুনাস স্পাই। (৫) ২৭১, ৪৪৪।
ফেরাম ফস। (৫) ৫১৯।
ব্রায়নিয়া। (১) ৪৬।
ভেরেট্রাম এল্। (২) ৬২, ৬৩, ৬৫। (৩) ১৭৫, ১৭৬, ২১৮, ২১৯, ৪০৬। (৪) ১৪৪—১৪৭। (৫) ২৭১।
রাস্টক্স্। (১) ৪৬।
রিসিনাস কম্। (৫) ৫৬১।
ল্যাকেসিস। (৪) ৪৮।
ষ্ট্রামনিয়াম। (১) ৩০৫।
সাল্ফার। (৩) ৪২, ৪৩। (৫) ৪৪৪।
সিকেলি। (২) ৬২, ৬৩, ৬৪। (৩) ২১৮, ২১৯, ২২০, ৪০৬। (৪) ১৪৫। (৫) ২৭১, ৩৭৪।
সিঙ্কনা। (২) ৬০। (৩) ৯৬-খ। (৫) ১৫২।
হাইড্রসা এসি। (৩) ৪০৭। (৫) ২৭১, ৪৪৪।
হায়সায়ামাস। (১) ৪৬।

২৮। কলেরা—রক্তময় বা ব্লাডি কলেরা।

কার্ব্ব ভেজ। (৩) ৪০৫, ৪০৬।

২৯। কুচকির ফাঁসবদ্ধ অন্ত্রবৃদ্ধিরোগ বা ষ্ট্র্যাঙ্গুলেটেড্ ইঙ্গুইন্যাল হার্ণিয়া।

নাক্স ভমিকা। (২) ১৬০।
লাইকপডিয়াম। (২) ১৬০।

৩০। কৃমিরোগ বা ওয়ারম্স্।

ইগ্নেসিয়া। (২) ৩৩০, ৩৪৭। (৫) ৪০২।
ইণ্ডিগো। (২) ৩৪৮। (৫) ৪০২
ক্যালাডিয়াম। (২) ৪০৯।
ক্যাঙ্কেরিয়া কার্ব্ব। (২) ৪০৯
টিউক্রিয়াম। (২) ৪০৯।
ডলিকস্। (৫) ২৩৯।
সাইকুটা। (৫) ২৩৫।
সিনা। (২) ৪০৮, ৪০৯।
সিলেপিস নাইগ্রা। (২) ৪১০।
স্পাইজিলিয়া। (২) ৪১০। (৫) ৪০২।
স্ট্যানাইন। (২) ৪০৮, ৪০৯।
স্ট্যাবাইনা। (৫) ৪০২।
স্ট্যাবাডিলা। (২) ৪১০। (৫) ১৬৩।
হায়সায়ামাস। (১) ৩১৩।

৩১। কোষ্ঠবদ্ধ বা কন্‌ষ্টিপেশন।

ইগ্নেসিয়া। (২) ৩১৯। (৫) ৫২৪।
ইস্কুলাস হাই। (৫) ৫০২।
এনাকার্ডিয়াম। (১) ৩৯৮, ৩৯৯।
এণ্টিম ক্রুড। (৩) ১৫৪।
এব্রটেনাম। (৫) ১০৪।
এমনিয়াম কার্ব্ব। (৩) ৪১০।
এমনিয়াম মিউ। (২) ২৬১। (৫) ৯৫।
এম্ব্রাগ্রিসিয়া। (৫) ৩২২, ৩২৩।
এলুমিনা। (৩) ৩৯, ৪১০। (৪) ১৪৯। (৫) ৮১।
ওপিয়াম। (২) ১০৩, ১৬০। (৩) ৩৭৩, ৩৭৪, ৩৭৫। (৪) ১৪৯। (৫) ৩৪৭, ৩৯০।
কষ্টিকাম। (৪) ১১৮। (৫) ৯৫।
কার্ব্ব ভেজ। (২) ১৫৯। (৩) ৪০৯, ৪১০।
কোনায়াম। (৫) ২২৭।
গ্র্যাফাইটিস্। (২) ৩০৮। (৪) ১১৮, ৪১৬, ৪১৭।

banglabooks.in

জিঙ্কাম। (৫) ১০৩।
টুথাকুর্লিনাম। (৫) ৩৪০
থুজা। (৪) ১১১।
নাইট্রিক এসিড। (৩) ৪১০। (৪) ৪১৭।
নাক্স ভমিকা। (১) ১৪৫, ১৪৬, ৩৯৮, ৩৯৯। (২) ১০৩, ১৫৯, ১৬৭, ২০৭, ২৬০, ৩০৭। (৩) ৪৩, ২৫০, ৪০৯, ৪১০। (৪) ১৪৯। (৫) ২২৭।
নেট্রাম মিউ। (২) ২২৭, ২৬০। (৩) ৪১০।
নেট্রাম সাল্ফ। (৫) ১০৩।
পডফিলাম। (৫) ৩৯০।
পালসেটিলা। (১) ১৪৬। (২) ২০৭।
পিওনি। (৪) ৪১৭।
প্লাম্বাম। (৩) ৩৭৫। (৫) ৫৪১, ৫৪২।
প্ল্যাটিনাম। (৫) ৫২৪।
ফস্ফরাস। (৩) ৩৭৫। (৪) ২৫১।
ব্রায়নিয়া। (১) ১৪৫, ১৪৬। (২) ১০৩, ১৬০, ২৯৭। (৩) ৩৭৫। (৪) ১৪৮।
ভেরেট্রাম এল্। (২) ১৬০। (৪) ১০৮। (৫) ৩৯০।
ম্যাগ্নেসিয়া কার্ব্ব। (৫) ৩৪৬, ৩৪৭।
ম্যাগ্নেসিয়া মিউ। (২) ২৬১। (৫) ৪০৯।
রেট্যানিয়া। (৪) ৪১৭।
লাইকপডিয়াম। (২) ১৬০। (৩) ২৫০।
ল্যাক্ ডিফ্লোরেটাম। (৫) ২৯১, ২৯২, ৩৪০।
ল্যাকেসিস। (২) ৪১—৪৭।
সিলিসিয়া। (৩) ২৫০। (৪) ১১১, ১১৮, ৪১৮।
সাল্ফার। (২) ১০৩, ১৬০। (৩) ৪৩, ৩৭৫।
সিপিয়া। (১) ৩৯৮, ৩৯৯। (২) ২৭১, ৩০৭, ৩০৮।
সিফিলিনাম। (৫) ৩৪০।
স্যানিকুলা। (৪) ১১১।
হাইড্রাষ্টিস। (২) ১৫৯। (৫) ৩৬।
হিপার সালফ। (১) ১৮২। (৪) ৪১।

৩২। ক্যাঙ্ক্রাম-অরিস বা পচিত মুখ ক্ষত, মামুর্কির ঘা।

আর্সেনিকাম। (২) ৯১। (৪) ৩৫।
ক্রিয়োজোট। (৪) ৩৬।
থুজা। (৪) ৩৬।
নাইট্রিক এসিড। (৪) ৩৫, ৩৬।
নেট্রাম হাইপক্লোর। (৪) ২৬।
ফাইটলেকা। (৪) ৩৬।
ব্যাপ্টিসিয়া। (৪) ৩৪।
মিউরিয়েটিক এসিড। (৪) ৩৫।
লাইকপডিয়াম। (৪) ৩৬।
ল্যাকেসিস। (৪) ৩৪, ৩৫, ৩৬।
ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া। (৪) ৩৫।
সাল্ফুরিক এসিড। (৪) ৩৬।
স্যালিসিলিক এসিড। (৪) ৩৬।
হেলিবোরাস। (৪) ৩৬।

৩৩। গল প্রদাহ ও গল-ক্ষত বা সোর থ্রোট।

অরাম। (৪) ৪৬৫।
আয়ডিয়াম। (১) ২৫৬।
আর্জেণ্টাম নাই। (৫) ৮০।
ইগ্নেসিয়া। (২) ৩৪৫।
এপিস। (১) ৯৮। (২) ২০৩। (৩) ৩০৮।
এমনিয়াম মিউ। (৪) ৩৭৬। (৫) ৯৪।
এলুমিনা। (৫) ৭৯, ৮০।
ক্যান্থারিস। (৩) ৩০৭।
ক্যাপ্সিকাম। (৩) ৩০৮।
ক্যালি কার্ব্ব। (২) ৩৪৫।
ক্যালি ক্লোরি। (৫) ১৩৮।
ক্যালি বাই। (৪) ৩৭, ৩৭৬। (৫) ১২৮।

banglabooks.in

ক্যাল্কে ফস। (৪) ৩৭৭।
জেল্‌সিমিয়াম। (৫) ৮০।
নাইট্রিক এসিড। (২) ৩৪৬। (৫) ৮০।
নাক্‌স ভমিকা। (৫) ৮০।
নেট্রাম আর্স। (৫) ৪৯৮।
নেট্রাম মিউ। (২) ৩৪৬।
পালসেটিলা। (২) ২০৩। (৫) ৪৮০।
ফাইটলেক্কা। (৫) ৪৯৮।
ফেরাম ফস্‌। (৫) ৮০।
বেলাডনা। (১) ৯৭, ৯৮, ১৭৭।
ব্যাপ্টিসিয়া। (৫) ৪৯৮।
ভ্যালেরিয়ানা। (২) ৩৪৬।
মার্ক কর। (১) ২৫৬।
মার্ক প্রোটো-আই। (১) ২৫৬।
মার্ক বিন-আই (১) ২৫৬।
মার্কুরিয়াস। (১) ৯৮, ৯৯, ২৫৫। (৪) ৩৭।
লাইকপডিয়াম। ৯৯, ১৭৮।
ল্যাক কেলিয়াম। (১) ১৭৮। (৫) ২৮৮।
ল্যাকেসিস। (১) ৯৯, ১৭৮। (৪) ৩৭।
ষ্ট্রামনিয়াম। (১) ৩০৬।
সালফার। (১) ৯৮।
সিফিলিনাম। (৫) ৩৪১।
স্যাম্বুইনেরিয়া নাই। (৪) ৩৭৭।
হিপার সাল্‌ফ। (১) ৯৮, ৯৯, ১৬৮।
(২) ৩৪৫। (৪) ৩৭। (৫) ৮০।

৩৪। গলক্ষত বা কুইন্সি, সাইয়ানাঙ্কি টন্‌সিলারিজ্‌।

বেলাডনা। (১) ১৭৭।
মার্ক প্রোটো-আই (১) ১৭৮।
মার্ক ভাইবাস। (১) ১৭৭।
লাইকপডিয়াম। (১) ১৭৮।
ল্যাক্‌ কেনিনাম। (১) ১৭৮। (৫) ২৮৭।
ল্যাকেসিস। (১) ১৭৮।
হিপার সালফ। (১) ১৭৭, ১৭৮।

৩৫। গুদভ্রংশ, হালিশ বা প্রোল্যাপ্‌সাস রেক্টাই।

ইগ্নেসিয়া। (২) ৩৪৮। (৫) ৩৮৮।
ইস্কুলাস হাই। (২) ২৬১।
এলুমিনা (এলাম ?)। (২) ২৬১।
কলিন্সনিয়া। (২) ২৬১।
কার্ব্ব ভেজ। (৫) ৩৮৮।
নেট্রাম মিউ। (২) ২৬১।
পডফিলাম। (৫) ৩৮৮।
রেট্যানিয়া। (২) ২৬১।
সিপিয়া। (২) ২৬১, ৩০৭।
হেমামেলিস। (৫) ৩৮৮।

৩৬। গুহ্যদ্বারের সঙ্কোচন বা কন্‌ষ্ট্রীক্‌শন অব দি এনাস্‌।

ইগ্নেসিয়া। (৪) ৪৯।
ওপিয়াম। (৪) ৪৯।
কষ্টিকাম। ৫৯।
নাইট্রিক এসিড। (৪) ৪৯।
নেট্রাম মিউ। (৪) ৪৯।
প্লাম্বাম। (৪) ৪৯।
বেলাডনা। (৪) ৪৯।
মেজিরিয়াম। (৪) ৫৯।
ল্যাকেসিস্‌। (৪) ৪৮, ৪৯।

৩৭। ডিফ্‌থিরিয়া বা দুষ্ট-গল-ক্ষত

আর্সেনিকাম। (২) ৫৫। (৩) ৩০৯।
ইগ্নেসিয়া। (২) ৩৪৫।

banglabooks.in

এপিস। (৪) ৩৯, ৩০৬, ৩০৭। (৫) ১৪৩।
এমনিয়াম কষ্টি। (৫) ৯৭।
এরাম ট্রাই। (৩) ৩০৯। (৫) ১৬৮।
এলাষ্টাস। (৫) ৪৭১।
কার্ব্বলিক এসিড। (৪) ৩৯।
ক্যান্থারিস। (৩) ৩০৮, ৩০৯। (৪) ৩০৭।
ক্যাপ্সিকাম। (৩) ৩০৮।
ক্যালি ক্লোরি। (৫) ১৩৯।
ক্যালি পার্মাঙ্গা। (৫) ১৪০।
ক্যালি বাই। (১) ২৫৯। (৪) ৩৭৭।
ক্যালি মিউ। (৫) ১৫৪।
ক্রোটেলাস। (৪) ৩৯। (৫) ২৭৪।
ডিফেনবেকিয়া। (৩) ৩০৯।
নাইট্রিক এসিড। (৪) ১৬৭, ১৬৮।
থ্যাজা ট্রি। (৪) ৩৯। (৫) ২৭৬, ২৭৭।
ফাইটলেক্কা। (৫) ৪৯৮, ৪৯৯।
বেলাডনা। (১) ৯৭।
ব্যাপ্টিসিয়া। (৪)
ব্রমিয়াম। (৫) ৪৭।
মার্ক কর। (৩) ৩০৯।
মার্ক প্রোটো-আই। (১) ২৫৮, ২৫৯, ২৬০।
মার্ক বিন-আই। (১) ২৫৮, ২৫৯, ২৬০।
মার্কুরিয়াস। (১) ২৫৭—২৬০।
মিউ এসিড। (৪) ১৬৮, ১৮২।
রাস্টক্স্। (৪) ৪০, ৩৫১।
রেনাঙ্কু স্কি। (৫) ৩১।
লাইকপডিয়াম। (৩) ২৪৩—২৪৫। (৪) ৩৯।
ল্যাক্ কেনিনাম। (৩) ৩০৯। (৪) ৩৯. ৩০৬ ৩০৭। (৫) ২৮৭।
ল্যাকেসিস্। (৩) ২৪৪, ২৪৫। (৪) ৩৭, ৩৮, ৪৯। (৫) ১৪৩, ২৭৬।
সায়ানাইড অব মার্কারি। (১) ২৫৮, ২৫৯।
সাল্ফুরিক এসিড। (৫) ৫৪৬।
হাইড্রসায়া এসিড। (১) ২৫৮।

৩৮। ডিস্ফেজিয়া বা গল-রোধ।

কষ্টিকাম। (৩) ৩৩৮
জেলসিমিয়াম্। (৪) ৮৩।

৩৯। দন্তমাড়িরোগ বা ডিজিজেজ অব দি গাম্স্।

(৫) ৫৪৩।
মার্কুরিয়াস্। (১) ১৯৬, ২০২, ২৩০।

৪০। দন্তরোগ।

আর্ণিকা। (৩) ১৩১।
কফিয়া ক্রু। (৫) ২৭।
ক্যাল্কেরিয়া ফস্। (৫) ১৮৫, ১৮৬।
ক্যাল্কেরিয়া ফ্লুয়ো। (৪) ১১৭। (৫) ১৭১।
ক্রিয়োজোট। (৫) ২৭।
ফ্লুয়োরিক এসিড। (৫) ৭১।
মার্কুরিয়াস। (১) ১৯৪, ২৫৪। (৪) ৩৩, ৩৪। (৫) ৩১৮।
মেজিরিয়াম। (১) ১৯৪।
ম্যাগ্নেসিয়া কার্ব্ব। (৫) ১৮৬।
ল্যাকেসিস। (৪) ৩৩, ৩৪।
ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া। (৫) ২৭
সিলিসিয়া। (৪) ৩৩, ১১৭।
সিফিলিনাম্। (৫) ৩৪০।
হিপার সাল্ফ। (৪) ৩৩।

৪১। দন্তশূল বা টুথ্-এক্।

আর্সেনিকাম্। (২) ৭৮।
ইউফর্ব্বিয়াম রেজি। (৫) ৪২৯।
ইগ্নেসিয়া। (২) ৩৪৫।
একনাইটাম্। (১) ৩৩।
এরানিয়া ডায়া। (৫) ৩১৮।
কফিয়া ক্রু। (৫) ৫৫২।
ক্যামমিলা। (১) ২৫৫। (২) ৩৭০, ৩৭১। (৫) ২৭, ৩৪৬।

banglabooks.in

ক্রিয়োজোট। (১) ২৫৫। (৫) ২৭।
থুজা। (৪) ২৭৭।
নাক্স ভমিকা। (৫) ৩৪৬।
প্ল্যান্টেগো মেজর। (২) ১৯৮।
ব্রায়নিয়া। (১) ১৪৯।
মার্কুরিয়াস্। (১) ২৫৪। (৪) ৩৩। (৫) ৫২৩।
ম্যাগ্নেসিয়া কার্ব্ব। (৫) ৩৪৪, ৩৪৬।
ম্যাগ্নেসিয়া ফস্। (৫) ৩৫০, ৩৫১।
রাস্টক্স। (৪) ৩৪২।
রেটানিয়া। (৫) ৩৪৬।
ল্যাকেসিস্। (৪) ৩৩।
হায়সা। (১) ৩২৯।

৪২। দন্তের ক্ষত বা কেরিজ, নালীক্ষত বা ফিশ্চুলা এবং ক্ষয় বা ডিকে প্রভৃতি রোগ।

এণ্টিম ক্রু। (৩) ১৫১।
ক্যাল্কেরিয়া ফ্লুয়ো। (৫) ৭১।
থুজা। (৪) ২৭৭।
সিফিলিনাম। (৫)

৪৩। দন্তোৎপাটন জন্য শোণিত-স্রাব।

আর্ণিকা। (৩) ১৩১।
ট্রিলিয়াম। (৫) ৫৪৪।

৪৪। দন্তোদ্ভেদ (শিশুর) বিকার ও তদ্ঘটিত জ্বর এবং আক্ষেপাদি রোগ।

ইগ্নেসিয়া। (২) ৩৩৮।
ইথুসা সাই। (৫) ২১৩।
ইপিক্যাক। (২) ৩৮৮।
একনাইট। (২) ৩৭০। (৫) ২৩৮, ২৩৯।
এগারিকাস। (৫) ৩৬৩।
ক্যামমিলা। (১) ১০৩। (২) ৩৬৮, ৩৭০। (৫) ২৭।
ক্যাল্কেরিয়া কার্ব্ব। (১) ১০৪। (২) ৩৭১। (৩) ২৯৩।
ক্যাল্কেরিয়া ফস। (৩) ২৮২।
ক্রিয়োজোট। (৫) ৫৩৫।
জিঙ্কাম। (৫) ৫৩৫।
ডলিকস্। (৫) ২৩৮, ২৩৯।
পডফাইলাম। (৫) ৩৮৭।
ফেরাম ফস। (২) ৩৭০।
বেলাডনা। (১) ৭৬, ৯০, ১০৩, ১০৪। (২) ৩৭১। (৩) ২৮১। (৫) ৩৫১।
মার্কুরিয়াস্। (১) ১০৪। (২) ৩৭১।
মিলিলোটাস। (৫) ২৪৪।
ম্যাগ্নেসিয়া ফস। (৪) ৩৫০, ৩৫১।
ম্যাগ্নেসিয়া মিউ। (৫) ৩৫৬।

৪৫। ন্যাবা, পাণ্ডু, কামলা বা জণ্ডিস্।

কার্ডাস মেরি। (৫) ১০৬, ১০৭।
ক্যামমিলা। (১) ১৪৬। (২) ৩৭২।
ক্যালি কার্ব্ব। (১) ১৪৬।
ক্রোটেলাস। (৫) ২৭৪।
চেলিডনিয়াম। (১) ১৪৬, ৩৬০, ৩৬৭, ৩৭৪
ডলিকস। (৫) ২৩৯।
ডিজিট্যালিস। (২) ৩০৬। (৪) ৩৯৪।
নাক্স ভমিকা। (২) ৩৭২। (৩) ৯৬-গ।
পডফাইলাম। (৫) ৩৮৭।
প্লাম্বাম। (৫) ৫৬৪।
ফস্ফরাস। (৪) ২৫১।
বার্বেরিস ভল্গা। (১) ১৪৭।
ব্রায়নিয়া। (১) ১৪৬। (২) ৩৭২।
মার্ক ডাইভাস। (১) ২৬০।
মার্কুরিয়াস। (১) ২৬০, ২৬১। (৫) ৩৮৮,

banglabooks.in

যাকাফিলা। (১) ১৪৭।
লেপ্ট্যাণ্ড্রা। (১) ২৬১।
ল্যাকেসিস। (৪) ৪০।
সাল্ফার। (৩) ৪০, ৯৬-গ।
সিঙ্কনা। (৩) ৪০, ৯৬-গ।

৪৬। পরিপাক যন্ত্র-রোগ।

এণ্টিম ক্রুড। (৩) ১৫২।
ক্যান্থারিস। (৩) ৩০৯।
জিঙ্কাম। (৫) ৫৩০, ৫৩৩।
ব্রায়নিয়া। (১) ১৪৫।
ম্যাগ্নেসিয়া ফস। ৩৫০, ৩৫১
হিপার সাল্ফ। (১) ১৭৭।

৪৭। পিত্ত-শিলা বা গল্ষ্টোন্, বিলিয়ারি কাল্কুলাই এবং পিত্ত-শূল বা বিলিয়ারি কলিক প্রভৃতি।

ক। (৩) ৪০, ৯৬-গ।
কার্ডাস মেরি। (৩) ৭৬, ১০৭।
চেলিডনিয়াম। (১) ৩৭৪।
। (৫) ৪৯২।
পডফাইলাম। (৫) ৩৮৭।
প্লাম্বাম। (৫) ৫৬৪।
বার্ব্বেরিস ভল্গা। (৩) ৪০, ৯৬—গ। (২) ৩৭৯।
লাইকপডিয়াম। (৩) ২৪৯।
সাল্ফার। (৪) ৪০।
সিঙ্কনা। (৩) ৪০, ৭৬, ৯৬-গ।
হাইড্রাষ্টিস। (৩) ৪০, ৯৬-গ।

৪৮। প্যাংক্রিয়াসগ্রন্থি-রোগ।

ফসফরাস। (৪) ২৫১।

৪৯। প্রদাহিক উদরশূল বা ইনফ্লামেটরি কলিক।

একনাইটাম। (১) ৪১।

৫০। প্রদাহিক উদরাময় বা ইনফ্লামেটরি বা সামার ডাইয়ারিয়া বা ইংলিশ কলেরা।

একনাইটাম। (১) ৪১, ৪২।
ফেরাম ফস। (৫) ৫১৯।
মার্ক করসাইভাস্। (৫) ৫৬৩।
মার্কুরিয়াস। (১) ২৬১।
রিসিমাস কম্। (৫) ৫৬৩।

৫১। প্লীহারোগ বা এন্লার্জমেণ্ট অব স্প্লিন।

আর্ণিকা। (৩) ১০৪। (৫) ২৬৬।
এরানিয়া ডায়া। (৩) ১০৪।
কোনায়াম। (৩) ১০৫।
ক্যাপসিকাম। (৩) ১০৫। (৫) ২৬৬।
চাইনিনাম সাল্ফ। (৩) ১০৪।
চেলিডনিয়া। (৩) ১০৫।
নেট্রাম মিউ। (২) ২৬৬। (৩) ১০৫।
পিণ্ডেরিয়া রোবাষ্টা। (৩) ১০৫।
ফেরাম মেট। (৩) ১০৬। (৫) ২৬৬।
বার্ব্বেরিস ভল্গা। (৩) ১০৫।
বেলিস। (৩) ১০৫। (৫) ২৬৬।
সাল্ফার। (৩) ১০৫।
সিঙ্কনা। (৩) ১০৪।
সিড্রন। (৫) ৫৫৮।
সিয়ানোথাস। (৩) ১০৫।
সিনা। (৫) ২১০।

banglabooks.in

৫২। ফাঁসবদ্ধ-অন্ত্র-বৃদ্ধি-রোগ বা ষ্ট্রাঙ্গুলেটেড্ হার্ণিয়া।

একনাইটাম। (১) ৪৬।
ককুলাস ইণ্ড্। (২) ১৬০।
টেবেকাম। (৫) ২৭১।
নাক্স্ ভমিকা। (২) ১৬০।
লাইকপডিয়াম। (২) ১৬০।

৫৩। ফিসার অব দি এনাস্ বা মলদ্বারের বিদারণ এবং ফিশ্চুলা অব দি এনাস্ ও রেক্টাম বা মলদ্বার এবং সরলান্ত্রের নালীক্ষত।

গ্র্যাফাইটিস। (৪) ৪১৬, ৪১৭।
থুজা। (৫) ৩৪০।
নাইট্রিক এসিড। (৪) ১৬৮, ৪১৭।
পিওনি। (৪) ৪১৭।
প্লাটিনাম। (৫) ৫২৫।
বার্ব্বেরিস্ ভল্গা। (৫) ৩৭৯।
রেট্যানিয়া। (৪) ১৬৯, ৪১৭।
সিলিসিয়া। (৪) ১১৮, ৪১৭, ৪১৮।
সিফিলিনাম। (৫) ৩৪০।
স্যাঙ্গু নাইট্রেট্। (৪) ১৬৯।

৫৪। ফ্যারিঞ্জাইটিস্ বা গলকোষ-প্রদাহ।

ইস্কুলাস্ হাই। (৫) ৫০২।

৫৫। বমন বা ভমিটিং এবং বিবমিষা বা নসিয়া—মদ্যপায়ী এবং গর্ভিণীর প্রাত্যূষিক ও অন্যান্য নানাবিধ বমন।

আইরিস ভার্স। (৫) ৩৯৬।
আর্সেনিকাম। (২) ২৭৪।
কর। (৫) ৪৩০।
ইথুসা। (৩) ২৮৪। (৫) ২১২, ২১৩।
ইপিক্যাক। (২) ৩৮৭।
এনাকার্ডিয়াম। (১) ৩৮৯।
এণ্টিম ক্রুড। (৩) ১৫২, ২৮৪।
কল্‌চিকাম। (২) ২৭৪।
ক্যালি বাই। (৪) ৩৭৭।
ক্যাঙ্কেরিয়া কার্ব্ব। (৩) ২৮২। (৪) ২৫০।
ক্রিয়োজোট। (৩) ২৮৪। (৫) ৫৩০, ৫৩৬।
টেবেকাম। (৫) ২৭১।
নাক্স ভমিকা। (১) ৩৯৮। (২) ১৫৯, ২৭৪।
পেট্রলিয়াম। (৫) ৫৬০।
ফস্‌ফরাস্। (৪) ২৫০।
বিসমাথ। (৪) ২৫০।
লোবেলিয়া। (৫) ৪৯৪।
ষ্ট্রামনিয়াম। (১) ২৮১।
সিপিয়া। (২) ২৭৪।

৫৬। মুখ-গহ্বরের প্রদাহ ও ক্ষত বা সোরমাউথ, এফথি বা জাড়ী ঘা এবং লালাস্রাব বা স্যালিভেশন প্রভৃতি রোগ।

এরাম ট্রাই। (৫) ৫৫৭।
ক্যালি ক্লোরিকাম। (৫) ১৩৮, ১৩৯।
ক্যালি বাই। (৫) ১২৮।
ক্লরিণ। (৫) ৪৯।
জ্যাবরেণ্ডাই। (৫) ৪১২।
নাইট্রিক এসিড। (১) ২৫৩, ২৫৪। (৪) ১৬৭।
বরাক্স্। (৫) ৫৫৭।
ব্যাপ্টিসিয়া। (৫) ৪৬০, ৪৬১।
ব্রায়নিয়া। (১) ১৪৯। (৫) ৫৫৭।

banglabooks.in

মার্কুরিয়াস্। (১) ১৯৪, ১৯৬, ২০২, ২০৩, ২৩১, ২৩৩, ২৫৩, ২৫৪।
মিউরিয়েটিক এসিড। (৪) ১৬৭।
রেনাঙ্কু স্কি। (৫) ৩১।
ল্যাকেসিস্। (৪) ৩৪।
সাল ফুরিক এসিড। (৫) ৫৪৬।
সিফিলিনাম। (৫) ৩৪১।
হাইড্র্যাষ্টিস কেনা। (৫) ৪৬১।

৫৭। যকৃতের অপকৃষ্টতা—বসাপকৃষ্টতা প্রভৃতি অপকৃষ্টতা-রোগ বা ডিজেনারেশন।

অরাম। (৪) ৪৬৬।
ফস্ফরাস। (৪) ২৫১।

৫৮। যকৃতের পীতক্ষয় বা ইয়োলো এট্রফি অব দি লিভার।

ফস্ফরাস। (৪) ২৫১।

৫৯। যকৃতের প্রদাহ, রক্তাধিক্য, বিবৃদ্ধি, ব্রণশোথ বা পূয়-শোথ বা এবসেস এবং স্যাবা প্রভৃতি নানাবিধ রোগ।

অরাম। (৪) ৪৬৬।
আইরিস ভার্স। (৫) ৩৯৬।
আর্সেনিকাম। (২) ১৮৮।
ই। (৩) ১৫৪।
ইপিক্যাক। (৩) ৪০, ১৫৪।
এণ্টিম ক্রুড। (৩) ১৫৪, ১৫৫।
এমনিয়াম মিউ। (৫) ৯৪, ৯৫।
এলো। (৫) ১০৭, ১৯৯।
কার্ডাস মেরি। (৫) ১০৬, ১০৭।
চেলিডনিয়াম। (১) ৩৭৩, ৩৭৪, ৩৭৫, ৩৮১। (৩) ২৪৯।
টিলিয়া ট্রিফো। (৫) ৩৫৬, ৪০৯
ডিজিট্যালিস। (২) ৩০৬। (৪) ৩৯৪, ৩৯৫।
নাই-মিউ এসিড। (৪) ১৮৩।
নাক্স ভমিকা। (২) ২০৮। (৩) ৪০ ৯৬-গ। (৫) ৪০৯।
নেট্রাম সাল্ফ। (৩) ২৫০।
পডফাইলাম। (৫) ৩৮৭।
পালসেটিলা। (২) ২০৮। (৩) ১৫৪।
ফস্ফরাস। (৪) ২৫১।
বার্বেরিস। (৩) ৪০, ৯৬-গ। (৫) ৩৭৯।
ব্রায়নিয়া। (১) ১৪৩। (৩) ১৫৪। (৫) ৪০৯।
মার্কুরিয়াস। (১) ২৬০। (৫) ৩৫৫, ৩৫৬, ৩৮৮, ৪০৯।
মার্কুরিয়াস ডাই। (১) ২৬০।
মিউরি এসিড। (৪) ১৮৩।
ম্যাগ্নেসিয়া মিউ। (৫) ৩৫৫, ৩৫৬, ৪০৯।
রেণাঙ্কু স্কি। (৫) ৩২।
লাইকপড। (২) ২০৮। (৩) ২৪৯, ২৫০।
ল্যাকেসিস। (৩) ৪০। (৪) ৪১।
ল্যাক্টিকা। (৫) ১০৮।
সাল্ফার। (৩) ৪০, ৪১, ৯৬-গ।
সিঙ্কনা। (২) ২০৮। (৩) ৪০, ৯৬-গ।
সিড্রন। (৫) ৫৫৮।
সিপিয়া। (২) ৩০০, ৩০৬। (৪) ৩৯৫। (৫) ১৯৯।
সিলিনিয়াম। (৩) ৪০।
হাইড্র্যাষ্টিস। (৩) ৪০, ৯৬-গ। (৫) ৩৬, ১০৭।
হিপার সাল্ফ। (১) ১৮৫।

৬০। যকৃতের ক্ষয়রোগ বা সিরোসিস অব দি লিভার।

অরাম। (৪) ৪৬৬।
চেলিডনিয়াম। (৪) ২৪৯।

banglabooks.in

নাই-মিউ এসিড। (৪) ১৮৩।
নেট্রাম সাল্ফ। (৩) ২৪৯।
ফসফরাস। (৪) ২৫১।
মিউরিয়েটিক এসিড। (৪) ২৮৩।
লাইকপড। (৩) ২৪৯।

৬১। রক্তাতিসার বা ব্লাডি ডাইয়ারিয়া।

আর্ণিকা। (৩) ১৩১, ১৩২।
কার্ব্ব ভেজ। (৩) ৪০৫।

৬২। শিশু-কলেরা।

আইরিস ভার্স। (৪) ১৪৮।
আর্জেন্টাম নাই। (৪) ৪৪৫।
আর্ণিকা। (৩) ১৩১, ১৩২।
ইপিক্যাক। (২) ৩৮৩।
ইলেটেরিয়াম। (৪) ১৪৮।
একনাইট। (৫) ৫১৯।
এম্ব্রাগ্রিসিয়া। (৩) ৩৭৮।
ওপিয়াম। (৩) ৩, ৩। (৪) ৪৪৬।
কার্ব্ব ভেজ। (৩) ৩৭৭।
ক্যালি ব্রোম। (৫) ১৫২।
ক্যাল্কে কার্ব্ব। (৩) ২৮৩।
ক্যাল্কে ফস। (৫) ১৫২।
ক্রোটন টিগ। (৪) ১৪৮। (৫) ৩৯০।
জিঙ্কাম। (৫) ৫২৯, ৫৩২।
জেল্‌ সিমিয়াম। (৪) ৪৪৬।
পলফাইলাম। (৪) ১৪৮। (৫) ৩৮৯।
পাল্‌সেটিলা। (৪) ১৪৮।
ফেরাম ফস। (৫) ৫১৯।
ব্যাপ্টিসিয়া। (৪) ৪৫৬।
ভেরেট্রাম এল্‌। (৪) ১৪৮,
।। (৩) ৩৭৮।
সিঙ্কনা। (৫) ১৫২।

সরিনাম। (৩) ৩৭৮, ৪৫৫।
হিপার সালফ। (৩) ৪৩৮।

৬৩। সামুদ্রিক বমন বা সি-সিকনেস্‌।

এপমর্ফিয়া। (৫) ৩১৫।
ককুলাস ইণ্ড। (৫) ৪৮৯।
টেবেকাম। (৫) ২৭০, ২৭১।
থিরিডিয়ন। (৫) ৩১৫।
পেট্রলিয়াম। (৫) ৫৬০।

৬৪। হিক্কা বা হিকাফ, সিঙ্গ্যাণ্টাস্‌।

ইগ্নেসিয়া। (২) ৩৪৭।
মস্কাস। (৫) ২৮২।

৬৫। হিমেটিমিসিন্‌ বা রক্ত-বমন।

অষ্টিলেগো। (২) ২১৩।
পাল্‌সেটিলা। (২) ২১৩।
ফসফরাস। (২) ২১৩, ৩১০।
মিলিফোলিয়াম। (২) ২১৩।

৮। পুং-জননেন্দ্রিয়রোগ।

১। অণ্ডকোষ বা মুষ্ক-প্রদাহ বা অর্কাইটিস এবং অণ্ডকোষ-সংসৃষ্ট বিবিধ রোগ।

অরাম। (২) ২১০। (৪) ৪৬৭। (৫) ১, ৪১৫।
এব্রটেনাম। (৫) ১০২।
কোনায়াম। (২) ২১০।
ক্লিমেটিস্‌। (৫) ১৫।
গ্র্যাফাইটিস। (৪) ৪১৫, ৪১৬।
জেল্‌সিমিয়াম। (২) ২১০। (৪) ৮৬।
।। (৪) ২৭৭, ২৭৮।
পাল্‌সেটিলা। (২) ২০৯, ২১
(৪) ৪১৬। (৫) ৬৭, ৪০২

banglabooks.in

পেট্রোলিয়াম। (৪) ৪১৬।
রডডেণ্ড্রন। (৪) ৪৬৭। (৫) ৪১৫।
হাইড্রকোটাইল। (৫) ২৩৭।
ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া। (২) ২১০। (৫) ৪১৫।
সার্সাপেরিলা। (৫) ৪৮৩।
স্পঞ্জিয়া। (২) ৪১০। (৫) ৬৬, ৬৭।
হেমামেলিস। (২) ২, ১০। (৫) ৬৭।

২। জলদোষ বা হাইড্রসিল।

(জলশোথরোগ দেখ)।

৩। ধ্বজভঙ্গ বা ইম্পোটেন্‌স্।

এগ্নাস ক্যাষ্টাস্। (৫) ৪০৪।
এভিনা স্যাটিভা। (৫) ৪৫৬।
কোনায়াম। (৪) ২৫৩।
ক্যাল্কেরিয়া কার্ব্ব। (৩) ২৮৫।
গ্র্যাফাইটিস্। (৪) ৪১৮।
প্লাম্বাম। (৫) ৫৪০।
ফসফরাস। (৪) ২৫৩।
ল্যাকেসিস্। (৪) ৫৬।
সরিনাম। (৩) ৪৪০।

৪। পুং-জননেন্দ্রিয়ের বিবিধ। রোগ।

অরাম। (৪) ৫৬৭।
এগ্নাস্ ক্যাষ্টাস্। (৫) ৫০৪।
রডডেণ্ড্রন। (৪) ৪৬৭।
ল্যাকেসিস্। (৪) ৫৬।
সরিনাম। (৩) ৪৪০।

৫। প্যারাফাইমোসিস্ বা উল্টামুদা।

কলসিন্থ। (৩) ১৯৩।
মার্কুরিয়াস্ সল। (১) ২৭৩।

৬। প্রষ্টেটগ্রন্থিপ্রদাহাদিরোগ।

চিমাফিলা। (৫) ৪১৬।
ডিজিট্যালিস। (৪) ৩৯৬।
থুজা। (৪) ২৭৭।
পাল্‌সেটিলা। (২) ২১০।

৭। ফাইমোসিস্ বা মুদারোগ।

কলসিন্থ। (৪) ৩৯৭।
মার্কুরিয়াস সল। (১) ২৭৩। (৪) ৩৯৭।
সাল্‌ফার। (৩) ৪৬।

৮। ভেরিকোসিল বা অণ্ড-শিরার্ব্বুদ।

পাল্‌সেটিলা। (২) ২১০।
হেমামেলিস্। (২) ২১০।

৯। শুক্র-মেহ বা স্পার্ম্মা-টোরিয়া—স্বপ্নদোষ।

অরাম। (২) ৩০৮। (৩) ৪৬৭।
ইরিজ্জিয়াম। (৫) ২১৬।
এগ্নাস্ ক্যাষ্টাস্। (৩) ৪৫। (৪) ৮৭। (৫) ৪০৪।
কোনায়াম। (২) ৩০৮। (৫) ২২৭, ২২৮, ৫৩৩।
কোবাল্‌ট। (২) ১৬২।
ক্যান্থারিস। (৩) ৩১১।
ক্যালাডিয়াম। (৩) ৪৫। (৪) ৮৭। (৬) ২৮।
ক্যাল্কেরিয়া কার্ব্ব। (২) ১৬২। (৩) ৪৪, ২৮৪
গ্র্যাফাইটিস। (২) ৩০৯।
জিঙ্কাম। (২) ৩০৮। (৫) ২২৭, ৫৩৩।
জেল্‌সিমিয়াম। (৩) ৪৪। (৪) ৮৬।
ডায়স্কৃরিয়া। (৩) ৪৪। (৪) ৮৬।
ডিজিট্যালিস। (৪) ৮৬, ৩৯৭

banglabooks.in

নাক্স্ ভমিকা। (২) ১৬২। (৩) ৪৪। (৪) ২০৫।
নাফার লুটিয়া। (৫) ৪০৪।
নেট্রাম ফস্। (২) ২৬২।
নেট্রাম মিউ। (২) ২৬২।
পিক্রিক এসিড। (৪) ২০৫।
প্লাটিনাম। (৫) ২৮।
ফস্ফরাস্। (৪) ২০৫।
ফস্ফরিক এসিড। (৩) ৯৬-গ। (৪) ২০৪, ২০৫।
মার্কুরিয়াস। (১) ১৯৬। (৩) ৩২৪।
লাইকপডিয়াম। (২) ১৬২। (৩) ৪৫, ২৫৩।
লিডাম। (১) ১৯৬।
ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া। (২) ১৬২। (৩) ৪৫। (৫) ২৮।
ষ্ট্রাকনিয়া। (২) ১৬২।
সাল্ফার। (২) ১৬২। (৩) ৪৪।
সার্সাপেরিলা। (১) ১৯৬।
সিঙ্কনা। (৩) ৯৬-গ। (৪) ২০৫।
সিপিয়া। (২) ৩০৮। (৫) ২২৮।
সিলিনিয়াম। (৩) ৪৫।

৯। প্রদর্শক লক্ষণ এবং চিকিৎসাসৌকর্য্যার্থ অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয়।

১। অনিদ্রা ও অস্থিরতা প্রভৃতি।

আর্সেনিকাম। (২) ৩৬৬।
একনাইটাম। (২) ৩৬৬।
এপিস। (২) ৪০৩।
ক্যামমিলা। (২) ৩৬৫।
রাসটক্স্। (২) ৩৬৬।
সিনা। (২) ৪০৩।
স্যান্টনাইন। (২) ৪০৩।

২। আঘাত বা ইঞ্জুরি—রোগ-কারণ।

আর্ণিকা। (১) ২২। (৩) ১১৩, ১২৩।
একনাইটাম। (১) ২২।
রাসটক্স্। (৪) ৩৩১।
ক্যামমিলা। (২) ৩৫৩।

৩। অভিসম্পাত ও শপথ করিবার অদম্য ইচ্ছা।

এনাকার্ডিয়াম। (১) ৩৯১।
নাইট্রিক এসিড। (১) ৩৯২।
লিলিয়াম টাই। (১) ৩৯২।
ল্যাক্ কেনিনাম্। (১) ৩৯২।

৪। অম্লাতিশয্য এবং অম্লবিষ্ঠা।

ক্যাল্কেরিয়া কার্ব্ব। (১) ১৮৫। (৩) ২৭১।
ম্যাগ্নেসিয়া কার্ব্ব। (১) ১৮৫।
রিয়াম। (১) ১৮৫।
হিপার সাল্ফ্। (১) ১৮৫।

৫। অসহিষ্ণুতা বা উত্তেজনাপ্রবণতা—মানসিক, ঐন্দ্রিয়ক এবং স্নায়বীয়।

আর্ণিকা। (৩) ৯০, ৯১।
আর্সেনিকাম। (২) ৪১, ৩৬৬।
ইগ্নেসিয়া। (২) ১৩২, ৩১৯, ৩৩১। (৪) ২২৮।
একনাইটাম। (২) ৪১, ৩৩১, ৩৬৬।
এন্টিম ক্রুড। (২) ৪০৩। (৩) ১৪১, ১৪২, ১৫০।
এপিস। (৪) ২০, ২৯৬।
কফিয়া। (২) ১৩৩, ১৩৪, ৩৫২।

banglabooks.in

কলচিকাম। (৩) ৫৫।
ক্যাপসিকাম। (৩) ৯১।
ক্যামমিলা। (২) ১৩১, ১৩৩, ২৯৫, ৩৫১, ৩৫২, ৩৬৩, ৩৬৬, ৪০৩। (৩) ৯০।
ক্রিয়োজোটাম। (২) ৩৫২, ৩৬৪।
ট্যারেণ্টলা। (৪) ২২৮।
নাক্স ভমিকা। (২) ১০১, ১০২, ১৩১, ১৩২, ১৩৩, ৩৩১, ৩৬৩। (৩) ৫৫। (৪) ২২৮।
প্লাম্বাম। (৩) ৯১।
ফস্ফরাস। (৪) ২২৮।
ফস্ফরিক এসিড। (২) ২৯৬।
বার্ব্বেরিস। (২) ২৯৫।
বেলাডনা। (১) ৬৬। (২) ১৩৩। (৩) ৯০। (৪) ২০।
ব্যাপ্টিসিয়া। (৩) ৯১।
ব্রায়নিয়া। (২) ১৩২, ২৯৫, ৩৫১, ৩৬৩।
রাস্ টক্স্। (২) ৩৬৬।
ল্যাকেসিস। (৩) ৯১। (৪) ২০।
ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া। (২) ১৩২, ৪০৪। (৩) ৫৫।
ষ্ট্রামনিয়াম। (২) ১৩৩।
সিঙ্কনা। (২) ১৩৩, ১৩৪। (৩) ৯০, ৯১।
সিনা। (২) ১৩১, ৩৫২, ৩৬৪, ৪০৪।
সিপিয়া। (২) ২৯৫। (৩) ৯০।
স্ট্রাণ্টনাইন। (২) ১৩১, ৪০৪।
হিপার সাল্ফার। (১) ১৬০।

৬। অস্থিরতা এবং উৎকণ্ঠাদি।

আর্সেনিকাম। (১) ১৭। (২) ৪০, ৪১।
একনাইটাম। (১) ১৬, ১৭। (২) ৪১।
রাস্ টক্স্। (১) ১৬। (৪) ৩৩১।

৭। আত্মহত্যা করণেচ্ছা।

অরাম। (৪) ৪৬০, ৪৬১, ৪৬২।
আর্সেনিক। (৪) ৪৬২।
নাইট্রিক এসিড। (২) ১১৪, ১১৫। (৪) ৪৬১।
নাক্স্ ভমিকা। (২) ১১৪। (৪) ৪৩১।
নেট্রাম সাল্ফ। (২) ১১৪, ১১৫।
ষ্ট্যাজা। (৪) ৪৬১।
হিপার সাল্ফ। (৪) ৪৬১।

৮। আমাশয়মধ্যে কখন ভয়ঙ্কর জ্বালা, কখন বরফবৎ শীতলতা।

কল্চিকাম। (৩) ৬৩।

৯। আহারান্তে রোগের হ্রাস অথবা বৃদ্ধি।

এনাকার্ডিয়াম। (১) ৩৯৩।
ক্যালি বাই। (২) ১৩৯।
ক্যাল্কেরিয়া কার্ব্ব। (২) ১৩৯।
নাক্স ভমিকা। (২) ১৩৯, ১৮৯।
নাক্স মস্কেটা। (২) ১৩৯।
পাল্সেটিলা। (২) ১৮৯।
লাইকপডিয়াম। (২) ১৩৯।
ল্যাকেসিস। (২) ১৩৯।

১০। ইচ্ছা ও ঘৃণা এবং মুখাস্বাদ ও মুখ এবং নিশ্বাসের দুর্গন্ধ প্রভৃতি।

আর্জ্জেণ্টাম নাই। (৪) ৪৩৭, ৪৩৮।
আর্সেনিকাম। (২) ৫।
এণ্টিম ক্রুড। (৩) ১৬৯।
এণ্টিম টার্ট। (৩) ১৬৯।
এলো। (৩) ১৬৯।
ককুলাস। (৩) ৬৪।
কল্চিকাম। (২) ৫। (৩) ৫৫, ৬১, ৬৪।
ক্যাল্কেরিয়া কার্ব্ব। (৩) ২৭১।
নেট্রাম মিউ। (২) ২৫০, ২৬৫।
মার্কুরিয়াস। (১) ২৩১।
সিপিয়া। (২) ৫।

banglabooks.in

১১। উদর অথবা বস্তি-কোটর-যন্ত্রের কিম্বা উভয়ের ঠেলামারা বা ঝুলিয়া পড়া।

এগারিকাস। (২) ২৭৩।
নাক্স ভমিকা। (২) ১৬৩।
নেট্রাম মিউ। (২) ২৬৩, ২৬৪।
প্ল্যাটিনাম। (২) ২৬৪।
বেলাডনা। (১) ১০০। (২) ২৬৪।
মিউরেক্স। (২) ২৭৩।
লিলিয়াম। (২) ২৬৪, ২৭৩।
সিপিয়া। (২) ২৬৪, ২৭৩, ২৯১, ২৯২।

১২। উদরাদিমধ্যে ভ্রূণাদি জীবন্ত পদার্থের বা কোন আগন্তুক পদার্থের বর্ত্তমানতা বা সঞ্চালনের অনুভূতি।

ক্রোকাস। (৩) ৭।
। (৩) ৭। (৪) ২৭৪।
সাল্ফার। (৩)

১৩। উদরাদি যন্ত্রাভ্যন্তরে খালি, কিছু না থাকা অথবা শূন্য বোধ।

ইগ্নেসিয়া। (২) ৩৩২।
এনাকার্ডিয়াম। (২) ২৯২, ২৯৩।
কার্ব্ব ভেজ। (২) ২৯২।
চেলিডনিয়াম। (২) ২৭২।
নেট্রাম কার্ব্ব। (২) ২৯৩।
ফস্ফরাস। (২) ২৭২, ২৯৩।
(৪) ২২৯।
মিউরেক্স। (২) ২৭৩।
ষ্টেনাম। (৪) ২২৯।
সাল্ফার। (২) ২৯৪। (৩) ২৭।
সিপিয়া। (২) ২৭৩, ২৯২, ২৯৪।
সরিনাম। (৩) ২৭।

১৪। উদরাধ্মান বা পেটফাঁপা।

আর্জেণ্টাম নাই। (৪) ৪৩৭, ৪৩৮।
আর্সেনিকাম। (২) ৭৪। (৩) ৬৪।
কল্চিকাম। (৩) ৬৪।
কার্ব্ব ভেজ। (১) ১০০। (২) ৭৪। (৩) ২৩৬, ২৩৭, ৩৯৬, ৩৯৭।
চায়না। (১) ১০০। (৩) ২৩৬, ২৩৭, ৩৯৭।
ফস্ফরাস। (৪) ১৯৯।
বেলাডনা। (১) ১০০। (৩) ৬৪।
রাস্টক্স্। (১) ১০০।
লাইকপডিয়াম। (১) ১০০। (৩) ৬৪, ২৩৬, ৩৯৭।

১৫। উদ্ভেদ বসিলে বা অন্তর্ম্মুখী হইলে এবং স্রাব বসিলে রোগ।

আর্সেনিকাম। (২) ৮৪।
গ্র্যাফাইটিস। (৪) ১১১।
থুজা। (৪) ২৭৩।
ব্যারাইটা কার্ব্ব। (৪) ১১১।
সাইলিসিয়া। (৪) ১১০, ১১১।
সাল্ফার। (৩) ৪। (৪) ১১১।
সরিনাম। (৪) ১১১।
স্যানিকুলা। (৪) ১১১।

১৬। ঋতু সন্ধি, বিশেষতঃ বর্ষিয়সীদিগের শেষ ঋতুরোধকালের অথবা তৎপরের অর্শ, শোণিত-স্রাব, তাপোচ্ছ্বাস, তপ্তঘর্ম্ম এবং মূর্দ্ধার জ্বালা ও শিরঃশূল প্রভৃতি।

ক্যালি বাই। (২) ২৯০।
নাইট্রেট্ অব এমিল। (২) ২৯০।
মেডরাইনাম। (৩) ৫।

banglabooks.in

ল্যাকেসিস। (২) ২৯০। (৪) ১৮, ১৯।
সালফার। (২) ২৮৯। (৩) ৫।
সালফুরিক এসিড। (২) ২৮৯।
সিপিয়া। (২) ২৮৯। (৪) ১৯।
স্যাঙ্গুইনেরিয়া। (৩) ৫। (৪) ১৯।
স্যানিকুলা। (৩) ৫।

১৭। ঔষধ ও তাম্রকুট, মদ্য এবং অহিফেন প্রভৃতি মাদক দ্রব্যাদির অপব্যবহার এবং অন্যান্য বিবিধ কারণজনিত বিষক্রিয়া।

আর্ণিকা। (৫) ৮৯।
আর্সেনিকাম। (২) ৬। (৫) ২৬৭।
ইগ্নেসিয়া। (৫) ২৬৭।
ইপিকাক। (৫) ২৬৭।
এণ্টিমক্রুড। (৩) ১৪২।
এমনিয়াম কার্ব্ব। (৫) ৮৯।
ক্লিমেটিস। (৫) ২৬৭।
ক্লরিণ। (৫) ৪৯।
চেলিডনিয়াম। (১) ৩৬০।
জেলসিমিয়াম। (৫) ২৬৭।
টুবার্কুলিনাম। (৩) ৭।
টেবেকাম। (৫) ২৬৭।
নাক্স ভমিকা। (২) ১০৪। (৫) ২৬৭।
প্লান্টেগো। (৫) ২৬৭।
ফস্ফরাস। (৫) ২৬৭।
ফ্লুয়োরিক এসিড। (৫) ৭১।
বভিষ্টা। (৫) ৮৯।
লাইকপডিয়াম। (৫) ২৬৭।
লিডাম। (৫) ৪২৩।
ষ্ট্র্যামনিয়াম। (১) ২৮১।
সালফার। (৩) ৭, ৮।
সিঙ্কনা। (৩) ৭৭।
সিপিয়া। (৫) ২৬৭।
সরিনাম। (৩) ৭।

১৮। কৃশতা এবং রক্তহীনতাদি।

আয়ডিয়াম। (২) ২৪৪, ২৪৫।
আর্সেনিকাম। (২) ২৪৪।
এব্রটেনাম। (২) ২৪৪, ২৪৫।
এসেটিক এসিড। (২) ২৪৪।
ক্যালি কার্ব্ব। (২) ২৪৫।
গ্র্যাফাইটিস্। (২) ২৪৪, ২৪৫।
চায়না। (২) ২৪৫।
নেট্রাম মিউ। (২) ২৪৪, ২৪৫।
পালসেটিলা। (২) ২৪৫
ফস্ফরাস। (২) ২৪৪, ২৪৫।
ফস্ফরিক এসিড। (২) ২৪৫।
ফেরাম। (২) ২৪৪।

১৯। "কোমাভিজিল বা টাইফ-মেনিয়া", অচৈতন্যাবস্থায় উন্মীলিত চক্ষু সহ অস্পষ্ট কথন।

ওপিয়াম। (১) ৩৩৪।
ভেরেট্রাম এল্। (১) ৩৩৪।
হায়সায়ামাস। (১) ৩৩৩, ৩৩৪, ৩৩৭।

২০। ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া বা একশন ও রি-একশন।

একনাইটাম। (১) ১৪, ২৭, ৪৫।
ওপিয়াম। (১) ১৪৩।
বেলাডনা। (১) ৪৫।
ব্রায়নিয়া। (১) ১৪২।
ভেরেট্রাম ভিরি। (১) ২৭।

২১। ক্রোধ, শোক, দুঃখ, ভীতি অথবা নৈরাশ্য প্রভৃতি মানসিক উপঘাত—রোগ-কারণ।

ইগ্নেসিয়া। (১) ২১। (২) ৩২০, ৩৩৭, ৩৩৮, ৩৩৯, ৩৪০।
ইপিক্যাক। (২) ৩৬৪, ৩৮০।

banglabooks.in

একনাইট। (১) ২১। (২) ৩৬৪। (৪) ১২৮।
এনাকার্ডিয়াম। (১) ৩৮৭।
ওপিয়াম। (১) ২১। (২) ৩৩৭, ৩৩৯। (৩) ৩৫০, ৩৭১, ৩৭২। (৪) ১২৮।
কুপ্রাম। (২) ৩৩৯।
ক্যামমিলা। (২) ৩৩৯, ৩৫২, ৩৬৪, ৩৬৮, ৩৭২, ৩৭৫।
গ্লোনোইন। (২) ৩৩৯।
জেলসিমিয়াম। (৪) ৬৭।
নাক্স ভমিকা। (২) ৩৫২, ৩৬৪।
নেট্রাম মিউ। (২) ২২৮।
পাল্‌সেটিলা। (২) ১৭২।
বেলাডনা। (১) ৫৪, ১০৭। (২) ৩৩৯।
ব্রায়নিয়া। (১) ১০৮, ১২৪, ১৪৬। (২) ৩৬৪, ৩৭২।
ভেরেট্রাম এল্‌। (১) ২১। (২) ৩৩৯। (৪) ১২৮।
ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া। (২) ৩৬৪
ষ্ট্রামনিয়াম। (১) ২৮১।
হায়সায়ামাস। (১) ৩১৩, ৩১৫, ৩১৬। (২) ৩৩৯।

২২। গলমধ্যে "ক্লক্‌ ক্লক্‌" শব্দ।

সিনা। (২) ৪০৪।
ষ্ট্যাণ্টনাইন্‌। (২) ৪০৪।

২৩। গীতি-বাদ্য সহ রোগসম্বন্ধ।

একনাইটাম। (১) ৩।
ট্যারেণ্টলা। (৫) ৩০৯।
নেট্রাম কার্ব্ব। (১) ৩।
ষ্ট্রামনিয়াম। (১) ২৯২।
ষ্ট্যাবাইনা। (১) ৩।

২৪। গ্লোবাস হিষ্টিরিকাস বা গলা বাহিয়া পিণ্ডাকার বস্তু উঠা।

ইগ্নেসিয়া। (২) ৩৪০।
এসাফিটিডা। (২) ৩৪১।
ভ্যালেরিয়ানা। (২) ৩৪১।

২৫। ঘর্ম্মের স্থান ও ঘর্ম্মপ্রকৃতি।

আর্সেনিকাম। (১) ২৩২।
ওপিয়াম। (৩) ৩৬৫।
কার্ব্ব ভেজ। (২) ৭৩। (৩) ৩৯৫।
ক্যাল্কেরিয়া কার্ব্ব। (৩) ২৭০।
ক্যাল্কেরিয়া ফস। (৩) ২৭০।
গ্র্যাফাইটিস। (৪) ১১১।
নাইট্রাম। (১) ২৩২।
বেলাডনা। (১) ৬৮।
ব্যারাইটা কার্ব্ব। (৪) ১১১।
ভেরেট এল। (১) ২৩২। (৪) ১৩৯।
মার্কুরিয়াস। (১) ২৩২, ২৪০।
সিলিসিয়া। (৪) ১১০, ১১১।
সরিণাম। (১) ২৩২। (৪) ১১১।
স্যানিকুলা। (৪) ১১১।

২৬। ঘ্রাণশক্তির অভাব।

(গুল্ম-বায়ু দেখ।)

২৭। ঘ্রাণশক্তির কষ্টকর প্রখরতাদি।

ককুলাস ইণ্ড্‌। (৩) ৬৪।
কল্‌চিকাম। (৩) ৬৪।

২৮। ঘ্রাণ অসহিষ্ণুতা।

(গুল্ম-বায়ু দেখ।)

২৯। চক্ষু ও চক্ষুমণির বা পিউ-পিলের বিস্তৃতি

বেলাডনা। (১) ৬৭, ২৯৩, ২৯৪।
ষ্ট্রামনিয়াম। (১) ২৯৩, ২৯৪।

৩০। চাপে রোগের হ্রাস অথবা বৃদ্ধি।

ক্যাল্ডি কার্ব্বনিকাম। (১) ১২৮।
পাল্‌সেটিলা। (২) ১৮৮।

banglabooks.in

ফস্‌ফরাস্। (৪) ২৩০।
বেলাডনা। (১) ১২৮।
ব্রায়নিয়া। (১) ১২৮।

৩১। চিকিৎসা সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয়।

আর্সেনিকাম। (২) ৩৯।
ইগ্নেসিয়া। (২) ৩৩৪।
ওপিয়াম। (৩) ৩৬৫, ৩৬৯।
নাক্স ভমিকা। (২) ১২৯।
নেট্রাম মিউ। (২) ২৪৩।
পালসেটিলা। (২) ১৮৫।
সিনা। (২) ৪০৪।
সরিণাম। (৩) ৪৩৫।
স্যাণ্টনাইন্। (২) ৪০৪।

৩২। ছিপি, গোঁজ, কাঁটা, গোলা বা গুল্ম, লোহার পত্তর, ব্যাণ্ডেজ বা ফিতা এবং জীবন্ত জন্তু প্রভৃতি নানাবিধ আগন্তুক বস্তু শরীরের স্থানবিশেষে থাকার ন্যায় কষ্টপ্রদ লক্ষণ উৎপাদনের অনুভূতি।

আর্জেণ্টাম নাই। (১) ১৬৯, ১৭৭, ৩৯২।
ইগ্নেসিয়া। (২) ৩৪৫।
এনাকার্ডিয়াম। (১) ৩৮৭, ৩৯২, ৩৯৩।
এলুমিনা। (১) ১৬৯।
কার্ব্বলিক এসিড। (১) ৩৯২।
ক্যাক্টাস। (১) ৩৯২, ৩৯৩।
ক্যালি কার্ব্ব। (২) ৩৪৬।
ডলিকস। (১) ১৭৭, ৩৯২।
নাইট্রিক এসিড। (১) ১৬৯, ১৭৭, ৩৯২।
(২) ৩৪৬। (৪) ১৬৩, ১৬৪।
নেট্রাম মিউ। (২) ৩৪৬।
ভ্যালেরিয়ানা। (২) ৩৪৬।
মার্কুরিয়াস। (১) ১৬৯।
সিলিসিয়া। (১) ৩৯২।
সাল্‌ফার। (১) ৩৯৩।
সিপিয়া। (২) ২৭১, ২৭৩, ২৯১, ২৯৫।
হিপার সাল্‌ফ। (১) ১৬৯, ১৭৭, ৩৯২।
(২) ৩৪৫।

৩৩। জলশোথ বা ইডিমার বর্ত্তমানতা।

এপিস। (৪) ২৯৭।

৩৪। জলাতঙ্ক এবং স্রোত-জল-শব্দ-শ্রবণ ও জল বা তদ্বৎ চাকচিক্য-শালী বস্তু-দর্শন রোগের বা রোগবৃদ্ধির কারণ।

ক্যান্থারিস। (১) ৩৪৯।
বেলাডনা। (১) ২৯৪, ৩৪৯।
ষ্ট্র্যামনিয়াম। (১) ২৯৪, ৩০১।
হাইড্রফবিনাম। (১) ৩৪৯।
হায়সায়ামাস। (১) ৩৪৮, ৩৪৯।

৩৫। জিহ্বালক্ষণের বিশেষত্ব।

আর্জেণ্টাম নাই। (৪) ৪৩৮।
আর্সেনিকাম এল। (২) ২৫১। (৫) ৩১৭,
৩৮৮।
একনাইটাম। (৩) ১৪৯।
এণ্টিম ক্রুড। (৩) ১৪৯।
এলান্থাস। (৩) ১৪৯।
ক্যালি বাই। (৪) ৩৭০।
চেলিডনিয়াম। (১) ১৯৫, ২০২, ২৩১,
৩৭৫।
ট্যারাক্সেকাম। (২) ২৫১। (৫) ৩১।
নাক্স ভমিকা। (২) ১১৭। (৩) ১৪৯।
নেট্রাম মিউ। (২) ২২৭, ২৫০। (২) ৩১।
পডফাইলাম। (১) ১৯৫, ২০২, ২৪১।
(৫) ৩৮৮।
ব্রায়নিয়া। (৩) ১৪৯।

banglabooks.in

মার্ক প্রোটো-আই। (১) ২৫৬।
মার্কুরিয়াস। (১) ১৯৬, ২০২, ২৩১।
(৩) ১৪৯। (৫) ৩৮৮।
যাক্কা ফিলামেণ্টসা। (৫) ৩৮৮।
রাসটক্স। (১) ১৯৬, ২০২, ২৩১। (৫) ৩১,
৩৮৮।
রেণাঙ্কুলাস স্কি। (৫) ৩১।
ল্যাকেসিস্। (৪) ১১৪।
ষ্ট্র্যামনিয়াম। (৫) ৩৮৮।
সাল্ফ। (৩) ১৪৯।
সিপিয়া। (২) ২৭৩।

৩৬। শৈবল্যাপান্নতা ও শীতানুভূতি।

ক্যাল্কেরিয়া কার্ব্ব। (৩) ২৭১।
পাল্সেটিলা। (২) ১৯০।
সিলিসিয়া। (৪) ১১০।

৩৭। শৈবল্যসঙ্কয়—রোগকারণ।

সিঙ্কনা। (৩) ৭৬, ৮৯।
সিঙ্কনা সাল্ফ। (৩) ৭৫।
ফস্ফরিক এসিড। (৪) ১৯৮।

৩৮। জ্বালা বা বার্ণিং।

এস্থ্রাসিনাম। (৫) ৩২৪।
আর্সেনিকাম। (২) ৪৬, ৪৭। (৩) ২৭,
৩০৩, ৩৯৮। (৫) ৩২৪, ৩২৫।
কার্ব্ব ভেজ। (৩) ৩৯৮।
কার্ব্বলিক এসিড। (৫) ৩২৫।
ক্যান্থারিস্। (৩) ৩০৩, ৩০৪।
ক্যামমিলা। (৩) ২৭।
ফসফরাস। (২) ৪৭। (৩) ২৭। (৪) ২২৭।
মেডরাইনাম। (৩) ২৭।
টেরেণ্টুলা কু। (৫) ৩২৫।
লাইকপড। (৩) ২৭।
ল্যাকেসিস। (৫) ৩২৫।
সাল্ফার। (২) ৪৭। (৩) ২৭।
সিকেলি। (২) ৪৭।

৩৯। ডিস্ক্রেশিয়া, ডায়াথিসিস্ এবং ক্যাকেক্শিয়া।

আর্সেনিকাম। (২) ২৫।
কোকাস ক্যাক্টি। (৩) ২৫৩।
নেট্রাম মিউ। (২) ২৩২।
মার্কুরিয়াস্। (১) ১৯৯।
লাইকপড। (৩) ২৫১।

৪০। তাপোচ্ছ্বাস, ঘর্ম্ম ও মূর্চ্ছার ভাব।

এমিল নাই। (২) ২৮৯, ২৯০।
ক্যালি বাই। (২) ২৮৯, ২৯০।
ল্যাকেসিস। (২) ২৮৯, ২৯০।
সাল্ফার। (২) ২৮৯। (৩) ২৭।
সাল্ফ এসি। (২) ২৮৯।
সিপিয়া। (২) ২৮৯।

৪১। তৃষ্ণা এবং জলপান।

আর্সেনিকাম। (১) ৩৫৯, ৩৭০, ৩৭১।
(২) ৫, ৪৪, ৪৫।
ইউপে পার্প। (১) ৩৫৯, ৩৭০, ৩৭১।
একনাইটাম। (১) ১৬, ১২৯। (২) ৪৫।
এপিস। (২) ১৯১। (৪) ৭৭।
ক্যাম্ফর। (১) ৩৫৯।
ক্যাম্ফারিলা। (১) ৩৭০, ৩৭১।
চেলিডনিয়াম। (১) ৩৭০।
জেল্সিমিয়াম। (৪) ৭৭।
নাক্স মস্কেটা। (২) ১৯১।
পাল্সেটিলা। (১) ২২, ১৯৬। (২) ৭১,
৯১। (৪) ৭৭।
ফসফরাস। (২) ৪৫।
বিস্মাথ। (২) ৪৫, ৪৬।
বেলাডনা। (১) ১২৯।
ব্রায়নিয়া। (১) ১২৯।
মার্কুরিয়াস। (১) ৩২, ১৯৬। (২) ১৮২।
। (১) ৩৫৯, ৩৭০, ৩৭১।

banglabooks.in

৪২। ত্বগ্ভেদ-বিশিষ্টতা এবং কণ্ডুয়ন-প্রকৃতি।

ইগ্নেসিয়া। (৩) ২৪।
এলুমিনা (এলাম)। (৩) ২৪।
এসাফিটিডা। (৩) ২৪।
কার্ব্ব এনি। (৩) ২৪।
ক্যামমিলা। (৩) ২৪।
ক্রোটন টিগ্। (৩) ২৪।
গ্র্যাফাইটিস্। (৩) ২৪, ৪৩২, ৪৩৩। (৪) ৪১২, ৪১৩।
ডিজিট্যালিস। (৪) ৩৯০।
পাল্সেটিলা। (৩) ২৪।
বোরাক্স। (৩) ২৪।
মার্কুরিয়াস। (৩) ২৪।
মেজিরিয়াম। (৩) ২৪।
রাস্টক্স। (৩) ২৪।
লাইকপড। (৩) ২৪।
সাল্ফার। (৩) ২৪, ২৫, ৪৩২, ৫৩৩।
সিলিকা। (৩) ২৪।
সরিনাম। (৩) ২৫, ৪৩২, ৪৩৩।
হাইড্র্যাষ্টিস্। (৩) ১৪।
হিপার সাল্ফ। (৩) ২৪।

৪৩। দুর্ব্বলতা বা ডিবিলিটি এবং নিম্ন-চুয়াল ঝুলিয়া পড়া প্রভৃতি।

আয়ডিয়াম। (২) ২৪৫।
আর্সেনিকাম। (২) ৪১, ৪২, ২৪৪। (৩) ৬৩, ৩৯৬। (৪) ১৮১।
এব্রটেনাম। (২) ২৪৪, ২৪৫।
এসেট এসিডাম। (২) ২৪৪।
ওপিয়াম্। (৪) ১৮১।
কলচিকাম। (৩) ৬৩।
কার্ব্ব ভেজ। (৩) ৩৯৬।
ক্যালি কার্ব্ব। (২) ২৪৫।
গ্র্যাফাইটিস। (২) ২৪৪, ২৪৫।
জেল্সিমিয়াম। (৪) ৭৬, ৭৭।
নেট্রাম মিউ। (২) ২৪৪, ২৪৫।
পাল্সেটিলা। (২) ২৪৫।
ফস্ফরাস্। (২) ২৪৪, ২৪৫। (৪) ২২৭।
ফস্ফরিক এসিড। (২) ২৪৫
ফেরাম। (২) ২৪৪।
মিউরিয়েটিক এসিড। (৩) ৩৯৬। (৪) ১৮০ ১৮১।
ল্যাকেসিস। (৪) ১৮১।
সিঙ্কনা। (২) ২৪৫। (৩) ৮৯।
সোরিনাম। (৩) ৪৩৫।

৪৪। ধাতু বা কন্ষ্টিটিউশন্।

আর্ণিকা। (৩) ১১২।
আর্সেনিক। (২) ৪, ১৩।
ইগ্নেসিয়া। (২) ৩১৮, ৩১৯।
একনাইট। (১) ৩, ৪, ৪৩, ৪৪।
এনাকার্ডিয়াম। (১) ৩৮৫।
কল্চিকাম। (৩) ৫৫।
ক্যাল্কেরিয়া কার্ব্ব। (৩) ২৬৯
চেলিডনিয়াম। (১) ৩৫৮।
গ্র্যাফাইটিস্। (৪) ৪০০—৪০২, ৪১১, ৪১২
নেট্রাম মিউ। (২) ২২৬।
পাল্সেটিলা। (২) ১৬৮, ১৬৯, ১৭০।
ফস্ফরাস্। (৫) ২১০, ২২৬, ২২৭।
নাক্স-ভমিকা। (২) ১০১, ১০২, ১০৬, ১০৮।
বেলাডনা। (১) ৫১, ৫২, ৬৩।
ব্যারাইটা কার্ব্ব। (৫) ১৭২, ১৭৩।
ব্রায়নিয়া। (১) ১২৩।
ষ্ট্র্যামনিয়াম। (১) ২৭৭।
সাইলিসিয়া। (৪) ৯৫, ১০৮, ১০৯, ১১
সাল্ফার। (৩) ৩, ৪, ৪৩১।
সিকেলি। (৫) ৩৭০।
সিঙ্কনা। (৩) ৭৫।
সিনা। (২) ৩৯৬।
সিপিয়া। (২) ২৭০।

banglabooks.in

সোরিনাম। (৩) ৪৩২।
হায়সায়ামাস্। (১) ৩১৩।
হিপার সাল্ফ। (১) ১৫৩, ১৫৪।

৪৫। নাসাপুটের পক্ষবৎ চালনা ও বিস্তার।

এণ্টিম টার্ট। (৩) ১৬৮।
চেলিডনিয়াম্। (১) ৩৮০।
লাইকপডিয়াম। (১) ৩৮০। (৩) ২৪৯।

৪৬। নিদ্রা, তামসী নিদ্রা ও নিদ্রালুতাদি এবং নিদ্রান্তে রোগের হ্রাস অথবা বৃদ্ধি।

এণ্টিম টার্ট। (৩) ১৬৯।
এপিস। (৩) ১৬৯।
ওপিয়াম। (৩) ১৬৯, ৩৬৪।
নাক্স্ মস্কেটা। (৩) ১৬৯। (৫) ৫৫৪।
ফস্ফরিক এসিড। (৪) ১৯৮।
বেলাডনা। (৩) ৩৬৪।
ল্যাকেসিস্। (৩) ২০।
ষ্ট্রামনিয়াম। (৩) ৩৬৪।
হায়সায়ামাস। (৩) ৩৬৪।

৪৭। পতন, হিমাঙ্গ বা কোল্যাপ্স্-লক্ষণাদি।

আর্সেনিকাম। (৪) ১৩৯।
একনাইটাম্। (১) ৪৫। (৪) ১৪০।
কার্ব্ব ভেজ। (৩) ৪০৫। (৫) ৩৩৭।
কুপ্রাম মেট। (৪) ১৩৯, ১৪০।
ক্যাম্ফরা। (১) ৪৫। (৪) ১৩৯, ১৪০।
(৫) ৩৩৭, ৪৪২, ৪৪৪।
ক্যালি ফেরো-সায়া। (৫) ১৪৭।
জ্যাবরেণ্ডাই। (৫) ৪১২।
টেবেকাম। (৫) ২৭১।
ভেরেট্রাম এল্। (৪) ১৩৯, ১৪০।
মেডরাইনাম। (৫) ৩৩৬, ৩৩৭।
সিকেলি। (৫) ৩৩৭।

৪৮। পুরাতন রোগ-বিষ-বাষ্প বা ক্রনিক ডিজিজ-মায়াজ্ম—সোরা, সাইকোসিস্ এবং সিফিলিস্।

একনাইটাম। (১) ২৪।
ক্যালি কার্ব্ব। (১) ১৫৯।
ক্যালি বাই। (৪) ৩৬৩, ৩৭৮।
ক্যাল্কেরিয়া কার্ব্ব। (১) ১৫৮, ১৫৯।
টুবার্কুলিনাম। (১) ১৮০।
ডাল্কামারা। (১) ১৮১। (৩) ৪৪৫।
থুজা। (৪) ১৪৬, ২৬৪, ২৬৫, ২৮০, ৩৭৮।
নাইট্রিক এসিড। (৪) ১৫৪, ২৮০
পাল্সেটিলা। (৪) ৩৭৮।
মার্কুরিয়াস্। (১) ১৫৮। (৪) ১৫৬, ২৮০।
মেডরাইনাম। (৫) ৩৩১।
রাস্টক্স্। (৩) ৪৪৫।
ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া। (৪) ১৮০।
সার্সা পেরিলা। (৪) ৩৭৮।
সাল্ফার। (১) ১৫৮, ১৫৯, ১৭৩, ১৭৪, ১৭৫। (৩) ৭, ৯—১২। (৪) ২১৪।
সিপিয়া। (২) ২৭৪, ২৭৭।
সোরিনাম। (৩) ৪৩৫, ৪৩৬, ৪৩৭। (৫) ৩৩১।
হিপার সাল্ফ। (১) ১৫৮, ১৬৭, ১৭২—১৮০

৪৯। প্রদর্শক লক্ষণ সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ।

আর্ণিকা। (৩) ১২৩।
নাক্স্ ভমিকা। (২) ১২৯, ১৮৫, ১৮৬।
নেট্রাম মিউ। (২) ২৪৩।
পাল্সেটিলা। (২) ১৮৫, ১৮৬।

banglabooks.in

সাল্‌ফার। (৩) ২৪।
সিঙ্কনা। (৩) ৮৯।
সিনা। (২) ৪০২।

৫০। প্রদাহের অভাবাদি।

বেলাডনা। (১) ২৯১, ৩৩২।
ষ্ট্রামনিয়াম। (১) ২৯১, ৩৩২।
হায়সায়ামাস। (১) ৩৩২।

৫১। প্রলাপ বা ডিলিরিয়াম।

এনাকার্ডিয়াম। (১) ৩৯২।
কুপ্রাম। (৩) ২০৪।
থুজা। (৪) ২৭৪।
বেলাডনা। (১) ৬৬, ২৯১। (৩) ২০৪।
ষ্ট্রামনিয়াম। (১) ২৯১, ২৯৩।
হায়সায়ামাস। (১) ২৯১,৩৩৩। (৩) ২০৪।

৫২। প্রাতঃকালে নিদ্রাভঙ্গের পর রোগের বৃদ্ধি।

আর্সেনিক। (২) ১৩৬।
এগারিকাস। (২) ১৩৬।
এনাকার্ডিয়াম। (২) ৩৬১, ১৩৭।
কষ্টিকাম। (২) ১৩০, ১৩৭।
গ্র্যাফাইটিস। (২) ১৩৭।
নাক্স্‌ ভমিকা। (২) ১৩৫—১৩৯।
নেট্রাম মিউ। (২) ১৩৭, ১৩৮।
ব্রায়নিয়া। (২) ১৩৮।
সাল্‌ফার। (২) ১৩৮।

৫৩। প্রেমবিষয়ক নৈরাশ্য ও দ্বেষাদি।

ফস্‌ফরিক এসিড। (১) ৩৩৪।
হায়সায়ামাস্‌। (৪) ১৯৯।

৫৪। বস্তুবিশেষ ভক্ষণে রোগোৎপত্তি।

আর্সেনিকাম। (২) ৬, ১৭১।
ক্যাম্ফর। (২) ১৭২।
ক্যাল্‌কেরিয়া। (২) ১৭১।
চায়না। (২) ১৭১। (৩) ৯৪।
থুজা। (২) ১৭১।
নিকোটিনা। (২) ১৭১।
নেট্রাম কার্ব্ব। (২) ১৭১।
নেট্রাম মিউ। (২) ১৭১, ২৬০।
পাল্‌সেটিলা। (২) ১৭১, ১৭২, ১৮৯।
ব্রায়নিয়া। (১) ১৪৭। (২) ১৭১।
ব্রমিয়াম। (২) ১৭১।
লাইকপড। (২) ১৭১, ১৭২।
ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া। (২) ১৭২।
সাল্‌ফার। (২) ১৭২।

৫৫। বহুভাষিতা, অত্যধিক কথাবলা বা লোকোয়াসিটি।

এগারিকাস। (৪) ২১।
ক্যানাবিস ইণ্ডিকা। (৫) ৪৪৮।
বেলাডনা। (১) ৬৬।
ল্যাকেসিস। (১) ২৯৩, ২৯৬, ৩৩৩। (৪) ২০, ২১।
ষ্ট্রামনিয়াম। (১) ৫৭৭, ২৭৮, ২৯৩, ২৯৬, ৩৩৩। (৪) ২১।
হায়সায়ামাস। (১) ৩৩৩। (৪) ২১।

৫৬। বক্ষমধ্যে শ্লেষ্মার ঘড় ঘড় শব্দাদি।

এণ্টিম টার্ট। (৩) ১৬৭, ১৬৮।
ওপিয়াম। (৩) ১৬৮।
চেলিডনিয়াম। (১) ৩৮০।

৫৭। বিবমিষা বা নসিয়া ও বমন।

ইপিক্যাক। (২) ৩৭৯, ৩৮৭।
এণ্টিম টার্ট। (২) ৩৮৭।

banglabooks.in

এপোমার্ফিয়া। (২) ৩৮৭।
জিঙ্ক। (২) ৩৮৭।
ডিজিট্যালিস। (২) ৩৮৭।
পালসেটিলা। (২) ৩৮৭।
লোবেলিয়া। (২) ৩৮৭।
সালফার। (২) ৩৮৭।

৫৮। বিষ্ঠা ও মলত্যাগের বিশিষ্টতা এবং মলদ্বারের সঙ্কোচনাদি।

আর্ণিকা। (৩) ১১৩।
ইগ্নেসিয়া। (২) ৩১৯, ৩৩০।
ইপিকাক। (২) ৩৭৯।
ইস্কুলাস। (২) ২৬১।
এনাকার্ডিয়াম। (১) ৩৮৬।
এমনিয়াম মিউ। (২) ২৪৯।
এলুমিনা। (২) ২৬১।
ওপিয়াম। (১) ৩৫৯। (২) ১০৩।
কলিন্‌সনিয়া। (২) ২৬১।
কলচিকাম। (৩) ৬১।
গ্র্যাফাইটিস। (২) ৩০৮।
চেলিডনিয়াম। (১) ৩৫৯।
থুজা। (৪) ১১১, ২৭৪।
নাইট্রিক এসিড। (২) ২৪৯।
নাক্স ভমিকা। (১) ১৩০, ৩৮৭। (২) ১০৩, ১২৩, ১৩৪, ১৩৫। (৩) ১৪১।
নেট্রাম মিউ। (২) ২৪৮, ২৪৯, ২৬১।
প্লাম্বাম। (১) ৩৫৯।
ব্রায়নিয়া। (১) ১২৯, ১৩০। (২) ১০৩, ২৪৮।
রিয়াম। (১) ১৮৫। (৫) ৪৩৮।
রেট্যানিয়া। (২) ২৬১।
লাইকপডিয়াম। (৩) ১৪৭, ১৪৮।
সাইলিসিয়া। (৪) ১১১।
সালফার। (২) ১০৩। (৩) ৬, ১৯, ২০।
সিঙ্কনা। (৩) ৮৭।
সিপিয়া। (২) ২৬১, ৩০৭, ৩০৮।
স্থানিকুলা। (১) ৩৫৯। (৪) ১১১।

৫৯। বেদনার প্রকৃতি, তাহার হ্রাস ও বৃদ্ধির কারণ এবং তাহার অভাব।

আর্ণিকা। (৩) ১২৩, ১২৫।
আর্সেনিক। (১) ১৯। (৩) ৩০৩। (৪) ২, ২৯৬।
একনাইট। (১) ১৮, ১৯। (৩) ১২৪।
এপিস। (৪) ২৯৫, ২৯৬।
ওপিয়াম। (১) ২৯৪। (৩) ৩৬৪।
কফিয়া। (১) ১৯।
কলসিস্থ। (১) ৩৬৯। (৩) ১৮৮, ১৮৯।
ক্যান্থারিস। (৩) ৩০৩, ৩০৪।
ক্যামমিলা। (১) ১৯। (২) ৩৫২, ৩৫৭, ৩৬৪, ৩৬৫
চেনপডিয়াম। (১) ৩৬৮।
চেলিডনিয়াম। (১) ৩৬৭, ৩৬৮, ৩৬৯।
নাক্স ভমিকা। (২) ১০২।
পালসেটিলা। (২) ১৭১।
ফস্ফরাস। (৪) ২৯৫, ২৯৬।
ফাইটলেক্কা। (৩) ১২৪।
বভিষ্টা। (৩) ১৮৯।
বেলাডনা। (১) ৬৭।
ব্যাপ্টিসিয়া। (৩) ১২৪।
ব্রায়নিয়া। (১) ৩৬৮, ৩৬৯। (৩) ১৮৯।
ভেরেট্রাম এল্। (৩) ১৮৯।
রাস্ টক্স। (১) ১৯। (৩) ১২৪।
রুটা। (৩) ১২৪।
রেণাঙ্কু বাব। (১) ৩৬৮।
লাইকপড। (১) ৩৬৯।

banglabooks.in

লোবেলিয়া। (১) ৩৬৮।
ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া। (১) ১৩০।
ষ্ট্রামনিয়া। (১) ২৯৪। (৩) ৩৬৪।
সালফার। (৪) ২৯৬।
সিস্কনা। (১) ১৫৯। (৩) ৭৫, ৯৫।
হিপার সাল্ফ। (১) ১৫৯।

৬০। ভক্ষ্যবস্তু দর্শনে অথবা তাহার আঘ্রাণে বমনোদ্রেক।

আর্সেনিকাম। (২) ২৭৪।
কল্‌চিকাম। (২) ২৭৪।
নাক্স ভমিকা। (২) ২৭৪।
পাল্‌সেটিলা। (২) ১৭১।
সিপিয়া। (২) ১৭৪।

৬১। ভীতি ও মৃত্যুভীতি এবং ভীতি বশতঃ রোগ।

আর্সেনিকাম। (১) ১৮। (২) ৪২,৪৩,৪৪।
ইগ্নেসিয়া। (১) ২১।
একনাইটাম। (১) ১৬, ১৭, ১৮, ২১, ৩৪।
(২) ৪২।
ওপিয়াম। (১) ২১
কফিয়া। (১) ১৮।
ভেরেট্রাম এল্। (১) ২১।
ষ্ট্রামনিয়াম। (১) ৭৯, ৩০২।
সম্বিনাম। (৩) ৪৩৪।
হায়সায়ামাস। (১) ৬, ৩১৪।

৬২। ভূতপূর্ব্ব কারণসম্ভূত রোগ।

কার্ব্ব ভেজ। (৩) ৩৯৪।

৬৩। মনুষ্যসঙ্গ এবং আলোক ভালবাসা।

ষ্ট্রামনিয়াম। (১) ২৯৩।

৬৪। মলদ্বার, গলদেশ এবং উদর প্রভৃতিতে সঙ্কোচনের অনুভূতি।

ল্যাকেসিস। (৪) ২১।

৬৫। মলদ্বার, নাসিকারন্ধ্র এবং কর্ণকুহর প্রভৃতি শরীর-বাহ্য-দ্বারের রক্তিমা ও ক্ষতাদি।

নাইট্রিক এসিড। (৪) ১৬৪।
সাল্ফার। (৩) ২৬।

৬৬। মলদ্বারের শিথিলতা এবং অনৈচ্ছিক রূপে বা অসাড়ে মলত্যাগ।

এপিস। (৪) ২৯৩।
এলো। (৩) ৪২। (৪) ২০৩, ২৫০
(৫) ১৯৮।
ওলিয়েণ্ডার। (৩) ৯৬, থ। (৫) ৪৫৫
চায়না। (৩) ৪৪০।
ফস্‌ফরাস। (৪) ২২৯, ২৩০, ৪৫০।
ফস্‌ফরিক এসিড। (৪) ২০৩।
ব্রায়নিয়া। (১) ১২৫, ১৪৭।

৬৭। মস্তিষ্ক ও মানসিক লক্ষণের তুলনা।

ইগ্নেসিয়া। (২) ১৩২।
ক্যামমিলা। (১) ১৪৭, ১৪৮,। (২) ১৩১,
৩৬৩—৩৬৬।
নাক্স্ ভমিকা। (১) ১৪৭, ১৪৮। (২)
১৩১, ৩৬৩।
ব্রায়নিয়া। (১) ১৪৭, ১৪৮। (২) ১৩২,
৩৬৩।

banglabooks.in

ষ্টাফিসেগ্রিয়া। (২) ১৩২।
সিনা। (১) ১৪৭, ১৪৮। (২) ১৩১।

৬৮। মস্তিষ্কে জলপতন (swashing) বং অনুভূতি।

কার্ব্ব এনি। (৪) ৩৩৩।
বেলাডনা। (৪) ৩৩৩।
রাস্‌টক্‌স্‌। (৪) ৩৩৩।
সাল্‌ফুরিক এসিড। (৪) ৩৩৩।
সিঙ্কনা। (৪) ৩৩৩।
স্পাইজিলিয়া। (৪) ৩৩৩।

৬৯। মানসিক দৌর্ব্বল্যব্যঞ্জক লক্ষণ —অবসাদ, বিষণ্ণতা, কোমলতা, পরিবর্ত্তনশীলতা এবং ক্রন্দনাদি।

ইগ্নেসিয়া। (২) ১৮৭, ২৪৬, ২৪৭, ৩৩১।
এপিস। (২) ১৮৭।
নাক্‌স্‌ ভমিকা। (২) ২৪৭।
নাক্‌স্‌ মস্কেটা। (২) ১৪৮, ২৪৬।
নেট্রাম মিউ। (২) ১৮৮, ২৪৬, ২৪৭।
পাল্‌সেটিলা। (২) ১৮৬, ১৮৭, ২৪৭।
ফস্‌ফরিক এসিড। (৪) ১৯৯।
রাস্‌টক্‌স্‌। (২) ২৪৭।
লিলিয়াম টাই। (২) ১৮৭।
সরিনাম। (৩) ৪৩৪।

৭০। মানসিক ভাবোত্তেজনা (ভীতি প্রভৃতি) বশতঃ রোগ।

আর্জেণ্টাম নাই। (৪) ৪৪৬।
ইগ্নেসিয়া। ২১। (২) ৩২০।

ইপিকাক। (২) ৩৬৪।
একনাইটাম। (১) ২১। (২) ৩৬৪।
ওপিয়াম। (১) ২১। (৪) ৪৪৬
কামমিলা। (২) ৩৫৩, ৩৬৪।
জেল্‌সিমিয়াম। (৪) ৪৪৬।
নাক্‌স ভমিকা। (২) ৩৬৪।
ব্রায়নিয়া। (২) ৩৬৪।
ভেরেট্রাম এল্‌। (২) ৩৩৯। (৪) ৪৪৬।

৭১। মুক্ত বায়ুর প্রয়োজনীয়তা।

পাল্‌সেটিলা। (২) ১৮৯।
রাস্‌টক্‌স্‌। (২) ১৯০।
সাল্‌ফার। (৩) ২৫।

৭২। মুখগহ্বর—দন্ত, দন্তমাড়ি ও জিহ্বাদির লক্ষণ।

ক্যালি বাই। (৪) ৩৭০।
চেলিডনিয়াম। (১) ২৩১।
থুজা। (৪) ২৭৪।
নাইট্রিক এসিড। (৪) ১৮২।
পডফাইলাম। (১) ২৩১।
মার্ক প্রোটো-আই। (৪) ৩৭০।
মার্কুরিয়াস। (১) ২৩০, ২৩১। (৪) ১৮২।
মিউরিয়েটিক এসিড। (৪) ১৮১, ১৮২।
রাস্‌টক্‌স্‌। (১) ২৩১। (৪) ৩৩২।

৭৩। মুখমণ্ডল, নাসিকা ও ওষ্ঠাদি স্থানে রক্তিমা, কলঙ্ক এবং রস-বিম্বিকা প্রভৃতি।

আর্সেনিকাম। (২) ৪০২।
এণ্টিম ক্রুড। (২) ২৪৮।
এণ্টিম টার্ট। (৩) ১৬৮।
ওপিয়াম। (৩) ৩৬৫।
কোনায়াম। (২) ২৪৭।

banglabooks.in

কামমিলা। (২) ৩৫২, ৪০৩।
ক্যাম্ফর। (২) ৪০২।
জেলসিমিয়াম। (৪) ৭৫।
টেবেকাম। (৩) ১৬৮।
টেলুরিয়াম। (২) ২৭২।
নাইট্রিক এসিড। (২) ২৪৮।
নেট্রাম মিউ। (২) ২২৭, ২৪৭, ২৪৭।
বেলাডনা। (১) ৬৫।
ভেরেট্রাম এল্। (২) ৪০২।
রডডেণ্ড্রন। (২) ২৪৭।
লাইকপড। (২) ২৪৮। (৩) ১৬৮।
সাল্ফার। (৩) ২৬।
সিনা। (২) ৪০২।
সিপিয়া। (২) ২৭২, ১৯৪।
স্ট্যান্টনাইন। (২) ৪০২।
হেলিবোরাস। (২) ২৪৭।

৭৪। মূত্র-লক্ষণের বিশিষ্টতা।

ক্যান্থারিস। (৩) ৩০৪।
নাইট্রিক এসিড। (৪) ১৬৪।
বেঞ্জোইক এসিড। (৪) ৫২, ১৬৪।
লাইকপড। (৩) ২৪০।
সাল্ফার। (৩) ৬।
সিপিয়া। (৪) ১৬৪।

৭৫। যে কোন প্রকার শয্যায় শয়ন করুক না কেন তাহার অসহনীয় কাঠিন্যানুভূতি প্রযুক্ত কোমল শয্যাংশের অনুসন্ধানে রোগীর অনবরত শয্যার চতুর্দ্দিকে স্থান পরিবর্ত্তন।

আর্ণিকা। (৩) ১২৩।
একনাইট। (৩) ১২৪।
চায়না। (৩) ১২৫।
কাইটলেকা। (৩) ১২৪।
ব্যাপ্টিসিয়া। (৩) ১২৪।
রাস্টক্স্। (৩) ১২৪।
রুটা। (৩) ১২৪।
ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া। (৩) ১২৪।

৭৬। রস বা লসীকাগ্রন্থির স্ফীতি ও বিবৃদ্ধি।

ক্যাল্কেরিয়া কার্ব্ব। (৩) ২৭০

৭৭। রোগলক্ষণের পর্য্যায়ক্রমিকতা।

ইগ্নেসিয়া। (২) ৩৩২
ষ্ট্রামনিয়াম। (১) ২৯২।

৭৮। রোগলক্ষণের বিভিন্ন পরিবর্ত্তনশীলতা।

ইগ্নেসিয়া। (২) ১৮৭, ৩১৮, ৩৩৩।
একনাইটাম। (২) ৩৩৩।
ককুলাস ইণ্ড্। (২) ৩১৮।
কফিয়া ক্রু। (২) ৩৩৪।
নাক্স্ মস্কেটা। (২) ১৮৮, ৩৩৩।
পাল্সেটিলা। (২) ১৭১, ১৮৭
সাল্ফার। (৪) ৪১।

৭৯। রোগলক্ষণের রোগজ প্রকৃতি বিরুদ্ধ ভাব।

ইগ্নেসিয়া। (২) ৩১৮, ৩২৬।

৮০। রোগের পক্ষাঘাতিক বা রস-বাতিক মৌলিকতা।

কষ্টিকাম। (৩) ৩৩৪।
রাসটক্স্। (৩) ৩৩১।

banglabooks.in

৮১। রোগের পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তন

সাল্ফার। (৩) ২৬।

৮২। রোগের প্রাদুর্ভাব কাল।

একনাইটাম। (১) ২০, ৪১, ১৭০।
কল্চিকাম। (৩) ৫৬।
কষ্টিকাম। (১) ২০।
ক্যামমিলা। (২) ৩৭৫।
ডাল্কামারা। (১) ২১। (৩) ৪৪৪, ৪৫১
নেট্রাম সাল্ফ। (১) ১৭৫।
মার্কুরিয়াস। (১) ১৯৭, ২৬৭।
রাস্টক্স্। (১) ২১। (৪) ৩১৯।
ল্যাকেসিস। (২) ৮১।
হিপার সাল্ফ। (১) ২০, ১৭০।

৮৩। শরীর চালনায় অথবা বিশ্রামে রোগের হ্রাস বা বৃদ্ধি।

কল্চিকাম। (৩) ৬৩।
চেলিডনিয়াম। (১) ৩৭৩, ৩৭৪।
পাল্সেটিলা। (১) ৩৭৩। (২) ১৯০।
বেলাডনা। (১) ২৭৩, ৩৬৪।
ব্রায়নিয়া। (১) ১২৮, ৩৭৩। (৩) ৬৩। (৪) ৩৩২।
রাসটক্স্। (১) ৩৭৩। (২) ১৯০। (৪) ৩৩২।

৮৪। শরীর বা শরীরাংশবিশেষের গঠনবিশিষ্টতা এবং শরীরাবয়ব সম্বন্ধে রোগীর অদ্ভুত কল্পনা।

আর্জেণ্টাম নাই। (৪) ৪৩৭, ৪৩৮।
ক্যাল্কেরিয়া কার্ব্ব। (৩) ২৭০। (৪) ১০২, ২২৬।
ক্যাল্কেরিয়া ফস্। (৩) ২৭০।
গ্র্যাফাইটিস্। (৪) ৪১১, ৪১২।
। (১) ২৯২, ২৯৩। (৪) ২৭৪।
ফস্ফরাস। (৪) ২২৬।
ব্যাপ্টিসিয়া। (১) ২৯২, ২৯৩।
ষ্ট্র্যামনিয়াম। (১) ২৯২।
সাইলিসিয়া। (৪) ১০৮, ১০৯।
সাল্ফার। (৪) ২২৬।

৮৫। শরীরাবস্থাপন-বিশিষ্টতা বা শয়নোপবেশনাদি ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা রোগের হ্রাস ও বৃদ্ধির কারণ।

একনাইটাম। (১) ৯।
পাল্সেটিলা। (২) ১৮৮।
বেলাডনা। (১) ৬৮।
ব্রায়নিয়া। (১) ১২৮।
হায়সায়ামাস। (১) ৩৩৪।

৮৬। শরীরের এক পার্শ্ব বা স্থান আক্রমণ অথবা আক্রমণের পর রোগের পার্শ্বান্তরে বা স্থানান্তরে গতি।

চেলিডনিয়াম। (১) ৩৭১, ৩৭২।
ফসফরাস। (৪) ২৩০।
বেলাডনা। (১) ৬৮। (৩) ২৩৯।
ব্রমিয়াম। (৩) ২৩৯।
মার্ক প্রোটো-আই। (৩) ২৩৯।
রাস্টক্স্। (৪) ২০।
লাইকপডি। (১) ৩৭১, ৩৭২। (৩) ২৩৯। (৪) ২০।
ল্যাকেসিস। (৪) ১৯, ২০, ৩০৯।

৮৭। শারীরিক সমলতা, দুর্গন্ধ ও অপবিত্রতা।

সাল্ফার। (৩) ২৪, ২৫, ৪৩৪।
সোরিনাম। (৩) ২৫, ৪৩৩।

banglabooks.in

৮৮। শৈত্য, তাপ, সিক্ততা এবং আবহাওয়ার পরিবর্ত্তন প্রভৃতি রোগের অথবা রোগের হ্রাস বা বৃদ্ধির কারণ।

আর্সেনিকাম। (১) ১৫৯। (২) ৪৫।
একনাইটাম। (১) ২০, ২২, ৩০, ৩১, ৩৩, ৪১, ৭৭, ১২৫, ১৫৬। (৩) ৩৩৪, ৪৫১, ৪৫২।
এন্টিম ক্রুড। (৩) ১৪২।
কল্‌চিকাম। (৩) ৫৬।
কষ্টিকাম। (১) ২০, ১৫৬। (৩) ৩৩৪
ক্যামমিলা। (২) ৩৫০।
চেলিডনিয়াম। (১) ৩৫৮, ৩৬০।
টুবার্কুলিনাম। (১) ১৫৯, ১৬০, ১৬১।
ডাল্‌কামারা। (১) ২০, ২১। (৩) ৪৫১, ৪৫২।
নাক্‌স ভমিকা। (১) ১৫৯।
নেট্রাম মিউ। (২) ২২৮।
নেট্রাম সাল্‌ফ্‌। (১) ১৭৪, ১৭৫।
পাল্‌সেটিলা। (২) ১৭২, ১৮৮, ১৮৯, ১৯১।
বেলাডনা। (১) ৫৪।
ব্যারাইটা। (৩) ৪৫১।
ব্রায়নিয়া। (১) ১২৫।
মার্কুরিয়াস। (১) ১৯৭।
রাস্‌টক্স্‌। (১) ২০, ২১। (৩) ৪৫১। (৪) ৩৩১।
লাইকপডিয়াম। (৩) ২৩৯।
সাইলিসিয়া। (১) ১৫৯।
সাল্‌ফার। (৩) ৭।
সিপিয়া। (৩) ৭৭।
সরিনাম। (১) ১৫৯, ১৬০, ১৬১। (৩) ৪৩৪।
হিপার সাল্‌ফ। (১) ২০, ১২৫, ১৫৪, ১৫৯, ১৬০, ১৬১, ১৭১। (৩) ৩৩৪, ৪৩৪।

৮৯। শোণিতস্রাব এবং শোণিত-সঞ্চালন বিশৃঙ্খলা।

ক্যালিবাই। (২) ২৯০।
নাইট্রিক এসিড। (৪) ১৬৫।
নাইট্রেট্‌ অব এমিল। (২) ২৯০।
ফস্‌ফরাস। (৪) ২৩০।
সাল্‌ফার। (২) ২৮৯।
সিপিয়া। (২) ২৯০।

৯০। শ্বাসকৃচ্ছ্র এবং পাখার বাতাসের প্রয়োজনীয়তা প্রভৃতি।

কার্ব্ব ভেজ। (৩) ৩৯৭।
ডিজিটালিস। (৪) ৩৯৩।
ল্যাকেসিস। (৪) ২১।

৯১। শ্লেষ্মাগুটিকা ও চর্ম্মকীলের বর্ত্তমানতা।

কষ্টিকাম। (৪) ২৭৩।
থুজা। (৪) ২৭৩, ২৭৪।
নাইট্রিক এসিড। (৪) ১৬৯।

৯২। শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির শুষ্কতা।

নেট্রাম মিউ। (২) ২৩৭।
পাল্‌সেটিলা। (১) ১২৯।
ব্রায়নিয়া। (১) ১২৯।

৯৩। সন্দিগ্ধতাদি।

হায়সায়ামাস। (১) ৩৩৪।

৯৪। সন্নিপাত বা টাইফয়েড অবস্থা।

আর্সেনিকাম। (১) ৯, ৪৯। (২) ৭১, ৭২।
কল্‌চিকাম। (২) ৭১, ৭৩।

banglabooks.in

কার্ব্ব ভেজ। (১) ৪৬। (২) ৭২, ৭৩।
ক্রোটেলাস। (৫) ২৭৩, ২৭৪।
ফসফরিক এসিড। (২) ৭১, ৭৪।
ব্যাপ্টিসিয়া। (১) ১০।
ব্রায়নিয়া। (১) ৪৬।
মিউরিয়েটিক এসিড। (১) ১০।
রাস্টক্স্। (১) ৪৬। (২) ৬৯। (৪)

রেণাঙ্কুলাস স্কি। (৫) ৩১।
ল্যাকেসিস। (৫) ২৭৪।
ষ্ট্রামনিয়াম। (১) ৩০৯।
সিঙ্কনা। ৭০, ৭৪।
হায়সায়ামাস। (১) ১০, ৪৬।

৯৫। সময়ানুসারে রোগের হ্রাস অথবা বৃদ্ধি।

আর্সেনিকাম। (২) ৪৭, ১৩৫।
একনাইটাম। (১) ৩৯।
এগারিকাস। (২) ১৩৬।
এনাকার্ডিয়াম। (২) ১৩৬, ১৩৭।
কষ্টিকাম। (২) ১৩৬।
গ্র্যাফাইটিস। (২) ১৩৭।
নাক্স্ ভমিকা। (২) ১৩৫, ১৩৭।
নেট্রাম মিউ। (২) ১৩৭, ১৩৮, ২৫১।
পাল্সেটিলা। (২) ১৮৮।
ব্রায়নিয়া। (২) ১৩৮।
মার্কুরিয়াস। (১) ২৩২, ২৩৩।
লাইকপডিয়াম। (২) ১৮৮। (৩) ২৩৯।
সাল্ফার। (২) ১৩৮। (৩) ৫, ৬।
হিপার সাল্ফ। (১) ৪০।

৯৬। সরলান্ত্র বা রেক্টামমধ্যে বিবিধ ক্লেশানুভূতি।

ইগ্নেসিয়া। (২) ৩২০, ৩৩০।
নাইট্রিক এসিড। (২) ২২৭, ২৭৩, ৩২০।
নেট্রাম মিউ। (২) ২২৭।
রেট্যানিয়া। (২) ২৭৩, ৩২০।
সাল্ফার। (২) ২৭৩, ৩২০।
সিপিয়া। (২) ২৭৩।

৯৭। সাংঘাতিকতা।

আর্সেনিক। (২) ৪২।

৯৮। সাময়িকতা বা পিরিয়ডিসিটি।

আর্সেনিকাম। (২) ৪৭, ৪৮।
এরানিয়া। (২) ৪৮।
কুইনাইন। (২) ৪৮।
জেল্সিমিয়াম। (২) ৪৮।
সিঙ্কনা। (৩) ৯১।

৯৯। সূর্য্যতাপ রোগের বা রোগ-বৃদ্ধির কারণ।

একনাইটাম। (১) ২২।
এণ্টিম ক্রুড। (৩) ১৪৯।
গ্লোনোইন্। (৩) ১৪৯।
জেল্সিমিয়াম। (৩) ১৪৯।
নেট্রাম কার্ব্ব। (৩) ১৪৯।
ব্রায়নিয়া। (৩) ১৪৯।

১০০। স্নান অথবা গাত্রধৌতকরণে অনিচ্ছা অথবা তাহা রোগের বা রোগবৃদ্ধির কারণ।

এণ্টিম ক্রুড। (৩) ২৫, ১৫০।
ডাল্কামারা। (১) ২১।
রাস্টক্স্। (৩) ১৫০।
সাল্ফার। (৩) ২৫, ১৫০।

১০১। স্নায়বীয় আঘাত বা শক।

একনাইটাম। (১) ২২।

banglabooks.in

১০২। স্মরণশক্তির হ্রাস বা অভাব।

এনাকার্ডিয়াম। (৪) ৩৯১।

১০৩। স্রাব অথবা স্ফুটিত উদ্ভেদের হঠাৎ লোপ কিম্বা উদ্ভেদের অনুদ্‌গম বা অসম্পূর্ণ উদ্‌গম বশতঃ রোগ।

আর্সেনিক। (২) ৮৪।
ইপিক্যাক। (১) ১৫০। (২) ৩৮
এণ্টিম ক্রুড। (৩) ১৪২।
এণ্টিম টার্ট। (১) ১৫০।
এপিস। (৪) ২৮৪।
কার্ব্ব ভেজ। (৩) ৩৮৫।
কুপ্রাম। (১) ১৫০। (৩) ১৯৯, ২০৩।
ক্যামমিলা। (২) ৩৫৩।
গ্র্যাফাইটিস। (৪) ৪০২।
জিঙ্কাম। (১) ১৫০।
ডাক্কামারা। (৩) ৪৪৪।
নাইট্রিক এসিড। (৪) ১৫৪।
ফস্‌ফরাস। (৪) ২১২।
ফসফরিক এসিড। (৪) ১৯১।
ব্রায়নিয়া। (১) ১৫০।
মিউরিয়েটিক এসিড। (৪) ১৭৪।
রাস্‌টক্স্‌। (৪) ৩১৯।
লাইকপডিয়াম। (৩) ২২৬।
ষ্ট্রামনিয়াম। (১) ২৮১, ৩০৭।
সাইলিসিয়া। (৪) ৯৭।
সাল্‌ফার। (৩) ৮, ২০৩।
সিঙ্কনা। (৩) ৭৭।
সিপিয়া। (২) ৩০৪।
সরিণাম। (৩) ২০৩।

১০৪। স্রাবের প্রকৃতি।

ক্যালি বাই। (৪) ৩৬৯।
গ্র্যাফাইটিস্‌। (৩) ৪৩৪।
পাল্‌সেটিলা। (২) ১৯১।
লাইসিন। (৪) ৩৭০।
ল্যাকেসিস। (৩) ৪৩৪।
সাল্‌ফার। (৩) ২৬।
সরিণাম। (৩) ৪৩৪।

১০৫। হাস্য এবং ক্রন্দন।

ইগ্নেসিয়া। (২) ৩৩১।
একনাইট। (২) ৩৩১।
একনাইট। ৩৩৩।
কফিয়া। (২) ৩৩৪।
নাক্স্‌ মস্কেটা। (২) ৩৩১।

১০৬। হৃৎপিণ্ড ও নাড়ী-লক্ষণ।

ডিজিট্যালিস। (৪) ৩৮৯, ৩৯০।
জেল্‌সিমিয়াম। (৪) ৭৭।

১০৭। ক্ষিপ্রতা অথবা মন্থরতা।

পাল্‌সেটিলা। (২) ১৯০।
বেলাডনা। (২) ১৯০।

১০৮। ক্ষুদ্রাক্ষেপ, খল্লী, পেশী-আনর্ত্তন এবং সাবসাণ্টাস টেণ্ডিনামাদি।

এগারিকাস। (১) ৩৩২।
ককুলাস ইণ্ড্‌। (৩) ২১০
কুপ্রাম। (৩) ২১০।
ক্লুরিন। (৫) ৪৯।
নাক্স্‌ ভমিকা। (৩) ২১০
বেলাডনা। (১) ৬৬, ৩৩২।
হায়সায়ামাস। (১) ৩৩২।

banglabooks.in

১০। বিবিধ সাধারণ রোগ।

১। অগ্নিদাহ বা বার্ণিং।

আর্ণিকা। (৩) ৩২০।
কষ্টিকাম। (৩) ৩২৪।
কার্ব্বলিক এসিড। (৩) ৩২০।
ক্যান্থারিস্। (৩) ৩২০।

২। অর্ব্বুদরোগ বা টিউমার।

ক্যাল্কেরিয়া কার্ব্ব। (৩) ২৮৯।
ক্যাল্কেরিয়া ফ্লুয়ো। (৫) ১৮৯,
প্লাম্বাম। (৫) ৫৪০।
ফাইটলেক্কা। (৫) ২৩০।
ব্যারাইটা কার্ব্ব। (৫) ২৩০।
মিউরেক্স্। (৫) ২৯৬।
মেডরাইনাম। (৫) ৩৩১।
সিকুটা ভিরো। (৫) ২৩৫।
সাল্ফার। (৩) ২৮৯।
স্যাবাইনা। (৫) ২৬১।
হাইড্রকোটাইল। (৫) ২৩৭।

৩। অস্ত্রচিকিৎসান্তিক রোগ।

আর্ণিকা। (৩) ১২০।
একনাইট। (১) ৩০।
এলিয়াম সেপা। (৫) ৫
হাইপেরিকাম। (৫) ৩৫০।

৪। অভিঘাতিক রোগ বা ইঞ্জুরিজ্—স্প্রেন্ বা মচ্কান প্রভৃতি।

আর্ণিকা। (১) ১৬৭। (৩) ১৩২—১৩৫। (৪) ৩৪৫। (৫) ৮৯, ৪০৭, ৪২৪
আর্সেনিকাম। (৪) ৩৪৫।
ইউফ্রেসিয়া। (৫) ২৪৭।
একনাইটাম। (১) ৩০।
এমনিয়াম কার্ব্ব। (৫) ৮৯।
এমনিয়াম মিউ। (৫) ৮৯, ৯৬।
এরানিয়া ডায়া। (৪) ৩৪৫।
কোনায়াম। (৩) ১২২। (৪) ৩৪৫।
ক্যালেণ্ডুলা। (৩) ১২১। (৫) ৪২৪।
ক্যাল্কেরিয়া ফস। (৩) ১২২।
পেট্রলিয়াম। (৫) ৫৬০।
ভেরেট্রাম ভি। (৫) ১৬৬।
রাস্‌টক্স্। (৩) ১৩৪। (৪) ৩৪৪, ৩৪৫।
রুটা গ্র্যাভি। (৩) ১৩৫। (৫) ৪০৭।
লিডাম। (৩) ১২১। (৫) ৪২৪।
ল্যাকেসিস। (৪) ৩৪৫।
সাল্‌ফুরিক এসিড। (৩) ১২২। (৫) ৩৪৫। (৪) ৮৯।
সিনেক্স্ ল্যাক্ট। (৫) ৩০৬।
সিম্ফাইটাম। (৩) ১৩৫। (৫) ১৮৮।
হাইপেরিকাম। (৩) ১৩৫। (৪) ১৬৬, ৪২৪।

৫। উদ্ভেদিক জ্বর বা একৃজ্যাটিক ফিবার।

১। আরক্তজ্বর বা স্কার্লেটিনা।

আর্সেনিকাম। (৪) ৬২, ১৮৬।
ইপিক্যাক। (১) ১১৪।
একনাইটাম। (১) ২২, ৪৮। (৪) ৯০।
এপিস্। (৪) ১৮৫, ৩১৩, ৩৫৬।
এমনিয়াম কষ্টি। (৫) ৯৮।
এমনিয়াম কার্ব্ব। (৫) ৯০।
এরাম ট্রাই। (৪) ৩৫৬।
এলান্থাস। (৪) ৩৫৫। (৫) ৪৭১।
কুপ্রাম মেট। (৩) ২২০।
ক্যালি পার্ম্যাঙ্গ্যানিকাম। (৪) ১৮৬। (৫) ১৪৩।
ক্যাল্কেরিয়া। (১) ১১৫, ১১৮।
ক্রোটেলাস হরি। (৫) ২৭৪।

banglabooks.in

জিঙ্কাম। (৫) ৫২৯।
জেল্‌সিমিয়াম্‌। (৪) ৯০।
নেট্রাম আর্সেনিকাম। (৪) ১৮৬।
বেলাডনা। (১) ১১৩—১১৮, ৩৩৯, ৩৪০।
(৪) ৯০, ৩১৩।
মার্ক সায়ানেটাস্‌। (৪) ১৮৬।
মিউরিয়েটিক এসিড। (৪) ৬১, ১৮৫, ১৮৬।
রাসটক্স্‌। (১) ১১৫, ১১৭। (৪) ৬১, ১৮৫,
৩৫৫, ৩৫৬।
ল্যাকেসিস। (১) ১১৫, ১১৬। (৪) ৬১,
১৮৫, ৩৫৫।
ষ্ট্র্যামনিয়াম। (১) ৩৩৯, ৩৪০।
সাল্‌ফার। (১) ১১৫, ১১৭, ১১৮।
(৪) ১৮৫।
সাল্‌ফুরিক এসিড। (৪) ১৮৬।
হাইড্রসা এসিড। (৪) ৬১, ১৮৬।
হায়সায়ামাস। (১) ১১৫, ১১৭, ৩৩৯,
৩৪০।
হিপমেন্‌স্‌। (৫) ২৮০।
হিপার সাল্‌ফ। (১) ১৭১।

২। উদ্ভেদিক জ্বর বা একৃজ্যান্থিমেটা।

কুপ্রাম মেট। (৩) ২২০।
হায়সায়ামাস। (১) ৩৩৯।

৩। উদ্ভেদিক জ্বরে উদ্ভেদের অনুদ্গম বা অন্তর্গমন (বসিয়া যাওয়া) বশতঃ রোগ।

ইপিক্যাক। (১) ১৫০।
কুপ্রাম। (১) ৩০৩।
জিঙ্কাম। (১) ৩০৪।
বেলাডনা। (১) ৩০৩।
ব্রায়নিয়া। (১) ১৩৮।
ষ্ট্র্যামনিয়াম। (১) ৩০২, ৩০৩, ৩৩৯।
হায়সায়ামাস। (১) ৩৩৯।

৪। পানিবসন্ত বা ভেরিসিলা, চিকেন্‌ পক্‌স্‌।

ডাল্‌কামরা। (৩) ৪৫৮।

৫। বসন্তজ্বর বা ভেরিয়োলা, স্মল পক্‌স্‌।

আর্সেনিকাম। (৪) ৬২।
একনাইটাম। (১) ২২, ২৩, ২৪।
(৪) ৮৯, ৯০।
এনাকার্ডিয়াম। (১) ৩৯৪, ৪০০।
এণ্টিম টার্ট। (৩) ১৭৭।
এপিস্‌। (৪) ৩১৪।
ক্রোটেলাস হরি। (৪) ৬২।
জেল্‌সিমিয়াম। (৪) ৮৯, ৯০।
থুজা। (৪) ২৭৯।
ব্যাপ্টিসিয়া। (৪) ৬২।
ভেরিয়োলিনাম। (৪) ২৮০।
ল্যাকেসিস। (৪) ৬২।
সাল্‌ফার। (৩) ৫০।
হাইড্র্যাষ্টিস। (৪) ২৮০।
হেমামেলিস। (৪) ৬২। (৫) ৪৬৬।

৬। হামজ্বর বা মিজলস্‌।

আর্সেনিকাম। (৪) ৬২।
ইউফ্রেসিয়া। (৫) ২৪৯।
একনাইটাম। (১) ২২, ২৩, ২৪, ৪৮।
(২) ২১৯। (৪) ৮৮, ৮৯।
এনাকার্ডিয়াম। (১) ৩৯৪।
এণ্টিম টার্ট। (৩) ১৭৬।
এলিয়াম সেপা। (৫) ২৪৯।
কুপ্রাম মেট। (৩) ২২০।
ক্যাম্ফর। (৫) ৪৪৫।

banglabooks.in

ক্যালি বাই। (২) ২১৯।
ক্রোটেলাস হরি। (৪) ৬২।
জেল্‌সিমিয়াম। (২) ২১৯। (৪) ৮৮, ৮৯।
ডাক্কামারা। (৪) ৮৯।
ড্রুসেরা। (৩) ১৭৬।
পাল্‌সেটিলা। (২) ২১৯। (৪) ৮৯।
ফস্‌ফরাস। (৩) ১৭৭। (৪) ২৫৮।
বেলাডনা। (৪) ৮৯।
ব্রায়নিয়া। (৩) ১৭৬। (৪) ২৫৮।
রুমেক্স্‌ ক্রুস্প্‌। (৩) ১৭৭। (৪) ২৫৮।
ল্যাকেসিস্‌। (৪) ৬২।
ষ্টিক্টা। (৩) ১৭৬।
সাল্‌ফার। (৩) ৫১।
স্যাবাডিলা। (৪) ২৫৮। (৫) ১৬৩।
হেমামেলিস। (৪) ৬২।

৬। কলিফ্লায়ুয়ারগ্রোথ্‌ বা ফুলকপিবৎ উপমাংস, কণ্ডিলমা বা শ্লেষ্মাগুটী এবং তজ্জাতীয় অন্যবিধ মাংসবৃদ্ধি, অর্ব্বুদ বা টিউমার।

ইউফ্রেসিয়া। (৫) ২৪৯।
কষ্টিকাম। (৩) ৩৪৫।
থুজা। (৪) ২৮০।
নাইট্রিক এসিড। (৪) ২৮০
ফস্‌ফরাস। (১) ১০৮।
মার্কুরিয়াস। (৪) ২৮০।
ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া। (৪) ২৮০।

৭। ক্যান্সার বা কর্কটরোগ। (এপিথিলিয়োমা)।

আয়ডিয়াম। (৫) ৫৮।
ইউফর্ব্বিয়াম রেজি। (৫) ৪৩০।
কাণ্ডুরেঙ্গো। (৫) ২২৯।
কার্ব্ব এনি। (৫) ৮, ৫১০।
কার্ব্ব ভেজ। (৩) ৪১৩।
কার্ব্বলিক এসিড। (৫) ৫১০।
কোনায়াম। (৫) ২২৮, ২২৯।
ক্যালি ক্লোরিকাম। (৫) ১৩৯।
ক্রিয়োজোট। (৫) ৫৩৬, ৫৩৭।
ব্রমিয়াম। (৫) ৪৮।
মেডরাইনাম। (৫) ৩৩৬।
ল্যাকেসিস্‌। (৪) ৬৪।
সিকুটা ভিরো। (৫) ২৩৫।
সিড্রন। (৫) ৫১০।
হাইড্রাষ্টিস্‌। (৫) ৩৬।

৮। কার্ব্বাঙ্কল বা দাহিকা, দগ্ধব্রণ, পৃষ্ঠব্রণ।

আর্ণিকা। (৩) ১৩৪। (৪) ১২৩।
আর্সেনিকাম। (২) ৮৯। (৩) ৪১৩। (৫) ৩২৪।
এন্থ্রাসিনাম। (২) ৮৯। (৪) ১২৩। (৫) ৩২৪।
কার্ব্ব ভেজ। (২) ৮৯। (৩) ৪১৩। (৪) ৬৩।
ট্যারেণ্টুলা কুবেন্‌স্‌। (৪) ১২৩।
নাইট্রিক এসিড। (৪) ১২৩।
ফাইটলেক্কা। (৪) ১২৩।
রাস্‌টক্স। (২) ৮৯।
ল্যাকেসিস্‌। (২) ৮৯। (৪) ১২৩।
সিলিসিয়া। (৪) ১২৩।

৯। কোষময়-ঝিল্লি-প্রদাহ বা সেলুলাইটিস্‌।

এপিস। (৪) ৩৪৯।
রাস্‌টক্স্‌। (৪) ৩৪৯।
সিলিসিয়া। (৪) ৯৯, ১০০।

banglabooks.in

১০। ক্লাব-ফুট বা বক্র-পদ।

ক্যাল্কেরিয়া কার্ব্ব। (৩) ২৯১।
পাইনাস্ সিল্। (৩) ২৯১।

১১। গ্যাংগ্রিন বা ন্যূনাধিক শরীরাংশের মৃত্যু বা পচন ও বিগলন।

আর্ণিকা। (৩) ১৩৪।
আর্সেনিকাম। (২) ৯১।
ইউফর্ব্বিয়াম রেজি। (৫) ৪৩০।
এম্ব্রাসিনাম। (২) ৯১।
ক্রোটেলাস হরি। (২) ৯১।
ল্যাকেসিস্। (২) ৯১।
সিকেলি। (২) ৯১। (৫) ৩৭৬।

১২। জড়-রোগ বা ইম্বেসিলিটি।

কষ্টিকাম। (৫) ১৭৫।
ক্যাল্কেরিয়া কার্ব্ব। (১) ২৩৯।
ফস্ফরাস্। (১) ২৩৯।
মার্কুরিয়াস। (১) ২৩৬—২৩৯।

১৩। জলশোথ বা ড্রপ্সি।

১। উদরি বা এসাইটিস্।

আর্সেনিকাম। (৩) ২৫৫।
এপসাইনাম কেনা। (৫) ৪৫২।
রাস্টক্স্। (৩) ২৫৫।
লাইকপডিয়াম। (৩) ২৫৫।
সাল্ফার। (৩) ৪০।
সিনিসিয়ো অরি। (৫) ১১২।
হিপার সাল্ফ। (১) ১৭১।

২। এনাসার্কা বা ত্বকশোথ, বাহ্যশোথ।

এপসাইনাম। (৫) ৪৫২।

৩। জলদোষ বা হাইড্রসিল্।

ডিজিটালিস। (৪) ৩৯৮।
পাল্সেটিলা। (২) ২১০।

৪। জলশোথ বা ড্রপ্সি।

আর্সেনিকাম। (২) ৮৪, ৮৫। (৩) ২৫৫। (৪) ৫২, ৫৪, ৩০৪, ৩১১। (৫) ৪৫৩।
ইউপেটরি পার্প্। (৫) ১১৮।
একনাইটাম। (৪) ৩১১।
এডনিস ভার্ণেলিস। (৫) ১৬।
এপসাইনাম কেনা। (৪) ৩০৪। (৫) ২০২, ৪৫২, ৪৫
এপিস। (৩) ৩২। (৪) ৫৩, ৫৪, ২৯৭, ২৯৮, ৩০৪, ৩১১। (৫) ৪৫৩।
এস্পারেগাস্। (৪) ৩০৫।
কল্চিকাম। (৩) ৭১। (৪) ৫২। (৫) ৪১।
কষ্টিকাম। (৪) ৫৪।
ক্যান্থারিস্। (৩) ৩১২।
ক্যালি আয়। (৫) ১২৫।
ক্যাল্কেরিয়া কার্ব্ব। (৩) ২৭২। (৫) ১৫৩০।
ক্যাল্কেরিয়া ফস্। (৩) ৯৩। (৫) ৫৩০। । (৫) ১৮৫, ৫২৯, ৫৩০
টেরিবিন্থ। (৪) ৫৩। (৫) ৪০, ৫৫৫।
ডিজিটালিস। (৪) ৫৩, ৩৯৮।
নাই-মিউ এসিড। (৪) ১৮৩।
প্লাম্বাম। (৫) ৫৪২।
বেলাডনা। (৩) ৩২, ২৭২।
ব্যারাইটা কার্ব্ব। (৪) ১১৩।
মার্ক সাল্ফুরেট। (৪) ৩৯৮।
মিউরিয়েটিক এসিড। (৪) ১৮৩, ৩৯৮।
রাস্টক্স। (৩) ২৫৫।
লাইকপডিয়াম। (৩) ২৫৫। (৫) ৪১।
ল্যাক্ ডিফ্লোরেটাম। (৫) ২৯১, ২৯২।

banglabooks.in

ল্যাকেসিস। (৪) ৫২, ৫৩, ৫৪। (৫) ৪০।
ষ্টিগ্‌মেট্টা। (৫) ৪৫৭।
সাইলিসিয়া। (৪) ১১২।
সাল্‌ফার। (৩) ৩২, ৪০, ২৭২।
সিঙ্কনা। (৩) ৯২। (৫) ১৮৫।
সিনিসিয়ো অরি। (৫) ১১২।
স্যাম্বুকাস। (৫) ৪৩৪।
হিপার সাল্‌ফ। (১) ১৭১।
হেলিবোরাস। (৪) ৫২। (৫) ৩৯, ৪০।

৫। হাইড্রকেফেলাস বা মস্তিষ্কোদক।

এপসাইনাম কেনা। (৫) ৪৫২।
এপিস। (৩) ৩২। (৪) ২৯৭, ২৯৮।
ক্যালি আয়ডি। (৫) ১২৫।
ক্যাল্কেরিয়া কার্ব্ব। (৩) ২৭২। (৫) ১৮৫, ৫৩০।
ক্যাল্কেরিয়া ফস। (৩) ৯৩। (৫) ১৮৫, ৫৩০।
জিঙ্কাম। (৫) ১৮৫, ৫২৯, ৫৩০।
বেলাডনা। (৩) ৩২, ২৭২।
ব্যারাইটা কার্ব্ব। (৪) ১১৩।
সিলিসিয়া। (৪) ১১২।
সাল্‌ফার। (৩) ৩২, ২৭২।
সিঙ্কনা। (৩) ৯২, ৯৬-গ। (৫) ১৮৫।
হেলিবোরাস। (৫) ৩৯, ৪০।

৬। হাইড্রথোরাক্স্‌ বা বক্ষ-শোথ।

আর্সিনিকাম। (৪) ৩১১।
একনাইটাম। (৪) ৩১১।
এপসাইনাম কেনা। (৫) ৪৫২
এপিস। (৪) ৩১১।
কল্‌চিকাম। (৩) ৭১।

৭। হাইড্রপেরিকার্ডিয়াম বা হৃদ্বেষ্ট-শোথ।

আর্সেনিকাম। (৩) ২৫৫। (৪) ৩০৪।
এপসাইনাম কেনা। (৪) ৩০৪।
এপিস। (৪) ৩০৪।
এস্পারেগাস্‌। (৪) ৩০৫।
লাইকপডিয়াম। (৩) ২৫৫।

১৪। জ্বর-রোগ বা ফিবার

১। অভিঘাতিক এবং অস্ত্র-চিকিৎসান্তিক জ্বর।

আর্ণিকা। (১) ১৬৭।
একনাইট। (১) ২২, ৭৭, ২৩৪।
ক্যামমিলা। (২) ১৫০, ১৫২।
ব্রায়নিয়া। (১) ১৩০।

২। কুইনাইন-রুদ্ধ ম্যালেরিয়াদি-জ্বর এবং ছদ্মজ্বর বা মাস্ক্‌ড্‌ ফিবার প্রভৃতি।

আর্ণিকা। (২) ৭৮।
আর্সেনিক। (১) ৭৬, ৭৭।
ইপিক্যাক। (২) ৭৮, ৮০, ৮১।
এপিস। (২) ৭৮, ৭৯।
কার্ব্ব ভেজ। ৭৮, ৭৯।
চাইনি সাল্‌ফ। (২) ৭৬—৮২। (৩) ১০২
জেল্‌সিমিয়াম। (৪) ৯১।
নেট্রাম মিউ। (২) ৭৮, ৮১, ৮২, ২৬৬।
মিনিয়াস্থিস। (৩) ১০২।
ল্যাকেসিস। (২) ৭৮, ৮১।

banglabooks.in

৩। **জ্বর-রোগ**—অজীর্ণ-জ্বর, আম-জ্বর বা গ্যাষ্ট্রীক ফিবার, পিত্ত-জ্বর বা বিলিয়াস ফিবার, পিত্ত শ্লেষ্মা-জ্বর বা বিলিয়াস্ রেমিটেণ্ট ফিবার, বাত-জ্বর বা নার্ভাস ফিবার, বাত-পৈত্তিকজ্বর বা নার্ভো-বিলিয়াস্ ফিবার প্রভৃতি।

আর্সেনিকাম। (১) ২৫, ২৯,
ইউপেটরি পার্ফ। (৫) ১১৫, ১১৬।
ইপিক্যাক। (২) ১৫০, ১৫৩।
একনাইটাম। (১) ২২—৩০, ৪৬, ৫৮, ৮৮, ১৩০, ১৩১। (২) ১৫০, ১৫১, ৩৭৬। (৩) ৪৯।
এণ্টিম টার্ট। (১) ১৩০।
এপিস। (১) ২৫, ২৮, ২৯।
এবিস কেনা। (৫) ২৫৫।
ওপিয়াম। (৩) ৩৭৯।
ক্যামমিলা। (২) ১৫০, ১৫২, ৩৭৫।
জেল্সিমিয়াম। (১) ২৫, ২৮, ২৯। (৪) ৯০, ৯১, ৯২।
নাক্স্ ভমিকা। (১) ১৩০, ১৩২। (২) ১৫০—১৫৪, ৩৭৬।
পডফাইলাম। (৫) ৩৯০।
পাইরজিনিয়াম। (৫) ৩২৫।
পাল্সেটিলা। (২) ১৫০, ১৫৩, ৩৭৬।
ফেরাম ফস। (১) ২৫, ২৬।
বেলাডনা। (১) ২৫, ২৬, ২৭, ৫৮, ৭৬, ৮৬, ৮৭, ৮৮, ১০৪, ১০৬, ২৪১। (২) ৩৭৬।
ব্রায়নিয়া। (১) ২৫, ২৮, ১৩০, ১৩১, ১৩৫, ১৩৬। (২) ১৫০, ১৫১, ১৫২।
ভেরেট্রাম ভি। (১) ২৫, ২৭।
মার্কুরিয়াস। (১) ২৪১।
রাস্টক্স্। (১) ২৯, ৩০।
লেপ্ট্যাণ্ড্রা। (৫) ২৫৪।
সাল্ফার। (৩) ৪৯, ৫০।
হায়সায়ামাস। (১) ৩৩৫।
হিপার সাল্ফ। (১) ২৩।

৪। পীত-জ্বর বা ইয়োলো ফিবার।

আর্জেণ্টাম নাই। (৪) ৫৯।
ইপিক্যাক। (৪) ৯২।
একনাইট। (৪) ৯২।
কার্ব্ব ভেজ। (৩) ৪১৪।
কাড্মিয়াম। (৫) ২৭৪।
ক্যাম্ফর। (৪) ৯২।
ক্রোটেলাস। (৫) ২৭৪।
জেল্সিমিয়াম। (৪) ৯২।
বেলাডনা। (৪) ৯২।
ব্রায়নিয়া। (৪) ৯২।
ল্যাকেসিস। (৪) ৫৯।
সাল্ফুরিক এসিড। (৪) ৫৯।

৫। প্রদাহিক জ্বর বা ইন্ফ্লামেটরি ফিবার।

একনাইটাম। (১) ২৭, ৪৫, ১৩৪, ১৩৫, ১৩৬
ফেরাম ফস। (১) ১৩৬। (৫) ৫১৭, ৫১৮।
বেলাডনা। (১) ৫৮, ১৩৬।
ব্রায়নিয়া। (১) ২৮, ১৩০, ১৩৫, ১৩৬।
ভেরেট্রাম ভিরিডি। (১) ২৭।
মার্কুরিয়াস। (১) ১৩৬।

৬। ভ্যাক্সিনেশন বা গো-বীজটিকা জনিতজ্বর ও অন্যান্য রোগ।

থুজা। (৪) ১২১।
সাইলিসিয়া। (৪) ১২০, ১২১।
সাল্ফার। (৪) ১২১।

banglabooks.in

৭। মতিয়াবিন্দু বা ক্যাটারক্টি প্রভৃতির অস্ত্র-চিকিৎসা জন্য জ্বর।

(চক্ষু রোগ দেখ।)

৮। ম্যালেরিয়া-জ্বর।

আর্সেনিকাম। (১) ২৪৪। (২) ৭৪—৮০।
ক্যাল্কেরিয়া কার্ব্ব। (১) ২৪৪।
ক্রোটেলাস হরি। (৫) ২৭৪।
নেট্রাম মিউ। (১) ২৪৪।
মার্কুরিয়াস। (১) ২৪৪।
ল্যাকেসিস্। (১) ২৪৪।

৯। রসবাতিক জ্বর বা রিউম্যাটিক ফিবার।

ক্যাল্কেরিয়া। (৩) ২৯১।
ক্যাল্কেরিয়া ফস। (৩) ২৯১।
বেলাডনা। (৩) ২৯১।
ব্রায়নিয়া। (১) ১৩০।

১০। শিশুর সবিরাম জ্বর।

(শিশুরোগ দেখ।)

১১। শোণিতসঞ্চয়ী বা কঞ্জেষ্টিভ সবিরাম জ্বর।

ওপিয়াম। (১) ৩৩৮। (৩) ৩৭৯।
ব্যাপ্টিসিয়া। (৩) ৩৭৯।
ভেরেট্রাম এল্। (১) ৩৩৮।
ষ্ট্র্যামনিয়াম। (৩) ৩৭৯।
হায়সায়ামাস। (১) ৩৩৮।

১২। সন্নিপাত জ্বরবিকার বা টাইফয়েড, টাইফাস, রেমিটেণ্ট এবং লো-রেমিটেণ্ট প্রভৃতি জ্বর।

আর্ণিকা। (৩) ১৩৫—১৩৮। (৫) ২৬১।
আর্সেনিকাম। (১) ২৯, ২৪২, ৩৩৮। (২) ৬৬—৭৪। (৪) ১৭১, ১৮৪, ২০৭, ২৫৭, ৩৫৩।
একনাইটাম। (১) ২২, ২৮, ২৯, ১৩৪, ১৩৫। (৪) ৩৫১।
এপিস। (৩) ৩৮০। (৪) ৫৯, ৩১২, ৩১৩।
এব্‌সিন্থিয়াম। (৫) ১০৫।
ওপিয়াম। (১) ৩৩৮। (৩) ১৩৮, ৩৮০। (৪) ৫৮।
কল্‌চিকাম। (২) ৭১, ৭২, ৭৩, ৭৪। (৩) ৭২। (৪) ২০৭।
কার্ব্ব ভেজ। (২) ৬৮, ৭২, ৭৩। (৩) ৪১৪। (৪) ২৫৭, ৩৫৩।
ক্যাল্কে-কার্ব্ব। (৩) ২৯২।
ক্যালি ফস্। (৫) ১৪৬।
ক্লরিণ। (৫) ৪৯।
জেল্‌সিমিয়াম। (১) ২৪২। (৪) ৯২।
টেরিবিন্থ। (৪) ১৮৫। (৫) ৫৫৫।
ট্যারাক্‌সেকাম। (৪) ৩৫৪। (৫) ১৯৯।
নাইট্রিক এসিড। (৪) ১৭০, ১৮৫।
নাকস্ ভমিকা। (২) ১৪৯।
পাইরজিনিয়াম। (৫) ৩২৫।
ফসফরাস। (৪) ২০৭, ২৫৬, ২৫৭, ৩৫৩।
ফসফরিক এসিড। (২) ৬৮, ৭১, ৭২, ৭৩। (৪) ১৮৪, ২০৬, ২০৭, ২৫৭, ৩৫৪। (৫) ৫৪৬।
বেলাডনা। (১) ৮৯, ৯০, ১৩৩, ১৩৪, ১৩৫, ২৪২, ৩০৭, ৩৩৫। (৪) ১৮৫, ৩৫১।
ব্যাপ্টিসিয়া। (৩) ১৩৬, ১৩৭। (৪) ৯২, ২০৭, ৩৫৩। (৫) ৪৬১, ৪৬২।
ব্রায়নিয়া। (১) ১৩০, ১৩২—১৩৬, ২৪২, ৩৩৬। (৬) ১৮৪।
ভেরেট এল্। (৩) ৭২।
মার্ক ডাল্‌সিস। (১) ২৪২, ২৪৩।

banglabooks.in

মার্কুরিয়াস। (১) ২৪২, ২৪৩।
মিউরি এসিড। (১) ২৪২, ৩৩৮। (৪) ১৮৩, ১৮৪, ১৮৫, ৩১৩, ৩৫৩।
মিলিফলিয়াম। (৪) ১৮৫।
রাস্টক্স্। (১) ২৯, ৯০, ১৩৩—১৩৬, ২৪২। (২) ৬৮, ৬৯, ৭০, ৭২। (৩) ১৩৬, ১৩৭। (৪) ১৮৪, ১৮৫, ২০৭, ২৫৭, ৩৫০—৩৫৪।
লাইকপডিয়াম। (১) ৩৩৮। (৩) ২৫৪ ২৫৫, ২৯২।
লেপ্ট্যাণ্ড্রা। (৫) ২৫৪।
ল্যাকেসিস। (১) ৯০, ৩৩৮। (৩) ১৩৬, ১৩৭, ২৫৫, ৩৮০। (৪) ৫৮, ৫৯, ৩১১।
ষ্ট্র্যামনিয়াম। (২) ৩০৬, ৩০৭, ৩০৯, ৩৩৫। (৩) ৩৮০। (৪) ৩০৭।
সালফুরিক এসিড। (৫) ৫৪৬।
সিঙ্কনা। (২) ৬৮, ৭০, ৭১, ৭৪। (৪) ১৮৫।
সুইট্ স্পিরিট অব নাইটার। (৪) ২০৭।
হায়সায়ামাস। (১) ৯০, ১৭৯, ৩৩৫, ৩৩৭, ৩৩৮। (৩) ১৩৭, ৩৮০। (৪) ৫৯, ৩৫২।
হেমামেলিস। (৪) ১৮৫।

১৩। সবিরাম জ্বর ইণ্টার্-মিটেণ্ট ফিবার।

আর্সেনিকাম। (২) ৭৫—৮০, ১৫৪, ২৬৭। (৩) ১০৩।। (৪) ৩০, ৭১
ইউক্যালিপ্টাস। (৩) ১০৩।
ইউপে পার্পু। (৫) ১১৮।
ইউপে পার্ফ। (৩) ১০৩। (৪) ৩৫০। (৫) ১১৫, ১১৬, ১১৮।
ইগ্নেসিয়া। (২) ২১৮, ৩৪৮। (৩) ১০৩।
ইপিক্যাক। (২) ৩৯৩।
একনাইটাম। (১) ২৩, ২৮।
এপিস। (৪) ৩১১, ৩১২। (৫) ১১৬।
ওপিয়াম। (১) ৩৩৮, ৩৯৪।
কর্ণাস ফ্লরিডা। (৩) ১০২।
কার্ডাস মেরি। (৫) ১০৭।
কার্ব্ব ভেজ। (৩) ১০৩, ৪১৪। (৪) ৬০।
কুইনাইন। (২) ৭৬—৮২। (৩) ১০০—১০৩।
কেঙ্কালাগুয়া। (৩) ১০৩।
ক্যাপ্সিকাম। (৩) ১০৩। (৫) ২২৬, ২৬৭।
ক্যামমিলা। (২) ৩৫৭।
ক্যাম্ফর। (৪) ৬১।
ক্যাল্কেরিয়া কার্ব্ব। (৩) ২৯১, ২৯২।
জেল্সিমিয়াম। (৪) ৬০, ৯০, ৯১।
নাক্স্ ভমিকা। (২) ১৫৪।
নেট্রাম মিউ। ২৬৬, ২৬৭। (৪) ৩৫০।
পাল্সেটিলা। (২) ২১৭।
ফসফরাস। (৪) ২৫৭।
ফেরাম। (৩) ১০৩।
বেলাডনা। (৪) ৩১২।
ব্রায়নিয়া। (১) ১৩০।
ভেরেট্রাম এল্। (১) ৩৩৮। (৪) ৬০।
মার্কুরিয়াস। (১) ২৪৩।
মিনিয়াস্থিস। (২) ১৬২। (৪) ৩০।
রাস্টক্স্। (৪) ৩৪৯। (৫) ১১৬।
লাইকপডিয়াম। (৩) ২৫৪। (৪) ৬১।
ল্যাকেসিস। (৩) ১০৩। (৪) ৫৯, ৬ ৬১।
ষ্ট্র্যামনিয়াম। (৩) ৩৭৯।
সাল্ফার। (৪) ৩৫০।
সিঙ্কনা। (৩) ৯৮, ৯৯, ১০০, ১০২। (৪) ৩৫০।
সিড্রন। (৫) ৫৫৮।
সিনা। (২) ১৫৪, ৪১।
সিমেক্স ল্যাক্ট। (৫) ৩০৬।
হায়সায়ামাস। (১) ৩৩৮।
হেলিবোরাস। (৫) ৪১।

banglabooks.in

১৪। সূতিকাজ্বর বা পিয়র্পিরাল ফিবার।

(গর্ভিণীরোগ দেখ।)

১৫। সেপ্টিক ফিবার এবং পারিমিয়া—দুষ্ট, পচা ক্ষত হইতে ক্লেদ, শবচ্ছেদ করিতে হস্তাদির ক্ষত (ডিসেক্‌টিং উণ্ডস্) হইলে শব ক্লেদ এবং বিষধর-কীট-দংশন বশতঃ বিষ শরীরে প্রবেশ ও পূয় শোষণাদি জন্য জ্বর।

আর্সেনিকাম। (৫) ৩২৪, ৩২৫।
এন্থ্রাসিনাম। (৫) ৩২৪।
কার্ব্বলিক এসিড। (৫) ৩২৫।
ক্রোটেলাস। (৫) ২৭৪।
ট্যারেণ্টলা। (৫) ৩২৫।
পাইরজিনিয়াম। (৫) ৩২৫।
ল্যাকেসিস্। (৫) ৩২৫।

১৬। স্বল্পবিরাম জ্বর বা রেমিটেণ্ট ফিবার।

আর্সেনিকাম। (২) ৭৪।
একনাইটাম। (১) ২৮, ১৩৪, ১৩৫। (২) ৭৪।
ক্যামমিলা। (২) ৩৭৫।
পাল্‌সেটিলা। (২) ২১৭।
ব্রায়নিয়া। (১) ১৩০।
ষ্ট্র্যামনিয়াম। (১) ৩০৬।
হায়সায়ামাস। (১) ৩৩৫।

১৭। হে-ফিবার বা ওষধি-গন্ধজ জ্বর।

এরাম ট্রাই। (৫) ১৯।
এলাম্বাস্। (৫) ৪৭১।
নেট্রাম মিউ। (২) ২২৭।
মার্ক প্রোটো আই। (৫) ২০।
রেণাঙ্কুলাস্ বাল্ব। (৫) ১৯।
সিলিসিয়া। (৪) ১১৫। (৫) ১৯।
সোরিনাম। (৫) ২০।
স্যাবাডিলা। (৫) ১৬২, ১৬৩।

১৮। হেক্টিক ফিবার বা প্রলেপক জ্বর।

আর্সেনিকাম। (৩) ৯৮।
কার্ব্ব ভেজ। (৩) ৯৮, ৪১৪।
ফসফরাস। (৪) ২৫৭।
রেণাঙ্কুলাস বাল্বো। (৫) ১৯, ২০।
সিঙ্কনা। (৩) ৯৮।
সোরিনাম। (৫) ২০।

১৫। টুবার্কুলোসিস বা গুটিকোৎপাদক রোগ।

একনাইটাম। (১) ২৪।
ক্যাল্কেরিয়া কার্ব্ব। (৩) ২৭৯। (৫) ১৩৪।
ক্যালি কার্ব্ব। (৫) ১৩৪।
ক্যাল্‌কে ফস্। (৩) ২৮১।
টুবার্কুলিনাম। (৩) ২৮১।
ডাক্কামারা। (৩) ৪৫৫।
পাল্‌সেটিলা। (২) ২০২।
ফসফরাস। (৩) ২৭৯। (৪) ২৪৫। (৫) ৫১৪।
ফেরাম আই। (৫) ৫১৭।
ষ্টেনাম। (৩) ৩৮।
সাল্‌ফার। (৩) ৩৭, ৩৮, ২৭৯। (৫) ৬৫, ৬৬।

১৬। পলিপাস বা বহুপাদার্ব্বুদ।

ক্যালি আয়ডি। (৫) ১৯০।
ক্যালি নাইট্রিককাম। (৫) ১৪১, ১৪২।

banglabooks.in

ক্যাঙ্কেরিয়া কার্ব্ব। (৩) ২৭৬, ২৯০
(৪) ২৫৬।
টিউ ক্রিয়াম। (৩) ২৯০। (৪) ২৫৬।
ফস্‌ফরাস্। (৩) ২৯০। (৪) ২৪১, ২৫৬।
(৫) ৪২৪।
ভিঙ্কা মাইনর। (৫) ৪২৪।
লিডাম। (৫) ৪২৪।
স্যাঙ্গুইনেরিয়া। (৩) ২৯০। (৫) ৪৭৮।

১৭। পারদ ঘটিত রোগ বা মার্কুরিয়েল ডিজিজ্ (মার্কুরিয়েল ট্রেমর ও মার্কুরিয়েল পল্‌জি প্রভৃতি), ইল্ এফেক্টস্ অব মার্কারি।

অরাম। (১) ১২৭।
আয়ডিয়াম। (১) ২২৮।
আর্সেনিকাম। (১) ২২৮।
এসাফিটিডা। (১) ২২৮।
ক্যালি আয়ডি। (১) ২২৬।
ক্যালি ক্লোরিকাম। (১) ২২৭।
ডাল্কামারা। (১) ২২৬।
নাইট্রিক এসিড। (৪) ১৭১।
মার্কুরিয়াস। (১) ১৬৮, ২২২, ২২৫
মেজিরিয়াম। (১) ২২৮।
ল্যাকেসিস্। (১) ২২৮।
ষ্টিলিঙ্গিয়া। (১) ২২৯।
ষ্ট্যাফিগ্রেসিয়া। (১) ২২৮।
সিঙ্কনা। (১) ২২৬।
হিপার সাল্‌ফ। (১) ১৬০, ১৬৮, ১৮৪,
১৮৫, ২২৩, ২২৪, ২২৫, ২৩০।

১৮। পূয়-শোথ, ব্রণ-শোথ বা এব্‌সেস্।

অরাম। (৪) ১৭১।
আর্ণিকা। (৩) ১৩৮। (৪) ১২৩।
আর্সেনিকাম। (৪) ৬৪, ৩৫৬।
ইউফর্ব্বিয়াম রেজি। (৫) ৪২৯।
একনাইটাম। (১) ৯১।
এসাফিটিডা। (৪) ১২২, ১৭১।
কার্ব্ব ভেজ। (৩) ৪১৩। (৪) ৬৪, ৩৫৬।
ক্যামমিলা। (২) ৩৭৬।
ক্যালি আয়ডি। (৪) ১৭১।
ক্যালেণ্ডুলা। (৪) ১২২।
ক্যাঙ্কেরিয়া আই। (৪) ১২২, ১৭১।
ক্যাঙ্কেরিয়া কার্ব্ব। (৪) ১২২, ১২৩।
ক্যাঙ্কেরিয়া ফস্। (৪) ১৭১।
ক্যাঙ্কেরিয়া ফ্লুয়ো। ১৮৯
ক্যাঙ্কেরিয়া সাল্‌ফ। (৫) ১৯১।
ক্যাঙ্কেরিয়া হাইপ-ফস। (৫) ১৯০
গ্র্যাফাইটিস্। (৪) ১২৩।
নাইট্রিক এসিড। (৪) ১৭১। (৫) ২৬৬।
পালসেটিলা। (৪) ১৭১।
ফস্‌ফরাস। (৪) ১৭১।
ফ্লুয়োরিক এসিড। (৪) ১২২।
বেলাডনা। (১) ৯১, ৯৩।
মার্কুরিয়াস সল্। (১) ১০৮, ১৯৪।
ম্যাঙ্গানাম। (৪) ১৭১।
রাস্‌টক্স। (৪) ৬৪, ৩৫৬।
ল্যাকেসিস। (৪) ৬৪, ৩৫৬।
ষ্ট্র্যামনিয়াম। (১) ৩০৮।
সাইলিসিয়া। (৩) ৩৪। (৪) ১২২, ১২৩।
সালফার। (৩) ৩৪।
সিফিলিনাম। (৫) ৩৪১।
হিপার সাল্‌ফ। (১) ১০৮। (২) ৩৭৬।
(৪) ১২৩।

১৯। পেশী প্রদাহ বা মায়ি-আইটিস্।

ব্রায়নিয়া। (১) ১৪৩।

banglabooks.in

২০। প্রতিক্রিয়াহীনতা বা ঔষধের ক্রিয়াভাব।

এম্ব্রাগ্রিসিয়া। (৩) ৩০৪, ৩৭৮। (৫) ৩২০।
ওপিয়াম। (৩) ২০৪, ৩৬৫, ৩৭৮।
কার্ব্ব ভেজ। (৩) ২০৪, ৩৭৮, ৪৩০।
কুপ্রাম। (৩) ২০৩, ২০৪, ২০৫, ৩৬৫, ৪৩০।
ক্যাম্ফর। (৫) ৪৪৫।
জিঙ্কাম। (৫) ৫২৭, ৫৩১।
প্রুনাস্ স্পাই। (৫) ৫৫০।
ভ্যালেরিয়ানা। (৩) ২০৪, ৩৭৮।
লরসিরেসাস। (৩) ২০৪।
সাল্ফার। (১) ১৭৫। (৩) ২৬, ২০৩, ৩৬৫, ৪১৬, ৪৩০, ৪৩১, ৪৩২।
সিঙ্কনা। (৩) ২০৩, ৪৩০।
সরিনাম। (৩) ২৬, ২০৩, ২০৪, ৩৭৮, ৪১৬, ৪৩০, ৪৩১, ৪৩২।

২১। প্রতিশ্যায়, সর্দ্দি বা ক্যাটার।

ইউপেটরিয়াম পার্ফো। (৩) ৪০০।
কষ্টিকাম। (৩) ৪০০।
কার্ব্ব ভেজ। (৩) ৪০০।
ক্যালি মিউরিয়েট। (৫) ১৫৩।
ফসফরাস। (৩) ৩৯৯।
মিলিফলিয়াম। (৫) ১১০।
সাল্ফার। (৩) ৪০০।
সেনেগা। (৩) ৪০০।

২২। প্রদাহ ও পূয়জনন বা ইনফ্লামেশন।

আর্ণিকা। (১) ১৬৭।
আর্সেনিকাম। (১) ১২৭।
একনাইটাম। (১) ৬, ৯২, ১২৭, ১৫৮, ১৬৭। (৩) ৩২৬। (৫) ৫১৭, ৫১৮।
এপিস। (১) ১২৭।
কার্ব্ব ভেজ। (১) ১২৭।
ক্যালি মিউ। (৫) ১৫৩।
ক্যালি সাল্ফ। (৫) ১৫৪।
ফস্ফরাস্। (১) ৬, ১২৬, ১২৭।
ফেরাম ফস। (৫) ৫১৭, ৫১৮।
বেলাডনা। (১) ৬, ১৪, ৯০—৯৩, ১২৬, ১২৭, ১৫৮, ১৬৭, ২৪৪, ২৪৫।
ব্রায়নিয়া। (১) ৬, ১৪, ৯১, ১২৬, ১২৭, ১৫৮। (৩) ৩২৬।
মার্কুরিয়াস্। (১) ৯৩, ১২৬, ১৫৮, ১৬২—১৬৮, ২৪৪, ২৪৫, ২৪৬, ৩০৮।
রাস্ টক্স্। (১) ১২৭।
ষ্ট্র্যামনিয়াম। (১) ২৯১, ৩০৮।
সাইলিসিয়া। (১) ১৬৮, ২৪৫, ৩০৮। (৩) ৩৪।
সাল্ফার। (১) ৩০৮। (৩) ৩৪, ৩২৬।
হায়সায়ামাস। (১) ৩৩, ৩৩০, ৩৩২।
হিপার সাল্ফ। (১) ৯৩, ১৫৮, ১৬০, ১৬২—১৬৮, ২৪৪, ২৪৫, ৩০৮। (৩) ৩২৬।
হেলিবোরাস। (১) ১২৭।

২৩। ফিশ্চুলা বা নালীক্ষত।

ক্যাল্কেরিয়া ফ্লুয়ো। (৫) ৭১।
ফস্ফরাস। (৪) ২৫৫।
ফ্লুয়োরিক এসিড। (৫) ৭১।
বার্ব্বেরিস ভল্গা। (৫) ৩৭৯।
বেলাডনা। (৪) ২৫৫।
ষ্ট্র্যামনিয়াম। (১) ৩০৮।
সিলিসিয়া। (১) ৩০৮। (৪) ২৫৫।

২৪। বেরিবেরিরোগ।

হাইড্রকোটাইল। (৫) ২৩৭।

banglabooks.in

২৫। রতিজ রোগ বা ভিনি-রিয়েল ডিজিজ।

১। উপদংশরোগ বা সিফিলিস—তরুণ বা প্রাইমেরি, নাতি তরুণ বা সেকেণ্ডারি এবং পুরাতন বা টার্শিয়ারি।

আর্সেনিকাম। (৪) ৫৫।
এসাফিটিডা। (৫) ২২১, ২২২।
কার্ব্ব এনিম্যালিস্। (৫) ৫১০।
কার্ব্ব ভেজ। (৪) ৫৫।
কোরেলিয়াম রুব্। (৫) ৩০১।
ক্যালি আই। (৫) ১২৭।
কালি বাই। (৪) ৩৭৮।
থুজা। (৫) ৫০০।
নাইট্রিক এসিড। (৪) ৫৬, ১৭০।
ফাইটলেক্কা। (৫) ৫০০।
মার্কুরিয়াস। (১) ১৯৮, ২৭০—২৭৩।
মার্কুরিয়াস্ কর। (১) ২৭৩।
মার্কুরিয়াস্ ডাল (শিশু)। (১) ২৭৩।
মার্কুরিয়াস প্রোটো-আই। (১) ২৭১,২৭২।
মার্কুরিয়াস বিন-আই। (১) ২৭১, ২৭২।
মার্কুরিয়াস ভাইভাস। (১) ২৭০।
মার্কুরিয়াস সল। (১) ২৭০, ২৭১।
৪) ৫৪।
মেজিরিয়াম। (৫) ২২১।
লাইকপডিয়াম। (৩) ২৫৩। (৪) ৫৬, ১৭০।
ল্যাক্ কেনিনাম। (২) ২১৭। (৫) ২৮৭।
ল্যাক্ ডিফো। (২) ২১৭।
ল্যাকেসিস। (৪) ৫৪, ৫৫, ৫৬।
ষ্টিলিঞ্জিয়া। (৫) ২২২, ৪৩২।
ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া। (৫) ৫০০।
সাইলিসিয়া। (৫) ৫০০।
সাল্ফার। (৪) ১৭০।
সিকোল। (৪) ৫৫।
সিঙ্কনা। (৪) ৫৫।
সিনেবেরিস। (১) ২৭৩।
হিপার সাল্ফ। (১) ১৭৮, ১৭৯। (৪) ৫৬।

২। কণ্ডিলমা বা শ্লেষ্মাগুটিকা এবং চর্ম্মকীল বা ওয়ার্টস্।

ইউক্রেসিয়া। (৫) ২৪৯।
কষ্টিকাম। (৩) ৩২৪, ৩৪৫।
থুজা। (৪) ৩৭৮।
ক্যালি বাই। (৪) ৩৭৮।
নাইট্রিক এসিড। (৪) ১৫৩, ১৬৯, ১৭০।
নেট্রাম সাল্ফ। (৪) ২৭৮।
পাল্সেটিলা। (৪) ৩৭৮।
সার্সাপেরিলা। (৪) ৩৭৮।

৩। কড়ি বা লিঙ্গোচ্ছ্বাস

ক্যান্থারিস। (৩) ২৯৫, ৩১৫।
ডিজিট্যালিস। (৪) ৩৯৬।
নাইট্রিক এসিড। (৩) ২৯৫।
মাইগেল। (৫) ৩১২।
মার্ক সল। (১) ২৭৩।

৪। গ্লিট বা পুরাতন পূয়-মেহ

ইরিজিরন। (৫) ১১৩।
এলুমিনা। (৩) ৪৪০।
ক্যালি আয়ডি। (২) ২৭৩। (৩) ৪
(৪) ১৬৯। (৫) ১২৭।
ক্যালি বাই। (৪) ৩৭৮।

banglabooks.in

টুসিলেগো। (৫) ৪০৪।
থুজা। (৩) ৪৬, ৪৪০। (৪) ১৬৯, ৩৭৮। (৫) ১২৭।
নাইট্রিক এসিড। (৩) ৪৬। (৪) ১৬৯। (৫) ১২৭।
নাক্স্ ভমিকা। (৩) ৪৬। (৪) ১৬৯। (৫) ১২৭।
নেট্রাম মিউ। (২) ২৬১।
পাল্সেটিলা। (৩) ৪৬। (৪) ৩৭৮।
পেট্রসিলিয়াম। (৫) ২৩১।
মার্কুরিয়াস। (৩) ৪৬।
সার্সাপেরিলা। (৪) ৩৭৮।
সাল্ফার। (৩) ৪০, ৪৪০।
সিপিয়া। (২) ২৭৩। (৩) ৪৪০।
সোরিনাম। (৩) ৪৪০।
হাইড্র্যাষ্টিস। (৫) ৩৬।

৫। পারদোপদংশজ যৌগিক বিষোৎপন্ন রোগ।

ক্যালি আইওডি। (১) ২২৬।
নাইট্রিক এসিড। (১) ২২৬।
হায়সায়ামাস। (১) ১৭৯।
হিপার সাল্ফ। (১) ১৭৯, ২২৩, ২২৪।

৬। পূয়মেহ বা গনরিয়া।

আর্জেণ্টাম নাই। (২) ২০৮। (৪) ৪৪৬। (৫) ৪৫০।
ইউপে পার্প্। (৩) ৩১৫।
ইউভা আর্সাই। (৩) ৩১৮।
ইকুইসিটাম হাই। (৩) ৩১৫।
ইপোমিয়া নিল। (৩) ৩১৮।
ইরিজিরন (এরি)। (৩) ৩১৭।
একনাইট। (৩) ৩১৯। (৪) ৮৫, ৮৬।
একনাইটিন্। (৪) ৮৬। (৫) ৪৫০।
এগ্নাস্ ক্যাষ্ট। (৫) ৪০৪।
ওসাইনাম। (৩) ৩১৮।
কক্‌লিয়ারিয়া আর্ম্মো। (৩) ৩১৮।
কলসিন্থ। (৪) ৩৯৭।
কিউবেবা। (৩) ৩১৬।
কোনায়াম। (৩) ৩১৬।
কোপেবা। (৩) ৩১৬।
ক্যানাবিস ইণ্ড্। (৩) ৩১৫।
ক্যানাবিস স্যাট। (৩) ৩১৪, ৩১৫। (৪) ৪৪৭। (৫) ৪৫০।
ক্যান্থারিস। (৩) ৩১৪—৩১৯। (৫) ৪০৪।
ক্লিমেটিস ইরেক্টা। (৩) ৩১৬।
চিমাফিলা। (৩) ৩১৭।
জেল্‌সিমিয়াম। (৪) ৮৫, ৮৬।
টুসিলেগো। (৫) ৪০৪।
টেরিবিন্থ। (৩) ৩১৮।
ডরিফোরা। (৩) ৩১৬।
ডিজিট্যালিস। (৩) ৩১৮। (৪) ২৭৮, ৩৯৬, ৩৯৭।
থুজা। (৩) ৩১৭। (৪) ২৭৭, ২৭৮।
নেট্রাম সাল্ফ। (৪) ২৭৮।
পাল্সেটিলা। (২) ২০৮। (৩) ৩১৭।
পেট্রসিলিয়াম। (৩) ৩১৫। (৪) ৩৯৭। (৫) ২৩১, ৪৫০।
প্যারিস ব্রাভা। (৩) ৩১৮।
ফেরাম ফস। (৩) ৩১৭।
বার্ব্বেরিস ভল্গা। (৩) ৩১৯।
মার্কুরিয়াস। (৫) ৪৫০।
মার্কুরিয়াস কর। (১) ২৭৩। (৩) ৩১৭। (৪) ৩৯৭।
মার্কুরিয়াস সল। (১) ২৭৩। (২) ২০৮। (৩) ৩১৬, ৩১৭। (৪) ৩৯৭।
লাইনেরিয়া। (৩) ৩১৫।
ষ্টিগমেটা। (৫) ৪৫৭।
ষ্টিলিঞ্জিয়া। (৪) ৪৩২।

banglabooks.in

সার্সাপেরিলা। (৩) ৩১৮।
সাল্‌ফার। (৩) ৪৬, ৩১৮। (৪) ৩৯৭।
সিপিয়া। (৫) ৪০৪।
হাইড্র্যাষ্টিয়া। (৩) ৩১৮।
হায়সায়ামাস। (৩) ৩১৬।

৭। বাঘী, ব্রঙ্ক বা বিউবো, বিউবন।

এলুমিনা। (৩) ৪১৩। (৫) ৮১।
কার্ব্ব এনি। (৫) ৩০২, ৫১০।
ব্যাডিয়াগা। (৩) ৪১৩। (৫) ৩০২।
মার্ক কর। (১) ২৭৩।
মার্ক বিন-আই। (১) ২৭২।

২৬। রসবাতাদি রোগ।

১। গাউট বা ক্ষুদ্রবাত।

আর্ণিকা। (৩) ৭০।
একটিয়া স্পাই। (৩) ৭০, ৭১। (৫) ১৩।
এণ্টিম ক্রুড। (৩) ১৫৫
এমনিয়াম ফস। (৫) ২৯।
কলফাইলাম। (৩) ৭০, ৭১। (৫) ১২, ৪২২
কলসিস্থ। (৩) ১৯৬।
কল্‌চিকাম। (২) ২২০। (৩) ৬৮, ৭১ (৪) ৩৪৮। (৫) ৪২২।
কষ্টিকাম। (৩) ১৯৬।
কাল্‌কেরিয়া কার্ব্ব। (৩) ২৯১।
ক্যাল্মিয়া ল্যাটি। (৩) ৭০, ৭১।
গুয়েইয়াকাম। (৩) ১৯৬।
নাক্‌স্‌ ভমিকা। (৩) ৭০।
পাল্‌সেটিলা। (৩) ৭০।
বেঞ্জোইক এসিড। (৫) ২৯।
ব্রায়নিয়া। (৩) ৭০।
মেজরাইনাম। (৫) ৩৩৬।
রডডেণ্ড্রন। (৩) ৭০, ৭১।
রাসটক্স। (৩) ২৯১।
লাইকোপড। (৫) ২৯।
লিডাম। (৩) ৭০, ৭১, ১৯৬। (৫) ৪২২, ৪২৩।
ষ্টাফিসেগ্রিয়া। (৫) ২৯।
সিপিয়া। (২) ২৯৯।

২। গ্রীবাস্তম্ভ বা টর্টিকলিস।

কষ্টিকাম। (৩) ৩৩৭।
ক্যাল্কেরিয়া কার্ব্ব। (৪) ৩৪৮।
ডাল্‌কামরা। (৩) ৪৫৭।
নাক্‌স্‌ ভমিকা। (৩) ৩৩৭।
পেট্রলিয়াম। (৫) ৫৬০।
বেলাডনা। (৩) ২৯১, ৩৩৭।
রাস্‌টক্স্‌। (৪) ৩৪৮।

৩। জানুসন্ধিরোগ বা ডিজিজেজ অব দি নি-জইণ্ট—সাইনভাইটিস বা শিবামুণ্ড প্রভৃতি।

এনয়াডিয়াম। (১) ৪০০।
এপিস। (১) ১৩৯।
কল্‌চিকাম। (৫) ৪২৪।
কাল্‌কে হাইপ-ফস। (৫) ১৯০।
পাল্‌সেটিলা। (১) ৪০০।
ফস্‌ফরাস। (৪) ২৫৫।
সাইলিসিয়া। (৪) ২৫৫।
সাল্‌ফার। (৩) ৩৮।

৪। পৃষ্ঠ-শূল, পৃষ্ঠ-বেদনা বা ব্যাক-এক।

ইস্কুলাস হাইপ। (৫) ৫০২।
একনাইটাম। (৪) ৩৩৬।

banglabooks.in

এব্রোটেনাম। (৫) ১০৩।
ক্যালি কার্ব্ব। (৪) ৩৩৬।
ক্যাল্কে ফ্লুয়োরিকা। (৫) ১৮৯, ১৯০।
চাইনি সাল্ফ। (৪) ২৩৬।
নাক্স ভমিকা। (৪) ২৩৬।
নেট্রাম মিউ। (৪) ২৩৬।
পালসেটিলা। (১) ৪০০। (২) ১৯৭।
পেট্রলিয়াম। (৪) ৩৩৬।
ফসফরাস। (৪) ২৩৫, ২৩৬।
রডডেণ্ড্রন। (৪) ৩৩৬।
রাসটক্স। (৪) ৩৩৫, ৩৩৬।
রুটা গ্র্যাভি। (৪) ৩৩৬।
লাইকোপড। (৪) ২৩৬।
লিডাম। (৪) ৩৩৬।
ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া। (৪) ৩৩৬।
সিকেলি। (৪) ২৩৬।
সিপিয়া। (২) ৩০০।
হাইপেরিকাম। (৪) ৩৩৬।

৫। পেশীবাত এবং পেশীশূল।

এক্টিয়া রেসি। (৫) ১১, ১২।
নাক্স্ ভমিকা। (৫) ১১।
ব্রায়ওনিয়া। (১) ১৪৩।

৬। রসবাত বা রিউম্যাটিজম—তরুণ এবং পুরাতন (কণ্ডুরা সংকোচনাদি।)

আর্ণিকা। (৩) ৭০, ২৯১। (৪) ৩৪৭।
একনাইটাম। (১) ৩৬, ৩৮, ৩৯। (৫) ১২।
এক্টিয়া রেসি। (৫) ১১, ১২।
এক্টিয়া স্পাই। (১) ১৪৪। (৩) ৭০, ৭১। (৫) ১২, ১৩।
এনাকার্ডিয়াম। (৪) ৩৪৭।
এণ্টিম ক্রুড। (৩) ১৫৫।
এপিস। (৪) ৩১০।
এমনিয়াম কষ্টি। (৫) ৯৮।
এমনিয়াম ফস। (৫) ৯৮।
এমনিয়াম মিউ। (৫) ৯৬।
কলফাইলাম। (১) ১৪৪। (৩) ৭০, ৭১। (৫) ১২, ৪২২।
কলসিন্থ। (৩) ১৯২, ১৯৬, ৩৪৪।
কল্চিকাম। (১) ১৪৪, ১৪৫। (২) ২২০। (৩) ৬৮—৭১। (৪) ৩৪৮। (৫) ৪১৬, ৪১৯, ৪২২।
কষ্টিকাম। (৩) ১৯৬, ৩৪৪, ৩৪৫। (৫) ৩০৬, ৪৮১।
কোনায়াম। (৪) ৩৪৭।
ক্যামমিলা। (২) ৩৭৬।
ক্যালি নাই। (৫) ১৪২।
ক্যালি বাই। (২) ২২০।
ক্যালি সাল্ফ। (২) ২২০।
কাল্কেরিয়া আই। (৫) ৫০
ক্যাল্কেরিয়া কার্ব্ব। (৩) ২৯১। (৪) ৩৪৮।
ক্যাল্কেরিয়া ফস। (৫) ১৮৭, ১৮৮।
ক্যাল্কেরিয়া ফ্লুয়োর। (৪) ৩৪৯।
ক্যাল্মিয়া ল্যাটি। (২) ২২০। (৩) ৭০, ৭১। (৪) ৩৪৮। (৫) ৪১৯, ৪২০।
গুয়েইয়াকাম। (৩) ৩৪২। (৫) ৩০৬।
চেলিডনিয়াম। (১) ৩৮২।
জেল্সিমিয়াম। (৪) ৮৬।
ডাল্কামারা। (৩) ৪৫৭। (৫) ৪২০।
থুজা। (২) ২২১।
নাক্স্ ভমিকা। (৩) ৭০, ৭১
নাক্স্ মস্কেটা। (৫) ৪৭৭।
নেট্রাম মিউ। (৫) ৩০৬।
ষ্ট্যাফিলিয়াম। (৫) ১০৭।

পাল্‌সেটিলা। (২) ২১৯, ২২০। (৩) ৭০, ৭১। (৫) ১২।
পেট্রলিয়াম। (৫) ৫৬০।
ফাইটলেক্কা। (৫) ৪৯৯, ৫০০।
ফেরাম। (২) ২২১, ৩৭৬। (৪) ৩৪৮। (৫) ৪৭৭।
ফেরাম ফস। (৫) ৪৭৭।
ফেরাম মেট। (৫) ৪৭৭।
ব্রায়নিয়া। (১) ১৪৩, ১৪৪। (২) ২২০। (৩) ৭০। (৪) ৩৪৫, ৩৪৬।
ভায়লা ওড। (১) ১৪৪।
ভেরেট এল্‌। (২) ৩৭৬।
মার্কুরিয়াস। (৫) ৫০০।
মেডরাইনাম। (৫) ৩৩৬।
ম্যাগ্নেসিয়া কার্ব্ব। (৫) ৪৭৭।
রডডেণ্ড্রন। (৩) ৭০, ৭১। (৪) ৩৪৬। (৫) ৪১৯, ৪২০।
রাস্‌টক্স্‌। (১) ১৪৪। (২) ৩৫৩, ৩৭৬। (৩) ২৯১, ৩৪৪। (৪) ৩৪৫—৩৪৯। (৫) ১১, ৪১৯।
রাস্ রেডি। (৪) ৩৪৮।
রেণাঙ্কুল বাল্‌। (৫) ১২।
লাইকোপড। (২) ২২১। (৪) ৩৪৮।
লিডাম। (১) ১৪৪। (৩) ৭০, ১৯৬। (৪) ১২০, ৩৪৮। (৫) ৪১৯, ৪২০, ৪২২, ৪২৩।
লিথি কার্ব্ব। (৫) ৪১৯।
ল্যাক্ কেনি। (৫) ২৮৭।
ষ্টিলিঞ্জিয়া। (৫) ৪৩২।
সাইলিসিয়া। (৪) ১২০। (৫) ১৮৮, ৫০০।
সার্সা পেরিলা। (৫) ৪৮৩।
সাল্‌ফার। (২) ২২০। (৩) ৪৯।
সিঙ্কনা। (৩) ৯৭।
সিফিলিনাম। (৫) ৩৪০, ৩৪১।
সিমেকস্‌ ল্যাক্ট। (৫) ৩০৫, ৩০৬।
সাঙ্গুইনেরিয়া। (৫) ৪৭৬, ৪৭৭।

৭। লাম্বেগো বা কটিবাত।

আর্নিকা। (৪) ৩৩৬।
আর্সেনিকাম। (২) ৭৮।
একনাইটাম। (৪) ৩৩৬।
এণ্টিম টার্ট। (৪) ৩৩৬।
ক্যালি কার্ব্বনিকাম। (৪) ৩৩৬।
ক্যাল্‌কেরিয়া ফ্লুয়ো। (৫) ১৮৯, ১৯০।
নেট্রাম মিউ। (৪) ৩৩৬।
বেলাডনা। (১) ৭৫।
ব্রায়নিয়া। (৪) ৩৩৭।
ভ্যালেরিয়ানা। (৫) ৪৮৫।
রডডেণ্ড্রন। (৪) ৩৩৬।
রাস্‌টক্স। (৩) ২৯১। (৪) ৩৩৫, ৩৩৬।
লিডাম। (৪) ৩৩৬।
ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া। (৪) ৩৩৬।
সাল্‌ফার। (৪) ৩৩৬।
হাইপেরিকাম। (৪) ৩৩৬।

৮। সন্ধি-বাত বা আর্থ্রাইটিক ইনফ্লামেশন-হিপ্ ডিজিজ ও নি-ডিজিজ্‌ প্রভৃতি।

এপিস। (১) ১৩৯।
কলসিন্থ। (৩) ১৯২।
কল্‌চিকাম। (১) ১৪৪, ১৪৫। (৫) ৪২৩
পাল্‌সেটিলা। (২) ২২০।
ফস্‌ফরাস্‌। (৪) ২৫৫।
ব্রায়নিয়া। (১) ১৩৯, ১৪৩, ১৪৪। (৫ ৪২৩।
ভায়লা ওড। (১) ১৪৪।
মেডরাইনাম। (৫) ৩৩৬।
লিডাম। (১) ১৪৪। (৫) ৪২৩।

banglabooks.in

ষ্ট্র্যামনিয়াম। (১) ৩০৮।
সাইলিসিয়া। (৪) ২৫৫।
সাল্‌ফার। (৩) ৩৮।
সিফিলিনাম। (৫) ৩৪০, ৩৪১।

৯। সন্ধিরোগ — সন্ধির দুর্ব্বলতা এবং নিম্নচুয়াল ঝুলিয়া পড়া প্রভৃতি সন্ধিস্খলন।

ইগ্নেসিয়া। (৪) ৩৪৯।
এনাকার্ডিয়াম। (১) ৪০০।
পেট্রলিয়াম। (৪) ৩৪৯। (৫) ৫৬০।
প্লাম্বাম। (৫) ৫৪১।
রাস্‌টক্‌স। (৪) ৩৪৯।

১০। সাইনভাইটিস বা মাস্তক-প্রদাহ।

আইওডিয়াম। (৪) ৩১০।
একনাইটাম। (৪) ৩১১।
এপিস। (১) ১৩৯। (৪) ৩১০, ৩
কল্‌চিকাম। (৫) ৪২৪।
কষ্টিকাম। (৩) ৩৪৫।
ক্যালি আই। (৪) ৩১০।
ক্যাল্কে কার্ব্ব। (৩) ২৯১।
ক্যাল্কে হাইপ-ফস। (৫) ১৯০।
পালসেটিলা। (১) ৪০০।
বেলাডনা। (৪) ৩১১।
ব্রায়নিয়া। (১) ১২৭, ১৩৬, ১৩৯। (৪) ৩১০, ৩১১।
লিডাম। (৩) ৩৪৫। (৫) ৪২৩, ৪২৪।
সাল্‌ফার। (১) ১৩৯। (৩) ৪৯।

২৭। ক্ষয়রোগ বা ওয়েষ্টিং ডিজিজ্‌।

আইওডিন। (৫) ১০৪।
আর্জেন্ট নাই। (৫) ১০৪।
এব্রোটেনাম। (৫) ১০৩, ১০৪, ১৭৮, ৪৮৩।
এমনিয়াম মিউ। (৫) ১০৪।
এসেটিক এসিড। (৫) ১০৪।
ওলিয়েণ্ডার। (৫) ৪৫৫।
ক্যালি ফস্‌ফরিকা। (৫) ১৪৬।
ক্যাল্কেরিয়া আই। (৫) ১৮৭।
ক্যাল্কেরিয়া কার্ব্ব। (৩) ৪৮। (৫) ৩৪৭
ক্যাল্কেরিয়া ফস্‌। (৫) ১৮৭।
টুবার্কুলিনাম। (৫) ১০৪।
নেট্রাম মিউ। (৫) ১০৪।
ফস্‌ফরাস্‌। (৩) ৪৮।
লাইকপডিয়াম। (৫) ১০৪।
সার্সাপেরিলা। (৫) ১৪০।
সালফার। (৩) ৪৮।
সিকেলি। (৫) ৩৭৩, ৩৭৪।
সেনিকুলা। (৫) ১০৪।

১১। মস্তিষ্ক-মেরুমজ্জাদি স্নায়বীয়রোগ।

১। মানসিক রোগ বা মেণ্টাল ডিরেঞ্জমেণ্ট

১। অবসাদবায়ু, চিত্তোদ্‌বেগ বা হাইপকণ্ড্রিয়াসিস।

আর্সেনিকাম। (২) ১৪৪।
ইগ্নেসিয়া। (২) ১৪৪, ১৪৬।
ইথুসা সাই। (২) ২৫২।
এক্টিয়া রেসি। (৫) ৬, ৭।
এনাকার্ডিয়াম। (১) ৩৯৫, ৩৯৬।
এপিস। (২) ২৫২।
এলুমিনা। (৪) ২৭। (৫) ৭।
ক্যামোমিলা। (৫) ২৭।
ক্যাল্কেরিয়া কার্ব্ব। (৩) ২৭৩।
চেলিডনিয়াম। (১) ৩৭৭।

banglabooks.in

নাক্স ভমিকা। (২) ১৪৩, ১৪৪, ২৫৩।
নেট্রাম কার্ব্ব। (২) ২৫৩।
নেট্রাম মিউ। (২) ১৪৪, ২৫২।
পাল্‌সেটিলা। (৪) ২৭।
প্ল্যাটিনাম। (৩) ২৪১।
ফস্‌ফরাস্‌। (৪) ২৩৩।
। (২) ২৫২।
বেলাডনা। (৩) ২৪১।
ভিরেট্রাম এল্‌। (৩) ২৪১।
মার্কুরিয়াস। (২) ১৪৪।
মেলিলোটাস। (৫) ২৪৪।
লাইকোপডিয়াম। (২) ১৪৪। (৩) ২৪০।
ল্যাকেসিস। (৪) ২৪, ২৫, ২৬। (৫) ৭৮।
ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া। (৫) ২৭।
সাল্‌ফার। (২) ১৪৪। (৩) ২৮, ২৪১, ২৭৩, ৪৩৬। (৫) ৭৮।
সিপিয়া। (৪) ২৭।
সোরিনাম। (৩) ৪৩৬।

২। আত্মহত্যাকরণেচ্ছা বা সুইসাইড্যাল মেনিয়া।

অরাম। (১) ২২৭। (২) ৪৯। (৪) ৪৬১, ৪৬২।
অরাম মিউ। (৪) ৪৬১।
আর্সেনিকাম। (২) ৪৯। (৪) ৪৬২।
এক্টিয়া রেসি। (৫) ৬।
এন্টিম ক্রু। (৪) ১৬৫।
নাইট্রিক এসিড। (২) ১১৫। (৪) ১৬৫, ৪৬১।
নাক্স্‌ ভমিকা। (২) ১১৪। (৪) ৪৬১।
নেট্রাম সাল্‌ফ। (২) ১১৪।
স্কাজা ট্রিপু। (৪) ৪৬১।
মার্কুরিয়াস। (১) ২২৩।
সিপিয়া। (৪) ৪৬২।
হায়সায়ামাস। (১) ৩৪৪।
হিপার সাল্‌ফ। (১) ১৫৯। (৪) ৪৬১।

৩। উন্মাদরোগ বা ইন্‌স্যানিটি—একুট মেনিয়া, মনোমেনিয়া বা একাশ্রয়োন্মাদ, ধর্ম্মোন্মাদ, কামোন্মাদ এবং ডিমেন্‌সিয়া বা বুদ্ধি-হ্রাসতা প্রভৃতি।

অরাম। (২) ৪৯।
আর্জেন্টোম নাই। (৪) ৪৩৮।
আর্সেনিকাম। (২) ৪৮।
ইগ্নেসিয়া। (২) ১৯৪। (৪) ২৭৫।
একনাইট। (১) ১৮। (২) ৪৯।
এগারিকাস মাস্ক। (১) ২৯৬। (৪) ২৭, (৫) ৩৯৩।
এগ্নাস ক্যাষ্ট। (১) ৩৪৬।
এনাকার্ডিয়াম। (১) ৩৯৬। (৪) ২৭, ১৬৫।
এন্টিম ক্রু। (৪) ১৬৫।
ওপিয়াম। (৩) ৩৬৯।
কুপ্রাম। (৪) ১৪২।
ক্যানাবিস ইণ্ড্‌। (৫) ৪৪৮।
ক্যান্থারিস। (১) ৩২৬, ৩৪৭। (৩) ৩০৪, ৩০৫। (৪) ১৪২।
ক্যাম্ফর। (৫) ৪৪৫।
ক্যালি ব্রোম। (৫) ১৫১।
ক্যাল্কেরিয়া ফস্‌। (৫) ৭।
ট্যারেন্টিক কুবেন্‌স্‌। (৫) ৩১১।
থুজা। (৪) ২৭৫। (৫) ১৬২।
নাইট্রিক এসিড। (৪) ১৬৫।
পাইক্রিক এসিড। (৪) ২০০।

banglabooks.in

পাল্সেটিলা। (২) ১৯৩, ১৯৪।
প্যারিস কোয়া। (৪) ২৭।
প্ল্যাটিনাম। (১) ৩৪৭। (৪) ১৪২। (৫) ২৯৮, ৫২২, ৫২৩।
ফস্ফরাস্। (১) ৩৪৭। (৪) ২৩২, ২৩৩, ২৭৬।
ফস্ফরিক এসিড। (৪) ২০০, ২০১।
বেলাডোনা। (১) ৭৩, ২৩৬, ২৯৫, ২৯৭, ৩২৫, ৩৪০—৩৪৩। (৪) ১৪৯, ১৪২।
ব্যাপ্টিসিয়া। (৪) ২৭৬।
ভেরেট্রাম এল্। (১) ১৯৭, ৩২৫, ৩৪৭। (২) ৪৯। (৪) ১৪০, ১৪১, ১৪২।
মস্কাস। (৫) ২৮১।
মার্কুরিয়াস। (১) ২৩৫, ২৩৬, ২৩৭।
মিউরেক্স। (৫) ২৯৬, ২৯৮।
মিলিফোলিয়াম। (৫) ২৪৪।
মেলিলোটাস। (৫) ২৪৪।
লিলিয়াম টাই। (৫) ২৯৮।
ল্যাকেসিস। (১) ২৯৬। (৪) ২৪, ২৫, ২৬, ১৪২।
ষ্ট্রামনিয়াম। (১) ৫৭, ৭৩, ২৮৪, ২৯৫, ২৯৬, ২৯৭, ৩২৫, ৩৪০—৩৪৩, ৩৪৭। (৪) ২৬, ১৪০, ১৪২, ২৭৬।
সাল্ফার। (৩) ৩৮, ২৯।
সিফিলিনাম। (৫) ৩৪১।
স্যাবাডিলা। (৫) ১৬২।
হায়সায়ামাস। (১) ৭৩, ২৯৭, ৩৩২, ৩৪০—৩৪৪, ৩৪৬, ৩৪৮। (৪) ২৭, ১৪২। (৫) ১৫১, ৫২৩।

৪। গুল্ম-বায়ু, মূর্চ্ছাবায়ু, অপস্মার বা হিষ্টিরিয়া।

আর্সেনিকাম। (৫) ১৪৫।
ইগ্নেসিয়া। (২) ১৯৫, ৩৪০, ৩৪১, ৩৪৪, ৩৪৭। (৫) ২৮১, ৩০৯, ৪৭৭, ৪৮৫, ৫২৩, ৫৫২।
একনাইট্। (১) ১৮, ৩২, ৩৩।
এক্টিয়া রেসি। (৪) ২৭।
এগারি মাস্ক। (৪) ২৭।
এগ্নাস ক্যাষ্ট। (৫) ১৪৫।
এনাকার্ডিয়াম। (১) ৩৯৫। (৫) ১৪৫।
এপিস। (৪) ৩০০।
এলুমিনা। (৫) ৭৮, ৭৯।
এসাফিটিডা। (২) ৩৪১। (৫) ২১৯, ২২০, ২৮১।
ককুলাস ইণ্ড। (৫) ১৪৫, ২৮১।
কফিয়া। (১) ৩২। (৫) ৫৫২।
কলফাইলাম। (৫) ১৪৫।
কষ্টিকাম। (৩) ৩৩৬।
ক্যাক্টাস গ্র্যাণ্ড। (৫) ১৪৫।
ক্যালি ফস্। (৫) ১৪৫।
ক্যাষ্টরিয়াম। (৫) ২৮১।
ক্রোকাস স্যাট। (৫) ৩৯২, ৩৯৩।
জিঙ্ক ভ্যালেরি। (৫) ৩১১।
জেল্সিমিয়াম। (৪) ৭৯।
ট্যারেণ্টুলা কুবেন্স্। (৫) ৩১০ ৩৯৩, ৪৮৫।
থিরিডিয়ন। (৫) ৩১০।
থুজা। (৫) ৫৫২।
নাক্স্ ভম। (২) ১৪৪। (৫) ৪৭৭, ৪৮৫।
নাক্স্ মস্ক। (২) ৩৪২। (৫) ২৮১, ৫৫৪।
পাল্সেটিলা। (২) ১৯৪, ১৯৫। (৫) ৭৮।
প্যারিস কোয়া। (৪) ২৭।
প্যালাডিয়াম। (৫) ২৮২।
প্ল্যাটিনাম। (১) ৩৫২। (৫) ৫২২, ৫২৩।
ফসফরাস। (২) ৩৪৫। (৫) ৪৭৭, ৪৮৫।
প্রুনাস স্পাই। (৫) ৫৪৯।

banglabooks.in

বেলাডনা। (১) ৭৪। (২) ৩৪২।
ভেরেট্রাম এল্। (৪) ১৪২।
ভ্যালেরিয়ানা। (২) ৩৪১, ৩৪৫। (৫) ৪৭৭, ৪৮৪, ৪৮৫।
ভ্যালেরিয়ানেট অব জিঙ্ক। (২) ৩৪২।
মস্কাস। (২) ৩৪১। (৫) ২৮১, ২৮২।
মাইগেল। (৫) ৩১০।
মার্কুরিয়াস। (১) ২৩৫।
ম্যাগ্নেসিয়া মিউ। (৫) ২২০।
ল্যাক কেনিনাম। (৫) ২৮৭।
ল্যাকেসিস। (৪) ২৪।
ষ্টিক্টা। (৫) ১৪৫।
ষ্ট্রামনিয়াম। (১) ৭৪, ২৮৪, ৩০২, ৩৪৮, ৩৯৫। (৪) ২৭।
সাইকুটা ভি। (৫) ৩৯৩।
সাল্‌ফার। (৩) ২৯। (৪) ৭৯। (৫) ৭৮।
সিড্রন। (৫) ৫৫৮।
সিপিয়া। (২) ১৯৫, ২৯৬, ২৯৭। (৫) ৭৮।
স্যাঙ্গুইনেরিয়া। (৫) ৪৭৭, ৪৭৮, ৪৮৫।
হায়সায়ামাস। (১) ৭৪, ৩৫২। (২) ৩৩৮। (৪) ২৭।

৫। গৃহবিরহাতুরতা বা হোম-সিক্‌নেস।

ক্যাপ্‌সিকাম। (৫) ২৬৫।
ক্লিমেটিসাই। (৫) ১৪।
ফস্‌ফরাস। (৬) ৪৭৭, ৪৮৫।
ফস্‌ফরিক এসিড। (২) ২৯৬। (৪) ২০০।
বেলাডনা। (১) ২৩৬।
মার্কুরিয়াস। (১) ২৩৬।

৬। জলাতঙ্করোগ বা হাইড্র-ফবিয়া।

ক্যান্থারিস। (১) ৩৪৯। (৩) ৩০৪, ৩০৫।
বেলাডনা। (১) ৭৪, ২৮০, ২৯৪, ৩০০, ৩৪৯।
লাইসিন (খেপাকুকুরের মুখের লাল।) (১) ২৮৫।
ল্যাকেসিস। (৪) ২৪।
ষ্ট্রামনিয়াম। (১) ২৮০, ২৮৪, ২৯৪, ৩০০, ৩০১, ৩৪৯।
:। (১) ৩৪৯।
হায়সায়ামাস। (১) ৩২১, ৩৪৮, ৩৪৯। (৪) ২৭।

৭। প্রলাপ বা ডিলিরিয়াম।

এ ক্টিয়া রেসি। (৫) ৬।
এগারিকাস মাস্ক। (১) ২৯৬। (৫) ৩৬১।
কুপ্রাম। (৩) ২০৪।
ক্যাম্ফর। (৫) ৪৪৫।
থুজা। (১) ৩০৪।
পাল্‌সেটিলা। (১) ৩০৪।
পেট্রলিয়াম। (১) ৩
প্লাম্বাম। (৫) ৫৪০।
বেলাডনা। (১) ৫৩, ৬৬, ৭১, ১৩৩, ১৩৪, ২৭৭, ২৯১, ৩১৪। (৩) ২০৪। (৫) ৫৪০।
ব্যাপ্টিসিয়া। (১) ৩০৪।
ব্রায়নিয়া। (১) ১৩৩, ১৩৪, ১৩৫।
ল্যাকেসিস। (১) ২৯৬।
ষ্ট্রামনিয়াম। (১) ৭১, ২৭৬, ২৭৭, ২৭৮, ২৮০, ২৮২, ২৮৪, ২৮৫, ২৮৬, ২৯১, ২৯৩, ২৯৫, ২৯৬, ৩০৪, ৩১৪, ৩৩৩।
সিকেলি। (১) ২৭৬।
হায়সায়ামাস। (১) ৭১, ১৩৪, ২৭৭, ২৯১, ৩১৪, ৩২০, ৩২১, ৩৩২, ৩৩৩, ৩৩৫। (৩) ২০৪।

৮। বিষাদোন্মত্ততা বা মেলাঙ্কলিয়া।

অরাম। (৪) ৪৬১, ৪৬২।
আইওডিয়াম। (৫) ৭৮।
আর্জেণ্টাম নাই। (৪) ৪৩৮, ৪৬২।

banglabooks.in

আর্সেনিকাম। (২) ৪৯। (৪) ৪৬২৹।
ইগ্নেসিয়া। (৫) ২০০।
এক্টিয়া রেসি। (৫) ৬।
এনাকার্ডিয়াম। (১) ৩৯৩।
এণ্টিক ক্রু। (৩) ১৫১।
এলুমিনা। (৫) ৭৮, ৭৯।
কোনায়াম। (৫) ২২৬।
ক্যাঙ্কেরিয়া কার্ব্ব। (৩) ২৭৩। (৫) ৫৮।
গ্লোনোইন। (৪) ৪৬৩।
জিঙ্কাম অক্সাইড। (৫) ২২৬।
পাল্‌সেটিলা। (২) ১৯৪। (৫) ৭৮।
প্ল্যাটিনাম। (৩) ২৫০। (৫) ৫২৩।
ফস্‌ফরিক এসিড। (৪) ২০০।
বেলাডনা। (৩) ২৫০।
ভেরেট্রাম এ। (৩) ২৫০। (৪) ১৪১।
লাইকপডিয়াম। (৩) ২৪০।
ল্যাকেসিস্। (৪) ২৪। (৫) ৭৮।
ষ্ট্র্যামনিয়াম। (১) ২৯৮।
সাল্‌ফার। (২) ১৪৪। (৩) ২৮, ২৯, ২৫১, ২৭৩।
সিপিয়া। (৪) ৪৬২। (৫) ৭৮।
সিফিলিনাম। (৫) ৩৪১।
সোরিণাম। (৩) ৪৩৬, ৪৩৭।

৯। মদাত্যয়রোগ বা ডিলিরিয়াম ট্রিমেন্‌স্।

আর্সেনিকাম। (১) ২৯৯। (২) ৫০ (৫) ৫৪৫।
একনাইট। (১) ৭৪।
এগারিকাস মাস্ক। (৪) ২৭।
এণ্টিম টার্ট। (৩) ৩৭১। (৫) ৫৪৬।
এভিনা স্যাট। (৫) ৪৫৬।
ওপিয়াম। (১) ৭৪, ২৯৯, ৩০০, ৩৫০ (৩) ৩৭০। (৪) ২৭।
ক্যানাবিস ইণ্ড্। (৫) ৪৪৮।
ক্যাপ্‌সিকাম। (৩) ৩৭১। (৫) ৫৪৬।
ক্যাঙ্কেরিয়া কার্ব্ব। (১) ৭৪, ২৯৯। (৩) ২৭৩।
নাক্স্ ভমিকা। (২) ৫০, ১৪৫। (৫) ৫৪৫।
বেলাডনা। (১) ৭৩, ৭৪, ২৯৯, ৩০০, ৩৪৪, ৩৪৯, ৩৫০। (৩) ২৭৩।
মার্কুরিয়াস্। (১) ২১৪।
রেণাঙ্কু বাল্বো। (৩) ৩৭১। (৫) ১৮।
ল্যাকেসিস্। (১) ২৯৯। (৩) ৩৭০। (৪) ২৪।
ষ্ট্রিক্‌নিয়া। (১) ১৪৫।
ষ্ট্র্যামনিয়াম। (১) ৭৪, ২৯৮, ২৯৯, ৩০০। ৩৪৪, ৩৪৯, ৩৫০। (২) ৫০। (৩) ২৭৩।
সাল্‌ফার। (২) ৫০। (৫) ৫৪৫।
সাল্‌ফুরিক এসিড। (৩) ৩৭১। (৫) ৫৪৫, ৫৫৩।
সিফিলিয়াম। (৫) ৩৩৯।
সিমিসিফুগা। (১) ৩৫০। (৫) ৬।
সোরিণাম। (৫) ২৩৯।
হায়সায়ামাস। (১) ৭৪, ২৯৯, ৩০০, ৩৪০, ৩৪৪, ৩৪৯, ৩৫০। (৪) ২৭।

১০। মানসিক জড়ত্বাদি বিকার বা মেণ্ট্যাল ডিরেঞ্জমেণ্ট।

আয়ডিয়াম। (৫) ৭, ৭৮।
ইগ্নেসিয়া। (৪) ২০০। (৫) ৫৫২।
একনাইট। (৩) ২৮।
এক্টিয়া রেসি। (৪) ২৭। (৫) ৬, ৭।
এগারিকাস মাস্ক। (৪) ২৭।
এনাকার্ডিয়াম। (৪) ২৭।
এলুমিনাম। (৪) ২৭। (৫) ৭, ৭৮, ৭৯।
ওপিয়াম। (৪) ২৭।
কান্থারিস। (৩) ৩০৪, ৩০৫।
ক্যামমিলা। (২) ৩৬৬, ৩৬৭। (৫) ৫৫২।

banglabooks.in

ক্যাল্কেরিয়া কার্ব্ব। (৫) ৬, ৭৮।
ক্যাল্কেরিয়া ফস্। (৫) ৭।
ক্রোকাস স্যাট। (৫) ৩৯৩।
ট্যারেন্টুলা কুবেন্‌স্। (৫) ৩৯৩।
নাইট্রিক এসিড। (৫) ৫৫১।
নাক্‌স্ ভমিকা। (৫) ৭৮।
পাইক্রিক এসিড। (৪) ২০০।
পাল্‌সেটিলা। (৪) ২৭।
প্যারিস কোয়াড্রি। (৪) ২৭।
প্ল্যাটিনাম। (৩) ২৪১। (৫) ৫২২, ৫২৩।
ফস্‌ফরাস্। (৪) ২৩২।
ফস্‌ফরিক এসিড। (৪) ২০০, ২০১।
বেলাডনা। (৩) ২৪১।
ব্যারাইটা কার্ব্ব। (৫) ১৭৪।
ভেরেট্রাম এল। (৩) ২৪১।
লাইকপডিয়াম। (৩) ২৪০।
ল্যাকেসিস্। (৪) ২৪—২৭। (৫) ৭৮।
ষ্ট্র্যামনিয়াম। (৪) ২৭। (৫) ৩৯৩।
সাল্‌ফার। (৩) ২৮, ২৯, ২৪১। (৫) ৪৮।
সিপিয়া। (৪) ২৭।
সিফিলিনাম। (৫) ৩৪১।
হায়সায়ামাস। (৪) ২৭। (৫) ৩৯৩।

১১। সূতিকোন্মাদ বা পিয়র্পিরাল-মেনিয়া।

একনাইট। (১) ৩৪৮।
একটিয়া রেসি। (৫) ৬।
প্ল্যাটিনাম। (১) ৩৪৭।
বেলাডনা। (১) ৩৪৪, ৩৪৮।
ভেরেট্রাম এল। (১) ২৯৮। (৪) ১৪২।
ল্যাকেসিস্। (৪) ২৪, ২৫।
ষ্ট্র্যামনিয়াম। (১) ২৯৮, ৩৪৪, ৩৪৮।
হায়সায়ামাস। (১) ৩৪০, ৩৪৪, ৩৪৮।

১২। স্মরণশক্তির হানি।

এনাকার্ডিয়াম। (১) ৩৯৪।
ওলিয়েণ্ডার। (৫) ৪৫৪।

২। স্নায়বীয় রোগ বা নার্ভাস্ ডিরেঞ্জমেণ্ট।

১। আতপাঘাত বা সান্‌ষ্ট্রোক।

একনাইট। (১) ৩১।
গ্লোনোইন্। (৪) ৭৯।
জেল্‌সিমিয়াম। (৪) ৭৮, ৭৯।
বেলাডোনা। (৪) ৭৮।

২। খল্লী, খাইল, স্থানিক আক্ষেপ বা ক্র্যাম্পস্।

ইগ্নেসিয়া। (২) ৩৩৪।
কুপ্রাম মেট। (৫) ৫৪২।
ক্যালি ফস। (৫) ১৪৬।
জ্যাবরেণ্ডাই। (৫) ৪১২।

৩। তাণ্ডব, নৃত্যরোগ বা কোরিয়া।

আর্সেনিকাম। (২) ৩৯। (৫) ৩০৯।
ইগ্নেসিয়া। (২) ৩৪২, ৩৪৩। (৫) ৩০৫।
এক্টিয়া রেসি। (৫) ৮, ৩৬২।
এগারিকাস মাস্ক। (১) ৮২।
এগারিসিন। (৫) ৩৬১, ৩৬২।
এসাফিটিডা। (২) ৪০৭।
ওপিয়াম। (৫) ৫৩০।
ককুলাস ইণ্ড। (৩) ২১৩।
কষ্টিকাম। (৩) ৩৩৬।
কুপ্রাম। (৩) ২১৩।
ক্যামমিলা। (২) ৪০৭।
ক্যাল্‌কেরিয়া কার্ব্ব। (১) ৮০। (৩) ২৭৫
ক্রোকাস্। (২) ৩৪৩। (৫) ৩১০।

banglabooks.in

চায়না। (৩) ২৭৫।
জিঙ্কাম। (১) ৮২। (৫) ৫৩০।
জিঙ্কাম ভ্যালেরি। (৫) ৫৩০।
জিজিয়া। (৫) ৩০৯, ৩১০।
ট্যারেণ্টুলা কুবেন্‌স্। (২) ৩৪৩। (৫) ৩০৯, ৩১০, ৩৬১।
নাক্স ভমিকা। (৩) ২১৩।
নেট্রাম মিউ। (২) ২৫৬।
পাল্‌সেটিলা। (২) ২৫৬।
ফস্‌ফরাস্। (৩) ২৭৫।
বেলাডনা। (১) ৮০, ৮১, ৩০৪।
ভেরেট্রাম ভিরি। (১) ৮১, ৮১, ৩৫৩।
মাইগেল। (৫) ৩১২।
মার্কুরিয়াস। (১) ২৩৭, ২৩৮।
লরসিরেসাস। (২) ৩৪৩। (৫) ৩১০।
স্কটিলেরিয়া। (২) ৩৪৩।
ষ্টিক্টা। (২) ২৫৬।
ষ্ট্রামনিয়াম। (১) ৮০, ৮১, ৮২, ৩০৪, ৩৫৩।
সাইকুটা। (৩) ২১৩। (৫) ৩৬২।
সালফার। (১) ৮০। (৩) ২৭৫।
সিড্রন। (৫) ৫৫৮।
সিনা। (২) ৪০৬, ৪০৭।
সিপিয়া। (৫) ৩১০।
সোরিনাম। (৩) ২৭৫।
স্যাণ্টোনাইন। (২) ৪০৬।
হায়সায়ামাস। (১) ৮০, ৮২, ৩৫৩।

৪। তোতলামী বা ষ্ট্যামারিং।

ইগ্নেসিয়া। (১) ২৮১।
বভিষ্টা। (১) ২৮১, ৩০৫।
ষ্ট্রামনিয়াম। (১) ২৮১, ৩০৪, ৩০৫।
স্পাইজিলিয়া। (১) ২৮১।

৫। দুর্ব্বলতা বা ডিবিলিটি এবং পেশীদৌর্ব্বল্য।

আর্সেনিকাম। (৩) ১০৮। (৪) ১৮০।
এনাকার্ডিয়াম। (১) ৩৯৪। (৫) ৪৮৯।
এভিনা স্যাটিভা। (৫) ৪৫৬।
এম্ব্রাগ্রিসিয়া। (৪) ২০৬।
এলাম্বাস গ্ল্যাণ্ড। (৫) ৪৭০।
ককুলাস ইণ্ড্। (৫) ৪৮৯।
কল্‌চিকাম। (৩) ৬৪। (৪) ১৮০। (৫) ৪৮৯।
কার্ব্ব ভেজ। (৩) ১০৮। (৪) ১৮০।
ক্যালি কার্ব্ব। (৫) ১৩৫।
ক্যালি ফস্। (৫) ১৪৬।
নাক্স ভমিকা। (৩) ৬৫।
ব্যাপ্টিসিয়া। (১) ১০।
ফস্‌ফরাস। (৩) ১০৮।
ফস্‌ফরিক এসিড। (৩) ১০৮। (৪) ২০৬।
ভেরেট্রাম এল। (৪) ১৮৬।
মিউরিয়েটিক এসিড। (১) ১০। (৪) ১৮০, ১৮১, ১৮৬।
লরসিরেসাস। (৪) ২০৬।
সালফুরিক এসিড। (৪) ১৮৬। (৫) ৫৪৫।
সিঙ্কনা। (৩) ১০৮, ৪৩৫। (৪) ১৯১।
সিলিনিয়াম। (৫) ৪৮৯।
সোরিনাম। (৫) ২০৬।
হায়সায়ামাস। (১) ১০।

৬। ধনুষ্টঙ্কার বা টিটেনাস।

ইগ্নেসিয়া। (২) ১৪৭।
একনাইট। (১) ৭৭। (৫) ১৬৬।
এঙ্গাষ্টুরা। (৫) ১৬৬।
কুপ্রাম। (১) ৭৭। (২) ১৪৭।
ক্যাম্ফোরা। (৫) ৪৯৭।
টেবেকাম। (৫) ২৭০।

banglabooks.in

নাক্স ভমিকা। (২) ১৪৬।
নিকটিনা। (৫) ২৭০।
প্রুনাস স্পাই। (৫) ২৭০, ৫৪৯, ৫৫০।
ফাইজষ্টিগমা। (৫) ২৪২।
ফাইটলেক্কা। (৫) ৪৯৭।
বেলাডনা। (১) ৬০, ৬১, ৭৭, ৭৮। (৫) ১৬৬।
ভেরেট্রাম ভিরিডি। (৫) ১৬৬।
ম্যাগ্নেশিয়া ফস্। (৫) ৩৪৯, ৩৫০।
ষ্ট্রিক্নিয়া। (২) ১৪৭। (৫) ২৭০, ৪৯৭, ৫৫০।
ষ্ট্র্যামনিয়া। (১) ৩০২। (৫) ৩৪৯।
সাইকুটা ভিরোসা। (২) ১৪৭। (৫) ১৬৬, ২৩৪।
হাইড্রসা এসিড। (২) ১৪৭। (৫) ২৭০।
হাইপেরিকাম। (৫) ১৬৬, ৩৫০।
হায়সায়ামাস। (১) ৩২৮, ৩৫১।

৭। নিউরেস্থিনিয়া বা স্নায়বীয় ক্রিয়াদৌর্ব্বল্য।

আর্জেণ্টাম নাই। (৪) ২০১।
এনাকার্ডিয়াম। (৪) ২৩৮।
এলুমিনা। (৪) ২০১।
কাকা। (৪) ২৩৮।
জিঙ্কাম। (৫) ২০১। (৫) ৫৩১।
জিঙ্কাম পাইক্রেট। (৫) ৫৩১।
জিঙ্কাম ফস। (৫) ৫৩১।
নাক্স ভমিকা। (২) ১৯৬।
নেট্রাম মিউ। (২) ২৫৫।
পাল্সেটিলা। (২) ১৯৬।
ফস্ফরাস। (৪) ২৩৭, ২৩৮।
ফস্ফরিক এসিড। (৪) ২০১।
রাস্টক্স্। (৫) ১৫৭।
সাইলিসিয়া। (৪) ১১৩।
সিপিয়া। (২) ১৯৬।
হেলোনিয়াস। (৫) ১৫৭।

৮। নিদ্রাহীনতা বা শ্লিপ্লেস্নেস্ এবং নিদ্রাবিকার।

আর্ণিকা। (৫) ৪৪৯।
ইগ্নেসিয়া। (৩) ৩২০, ৩৩০, ৩৩১।
একনাইট। (১) ৩৫৪।
এভিনা স্যাটিভা। (৫) ৪৪৮।
এম্বাগ্রিসিয়া। (৪) ৮০।
ওপিয়াম। (২) ৩৩৭, ৩৫৩।
ককুলাস ইণ্ড। (২) ৩৩৭। (৩) ৩০।
কফিয়া। (১) ৩৫৫। (২) ৩৩৭। (৪) ৫৫১, ৫৫২।
কল্চিকাম। (৩) ৫৯।
কষ্টিকাম। (২) ৩৫৩।
কুপ্রাম। (৩) ২০৫, ২৪১।
কোকা। (৫) ৪৪৮।
ক্যানাবিস্ ইণ্ড্। (৫) ৪৪৮, ৪৪৯।
ক্যামমিলা। (২) ৩৫৩, ৩৬৮।
ক্যাম্ফর মনব্রোম। (৫) ৪৪৮।
ক্যালি ব্রোমেটাম। (৫) ১৫২।
ক্যাল্কেরিয়া কার্ব্ব। (৩) ২৭৩।
জিঙ্কাম। (৩) ২৪১।
জেল্সিমিয়াম। (১) ৩৫৪। (৪) ৭৯। (৫) ৪৪৯।
নাক্স ভমিকা। (১) ৩৫৪। (২) ১০২, ১১৬। (৩) ২৪১।
নাক্স মস্কেটা। (৫) ৫৫৪।
নেট্রাম মিউ। (২) ২২৮।
পাল্সেটিলা। (২) ১৭২, ১৯৫। (৩) ৩০।
প্যাসিফ্লোরা। (৫) ৪৪৮।
প্ল্যাটিনাম। (৫) ৫২৩।
বেলাডনা। (১) ৩৫৪। (২) ৩৫৩।
ব্রাইওনিয়া। (৪) ৮০।

banglabooks.in

লাইকোপডিয়াম। (৩) ২৪১।
ল্যাক্‌টুকা ভিরোসা। (৫) ১০৮।
ষ্ট্রামনিয়াম। (৩) ২৪১।
সাল্‌ফার। (৩) ৭, ৩০।
সিঙ্কোনা। (৩) ৭৬, ৮৩।
সিফিলিনাম। (৫) ৩৪১।
সিলিনিয়াম। (৩) ৩০।
হায়সায়ামাস। (১) ৩১৫, ৩৫৪।

৯। নিস্পন্দ-বায়ু বা ক্যাটা-লেপ্‌সি।

ক্যানাবিস ইণ্ড্‌। (৫) ৪৪৭।

১০। পক্ষাঘাত বা প্যারালিসিস্‌।

আর্জেন্টাম নাই। (৪) ৮১।
ইগ্নেসিয়া। (২) ৩৪২।
একোনাইট। (১) ৩৩। (৩) ৩৩৮।
এপিস। (৪) ৩০০।
এলুমিনা। (৪) ২৩৬।
এমনিয়াম ফস্‌। (৫) ৯৮।
ওলিয়েণ্ডার। (৫) ৪৫৪।
ককুলাস ইণ্ড্‌। (২) ২৫৬, ৩৪২। (৪) ৩৩৪।
কলিন্‌সোনিয়া। (২) ৩৪২।
কষ্টিকাম। (৩) ৩৩৭, ৩৩৮, ৩৩৯। (৪) ৩৩৪।
কুপ্রাম মেট। (৫) ৫৪১।
কোনায়াম। (৪) ৮১।
ক্যানাবিস ইণ্ড্‌। (১) ৩৪।
ক্যালি ফস। (৫) ১৪৬।
ক্যাল্মিয়া ল্যাটি। (৩) ৩৩৮।
চাইনি সাল্‌ফ। (৪) ২৩৬।
জিঙ্কাম। (৪) ২৩৭। (৫) ৫২৯, ৫৩১।
জেল্‌সিমিয়াম। (৪) ৮০, ৮১।
ডাক্কামারা। (৩) ৩৩৮, ৪৫৩। (৪) ৩৩৪।
নাক্স ভমিকা। (৪) ৮১, ২৩৬।
নেট্রাম মিউ। (২) ২৫৫, ২৫৬, ৩৪২। (৪) ৮১, ৩৩৪।
প্লাম্বাম। (৪) ২৩৭। (৫) ৫৩১, ৫৪০, ৫৪১।
ফস্‌ফরাস। (২) ৩৪২। (৪) ২৩৫, ২৩৬, ২৩৭। (৫) ৫৩১।
ব্যারাইটা কার্ব্ব। (৩) ৩৩৯। (৫) ১৭৫।
মার্কুরিয়াস। (১) ২৩৭, ২৩৮।
মেডরাইনাম। (৫) ৩৩৬।
রাস্‌টক্‌স। (৩) ৩৩, ৩৩৮, ৪৭০। (৪) ৩৩৩, ৩৩৪। (৫) ৫২৯।
ষ্টেনাম। (২) ৩৪২।
ষ্টাফিসেগ্রিয়া। (১) ৩৪।
ষ্ট্রামনিয়াম। (১) ৩০৩।
সাইলিসিয়া। (৪) ১১৪।
সাল্‌ফার। (৩) ৩৩, ৩৩৮। (৪) ৩০০, ৩৩৪।
সিকেলি। (৫) ৩৭২, ৩৭৩।
সিফিলিনাম। (৫) ৩৪১।
হায়সায়ামাস। (১) ৩৫৩।

১১। পক্ষাঘাত—চক্ষু-পুট-পতন।

(চক্ষুরোগ দেখ।)

১২। পক্ষাঘাত—জিহ্বা, ওষ্ঠ গলদেশ প্রভৃতির স্থানিক।

কষ্টিকাম। (৩) ৩৩৮।
জেলসিমিয়াম। (৪) ৮০।
ডাক্কামারা। (৩) ৪৫৩।
প্লাম্বাম। (৫) ৫৪১।
ব্যারাইটা কার্ব্ব। (৩) ৩৩৯।

banglabooks.in

ক্যালি ব্রোমেটাম। (৫) ১৫১, ১৫২।
ক্যালি মিউ। (৩) ৩৩৬।
ক্যাঙ্কেরিয়া। (২) ১৪৬। (৩) ৩০, ২৭৪, ৩৩৬, ১১৩। (৪) ২৯৪।
চাইনিনাম আর্স। (৫) ২৩৪।
নাক্স্ ভমিকা। (২) ১৪৬। (৪) ১১৩। (৫) ২৯৪।
প্রুনাস। (৫) ৫৪৯, ৫৫০।
প্লাম্বাম। (৫) ৫৫০।
বাফো রেনা। (২) ১৪৬। (৪) ১১৩। (৫) ২৯৩, ২৯৪।
বেলাডনা। (১) ৭৮, ৭৯।
ভার্ব্বিনা। (৫) ২১৫।
ষ্টেনাম। (৫) ২৯৪।
। (২) ১৪৬। (৫) ২৩৪।
ষ্ট্র্যামনিয়াম। (১) ৭৮, ৮৯, ৩০২।
সাইকুটা ভি। (১) ৩৫২। (৩) ২১২। (৫) ২৬৪, ২৩৫।
সাইলিসিয়া। (২) ১৪৬। (৫) ১১৩। (৫) ২৯৪।
সাল্ফার। (৩) ৩০, ২৭৪।
সিকেলি। (৫) ৩৭২, ৩৭৩।
সরিনাম। (৩) ৩০।
সোলেনাম কেরো। (৫) ২১৫।
হাইড্রসা এসিড। (১) ৭৮, ৭৯, ৮০।
হায়সায়ামাস। (১) ৭৮, ৭৯, ৩৫১, ৩৫২।
হিপার সাল্ফ। (৩) ৩৩৬।

২৫। মেরুমজ্জা ও তৎসংস্পৃষ্ট রোগ—প্রদাহ ও দৌর্ব্বল্যাদি।

এনাকার্ডিয়াম। (১) ৪০০।
ডাক্কামারা। (৩) ৪৫৩।
মেডোরাইনাম। (৫) ৩৩৬।
সাল্ফার। (৩) ৩৩।

২৬। মেরুমজ্জা ও মস্তিষ্ক-কোমলতা বা সফ্নিং

এম্ব্রাগ্রিসিয়া। (৫) ৩২১।
জিঙ্কাম। (৫) ৫২৯।
নাক্স্ ভমিকা। (২) ১৪২। (৪) ২৩
পাইক্রিক এসিড। (৪) ২৩৫।
ফস্ফরাস্। (২) ১৪২। (৪) ২৩৫।
বাফো রেনা। (৫) ২৯৪।

২৭। মেরুমজ্জের উত্তেজনা বা স্পাইন্যাল ইরিটেশন।

ইগ্নেসিয়া। (২) ৩৪২।
এগারিকাস মাস্ক। (২) ১৪৮। (৫) ৩৬১
ককুলাস ইণ্ড্। (২) ২৫৫। (৫) ৪৮৮ ৪৮৯
কোবাল্ট। (২) ১৪৮, ১৯৭।
ক্যানাবিস্ ইণ্ড্। (২) ১৯৭।
ক্যালি কার্ব্ব। (৫) ১৩২, ১৩৩।
চাইনিনাম সাল্ফ। (৪) ২৩৬। (৫) ৫৩০
জিঙ্কাম। (২) ১৯৭। (৫) ৫৩০।
জিঙ্কাম ভ্যালেরি। (৫) ৫৩০।
জেলসিমিয়াম। (৫) ৭।
ট্যারেণ্টুলা কুবেন্স্। (৫) ১৩৩, ৩১১।
থিরিডিয়ন। (৫) ২৪২।
নাক্স্ ভমিকা। (২) ১৪৮। (৪) ২৩৬।
নেট্রাম মিউ। (২) ২৫৫। (৩) ৩৩৬। (৫ ১৬৭।
পাল্সেটিলা। (২) ১৯৭।
ফসফরাস্। (২) ১৪৮। (৪) ২৩৫, ২৩৬ (৫) ৫৩০।
ফাইজষ্টিগ্মা। (৫) ২৪১, ২৪২।
বেলাডনা। (৫) ৭।
রডডেণ্ড্রন। (২) ১৪৮। (৪) ৩৩৬।

banglabooks.in

লাইকোপার্ডিয়াম। (৪) ২৩৬।
ষ্ট্রিকনিয়া ফস্‌ফরিকা। (৫) ১৩৩, ৩১১।
ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া। (২) ১৪৮।
সাল্‌ফার। (২) ১৪৮। (৩) ৩২। (৫) ৭।
সিকেলি। (৪) ২৩৬। (৫) ৩৭২, ৪৮৯।
সিপিয়া। (২) ১৯৭। (৫) ১৩৩, ৫০২, ৫৩০।
সিমিসিফুগা। (২) ১৪৮, ২৫৫। (৫) ৭, ১৩৩।

২৮। রাইটার্স ক্র্যাম্প বা লেখকের হস্ত-কম্প।

এনাকার্ডিয়াম। (১) ৩৯৫।
জিঙ্কাম। (৫) ৫২৭।

২৯। লোকো-মোটর-এট্যাক্‌সিয়া বা কশেরুকা মজ্জেয় ক্ষয়-রোগ।

আর্জেণ্টাম নাই। (৪) ৪৪০, ৪৪১। (৫) ৭৯।
ইস্কুলাস হাইপ। (৪) ৪৪১।
এমনিয়াম মিউ। (৪) ৪৪১।
এলুমিনা। (৫) ৭৯।
ক্যালি ব্রোমেটাম। (৫) ১৫২।
ক্যালি হাইড্রিয়ডিকাম। (৪) ১৬৬।
জিঙ্কাম। (৪) ৪৪১।
থুজা। (১) ৩০৪।
নাইট্রিক এসিড। (৪) ১৬৬।
নাক্স ভমিকা। (৪) ২৩৭।
পাল্‌সেটিলা। (১) ৩০৪।
পেট্রলিয়াম। (১) ৩০৪।
প্লাম্বাম। (৫) ৫৪০।
ফস্‌ফরাস্‌। (৪) ২৩৭।
ব্যাপ্টিসিয়া। (১) ৩০৪।
মার্কুরিয়াস। (১) ২১৯।
ষ্ট্র্যামনিয়াম। (১) ৩০৪।
সাইলিসিয়া। (৪) ১১৪।
সাল্‌ফার। (৪) ৪৪১।
সিকেলি। (৫) ৭৯, ৩৭২, ৩৭৩।

৩০। শিরঃশূল বা হেডেক—সর্দ্দিজ শোণিতসঞ্চয়ী এবং স্নায়বীয়।

আইরিস ভার্স। (২) ২৫৩, ২৯৮। (৩) ৪৩৮। (৫) ৩৯৫, ৩৯৬।
আর্জেণ্টাম নাই। (১) ৩৮৬। (৪) ৪৩৯, ৪৪০।
আর্সেনিকাম। (২) ৫০, ৫১, ৭৮, ২৯৯।
ইগ্নেসিয়া। (২) ৩১৯, ৩৩৫, ৩৪০। (৪) ১১২, ২৭৪, ৪৪০। (৫) ৫৫২।
থুসা সাই। (২) ৩৮৮।
ইপিক্যাক। (২) ৩৮৮। (৫) ৪০৯।
একনাইট। (২) ৩৩৬।
এক্টিয়া রেসি। (৫) ৫, ৬, ২৪৪।
এনাকার্ডিয়াম। (১) ৩৮৬, ৩৯৩।
এন্টিম টার্ট। (২) ৩৮৮। (৩) ৩১, ১৬৯।
এলো। (৫) ১৯৮।
ওমোস্মডিয়া। (৪) ৭৮।
ওলিয়েণ্ডার। (৫) ৪৫৪।
ককুলাস ইণ্ড। (২) ১৯৩। (৪) ৭৮। (৫) ৪৮৮।
কফিয়া। (৪) ৪৪০। (৫) ৫৫২।
কলসিস্থ। (৩) ১৯০, ১৯১।
কষ্টিকাম। (২) ১৪০, ২৫৪।
কার্ব্ব এনি। (২) ১৯৩।
কার্ব্ব ভেজ। (৩) ৩৯৮।
কার্ব্বলিক এসিড। (৩) ৩১।

banglabooks.in

কুইনাইন। (১) ৫১।
(চাইনি সাল্ফ।)
ক্যানাবিস্ ইণ্ড্। (৫) ৪৮৮।
ক্যামমিলা। (২) ৩৬৭। (৩) ১৯০।
ক্যালি আইওডেটাম। (৩) ৩৯৯। (৫) ১২৪, ১২৫।
ক্যালি বাইক্রম। (২) ২৫৪। (৩) ৩৯৯, ৪৩৮। (৪) ৭৮, ৩৭০, ৩৭১, ৩৭৭।
ক্যাল্কেরিয়া ফস্। (৫) ১৮৫।
ক্যাষ্টরিয়াম। (৫) ২৭৯।
গ্র্যাফাইটিস। (২) ১৪০।
গ্লোনোইন। (১) ৭০। (২) ২৫৩।
চেলিডনিয়াম। (১) ৩৭০।
জিঙ্কাম। (৫) ৫২৯।
জেলসিমিয়াম। (২) ২৫৩, ৩৩৬। (৩) ৩১, ১৭০। (৪) ২৩, ৭৭, ৭৮, ১১২। (৫) ৩৯৬, ৪০০।
টিলিয়া ট্রিফোলি। (৫) ৪০৯।
টুবাকুর্লিনাম। (৫) ৩২৮।
ট্যারেণ্টুলা কুবেন্‌স্। (৫) ৩১৫, ৩২৫।
থিরিডিয়ন। (২) ২৯৮, ২৯৯। (৫) ৩১৪, ৩১৫।
থুজা। (৪) ২৭৪, ২৭৫, ৪৪০। (৫) ৫৪২।
নাক্স ভমিকা। (২) ১৩৯, ১৪০, ১৪১, ২৫৩, ২৯৭, ২৯৮। (৩) ৩৯৮। (৫) ০৯
নেট্রাম মিউ। (১) ১৪৮। (২) ১৪০ ২২৬, ২৫৩। (৩) ৪৩৮। (৪) ৩৭১ (৫) ৪০০।
পলিনিয়া। (৫) ৩৯৬।
পালসেটিলা। (২) ১৯২, ১৯৩, ২৯৮, ২৯৯। (৪) ২৩। (৫) ৩৫৫।
পাইক্রিক এসিড। (৪) ২৩৫।
পেট্রলিয়াম। (৫) ৫৬০।
প্যারিস কায়ড্রি। (৪) ১১২।
প্রুনাস স্পাই। (৩) ১৯১।
প্ল্যাটিনাম। (৫) ৫২৫।
ফস্ফরাস। (৪) ২৩১।
ফস্ফরিক এসিড। (৪) ১৯৯।
ফেরাম মেট। (১) ৭০। (৫) ৫১৩, ৫১৪।
ফেলাণ্ড্রিয়াম। (৫) ২৩১।
বেলাডনা। (১) ৫৩, ৬৮, ৬৯, ৭০, ২০৩, ২৯৫। (২) ২৯৮, ৩৩৫। (৩) ৯২। (৫) ৪০০, ৪৭৫, ৫১৪।
ব্যারাইটা কার্ব্ব। (৫) ১৭৪।
ব্রায়নিয়া। (১) ১৪৮, ১৮৬। (২) ১৪০। (৪) ২৩। (৪) ২৪৪।
ভেরেট্রাম এল। (২) ১৯৩, ৩৩৬।
মার্কুরিয়াস। (১) ২৩৩, ২৩৪। (৩) ৩১, ১৭০
মার্কুরিয়াস আই। (১) ২৩৪।
মিনিয়াস্থিস। (২) ১৯৩। (৪) ১১২।
মেলিলোটাস। (৫) ২৪৪।
ম্যাগ্নেসিয়া ফস্। (৫) ৩৪৯।
ম্যাগ্নেসিয়া মিউ। (৪) ৩৫৪, ৩৫৫।
রেনাঙ্কুলাস বাল্‌বো। (২) ১৯৩। (৫) ১৯।
রেণাঙ্কুলাস স্কিলা।' (২) ১৯৩।
ল্যাক্ ডিফ্লোরেটাস। (৫) ২৯০।
ল্যাকেসিস। (৫) ২১, ২২।
ল্যাক্টিকা ভিরোসা। (৫) ১০৮।
ষ্টন্‌সিয়ানা কার্ব্ব। (৪) ১১২।
ষ্ট্র্যামনিয়াম। (১) ২৯৪।
সাইলিসিয়া। (২) ৩৩৬। (৩) ৪৩৮। (৪) ১১১, ১১২, ৩৭১। (৫) ৩৪৯, ৩৫৫।
সার্সাপ্যারিলা। (৫) ৪৮৩।
সাল্ফার। (৩) ৫, ৩১, ১৭০।
সাল্ফুরিক এসিড। (২) ৩৩৫।
সিঙ্কনা। (১) ৭০। (৩) ৭৬, ৯২। (৪) ২৩।
সিডন। (৩) ১৯০।

banglabooks.in

সিনা। (২) ৪০৫, ৪০৬।
সিপিয়া। (২) ২৯৭, ২৯৮, ২৯৯। (৩) ৩৯৯। (৫) ৬।
সিফিলিনাম। (৫) ৩৪০।
সোরিনাম। (৩) ৪৩৬, ৪৩৭। (৪) ৩৭১।
স্পাইজিলিয়া। (২) ১৯৩। (৩) ১৯০। (৪) ২৭৫। (৫) ৪০০।
স্যাঙ্গুইনেরিয়া। (১) ৭০, ৭১। (২) ২৯৮, ৩৩৬। (৪) ৭৮। (৫) ৩৪৯, ৪০০, ৪৭৪, ৪৭৫।
হাইড্রফবিনাম। (৫) ৩৪১।

৩১। শিরঃশূল—অর্দ্ধশিরঃশূল, আধকপালি মাথাব্যথা বা হেমিক্রেনিয়া বা মেগ্রিম।

আইরিস ভার্স। (২) ২৯৮। (৫) ৩৯৫, ৩৯৬।
আর্জেণ্টাম নাই। (৪) ৪৩৯, ৪৪০।
আর্সেনিকাম। (২) ৫১, ৭৮, ২৯৯।
ইথুসা সাই। (২) ৩৮৮।
ইপিক্যাক। (২) ৩৮৮। (৪) ৪০৯।
কফিয়া। (৫) ৫৫২।
থিরিডিয়ন। (২) ২৯৭।
নাক্স্ ভমিকা। (২) ১৪১, ১৪৫, ২৯৭।
পাল্সেটিলা। (২) ১৯২, ১৯৩, ২৯৮।
প্ল্যাটিনাম। (১) ৭১।
বেলাডনা। (২) ৬৯, ৭০, ৭১। (২) ২৯৮।
মার্কুরিয়াস। (১) ৭১, ২৩৩।
সাইলিসিয়া। (১) ৭১।
স্যাঙ্গুইনেরিয়া। (১) ৭০, ৭১। (২) ২৯৮। (৫) ৩৪৯।
সিপিয়া। (১) ৭১। (২) ২৯৭, ২৯৮, (৫) ৬।
হিপার সালফ্। (১) ৭১।

৩২। শিরঃশূল—বমন বা প্রস্রাব হইলে উপশম।

ইগ্নেসিয়া। (২) ৩৩৫। (৪) ১১২। (৫) ৪৭৫।
একনাইট। (২) ৩৩৬।
জেল্সিমিয়াম। (২) ৩৩৬। (৪) ৭৮, ১১২। (৫) ৪৭৫।
বেলাডনা। (২) ৩৩৫।
ভেরেট্রাম এল্। (২) ৩৩৬।
সাইলিসিয়া। (২) ৩৩৬। (৪) ১১২।
সাল্ফুরিক এসিড। (২) ৩৩৫।
স্যাঙ্গুইনেরিয়া। (২) ৩৩৬। (৫) ৪৭৫।

৩৩। শিরঃশূল—বমনযুক্ত বা সিক-হেডেক।

আইরিস ভার্স। (২) ২৯৮। (৫) ৩৯৬।
ইপিক্যাক। (২) ৩৮৮।
চেলিডনিয়াম। (১) ৩৭৬।
থিরিডিয়ন। (৫) ৩১৪, ৩১৫।
পলিনিয়া। (৫) ৩৯৬।
সিপিয়া। (২) ২৯৭।
স্যাঙ্গুইনেরিয়া। (৪) ৪৪৭, ৪৭৮।

৩৪। শিরঃশূলসংস্রবে দৃষ্টিবিকার বা অন্ধত্ব।

আইরিস ভার্স। (৩) ৪৩৮। (৪) ৩৭১। (৫) ৩৯৬।
ক্যালি বাই। (৩) ৪৩৮। (৪) ৭৮, ৩৭১।
চেলিডনিয়াম। (১) ৩৭৬।
জেল্সিমিয়াম। (৩) ১৭০। (৪) ৭৮। (৫) ৩৯৬।
নেট্রাম মিউ। (৩) ৪৩৮। (৪) ৩৭১।
সিলিকন। (৩) ৪৩৮। (৪) ৩৮১।
সোরিনাম। (৩) ৪৩৮। (৪) ৩৭১।

banglabooks.in

৩৫। শিরোঘূর্ণন বা ভার্টিগো।

আইওডিয়াম্। (৫) ২২৬।
আর্জেণ্টাম নাই। (৪) ৩৩৩।
এম্ব্রাগ্রিসিয়া। (৫) ২২৬, ৩২২।
ওলিয়েণ্ডার। (৫) ৪৫৪।
ককুলাস ইণ্ড্। (৪) ২৩৪।
কষ্টিকাম। (৩) ৩৩৫। (৪) ৩৩২, ৩৩৩।
কোনায়াম্। (৫) ২২৬।
চাইনিনাম সাল্ফ। (৪) ৩৩৩।
চেলিডনিয়াম। (১) ৩৭৬।
জেলসিমিয়াম। (৪) ৩৩৩।
থিরিডিয়ন। (৪) ৩৩৩। (৫) ৩১৫।
নাক্স্ ভমিকা। (৪) ২৩৪।
নেট্রাম স্যালিসিলিকাম। (৪) ৩৩৩।
পালসেটিলা। (৪) ২৩৪।
ফসফরাস। (৪) ২৩৩, ২৩৪।
ফেরাম মেট। (৫) ৫১৪।
বেলাডনা। (১) ৫৩।
ব্রায়নিয়া। (৪) ২৩৪।
রাসটক্স্। (৪) ৩৩২।
ল্যাক কেনিনাম। (৫) ২৮৬।
ল্যাকেসিস। (৫) ২৮৬।
সিঙ্কনা। (৪) ২৩৪।
স্যাঙ্গুইনেরিয়া। (৫) ৪৭৭, ৪৭৮।

৩৬। শিরোলুণ্ঠন বা রোলিং অব দি হেড।

বেলাডনা। (১) ৮৪, ১৩৮।
ব্রায়নিয়া। (১) ১৩৮।

৩৭। সকম্প পক্ষাঘাত বা প্যারালিসিস এজিট্যান্স্।

কুপ্রাম। (৫) ৫৪১।
প্লাম্বাম। (৫) ৫৪১।
মার্কুরিয়াস। (১) ২১৪, ২৩৭, ২৩৮, ২৪১। (৫) ৫৪১।
হায়সায়ামাস। (৫) ৫৪১।

৩৮। সন্ন্যাসরোগ বা এপপ্লেক্সি।

আর্ণিকা। (৩) ১২৫, ১২৬।
একনাইট। (৩) ১২৬।
এপিস। (৩) ৩৭০।
ওপিয়াম। (১) ৭৩। (২) ১৪২, ৩০০, (৩) ১২৬, ৩৬৯, ৩৭০।
কষ্টিকাম। (৩) ৩৩৭।
গ্লোনোইন। (৩) ১২৬।
নাক্স ভমিকা। (২) ১৪১, ১৪২, ৩০০। (৩) ৩৭০।
প্রুনাস স্পাই। (৫) ৫৪৯, ৫৫০।
বেলাডনা। (১) ৭২, ৭৩, ২৩৪। (৩) ১২৬, ৩৭০।
ব্যারাইটা কার্ব্ব। (৩) ৩৩৯। (৫) ১৭৪।
মার্কুরিয়াস। (১) ২৩৫।
সিপিয়া। (২) ১৪২, ২৯৯, ৩০০। (৩) ৩৭০।
হেলিবোরাস। (৫) ৩৮।

৩৯। সর্ব্বাঙ্গীন আক্ষেপ বা কনভালশন (বিবিধ প্রকার)।

ইগ্নেসিয়া। (২) ৩২৬, ৩৩৭, ৩৩৮, ৩৩৯, ৩৪৮।
ইণ্ডিগো। (২) ৩৪৮।
ইপিকাক। (২) ৩৮৮।
এব্সিন্থিয়াম। (৫) ১০৫।
ওপিয়াম। (১) ২৭৯। (২) ৩৬৯, ৩৫২। (৩) ৩৭১, ৩৭২।
কুপ্রাম। (১) ৩০৩। (২) ৩৩৯। (৩) ২২০। (৫) ৫৪২।

banglabooks.in

ক্যান্থারিস। (১) ২৭৯।
ক্যামমিলা। (১) ৭৬, ৭৭। (২) ৩৩৯। ৩৫২, ৩৬৮, ৩৭০।
ক্যাম্ফরা। (৫) ৪৪৫।
ক্যালি কার্ব্ব। (৫) ১৩৫।
ক্যাল্কে কার্ব্ব। (৬) ২৭৫।
গোনোইন। (২) ৩৩৯।
জিঙ্কাম। (১) ৩০৩, ৩০৪।
জেলসিমিয়াম। (৪) ৮৮।
নাক্স ভমিকা। (১) ২৭৯। (২) ১০৩, ৩৫২।
পডফিলাম। ৩৮৭।
প্লাম্বাম। (৫) ৫৪২।
বেলাডনা। (১) ৪৫, ৬১, ৩৬, ১০৪, ১০৬, ২৭৯, ৩০৩, ৩২৬, ৩৫১। (২) ৩৩৮, ৩৩৯। (৩) ২৭৫।
ভেরেট্রাম এল। (২) ৩৩৯।
মেলিলোটাস। (৫) ২৪৪।
ট্রেনাম। (২) ৪০৬।
ষ্ট্রিকনিয়া। (২) ১০৩।
ষ্ট্র্যামনিয়াম। (১) ২৭৯, ৩০২, ৩০৩, ৩২৬। (২) ৩৩৮।
সাইকুটা। (৪) ২৭৯। (২) ৪০৬। (৫) ২৩৫।
সিকেলি। (৫) ৩৭২।
সিনা। (২) ৪০৬।
হাইড্রক্ববিনাম। (৫) ৩৪১।
হায়সায়ামাস। (১) ৭৬, ৭৭, ২৭৯, ৩১৩, ৩১৪, ৩১৭, ৩২৬, ৩৫১। (২) ৩৩৮, ৩৩৯।

৪০। সাইয়াটীকা বা গৃধ্রসী।

আর্ণিকা। (৫) ৩৩৫।
আর্সেনিকাম। (২) ৭৮, ৩৩৮। (৩) ১৯২।
ইউপেটোরিয়াম পার্প্। (৫) ১১৮।
এমনিয়াম মিউ। (৫) ৯৩।
এলো। (৩) ১৯৩।
কফিয়া। (৫) ৫৫২।
কলসিন্থ। (২) ৩৬৮। (৩) ১৯১, ১৯২, ১৯৩। (৫) ১০৭।
কলচিকাম। (৩) ৬৫। (৫) ১২৫।
ক্যামমিলা। (২) ৩৬৮। (৩) ১৯৩।
ক্যালি আইওডেটাম। (৫) ১২৫।
ক্যালি ফসফরিকাম। (২) ২৫৪।
ক্যালি বাই। (৪) ১২৫।
গ্র্যাফাইটিস। (২) ১৯৭।
জেলসিমিয়াম। (২) ৩৬৮।
টেরাপাইনি। (৩) ১৯৩।
টেরিবিস্থ। (৩) ১৯৩।
নাক্স ভমিকা। (২) ১৪৮। (৩) ১৯৩।
নেট্রাম মিউ। (২) ২৫৪।
ন্যাফালিয়াম। (২) ৩৬৮। (৩) ১৯৩। (৫) ১০৭।
পালসেটিলা। (২) ১৯৬।
ফস্ফরাস্। (২) ২৫৪।
ফাইটলেক্কা। (২) ১২৫।
ফেরাম। (২) ১৯৭।
বেলাডনা। (১) ৭৫। (২) ১৯৭।
ব্রায়নিয়া। (৪) ৩০৫।
ভেরেট্রাম এল। (৩) ১৯৩।
মার্কুরিয়াস। (২) ১৯৭।
ম্যাগ্নেসিয়া ফস। (২) ২৫৪।
রাস্টক্স্। (৫) ৩৩৪।
রুটা গ্র্যাভি। (৪) ৩৬৫।
লিডাম। (৪) ৩৩৫।
ষ্টিলিঞ্জিয়াম। (৫) ৪৩২।
সাইলিসিয়া। (২) ২৫৪।
সাল্ফার। (২) ১৯৭, ২৫৪। (৩) ৩৩।

banglabooks.in

সিপিয়া। (২) ১৯৭।
হিপার সালফ। (১) ১৮৫।

৪১। স্নায়বীয় আঘাত বা শক্।

আর্ণিকা। (৫) ৪০।
একনাইট। (১) ২২।
হেলিবোরাস। (৫) ৪০।

৪২। স্নায়বীয় রোগ।

ডালকামারা। (৩) ৪৫৩।
এগনাস স্পাইনোসা। (৫) ৫৪৯, ৫৫০।
রাস্টক্স্। (৩) ৪৫৩।

৪৩। স্নায়ু-শূল বা নিউরেলজিয়া।

আর্জেন্টাম নাই। (৪) ৪৪০।
আর্জেন্টাম মেট। (৫) ৫০৬।
আর্সেনিকাম। (২) ৫১, ৫২। (৩) ৩৩, ৯৩।
একনাইটাম। (১) ৩৩, ৭৫।
একটিয়া রেসি। (৫) ৮।
এমনিয়াম মিউ। (৫) ৯৩।
এলিয়াম সেপা। (৫) ৩৫০।
কলকাইলাম। (৫) ৩৮৪।
কলসিন্থ। (৩) ১৯১।
কলচিকাম। (৩) ৬৫। (৫) ৪০১।
কুপ্রাম আর্স। (৩) ২১৩।
কুপ্রাম মেট। (৩) ২১৩।
ক্যাক্টাস গ্র্যাণ্ডি। (৫) ৫৪৭।
ক্যাপসিকাম। (২) ৫২।
ক্যামমিলা। (২) ৩৬৮।
ক্যালি ক্লোরিকাম। (৫) ১৩৮।
ক্যাল্কেরিয়া কার্ব। (৩) ২৭৫।
ক্যাল্কিয়া ল্যাটি। (৫) ২৫২, ৪১৭, ৪১৮।
চাইনি সালফ। (২) ৫২।
চেলিডনিয়াম। (১) ৩৭৭।
জিঙ্কাম। (৬) ৫৩২, ৫৩৬।
জেলসিমিয়াম। (৪) ৮১।
টেবেকাম। (৫) ২৭১।
ডলিকস্। (৫) ২৩৯।
নাক্স ভমিকা। (৩) ১৯১।
নেট্রাম মিউ। (২) ৫২, ২৫৪
পালসেটিলা। (২) ১৯৬।
প্ল্যাটিনাম। (৪) ৫২৩, ৫২৪।
বেলাডনা। (১) ৭৫, ১৬১, ২৪০। (৩) ৯৩।
ব্যারাইটা এসেটিকা। (৫) ১৭৯।
ভার্বেস্কাম। (৫) ২৫২, ৪১৮।
মার্কুরিয়াস। (১) ২১৯, ২৪০। (৫) ৫২৩।
মেজোরাইনাম। (৫) ৩৩৬।
ম্যাগ্নেসিয়া ফস্। (৫) ৩৫০, ৩৫১।
রাসটক্স্। (৩) ১৯১।
রেণাঙ্কুলাস বাল্বো। (৫) ১৯১।
ষ্টেনাম। (৩) ১৯১। (৫) ৫২৩।
সাইলিসিয়া। (১) ১৬১।
সালফার। (১) ১৬১। (২) ৫২। (৩) ৩৩।
সিঙ্কনা। (৫) ৫২। (৩) ৯৩।
সিডন। (২) ৫২। (৩) ৯৩। (৫) ৫৫৮।
সিফিলিনাম। (৫) ৩৪১।
স্পাইজিলিয়া। (১) ৯৬। (৩) ৬৫। (৫) ৪০০, ৪০১।
হাইপেরিকাম। (৫) ৩৫০।
হিপার সালফ। (১) ১৬১।

৪৪। স্নায়ু-শূল, মুখমণ্ডলের বা প্রসোপ্যালজিয়া, ফেসিয়াম নিউরেলজিয়া।

আর্জেন্টাম নাই। (৪) ৪৪০।
আর্সেনিকাম। (২) ৫১।

banglabooks.in

কল্‌চিকাম। (৩) ৬৫।
ক্যালি ক্লোরিকাম। (৫) ১৩৮।
চেলিডনিয়াম। (১) ৩৭৭।
জিঙ্কাম। (৫) ৫৩২, ৫৩৩।
জেল্‌সিমিয়াম। (৪) ৮১।
টেরেবিন্থ। (৫) ২৭১।
পাল্‌সেটিলা। (২) ১৯৬।
ভার্বেকাম। (৫) ২৫২।
ল্যাকেসিস। (৪) ২২।
সাল্‌ফার। (৩) ৩৩।
স্পাইজিলিয়া। (৩) ৬৫। (৫) ৪০০, ৪০১।
হিপার সাল্ফ। (১) ১৬১।

১২। মূত্র ও মূত্র-যন্ত্র-রোগ।

১। অনৈচ্ছিক, অসাড় এবং নির্ব্বাধ মূত্রস্রাব বা ইন্‌ভলান্টারি ইউরি-নেশন এবং ইমকন্টিনেন্‌স্ অব ইউরিণ।

আর্ণিকা। (৩) ১১৩।
আর্সেনিকাম (১) ৩৫৪।
এপিস। (৪) ৩০৮।
ওপিয়াম। (১) ৩৫৪।
কষ্টিকাম। (১) ৩৫৪। (৩) ৩৪২, ৩৪৩।
জিঙ্কাম। (৩) ৩৪২।
নাক্স্ ভমিকা। (২) ১৬১।
নাইট্রিক মিউ। (২) ২২৭। (৩) ৩৪২।
পাল্‌সেটিলা। ২০৯।
পেট্রোসিলিনাম। (৫) ২৩১।
সিপিয়া। (২) ২৭৩।
সিলা। (৩) ৩৪২।
হায়সায়ামাস। (১) ৩১৪, ৩৫৩।

২। আক্ষেপিক মূত্র-নিঃসরণ বা স্প্যাজমডিক ইউরিনেশন।

নাক্স্ ভমিকা। (২) ১৬১।
ষ্ট্র্যামনিয়াম। (১) ৩০৫।

৩। ইউরিমিয়া বা মূত্র-বিষ-ক্রিয়া।

আর্ণিকা। (৫) ৮৯।
এণ্টিম টার্ট। (৫) ৮৯।
এমনিয়াম কার্ব্ব। (৫) ৮৮, ৮৯।
এরামট্রি। (৫) ৪৬৮।

৪। এলবুমিন্থুরিয়া, ব্রাইটস্ ডিজিজ বা লালা-মেহ।

অরাম। (৪) ৪৬৬, ৪৬৭। (৫) ৫৪৫-৭
আর্সেনিক। (২) ৮৪, ৮৫।
ইউপে পার্পু। (৫) ১১৮।
এপিস। (২) ৩১৩। (৪) ৩০৭।
ক্যান্থারিস। (৩) ৩১২।
ক্যাম্ফরা। (৩) ৩১২।
ক্যালি ক্লোরি। (৫) ১৩৯।
ক্যালি নাই। (৩) ৩১৩।
টেরিবিন্থ। (৫) ৫৫৫।
পাল্‌সেটিলা। (৫) ১৫৭।
ফর্ম্মিকা রুফা। (৫) ৩০৭।
ফস্‌ফরাস্। (৪) ২৫২।
ল্যাক্ ডিফ্লো। (৫) ২৯২।
ল্যাকেসিস। (৪) ৫১।
হিপার সাল্ফ। (১) ১৭১।
হেলোনিয়াস। (৫) ১৫৭।

৫। কিড্‌নি বা বৃক্ককরোগ

অরাম। (৪) ৪৬৬, ৪৬৭।
আর্সেনিকাম। (১) ৩৯৫।
এডনিস ভার্ণালিস। (৫) ১৭।

banglabooks.in

এপসাইনাম ক্যানা। (৫) ২০২।
এপিস। (৪) ৩০৭।
কন্‌ভ্যালেরিয়া মেজ্যাস। (৫) ২০২।
গ্লোনোইন। (৪) ৩৯৫।
ডিজিট্যালিস্। (৪) ৩৯৫।
মেডুসা। (৫) ৩০১।
সার্সাপেরিলা। (৫) ৪৮৩।

৬। কিডনি বা বৃক্কের দানাযুক্ত ক্ষয় বা গ্র্যানুলার ডিজেনারেশন।

অরাম। (৪) ৪৬৬, ৪৬৭।
ক্যালি আইওডি। (৫) ১২৭।
ডিজিট্যালিস্। (৪) ৩৯৫।
প্লাম্বাম। (৪) ৪৬৭।

৭। কিডনি বা বৃক্কের ফ্যাটি ডিজেনারেশন বা বসাশক্তৃতা।

অরাম। (৪) ৪৬৬।

৮। নেফ্রাইটিস্ বা বৃক্কক প্রদাহ।

আর্সেনিকাম্। (২) ৮৪। (৫) ৫৪২।
ইউপেটোরিয়াম পার্প্। (৫) ১১৭, ১১৮।
ক্যান্থারিস্। (৩) ৩১২।
টেরিবিন্থ। (৫) ৫৫৫।
প্লাম্বাম। (৫) ৫৪২।
ফস্ফরাস্। (৪) ২৫২।
ফেরাম আইওডি। (৫) ৫১৬।
মার্ক সল। (৩) ৩১২। (৫) ৫৪২।

৯। নেফ্র্যালজিয়া বা বৃক্কক-শূল।

আর্জেণ্টাম নাই। (৪) ৪৪৬।
নাইট্রিক্ এসিড। (৪) ৪৪৬।
লাইকপডিয়াম। (৫) ৪৮৩।
সার্সাপেরিলা। (৫) ৪৮৩।

১০। বহুমূত্র বা মূত্রমেহরোগ—মধুমেহ বা ডায়াবিটিস্ মেলিটাস্; মূত্র-মেহ, মূত্রাধিক্য বা ডায়াবিটিস ইন্‌সিপিডাস্।

আর্জেণ্টাম নাই। (৪) ৪৪৭।
আর্জেণ্টাম মেট। (৫) ৫০৬।
আর্সেনিকাম। (৪) ২৫৪।
কষ্টিকাম। (৪) ২০৪।
ক্যালি নাইট্রিক। (৫) ১৪১, ১৪২।
ক্রিয়োজোট। (৫) ২৯৮।
নেট্রাম সাল্ফ। (৪) ২৫৪।
প্লাম্বাম। (৪) ২০৪।
ফস্ফরাস্। (৪) ২৫৪।
ফস্ফরিক এসিড। (৪) ২০৩ ২০৪।
বার্বেরিস। (৫) ৩৭৯, ৩৮০।
ভ্যালেরিয়ানা। (৫) ২৯৬।
মিউরেক্স। (৫) ২৯৬, ২৯৮।
ম্যাগ্নেসিয়া ফস্। (৫) ৩৫২।
ল্যাক্ ডিফ্লো। (৫) ২৯০, ২৯১, ২৯২।
স্ট্রোফ্যান্থাস। (৪) ২০৪।
সিলা। (৪) ২০৪। (৫) ২১০।

১১। মূত্রকৃচ্ছ্র বা ডাইসুরিয়া।

আর্সেনিকাম। (৪) ৩০৮।
এপসাইনাম ক্যানা। (৪) ৩০৮।
এপিস। (৪) ৩০৮।
ক্যান্থারিস। (৪) ৩০৮।
ক্যাক্টাস। (৫) ৪৪৫।
ক্যালি নাইট্রিকাম। (৫) ১৪২।
চিমাফিলা। (৫) ৪১৫।

banglabooks.in

নাক্স্ ভমিকা। (২) ১৬১
ভাইবার্ণাম। (৫) ৪৩৬।
ষ্টিগ্ মেটা। (৫) ৪৫৭।

১২। মূত্র-নালীর প্রতিশ্যায়, (ব্যালানোরিয়া) ও প্রদাহ বা ক্যাট্যার এণ্ড ইনফ্লামেশন অব দি ইউরিথ্রা।

ইরিজিয়াম। (৫) ২১৬।
টেরিবিন্থ। (৫) ৫৫৫।
ডরিফোরা। (৫) ৩০৭।
ডিজিট্যালিস। (৪) ৩৯৬, ৩৯৭।
সাল্ফার। (৪) ৩৯৭
হায়সায়ামাস। (৫) ৩০৭।

১৩। মূত্র-পথ হইতে রক্তস্রাব।

সিনিসিয়ো অরি। (৫) ১১২।

১৪। মূত্র-পথে বেদনাদি কষ্ট।

ডিজিট্যালিস। (৩) ২৫৩।
নেট্রাম মিউ। (২) ২২৭, ২৪১, ২৫২।
সার্সাপেরিলা। (২) ২২৭। (৩) ২৫২।

১৫। মূত্র-যন্ত্ররোগ বা ডিজিজেজ্ অব দি ইউরিনারি অর্গ্যান্স্।

এপসাইনাম ক্যানা। (৫) ৪৫৩।
ওপিয়াম। (২) ১৬১।
কষ্টিকাম। (৩) ৩৪২, ৩৪৩।
কুপ্রাম। (৩) ২৫৩।
কোকাস ক্যাক্টাই। (৩) ২৫৩।
জিঙ্কাম। (৩) ২৫৩, ৩৪২।
ডিজিট্যালিস। (৩) ২৫৩।
নাক্স্ ভমিকা। (২) ১৬১।
নেট্রাম মিউ। (৩) ২২৫, ৩৪২।
ফেরাম ফস। (৩) ৩৪৩।
বার্বেরিস। (৫) ৩৭৯, ৩৮০।
বেঞ্জোইক এসিড। (৩) ২৫২।
বেলাডনা। (১) ১০৫। (৩) ২৫৩।
মার্ক সল। (১) ১৯৬।
লাইকপডিয়াম। (৩) ২৫১, ২৫২, ২৫৩।
ল্যাকেসিস। (৩) ২৫২। (৪) ৫১, ৫২।
ষ্ট্র্যামনিয়াম। (১) ৩০৫। (৩) ২৫৩।
সার্সাপ্যারিলা। (৩) ২৫২।
সিনিসিয়ো অরি। (৫) ১১২।
সিপিয়া। (৩) ২৫১, ২৫২।
সিলা। (৩) ৩৪২।
হায়সায়ামাস। (১) ৩১৪।

১৬। মূত্র-শিলা ও মূত্র-রেণু প্রভৃতি বা ইউরিনারি ষ্টোন্স্, গ্র্যাভেল্স্ এবং কাল্ক লাই।

ইউপেটোরিয়াম পার্পু। (৫) ১১৮।
কষ্টিকাম। (৩) ৩৪৩।
কোকাস ক্যাক্টাই। (৩) ২৫৩। (৫) ৩৮০।
ক্যান্থারিস। (৩) ৩১৩।
ক্যালি কার্ব্বনিকাম। (৩) ৩৪৩।
ডিজিট্যালিস। (৩) ২৫৩।
নাক্স্ ভমিকা। (২) ১৬১।
প্যারা ব্রাভা। (৫) ৩৮০।
পেট্রলিয়াম। (৫) ৩৮০।
বার্ব্বেরিস ভল্গা। (৫) ৩৭৯, ৩৮০।
বেঞ্জোইক এসিড। (৩) ২৫২।
লাইকোপডিয়াম। (৩) ২৫১। (৫) ৪৮৩।
ষ্টিগ্ মেটা। (৫) ৪৫৭।
সার্সাপেরিলা। (৩) ২৫২। (৫) ৪৮৩।
সিনিসিয়ো অরি। (৫) ১১২।
সিপিয়া। (২) ৩০৬। (৩) ২৫১, ২৫২।

banglabooks.in

১৭। মূত্র-শূল বা ইউরিনারি কলিক।

টেবেকাম। (৫) ২৭১।
নাক্স্ ভমিকা। (২) ১৬১।
ষ্টিগ্ মেটা। (৫) ৪৫৭।
সিনিসিও অরি। (৫) ১১২।

১৮। মূত্রস্থালী বা ব্লাডারের উত্তেজনা বা ইরিটেশন।

পাল্সেটিলা। (২) ২০৯।

১৯। মূত্রস্থালী বা ব্লাডারের পক্ষাঘাতিক দুর্ব্বলতা।

আর্ণিকা। (১) ৩১৪।
ওপিয়াম। (১) ৩১৪।
কষ্টিকাম। (৩) ৩৩৮, ৩৪২।
নাক্স্ ভমিকা। (৪) ৮১।
সিকেলি। (৫) ৩৭৪।
হায়সায়ামাস। (১) ৩১৪।
হিপার সাল্ফ। (১) ১৫৫, ১৮৬।

২০। মূত্র-স্থালী-প্রদাহ বা সিষ্টাইটিস্।

ইউপেটরিয়াম পার্প্। (৫) ১১৭, ১১৮।
কোনায়াম। (৫) ২২৮।
ক্যান্থারিস। (৩) ৩১৩।
টেরিবিস্থ। (৫) ৫৫৫।
ডাক্কামারা। (৬) ৪৫৬।
ডিজিট্যালিস। (৪) ৩৯৬।
বেলাডনা। (১) ১০৪।
লাইকোপডিয়াম। (৪) ৩৯৬।
ল্যাকেসিস। (৪) ৫১।
ষ্টিগ্মেটা। (৫) ৪৫৭।

২১। মূত্র-স্থালী হইতে রক্তস্রাব বা হিমরেজ্ ফ্রম্ দি ব্লাডার।

ইরিজিরণ। (৫) ১১৩।

২২। মূত্রাঘাত বা সাপ্রেশন অব ইউরিন।

আর্সেনিকাম। (৪) ৩০৮।
একনাইটাম। (১) ৪৫।
এপসাইনাম। (৪) ৩০৮।
এপিস। (৪) ৩০৮।
ওপিয়াম। (১) ৩০৫। (৩) ৩৭৮।
ক্যান্থারিস। (১) ৩০৬। (৩) ৩১৩। (৪) ৩০৮।
চিমাফিলা। (৫) ৪১৫।
জিঙ্কিবেরিস। (৩) ৩৭৮।
টেরিবিস্থ। (৫) ৫৫৫।
পাল্সেটিলা। (৩) ৩৭৮।
প্লাম্বাম। (৫) ৫৪২।
বেলাডনা (১) ৪৫, ৩০৫।
লাইকোপডিয়াম। (৩) ৩৭৮।
ষ্টিগ্মেটা। (৫) ৪৫৭।
ষ্ট্রামনিয়াম। (১) ৩০৫। (৩) ৩৭৮।

২৩। মূত্রাল্পতাজনিত শোথ বা ড্রপসি।

আর্সেনিক। (৫) ৪৫৩।
এপসাইনাম ক্যানা। (৫) ৪৫৩।
এপিস। (৫) ৪৫৩।

২৪। মূত্রাবরোধ বা রিটেনশন অব ইউরিন।

আর্ণিকা। (৩) ১১৩।
এপিস। (৪) ৩০৮।

banglabooks.in

ওপিয়াম। (১) ৩০৫। (২) ১৬১। (৩) ৩৭৮।
কষ্টিকাম। (৩) ৩৪২, ৩৭৮।
ক্যাম্ফরা। (৫) ৪৪৫।
চিমাফিলা। (৫) ৪১৫।
নাক্স্ ভমিকা। (২) ১৬১। (৩) ৩৭৮।
ষ্টিগমেটা। (৫) ৪৫৭।
হায়সায়ামাস। (১) ৩১৪, ৩৫৩।

২৫। মূত্রের ঘ্রাণ ও বর্ণের বিকার।

আর্ণিকা। (৪) ৫২।
আর্সেনিকাম। (৪) ৫২।
ইণ্ডিয়াম। (২) ২৭৩।
এপিস। (৪) ৫২।
ওপিয়াম। (৪) ৫২।
কলচিকাম। (৪) ৫২।
কার্ব্ব ভেজ। (৪) ৫২।
কার্ব্বলিক এসিড। (৪) ৫২।
ক্যালি কার্ব্বনিকাম। (৪) ৫২।
টেরিবিস্থ। (৪) ৫২।
ডিজিট্যালিস। (৪) ৫২।
নেট্রাম মিউ। (৪) ৫২।
বেঞ্জোইক এসিড। (৩) ২৫২। (৪) ৫২।
বেঞ্জোয়েট অব এমন। (৪) ৫২।
লাইকোপডিয়াম। (২) ৩০৬।
ল্যাকেসিস্। (৪) ৫২
সিপিয়া। (২) ২৭৩, ৩০৬, ৩১০।
হেলিবোরাস। (৪) ৫২।

২৬। মূত্রের তলানী বা সেডিমেণ্ট।

কোকাস ক্যাক্টাই। (৫) ৩৮০।
ডিজিট্যালিস। (৩) ২৫৩।
নেট্রাম মিউ। (৩) ২৫২।
বেঞ্জোইক এসিড। (৩) ২৫২।
লাইকোপডিয়াম। (২) ৩০৬। (৩) ২৫১।
সার্সাপ্যারিলা। (৩) ২৫২।
সিনা। (২) ৩৯৬।
সিপিয়া। (২) ২৭৩, ৩০৫, ৩০৬, ৩১০। (৩) ২৫১।

২৭। লিথিমিয়া।

বার্ব্বেরিস ভলগা। (৫) ৩৮০, ৩৮১।

২৮। শয্যা-প্রস্রাব, রজনী-প্রস্রাব বা ওয়েটিং দি বেড।

কষ্টিকাম। (৩) ৩৪২।
ক্যালি নাইট্রিকাম। (৫) ১৪২।
ক্যাল্কেরিয়া কার্ব্ব। (৩) ২৮৪।
ক্রিয়োজোট। (২) ২৮৪। (৫) ৫৩৬।
পালসেটিলা। (২) ২০৯।
বেলাডনা। (১) ১০৫। (৩) ২৮৪।
মেডরাইনাম। (৫) ৩৩৭।
ম্যাগ্নেসিয়া ফস। (৫) ৩৫২।
সিনা। (২) ৪১০।
সিপিয়া। (২) ২০৯, ২৭৩। (৩) ২৫২।
হিপার সাল্ফ। (১) ১৮৬।

২৯। হিমেটুরিয়া বা রক্তমেহ বা রক্ত-প্রস্রাব।

ইপিক্যাক। (২) ৩৯৩।
এব্রোটেনাম। (৫) ১০২।
ক্যান্থারিস। (৩) ৩১৩।
ক্যালি ক্লোরিকাম। (৫) ১৩৯।
ক্রোটেলাস। (৪) ৫২।
ল্যাকেসিস্। (৪) ৫১, ৫২।
সার্সাপেরিলা। (৫) ৪৮৩।

banglabooks.in

১৩। শিশু-রোগ।

১। অফথ্যাল্মিয়া নিয়োনেটোরাম।

(চক্ষুরোগ দেখ)।

২। নবজাত শিশুর শ্বাসরোধ।

(শ্বাসযন্ত্ররোগ দেখ)।

৩। বিবিধ শিশুরোগ।

আর্ণিকা। (৫) ৪৬৬।
ইউফর্ব্বিয়া কর। (৫) ৪৩০।
ইগ্নেসিয়া। (২) ৩৪৭।
ইপিক্যাক। (২) ৩৮৮, ৩৯২।
এবসিন্থিয়াম। (৫) ১০৫।
এব্রোটেনাম। (৫) ১০৩।
ওলিয়েণ্ডার। (৫) ৪৫৫।
কষ্টিকাম। (৫) ১৭৫।
ক্যালি ক্লোরি। (৫) ১৩৮, ১৩৯।
ক্যাল্কেরিয়া আই। (৫) ১৮৭।
ক্যাল্কেরিয়া কার্ব্ব। (৫) ৩৮৯।
ক্যাল্কেরিয়া ফস। (৫) ১৫২, ১৮৭।
চিমাফিলা। (৫) ৪১৫।
টুবাকু´লিনাম। (৫) ১০৪।
ডলিকস। (৫) ৩০৭।
পডফিলাম। (৫) ৩৮৯।
ফসফরিক এসিড। (৫) ৩৮৯।
ব্যারাইটা কার্ব্ব। (৫) ১৭৫।

৪। শিশু-আক্ষেপ বা কন-ভালশন।

ইগ্নেসিয়া। (২) ৩৩৭, ৩৩৮।
ইপিক্যাক। (২) ৩৮৩।
ওপিয়াম। (৩) ৩৭১, ৩৭২।
কুপ্রাম। (১) ৩৩৯।
ক্যামমিলা। (১) ৭৬, ৭৭। (২) ৩৩৯, ৩৬৮, ৩৭০।
বেলাডনা। (১) ৭৬।
ষ্টেনাম। (২) ৪০৬।
সাইকুটা। (২) ৪০৬।
সিনা। (২) ৪০৬।
স্যাণ্টনাইন। (২) ৪০৬।
হায়সায়ামাস। (১) ৭৬, ৭৭

৫। শিশুর কোষ্ঠবদ্ধ।

(পরিপাকযন্ত্রাদির রোগে কোষ্ঠবদ্ধ দেখ)।

৬। শিশুর সবিরাম জ্বর।

আর্সেনিকাম। (২) ৮৩। (৪) ৯১।
জেলসিমিয়াম। (৪) ৯১।
সিনা। (২) ৪১০।

৭। শিশু-ক্ষয়-রোগ।

আইওডিয়াম। (৫) ৫৮, ১০৪, ৪৮৩।
আর্জেণ্টাম নাই। (২) ৯২। (৫) ১০৪।
আর্সেনিকাম। (২) ৯২।
এব্রটেনাম। (৫) ১০৪।
এমন মিউ। (৫) ১০৪।
এসেটিক এসিড। (৫) ১০৪।
ক্যাল্কেরিয়া কার্ব্ব। (২) ২৬৫। (৩) ৪৮।
ক্যাল্কেরিয়া ফস। (৫) ১৮৭।
চায়না। (২) ৯২।
টুবাকু´লিনাম। (৫) ১০৪।
থুজা। (৪) ২৭৯।
নাক্স্ ভমিকা। (২) ৯২।
নেট্রাম মিউ। (২) ২৬৫। (৫) ৫৮, ১০৪, ৪৮৩।
ফস্ফরাস। (৩) ৪৮।

banglabooks.in

ব্যারাইটা কার্ব্ব। (৫) ১৭৮।
মার্কুরিয়াস। (৫) ৩৪৭।
মেডরাইনাম। (৫) ৩৩৬।
ম্যাগ্নেসিয়া কার্ব্ব। (৫) ৩৪৭।
লাইকোপডিয়াম। (৫) ১০৪।
সার্সাপেরিলা। (৫) ১০৪, ৪৮৩।
সাল্‌ফার। (২) ৯২। (৩) ৪৮, ৪৪১।
সোরিনাম। (৩) ৪৪১। (৫) ১০৪।
স্ট্যানিকুলা। (৫) ১০৪।
হিপার সাল্‌ফ। (১) ১৮৫।

১৪। স্ত্রীরোগ বা ডিজিজেজ অব দি উইমেন—স্ত্রী-জননেন্দ্রিয়রোগ এবং গর্ভিণী, প্রসব ও প্রসবান্ত রোগ।

১। স্ত্রী-জননেন্দ্রিয়রোগ।

১। অণ্ডাধাররোগ বা ডিজিজেজ অব দি ওভারিজ্।

আর্জ্জেণ্টাম মেট। (৪) ৫৮। (৫) ৫০৬।
অষ্টিলেগো। (৫) ৩৬৭, ৩৬৮।
এপিস। (৪) ৩০৯।
এমনিয়াম্ মিউ। (৫) ৯৫।
কলসিন্থ। (৩) ১৯৬। (৪) ২৭৮।
গ্র্যাফাইটিস। (৪) ৫৮, ৪১৮।
জিঙ্কাম। (৪) ৫৮। (৫) ৫৩৩।
থ্যাজা। (৪) ৫৮।
পডফাইলাম। (৪) ২৭৯।
পালসেটিলা। (৪) ৪১৮।
বভিষ্টা। (৩) ১৯৬। (৪) ৩০৯।
মার্কুরিয়াস। (৪) ৩০৯।
ল্যাকেসিস। (৩) ৫৮, ৩০৯।

২। অণ্ডাধার-শূল বা ওভারেলজিয়া।

অষ্টিলেগো। (৫) ৩৬৭, ৩৬৮।
এক্টিয়া রেসি। (৫) ৯, ১০।
কলসিন্থ। (৩) ১৯৬।
জিঙ্কাম। (৫) ৫৩৩।
ভাইবার্ণাম। (৫) ৪৩৬।
মার্কুরিয়াস কর। (৪) ৩০৯।
মিউরেকস্। (৫) ২৯৭।
লিলিয়াম টাই। (৫) ২০৮।
সিপিয়া। (৫) ২০৮।

৩। অণ্ডাধারের অর্ব্বুদ বা ওভেরিয়ান টিউমার।

এপিস। (৪) ৩০৯।
কলসিন্থ। (৩) ১৯৬।
জিঙ্কাম। (৪) ৫৮।
বভিষ্টা। (৩) ১৯৬। (৪) ৩০৯।
মার্কুরিয়াস। (৪) ৩০৯।
ল্যাকেসিস। (৪) ৫৮, ৩০৯।

৪। অণ্ডাধার বা ওভারির প্রদাহ স্ফীতি ও দড়কচড়াভাব প্রভৃতি।

অরাম। (৪) ৪৬৭।
আইওডিয়াম। (১) ১০৭। (৪) ২৭৯।
আর্জ্জেণ্টাম নাই। (১) ১০৭।
আর্সেনিকাম। (৪) ২৭৮।
এক্টিয়া রেসি। (৫) ৯, ১০।
এপিস। (১) ১০৭। (৪) ৩০৯।
কলসিন্থ। (১) ১০৭। (৩) ১৯৬। (৪) ২৭৮।

banglabooks.in

গ্র্যাফাইটিস। (১) ১০৭।
জিঙ্কাম। (১) ১০৭। (৪) ৫৮।
ট্যারেণ্টুলা কুবেন্‌স্। (৫) ৩১১।
থুজা। (১) ১০৭।
স্ত্যাজা। (১) ১০৭।
পডফাইলাম। (১) ১০৭। (৫) ২৭৯।
পালসেটিলা। (৪) ৪১৮।
প্ল্যাটিনাম। (৫) ৫২৪।
বেলাডনা। (১) ১০৭।
মার্কুরিয়াস্। (৪) ৩০৯।
মেডোরাইনাম। (৫) ৩৩৬।
ল্যাকেসিস। (৫) ৫৮, ৩০৯।
হেমামেলিস। (৪) ২৭৮, ২৭৯।

৫। অনুকল্প ঋতুস্রাব বা ভাইকেরিয়াস মেনষ্ট্রুয়েশন।

অষ্টিলেগো। (২) ২১৩।
ক্যান্থারিস্। (৩) ৩৩২।
পালসেটিলা। (১) ১৪৯। (২) ২১৩। (৫) ৪৬৬।
ফস্‌ফরাস্। (১) ১৪৯। (২) ২১৩। (৪) ২৫০, ২৫৩।
ব্রায়নিয়া। (১) ১৪৯। (২) ২১৩, ৩০৪। (৪) ২৫৩।
মিলিফোলিয়াম। (২) ২১৩।
সিনিসিয়ো অরি। (২) ২১৩। (৫) ১১২।
হেমামেলিস। (২) ২১৩।

৬। আর্ত্তবাভাব, রজোলোপ এবং আর্ত্তবাবাত বা এমেনোরিয়া এবং সাপ্রেস্‌ড মেনসেস্।

আয়ডিয়াম। (৩) ৪৫৭।
একনাইটাম। (২) ২৬৪। (৩) ২৮৭।
এক্টিয়া স্পাই। (৩) ২৮৭।
এপিস। (৪) ৩০৮।
এমনিয়াম কার্ব্ব। (৩) ৪৫৭।
ওপিয়াম। (৩) ২৯৮, ৩৯৪।
ককুলাস ইণ্ড্। (২) ২০৭।
কষ্টিকাম। (৩) ৪৫৭।
কোনায়াম। (২) ২৬৪। (৩) ৪৫৭। (৫) ২৯১।
ক্যান্থারিস। (২) ২৬৪।
ক্যাষ্টরিয়াম। (৫) ২৭৯।
ক্যাল্কেরিয়া। (২) ২০৮। (৩) ২৯৮, ৪৫৭।
গ্র্যাফাইটিস। (২) ৩০৫। (৪) ৪১৮।
গ্লোনোইন। (৩) ২৯৮।
জেলসিমিয়াম। (৩) ২৯৮। (৪) ৮৭।
ডাক্কামারা। (২) ২০৭। (৩) ৪৭৩, ৪৫৭।
নেট্রাম মিউ। (২) ২৫৭, ২৬৪। (৩) ৪৫৭।
পালসেটিলা। (২) ২০৬, ২০৭, ২০৮, ২৬৪, ৩০৪। (৩) ৪৭, ৪৮, ৪৫৭, ৪৭৩। (৪) ৪১৮।
প্ল্যাটিনাম। (৩) ৪৫৭।
ফস্‌ফরাস। (২) ৩০৫। (৩) ৪৫৭। (৪) ২৫৩। (৫) ২৯১।
ফেরাম আই। (৫) ৫১৬।
ফেরাম মেট। (৫) ৫১৪।
বেলাডনা। (৩) ২৯৮, ৪৫৭।
ব্রায়নিয়া। (১) ১৪৯। (২) ৩০৪।
ভেরেট্রাম এল। (৩) ২৯৮। (৪) ১৪৯।
লাইকপডিয়াম। (৩) ২৯৮।
ল্যাক ডিফ্লো। (৫) ২৯১।
সাইক্লেমেন। (২) ২০৭।
সাইলিসিয়া। (৩) ৪৫৭।
সাল্‌ফার। (২) ২০৭। (৩) ৬, ৪৭, ৪৫৭।
সিনিসিয়ো অরি। (৫) ১১১, ১১২।
সিপিয়া। (২) ২৬৭, ৩০৪, ৩০৫।
সিমিসিফুগা। (২) ২৬৪।

banglabooks.in

৭। ঋতুরোগ অথবা স্বল্পঋতু।

আয়ডিন। (৩) ৪৫৭।
এমনিয়াম কার্ব্ব। (৩) ৪৫৭।
কষ্টিকাম। (৩) ৪৫৭।
কোনায়াম। (৩) ৪৫৭।
ক্যাল্‌কেরিয়া কার্ব্ব। (৩) ৪৫৭।
ডাল্‌কামারা। (৩) ৪৫৭।
নেট্রাম মিউ। (৩) ৪৫৭।
পালসেটিলা। (৩) ৪৫৭।
প্ল্যাটিনাম। (৩) ৪৫৭।
ফস্‌ফরাস। (৩) ৪৫৭।
বেলাডনা। (৩) ৪৫৭।
সাইলিসিয়া। (৩) ৪৫৭।
সাল্‌ফার। (৩) ৪৫৭।

৮। ঋতু সন্ধিকাল ও ঋতুসন্ধিকালীন রোগ বা ক্লাইম্যাক্টারিক পিরিয়ড্‌ এবং ক্লাইম্যাক্টারিক ডিজিজেজ্‌।

অষ্টিলেগো। (৫) ৩৬৭।
একনাইটাম। (৪) ৫৭।
এমিল নাইট্রাস। (৪) ৫৭। (৫) ৪৭৮।
গ্র্যাফাইটিস। (৪) ৪১৮।
ক্যালাডিয়াম। (৪) ৫৭।
গ্লোনোইন। (৪) ৫৭।
জ্যাবরেণ্ডাই। (৫) ৪১২।
টুবাকু্‌লিনাম। (২) ২৭৪।
পাল্‌সেটিলা। (৪) ৪১৮।
ভেরেট্রাম ভিরি। (৪) ৫৭।
মেডরাইনাম। (৫) ৩৬৭।
ল্যাকেসিস। (২) ২৭৪। (৪) ৫৬, ৫৭। (৫) ৩৬৭, ৪৭৮।
ষ্ট্রনসিয়ানা কার্ব্ব। (৪) ৫৭।
সাল্‌ফার। (২) ২৭৪।
সিপিয়া। (২) ২৭৪, ৩০৯, ৩১১।
স্যাঙ্গুইনেরিয়া। (২) ২৭৪। (৪) ৫৭। (৫) ৪৭৭, ৪৭৮।

৯। ক্লোরোসিস ও এনিমিয়া বা মৃৎপাণ্ডু ও রক্তহীনতা।

এলুমিনা। (৩) ২৯০। (৫) ৮১, ৮২, ১৮৭।
কুপ্রাম মেট। (৩) ২২৯।
ক্যালি কার্ব্ব। (৫) ১৩৫।
ক্যাল্কেরিয়া। (৩) ২৯০। (৫) ১৮৭।
ক্যাল্কেরিয়া কার্ব্ব। (৫) ১৮৭।
ক্যাল্কেরিয়া ফস। (৩) ১১৩, ২৯০। (৫) ১৮৬, ৫১৫।
গ্র্যাফাইটিস। (২) ২০৯, ২১০। (৪) ৪১৯।
নাক্‌স্‌ ভমিকা। (৩) ২৯০।
পাল্‌সেটিলা। (২) ২০৯, ২১০।
প্লাম্বাম। (৩) ২৯০। (৫) ১৮৭।
ফেরাম। (৪) ৪১৬।
ফেরাম আই। (৫) ৫১৪।
সিঙ্কনা। (৪) ৪১৬।
সিনিসিও অরি। (৫) ১১২।
হেলোনিয়াস। (৫) ১৫৯, ১৬০

১০। জরায়ু মুখ ও গ্রীবা বা অস্‌ ও সার্ভিকস্‌ ইউটারাইর প্রদাহ ও ক্ষত।

আর্জেণ্টাম নাই। (৪) ৪৪৭।
ক্রিয়োজোট। (৫) ৫৩৬, ৫৩৭।
জিঙ্কাম। (৫) ৫৩৩।
ভেস্পা। (৫) ৩০৭।
সিপিয়া। (২) ৩১২। (৫) ২৯৭।
সিফিলিনাম। (৫) ৩৪১।

banglabooks.in

১১। জরায়ু ও যোনি প্রভৃতি স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ের স্থানচ্যুতি এবং জরায়ুর আবর্ত্তন ও বক্রতা বা ভার্শন ও ফ্লেক্শন।

একৃটিয়া রেসি। (৫) ৯।
এমনিয়াম মিউ। (৫) ৯৫।
ক্যাল্কেরিয়া ফ্লুয়ো। (৫) ১৮৯।
ক্রিয়োজোট। (৫) ৫৩৬।
গ্র্যাফাইটিস। (৪) ৪১৮, ৬১৯।
জিঙ্কাম। (৫) ৫৩৩।
নেট্রাম মিউ। (৫) ১৫৯।
পালসেটিলা। (৪) ৪১৯।
ফস্ফরাস। (৫) ৪২৫।
ফেরাম আই। (৫) ৫১৬, ৫১৭।
মিচেলা। (৫) ৩৬৬।
লিলিয়াম টাই। (৫) ১৫৯, ২০৬, ২০৭।
সিকেলি। (৫) ৩৬৫।
সিপিয়া। (২) ৩১১, ৩১২, ৩১৩। (৫) ১৫৯।
হেলোনিয়াস। (৪) ১৫৭, ১৫৮, ১৫৪।

১২। জরায়ু-রক্তস্রাব বা হিমরেজ্ ফ্রম দি ইউটারাস্।

আর্ণিকা। (৩) ১৩২।
আর্সেনিকাম। (৩) ৪১১।
অষ্টিলেগো। (৫) ২৬১, ৩৬৬, ৩৬৭, ৩৬৮।
ইপিক্যাক। (৩) ৯৭, ৪১২।
ইরিজিরন। (৩) ৯৭।
একনাইটাম। (৩) ৯৭।
ওপিয়াম। (৫) ৪২৪।
কার্ব্ব ভেজ। ৩৯৭, ৪১১, ৪১২।
ক্যালি ফের-সায়া। (৫) ১৪৬।
ক্রোকাস। (৫) ২৬১।
ট্রিলিয়াম। (৩) ৯৭। (৫) ২৬১, ৫৪৩।
থ্ল্যাস্পিবার্স। (৫) ৩৬৬।
প্ল্যাটিনাম। (৫) ৩৬৬।
ফস্ফরাস। (৫) ৪২৪।
বভিষ্টা। (৫) ৩৬৫।
বেলাডনা। (১) ১০৬। (৩) ৯৭।
ভিঙ্কা মাইনর। (৫) ৪২৪।
মিচেলা। (৫) ৩৬৬।
মিলিফোলিয়াম। (৩) ৯৭।
মেডরাইনাম। (৫) ৩৩৭।
লিডাম। (৫) ৪২৪।
সাইক্লেমেন। (৩) ৯৭।
সিকেলি। (৩) ৯৭। (৫) ৩৭৪, ৩৭৫।
সিঙ্কনা। (৩) ৯৬—ঘ, ৪১১।
সিনামন। (৪) ৪৪৫।
স্যাঙ্গুইনেরিয়া। (৫) ৪৭৮।
স্যাবাইনা। (৩) ৯৭। (৫) ২৫৯।
হেমামেলিস। (৩) ৯৭। (৪) ৩৬৫, ৪৬৫।

১৩। জরায়ুর সাব-ইনভলিউশন, ফাইসমেট্রা প্রভৃতি নানাবিধ রোগ।

অরাম। (৪) ৪৬৭।
অরাম মিউ। (৪) ৪৬৭।
আর্জেণ্টাম। (৪) ৪৪৭।
ক্যাল্কেরিয়া আই। (৫) ১৯০।
ক্রিয়োজোটাম। (৫) ২৯৭, ২৯৮।
নাক্স্ ভমিকা। (৫) ২৮৭।
প্ল্যাটিনাম। (৫) ২৯৭, ৫২৫।
বেলিস। (৫) ১৫৯।
ব্রোমিয়াম। (৫) ২৮৭।
মিউরেক্স্। (৫) ২৯৬, ২৯৭।

banglabooks.in

লাইকপডিয়াম। (৫) ২৮৭।
লিলিয়াম টাই। (৫) ১৫৯, ২০
২৯৭।
ল্যাক কেনিনাম। (৫) ২৮৭।
সিপিয়া। (৫) ১৫৯, ২৯৭, ২৯৮।
স্ত্যাজুইনেরিয়া। (৫) ২৮৭, ৪৭৮।
স্তাবাইনা। (৫) ২৬০।

১৪। জরায়ু প্রভৃতি স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ের ক্যান্সার বা কর্কটাদি অর্ব্বুদ।

সগো। (৫) ৩৬৭, ৩৬৮।
ক্যান্থারিস। (৩) ৩২০।
ক্যাল্কেরিয়া আয়। (৫) ১৯০।

ট্রিলিয়াম। (৫) ৫৪৪।
বেলাডনা। (১) ১০৫।
লিডাম। (৫) ৪২৪।
হাইড্র্যাষ্টিস। (৫) ৩৬।

১৫। জরায়ু-ভ্রংশ বা প্রোল্যাপ্সাস্ অব দি ইউটারাস্ ও যোনি প্রভৃতির রোগ।

অরাম। (৪) ৪৬৭।
আর্জেণ্টাম মেট। (৫) ৫০৬।
এণ্টিম ক্রুড। (৩) ১৫৫।
এবিস কেনা। (৫) ২৫৫, ২৯১।
এলেট্রিস। (৫) ২৯১।
কলফাইলাম। (৫) ২৯১।
ক্যাল্কেরিয়া ফস। (৫) ২৯১।
ক্যাল্কেরিয়া ক্লুয়ো। (৫) ১৮৯।
ক্রিয়োজোটাম। (৫) ৫৩৬।
জিঙ্কাম। (৫) ৫৩৩।
নাক্স ভমিকা। (২) ১৬৩। (৫) ৫৩৬।
নেট্রাম মিউ। (২) ২৬৩, ৩১৩। (৫) ১৫৯, ২০৭, ২৯১।
নেট্রাম হাইপক্লোর। (৫) ২৯১।
পাল্সেটিলা। (৪) ৪১৯।
প্ল্যাটিনাম। (২) ২৬৩, ৩১৩। (৫) ৫২৫।
বেলাডনা। (১) ১০৬। (২) ২৬৩, ৩১২।
মিউরেক্স পার্পু। (৫) ২০৭, ২৯৬, ২৯৭।
লিলিয়াম টাই। (২) ২৬৩, ৩১৩। (৫) ১৫৯, ২০৬, ২০৭।
ল্যাক ডিফ্লো। (৫) ২৯১।
ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া। (৫) ২৯।
সিকেলি। (৫) ৩৭৫।
সিপিয়া। (২) ১৬৩, ২৬৩, ২৭৩, ৩১১, ৩১২, ৩১৩। (৫) ১৫৯, ২০৭, ৫৩৬।
হেলোনিয়াস। (৫) ১৫৭, ১৫৮, ১৫৯, ২৯১।

১৬। জরায়ুপ্রদাহ (তরুণ ও পুরাতন) বা মেট্রাইটিস্, ইনফ্লামেশন অব দি ইউটারাস।

বার্ব্বেরিস ভল্গা। (৫) ৩৮১।
বেলাডনা। (৫) ১০৫।
ভেরেট্রাম এল। (৪) ১৪৯।
মিউরেক্স। (৫) ২৯৭।

১৭। বন্ধ্যাত্ব বা ষ্টেরিলিটি।

নেট্রাম মিউ। (২) ২৬৩।
ফস্ফরাস। (৪) ২৫৩।
হেলোনিয়াস। (৫) ১৫৮।

১৭। যোনি-ভ্রংশ বা ভ্যাজাইন্যাল প্রোল্যাপ্সাস্।

কলফাইলাম। (৫) ২৯১।
নেট্রাম মিউ। (২) ২৬২।
সিপিয়া। (২) ২৭৩, ৩১১।

banglabooks.in

১৮। যোনির আক্ষেপিক সঙ্কোচন বা ভ্যাজাইনিস্‌মাস্‌।

ম্যাগ্নেসিয়া ফস। (৫) ৩৫২।

১৯। যোনিপ্রদাহ বা ইনফ্লামেশন অব দি ভ্যাজাইনা।

হেলোনিয়াস। (৫) ১৫৭, ১৫৮।

২০। রজোবাহুল্য, আর্ত্তবাধিক্য বা মেনরেজিয়া।

আর্সেনিকাম। (৩) ৪১১, ৪১২।
ইপিক্যাক। (৩) ৪১২।
এমনিয়াম মিউ। (৫) ৯৬।
এম্‌ব্রাগ্রিসিয়া। (৫) ৩২৩।
ওপিয়াম। (৩) ৩৭৮, ২৭৯।
কার্ব্ব ভেজ। (৩) ৪১১, ৪১২।
কোনায়াম। (৫) ২৮৭।
ক্যামমিলা। (২) ৩৭৩।
ক্যাল্কেরিয়া কার্ব্ব। (৩) ২৮৭।
ক্যাল্কেরিয়া ফ্লুয়োর। (৫) ১৮৯।
ক্রিয়োজোটাম। (৫) ৯৬, ৫৩৬।
ক্রোকাস স্যাটি। (৫) ২৮৭।
টুবার্কুলিনাম। (৫) ৩২৯।
ট্রিলিয়াম পেণ্ডু। (৩) ২৮৭। (৫) ৫৪৪।
নাক্স ভমিকা। (২) ১৬৩, ২৬৪।
নেট্রাম মিউ। (২) ২৬২, ২৬৩।
প্লাটিনাম। (৫) ৫২৪।
ফস্‌ফরাস। (৪) ২৫৩।
বভিষ্টা। (৫) ৩৬৫।
বেলাডনা। (৩) ৩৭৮।
ভেরেট্রাম এল। (৪) ১৪৯।
মিউরেক্স। (৫) ২৯৬।
ম্যাগ্নেসিয়া কার্ব্ব। (৫) ৯৬।
লিলিয়াম টাই। (৫) ৯৬।
ল্যাক্ কেনি। (৫) ২৮৭।
সাল্‌ফার। (৩) ৬।
সিকেলি। (৫) ৩৬৫, ৩৭৫।
সিঙ্কনা। (৩) ৪১১, ৪১২।
সিপিয়া। (২) ৩১০। (৫) ২৯৬, ৫৩৬।
স্যাবাইনা। (৫) ৩৬৫।
হায়সায়ামাস। (৩) ৩৭৮।
হেমামেলিস। (৫) ৩৬৫।

২১। রজঃকৃচ্ছ্র, বাধক বা ডিস্‌মেনোরিয়া।

অষ্টিলেগো। (৫) ৩৫২।
ইগ্নেসিয়া। (৫) ৪৯০।
একনাইট। (১) ৪৬।
একটিয়া রেসি। (৪) ৮৭। (৫) ৯।
ককুলাস ইণ্ডি। (৫) ৪৯০।
কলফাইলাম। (৪) ৮৭। (৫) ৩৮৩।
কলসিন্থ। (৫) ৩৫২।
কষ্টিকাম। (৩) ৩৪৩।
ক্যামমিলা। (২) ৩৭৩, ৩৭৪।
ক্যাল্কেরিয়া এসেট। (৫) ১৮৮।
ক্রোকাস। (৫) ৫৯৪।
জেল্‌সিমিয়াম। (৪) ৮৭। (৫) ৪৯০।
জ্যান্থক্সিলন। (৫) ৪১১।
টুবার্কুলিনাম। (৫) ৩২৯।
ট্যারেণ্ট কুবেন্স। (৫) ৩১১।
নেট্রাম মিউ। (২) ২৬৩।
ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া। (৫) ১০৮।
প্লাটিনাম। (২) ৩৭৩। (৫) ৫২৫।
বেলাডনা। (১) ১০৬। (২) ৩১১। (৫) ৫২৫।
বরাক্স। (৫) ৩৫২।
ব্রায়নিয়া। (১) ১৪৯।
ভাইবার্ণাম অপু। (২) ৩১১। (৫) ৩৫২, ৪৩৫।

banglabooks.in

ভেরেট্রাম এল। (৪) ১৪৯।
মিউরেক্স। (৫) ২৯৭।
ম্যাগ্নেসিয়া ফস। (৫) ৩৫১, ৩৫২।
ম্যাগ্নেসিয়া মিউ। (৫) ৩৫৩, ৩৮৪।
সিনিসিয়ো অরি। (৫) ১১২।
সিপিয়া। (২) ৩১০। (৫) ৪৩৬, ৫২৫।
স্যাবাইনা। (৫) ১৫৯, ২৬১।

২২। রজোদোষ বা মেনষ্ট্রুয়েল ডিজর্ডার।

ক্যামমিলা। (২) ৩৭৩।
চেলিডনিয়াম। (১) ৩৬৭।
জিঙ্কাম। (৫) ৫৩৩।
পাল্‌সেটিলা। (২) ১৭২।
মেডরাইনাম। (৫) ৩৩৭।
ম্যাগ্নেসিয়া কার্ব্ব। (৫) ৩৪৬।
সিপিয়া। (২) ২৭৩।
হায়সায়ামাস। (১) ৩৫২।

২৩। রক্ত-বিকার সম্বন্ধীয় ঔষধের তুলনা।

আয়ডিয়াম্। (৩) ৪৫৭।
এমনিয়াম কার্ব্ব। (৩) ৪৫৭।
কষ্টিকাম। (৩) ৪৫৭।
কোনায়াম। (৩) ৪৫৭।
ক্যাঙ্কেরিয়া কার্ব্ব। (৩) ৪৫৭।
ডাল্কামারা। (৩) ৪৫৭।
নেট্রাম মিউ। (৩) ৪৫৭।
পাল্‌সেটিলা। (৩) ৪৫৭।
প্ল্যাটিনাম। (৩) ৪৫৭।
ফস্‌ফরাস। (৩) ৪৭৫।
বেলাডনা। (৩) ৪৫৭।
সাইলিসিয়া। (৩) ৪৫৭।
সালফার। (৩) ৪৫৭।

২৪। শ্বেতপ্রদর বা লুকরিয়া অথবা জরায়ুর অন্তর্ব্বেষ্টপ্রদাহ বা মেট্রাইটিস্।

আর্সেনিকাম। (৫) ৩৭৫।
অষ্টিলেগো। (৫) ৩৬৭।
একটিয়া রেসি। (৫) ৯।
এণ্টিম ক্রুড। (৩) ১৫৫।
এমনিয়াম মিউ। (৫) ৯৫।
এম্ব্রাগ্রিসিয়া। (৫) ৩২২, ৩২৩।
এলুমিনা। (৫) ৮১, ৮২।
কলফাইলাম। (৩) ২৮৮।
ক্যামমিলা। (২) ৩৭৪।
ক্যালি কার্ব্ব। (৫) ১৪৭।
ক্যালি ফেরোসা। (৫) ১৪৬।
ক্যালি বাই। (৪) ৩৭৮।
ক্যাঙ্কেরিয়া কার্ব্ব। (৩) ৪৮, ২৮৭।
ক্যাঙ্কেরিয়া ফস। (৩) ৪৮, ২৮৮।
ক্রিয়োজোটাম। (৫) ২০৬, ২৯৮, ৫৩৬।
গ্র্যাফাইটিস। (৪) ৪১৮।
ডিক্টেমাস। (৫) ৩৭৫।
থুজা। (৪) ২৭৮।
নাইট্রিক এসিড। (৪) ১৬৯।
নেট্রাম মিউ। (২) ২৬৩।
পাল্‌সেটিলা। (২) ২১৩।
ফেরাম আই। (৫) ৫১৬, ৫১৭।
বার্ব্বেরিস। (৫) ৩৮১।
মার্কুরিয়াস। (১) ১৯৫।
মিউরেক্স। (৫) ২৯৬, ৫৩৬।
ম্যাগ্নেসিয়া মিউ। (৫) ৩৫৩।
লিলিয়াম টাই। (৫) ২০৬।
ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া। (৫) ২৯।
সাল্‌ফার। (৩) ৪৮, ২৮৮।
সিকেলি। (৫) ৩৭৪, ৩৭৫।
সিনিসিয়ো অরি। (৫) ১১২।

ঞ

সিপিয়া। (২) ৩০৯, ৩১১, ৩১২। (৫) ১৪৬, ১৪৭, ২০৬, ৫৩৬।
সিফিলিনাম। (৫) ৩৪১।
সিমিসিফুগা। (৩) ২৮৮।
হাইড্রাষ্টিস। (৫) ৩৬।
হেলোনিয়াস। (৫) ১৫৭, ১৫৮।

২৫। সঙ্গম-বৈকারিকভাব—সঙ্গমে প্রবল ইচ্ছা বা অনিচ্ছা এবং সঙ্গমে বেদনা।

এপিস। (৫) ৫২৪।
ক্রিয়োজোট। (৫) ২৯৮, ৫২৪।
নেট্রাম মিউ। (২) ২৬৪।
প্ল্যাটিনাম। (২) ৩১৩। (৫) ৫২৪।
বেলাডনা। (৫) ৫২৪।
মিউরেক্স্। (২) ৩০৫। (৫) ২৮৯।
ষ্ট্র্যামনিয়াম। (১) ৩৩৩।
সিপিয়া। (২) ২৬৪, ৩১৩। (৫) ২৯৮, ৫২৪।
হায়সায়ামাস। (১) ৩৩২।

২৬। স্তনরোগ বা ডিজিজেজ অব দি ম্যামারি গ্ল্যাণ্ড—স্তন প্রদাহ, স্তনশূল ও স্তনাগ্রের ক্ষত প্রভৃতি।

কোনায়াম। (১) ১৯৪। (৫) ২২৮।
ক্যাষ্টর ইকুই। (৫) ২৮০।
ক্রোটন টিগ। (৫) ৪৯৯।
নেট্রাম মিউ। (২) ২৬৫।
ফস্ফরাস। (১) ১০৮।
ফাইটলেক্কা। (৫) ২৩০, ৪৯৯।
ফেলাণ্ড্রিয়াম। (৫) ৪৯৯।
বাফো রেনা। (৫) ২৯৪।
বেলাডনা। (১) ১০৭, ১০৮।
ব্রায়নিয়া। (১) ১০৮।
মার্কুরিয়াস। (১) ১০৮, ১৯৪।
মিউরেক্স্। (৫) ৪৯৯।
ল্যাক্ কেনিনাম। (১) ১৯৪। (৫) ৩৮৭
হিপার সাল্ফ। (১) ১০৮। (৫) ২৯৯।

২৭। স্তনের ক্যান্সার বা কর্কটাদি অর্ব্বুদ বা টিউমার।

কোনায়াম। (৫) ২২৮।
বাফো রেণা। (৫) ২৯৪।
বেলাডনা। (১) ১০৭।
মিউরেক্স্। (৫) ২৯৬।
হাইড্রাষ্টিস্। (৫) ৩৬।

২৮। স্ত্রীজননেন্দ্রিয়রোগ বা ডিজিজেজ্ অব দি ফিমেল জেনারেটিভ অর্গ্যানস্।

অরাম। (৪) ৪৬৭।
আর্ণিকা। (৩) ১৩২। (৫) ৯৫।
অষ্টিলেগো। (৫) ৩৬৭, ৩৬৮
একনাইটাম। (১) ৪৬।
এক্টিয়া রু। (৩) ১৫৫।
এপিস। (৪) ৩০৮। (৫) ৯৫।
এমনিয়াম কার্ব্ব। (৫) ৯৫।
এমনিয়াম মিউ। (৫) ৯৫।
এম্ব্রাগ্রিসিয়া। (৫) ৩২২।
কলকাইলাম। (৪) ৮৭।
কষ্টিকাম। (৩) (২) ৩৪৩।
কোনায়াম। (২) ২৬৪। (৫) ২২৮।

banglabooks.in

ক্যান্থারিস। (২) ২৬৪। (৩) ৩২০।
ক্যামমিলা। (২) ৩৭৩।
ক্যাল্কেরিয়া কার্ব্ব। (৩) ২৮৫, ২৮৬।
ক্যাল্কেরিয়া ফ্লুয়ো। (৫) ১৮৯।
ক্রিয়োজোটাম। (৫) ৫৩৬, ৫৩৭।
গ্র্যাফাইটিস। (৪) ৪১৮, ৪১৯।
জিঙ্কাম। (৫) ৫৩৩।
জিঙ্কাম ভ্যালোর। (৫) ৫৩৩।
জেলসিমিয়াম। (৪) ৮৭।
ট্যারেণ্টুলা কুবে। (৫) ৩১১।
ডাল্কামারা। (৩) ৪৫৬, ৪৫৭।
ডিজিট্যালিস। (৪) ৩৯৭।
থুজা। (৪) ২৭৮।
নাক্স্ ভমিকা। (১) ১৩১।
নেট্রাম মিউ। (২) ২২৭, ২৬২, ২৬৩, ২৬৪।
পালসেটিলা। (১) ১৪৯। (২) ২১১। (৪) ৪১৮।
প্যালাডিয়াম। (৫) ৫২৩।
প্ল্যাটিনাম। (৫) ৫২৪, ৫২৫।
ফস্ফরাস। (১) ১৪৯। (৪) ২৫৩।
ফেরাম আই। (৫) ৫১৬, ৫১৭।
বভিষ্টা। (৫) ৩৬৫।
বেলাডনা। (১) ৫৪, ১০৫, ১০৬।
ব্রায়নিয়া। (১) ১৪৯।
ভেরেট্রাম এল্। (৪) ১৪৯।
মার্কুরিয়াস। (২) ২৬৪।
মিউরেক্স্। (২) ২২৭। (৫) ২৯৬, ২৯৭, ২৯৮।
মেডোরাইনাম। (৫) ৩৩৬।
ম্যাগ্নেসিয়া কার্ব্ব। (৫) ৩৪৬, ৩৪৭।
লিলিয়াম টাই। (২) ২২৭। (৫) ২০৬, ২০৭।
ল্যাকেসিস। (৪) ৫৬, ৫৭।
ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া। (৫) ২৯।
সাল্ফার। (৩) ৪৭।
সিকেলি। (৫) ৩৭৪, ৩৭৫।
সিপিয়া। (২) ২২৭, ৩০৯। (৩) ৪৭।
সিমিসিফিউগা। (৪) ৮৭। (৫) ৯, ১০।
স্যাবাইনা। (৫) ২৫৯।
হেলোনিয়াস্। (৫) ১৫৭, ১৫৮।

২৯। স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ের চুলকনা।

কোনায়াম। (২) ২৬৪।
ক্যান্থারিস। (২) ২৬৪।
নেট্রাম মিউ। (২) ২৬৪।
মার্কুরিয়াস। (২) ২৬৪।

২। গর্ভিনী, প্রসব এবং প্রসবান্ত বা সূতিকারোগ।

১। অলীক প্রসব-বেদনা বা ফল্স্ পেন্স্।

এক্টিয়া রেসি। (৫) ১১, ৩৮৪।
কলফাইলাম। (৫) ৩৮৪।
পাল্স্। (৫) ৩৮৪।
হেমামেলিস। (৫) ৪৬৫।

২। আউয়ার-গ্ল্যাস-কণ্ট্র্যাক্শন বা জরায়ুর ডামরিক সঙ্কোচন।

বেলাডনা। (১) ১০৬।
সিকেলি। (৫) ৩৭৬।

৩। আফ্টার-পেন্স্, প্রসবান্তিক শূল বা ভ্যাদাল ব্যথা।

আর্ণিকা। (৫) ৪৯০।
ইপিকাক। (৫) ১১।
এক্টিয়া রেসি। (৫) ১০, ১১।

banglabooks.in

এম্ব্রা কিসিনাম। (২) ২১৬।
কক্কুলাস ইণ্ড্। (৫) ৪৯০।
।। (২) ৩৭৪।
কলফাইলাম। (৫) ৩৮৪, ৩৮৫।
কুপ্রাম। (২) ২১৬।
ক্যামমিলা। (২) ৩৬৬, ৭৪
জেল্সিমিয়াম। (৪) ৮৮।
স্ত্যাম্বকস্। (৫) ৪৯০।
নাক্স ভমিকা। (৫) ৪৯০।
নেট্রাম মিউ। (২) ২৬৫।
পাল্সেটিলা। (২) ২১৬।
সিপিয়া। (৫) ২৬০।
স্যাবাইনা। (৫) ২৬০।
হেমামেলিস। (৫) ৪৬৫।

৪। আক্ষেপিক প্রসববেদনা বা স্প্যাজমডিক লেবর-পেন্স্।

নাক্স ভমিকা। (২) ১৬৩।
পাল্সেটিলা। (২) ১৬৩, ২১৫।

আবদ্ধ জরায়ু-কুসুম বা রিটেণ্ড প্ল্যাসেণ্টা।

ইপিকাক। (৩) ৯৭।
ইরিজিরণ। (৩) ৯৭।
একনাইট। (৩) ৯৭।
কার্ব্ব ভেজ। (৩) ৯৭।
ক্যান্থারিস। (২) ২১৫। (৩) ৯৬-ঘ, ২০।
ট্রিলিয়াম। (৩) ৯৭।
পাল্সেটিলা। (২) ২১৫, (৩) ৯৬-ঘ।
বেলাডনা। (১) ১০৫, ১০৬। (৩) ৯৭।
মিলিফোলিয়াম। (৩) ৯৭।
সাইক্লেমেন। (৩) ৯৭।
সিকেলি। (৩) ৯৭। (৫) ৩৭৫, ৩৭৬।
সিঙ্কোনা। (৩) ৯৭।
স্যাবাইনা। (৩) ৯৭। (৫) ২৫৯, ২৬০।
হেমামেলিস। (৩) ৯৭।

৬। গর্ভস্রাব, গর্ভপাত বা এবর্শন, মিসক্যারেজ।

আর্ণিকা। (৩) ১৩২। (৫) ২৬০।
একনাইটাম। (২) ৩৭৪। (৫) ১০
এক্টিয়া রেসি। (৫) ১০।
ক্যামমিলা। (২) ৩৭৪।
ডিজিট্যালিস। (৪) ৩৯৭।
পাল্সেটিলা। (২) ১৭২।
প্লাম্বাম। (৫) ৫৪২।
বেলাডনা। (৫) ৪৩৬।
ভাইবার্ণাম। (২) ৩৭৪। (৫) ৪৩৬
সিনামন। (৫) ২৬০, ৪৪৫
সিপিয়া। (৫) ৪৩৬।
স্যাবাইনা। (৫) ২৫৯, ২৬০
হেমামেলিস। (৫) ৪৬৫।
হেলোনিয়াস। (৫) ১৫৭, ১৫৮।

৭। গর্ভাবস্থায় রোগ—ফাইব্রিনাস ফিবার, মৃত্যু-ভীতি, জরায়ুবেদনা, শিরা-স্ফীতি বা ভেরিকোজ ভেন্স্ প্রভৃতি বিবিধ রোগ।

ইস্কুলাস হাই। (৫) ৫০২।
একনাইটাম। (১) ৪৬, ৪৭।
এলুমিনা। (২) ২৭৩।
কলফাইলাম। (৫) ৩৮৪।
ক্যামমিলা। (২) ৩৭৪।
জ্যাবরেণ্ডাই। (৫) ৪১২।
ডায়স্কোরিয়া। (৪) ৪৪৫।

banglabooks.in

নেট্রাম মিউ। (২) ২৬৪।
পাল্‌সেটিলা। (২) ২১৪, ২১৫। (৫) ৩৮৪।
পেট্রলিয়াম। (৫) ৫৬০।
মিলিফলিয়াম। (৫) ১১০।
ম্যাগ্নেসিয়া কার্ব্ব। (৫) ৩৪৬, ৩৪৭।
লাইকপডিয়াম। (৩) ২৬০, ২৬৩।
সিকেলি। (৫) ৩৭৫।
সিপিয়া। (২) ২৭১, ২৭৩, ৩০৭। (৫) ৩৪৭।
স্যাবাইনা। (৫) ২৫৯, ২৬০।
হাইড্রফবিন। (৫) ৩৪১।
হেমামেলিস। (২) ২১৫। (৫) ৪৬৫, ৪৬৬।
রিসিনাস। (২) ২১৬। (৫) ৫৬৪।
ল্যাক্‌ কেনিনাম। (২) ২১৭। (৫) ২৮৭।
ল্যাক্‌ ডিফ্লোরেটাম। (২) ২১৭। (৫) ২৮৮।
সিলিসিয়া। (১) ১০৮। (৪) ২৫৪
হিপার সাল্‌ফ। (১) ১০৮।

৮। দুগ্ধ-জ্বর, ঠুন্‌কো বা মিল্ক ফিবার, ফেব্রিস ল্যাক্‌টিয়া; স্তন্যাভাব বা স্তন্য-রোধ ও তৎসংস্পৃষ্ট প্রদাহ এবং পূয়-সঞ্চার প্রভৃতি রোগ; স্তন্যাধিক্য।

আর্টিকা ইউরেন্‌স্‌। (২) ২১৬।
একনাইট। (১) ৪৭।
এসাফিটিডা। (২) ২১৭। (৫) ২৮৮।
কোনায়াম। (৫) ২২৮।
কষ্টিকাম। (২) ২১৭। (৩) ৩৫৭।
ক্যাষ্টর ইকুই। (৫) ২৮০।
ক্যামমিলা। (২) ২১৬, ৩৭৫।
চেলিডনিয়াম। (১) ৩৬৭।
নেট্রাম মিউ। (২) ২৬৫।
পাল্‌সেটিলা। (২) ২১৬।
ফস্‌ফরাস্‌। (৪) ২৫৩।
বেলাডনা। (১) ১০৭, ১০৮।
ব্রায়নিয়া। (১) ১০৮, ১৪৯।
মার্কুরিয়াস্‌। (১) ১০৮।

৯। প্রসব বা লেবর—কষ্টকর বা ডিফিকাল্ট

ইপিক্যাক। (৫) ১১।
একনাইট। (৫) ১১।
এক্টিয়া রেসি। (৫) ১০, ১১।
কফিয়া। (২) ২১৫, ৩৭৪। (৫) ৫৫২।
কলফাইলাম। (৫) ৩৮৪।
ক্যামমিলা। (২) ২১১, ৩৭৪। (৫) ৫৫২।
জেল্‌সিমিয়াম। (৪) ৮৭, ৮৮।
নেট্রাম মিউ। (২) ২৬৫।
পাল্‌সেটিলা। (২) ২১৫।
বেলাডনা। (১) ১০৬।
লাইকপডিয়াম। (৫) ১১।
সিকেলি। (৫) ৩৭৫, ৩৭৬।
হেমামেলিস। (৫) ১১, ৪৬৫।

১০। প্রসববেদনাকালীন কন্‌ভাল্‌সন বা আক্ষেপ।

ইগ্নেসিয়া। (২) ৩৩৮।
বেলাডনা। (২) ৩৩৮।
ষ্ট্রামনিয়াম। (২) ৩৩৮।
হায়সায়ামাস। (২) ৩৩৮।

১১। প্রসবান্তিক ক্লেদ বা লোকিয়াস্রাবসংস্পৃষ্ট রোগ।

একনাইট। (১) ৪৭।
ক্যামমিলা। (২) ৩৭৪।

banglabooks.in

বেলাডনা। (১) ১০৫।
ব্রায়নিয়া। (১) ১৫০।

১২। প্রসবান্তিক চিকিৎসা।

আর্ণিকা। (৩) ১৩২।

১৩। প্রসবান্তিক মূত্র রোধ বা রিটেন্‌শন অব ইউরিন।

আর্সেনিক। (৩) ৩৭৮।
ওপিয়াম। (৩) ৩৭৮।
কষ্টিকাম। (৩) ৩৪২, ৩৭৮।
হায়সায়ামাস। (৩) ৩৭৮।

১৪। প্রসবান্তিক রক্তস্রাব।

ইরিজিরণ। (৫) ১১৩।
টি্লিয়াম। (৪) ৫৪৪।
স্তাবাইনা। (৫) ২৫৯, ২৬০।

১৫। ভমিটিং অব প্রেগ্‌ন্যান্‌সি বা অন্তঃসত্ত্বার বমন।

এনাকার্ডিয়াম। (১) ৩৯৮।
ডিজিট্যালিস্। (৪) ৩৯৭।
নাক্স ভমিকা। (১) ৩৯৮। (২) ১৫৯।

১৬। সূতিকাজ্বর বা পিয়াপিরাল ফিবার।

একনাইট। (১) ৪৭।
ওপিয়াম। (৩) ৩৭৯।
কান্থারিস্। (৩) ৩২০।

১৭। সূতিকা (প্রসবান্তিক) রোগ।

আর্ণিকা। (৩) ১৩২।
এম্ব্রা গ্রিসিয়া। (৫) ৩২২, ৩২৩।
ক্যালি-ক্লোরিকাম। (৫) ১৩৮, ১৩৯।
নেট্রাম মিউ। (২) ২৬৫।
সিকেলি। (৩) ৩৬৫, ৩৭৫।

সিপিয়া। (২) ২৭১।
স্তাবাইনা। (৫) ২৫৯, ২৬০।
হেমামেলিস। (৫) ৪৬৫।

১৮। সূতিকাস্তম্ভ বা মিল্কলেগ, ফ্লেগ্‌ম্যাসিয়া ডলেন্‌স্।

পাল্‌সেটিলা। (২) ২১৬।
ম্যাগ্নেসিয়া কার্ব্ব। (৫) ৩৪৪।
হেমামেলিস। (২) ২১৬। (৫) ৩৪৭, ৪৬৫।

১৯। সূতিকাক্ষেপ বা পিয়াপিরাল কন্‌ভাল্‌শন।

ইগ্নেসিয়া। (২) ৩৩৭, ৩৩৮।
ক্যালি কার্ব্ব। (৫) ১৩৫।
জেল্‌সিমিয়াম। (৪) ৮৮।
ভেরেট্রাম ভিরিডি। (৫) ১৬৬
মেলিলোটাস্। (৫) ২৪৪।
সিকুটা। (৫) ২৩৫।

২০। সূতিকোন্মাদ বা পিয়াপিরাল্ মেনিয়া।

(মানসিক রোগ বা মেণ্টাল ডিজিজ্ দেখ।)

১৫। হৃৎপিণ্ডাদি শোণিত-যন্ত্র এবং শোণিতসংসৃষ্ট বিবিধ রোগ।

১। শোণিতসংসৃষ্ট বিবিধ রোগ।

১। নীলরোগ বা সায়ানোসিস্।

ডিজিট্যালিস্। (৪) ৩৯৮।

২। পার্পুরা হিমরেজিকা বা শীতাদরোগ।

হেমামেলিস। (৫) ৪৬৫।

banglabooks.in

৩। রক্তস্রাব বা হিমরেজ, ব্লিডিং।

আর্ণিকা। (৫) ৪৬৬।
আর্সেনিকাম। (২) ৮৮। (৩) ১০৫।
ইলেগো। (৫) ২৬১, ৩৬৬, ৩৬৭, ৩৬৮।
ইপিক্যাক। (২) ৩৮০, ৩৯৩।
ইরিজিরণ। (২) ৩৮০। (৫) ১১৩।
একনাইটাম। (১) ৪০। (৩) ১০৬।
১১০, ৫৪৮।
একালিফা ইণ্ড। (৩) ১০৬।
এম্ব্রাসিনাম। (৫) ৩২৫।
এব্রোটেনাম। (৫) ১০৩।
এমিল নাইট্রাস। (৫) ৪৭৮।
ওপিয়াম। (৫) ৪২৫।
কার্ব্ব ভেজ। (৩) ১০৫, ৪১০
ক্যাক্টাস গ্র্যাণ্ডি। (৫) ৫৪৮।
ক্যালি ফস। (৫) ১৪৬।
ক্রোটেলাস্ হরি। (৫) ৩২৫।
ট্রিলিয়াম। (৪) ৫৪৩, ৫৪৪।
ফসফরাস। (৪) ২৫৪। (৫) ৪২৪।
ফেরাম। (৩) ১০৫।
ফেরাম ফস। (৩) ৭৮।
বভিষ্টা। (৫) ৩৬৫, ৩৬৬।
ভিঙ্কা মাইনর। (৫) ৪২৫।
মিচেলা। (৫) ৩৬৬।
মিলিফোলিয়াম। (১) ৪০। (২) ৩৮০।
(৫) ১১০।
মেডরাইনাম। (৫) ৩৩৭।
লাইকপডিয়াম। (২) ৩৮০।
লিডাম। (১) ৪০। (৫) ৪২৪।
ল্যাকেসিস্। (৫) ৪৭৮।
সাইক্লেমেন। (৩) ১০৬।
সালফুরিক এসিড। (৫) ৫৪৬।
সিকেলি। (৫) ৩৬৮, ৩৭৬, ৫৪৩।
সিঙ্কনা। (২) ৮৮। (৩) ৭৬, ১০৫।
সিনামমনাম। (৩) ১০৬। (৫) ৪৪৫।
স্যাঙ্গুইনেরিয়া। (৫) ৪৭৮।
স্যাবাইনা। (৩) ৯৭। (৫) ২৫৯, ২৬০।
হেমামেলিস। (৫) ৩৬৫, ৪৬৫, ৪৬৬,
৫৪৩।

৪। রক্তহীনতা বা এনিমিয়া।

আর্সেনিকাম। (২) ৮৬, ৮৭, ৮৮।
এলুমিনাম। (৫) ৮১, ৮২, ১৮৭।
এসেটিক এসিড। (৩) ১০৭।
ক্যালি কার্ব্ব। (৫) ১৩৫, ১৩৬।
ক্যালি ফের-সায়া। (৫) ১৪৬।
ক্যাল্কেরিয়া কার্ব্ব। (৫) ১৮৭।
ক্যাল্কেরিয়া ফস। (৩) ১০৭। (৫) ১৮৬,
১৮৭, ৫১৫।
চাইনিনাম আর্স। (৩) ১০৬।
নাকস ভমিকা। (৩) ৩০২। (৫) ১৮৭।
নেট্রাম মিউ। (২) ৮৮। (৩) ১০৬। (৫)
৫১৫
ফেরাম। (২) ৮৮। (৩) ১০৬। (৫) ৫১৫,
৫১৬।
ফেরাম এসেট। (৩) ১০৭। (৫) ৫১৬।
ফেরাম প্রোটো-অক। (৩) ১০৫। (৫)
৫১৬।
ফেরাম ফস্। (৩) ১০৭। (৫) ৫১৫, ৫১৬।
ফেরাম রিডাক্ট। (৩) ১০৭। (৫) ৫১৫।
ফেরাম এট-ষ্ট্রিক-সাই। (৩) ১০৭। (৫)
৫১৫।
সিকেলি। (৫) ৩৭৬।
সিঙ্কনা। (২) ৮৮। (৩) ১০৬, ১০৭, ১১৩।
(৫) ৫১৫।
সিনিসিয়ো অরি। (৫) ১১২।
হেলোনিয়াস। (৫) ১৫৯, ১৬০।

৫। রক্তাধিক্য বা কঞ্জেস্সন।

একোনাইট। (১) ৫, ১৫।
বেলাডনা। (১) ৩৫।

banglabooks.in

২। হৃৎপিণ্ডাদি শোণিত-যন্ত্ররোগ।

১। অণ্ড-শিরার্ব্বুদ বা ভেরিকোসিল।

(পুংজননেন্দ্রিয় রোগ দেখ।)

২। এওর্টাইটিস্ বা বৃহদ্ধমনী-প্রদাহ।

এন্ডনিস ভার্ণ্যালিস্। (৫) ১৬।
ল্যাকেসিস। (৪) ৩৩।

৩। এন্যুরিজম বা ধমনী-স্ফীতি এবং এথারোমা প্রভৃতি ধমনীরোগ।

ব্যারাইটা কার্ব্ব। (৩) ১৭৫।
ব্যারাইটা মিউ। (৫) ১৭৯।
ল্যাকেসিস। (৪) ৩৩।

৪। জটুল বা নিভাস (Nævus.)

ফ্লুয়োরিক এসিড। (৩) ২৫৩। (৫) ৭১, ৭২।
লাইকপড। (৩) ২৫৩।

৫। শিরা-প্রসারণ বা ভেরিকোজ ভেনস্।

কার্ব্ব ভেজ্। (৩) ৪১২।
ফ্লুয়োরিক এসিড। (৩) ২৫৩। (৫) ৭১।
লাইকোপড। (৩) ২৫৩।
হেমামেলিস। (৫) ৪৬৭।

৬। হৃৎকম্প, হৃদ্বেপন বা প্যালপিটেশন অব দি হার্ট।

একনাইটাম। (১) ৩৪।
এনাকার্ডিয়াম। (১) ৩৯৯।
কফিয়া। (৫) ৩০২।
ক্যাক্টাস গ্র্যাণ্ড। (৫) ৫৪৭, ৫৪৮।
গ্লোনইন্। (৫) ২৭৭।
ফসফরাস। (৫) ৩০২।
ব্যাডিয়াগা। (৫) ৩০২।
মস্কাস। (৫) ২৮২, ২৮৩।
ম্যাগ্নেসিয়া মিউ। (৫) ৩৫৬।
রাসটক্স্। (৪) ৩৪০, ৩৪১।
স্পাইজিলিয়া। (৫) ৪০১।

৭। হৃৎপিণ্ড-বিবৃদ্ধি বা হাইপারট্রফি অব দি হার্ট।

অরাম। (১) ৩৬। (৪) ৪৬৫, ৪৬৬।
অরাম মিউ। (৪) ৪৬৬।
আইওডিয়াম। (৫) ৫৬, ৫৭
আর্ণিকা। (১) ৩৬। (৩) ১৩০।
আর্সেনিকাম্। (৩) ১৩০। (৫) ৪০২।
একনাইটাম। (১) ৩৫, ৩৬।
এমনিয়াম কার্ব্ব। (৪) ৪৬৬।
ক্যাক্টাস গ্র্যাণ্ডি। (১) ৩৬। (৩) ১৩ (৫) ৫৪৭, ৫৪৮।
ক্যাল্মিয়া। (১) ৩৬। (৫) ৪১৮।
পাল্সেটিলা। (৪) ৩৪১।
ব্রমিয়াম। (৩) ১৩১। (৪) ৩৪১।
ভেরেট্রাম ভিরিডি। (৫) ১৬৮।
রাসটক্স। (১) ৩৬। (৩) ১৩০। (৪) ৩৪০, ৩৪১। (৫) ৪১৮।
ল্যাকেসিস। (৩) ১৩০।
স্পাইজিলিয়া। (৫) ৫৭, ৪০১।

৮। হৃৎপিণ্ড-রোগ বা হার্ট-ডিজিজ্—হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া ও নির্ম্মাণবিকারী বা ফাংশন্যাল ও অর্গ্যানিক বিবিধ রোগ।

অরাম। (৪) ৪৬৫। (৫) ২২৭।
আয়ডিয়াম। (৫) ৫৬, ৫৭।

banglabooks.in

আর্ণিকা। (৫) ৫৪৮।
আর্সেনিকাম। (২) ৮৩, ৮৪। (৪) ৩০৪, ৩৯২। (৫) ৬৬।
ইউফ্রেসিয়া। (৪) ৩৭৬।
একনাইটাম। (১) ৩৪, ৩৬—৩৯। (৪) ৩৪১, ৩৯৪। (৫) ৬৬, ৪১৮।
এক্টিয়া রেসি। (৪) ৩৪১।
এডনিস ভার্ণ্যা। (৫) ১৬, ১৭, ২০১।
এপসাইনম্ কেনা। (৪) ৩০৪। (৫) ৪৫২।
এপিস। (৪) ৩০৪, ৩৯৪।
এমনিয়াম কার্ব্ব। (৫) ৮৯।
এস্পারেগাস। (৪) ৩০৫।
কন্‌ভ্যালেরিয়া মেজ। (৫) ২০০, ২০১, ২০২।
কলিন্‌সনিয়া। (৫) ২০১, ২০২।
কল্‌চিকাম। (৩) ৭১।
কোনায়াম। (৫) ২২৭।
ক্যাক্টাস গ্র্যাণ্ডি। (৫) ৫৪৭, ৫৪৮।
ক্যানাবিস স্যাট। (৫) ৪৫০।
ক্যালি বাই। (৪) ৩৭৬।
ক্যালি হাই। (৪) ৩৩।
ক্যাল্মিয়া ল্যাটি। (৪) ৩৪১, ৩৯৪। (৫) ৪১৮।
ক্র্যাটিগাস্ অক্সি। (৫) ২০২।
গ্রিণ্ডেলিয়া রোবাষ্টা। (৪) ৮৪।
গ্র্যাফাইটিস। (৪) ৩৩, ৩৭৬।
জিঙ্কাম। (৫) ২২৭।
জেল্‌সিমিয়াম। (৪) ৮৪, ৩৯৩।
ডিজিট্যালিস্। (৪) ৮৪, ৩৯১, ৩৯২, ৩৯৪। (৫) ৪১৮।
নেট্রাম মিউ। (৪) ৩৩।
ন্যাজা ট্রিপু। (৪) ৩৩। (৫) ২৭৭।
পাল্‌সেটিলা। (৪) ৩৪১, ৩৯৪।
পেট্রোলিয়াম। (৪) ৩৩।
প্রুনাস্ স্পাই। (৫) ৬৬।
ফস্‌ফরাস। (৫) ৬৬।
ফাইটলেক্কা। (৪) ৩৪১। (৫) ৪১৮।
ব্রায়নিয়া। (৫) ৬৬।
ভেরেট্রাম ভি। (৫) ১৬৮।
রাস্‌টক্স। (৪) ৩৪০, ৩৪১, ৩৯৪। (৫) ৪১৮।
লাইকপডিয়াম। (৫) ২০১।
লিডাম। (৫) ২০১।
লিলিয়াম টাই। (৫) ২০৫, ২০৬।
ল্যাকেসিস। (৪) ৩২, ৩৭৬, ৩৯২। (৫) ৬৬।
ল্যাক্টিয়া। (৫) ৩৭৬।
ষ্ট্রোপেস্থাস্। (৫) ২০২।
সাল্‌ফার। (৫) ২০৬।
স্পঞ্জিয়া। (৫) ৬৪।
স্পাইজিলিয়া। (৫) ৬৬, ৪০১, ৪০২।
স্পার্টি সাল্ফ। (৫) ২০২।
হাইড্রেসা এসিড। (৫) ৬৬।

৯। হৃৎপিণ্ড-শূল বা এঞ্জাইনা পেক্টরিস্।

অরাম। (৫) ১০২।
আর্জেণ্টাম নাই। (৪) ৪৪৪।
আর্ণিকা। (৩) ২১৫।
আর্সেনিকাম। (২) ৮৬।
এব্রোটেনাম। (৫) ১০২।
কুপ্রাম মেট। (৩) ২১৫।
ক্যাক্টাস গ্র্যাণ্ডি। (৩) ২১৫। (৫) ৫৫৭, ৫৪৮।
ক্যাল্মিয়া। (৩) ২১৬।
টেবেকাম। (৩) ২১৫। (৫) ২৭১।
নাক্স ভম। (২) ২১৫।
ন্যাজা ট্রিপু। (৫) ২৭৭।
মস্কাস্। (৫) ২৮২, ২৮৩।

banglabooks.in

লিলিয়াম টাই। ২১৬।
রাস্‌টক্‌স্‌। (৪) ৩৪০, ৩৪১।
ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া। (৩) ২২৪।

১০। হৃৎপিণ্ডের দুর্ব্বলতা

পক্ষাঘাতিক দুর্ব্বলতা বা কার্ডিয়াক ডিবিলিটি, প্যারালিটিক উইকনেস।

কোনায়াম। (৫) ২২৭।
স্যাজা টি্‌পু। (৫) ২৭৭।
ভেরেট্রাম এল্‌। (৪) ১৪৩।

১১। হৃৎপিণ্ডের রসাপকৃষ্টতা বা ফ্যাটি ডিজেনারেশন।

আর্সেনিকাম। (২) ৮৫, ৮৬।
এপসাইনাম। (২) ৮৬।
এপিস। (২) ৮৬।
ফস্‌ফরাস। (২) ৮৫।
মার্কুরিয়াস। (২) ৮৬।
সাল্‌ফার। (২) ৮৬।

১২। হৃৎপেশী-প্রদাহ বা মায়াকার্ডাইটিস্‌।

একনাইটাম। (৫) ৪০২।
ক্যাক্টাস গ্র্যাণ্ডি। (৫) ৫৪৭, ৫৪৮।
স্যাজা টি্‌পু। ২৭৭।
ফস্‌ফরাস। (৪) ২৪৮।
ভেরেট্রাম ভিরিডি। (৫) ১৬৮।
স্পাইজিলিয়া। (৫) ৪০১।

১৩। হৃদ্বাহ্যবেষ্ট-ঝিল্লি-প্রদাহ বা পেরিকার্ডাইটিস।

আর্সেনিকাম। (২) ৮৪। (৪) ৩০৪।
একনাইটাম। (১) ৩৯।
এনাকার্ডিয়াম। (১) ৩৯৯।
এপসাইনাম। (৪) ৩০৪।
এপিস। (৪) ৩০৪।
এস্পারেগাস। (৪) ৩০৫।
কল্‌চিকাম। (৩) ৭২।
ক্যাক্টাস গ্র্যাণ্ডি। (৫) ৫৪৭, ৫৪৮।
ক্যাল্মিয়া ল্যাটি। (৫) ৪১৮, ৪১৯।
ব্রায়নিয়া। (১) ১৩৮। (৪) ৩৪০।
ভেরেট্রাম ভিরিডি। (৫) ১৬৮।
রাস্‌টক্‌স্‌। (৪) ৩৪০।
স্পাইজিলিয়া। (৫) ৪০১।

১৪। হৃদন্তরবেষ্ট-ঝিল্লি-প্রদাহ বা এণ্ডোকার্ডাইটিস্‌।

আর্সেনিকাম। (২) ৮৪।
একনাইটাম। (১) ৩৯।
এডনিস ভার্ণ্যাল। (৫) ১৬।
কল্‌চিকাম। (৩) ৭২।
ক্যালি নাইট্রিকাম। (৫) ১৪২
ফস্‌ফরাস। (৪) ২৪৮।
রাস্‌টক্‌স্‌। ৩৪০, ৩৪১।
স্পাইজিলিয়া। (৫) ৪০১।

banglabooks.in

চিকিৎসা-নির্ঘণ্ট-নির্দ্দেশ।

অগ্নিদাহ বা বার্ণিং ৬।/০
অঙ্গুলিকা, আজনাই বা ষ্টাই ২॥৵০
অজীর্ণ, আমাশয়াজীর্ণ বা ডিস্‌পেপ্‌সিয়া, ইণ্ডিজেশ্চন ৪/০
অণ্ডকোষ-গ্রন্থিরোগ ২॥০
(পুংজননেন্দ্রিয়রোগ দেখ)
অণ্ডকোষ বা মুষ্ক-প্রদাহ বা অর্কাইটিস এবং অণ্ডকোষসংসৃষ্ট বিবিধ রোগ ৫/০
অণ্ড-শিরার্ব্বুদ বা ভেরিকোসিল ২॥৵০
অণ্ডাধার বা ওভারির প্রদাহ, স্ফীতি ও দড়কচড়াভাব প্রভৃতি ৮৵০
অণ্ডাধাররোগ বা ডিজিজেজ্‌ অব দি ওভারিজ ৮৵০
অণ্ডাধারশূল বা ওভারেল্‌জিয়া ৮৵০
অণ্ডাধারের অর্ব্বুদ বা ওভারিয়ান্‌ টিউমার ৮৵০
অনিদ্রা ও অস্থিরতা প্রভৃতি ৫৶০
অম্লকল্প ঋতুস্রাব বা ভাইকেরিয়াস্‌ মেনষ্ট্রুয়েশন .. ৮৸/০
অম্লপেক্ষরোগ বা টেরিজিয়াম ২॥৶০
অনৈচ্ছিক, অসাড় এবং নির্ব্বাধ মূত্রস্রাব বা ইন্‌ভলাণ্টারি ইউরিনেশন এবং ইন্‌কন্টিনেন্স্‌ অব ইউরিন্‌ ৮।৶
অন্ত্র প্রদাহ বা এণ্টারাইটিস ৪৵
অন্ত্র-বেষ্ট ঝিল্লি-প্রদাহ বা পেরিটনাইটিস্‌ ৪৵
অন্ত্র-রক্তস্রাব বা ব্লিডিং ফ্রম দি বাউয়েল্‌স্‌ ৪৵
অন্ত্রাবরোধ বা অবষ্ট্রাকশন্‌ অব দি বাউয়েল্‌স্‌ ৪৵
অন্ত্রের পক্ষাঘাতিক দুর্ব্বলতা বা প্যারালিটিক উইকনেস্‌ অব দি বাউয়েল্‌স্‌ ৪৵
অন্ধত্বাদি বিবিধ দৃষ্টি বিপর্য্যয়—অন্ধত্ব, দৃষ্টিমালিন্য বা ঘোরদৃষ্টি বা, গ্লাকমা, দৃষ্টিদৌর্ব্বল্য বা এস্থেন-পাইয়া, বিষমদৃষ্টি, অর্দ্ধ-দৃষ্টি, দ্বিত্বদৃষ্টি, দূরদৃষ্টি বা প্রেসবাইও-পাইয়া, নিকটদৃষ্টি বা মাইওপাইয়া প্রভৃতি ২॥৶০
অক্ষাস্ত্রাদি-প্রদাহ বা টাইফিলাইটিস ও পেরিটাইফিলাইটিস প্রভৃতি ৪৵০
অন্ননালী-প্রদাহ বা ইসফেগাইটিস ৪৵০
অফ্‌থ্যাল্‌মিয়া, কঞ্জাংটিভাইটিস বা যোজকঝিল্লিপ্রদাহ—সহজ বা সিম্পল, পূয়ধাতুজ বা গণরিয়েল, গণ্ডমালিয় বা স্ক্রফুলাস, দানাযুক্ত বা গ্র্যানু-লার, পূয়জনক বা পুরুলেণ্ট, পূয়- বা পাশ্চুলার এবং যোজকঝিল্লি সহ রসবিম্বিকাযুক্ত বা ফ্লুক্‌টিনিউলার প্রভৃতি ২॥৶০
অফ্‌থ্যাল্‌মিয়া নিওনেটোরাম বা নবজাত শিশুর চক্ষুপ্রদাহ ২৸০। ৮৸০
অবসাদবায়ু চিত্তোদ্বেগ বা হাইপকণ্ড্রিয়া-সিস ৭।/০
আঘাত বা ইঞ্জুরি—রোগকারণ ৫৶০
অভিঘাতিক এবং অস্ত্রচিকিৎসাস্তিক জ্বর ৬॥/০
অভিঘাতিক, রোগ বা ইঞ্জুরিজ—স্প্রেণ বা মচকান প্রভৃতি ৬।/০
অভিসম্পাত ও শপথ করিবার অদম্য ইচ্ছা ৫৶০
অম্লাতিশয্য এবং অম্লবিষ্ঠা ৫৶০
অরুণিকা, ত্বকরক্তিমা বা ইরিথিমা ৩/০
অর্ব্বুদরোগ বা টিউমার ৬।/০
অর্শরোগ বা হিমরয়েড্‌স্‌, পাইল্‌স ৪৵০

banglabooks.in

অলীক প্রসব-বেদনা বা ফল্‌স পেনস ৯।/০
অশ্রু-যন্ত্র-রোগ বা ডিজিজেজ্‌ অব দি ল্যাক্রিম্যাল এপারেটাস ২৮০
অসহিষ্ণুতা বা উত্তেজনাপ্রবণতা—মানসিক, ঐন্দ্রিয়ক এবং স্নায়বীয় ৫৶০
অসাড় ও অনৈচ্ছিক বা ইনভলাণ্টারি মলত্যাগ ৪৶০
অস্ত্রচিকিৎসাস্তিক রোগ ৬।/০
অস্ত্রচিকিৎসান্তে বেদনাদি চক্ষু-বিকার ২৮০
অস্থি-অর্ব্বুদ বা একজস্টোসিস অব্‌ দি বোন ২।৶০
অস্থি ও অস্থিবেষ্টঝিল্লিসংস্পৃষ্ট নানাবিধ রোগ—বালাস্থিবিকার বা রেকাইটিস আদি, অস্থিবেষ্টপ্রদাহ বা পেরিঅষ্টি-ইটিস, অস্থিক্ষত বা কেরিজ এবং অস্থিধ্বংস বা নিক্রোসিস প্রভৃতি ২।৶০
অস্থি ও অস্থিসংস্পৃষ্ট রোগ ২।৶০
অস্থিরতা এবং উৎকণ্ঠা ৫।৮
আউয়ার-গ্লাস-কণ্ট্রাকশন বা জরায়ুর ডামরিক সংকোচন ৯।/০
আগন্তুক বস্তু বা ফরেন বডিসংপ্রবে চক্ষু-প্রদাহ ২৮০
আঘাতজ চক্ষু-প্রদাহ ২৮৵০
আঙ্গুলহাড়া বা হুইটলো, প্যানারিটাম ৩/০
আতপাঘাত বা সানস্ট্রোক ৭॥৵০
আত্মহত্যা করণেচ্ছা ৫।০
আত্মহত্যা করণেচ্ছা বা সুইসাইড্যাল মেনিয়া ৭।৵০
আফ্‌টার পেন্‌স, প্রসবান্তিক শূল বা ভ্যাদাল ব্যথা ৯।/০
আবদ্ধ-জরায়ু-কুসুম বা রিটেণ্ডপ্লাসেণ্টা ৯।৶০
আমবাত, শীতপিত্ত বা হুইলস্‌, হাইড্‌স, নেটল রেস ৩/০
আমরক্ত-রোগ, রক্তামাশয় বা ডিসেণ্টারি—তরুণ ও প্রবল বা একুটি, নাতিপ্রবল বা সাব-একুট, পুরাতন বা ক্রনিক, সান্নিপাতিক বা টাইফইড ৪৶০
আমাশয়-কর্কট-রোগ বা ক্যানসার অব দি ষ্টমাক্‌ ৪।০
আমাশয়প্রদাহ ও ক্ষত বা গ্যাষ্ট্রাইটিস ও গ্যাষ্ট্রীক আল্‌সার ৪।০
আমাশয়মধ্যে কখনও ভয়ঙ্কর জ্বালা, কখনও বরফবৎ শীতলতা ৫।০
আমাশয়-রোগ বা গ্যাষ্ট্রিক ডিরেঞ্জমেণ্ট ৪।০
আমাশয়শুষ্কতা বা ড্রাইনেস অব দি ষ্টমাক ৪।০
আমাশয় হইতে রক্তস্রাব বা ব্লিডিং ফ্রম দি ষ্টম্যাক
আমাশয়ান্ত্রিক প্রদাহ বা গ্যাষ্ট্র-ইন্‌টেষ্টাইন্যাল ইন্‌ফ্লামেশন ৪।০
আমাশয়দুর্ব্বলতা বা উইকনেস অব দি ষ্টম্যাক ৪।/০
আমাশয়ের শূল বা গ্যাষ্ট্র্যাল্‌জিয়া
আরক্ত জ্বর বা স্কার্লেটিনা ৬।/০
আর্ত্তবাভাব, রজোলোপ এবং আর্ত্তবাঘাত বা এমেনোরিয়া এবং সাপ্রেসড মেন্‌সেস ৮৸৵০
আহারান্তে রোগের হ্রাস অথবা বৃদ্ধি ৫।০
আক্ষেপিক প্রসব-বেদনা বা স্প্যাজমডিক লেবর পেন্‌স ৯।৵০
আক্ষেপিক মূত্র-নিঃসরণ বা স্প্যাজমডিক ইউরিনেশন ৮।৶০
ইউরিমিয়া বা মূত্রবিষক্রিয়া ৮।৶০
ইউরেচিয়ান টিউব ও কর্ণসর্দ্দি ২।৶০
ইচ্ছা ও ঘৃণা এবং মুখাস্বাদ ও মুখ এবং নিঃশ্বাসের দুর্গন্ধ প্রভৃতি ৫।০
ইডিমাগ্লটিডিস বা স্বরযন্ত্রদ্বারশোথ ৩।৵০
ইডিমাপাল্‌মনাম বা ফুসফুসের শোথ ৩।০

banglabooks.in

ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা বা দেশব্যাপক প্রতিশ্যায় ৩।৶০
ইম্পেটিগো বা চর্ম্মদল—গোলাকার ও চেপ্টা, পুয়পূর্ণ উদ্ভেদ ৩৶০
উদর অথবা বস্তিকোটর-যন্ত্রের কিম্বা উভয়ের ঠেলমারা বা ঝুলিয়া পড়া ৫।/০
উদরযন্ত্রাদিপ্রদাহ—অন্ত্র-বেষ্ট-ঝিল্লিপ্রদাহ বা পেরিটনাইটিস্, অন্ত্রপ্রদাহ বা এণ্টারাইটিস্, ডায়াফ্রামাইটিস্ এবং অন্ধান্ত্রাদিপ্রদাহ বা টিফিলাইটিস্ প্রভৃতি ৪।/০
উদররোগ বা ডিজিজেজ্ অব দি এবডমেন ৪।/০
উদরশূল, অন্ত্রশূল, শূলবেদনা বা কলিক্ ৪।/০
উদরাদিমধ্যে ভ্রূণাদি জীবন্ত পদার্থের বা কোন আগন্তুক পদার্থের বর্ত্তমানতা বা সঞ্চলনের অনুভূতি ৪।/০
উদরাদি যন্ত্রমধ্যে খালি, কিছু না থাকা অথবা শূন্যবোধ ৪।/০
উদরাধ্মান, উদরস্ফীতি বা টিম্পানাইটিস ৪।৶০
উদরাধ্মান বা পেটফাঁপা ৫।/০
উদরাময়—প্রাত্যূষিক বা মর্ণিং ডাইরিয়া ৪।০
উদরাময় বা ডাইয়ারিয়া—তরুণ এবং পুরাতন ৪।৶০
উদরাময়—মানসিকবিকারবশতঃ ৫।৷০
উদরি বা এসাইটিস ৬৷০
উদ্ভেদ বসিলে বা অন্তর্ম্মুখী হইলে এবং স্রাব বসিলে রোগ ৫।/০
উদ্ভেদিক জ্বর বা একজ্যান্থিমেটা ৬।৶০
উদ্ভেদিক জ্বর বা একজ্যান্থিম্যাটিক ফিবার ৬।/০
উদ্ভেদিক জ্বরে উদ্ভেদের অনুদ্গম বা অন্তর্গমন (বসিয়া যাওয়া) বশতঃ রোগ ৬।৶০
উন্মাদ-রোগ বা ইন্‌স্যানিটি—একুট-মেনিয়া, মনমেনিয়া বা একাগ্রয়োন্মাদ, ধর্ম্মোন্মাদ, কামোন্মাদ, এবং ডিমেন্‌সিয়া বা বুদ্ধিহ্রাসতা প্রভৃতি ৭।৶০
উপতারা-রোগ বা ডিজিজেজ্ অব দি আইরিস্ ২৸/০
উপদংশ-রোগ বা সিফিলিস্—তরুণ বা প্রাইমেরি, নাতিতরুণ বা সেকেণ্ডারি এবং পুরাতন বা টার্শিয়ারি ৭৴
ঋতুরোধ অথবা স্বল্পঋতু ৮৶/০
ঋতুসন্ধিকাল ও ঋতুসন্ধিকালীন রোগ বা ক্লাইম্যাক্টারিক পিরিয়ড এবং ক্লাইম্যাক্টারিক ডিজিজেজ ৮৶/০
ঋতুসন্ধি, বিশেষতঃ বর্ষীয়সীদিগের শেষ ঋতুরোধকালের অথবা তৎপরের অর্শ, শোণিতস্রাব, তাপোচ্ছ্বাস তপ্তঘর্ম্ম এবং মূর্চ্ছার জ্বালা ও শিরঃশূল প্রভৃতি ৫।/০
এওর্টাইটিস্ বা বৃহদ্ধমনী প্রদাহ ৯॥৶০
একুট, পুরাতন বা ক্রনিক এবং সান্নিপাতিক বা টাইফইড ৪৶০
এডিসন্স ডিজিজ—ত্বককলঙ্ক বিশেষ দ্বারা স্পষ্টিকৃত স্নায়বীয় ও যান্ত্রিক ক্রিয়াবসাদঘটিত দুশ্চিকিৎস্য রোগ বিশেষ ৩৶০
এনাসার্কা বা ত্বকশোথ বা বাহ্য শোথ ৬॥০
এনুরিজম বা ধমনী-স্ফীতি এবং এথারমা প্রভৃতি ধমনীরোগ ৯॥৶০
এম্ফিসিয়া বা ফুস্‌ফুসের বায়ু-স্ফীতি ৩।৶০
এল্‌বুমিনুরিয়া, ব্রাইটস্ ডিজিজ বা লালামেহ ৮।৶০
এম্ফিক্‌সিয়া এবং স্প্যাজম অব দি লাঙ্গস্ বা শ্বাসরোধ এবং ফুস্‌ফুস ও অন্ননালীর আক্ষেপ ৬।৶০
ওভারিগ্রন্থিরোগ ২॥০

banglabooks.in

ঔষধ ও তাম্রকুট, মদ্য এবং অহিফেন প্রভৃতি মাদকদ্রব্যাদির অপব্যবহার এবং অন্যান্য বিবিধ কারণজনিত বিষ-ক্রিয়া ৫।৶০

কচ্ছুরোগ, পাঁচড়া বা স্কেবিজ, ইচ, সোরা ৩৶০

কণ্ডিলমা বা শ্লেষ্মাগুটিকা এবং চর্ম্মকীল বা ওয়ার্টস্ ৭৲

কণ্ড, সাধারণ চুলকনা বা প্রুরাইটিস্ ৩৶০

করইডাইটিস বা চক্ষুর রক্তনাড়ীময়-ঝিল্লি প্রদাহ ২৸/০

কড়ি বা লিঙ্গোচ্ছ্বাস ৭৲

কর্ণ এবং কর্ণ সংস্পৃষ্ট-রোগ ২।৶০

কর্ণ খইল ২॥০

কর্ণনাদ বা টিনিটাস অরিয়াম ২॥০

কর্ণমূলগ্রন্থি বা প্যারটিড গ্ল্যাণ্ডপ্রদাহ, প্যারটাইটিস বা মাম্পস ২/০

কর্ণশূল, কর্ণপ্রদাহ এবং অটরিয়া এবং কানপাকা প্রভৃতি ২।৶০

কর্ণিয়া বা চক্ষুর কালক্ষেত্রের অসচ্ছতা বা ওপেসিটি ২৸/০

কর্ণিয়া বা চক্ষুর স্বচ্ছাবরকের প্রদাহ বা কিরাটাইটিস ও ক্ষত ২৸/০

কর্ণিয়ার এবসেস, হাইপপিয়ন বা কর্ণিয়ার পশ্চাৎ নিম্নে অর্দ্ধচন্দ্রাকারে পূয় সংগ্রহ ২৸৶০

কলিফ্লায়ুয়ারগ্রোথ বা ফুলকপিবৎ উপমাংস, কণ্ডিলমা বা শ্লেষ্মাগুটি এবং তজ্জাতীয় অন্য বিষ মাংস বৃদ্ধি, অর্ব্বুদ বা টিউমার ৬।৶০

কলেরা বা ওলাউঠা—এসিয়াটিক প্রভৃতি ৪॥০

কলেরা—রক্তময় বা ব্লাডি কলেরা ৪॥/০

কাউর, পামা বা একজিমা ৩৶০

কার্ব্বাঙ্কল বা দাহিকা, দগ্ধব্রণ, পৃষ্ঠব্রণ ৬।৶০

কাসি বা কফ ৩।৶০

কিড্‌নি বা বৃক্ক রোগ ৮।৶০

কিডনি বা বৃক্কের দানাযুক্ত ক্ষয় বা গ্র্যানুলার ডিজেনারেশন ৮॥০

কিডনি বা বৃক্কের ফ্যাটি ডিজেনারেশন বা বসাপকৃষ্টতা ৮॥০

কুইনাইন্ রুদ্ধ ম্যালেরিয়াদি জ্বর এবং ছদ্মজ্বর বা মাস্কড ফিবার প্রভৃতি ৬॥/০

কুঁচকির ফাঁসবদ্ধ অন্ত্রবৃদ্ধি-রোগ বা ষ্ট্র্যাঙ্গুলেটেড ইইঙ্গুন্যাল হার্ণিয়া ৪॥/০

কৃমিরোগ বা ওয়ার্ম্‌স ৪॥/০

কৃশতা এবং রক্তহীনতাদি ৫।৶০

কেশস্খলন, টাক বা এলপেশিয়া বল্ডনেস ৩৶০

"কোমা ভিজিল বা টাইফমেনিয়া" অচৈতন্যাবস্থায় উন্মীলিত চক্ষুসহ অস্পষ্ট কথন ৫।৶০

কোষময়-ঝিল্লি প্রদাহ বা সেলুলাইটিস ৬।৶০

কোষ্ঠবদ্ধ বা কন্‌ষ্টিপেশন ৪॥/০

ক্যাংক্রাম আরস বা পচিত মুখক্ষত, মামুরকির ঘা ৪॥৶০

ক্যানসার বা কর্কটরোগ ৬।৶০

ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া বা একশন ও রি-একশন ৫।৶০

ক্রোধ, শোক প্রভৃতি মানসিক উপঘাত রোগকারণ ৬॥০

ক্লাব-ফুট বা বক্র-পদ ৩।০

ক্লোরোসিস ও এনিমিয়া বা মৃৎপাণ্ডু ও রক্তহীনতা ৮৸৶০

খল্লী, খাইল, স্থানিক আক্ষেপ বা ক্র্যাম্পস্ ৭॥৶০

গণ্ডমালা-রোগ বা স্ক্রুফুলা ২॥/০

গর্ভস্রাব, গর্ভপাত বা এবর্শন, মিস্-ক্যারেজ ৯।৶০

banglabooks.in

গর্ভাবস্থার রোগ—ফাইব্রিনাস ফিবার, মৃত্যু-ভীতি, জরায়ুর-বেদনা শিরা স্ফীতি বা ভেরিকোজ ভেন্‌স্‌ প্রভৃতি বিবিধ রোগ ৯৶০

গর্ভিণী, প্রসব এবং প্রসবান্তিক বা সূতিকারোগ ৯।/০

গলগণ্ডরোগ বা গয়টার ২।।/০
গল-প্রদাহ ও গল-ক্ষত বা সোর-থ্রোট ৪।।৶০
গলমধ্যে কুক্‌কুক্‌ শব্দ ৫।৴০
গল-ক্ষত বা কুইন্সি সায়ানাঙ্কি টন্‌সিলা-রিজ ৪।।৴০
গাউট বা ক্ষুদ্রবাত ৭৶০
গীতি-বাদ্য সহ রোগসম্বন্ধ ৫।৴০
গুদভ্রংশ, হালিশ বা প্রলাপ্‌সাস্‌ রেক্টাই ৪।।৴০
গুল্ম-বায়ু, মূর্চ্ছা-বায়ু, অপস্মার বা হিষ্টিরিয়া ৭।৴০
গুহ্যদ্বারের সঙ্কোচন বা কন্‌ষ্ট্রিক্‌শন অব দি এনাস ৪।।৴০
গৃহবিরহাতুরতা বা হোমসিক্‌নেস্‌ ৭।।০
গ্যাংগ্রিন বা ন্যূনাধিক শরীরাংশের মৃত্যু বা পচন ও বিগলন ৬।।০

গ্রন্থি এবং গ্রন্থি-সংস্পৃষ্ট রোগ ২।।০

গ্রন্থি-রোগ বা ডিজিজেজ অব দি গ্ল্যাণ্ডস্‌ ২।।/
গ্রীবাস্তম্ভ বা টার্টিকলিস্‌ ৭৶০
গ্লকমা বা চক্ষুরসের অস্বচ্ছতা বশতঃ ঘোর-দৃষ্টি ২৸৶০
গ্লিট বা পুরাতন পূয়-মেহ ৭৲
গ্লোবাস্‌ হিষ্টিরিকাস বা গলা বাহিয়া পিণ্ডাকার বস্তু উঠা ৫।৴০
ঘর্ম্মের স্থান ও ঘর্ম্ম-প্রকৃতি ৫।৴০
ঘুংরিকাশি বা ক্রুপ—সহজ ও পর্দ্দাজনক বা মেম্ব্রেনাস ৩।৴০
ঘ্রাণশক্তির অভাব ৫।৴০
ঘ্রাণশক্তির কষ্টকর প্রখরতা ৫।৴০
ঘ্রাণে অসহিষ্ণুতা ৫।৴০
ঘ্রাণে অসহিষ্ণুতা ও মূর্চ্ছার ভাব ৩।।০
চর্ম্মকীলক বা ওয়ার্টস ৩৴০
চক্ষু ও চক্ষুমণির বা পিউপিলের বিস্তৃতি ৫।৴০
চক্ষুপুট আবর্ত্তন (Twitching) বা চোক্‌-নাচা চক্ষু মিটিমিটি ২৸৶০
চক্ষুপুট পতন বা টোসিস্‌ ২৸৶০
চক্ষুপুট-প্রদাহ বা ব্লেফারাইটিস্‌ ২৸৶০
চক্ষুপুটবিপর্য্যয় বা একট্রোপিয়াম ও ট্রিকইয়াসিস্‌, চক্ষুপুট বক্র হওয়া বা চক্ষুকেশ উল্টান ২৸৶০
চক্ষুপুটের বিবিধ রোগ ২৸৴০
চক্ষুমণি, তারা বা পিউপিলের ডাইলে-টেশন বা প্রসারণ ২৸৴০
চক্ষুর কালশিরা একিমোসিস্‌ ২৸৴০
চক্ষুর স্নায়ুশূল ২৸৴০
চক্ষুরোগ বা ডিজিজেজ অব দি আইজ ২৸৴০

চক্ষুরোগ বা ডিজিজেজ অব দি আইজ ২।।৶০

চাপে রোগের হ্রাস বা বৃদ্ধি ৫।৴০
চিকিৎসা সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয় ৫।।০
ছিপি, গোঁজ, কাঁটা, গোলা বা গুল্ম, লোহার পত্তর, ব্যাণ্ডেজ্‌ বা ফিতা এবং জীবন্ত জন্তু প্রভৃতি নানাবিধ আগন্তুক বস্তু শরীরের স্থানবিশেষে থাকার ন্যায় কষ্টপ্রদ লক্ষণ উৎ-পাদনের অনুভূতি ৫।।০
জটুল বা নিভাস ৯।।৶০

জড়রোগ বা ইম্বেসিলিটি ৬।।০

জরায়ু প্রভৃতি স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ে ক্যান্‌সার বা কর্কট প্রভৃতি অর্ব্বুদ

banglabooks.in

জরায়ু ও যোনি প্রভৃতি স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ের স্থানচ্যুতি এবং জরায়ুর আবর্ত্তন ও বক্রতা বা ভার্শন ও ফ্লেক্শন ৯১
জরায়ু-প্রদাহ (তরুণ ও পুরাতন) বা মেট্রাইটিস, ইনফ্ল্যামেশন অব দি ইউটারাস্ ৯/০
জরায়ু-ভ্রংশ বা প্রোল্যাপ্সাস্ অব দি ইউটারাস ও যোনি প্রভৃতি রোগ ৯/০
জরায়ু-মুখ ও গ্রীবা বা অস্ ও সার্ভিক্স্ ইউটারাইর প্রদাহ ও ক্ষত ৮৸৶০
জরায়ু-রক্তস্রাব বা হিমরেজ ফ্রম দি ইউটারাস্ ৯১
জরায়ুর সাব ইন্ভলিউশন, ফাইসমেট্রা প্রভৃতি নানাবিধ রোগ ৯
জলদোষ বা হাইড্রসিল ৫৶০।৬৷০
জলশোথ বা ইডিমার বর্ত্তমানতা ৫৷০
জলশোথ বা ড্রপ্সি
জলাতঙ্ক এবং স্রোত-জলশব্দশ্রবণ ও জল বা তৎবৎ চাকচিক্যশালী বস্তু দর্শন রোগের বা রোগবৃদ্ধির কারণ ৫৷০
জলাতঙ্ক-রোগ বা হাইড্রফবিয়া ৭৷০
জানু-সন্ধি-রোগ বা ডিজিজেজ্ অব দি নি-জইন্ট—সাইনভাইটিস্ বা শিরা-মুণ্ড প্রভৃতি ৭৶০
জিহ্বালক্ষণের বিশেষত্ব ৫৷০
জৈবতাপাল্পতা ও শীতানুভূতি ৫৷/০
জৈবরসক্ষয়—রোগ-কারণ ৫৷/০
জ্বর-রোগ— অজীর্ণজ্বর, কাম-জ্বর বা গ্যাষ্ট্রীক্ ফিবার, পিত্ত-জ্বর বা বিলিয়াস্ ফিবার, পিত্ত-শ্লেষ্মা-জ্বর বা বিলিয়াস রেমিটেণ্ট ফিবার, বাত-জ্বর বা নার্ভাস ফিবার, বাত-পৈত্তিক জ্বর বা নার্ভাস-বিলিয়াস ফিবার প্রভৃতি ৬৷৶০

জ্বর-রোগ বা ফিবার ৬৷/০

জ্বালা বা বার্ণিং ৫৷/০
টন্সিল-গ্রন্থি-প্রদাহ বা টন্সিলাইটিস ২৷৶০
টুবার্কুলোসিস বা গুটিকোৎপাদক রোগ ৬৸/
টেব্স্ মেসেণ্টারিকা বা অন্ত্র-বেষ্ট-ঝিল্লি-গণ্ডমালারোগ ২৷৶০
ডিফ্থিরিয়া বা দুষ্ট-গল-ক্ষত ৪৷৶০
ডিস্ক্রেশিয়া, ডায়াথিসিস্ এবং ক্যাকেক্শিয়া ৫৷/০
ডিস্ফেজিয়া বা গল-রোধ ৪৸০
তাণ্ডব, নৃত্যরোগ বা কোরিয়া ৭৷৶০
তাপোচ্ছ্বাস, ঘর্ম্ম ও মূর্চ্ছার ভাব ৫৷/০
তৃষ্ণা এবং জলপান ৫৷/০
তোতলামী বা ষ্ট্যামারিং ৭৷৶০

ত্বক্‌রোগ বা ডিজিজেজ অব দি স্কিন ৩/০

ত্বক্‌রোগ বা ডিজিজেজ্ অব দি স্কিন্
ত্বকের কড়া বা করন্, কাঠিন্য, কর্কশতা এবং পূয়-গুটিকা প্রভৃতি ক্ষুদ্র-রোগ ৩৶০
ত্বগুচ্ছেদ-বিশিষ্টতা এবং কণ্ডূয়ন প্রভৃতি ৫৷৶০
দদ্রু বা রিং ওয়ার্ম্, হার্পিস্ সার্সিনেটাস ৩৷০
দন্তমাড়িরোগ বা ডিজিজেজ অব দি গাম্স্ ৪৸০
দন্ত-রোগ ৪৸০
দন্ত-শূল ৪৸০
দন্তের ক্ষত বা করিজ্, নালীক্ষত বা ফিশ্চুলা এবং ক্ষয় বা ডিকে প্রভৃতি রোগ ৪৸৶০
দন্তোৎপাটন জন্য শোণিতস্রাব ৪৸৶০
দন্তোদ্ভেদ বিকার (শিশুর) ও তদ্ঘটিত জ্বর এবং আক্ষেপাদি রোগ ৪৸৶০

banglabooks.in

দুগ্ধ-জ্বর, ঠুন্‌কো বা মিল্ক ফিবার, ফেব্রিস্ ল্যাক্‌টিয়া ; স্তন্যাভাব বা স্তন্যরোধ ও তৎসংস্পৃষ্ট প্রদাহ এবং পূয়-সঞ্চার প্রভৃতি রোগ ; স্তন্যাধিক্য ৯।৶০
দুগ্ধপীড়কা বা ক্রাষ্টা ল্যাক্‌টিয়া ৩।০
দুর্ব্বলতা বা ডিবিলিটি এবং নিম্ন চুয়াল ঝুলিয়া পড়া ৫॥৵০
দুর্ব্বলতা বা ডিবিলিটি এবং পেশী-দৌর্ব্বল্য ৭॥৶০
দৃষ্টিদৌর্ব্বল্য বা এস্থেনোপাইয়া ৬৲
ধনুষ্টঙ্কার বা টিটেনাস ৭॥৶০
ধাতু বা কন্‌ষ্টিটিউশন ৫॥৵০
ধ্বজ-ভঙ্গ বা ইম্পোটেন্‌স্ ৫৵০
নখ-রোগ বা ডিজিজেজ্ অব দি নেল্‌স ৩।০
নবজাত শিশুর শ্বাসরোধ ৮৸০
নাসাপুটের পক্ষবৎ চালনা ও বিস্তার ৫॥৶০
নাসিকাগ্রের প্রদাহ ও ক্ষত ৩॥০
নাসিকাগ্রের স্ফীতি ৩॥০

নাসিকাদি শ্বাসযন্ত্ররোগ ৩।৵০

নাসিকারক্তস্রাব বা এপিষ্ট্যাক্‌সিস্ ৩॥০
নাসিকার নানাবিধ ক্ষুদ্র রোগ ৩॥০
নাসিকা-সর্দ্দি বা করাইজা ৩॥০
নিউমোনিয়া প্লুরো-নিউমোনিয়া, বিলিয়াস-নিউমোনিয়া, ব্রঙ্কো-নিউ-মোনিয়া প্রভৃতি ৩॥৵০
নিউরেস্থিনিয়া বা স্নায়বীয় ক্রিয়াদৌর্ব্বল্য ৭৸০
নিদ্রা, তামসী নিদ্রা ও নিদ্রালুতাদি এবং নিদ্রান্তে রোগের হ্রাস অথবা বৃদ্ধি ৫॥৶০
নিদ্রাহীনতা বা স্লিপলেস্‌নেস এবং নিদ্রাবিকার ৭৸০
নিস্পন্দ-বায়ু বা ক্যাটালেপ্‌সি ৭৶৵০
নীলরোগ বা সায়ানোসিস্ ৯॥০
নেফ্রাইটিস্ বা বৃক্কক-প্রদাহ ৮॥০
নেফ্র্যালজিয়া বা বৃক্কক-শূল ৮।০
ন্যাবা, পাণ্ডু, কামলা বা জণ্ডিস্ ৪৶৵০
পতন, হিমাঙ্গ বা কোল্যাপ্‌স-লক্ষণাদি ৫॥৶০

পরিপাক যন্ত্র এবং মুখগহ্বরাদি উদর-যন্ত্র-রোগ ৪/০

পরিপাক-যন্ত্র-রোগ ৪৸৵০
পলিপাস্ বা বহুপাদার্ব্বুদ ৬৶৵০
পক্ষাঘাত—চক্ষু-পুট-পতন ৭৸/০
পক্ষাঘাত—জিহ্বা, ওষ্ঠ, গলদেশ প্রভৃতি স্থানিক ৭৶৵০
পক্ষাঘাত—ডিফ্‌থিরিয়া-রোগান্তিক বা পোষ্ট-ডিফ্‌থিরিটীক ৭৸৵০
পক্ষাঘাত বা প্যারালিসিস্ ৭৶৵০
পাঁকুই, শীতস্ফোটক বা চিল্‌ব্লেন্ ৩।০
পাদমূলের (Heels) ক্ষতাদি ৩।০
পানিবসন্ত বা ভেরিসিলা, চিকেন্‌পক্‌স্ ৬।৵০
পারদঘটিত রোগ বা মার্কুরিয়েল ডিজিজ্ (মার্কুরিয়েল পল্‌জি প্রভৃতি) ইল্ এফেক্ট্‌স্ অব মার্কারি ৬৸৵০
পারদোপদংশজ যৌগিক বিষোৎপন্ন রোগ ৭/০
পার্পুরা হিমরেজিকা শীতাদরোগ ৯॥০
পিত্ত-শিলা বা গলষ্টোন, বিলিয়ারি কাল্কলাই এবং পিত্তশূল বা বিলিয়ারি কলিক প্রভৃতি ৪৸৵০
পিনস, পূতিনস্য, পুরাতন সর্দ্দিরোগ বা অজিনা ৩।৵০
পীত-জ্বর বা ইয়েলো ফিবার ৬॥৵০

পুং-জননেন্দ্রিয়রোগ ৫/০

পুং-জননেন্দ্রিয়ের বিবিধ রোগ ৫৵০
পুরাতনরোগ-বিষ-বাষ্প বা ক্রনিক ডিজিজ্-মায়াজ্‌ম্—সোরা, সাইকোসিস্, সিফিলিস্ ৫॥৶০
পূয়-মেহ বা গণরিয়া ৭/০

banglabooks.in

পুয়শোথ, ব্রণশোথ বা এবসেস্ ৬৸৵০
পৃষ্ঠব্রণ, দাহিকা বা কার্ব্বাঙ্কল, আঙ্গুল হাঁড়া বা হুইলো, প্যানারিটাম, প্যানারিস ; দুষ্টব্রণ বা ম্যালিগন্যাণ্ট পাশ্চুল ; শবচ্ছেদ সংশ্রবীয় বা ডিসেক্টিং উণ্ডস বা ক্ষত এবং বিষধর কীটদংশনজনিত ক্ষত প্রভৃতি ৩।০
পৃষ্ঠশূল, পৃষ্ঠবেদনা বা ব্যাক-এক ৭৵০
পেশীআনর্ত্তন বা টুইচিংস অব দি মাস্‌লস ৭৸৵০
পেশী-প্রদাহ বা মায়ি-আইটিস ৬৸৵০
পেশীবাত এবং পেশী শূল ৭।৵০
পোড়ানারাঙ্গা বা পেম্ফিগাস ৩।০
প্যাংক্রিয়াসগ্রন্থি-রোগ ৪৸৵০
প্যারা ফাইমোসিস বা উল্টামুদা ৫৵০
প্যারালিসিস অব দি ইনসেন্ বা বাতুলের পক্ষাঘাত ৭৸৵০
প্রতিক্রিয়াহীনতা বা ঔষধের ক্রিয়াভাব ৬৸৴০
প্রতিশ্যায়, সর্দ্দি বা ক্যাটার ৬৸৴০
প্রদর্শক লক্ষণ এবং চিকিৎসা-সৌকর্য্যার্থ অন্যান্য বিষয় ৫৴০
প্রদর্শক লক্ষণ সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ ৫॥৴০
প্রদাহ ও পুয়জনন বা ইনফ্লামেশন ৬৸৴০
প্রদাহিক উদরশূল বা ইনফ্লামেটরি কলিক ৪৸৵০
প্রদাহিক উদরাময় বা ইন্‌ফ্লামেটরি বা সামার ডাইয়ারিয়া বা ইংলিশ কলেরা ৪৸৵০
প্রদাহিক জ্বর বা ইন্‌ফ্লামেটরি ফিবার ৬॥৵০
প্রদাহের অভাব ৫৸০
প্রলাপ বা ডিলিরিয়াম ৫৸০ । ৭॥০
প্রষ্টেট-গ্রন্থি-প্রদাহাদি রোগ ৫৵০
প্রষ্টেট-গ্রন্থি-রোগ ২॥৵০
প্রসব বা লেবর—কষ্টকর বা ডিফিকাল্ট ৯।৴০
প্রসববেদনাকালীন কনভালশন বা আক্ষেপ ৯।৴০
প্রসবান্তিক ক্লেদ বা লোকিয়া-স্রাব-সংসৃষ্ট রোগ ৯।৴০
প্রসবান্তিক চিকিৎসা ৯॥০
প্রসবান্তিক মূত্র রোধ বা রিটেন্‌শন অব ইউরিন্ ৯॥০
প্রসবান্তিক রক্তস্রাব ৯॥০
প্রাতঃকালে নিদ্রাভঙ্গের পর রোগের বৃদ্ধি
প্রেমবিষয়ক নৈরাশ্য এবং দ্বেষাদি ৫৸
প্লীহারোগ বা এন্‌লার্জমেণ্ট অব স্প্লীন ৪৸৵০
প্লুরিসি, প্লুরাইটাস বা ফুসফুস-বেষ্ট-ঝিল্লি-প্রদাহ ৩॥৵০
ফাইমোসিস্ বা মুদারোগ
ফাঁসবদ্ধ-অন্ত্রবৃদ্ধিরোগ বা ষ্ট্রাঙ্গুলেটেড হার্ণিয়া ৪৸৴০
ফিশ্চুলা বা নালিক্ষত ৬৸৴০
ফিসার এবং ফিশ্চুলা অব দি এনাস ও রেক্টাম বা মলদ্বারবিদারণ ও মলদ্বার এবং সরলান্ত্রের নালীক্ষত ৪৸৴০
ফুসফুস-প্রদাহ বা ইনফ্লামেশন অব দি লাঙ্গস ৩॥৴০
ফুসফুস হইতে রক্তস্রাব বা হিমরেজ ক্রম দি লাঙ্গস ৩॥৴০
ফুসফুসে গুটিকাজনন বা টুবার্কুলোসিস অব দি লাঙ্গস ৩॥৴০
ফুসফুসে পুয়-সঞ্চার বা সাপুরেশন অব দি লাঙ্গস ৩॥৴০
ফুসফুসের আক্ষেপ বা স্প্যাজেম অব দি লাঙ্গস ৩॥৴০
ফুসফুসের পচন, ধ্বংস বা গ্যাংগ্রিন অব দি লাঙ্গস্ ৩॥৴০
ফুসফুসের পক্ষাঘাত বা প্যারালিসিস অব দি লাঙ্গস ৩॥৴০

banglabooks.in

ফুসফুসের পূয় বা ব্রণ-শোথ বা এবসেস অব দি লাঙ্গস ৩॥৶০
ফুসফুসের প্রসারণ বা ডাইলেটেশন অব দি লাঙ্গস ৩৸০
ফুসফুসের রক্তাধিক্য বা কঞ্জেশ্চন ৩৸০
ফ্যারিঞ্জাইটিস বা গলকোষপ্রদাহ ৪৸৶০
বক্রদৃষ্টি বা ষ্ট্রাবিসমাস ৬
বধিরতা, ডেফনেস বা হার্ডনেস অব হিয়ারিং এবং কর্ণরোধ ২॥০
বন্ধ্যাত্ব বা ষ্টেরিলিটি ৯।০
বমন বা ভমিটিং এবং বিবমিষা বা নসিয়া—মদ্যপায়ী এবং গর্ভিণীর প্রাত্যুষিক ও অন্যান্য নানাবিধ বমন ৪৸৶০
বয়োব্রণ, বয়সফোঁড়া বা একনি ৩।০
বসন্তজ্বর বা ভেরিয়োলা, স্মল পক্‌স ৬।৴০
বস্তু বিশেষ ভক্ষণে রোগোৎপত্তি ৫৸০
বহুভাষিতা ; অত্যধিক কথা বলা বা লোকোয়াসিটি ৫৸০
বহুমূত্র বা মূত্রমেহরোগ—মধুমেহ বা ডায়েবিটিস মেলিটাস ও মূত্রমেহ, মূত্রাধিক্য বা ডায়াবিটিস ইন্‌সি-পিডাস ৮॥০
বক্ষমধ্যে শ্লেষ্মার ঘড়ঘড় শব্দাদি ৫৸০
বক্ষরোগ বা ডিজিজেজ অব দি চেষ্ট ৩৸০
বক্ষ-শূল, বক্ষের বেদনা বা প্লুরোডাই-নিয়া ৩৸০
বক্ষ-সর্দ্দি বা ক্যাটার অব দি চেষ্ট ৩৸০
বাঘী, ব্রধ্ন বা বিউবো. বিউবন ২॥৶০। ৭৴০
বায়ুনালীপ্রতিশ্যায় বা ক্যাটার অব দি ব্রংকাই ৩৸০
বিচর্চ্চিকা বা সোরিয়াসিস ৩।০
বিবমিষা বা নসিয়া ও বমন ৫৸০
বিবিধ শিশুরোগ ৮৸০
বিবিধ সাধারণ রোগ ৬।৴০
বিষাদোন্মত্ততা বা মেলাঙ্কলিয়া ৭॥০
বিষ্ঠা ও মলত্যাগের বিশিষ্টতা এবং মলদ্বারের সঙ্কোচনাদি ৫৸৶০
বিসর্প বা ইরিসিপেলাস ৩।০
বেদনা বা পেন্‌স ৭৸৴০
বেদনার প্রকৃতি, তাহার হ্রাস ও বৃদ্ধির কারণ এবং তাহার অভাব ৫৸৶০
বেরিবেরি রোগ ৬৸৶০
ব্রঙ্কাইটিস্ এবং ক্যাপিলারি-ব্রঙ্কাইটিস্—তরুণ ও প্রবল ; পুরাতন এবং বৃদ্ধের বা সিনাইল প্রভৃতি ৩৸০
ব্রঙ্কোরিয়া, বা বায়ু-নালীর শ্লেষ্মা-স্রাবাধিক্য ৩৸৴০
ব্রেনফ্যাগ বা মস্তিষ্ক ক্লান্তি ৭৸৴০
ভমিটিং অব প্রেগন্যান্সি বা অন্তঃসত্ত্বার বমন ৯॥০
ভক্ষ্যবস্তু দর্শনে অথবা তাহার আঘ্রাণে বমনোদ্রেক ৫৸৴০
ভীতি ও মৃত্যুভীতি এবং ভীতিবশতঃ রোগ ৫।৵০
ভূতপূর্ব্ব কারণসম্ভূত রোগ ৫৸৴০
ভেরিকোসিল বা অণ্ডশিরার্ব্বুদ ৫৴০
ভ্যাক্‌সিনেশন বা গো-বীজটিকা জনিত জ্বর ও অন্যান্য রোগ ৬॥৴০
মতিয়াবিন্দু বা ক্যাটারাক্ট ৬
মতিয়াবিন্দু বা ক্যাটারাক্ট প্রভৃতি চক্ষু রোগের অস্ত্র চিকিৎসান্তিক জ্বর ৬। ৬॥৶০
মদাত্যয়রোগ বা ডিলিরিয়াম ট্রিমেনস্ ৭॥৴০
মনুষ্যসঙ্গ এবং আলোক ভালবাসা ৫৸৴০
মলদ্বার, গলদেশ এবং উদর প্রভৃতিতে সঙ্কোচনের অনুভূতি ৫৸৴০
মলদ্বার, নাসিকারন্ধ্র এবং কর্ণকুহর প্রভৃতি শরীর বাহ্যদ্বারের রক্তিমা ও ক্ষতাদি ৫৸৴০

banglabooks.in

মলদ্বারের শিথিলতা এবং অনৈচ্ছিক-রূপে বা অসাড়ে মলত্যাগ ৫৸৵০
মস্তিষ্ক ও তদাবরণীপ্রদাহ বা ইন্‌ফ্লামেশন অব দি ব্রেন এণ্ড ইটস মেম্ব্রেনস ৭৸৵০
মস্তিষ্ক ও মানসিক লক্ষণের তুলনা ৫৸৶০

মস্তিষ্ক-মেরুমজ্জাদি স্নায়বীয় রোগ ৭।৴০

মস্তিষ্ক-মেরুমজ্জা-বেষ্টঝিল্লিপ্রদাহ বা সেরিব্রো-স্পাইন্যাল মিনিঞ্জাইটিস ৭৸৵০
মস্তিষ্কমেরুমজ্জের রোগ বা ডিজিজেজ অব দি ব্রেন এণ্ড স্পাইন্যাল কর্ড ৭৸৶০
মস্তিষ্কে জলপতন (Swashing) বৎ অনুভূতি ৫৸৶০
মাছেতা, ছল্লি প্রভৃতি নানাবিধ ত্বক্ কলঙ্ক ৩।৴০
মানসিক জড়ত্বাদি বিকার বা মেণ্ট্যাল ডিরেঞ্জমেণ্ট ৭॥৴০
মানসিক দৌর্ব্বল্যব্যঞ্জক লক্ষণ—অবসাদ, বিষণ্ণতা, কোমলতা, পরিবর্ত্তনশীলতা এবং ক্রন্দনাদি ৫৸৶০
মানসিক ভাবোত্তেজনাবশতঃ রোগ ৫৸৶০
মানসিক রোগ বা মেণ্ট্যাল ডিরেঞ্জমেণ্ট ৭।৴০
মিনিঞ্জাইটিস বা মস্তিষ্ক বেষ্টঝিল্লিপ্রদাহ—সহজ এবং টুবার্কুলার বা গুটিকা যুক্ত ৭৸৶০
মুক্তবায়ুর প্রয়োজনীয়তা ৫৸৶০
মুখগহ্বর—দন্ত, দন্তমাড়ি ও জিহ্বাদির লক্ষণ ৫৸৶০
মুখগহ্বরের প্রদাহ ও ক্ষত বা সোর-মাউথ, এফথি বা জাড়ী ঘা এবং লালাস্রাব বা স্যালিভেশন প্রভৃতি রোগ ৪৸৶০
মুখমণ্ডল, নাসিকা ও ওষ্ঠাদি স্থানে রক্তিমা কলঙ্ক এবং রসবিম্বিকা প্রভৃতি ৫৸৶০
মুখমণ্ডল-পক্ষাঘাত বা ফেসিয়াল প্যারালিসিস ৭৸৶০
মূর্চ্ছারোগ ফেন্‌টিং ফিট ৭৸৶০

মূত্র ও মূত্রযন্ত্র রোগ ৮।৶০

মূত্রকৃচ্ছ্র বা ডাইসুরিয়া ৮॥০
মূত্রনালীর প্রতিশ্যায়, (ব্যালানোরিয়া) ও প্রদাহ বা ক্যাটার এণ্ড ইন্‌ফ্লামেশন অব দি ইউরিথ্রা
মূত্র-পথ হইতে রক্তস্রাব ৮॥৴০
মূত্রপথে বেদনাদি কষ্ট ৮॥৴০
মূত্রযন্ত্ররোগ বা ডিজিজেজ্ অব দি ইউরিনারি অর্গ্যানস্ ৮॥৴০
মূত্রলক্ষণের বিশিষ্টতা ৬৴
মূত্র-শিলা ও মূত্র-রেণু প্রভৃতি বা ইউরিনারি ষ্টোনস, গ্র্যাভেলস এবং ক্যাল্ক লাই ৮॥৴০
মূত্র-শূল বা ইউরিনারি কলিক ৮॥৵০
মূত্রস্থালী বা ব্লাডারের পক্ষাঘাতিক দুর্ব্বলতা ৮॥৵০
মূত্রস্থালী প্রদাহ বা সিষ্টাইটিস ৮॥৵০
মূত্রস্থালী বা ব্লাডারের উত্তেজনা বা ইরিটেশন ৮॥৵০
মূত্রস্থালী হইতে রক্তস্রাব বা হিমরেজ ফ্রম্ দি ব্লাডার ৮॥৵০
মূত্রাঘাত বা সাপ্রেশন অব ইউরিন ৮॥৵০
মূত্রাবরোধ বা রিটেনশন অব ইউরিন ৮॥৵০
মূত্রাল্পতাজনিত শোথ বা ড্রপসি ৮॥৵০
মূত্রের ঘ্রাণ ও বর্ণের বিকার ৮॥৶০
মূত্রের তলানী বা সেডিমেণ্ট ৮॥৶০
মৃগীরোগ বা এপিলেপসি ৭৸৶০
মেরুমজ্জা ও তৎসংসৃষ্ট রোগ—প্রদাহ ও দৌর্ব্বল্যাদি ৮৴
মেরুমজ্জা ও মস্তিষ্ক-কোমলতা বা সফনিং ৮৴

banglabooks.in

মেরুমজ্জার উত্তেজনা বা স্পাইন্যাল ইরিটেশন ৮৲
ম্যালেরিয়া-জ্বর ৬॥৶০
যকৃতের অপকৃষ্টতা—বসাপকৃষ্টতা প্রভৃতি অপকৃষ্টতারোগ বা ডিজেনারেশন ৫৲
যকৃতের পীতক্ষয় বা ইয়েলো এট্রফি অব দি লিভার ৫৲
যকৃতের প্রদাহ, রক্তাধিক্য, বিবৃদ্ধি ৫৲
ব্রণশোথ বা পূয়শোথ বা এবসেস এবং স্থাবা প্রভৃতি নানাবিধ রোগ
যকৃতের ক্ষয়রোগ বা সিরোসিস অব দি লিভার ৫৲
যক্ষ্মাকাশ বা থাইসিস্ ৩৵০
যে কোন প্রকার শয্যায় শয়ন করুক না কেন তাহার অসহনীয় কাঠিন্যাশ্রু-প্রযুক্ত কোমল শয্যাংশের অনুসন্ধানে রোগীর অনবরত শয্যার চতুর্দ্দিকে স্থান পরিবর্ত্তন ৬.
যোনিপ্রদাহ বা ইনফ্লামেশন অব দি ভ্যাজাইনা ৯৵০
যোনিভ্রংশ বা ভ্যাজাইন্যাল প্রোল্যাপ্সাস্ ৯/০
যোনির আক্ষেপিক সঙ্কোচন বা ভ্যাজাইনিসমাস্ ৯৵০
রক্তকাশ বা হিমপ্টিসিস ৩৶৵০
রক্তস্রাব বা হিমরেজ, ব্লিডিং ৯॥/০
রক্তহীনতা বা এনিমিয়া ৯॥/০
রক্তাতিসার বা ব্লাডি ডাইয়ারিয়া ৫/০
রক্তাধিক্য বা কঞ্জেশ্চন ৯॥/০
রজকৃচ্ছ্র, বাধক বা ডিস্মেনরিয়া ৯৵০
রজদোষ বা মেন্‌ষ্ট্রেল ডিজর্ডার ৯৶০
রজবিকারসম্বন্ধীয় ঔষধের তুলনা ৯৶০
রজোবাহুল্য, আর্ত্তবাধিক্য বা মেনরেজিয়া ৯৵০
রতিজ রোগ বা ভিনিরিয়েল ডিজিজ ৭৲
রসবাত বা রিউম্যাটিজ্‌ম—তরুণ এবং পুরাতন (কণ্ড বা সংকোচনাদি) ৭৶০
রসবাতাদি রোগ ৭৵০
রসবাতিক জ্বর বা রিউম্যাটিক ফিবার ৬॥৶০
রস বা লসীকাগ্রন্থির স্ফীতি এবং বিবৃদ্ধি ৬৲
রাইটার্স ক্র্যাম্প বা লেখকের হস্ত-কম্প ৮/০
রেটিনা বা চিত্রপত্ররোগ—রেটিনাইটিস বা চিত্রপত্রপ্রদাহ, রেটিনার বা চিত্রপত্রের শোণিতাধিক্য, রেটিন্যাল এট্রফি বা চিত্রপত্রের ক্ষয়, রেটিন্যাল এপপ্লেকসি বা চিত্রপত্রে রক্তস্রাব এবং রেটিনা বা চিত্রপত্রের স্খলন বা ডিট্যাচ্‌মেণ্ট প্রভৃতি ৩/০
রোগলক্ষণের বিভিন্ন পরিবর্ত্তনশীলতা ৬৲
রোগলক্ষণের পর্য্যায়ক্রমিকতা ৬৲
রোগলক্ষণের রোগজ প্রকৃতিবিরুদ্ধ ভাব ৬৲
রোগের পক্ষঘাতিক বা রসবাতিক মৌলিকতা ৬৲
রোগের পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তন ৬/০
রোগের প্রাদুর্ভাব কাল ৬/০
লসীকাগ্রন্থি বা লিম্ফ্যাটিক গ্ল্যাণ্ডের প্রদাহ ২॥৵০
লাম্বেগো বা কটিবাত ৭।০
লিথিমিয়া ৮॥৶০
লোকো-মোটর-এট্যাক্সিয়া বা কশেরুকা-মজ্জার ক্ষয়রোগ ৮/০
ল্যারিঞ্জিস্মাস্ ষ্ট্রাইডুলাস্ বা কণ্ঠনালী-দ্বার-আক্ষেপ ৩৶৵০
শয্যা-প্রস্রাব রজনীপ্রস্রাব, বা ওয়েটিং দি বেড ৮॥৶০
শরীর চালনায় অথবা বিশ্রামে রোগের হ্রাস বা বৃদ্ধি ৬/০
শরীর বা শরীরাংশবিশেষের গঠন-বিশিষ্টতা এবং শরীরযন্ত্রের সম্বন্ধে রোগীর অদ্ভুত কল্পনা ৬/০

banglabooks.in

শরীরাবস্থাপন-বিশিষ্টতা বা শয়নোপবেশনাদি ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা, রোগের হ্রাস ও বৃদ্ধির কারণ ৬/০
শরীরের এক পার্শ্ব বা স্থান আক্রমণ অথবা আক্রমণের পর রোগের পার্শ্বান্তরে বা স্থানান্তরে গতি ৬/০
শারীরিক সমলতা, দুর্গন্ধ ও অপবিত্রতা ৬/০
শিরঃশূল—অর্দ্ধশিরঃশূল, আধকপালি মাথাব্যথা বা হেমিক্রেনিয়া বা মেগ্রিম ৮৶০
শিরঃশূল—বমন বা প্রস্রাব হইলে উপশম ৮৶০
শিরঃশূল—বমনযুক্ত বা সিক-হেডেক ৮৶০
শিরঃশূল বা হেডেক—সর্দ্দিজ, শোণিতসঞ্চয়ী এবং স্নায়বীয় ৮/০
শিরঃশূলসংস্রবে দৃষ্টিবিকার বা অন্ধত্ব ৮৶০
শিরাপ্রসরণ বা ভেরিকোজ্ ভেন্‌স্ ৯॥৵০
শিরোঘূর্ণন বা ভার্টিগো ৮।০
শিরোলুণ্ঠন বা রোলিং অব দি হেড ৮।০
শিশু-কলেরা ৫/০
শিশু-ক্ষয়রোগ ৮৸০
শিশুর কোষ্ঠবদ্ধ ৮৸০

শিশু-রোগ ৮৸০

শিশুর সবিরাম জ্বর ৬॥৶০। ৮৸০
শুক্র-মেহ বা স্পার্ম্মাটোর্হিয়া—স্বপ্নদোষ ৫৵০
শৈত্য, তাপ, সিক্ততা এবং আবহাওয়ার পরিবর্ত্তন প্রভৃতি রোগের অথবা রোগের হ্রাস বা বৃদ্ধির কারণ ৬৵০
শোণিতসংসৃষ্ট বিবিধ রোগ ৯॥০
শোণিতসঞ্চয়ী বা কঞ্জেষ্টিভ সবিরাম জ্বর ৬॥৶০
শোণিতস্রাব এবং শোণিতসঞ্চালন বিশৃঙ্খলা ৬৵০
শ্বাসকৃচ্ছ্র এবং পাথার বাতাসের প্রয়োজনীয়তা প্রভৃতি ৬৵০
শ্বাসকৃচ্ছ্র বা ডিফিকাল্‌ট রেস্পিরেশন ৩৸৶
শ্বাস-যন্ত্র-রক্তস্রাব ৩৸৵০
শ্বাসযন্ত্ররোগ ৩৸৵০
শ্বাসরোধ—সাধারণ এবং নবজাত শিশুর (এস্‌ফিক্সিয়া নিয়োনেটোরাম) ৩৸৵০
শ্বেতপ্রদর বা লিউকোরিয়া অথবা জরায়ুর অন্তর্বেষ্টঝিল্লি প্রদাহ বা মেটাইটিস ৯৶০
শ্লেষ্মাগুটি চর্ম্মকীলকের বর্ত্তমানতা ৬৵০
শ্লৈষ্মিক-ঝিল্লির শুষ্কতা ৬৵০
সকম্প পক্ষাঘাত বা প্যারালিসিস এজিটান্‌স্ ৮।০
সঙ্গম-বৈকারিকভাব—সঙ্গমে প্রবল ইচ্ছা এবং অনিচ্ছা বা সঙ্গমে বেদনা ৯।০
সন্দিগ্ধতাদি ৬৵০
সন্ধিবাত বা আর্থ্রাইটিক ইনফ্লামেশন—হিপ্-ডিজিজ্ ও নি-ডিজিজ্ প্রভৃতি ৭।০
সন্ধিরোগ—সন্ধির দুর্ব্বলতা এবং নিম্ন চুয়াল ঝুলিয়া পড়া প্রভৃতি সন্ধিস্খলন ৭।/০
সন্নিপাত জ্বরবিকার বা টাইফয়েড, টাইফাস, রেমিটেণ্ট এবং লো-রেমিটেণ্ট প্রভৃতি জ্বর ৬॥৶০
সন্নিপাত বা টাইফয়েড অবস্থা ৬৵০
সন্ন্যাসরোগ বা এপপ্লেক্সি ৮।০
সবিরাম জ্বর বা ইণ্টারমিটেণ্ট ফিবার ৬৸০
সময়ানুসারে রোগের হ্রাস অথবা বৃদ্ধি ৬৶০
সরলান্ত্র বা রেক্টাম মধ্যে বিবিধ ক্লেশানুভূতি ৬৶০
সর্ব্বাঙ্গীন আক্ষেপ বা কন্‌ভালশন সাইনভাইটিস বা মাস্তকপ্রদাহ ৭।/০
সাইয়াটিকা বা গৃধ্রসী ৮।/০
সাংঘাতিকতা ৬৶০
সামুদ্রিক বমন বা সি-সিকনেস্ ৫/০
সাময়িকতা বা পিরিয়ডিসিটি ৬৶০

banglabooks.in

সূতিকা জ্বর বা পিয়র্পিরেল ফিবার ৯॥৹
সূতিকাজ্বর বা পিয়র্পিরাল ফিবার ৬৸৶৹
সূতিকা (প্রসবান্তিক) রোগ ৯॥৹
সূতিকাস্তম্ভ বা মিল্ক লেগ, ফ্লেগম্যাসিয়া ডলেন্‌স্ ৯॥৹
সূতিকাক্ষেপ বা পিয়র্পিয়াল কন্‌ভাল‌শন্ ৯॥৹
সূতিকোন্মাদ বা পিয়র্পিরালমেনিয়া ৭॥৶০ । ৯॥০
সূর্য্যতাপ—রোগের বা রোগ বৃদ্ধির কারণ ৬৶০
সেনাইল ক্যাটার বা বৃদ্ধদিগের বায়ুনালীর সর্দ্দি ৩৸৶০
সেপ্টিক ফিবার এবং পায়িমিয়া—দুষ্ট, পচা ক্ষত হইতে ক্লেদ, শবচ্ছেদ করিতে হস্তাদির ক্ষত (ডিসেকটিং উণ্ডস) হইলে শব-ক্লেদ এবং বিষধর-কীট-দংশন বশতঃ বিষ শরীরে প্রবেশ ও পুয় শোষণাদি জন্য জ্বর ৬৸৶৹
স্তনরোগ বা ডিজিজেজ অব দি ম্যামারি-গ্ল্যাণ্ড—স্তনপ্রদাহ, স্তনশূল এবং স্তনাগ্রের ক্ষত প্রভৃতি ৯।০
স্তনের ক্যান্‌সার বা কর্কটাদি অর্ব্বুদ বা টিউমার ৯।০

স্ত্রী-জননেন্দ্রিয়-রোগ ৮৸৶০

স্ত্রী-জননেন্দ্রিয়-রোগ বা ডিজিজেজ অব দি ফিমেল জেনারেটিভ অর্গ্যানস্ ৯।০
স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ের চুলকনা ৯।৶০

স্ত্রী-রোগ ডিজিজেজ্ অব দি উইমেন—স্ত্রীজননেন্দ্রিয়রোগ এবং গর্ভিনী, প্রসব ও প্রসবান্ত রোগ ৮৸৶০

স্নান অথবা গাত্রধৌতকরণে অনিচ্ছা অথবা তাহা রোগের বা রোগবৃদ্ধির কারণ ৬৶০
স্নায়বীয় আঘাত বা শক ৬৶
স্নায়বীয় আঘাত বা শক ৮।৶
স্নায়বীয় রোগ ৮।৶

স্নায়বীয় রোগ বা নার্ভাস ডিরেঞ্জমেণ্ট ৭।৶০

স্নায়ু-শূল বা নিউরেলজিয়া ৮।৶০
স্নায়ু-শূল, মুখমণ্ডলের বা প্রসোপ্যাল-জিয়া. ফেসিয়াল নিউরেলজিয়া ৮।৶০
স্ফোটক বা বয়েল্‌স ৩৶০
স্বরভঙ্গ বা হোর্স্‌নেস ৩৸৶০
স্বর-যন্ত্র-প্রদাহ বা লারিঞ্জাইটিস—তরুণ ও পুরাতন ; ল্যারিঞ্জিয়াল ক্যাটার বা স্বরযন্ত্র-প্রতিশ্যায় এবং স্বরযন্ত্রযক্ষ্মা ৩৸৶০
স্বরযন্ত্র (ল্যারিঙ্গস্) রোগ ৩৸৶
স্বরলোপ (পক্ষাঘাতিক) এফনিয়া ৬৶
স্বল্পবিরাম জ্বর বা রেমিটেণ্ট ফিবার ৬৸৶০
স্মরণশক্তির হ্রাস বা অভাব ৬।০
স্মরণশক্তির হানি ৭॥৶০
স্রাবের প্রকৃতি ৬।০
স্রাব অথবা স্ফুটিত উদ্ভেদের হঠাৎ লোপ কিম্বা উদ্ভেদের অনুদ্গম বা অসম্পূর্ণ উদ্গমবশতঃ রোগ ৬।০
হাইড্রকেফেলাস বা মস্তিষ্কোদক ৬॥৶০
হাইড্রথোরাক্স বা বক্ষ-শোথ ৬॥৶০
হাইড্রপেরিকার্ডিয়াম বা হৃদ্বেষ্ট-শোথ ৬॥৶
হাঁপানি, হাঁপ-রোগ বা এজ্‌মা ৬৶
হামজ্বর বা মিজল্‌স ৬।৶০
হার্পিস জষ্টার বা বর্ত্তুলাকার বিসর্পিকা ৩।৶০
হাস্য এবং ক্রন্দন ৬।০
হিক্কা বা হিকাফ, সিঙ্গ্যাণ্টাস ৫৶০
হিমেটিমিসিস বা রক্তবমন ৫৶০

banglabooks.in

হিমেটুরিয়া বা রক্তমেহ বা রক্তস্রাব ৮॥৶০
হুপশব্দক কাসি বা হুপিং কফ ৪৲
হৃৎকম্প, হৃদ্বেপন বা প্যাল্‌পিটেশন অব দি হার্ট ৯॥৵০
হৃৎপিণ্ড বা নাড়ী-লক্ষণ ৬।০
হৃৎপিণ্ড-বিবৃদ্ধি বা হাইপরট্রফি অব দি হার্ট ৯॥৵০
হৃৎপিণ্ড-রোগ বা হার্ট ডিজিজ্‌—হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া ও নির্ম্মাণবিকারী বা ফাংশন্যাল ও অর্গ্যানিক বিবিধ রোগ ৯॥৵০
হৃৎপিণ্ডশূল বা এঞ্জাইনাপেক্টরিস ৯॥৶০
হৃৎপিণ্ডাদি শোণিত যন্ত্র এবং শোণিত সংসৃষ্ট বিবিধ রোগ ৯॥০ । ৯॥৵০
হৃৎপিণ্ডের দুর্ব্বলতা পক্ষাঘাতিক দুর্ব্বলতা প্রভৃতি ৯৸
হৃৎপিণ্ডের বসাপকৃষ্টতা প্রভৃতি ৯৸
হৃৎপেশী প্রদাহ প্রভৃতি ৯৸
হৃৎবাহ্যবেষ্ট-ঝিল্লিপ্রদাহ প্রভৃতি ৯৸
হৃদন্তরবেষ্ট-ঝিল্লিপ্রদাহ প্রভৃতি ৯৸
হেক্টিক ফিবার বা প্রলেপক জ্বর ৬৸৶
হে-ফিবার বা ওষধি-গন্ধজ জ্বর ৬৸৶
ক্ষতরোগ বা আল্‌সার ৩।৵
ক্ষতাঙ্ক বা সিকেট্রিক্‌স ৩।৵
ক্ষয়রোগ বা ওয়েষ্টিং ডিজিজ্‌ ৭।৴
ক্ষিপ্রতা অথবা মন্থরতা ৬।
ক্ষুদ্রাক্ষেপ, খল্লী, পেশী-আনর্ত্তন এবং সাবসাল্‌টাস টেণ্ডিনামাদি ৬।০

হোমিওপ্যাথিক ভৈষজ্য-বিজ্ঞান সম্বন্ধে সংবাদপত্র, খ্যাতনামা চিকিৎসক ও অভিজ্ঞ মহাত্মাগণের মত।

* * * The unique claim of the book to the attention of those interested in the progress of Homœopathy in this country lies in the fact that it is, to our knowledge, the only book of its kind in Bengali in which the comparison of cognate medicines is given its due prominence and full recognition. * * *

The Bengalee, 12-2-12

---

* * * The impression left upon us by a close perusal of the volume is that it is a successful attempt at producing a Homœopathic Materia Medica eminently fitted for the use of the professional men as well as of the student and a distinct gain to the list of Homœopathic treatises in Bengali. In conclusion, we have no hesitation in recommending the book to the notice of all persons interested in Homœopathy and trust that it will speedily gain its proper place in the estimation of the public. * * *

The Amrita Bazar Patrika, 27.3.12

* * * Homœopathic principle of cure and the exhaustive treatment of the subject of Materia Medica will well repay perusal by all. With its aid a good many ordinary ailments can be successfully treated without the help of a physician. * * *

The Statesman, Sept. 6, 1912.

ডাক্তার জগচ্চন্দ্র রায় মহাশয় একোনাইট, বেলেডোনা ব্রাইওনিয়া হিপার সালফার প্রভৃতি ৯টি অতি প্রয়োজনীয় ঔষধের গুণ ও ব্যবহার প্রণালী সরল ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন। যাঁহারা লেখাপড়া কম জানেন, তাঁহারাও এই পুস্তক পাঠ করিয়া ঔষধ প্রয়োগ করিতে পারিবেন।

২১শে শ্রাবণ, ১৩১৯।

* * * কোন রোগীর চিকিৎসা করিতে হইলে বহু ঔষধের মধ্যে কোন্‌টি ঠিক ঔষধ তাহা নির্ণয় করিতে অনেক সময় অকূলে ভাসিতে হয়, এই অকূলে কূল মিলাইয়া দেওয়াই জগৎ বাবুর এই পুস্তকের উদ্দেশ্য। আমরা প্রচলিত বাঙ্গালা প্রথিতনাম প্রায় সকল হোমিও-প্যাথিক ভৈষজ্যবিষয়ক পুস্তকগুলিই দেখিয়াছি, কিন্তু এপ্রকার বিশদ ও বিস্তীর্ণভাবে ঔষধের গুণ ও পরস্পরের পার্থক্যবিচার কোন গ্রন্থেই দেখি নাই। * * * পাবনা হিতৈষী, ৭ই আগষ্ট, ১৯১২।

banglabooks.in

৩২ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, ২৯-৫-১২।

প্রিয় বন্ধু জগৎ বাবু,

আপনার ভৈষজ্যবিজ্ঞান পাঠ করিয়া উপকৃত ও আনন্দিত হইলাম। ইহা বঙ্গভাষায় চিকিৎসাশাস্ত্র বিষয়ে যুগান্তর করিবে।

আপনার স্নেহের—শ্রীপ্যারীশঙ্কর দাসগুপ্ত, এল্, এম্, এস্।

I have gone through the first volume of Bhaishajya Bijnan, written by my colleague Dr. J. C. Ray. The book is a very learned treatise no doubt, and it will be immense benefit to those who can take the trouble of carefully going through it.

Calcutta, SD. BIPIN BEHARI CHATTERJEE M. B.
2nd June, 1912. *Homœopathic Practitioner.*

34 THEATRE ROAD.
Calcutta.

27th July, 1912.

* * * This is a work on Materia Medica. It is a very usefull work for practitioners and medical students. * * * * *

Yours SINCERELY,
SD. PRATAP CHANDRA MOJUMDER. M. D.

My Dear Jagat Babu,

পাবনা, ২৬শে মার্চ্চ, ১৯১২।

* * * আমার বিশ্বাস ইহা নিজগুণে শিক্ষার্থিগণের চিত্তাকর্ষণে সমর্থ হইবে।

অনুগত,
শ্রীযাদবচন্দ্র গোস্বামী।

প্রিয় জগৎ বাবু,

*

প্রায় একমাস পূর্ব্বে একটি ৫ মাস বয়স্ক শিশুর কঠিন প্রকার Bronchitis চিকিৎসার জন্ম আমি আহুত হই। পীড়া দেখিয়া Chelidonium কি Lycopodium উপযোগী তাহা Farrington ও

banglabooks.in

ash এর আমার যে বাঙ্গালা অনুবাদ আছে তাহা দেখিয়া স্থির করিতে না পারিয়া চিন্তিত হইলাম। তখন আপনার পুস্তকের কথা স্মরণ হওয়ায় তাহাতে এই দুই ঔষধের প্রভেদ স্পষ্টরূপে বুঝিয়া Chelidonium দেওয়ায় শিশুটির জীবনরক্ষা ও আমার মুখ রক্ষা হইল। ইতি।

শ্রীআনন্দগোপাল গুই। ৬ই আগষ্ট, ১৯১২।

---

* * * প্রত্যেক ঔষধের ক্রিয়া, প্রয়োগ, লক্ষণ ও সমতুল্য ঔষধের সহিত তুলনা অতি বিশদ ও সুন্দরভাবে আলোচিত হইতেছে। এই পুস্তকখানি সমাপ্ত হইলে ইহা বাঙ্গালা ভাষায় হোমিওপ্যাথিক ভৈষজ্য-বিজ্ঞানের একটি অমূল্য রত্ন হইবে। * * *

সুরাজ, পাবনা—২২শে বৈশাখ, ১৩২০ সাল, ৫ই মে, ১৯১৩।

* * * We are glad to welcome the second volume of this highly useful publication. It is, like the first volume, a successful attempt at presenting to the students of Homœopathy in a compendious from all the important characteristics of some largely used Homœopathic medicines on the comparative basis.

But the aspect of the book which pleases us most is, that the author does not rest satisfied with recording the views of most of the eminent Homœopaths of the world but has an opinion of his own, which he enforces with vigour and scholarly moderation. In fine, we must say that the sections headed "Pradarsak Lakshan" and "Chiktsa" have been, if any thing, made more useful for persons who resort to Homœopathy for ordinary domestic treatment. * *

Amrita Bazar Patrika, Saturday, May 3, 1913.

* * * I have gone through the second part of 'Bhaisajya Bijnan" and find it an admirable Materia Medica like its predecessor and it is full of masterly touches, so that I have no hesitation to say that of all similar books whick now flood the market it carries the palm. * * *

1st May, 1913
Calcutta.

BEPIN B. CHATTERJEE M. B.
83, Harrison Road.

* * * Although there are many treatises extent on this self same subject but the mode of treatment of the subject in this book is peculiarly original. The symptoms are minutely des-

banglabooks.in

cribed and the remedies are so clearly given that even laymen have no difficulty in following the author. These Volumes ought to be the "vademecum" of the students and the professional mer alike. * * *

National Magazine, May, 19

* * * The present Volume fully sustains the high standard of the first one in every respect. The most happy feature of the book under review is, that the author has the courage and capacity to think for himself. * * *

The Bengalee, Sunday, 13 July, 19.

74, Amherst St.
5—7—13

My Dear Jagat Babu.

* * * Sometimes I prescribed for my patients by the hel of your book, and I found it very lucid and explicit, and the indications are very clear. The patient was benefited by th medicines.

It will remove a great want in Bengali medical literature.

Yours Sincerely

PYARI SUNKAR DAS GUPTA L. M.

গার্হস্থ্য স্বাস্থ্য ও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্বন্ধে খ্যাতনামা চিকিৎসক ও সংবাদপত্রের মত।

34, THEATRE ROAD, CALCUTTA.
10 August, 1912.

My dear Jagat Babu,

আপনার গার্হস্থ্য স্বাস্থ্য ও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা বিজ্ঞান পুস্তকখানি পাইয়া অত্যন্ত সুখী হইলাম। এরূপ পুস্তক হোমিওপ্যাথিক উন্নতি ও বিস্তারপক্ষে বিশেষ উপযোগী। ইহার মধ্যে এনাটমি ও ফিজিওলজি সম্বন্ধে অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি সন্নিবেশিত করিয়া খুব ভালই করিয়াছেন। আমার চিকিৎসাতত্ত্ব পুস্তকে এনাটমি সম্বন্ধে কিছু লিখিয়াছি। আপনি ফিজিওলজিও দিয়াছেন এবং তাহার কতকগুলি ছবি দিয়া পুস্তকের উপকারিতা বৃদ্ধি করিয়াছেন। ভরসা করি এ পুস্তকের বহুল প্রচার হইবে। ইতি

নিঃ শ্রীপ্রতাপচন্দ্র মজুমদার, (এম, ডি)

banglabooks.in

My Dear Jagat Babu,

I owe an apology to you for being late in acknowledging your work গার্হস্থ্য স্বাস্থ্য এবং পারিবারিক চিকিৎসা। It contains all useful knowledge necessary for a layman in a nutshell. It contains anatomical, physiological and Hygiene chapter just enough for a layman householder. The chapter on disease and treatment contains your long experience and practical observations, which every house-holder will welcome with thanks. In full it has served a great want of a householder who takes recourse to all sorts of quack advices to free himself or his family members from disease. I deeply recommend your valuable work to every householder and to your advice to take recourse to expert medicine when it does not succeed.

Yours Sincerely,

SD. PEARI SANKAR DAS GUPTA, L. M. S.

Late Professor, Homœopathic College, Calcutta.

19th April, 1917.

I have taken a bird's eye view of the book, and I find it quite worthy of his name and merit.

SD. B. B. CHATTERJEE, M. B.

This is a Bengalee treatise on Homœopathic domestic treatment. The anatomical and physiological sketch with which the book begins will give the reader just that much insight into the secrets of the human system without which it is very difficult to diagnose diseases and prescribe medicines accordingly. Indeed it is one of the best of its kind, we hope, it will be helpful to the lay public.

THE AMRITA BAZAR PATRIKA.

We find that the author has dealt clearly, as was to be expected from a man of his learning and experience, with the needs of the average Bengali householder and has met them all in the clearest possible way. The illustrated and simple-worded chapters on Anatomy and Physiology will give the lay Physician just that insight into the constitution and workings of the human system without which no treatment of it is possible while the rest of the book deals with diagnosis, treatment, dietics and hygiene in an easy and expressive style. Laymen as well as rural practitioners will find it eminently helpful. We congratulate Dr. Roy on his useful publication.

THE BENGALEE.

banglabooks.in

ডাক্তার জগচ্চন্দ্র ইতঃপূর্ব্বেই সুবৃহৎ হোমিওপ্যাথিক 'ভৈষজ্য বিজ্ঞান' প্রণয়ন করিয়া সুধী সমাজে যশস্বী হইয়াছেন। আলোচ্য গ্রন্থ প্রণয়নে তাঁহার সেই যশঃ আরও সুপ্রতিষ্ঠিত হইল। সমগ্র গ্রন্থখানিকে আমরা মোটামুটি তিন ভাগে বিভক্ত করিতে পারি। ইহার প্রথম ভাগে মনুষ্যের দেহসংস্থানতত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে। বাঙ্গালা ভাষায় হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা গ্রন্থ এতাবৎ যে কয়খানি প্রকাশিত হইয়াছে তাহার কোনখানিতেই দেহ সংস্থানের ও দৈহিক যন্ত্রনিচয়ের স্বাভাবিক ক্রিয়া সম্বন্ধীয় কোন জ্ঞান প্রদানের চেষ্টা হইয়াছে বলিয়া আমরা অবগত নহি। জগৎবাবুর এই গ্রন্থ এই হিসাবে সম্পূর্ণ অভিনব প্রকারের—অতি উৎকৃষ্ট ও উপাদেয় হইয়াছে।

গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগে স্বাস্থ্যরক্ষার কতকগুলি মূলতত্ত্ব স্থূলভাবে নিহিত রহিয়াছে। আলোচ্য পুস্তক একাধারে যেমন চিকিৎসার্থিগণের উপযোগী হইয়াছে, এই অংশের সন্নিবেশ দ্বারা স্বাস্থ্যরক্ষার্থী প্রত্যেক গৃহীর পক্ষেই ইহা মহামূল্য রত্নবিশেষ হইয়াছে। গ্রন্থকারের মতে এই পুস্তক সাধারণ ভাবে গৃহস্থ লোকের পক্ষেই বিশেষরূপে উদ্দিষ্ট।

ইহার তৃতীয় ভাগে চিকিৎসাসম্বন্ধীয় জ্ঞাতব্য বিষয়সমূহ বিবৃত রহিয়াছে। সাধারণভাবে শিক্ষিত গৃহস্থের পক্ষে ইহাকে উপযোগী করিবার জন্য যাহা সুসাধ্য ও প্রকৃত কাজে লাগিতে পারে, তাহাই সবিস্তার এবং বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। চিকিৎসা ব্যবসায়িগণ ইহা দ্বারা প্রভূত উপকার ত পাইবেনই পরন্তু দরিদ্র পল্লীবাসীদের পক্ষে চিকিৎসা যেরূপ সাধ্যাতীত, তাহাতে এরূপ একখানি উপাদেয় পুস্তক প্রত্যেক ঘরে রক্ষিত হইলে অসময়ে ইহা দ্বারা যে অশেষ উপকার হইবে তাহা আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি।—সুরাজ

আষাঢ়, ১৩২৪।

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা বিজ্ঞান।

আমরা চিকিৎসা বিজ্ঞানের কিছুই জানি না; তবে এইমাত্র বলিতে পারি, যে, এমন বহুদর্শী চিকিৎসকের সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতার ফল যে পুস্তকে লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহা চিকিৎসা ব্যবসায়ীর নিকট আদৃত হইবে—ভারতবর্ষ

banglabooks.in

. কলিকাতা, ১৭ই আষাঢ়, রবিবার।

গ্রন্থখানি হোমিওপ্যাথিক গৃহচিকিৎসা-বিষয়ক।

পুস্তকের প্রথমেই সহজ সরল ভাষায় ও চিত্রের সাহায্যে এনাটমি ও ফিজিওলজির প্রধান বিষয়গুলি সুস্পষ্টরূপে বুঝান হইয়াছে। ইহাতে যে চিকিৎসা কার্য্য অনেকাংশে সহজ হইবে ইহা বলাই বাহুল্য। তাহার পর রোগ নির্ণয়, চিকিৎসা, পথ্য ব্যবস্থা, আঘাত ও বিষ-চিকিৎসা, স্বাস্থ্যতত্ত্ব ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় বিবৃত হইয়াছে।

এক কথায় সমস্ত গৃহ চিকিৎসা কার্য্য ইহা দ্বারা সুচারুরূপে সম্পন্ন হইবে। আমরা এই পুস্তকের বহুল প্রচার কামনা করি।—বাঙ্গালী

বৃহৎ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা-বিজ্ঞান ১ম খণ্ড সম্বন্ধে সংবাদপত্র ও খ্যাতনামা চিকিৎসকগণের কতিপয় অভিমত।

The congratulate the author on the publication of the above noted volume on Homœopathic practice of Medicine (Brihat Homœpathic chikitsa Bijnan part I) for it supplies a want acutely felt by a wide circle of admirers of Dr. Ray's method, we have been greatly interested by the masterly introduction in which a reconciliaton has been sought between the Ayurvedic and the European ideas about the human constitution and the work has been done with much thoroughness and charity. The subject of reading the patent's pulse has received great attention and we hope it will quicken the interest of the readers of this treatise in this much neglected branch of the doctor's art. The pathology, symptoms, diagnosis and treatment of diseases have been treated with great skill and knowledge and the value of the treatise has been greatly enhanced by the addition of the fruits of the author's varied experience. We are sure, the book will command a wide and rapid circulation."

The Bengalee, Sunday
May 4.1919

* * * The book opens with a masterly introduction in which the constitution and functions of the healthy human body their various changes in sickness, the examination of the pulse, the organs and the numerous secretions as also other useful matters have been clearly and exhaustively explained. Each disease dealt with, and not the least one is neglected, has been treated with detailed reference to its diagnosis, prognosis,

banglabooks.in

pathology, treatment and all other points of interest and importance and nothing, in short, that might make the task of the student or the practitioner smooth or sure has been lost sight of. In conclusion, we must express our entire satisfaction with the clearness and chastity of the author's language and congratulate him on his fruitful labours in the cause of Homœopathic learning and practice. * *

The Amrita Bazar Patrika, May. 14.1919

BOGRA.
24th April, 1919.

My dear friend Jagat Babu,

I have read your first instalment of the Brihat Homœopathi chikitsa Bijnan. It is in keeping with your other works and wi certainly do something to popularise Homœopathy in the eyes of the public. I am anxious to see your other volumes. I hope the public will welcome this work as your other productions."

Yours sincerely,
(Sd) Pyari Sankar Das Gupta (L. M. S.)
34, THEATRE ROAD
Calcutta.

"সবিনয় নিবেদন,

আপনার প্রণীত হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা বিজ্ঞান পুস্তকখানি পাঠ করিয়া আনন্দলাভ করিলাম। ইহাতে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। ইহা গৃহস্থ ও ছাত্র উভয়ের পক্ষেই বিশেষ উপযোগী হইবে। এরূপ গ্রন্থের যত প্রচার হয় ততই মঙ্গলের বিষয়। অন্যান্য খণ্ডের ন্যায় ইহা সাদরে পঠিত হইবে ইহা আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস। ইতি ১৯শে শ্রাবণ।

বিনীত বন্ধু,
(Sd.) প্রতাপ চন্দ্র মজুমদার, (এম, ডি,)

S. K. Nag,
M. D. (Chicago, U. S. A.)
L. M. S. (Cal. Univ.)

18, Beadon Street
Calcutta.

Many thanks for kindly presenting me with a copy of first volume of Chikitsa Bijnan. It goes without saying that I liked the book very much. The subject-matter has been well-arranged under separate heads, the symptomatology is precise and up to date. The therapeutical portion at the end of each subject is of special interest as it comes from an experienced hand and a man of your repute. I am sure the book will find a ready sale among students and lay public interested in Homœopthy.

To Dr. J. C. Ray.

Yours sincerely
(Sd.) S. K. Nag.

banglabooks.in

banglabooks.in

banglabooks.in

banglabooks.in